

মানিকরাম গাঙ্গুলি বিরচিত

ধর্মমঙ্গল

080 C.U.
221/1

গুরুদাস কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক এবং
ভূতপূর্ব গবেষক, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,

শ্রীবিজিতকুমার দত্ত

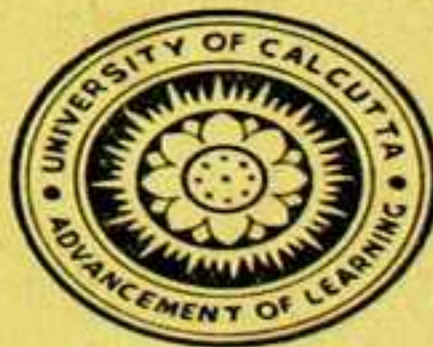
ও

বর্ধমান মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ মহিলা কলেজের বাংলা ভাষা ও
সাহিত্যের অধ্যাপিকা এবং

ভূতপূর্ব গবেষক, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,

শ্রীসুনন্দা দত্ত

সম্পাদিত



কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৬০

মূল্য—১২/-



ভারতবর্ষে মুদ্রিত । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসের সুপারিন্টেন্ডেন্ট
শ্রীশিবেন্দ্রনাথ কাক্সিলাল কর্তৃক ৪৮ হাজার রোড,
কলিকাতা হইতে প্রকাশিত ।

230964

BCU 988

মুদ্রক : শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ও আর্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ১৩



পরমশ্রদ্ধাস্পদ শিক্ষাব্রতী
বর্ধমান সাহিত্য সভার ভূতপূর্ব সভাপতি
হেমেন্দ্রমোহন বসু মহাশয়ের
পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে

নিবেদন

মানিকরাম গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গল প্রকাশিত হল। সম্পাদনার কাজে তত্ত্বাবধান করেছেন পূজনীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত স্বকুমার সেন। সম্পাদনার আদর্শটি তিনিই আমাদের ধরিয়ে দিয়েছিলেন। রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের আগ্রহ এবং উৎসাহ না থাকলে এত শীঘ্র এই বই ছাপা সম্ভব হত না। আমাদের মশরু কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁকে। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী বইটির একটি প্রফ দেখে দিয়েছেন। সন্দেহস্থলে শুদ্ধ পাঠ নির্ণয়ে তাঁর উপদেশ গ্রহণ করেছি। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বর্ধমান সাহিত্য সভা মানিকরামের পুঁথি এবং শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল রায়ের সংকলিত মানিকরামের শব্দকোষ ব্যবহার করতে দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে বেঁধেছেন।

বইটিতে ছাপার ভুল কিছু কিছু আছে। শেষে একটি শুদ্ধিপত্র দিয়েছি। অন্ত্যান্ত মুদ্রণ-প্রমাদ পাঠক সহজেই বুঝতে পারবেন বলে উল্লেখ করিনি।

শ্রীবিজিতকুমার দত্ত
শ্রীসুনন্দা দত্ত



[The page contains dense handwritten text in Devanagari script, which is mostly illegible due to extreme blurring and fading. The text appears to be organized into several vertical columns.]

মানিকরাম গাঙ্গুলির ধৰ্মমঙ্গল পুথির ৪ (খ) পৃষ্ঠার প্রতিমূৰ্শি

[illegible]

मानिकदाम गान्धुनिय धर्ममन्त्र पुथिय २९ (क) पृष्ठाय प्रतिनिधि

সূচী

ভূমিকা	...	১১/০
ভাষাবিচার	...	২১/০
ধর্মমঙ্গল (মূল)	...	১
প্রথম পালা	...	১২
দ্বিতীয় পালা	...	৩৬
তৃতীয় পালা	...	৭২
চতুর্থ পালা	...	১১৬
পঞ্চম পালা	...	১৭০
ষষ্ঠ পালা	...	১২৮
সপ্তম পালা	...	২২২
অষ্টম পালা	...	৩০৮
নবম পালা	...	৩৬০
দশম পালা	...	৩৮৮
একাদশ পালা	...	৪০২
দ্বাদশ পালা	...	৪৩২
শব্দসূচী	...	৬০৭
পাঠান্তর	...	৬৩১
পাঠান্তর (খ)	...	৬৬১
শুদ্ধিপত্র	...	৬৬৩

ভূমিকা

মানিকরাম গান্ধুলির ধর্মমঙ্গল প্রকাশিত হয়েছিল বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ থেকে পঞ্চাশ বছরেরও আগে। সম্পাদনা করেছিলেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং দীনেশচন্দ্র সেন। পুঁথি সংগ্রহ করবার আগ্রহ শাস্ত্রী মহাশয়ের বরাবরই ছিল। শ্রীধর্মমঙ্গলের পুঁথি সংগ্রহের ইতিহাসটি তিনি নিজেই বলেছেন। “সেই সময়ে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের দেহান্ত হইল এবং বাঙ্গালা, বিহার, আসাম ও উড়িষ্যার পুঁথি খোঁজার ভার আমার উপর পড়িল। আমি সেই সঙ্গে বাঙ্গালা পুঁথি খুঁজিতে লাগিলাম, ট্রাবেলিং পণ্ডিতদেরও বলিয়া দিলাম, তোমরা বাঙ্গালা পুঁথির সন্ধান আনিবে এবং পার ত কিনিবে। নানা কারণে আমার সংস্কার হইয়াছিল যে, ধর্মমঙ্গলের ধর্মঠাকুর বৌদ্ধধর্মের শেষ। সুতরাং ধর্মঠাকুর সম্বন্ধে কোন পুঁথি পাইলে তাহার সন্ধান করা, কেনা ও কপি করা একান্ত আবশ্যক, এ কথাটা আমি বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলাম। শুদ্ধ তাই নয়, যেখানে ধর্মঠাকুরের মন্দির আছে, সেইখান হইতে মন্দির ও মন্দিরের দেবতার বিবরণ সংগ্রহ করিতে হইবে এবং ধর্মঠাকুর সম্বন্ধে চলিত ছড়াও সংগ্রহ করিবে। প্রথমেই তাঁহারা মানিক গান্ধুলীর শ্রীধর্মমঙ্গল আনিয়া দিলেন। পুঁথির মালিক ছাড়িয়া দিতে চায় না, বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের সঙ্গে তাই শঙ্কুচন্দ্র বিজ্ঞানরত্ন জামিন হইয়া মাসিক ১০/- দশ টাকা ভাড়ায় আমাকে ঐ পুঁথি পাঠাইয়া দেন, আমি বাড়ী বসিয়া তাহা কপি করাই। খাঁটি ব্রাহ্মণের ছেলে, কায়শাস্ত্রের পড়ুয়া ধর্মঠাকুরের বহি কেন লেখে এবং কেমন লেখে, জানিবার জ্ঞান বিশেষ আগ্রহ হইয়াছিল, তাই এইরূপ কঠোর নিয়মে আবদ্ধ হইয়া সে পুঁথিখানি ধার করিয়াছিলাম। সে পুঁথি বহুদিন হইল, সাহিত্য-পরিষদে ছাপা হইয়া গিয়াছে।”^১ ১৩১৩ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় দীনেশবাবু এই পুঁথিটির আলোচনা করেন। দীনেশবাবু বলেছেন নানা কারণে গ্রন্থ ছাপবার সময়ে ভুলত্রুটি থেকে গেছে। পরে যোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিধি মহাশয় শ্রীধর্মমঙ্গলের একটি ভাল সংস্করণ প্রকাশ করবার আকাঙ্ক্ষা জানিয়েছিলেন।

১ হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা । হরপ্রসাদ শাস্ত্রী । ভূমিকা, পৃষ্ঠা [২]

একটি মাত্র পুথির উপর নির্ভর করেই ধর্মমঙ্গল সম্পাদিত হয়েছিল। মানিকরামের ধর্মমঙ্গলের আর কোন পুথির উদ্দেশ্য বহুকাল পাওয়া যায়নি। অন্যান্য ধর্মমঙ্গল রচয়িতার পুথি (খণ্ডিত অথবা সম্পূর্ণ) কয়েকখানি মিললেও মানিকরামের পুথির সংবাদ এতকাল পাওয়া যায়নি। শাস্ত্রী মহাশয় যে পুথিখানি কপি করিয়েছিলেন সেখানিরই বা কী গতি হল আজ পর্যন্ত তার হদিস আমরা পাইনি। কিছুকাল আগে ‘বর্ধমান সাহিত্য সভা’র জন্ম পুথি সংগ্রহ করবার সময় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মণ্ডল অন্যান্য পুথির সঙ্গে মানিকরাম গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গলের একটি পুথি পান। প্রস্তুত গ্রন্থ ছাপা বই এবং এই পুথিটির উপর নির্ভর করে প্রকাশিত হল।

২

সাহিত্যসভার পুথিটি হুগলি জেলার মানিকরামের বাসভূমি বেল্টে গ্রাম থেকে প্রাপ্ত। প্রথম যখন পুথিখানি হস্তগত হয় তখন মনে হয়েছিল এইটিই হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ধর্মমঙ্গলের পুথি। কেননা পুথির লিপিকাল সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত গ্রন্থের পুথির লিপিকালের সঙ্গে ভবহ এক। কিন্তু সাহিত্য-সভার পুথির সঙ্গে ছাপা ধর্মমঙ্গলের সর্বত্র মিল নেই। ভাষায় অনেক পরিবর্তন আছে। সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় বিষয়, সাহিত্যসভার পুথিতে নেই এমন অনেক ছত্র ছাপা ধর্মমঙ্গলে আছে এবং ছাপা ধর্মমঙ্গলে নেই এমন অনেক ছত্র সাহিত্যসভার পুথিতে আছে। এই থেকে মনে হয় ছাপা ধর্মমঙ্গলের পুথি এবং সাহিত্যসভার পুথি এক ও অভিন্ন নয়। হয়ত উভয় পুথি একটি আদর্শ পুথির নকল।

সাহিত্যসভার পুথিখানি সম্পূর্ণ। কিন্তু শেষের দিকে কয়েক পাতা কিছু কীটদষ্ট। তুলোট কাগজের পুথি। পুথির আকার ১৫" ইঞ্চি × ৫২" ইঞ্চি। পুথিটির প্রতি পৃষ্ঠায় ছত্রসংখ্যা সমান নয়। কোনও পৃষ্ঠায় ১৬ ছত্র, কোনও পৃষ্ঠায় ১৩, আবার কোনও পৃষ্ঠায় ১২ ছত্র আছে। মোট ১৫৬ পাত্রে অর্থাৎ ৩১০ পৃষ্ঠায় পুথিটি সমাপ্ত। পৃষ্ঠার মার্জিনে পালায় উল্লেখ আছে। অক্ষরের ছাঁদ স্পষ্ট। গোটা গোটা লেখা। সাহিত্যসভার পুথিটির লিপিকর একজন নন। অন্তত দুজন লিপিকর পুথিটি প্রস্তুত করেছিলেন। একজন লিপিকরের নাম পাচ্ছি রামচন্দ্র গাঙ্গুলি—“লিখিতঃ শ্রীরামচন্দ্র গাংগুলী”। এক জায়গায় রামচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এই নামও আছে। একজনের লেখা নয়

বলে বানানে সর্বত্র একই আদর্শ অল্পস্বত হয়নি। উচ্চারণ-শিথিলতার জন্মও একই শব্দের বিভিন্ন বানান পাচ্ছি। যেমন—হইল, হল্য, হৈল, হইল্য, হৈল্য, হল, হৈইল্য ইত্যাদি। পুথির মাঝামাঝি থেকে—করে>কোরে; হয়ে>হোয়ে; করিল>কোরিল; হইল>হোইল ইত্যাদি বানানও আছে। মাঝামাঝি থেকে হসন্ত চিহ্নের বাহুল্যও লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এমন কি ‘আনন্দিত’ শব্দটির বানান ‘আনন্দিৎ’ লেখা হয়েছে। এরকম আরও কিছু দৃষ্টান্ত ভাষাবিচার প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি। একটি উড়িয়া বানান পেয়েছি—‘কুপায়’।

পুথিতে যেসকল বানান ছিল আমরা সর্বত্র সেসকল রাখিনি। যেখানে আবশ্যক মনে করেছি সেখানে পাঠ শুদ্ধ করে দিয়েছি। যেখানে অর্থ পরিষ্কার হয়নি সেখানে অর্থছোতক শব্দটি বসিয়ে পুথির পাঠ পাঠান্তরে দিয়েছি। তবে কিছু কিছু শব্দ আছে যেগুলির সঠিক অর্থ বোধগম্য হয়নি। সেক্ষেত্রে পুথির পাঠ অবিকৃত রেখেছি। কারণ অষ্টাদশ শতকে এমন বহু শব্দ এবং বাক্যরীতি ছিল (যে-কথা যোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিধি মহাশয় বলেছেন) যেগুলি এখন প্রচলিত নয়। যেসব শব্দের ব্যুৎপত্তি সংস্কৃত কিংবা দেশী বিদেশী শব্দের সাহায্যে নির্ণয় করা যায়নি সেখানে পাণ্ডিত্যের প্রচেষ্টা বর্জন করে শব্দ অবিকৃত মুদ্রিত করেছি। প্রসঙ্গ মিলিয়ে দেখলে কোন কোন শব্দের অর্থ মোটামুটি ধরা যায়। সে সব অর্থ ‘শব্দসূচী’তে দিয়েছি। আমাদের সংশয়স্থলে প্রশ্ন-চিহ্ন যোগ করেছি।

৩

মানিকরাম গাঙ্গুলির নিবাস আধুনিক হুগলি জেলার বেলডিহা (বেল্টে) গ্রামে। কবি যে বংশপরিচয় দিয়েছেন তা থেকে পাই—গোপাল গাঙ্গুলির পুত্র হুদাম গাঙ্গুলি, তার ছেলে অনন্তরাম, অনন্তরামের পুত্র গদাধর, গদাধরের ছেলে মানিকরাম। মানিকরামেরা ছয় ভাই। মানিকরাম সকলের বড়। এক ভাই দুর্গারাম কোন কারণে বিখ্যাত ছিলেন। পঞ্চম ভ্রাতা রামতনু ‘রসিক রসে পূর্ণ’। সম্ভবত কাব্যকলা ভাল বুঝতেন। চতুর্থ ছকুরাম ধর্মমঙ্গলের গায়ন ছিলেন।

গাএন হবেক তোর চতুর্থ সোদর।

জগত ভরিএ যশ হবেক বিস্তর ॥

মানিকরামের উল্লিখিত অভয়া সম্ভবত ভগিনী । মাতা কাত্যায়নী ।

মানিকরামের অপর রচনা শীতলামঙ্গল । পুথি মাত্র সাতখানি পাতায় সম্পূর্ণ । সেখানেও ভনিতা ধর্মমঙ্গলের অহরূপ :

বেলভিহা গ্রামে ধাম দ্বিজ শ্রীমানিকরাম
তব পদে করিল প্রণতি ॥^১

পিতামাতার প্রতি মানিকরামের সশ্রদ্ধ ভক্তি লক্ষণীয় ।

পিতৃমাতৃসম গুরু নাহি ত্রিভুবনে ।
পুনঃ পুনঃ নতি মোর তাঁদের চরণে ॥

আগেই দেখেছি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ধর্মমঙ্গলে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব আবিষ্কার করেছিলেন । ধর্মমঙ্গলের অন্ততম সম্পাদক দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ও ধর্মমঙ্গলে বৌদ্ধপ্রভাব দেখেছেন । কিন্তু ধর্মঠাকুর যে বৌদ্ধ দেবতা নন সে সুনিশ্চিত ।^২ ধর্মপূজার পুরোহিত ভোম সম্প্রদায়ের লোক । উচ্চবর্ণের হিন্দুদের এই কারণে ধর্মঠাকুরের প্রতি বিশেষ প্রীতিপক্ষপাত ছিল না । এই কারণেই বৌদ্ধধর্মের ইঙ্গিতগুলি সুস্পষ্ট একথার কোন সার্থকতা নেই । দ্বিতীয়ত মানিকরাম যে “জাতি যায়” বলে আশঙ্কা করেছিলেন সে বৌদ্ধত্বের জন্তে নয় বরং অন্ত্যজ শ্রেণীর পূজ্য দেবতার মাহাত্ম্যাকাহিনী গাইবেন বলে । আসল কথা ধর্ম সম্বন্ধে ভারতীয় উদার মনোভাবটি সকল মঙ্গলকাব্যে যেমন ধর্মমঙ্গলেও তেমনি অহুসৃত হয়েছে । মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেবদেবীর বিরোধ আছে সত্য কিন্তু সুস্বভাবে দেখলে দেখা যাবে এর মধ্যে একটা উদার সমন্বয়ের নির্দেশ আছে । বিশেষত ধর্মমঙ্গলে দিগ্‌বন্দনাতে মানিকরাম সে কৈফিয়ত সুস্পষ্টভাবে দিয়েছেন ।

একেতে অনন্তমূর্তি লীলার কারণে ।
অতএব ভেদ কর্যা বন্দে কবিগণে ॥
আমিহ করিব ভেদ তাথে দোষ নাই ।
এই নিবেদন মোর সভাকার ঠাই ॥

১ প্রবন্ধমালা ১, পৃষ্ঠা ৩২-৩৪ । মাণিক গাঙ্গুলীর শীতলামঙ্গল । শ্রীপকানন মণ্ডল

২ রূপরামের ধর্মমঙ্গল । কুমিকা । শ্রীহরকুমার সেন, শ্রীপকানন মণ্ডল ও শ্রীহরনন্দা সেন

অন্যত্র,

না বুঝিএ কেহ

বলে ভিন্ন দেহ

নিস্তার নাহিক তার ।

একে এক ত্রয়

অক্ষয় অব্যয়

এই বেদ-ব্যবহার ॥

এই থেকে মানিকরামের ধর্মমত সম্বন্ধে উদারতার পরিচয় পাই ।

মানিকরাম সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন । যদিও তিনি বলেছেন যে তাঁর তর্কশাস্ত্র চর্চা করবার আর অবকাশ হয়নি তথাপি গ্রন্থের অন্তরঙ্গ পরিচয়ে বুঝতে পারি কবি সংস্কৃত পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতপুরাণ ভালভাবেই জানতেন । লাউসেনের শিক্ষার বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি যে-সমস্ত বইয়ের নাম করেছেন তাতেও এইটি প্রমাণিত হয় । মানিকরামের গ্রন্থে তৎসম শব্দের বাহুল্য । এবং অনেক সংস্কৃত শব্দ প্রচলিত অর্থে ব্যবহার না করে ব্যুৎপত্তিগত অর্থে ব্যবহার করে তিনি সংস্কৃতজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন ।

৪

অন্যান্য ধর্মমঙ্গলরচয়িতার মত মানিকরাম গান্ধুলির গ্রন্থোৎপত্তি-বিবরণ এবং আত্মপরিচয়-কাহিনী কাব্যরসে সিদ্ধিত । তবে রূপরামের রচনার মত ভাবঘন এবং গভীর নয় ।

সেকালে আর দশজন ব্রাহ্মণ ছেলের মত মানিকরাম পঠনপাঠনের জন্তে নানা দেশ ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছিলেন । অনেক কিছু পড়ে তর্ক শেখবার আশায় ভুড়াড়ি গেলেন । এমন সময় স্বপ্ন দেখলেন “মাএর হএছে এথা অকাল মরণ ।” এ স্বপ্ন তাঁকে বড় বেজেছিল ।

উঠেঃস্বরে কান্দিএ কপালে মারি ঘা ।

কি হইল হায় হায় কোথা গেল মা ॥

মানিকরাম যখন শোকে আকুল তখন ধর্ম এসে দেখা দিলেন । সংসারের মর্ম বুঝিয়ে ধর্ম কবিকে প্রবোধ দিলেন এবং বললেন ‘ভবনে চল ঝাট ।’ রাত্রে স্বপ্নের বৃত্তান্ত কবি মেনে নিলেন । সকালে উঠে তর্কীচার্যের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে খুদ্বিপুথি সহ দেশের দিকে রওনা হলেন । বিজ্ঞাচর্চায় ডোরও

পড়ল সেইখানে। সেকথা মানিকরাম অন্তর বলেছেন।^১ সে যাই হোক কবি ছশ্চিন্তা নিয়ে দেশের দিকে রওনা হয়েছিলেন বলে বেতালনে এসে নদী পার হয়েই পথ হারিয়ে ফেললেন। সূর্য অভিমুখী হয়ে যেতে যেতে খাটুনে পৌঁছলেন। পথশ্রমে ক্লান্তও হয়েছিলেন। দৈবে সেখানে এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে মানিকরামের দেখা হল।

কপালে থাকিলে লেখা কালে এসে ঘটে।
জিজ্ঞেস সহিত দেখা দেশাড়ার মাটে ॥
পূর্বমুখে তরুতলে দাণ্ডাইএ পথে।
অপূর্ব অদ্ভুত মূর্তি আসাবাড়ি হাতে ॥

ব্রাহ্মণকে দেখে কবির আশা হল। বেশ আনন্দও পেলেন। সেই ব্রাহ্মণের সঙ্গে কবির কিছু ‘শাস্ত্র আলাপন’ও হল। ব্রাহ্মণ নিজেই আত্মপরিচয় দিলেন। বিপ্ৰের নাম রাজ্যধর বিজ্ঞাপতি। ধাম রজাপুরে। বিপ্ৰ মানিকরামকে পঠনপাঠনের জন্তে তাঁর সদনে যেতে বলে গেলেন। তারপর ব্রাহ্মণ বললেন তুমি এগিয়ে যাও। মানিকরাম এগিয়ে যেতেই বিপ্ৰকে আর বৃক্ষতলে দেখতে পেলেন না।

আখি পালটিতে হল অন্ধকারময়।
বিপ্ৰে না দেখিএ বড় হইলাম বিস্ময় ॥

স্বতরাং কবি তাঁর কর্তব্য বিস্মৃত হয়ে খুন্দি পুথি রেখে বৃক্ষতলে বসে রইলেন। এমন সময়ে এক পণ্ডিত এলেন। তাঁর গলায় ধর্মের ‘পাছুকা ছুটি’ বাঁধা আছে। তিনি মানিকরামকে দেখতে পেয়েই বললেন, এই পথে রাজ্যধর বিজ্ঞাপতি গেছেন? মানিকরাম পণ্ডিতকে জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর সংবাদে আপনার প্রয়োজন কি? পণ্ডিত কবিকে বললেন, তুমি তাঁকে চিনতে পার নি। এখনি তাঁর পরিচয় পাবে। তার আগে ‘পদ্মতুল্য পাছুকা সম্প্রতি কর সেবা’। মানিকরাম চমকে উঠলেন। চারদিকে তাকাতে লাগলেন। সামনে এক সরোবর দেখতে পেলেন।

পাড়ে গিএ দেখিছ পীযুষতুল্য জল।
প্রফুল্ল হইএ আছে পদ্ম শতদল ॥

১ বিজ্ঞ শ্রীমানিক ভণে ধর্মের মঙ্গল।
যার লেগে পড়াশুনা ঘুচিল সকল ॥

পূজিব প্রভুর পদ প্রেমানন্দমতি ।

তাঅ নেবে তুলি পদ্য হইএ আকুতি ॥

স্নান করে উঠতেই দেখেন সরোবর নেই। পণ্ডিতও নেই। কবি ধর্মের
 ধ্যান করে অপর সলিলে পদ্য নিবেদন করলেন। বেলা পড়ে এলে কবি
 আপনার 'বাসে' ফিরে এলেন। রঞ্জাপুর তিন দিনের পথ। হাজিপুর পার
 হয়ে তারাজুলির তীরে কবি যখন এসে পৌঁছলেন তখন আবার সেই বিপ্রে-
 র সঙ্গে দেখা। এবারে বিপ্রে-র অল্প মূর্তি। 'সাক্ষাৎ শমন'। হাতে আসা
 বাড়ির পরিবর্তে দারুণ বাড়ি। কবি একা। জনমানব নেই। স্ততরাং তিনি
 ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। বিপ্র যখন কবিকে বধ করবেন বলে শাসালেন
 তখন মানিকরামের স্তুতি ছাড়া উপায় রইল না। তিনি বললেন ব্রাহ্মণের
 দস্থ্যবৃত্তি কখনও কেউ শোনেনি। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। স্ততরাং এসব কথা
 ব্রাহ্মণ ভালই বুঝবেন। বিপ্র নাছোড়। তিনি বললেন, মানিকরাম একটা
 বর্ষর। আর বিপ্রে-র দস্থ্যবৃত্তি! সে তো বাণ্যীকিও করেছেন। মানিকরাম
 কঁদে ফেললেন। বললেন 'তোমার নিকটে যাই অধ্যয়ন আশে'। ব্রাহ্মণ
 কবির ব্যাকুলতায় হেসে ফেললেন। বললেন, আমার হাজিপুরে কিছু কাজ
 আছে। তুমি তাড়াতাড়ি আমার বাড়ি যাও। আমি কাজ সে-ই আসছি।
 কবিও 'তরাসে গেলাম ছুটে রঞ্জাপুর ফিপ্র'। কিন্তু কবির আশা সফল হল
 না। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও রাজ্যধর বিজাপতির সংবাদ পেলেন না।
 কবি সাতপাঁচ ভেবে বাড়ি ফিরে এলেন। এসেই জ্বর। ভীষণ জ্বরে কবি
 অস্থির হয়ে পড়লেন। এই সময়ে শিয়রদেশে দেখেন সেই বিপ্র। সেই বিপ্র

কহেন কিসের চিন্তা কিসের ব্যামোহ ।

উঠ বাছা আমার বচনে মন দেহ ॥

গীত রচ ধর্মের গৌরব হোগ বাড়ি ।

নকল দেখিএ দিব লাউসেনি দাঁড়া ॥

মানিকরাম এবারে আর ছাড়লেন না। বিপ্রে-র পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন।
 বিপ্রও পূর্বপ্রতিশ্রুতিমত নিজের পরিচয় দিলেন। বিপ্র হচ্ছেন বাঁকুড়ারায়।
 তিনিই বিশ্বের কারণ। অনেক ভক্তকে তাঁর চরণে ঠাই দিয়েছেন। ব্রহ্মা
 বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিন জন ভিন্ন নয়, অভিন্ন। সঙ্কটকালে কবি যদি তাঁকে
 স্মরণ করেন তবে নিশ্চয়ই তিনি তাঁর অভয়পদের আশ্রয় দেবেন। বারমতি

রচনা করবার জন্তে মানিকরামকে বললেন। নিজের বীজমস্ত দিয়ে দিলেন। ধর্ম-
মঙ্গল রচনা করলে 'জগত ভরিএ যশ হবেক বিস্তর'। শুনে তো কবি অস্থির
চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কেননা 'স্বপক্ষের সন্তোষে বিপক্ষ পাছে হাসে'।
ধর্ম বললেন, আমি যার সহায় তার এত ভয় কেন? মানিকরাম দ্বিজত্বের
দোহাই দিয়েছিলেন। জগতঈশ্বর বললেন, আমি তোরা জাতি। অতএব
নির্ভয়ে কবিতা রচনা কর। আর কবির কাজ তো শুধু নকল করা।

নিজ বীজ মস্ত লেখে দিলেন নকল।

ইহা দেখে কবিতা রচিবে অবিকল ॥

ধর্ম কবিকে সাহস দিয়ে ময়ূরভট্টের কথা পাড়লেন।

ময়ূরভট্টের কথা মন দিএ শুন ॥

বৈকুণ্ঠে রেখেচি তারে বিষ্ণুভক্তি দিএ।

অতাপি অপার যশ অখিল ভরিএ ॥

ধর্মের 'বাজি'তে 'স্বপক্ষ বিপক্ষ' সমান হবে। কবিকে একথা বলেই 'প্রভু হল্যা
অস্তধীন'। কবি গীত রচনা করলেন।

পুরানো বাংলা কাব্যে কবির আত্মপরিচয় অংশটুকু ব্যক্তিগত আবেগে
উজ্জল। ধর্মমঙ্গল কাহিনীর অনেক কবিই আত্মপরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু
ঘনরামের গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ পাইনি। মানিকরাম যা বলেছেন তার মধ্যে
গতানুগতিকতার ছোয়া আছে। কিন্তু অনাবিল ভক্তি এবং আন্তরিকতার
স্পর্শ এই অংশটিকে উপভোগ্য করে তুলেছে।

মানিকরাম সেকালের শ্রোতাদের সম্বন্ধে সচেতন। তাঁদের হালচাল
ভাল ভাবেই বুঝতেন। কাব্যের রস অপেক্ষা অলঙ্কার এবং ব্যাকরণজ্ঞান
একশ্রেণীর আদরণীয় ছিল। কবিদের এঁদের সমঝে চলতে হত। সুতরাং
দেবদেবীবন্দনার সঙ্গে শ্রোতাদেরও সঙ্গষ্ট করতে হত।

কুজ্ঞানীর চরণ বন্দি করে জোড়হাত।

গুরুর দোহাই স্বরে না কর অগ্যাত ॥

আর বন্দি সমাহিতে সূজ্ঞানীর পা।

বিনা দোষে যদি কেহ স্বরে দেয় যা ॥

ধর্মের দোহাই সব কবিই দিয়েছেন। মানিকরামও বাদ যাননি। কেননা
'বিষম ধর্মের মায়া বোঝানে না যায়' 'বিষম ধর্মের মায়া করাতের ধার'।

‘যে গায়’ এবং ‘গাওয়ায়’ তার ধনে পুত্রে লক্ষ্মী হয়। যে ধর্মকে অবহেলা করে তার কুষ্ঠ আদি ব্যাধি স্থনিশ্চিত। এ ছাড়া পাপীদের জন্তে ঢালাও বন্দোবস্ত কবি করেছেন, ‘নিসত্যা পাপীর মুণ্ডে পড়ুক বর্জর’। মানিকরাম দিগবন্দনাতে নিজগ্রামের দেবতার বন্দনাও করেছেন।

বেলডিহায় বাঁকুড়ারায় বন্দি একমনে।

অসংখ্য প্রণতি শীতলসিংহের চরণে ॥

এ থেকে বুঝতে পারি কবির নিজগ্রামের দেবতা ছিলেন বাঁকুড়ারায় অর্থাৎ ধর্মঠাকুর। সম্ভবত শীতলসিংহ কোন প্রতিবেশী গ্রামের জাগ্রত দেবতা।

৫

মানিকরামের গ্রন্থ রচনা কাল নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। মানিকরামের গ্রন্থ সমাপ্তির ছত্রগুলি উদ্ধার করছি।

শাক্তে ঋতু সঙ্কে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে।

সিদ্ধসহ যুগ পক্ষে যোগ তার সনে ॥

বারে হল মহীপুত্র তিথি অব্যাহিত।

শর্বরী শরাগ্নি দণ্ডে সাক্ষ হল গীত ॥

এই থেকে দীনেশচন্দ্র সেন গ্রন্থ সমাপ্তির কাল নির্ণয় করেছিলেন এই ভাবে^১

ঋতু (৬) বেদ (৪) সমুদ্র (৭) = ৬৪৭

সিদ্ধি (৮) যুগ (২) পক্ষ (২) = ৮২২

১৪৬৯

অর্থাৎ মানিকরামের গ্রন্থ সমাপ্ত হয় ১৪৬৯ শকে (১৫৪৭ খ্রীষ্টাব্দে)। কিন্তু মানিকরামের গ্রন্থ এত প্রাচীন হতে পারে না। মানিকরাম রূপরামের কাব্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন,

বন্দিয়া ময়ূরভট্ট আদি রূপরাম।

দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্ম গুণগান ॥

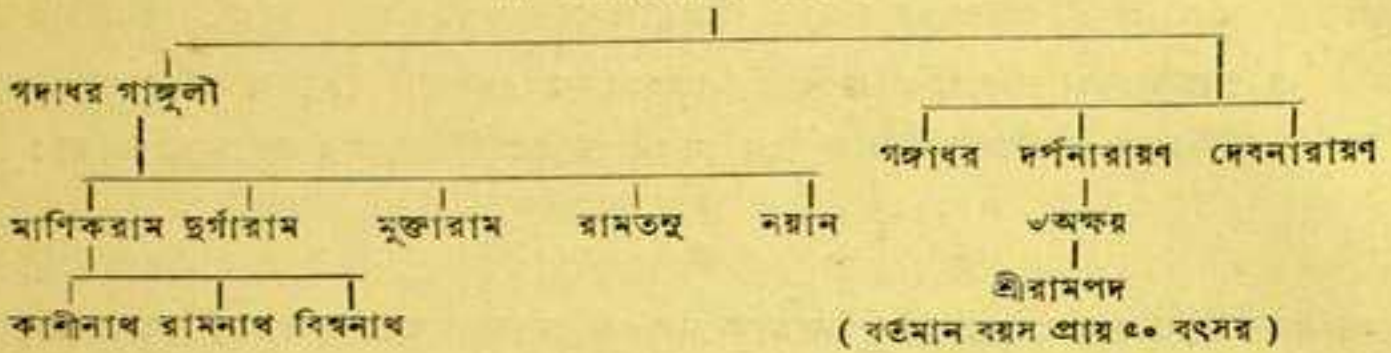
রূপরামের গ্রন্থ সমাপ্তির কাল হচ্ছে ১৬৪২-৫০ খ্রীষ্টাব্দ।^২ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে

১ শ্রীধর্মমঙ্গল ॥ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১৩ ॥ দীনেশচন্দ্র সেন

২ রূপরামের ধর্মমঙ্গল, পৃষ্ঠা ১৮/০ ॥ শ্রীহরকুমার সেন এবং শ্রীপকানন মণ্ডল সম্পাদিত

মানিকরামের গ্রন্থ এর পরে লেখা। যোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিধি মহাশয় কবির বংশলতা সংগ্রহ করেছিলেন। সেই বংশলতা আলোচনা করে তিনি মানিকরামের গ্রন্থসমাপ্তিকাল বলেছিলেন, ১৭০৩ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দ।^১ বংশলতিকাটি এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য।

মানিকরামের বংশাবলী



যোগেশচন্দ্রের তালিকায় ছকুরামের নাম বাদ পড়ল কেন বুঝতে পারছি না।

যোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিধির এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেছিলেন বিভূতিভূষণ দত্ত মহাশয়।^২ তাঁর মতে ধর্মমঙ্গলের সমাপ্তিকাল হবে ১৪৮২ শকাব্দ অথবা ১৫২২ শকাব্দ। সমস্ত প্রমাণগুলি পুনরায় পরীক্ষা করে যোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিধি মানিকরামের গ্রন্থসমাপ্তিকাল বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন।^৩ তাঁর মতে

$$\text{ঋতু (৬), বেদ (৪), সমুদ্র (৭)} = ৬৪৭$$

$$\text{সিদ্ধ (২৪), যুগ (৪), পক্ষ (২)} = ২৪২৪$$

$$৩০৭১$$

এই তারিখটিই ঠিক। কেননা আচার্য যোগেশচন্দ্র কবির রচনাকাল নির্দেশের শ্লোকটির শেষের দুই ছত্রে যে বার, দণ্ড, মাসের উল্লেখ আছে তাও পরীক্ষা করেছেন। ১৭০৩ শকের ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার মানিকরাম গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। তা ছাড়া ধর্মমঙ্গলের ভাষাও আধুনিক। এমন কি একটি ইংরেজি শব্দও পেয়েছি (তবল < stable)। অঘোরবাদল পালাতে ভারতচন্দ্রের

১ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১৫ ॥ যোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিধি

২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৫ ॥ শব্দ-সংখ্যা লিখন-প্রণালী ॥ বিভূতিভূষণ দত্ত

৩ প্রবাসী, ১৩০৬, পৌষ, কবিশকাব্দ ॥ যোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিধি

প্রভাব আছে বলে মনে করি। মানিকরাম যে বিষ্ণুপুরের মদনমোহন বিগ্রহের বন্দনা করেছিলেন সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করে অনেকে যোগেশবাবুর গণনায় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কারণ গ্রন্থসমাপ্তিকালে অর্থাৎ ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে বিষ্ণুপুরে মদনমোহন বিগ্রহ ছিল না। যোগেশচন্দ্র দেখিয়েছেন যে “বিষ্ণুপুরের এক প্রাচীন মদনমোহন রণিআড় গ্রামে এক বৈদিক ব্রাহ্মণ-গৃহে এখনও ভূতকালের সাক্ষী হইয়া আছেন। ইহাকে ধরিলে বিষ্ণুপুর রাজ্যে এখনও মদনমোহন আছেন।”^১ তা ছাড়া আমরা সকলেই জানি বিগ্রহ অপসারিত হলেও বিগ্রহের অদৃশ্য উপস্থিতি সকলেই বিশ্বাস করেন।

৬

ঘনরামে দিগ্‌বন্দনা নেই। মানিকরামে আছে। ঘনরামে দিগ্‌বন্দনা না থাকা আশ্চর্যের বিষয়। দিগ্‌বন্দনার ঐতিহাসিক মূল্য আছে। সে কারণে মানিকরামের দিগ্‌বন্দনার পরিচয় মূল্যবান।

বেলডিহার বাঁকুড়ারায়, শীতলসিংহ; ফুলুয়ের ফতেসিংহ; বৈতলের বাঁকুড়ারায়; পাণ্ডুগ্রামের বুড়াধর্ম; শ্রামবাজারের দলুরায়; দেপুরের জগৎ-রায়; গোপালপুরের কঁকড়াবিছা; সিয়াসের কালাচাঁদ; ইদাসের বাঁকুড়ারায়; গবপুরের স্বরূপনারায়ণ; মঙ্গলপুরের রূপনারায়ণ; পশ্চিমপাড়ার যাত্রাসিদ্ধি; বরুজগ্রামের মোহনরায়; গুড়ুচের শীতলনারায়ণ; আলগুচিয়ার ক্ষুদিরায়; আঁকুটি কুলেমালার ধর্ম; বন্দিপুরের শ্রামরায়; জাড়াগ্রামের কালুরায়; যাজপুরের দেবগৃহ (ধর্ম দেবতার পীঠস্থান); তারাহাটের তারকেশ্বর; শিয়ড়ের শাস্তিনাথ; ফুলুয়ের ফুলেশ্বর দোলেশ্বর; কামেশ্বরের নেড়াদেউল; ব্রাহ্মণভূমের ঝাড়েশ্বর; চন্দ্রকোণার মল্লেশ্বর; বেতাইয়ের কোঙরেশ্বর; ভদ্রেশ্বরের ভদ্রেশ্বর; খানাকুলের ঘণ্টেশ্বর; বালিগড়ার তারকেশ্বর; কাশীর কাশীশ্বর; বগড়ির কৃষ্ণরায়; বিষ্ণুপুরের মদনমোহন; গয়ার গদাধর; নীলাচলের জগন্নাথ বলরাম স্তম্ভদ্রা; বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণ; প্রয়াগের মাধব; হারিকার হারিকানাথ; অযোধ্যার শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা; সাওড়াকোণের রামকৃষ্ণ; পাণ্ডুগ্রামের শ্রামচাঁদ; ধুলেপুরের কেলেসোনা (আশ্চর্য যে রাধা ঠাকুরানী কৃষ্ণের ডাইনে

১ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১৫ ॥ ধর্মমঙ্গল-প্রণেতা মানিক গাঙ্গুলী ॥ যোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিধি

২ প্রবাসী ১৩৩৬ পৌষ, পৃঃ ৩৫০ ॥ কবি শকাঙ্ক ॥ যোগেশচন্দ্র রায়

আছেন এখানে) ; বাগনাপাড়ার বলরাম ; কৃষ্ণনগরের গোপীনাথ ; তমলুকের জিফুহরি ; গোকুটীর রামগোপাল ; বোড়র বলরাম ; যাজপুরের রাধাশ্রাম ; মাহেশের জগন্নাথ ; চন্দ্রকোণার রঘুনাথ ; অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ ; বালসীর নারায়ণ , কাটোয়ার ঘাটে চৈতন্যলিতাই ; কামারহাটীর দেশড়ার ; ওপড়াশের পঞ্চানন ; ভিতরগড়ের সত্যপীর ; মনাইচকের ও মিলিকির মোকাম ; ফুলুয়ের জয়দুর্গা ; বৈতলের ঝকড়াই ; থেপুতের থেপাই ; আমতার মেলাই ; কালীঘাটের কালী ; মোলার রঙ্গীণী ; বিক্রমপুরের বিশালা ; বড়দার বিশালা ; রাজবলহাটের রাজবল্লভী ; সিয়াখালার এবং বন্দীপুরের বাসুলী ; বেতাইয়ের সর্বমঙ্গলা ; বর্ধমানের সর্বমঙ্গলা ; কামরূপের কামাখ্যা ; হিংগুলাটের হিংগুলাটেশ্বরী ; বিদ্যাচলের বিদ্যাচলবাগিনী ; পুরুষোত্তমের বিমলা ; কান্দীর অন্নপূর্ণা ; ঢাকার ঢাকেশ্বরী ; আকুড়ের অপর্ণা ; কিরীটিকোণার কিরীটেশ্বরী ; যাজগ্রামের বিরজা ; আশ্বিনকোটীর অষ্টভূজা ; সেনপাহাড়ের শ্রামরূপা ; খাতড়াবর মহাকালী ; পড়াশের ঘাঁটু ; নাড়চে গ্রামের শ্রীসর্বমঙ্গলা ; আনুড়ের বিশালা ; মড়াগড়ার বাণেশ্বরী ; লাউগ্রামের দণ্ডেশ্বরী ; লক্ষ্মীপুরের লক্ষ্মী ; বুঞায়ের চণ্ডী ; রঙ্গপুরের বিশালাক্ষী ; মানসরূপের মনসা ; ছিরামপুরের ত্রিপুরাসুন্দরী ; বেলার চণ্ডী ; ছাতনার বাসুলী ; তমলুকের বর্গভীমা ; রায়খার কালী ; শানিঘাটের শুভা ; শাটীনন্দীর লক্ষ্মী ; পলাশির পলাশ-চণ্ডিকা ; ভাঁড়ারগড়ের ভাঁড়ারচণ্ডী ; খীর গ্রামের নৃমুণ্ডমালিনী ; তালপুরের ষষ্টি ; গোগ্রামের ভগবতী ; ময়নাপুরের ষষ্টি—এই সমস্ত দেবদেবীকে মানিকরাম নতি জানিয়েছেন ।

দিগ্বন্দনার বর্ণনায় লক্ষণীয় হল ফুলুই, পড়াশ, বেতার, চন্দ্রকোণা অঞ্চলগুলি । ফুলুইয়ের তিনজন ঠাকুর, চন্দ্রকোণার দুজন, বেতারের দুজন, পড়াশের দুজন ঠাকুরের নাম পাচ্ছি । এই গ্রামগুলির গ্রামদেবতা দুজন কিংবা তিনজন থাকতে মনে হয় সমস্ত দেবতাই সমান প্রসিদ্ধ ছিলেন । রূপরামের ধর্মমঙ্গলে যে যে দেবদেবীর বন্দনা আছে তার মধ্যে মানিকরামের সঙ্গে মিল সামান্যই । রূপরামে মুসলমান ফকিরের, গাজীর, পীরের উল্লেখ কিছু বেশী । চন্দ্রকোণা, রাজবলহাট, বর্ধমান, কালীঘাট, কুলেমালা, সেয়াখালা, তালপুর, জাড়াগ্রাম, লাউগ্রাম, শ্রীরামপুর, বেতার (বেতার) মোলা, তমলুক ইত্যাদি স্থানের উল্লেখ রূপরামেও আছে কিন্তু দেবদেবীর মিল সর্বত্র নেই । মানিকরামের দিগ্বন্দনাতে বিস্তৃতি কিছু বেশী । ষাটুনাথের ধর্মপুরাণে

যে দিগ্‌বন্দনা আছে তার সঙ্গে মানিকরামের মিল সামান্যই। তমলুকের বর্গভীমার কথা মুকুন্দরাম থেকে মানিকরাম সকলেই উল্লেখ করেছেন। মৌলার রক্ষিণী এই রকম আর একজন প্রসিদ্ধ দেবী। বিক্রমপুরের বিশালা অপার প্রসিদ্ধ দেবী। ধর্ম ঠাকুরের নামান্তর যা পাচ্ছি অর্থাৎ শীতলসিংহ, কতেশিংহ, যাত্রাসিদ্ধি, দলুয়ায়, মোহনরায়, শ্রামরায়, স্কুদিরায়, কৃষ্ণরায়, বাঁকুড়ারায় সেগুলি রণদেবতার ইঙ্গিত দেয় বলে মনে হয়।^১

৭

কবি তাঁর কাব্যকে শ্রীধর্মমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, নোতনমঙ্গল, অনাদিমঙ্গল বলেছেন। নোতনমঙ্গল বলার সার্থকতা নিয়ে কেউ কেউ মনে করেছেন এ কাব্য ময়ূর-ভট্টের পরেই রচিত। কিন্তু কাব্যরচনাকাল এত আগের নয়। মানিকরাম নূতন অর্থে অভিনব বুঝিয়েছেন। ‘নূতন’এর এই অর্থ সেকালে চলে গিয়েছিল। কবিও কিকিৎ স্বাতন্ত্র্য দাবি করবার জন্যে নূতন বিশেষণটি প্রয়োগ করেছেন। মানিকরামের কাব্যের অপার নাম বারমতি। ঘনরামও বলেছেন বার দিনে এ কাব্য গীত হয়। ‘বারমতি’র আধুনিক উচ্চারণ ঘনরামে পাই বারমতী। ধর্ম মানিকরামকে স্বপ্নে বলেছিলেন

বারদিনে সমাপ্ত হইবে বারমতি
বিলম্ব করহ যদি হবেক বিগতি ॥

এই বারমতি কে কে করেছিলেন তার একটি তালিকা মানিকরাম দিয়েছেন। প্রথম, দেবনারায়ণ; দ্বিতীয় দেবতার রাজা সম্ভবত ইন্দ্র; তৃতীয়, রাজা মহীশূর; চতুর্থ, চাঁপায়ের কূলে ফুক দত্ত; পঞ্চম, রাজা হরিচন্দ্র; ষষ্ঠ, রাজবংশ কাশী; সপ্তম, রঞ্জাবতী শালে ভর দিয়ে; অষ্টম, লাউসেন জালন্দার বাঘবধ করে; নবম, লাউসেন তারাদীঘিনীয়ে কুমীর বধ করে, বাকুয়ের মেয়ের দর্প চূর্ণ করে; দশম, কাঙুরে কর্পূরধলকে পরাজিত করে; একাদশ, ঢেকুরে ইচ্ছাঘোষ নিধনের দ্বারা; দ্বাদশ, হাকণ্ডে পশ্চিম উদয় করে। এই বারমতি গীত হত রাত্রে ও দিনে। সেকথা মানিকরাম স্থানে স্থানে বলেছেন

হরি বলে সাম্প্রতিক সবে যাও ঘর।
রাত্রে আসি শুন আজি রঞ্জার শালে ভর ॥

স্বতরাং দিনে ও রাতে এই দুই ভাগে প্রত্যেকটি পালা ভাগ করা হত। এই বারমতির মধ্যে আমাদের গ্রন্থে আছে হরিচন্দ্রের পালা থেকে (রাজবংশ কাশী বাদে)। স্বতরাং বন্দনা সহ মোট সাতটি মতির কাহিনী চব্বিশটি পালায় গীত হত। দেবনারায়ণ, ইন্দ্র, রাজবংশ কাশী এবং ফুক দত্তের এবং রাজা মহীশূরের কী গতি হল সে সম্বন্ধে জানবার কোন ইঙ্গিতই কবি তাঁর রচনায় রেখে যাননি।

মানিকরামের বর্ণনার সঙ্গে কিন্তু ঘনরামের মিল নেই। ঘনরামের সমস্ত অংশটি তুলে দিচ্ছি। ঘনরামের বর্ণনায় কিছু ঐতিহাসিক উপাদান থাকতে পারে।

প্রথমে সেবক ছিল ভোজ মহারাজা ।
 পরিপাটী পরিপূর্ণ দিল আত্মপূজা ॥
 ধূপদত্ত দ্বিতীয়ে পূজিল সপ্রতুল ।
 মানিক দীপের মাঝে ধর্মের দেউল ॥
 তৃতীয় মথুর ঘোষ পূজে ধর্মরাজে ।
 ধেনু ধাত্ত ধনধর্মে ধরণী বিরাজে ॥
 চেরে পূজে মহীমুখ ব্রাহ্মণ শরীর ।
 পূজা প্রদক্ষিণে ফিরে ধর্মের মন্দির ॥
 পঞ্চমে সেবক ছিল কালু ঘোষ নামে ।
 যে জন জন্মিল ধর্ম-ললাটের ঘামে ॥
 ষষ্ঠমে সেবক ছিল হরিচন্দ্র রাজা ।
 নিজ পুত্র কাটি যে ধর্মের দিল পূজা ॥
 জ্যেষ্ঠ বেটা কাটিয়া ধর্মের পূজা দিল ।
 সেই হইতে লুয়ের সৃষ্টি ভারতে হইল ॥
 সপ্তম সেবক সদা ভোমের নন্দন ।
 যার ঘরে হইল ধর্ম অতিথি ব্রাহ্মণ ॥
 আসাই চণ্ডাল আটে পূজিল প্রচুর ।
 সিংহান ধাত্তেতে যার জন্মিল অঙ্গুর ॥
 নবমে সেবক ছিল দ্বিজ মহীপাল ।
 তপ জপ যাগ যজ্ঞ জপে সর্বকাল ॥
 দশমে সেবক ছিল বাকুই শিবদত্ত ॥
 ধর্মপূজা করিল যে অতি স্তমহত্ত্ব ॥

একাদশে সেবক বাইতি হরিহর ।
দেখিলে বৈকুণ্ঠে গেল শূলির উপর ॥
দ্বাদশে সেবক তুমি কণ্ঠপনন্দন ।
অবনী এসেছ ধর্ম-পূজার কারণ ॥

৮

মানিকরাম ধর্মপূজার একটি বিশদ বিবরণ দিয়েছেন সামুলার জবানিতে ।
ধর্মপূজায় শুদ্ধ মতি এবং পবিত্র মনোভাব প্রয়োজন । ‘ইন্দ্রিয় নিগ্রহ’
করে ত্যাগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে হবে । বারজন ভক্ততা অর্থাৎ ধর্মের
সেবাত্রতী এই পূজায় প্রয়োজন । আর

স্বচ্ছশীলা প্রবীণা সধবা সীমন্তিনী ।
বেছ্যা লবে মনমত দ্বাদশ আমিনী ॥

কর্মকার, নাপিত, মালাকার, কুলাল নানাবিধ সংস্কারের কাজে লাগবে ।
উড়ি ধানের চাল, ঘৃত, মধু, চিনি, নারিকেল, কলা, সুপারি, হরীতকী, দধি,
দুগ্ধ, পূজার উপকরণ । ‘ধুমলের জন্তে’ চাই ধূপ দীপ ধূনাচুর দণ্ড । স্বর্ষের
অর্ঘ্যের জন্তে দরকার প্রচুর পুষ্প—এর মধ্যে জবা ফুল চাইই । আর চাই
চম্পকপুষ্প । বাজকর, বৃষ, পুরোহিত তো আছেই । এ-সমস্ত নিয়ে ‘চাঁপায়ের
কূলে’ গিয়ে ধর্মসেবা করতে হয় । কুস্তকার ঘট, লুয়ের (“গাজনের পূর্বে
একটি কালো রংয়ের ছাগলকে সাংজাতোক্ত ছাগ-সংস্কারের বিধানে সংস্কার
করিয়া ছাড়িয়া দিতে হয় । সেই ছাগল ইচ্ছামত ভ্রমণ করে । ইহাকেই
‘লুইয়া’ বলে”^১) হাঁড়ি, মুক্তিকলস, দণ্ড (ধুতুচি), দেবখো (দীপবৃক্ষ),
প্রদীপ, সরিষা, মালসা এবং প্রত্যাহ মতুই হাঁড়ি জোগান দেয় । নাপিত পূজার
সম্মার্জনা করে । তাকে অগ্রবিধ কাজও কিছু করতে হয় । মালাকারের কাজ হচ্ছে
পুষ্প জোগান দেওয়া । গৃহভরণ ক্রিয়ার এই সমস্ত বিবরণের জন্তে ‘শ্রীধর্ম-
পুরাণ’ দ্রষ্টব্য ।^২ ধর্মপূজার প্রথমেই সামুলা ত্যাগের আদর্শের কথা বলেছিল ।
এই ত্যাগ যে কতদূর পর্যন্ত যেতে পারে তার উদাহরণ রজার শালে ভরে এবং
লাউসেনের নবখণ্ডে পরিচয় পেয়েছি । লাইসেনের উদ্দেশ্য ছিল ধর্মের

১ শ্রীধর্মপুরাণ, পৃষ্ঠা [১] ॥ মণ্ডলভট্ট বিরচিত ॥ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

২ এ ॥ গৃহভরণ গাজনের বিবরণ ।

মাহাত্ম্যস্থাপন। রঞ্জার ছিল পুত্রকামনা। ধর্মপূজা পুত্রকামনার জন্তে করা হয় গৃহভরণ গাজনে তার উল্লেখ আছে। ধর্মপূজার এক অংশকে সাংঘাত পদ্ধতি বলা হয়। সাংঘাতের ইতিহাস প্রাচীন। প্রাচীন কালে রাজারা নদীতীরে সম্মিলিত হত উৎসব-অনুষ্ঠানে। শুভ মঙ্গল কামনা ছিল এই সকল উৎসব-অনুষ্ঠানের অন্ততম লক্ষ্য। ধর্মপূজাবিধানেও দেখি চাঁপায়ের কূলে রঞ্জার শালেভরের সময়ে অসংখ্য গ্রামবাসী উপস্থিত ছিল। একপ্রকার মিছিলের মত করে চাঁপায়ের কূলে যেতে হয়েছিল। সুতরাং একে যে সাংঘাত বলা হবে তাতে বিচিত্র কিছু নেই।^১ ধর্মমঙ্গলে আছে।

যথাকালে যাত্রা কৈল লয়ে ধর্মজাত।

উচ্চৈঃস্বরে হরিশ্লনি করে সর্বজনা।

ঢাক ঢোল আদি করি বাজায় বাজনা ॥

৯

ঘনরাম মানিকরাম ইত্যাদির কাব্য রামায়ণ মহাভারতের কাহিনীতে পরিপূর্ণ। কৃষ্ণকথা এবং রামকথা যে সেকালে অসামান্য জনপ্রিয় ছিল এই কাব্যই তার অন্ততম নিদর্শন। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে শ্রীকৃষ্ণ অথবা রামচন্দ্রের কথা প্রসঙ্গত ব্যবহৃত। কিন্তু ধর্মমঙ্গলে পৌরাণিক উপাখ্যানগুলি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। লাউসেন, কর্পূর, রঞ্জাবতী, কর্ণসেন, মহামদ এদের প্রসঙ্গ রাম-কৃষ্ণ-কথার আধারে স্থাপিত। কবি যেন রামায়ণ মহাভারতের অনুরূপ আদর্শ ধর্মমঙ্গলের বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে উপস্থাপিত দেখে উল্লাস বোধ করেছেন। জাতির ধ্যানে এবং মননে রাম-কৃষ্ণ যে কতটা স্থান জুড়েছিল এই সকল কাহিনী থেকে তা বুঝতে পারি। মানিকরামের কাব্যে লাউসেন কর্পূর প্রায়শই রাম এবং লক্ষ্মণ—কখনও কখনও ভরত শত্রুঘ্ন। আবার কদাচিৎ লব কুশ।

কিবা লবকুশ কিবা কানাই বলাই ॥

শ্রীরামের সঙ্গে যেন চলিলা লক্ষ্মণ।

কৃষ্ণ বলরাম হচ্ছেন ধর্মমঙ্গলে লাউসেন কর্পূর। রঞ্জাবতী কৌশল্যা কর্ণসেন দশরথ। হনুমানের কীর্তিকলাপ অন্যান্য মঙ্গলকাব্যেও আছে। হনুমান্

১. বিচিত্র সাহিত্য (১ম খণ্ড) ॥ শ্রীহরকুমার সেন। মঙ্গল-নাট্যগীত-পাঁচালি ইত্যাদি

মনসামঙ্গলে চাঁদের সর্বনাশসাধনে তৎপর হয়েছিলেন। এখানে পাত্র মহামদের জারিজুরি ভেঙ্গে দিয়েছেন। লাউসেনকে যে-কোন বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন। হুতুমান্ বার বার রামচন্দ্রের দোহাই দিয়েছেন। লাউসেনের সঙ্গে লাউদত্তের মৈত্রীবন্ধন হলে কবির রামায়ণকাহিনী মনে পড়ে যায়

মৈত্র্যভাবে শ্রীরাম চণ্ডালে দিল কোল।

কুমীরকে বধ করে লাউসেন কুমীরকে পাপজীবন থেকে মুক্তি দিলেন। রামচন্দ্রের পদরেণুস্পর্শে অনেক শাপগ্রস্ত নরনারী মুক্তি পেয়েছিল। লাউসেনের সম্বন্ধেও কবি বলেছেন

ধরণীর ধর্মপুত্র লাউসেন হবেক।

সেই পথে ভাই সঙ্গে গৌড়ে যাইবেক ॥

তার হাতে মুক্তি তোর হবেক তখনি।

শীঘ্র যায় শুন সত্য সমুচিত বাণী ॥

আবার মহামদকে বার বার কংসের দ্বায় কৃতান্ত বলা হয়েছে। মহামদও আপনাকে কংস মনে করতেন। সুতরাং কংসনিধন কাহিনী লাউসেন-মহামদ কাহিনীতে অতি সহজেই ঢুকে পড়েছে।

ঢেকুরের নৃপতি সোমঘোষ বিদ্রোহী হলে গৌড়েশ্বর তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেন। গৌড়নৃপতির সামন্ত কর্ণসেনের চার ছেলে প্রাণপণ যুদ্ধ করেও সোমঘোষকে পরাজিত করতে পারেনি। ‘আত্ম ঢেকুর পালা’র পরে রঞ্জাবতী কাহিনী আরম্ভ হয়েছে। গল্পের এই রকম সূচনাতে কালিদাসের কুমারসম্ভবের কথা মনে করিয়ে দেয়। অস্ত্রের অত্যাচারে দেবকুল অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের জন্ম কামনা করেছিলেন দেবতার। এখানেও অনেক অমিল সত্ত্বেও লাউসেনের জন্মবৃত্তান্ত এবং ইছাই ঘোষের নিধনের মধ্যে অনুরূপ কাহিনী-পরিকল্পনা দেখতে পাই। আত্ম ঢেকুর পালাতে ঘনরামে সোমঘোষের ছেলে ইছাইএর এবং সেনাপতি ‘লোহাটা’র কথা আছে। মানিকরামে তা নেই।

রঞ্জার শালেভর কাহিনী মর্মস্পর্শী। কবি অনুরূপ একটি কাহিনী সামুলার মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—হরিচন্দ্রের উপাখ্যান। এই হরিচন্দ্র

ঐতিহাসিক ব্যক্তি এককালে এমনও একটা ধারণা প্রচলিত ছিল। কিন্তু সেকথা মনে করবার কোনও কারণ নেই। হরিচন্দ্রের কাহিনী কয়েকটি কাহিনীর সম্মিলিত রূপ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে, কৌষীতকী ব্রাহ্মণে এবং বৈদিক সাহিত্যের অন্যান্য স্থলে শুনঃশেপের কাহিনী পাওয়া যায়। রাজা হরিচন্দ্র অপুত্রক। বরুণের বরে তিনি রোহিত নামক পুত্রসন্তান লাভ করলেন। কিন্তু হরিচন্দ্র পূর্বপ্রতিশ্রুতিমত রোহিতকে বলি দিতে সম্মত হলেন না। রোহিত বনে পালিয়ে গিয়ে অজীগর্ত নামে এক ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ পেল। অজীগর্তের পুত্র শুনঃশেপের বলির ব্যবস্থা হল। অজীগর্ত অর্থলোভে এই কাজে সম্মতি দিয়েছিলেন। শুনঃশেপ প্রার্থনা জানালেন। দেবতারা তুষ্ট হয়ে শুনঃশেপের বন্ধন মোচন করলেন। ধর্মমঙ্গলে হরিচন্দ্রের পরিবর্তে পাই হরিচন্দ্র। কদাচিৎ হরিচন্দ্রও মেলে। রোহিতের স্থল নিয়েছে লুহিচন্দ্র (লুহিচন্দ্র রোহিতের পরিবর্তিত রূপ)। এই কাহিনীর সঙ্গে মিলেছে কর্ণপুত্র বৃষকেতুর কাহিনী। দাতাকর্ণের কাহিনী সর্বজনবিদিত। কর্ণপত্নীর আকুল প্রার্থনা সবেও ব্রাহ্মণ বিচলিত হননি। ধর্মঠাকুরই সেই ব্রাহ্মণ। স্মৃতির কতকটা কল্পনা বাকিটা বৈদিক-পৌরাণিক উপাখ্যানের আধারে হরিচন্দ্র-কাহিনী নির্মিত।

হরিচন্দ্র পালায় আরও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। মানিকরাম সামুলার মুখ দিয়ে হরিচন্দ্র পালা উত্থাপন করেছেন। ঘনরাম করেছেন রজাবতীর জবানিতে। ঘনরামে নেই মানিকরামে আছে এমন কতগুলি ঘটনার উল্লেখ করছি। রাজা হরিচন্দ্র অপুত্রক এই অপবাদ রাজার পরিচারিকা হাড়িনী দিয়েছিল। রাজা এই অপমান ভুলতে না পেরেই বল্লভার তীরে গিয়েছিলেন। সেখানে মার্কণ্ডেয় মুনির সঙ্গে দেখা হল। মুনির নির্দেশমত রাজারানী অনাথ-পূজা করলেন। চন্দ্রবাণ রচনা করে বাঁপ দিলেন। দ্বিখণ্ডিত হয়ে পুত্র-কামনা করলেন। ধর্ম পুত্রবর দিলেন। মৃতবৃক্ষ মুঞ্জরিত করে ধর্মের মহিমা দেখান হল। রাজারানীর পুত্র হল শাপভ্রষ্ট শক্রধর লেট্টা। ঘনরামে না থাকলেও এর অনেকগুলি বিষয় যাছানাথের ধর্মপুরাণে আছে।^১ যাছানাথের ধর্মপুরাণে চন্দ্রবাণের কথা নেই। শক্রধর লেট্টার পরিবর্তে পাই বিজ্ঞানধরের কথা। যাছানাথের কাহিনী বিস্তৃত এবং তাতে নানাবিধ ঘটনার সমাবেশ আছে

যা অন্তত নেই। এইসব দেখে মনে হয় মূলে হরিচন্দ্র পালাটি অনেক বড় ছিল। কালক্রমে সে আখ্যানটি ক্ষীণ হয়ে আসে।

বাঘবধ পালাটি কোতূহলোদ্দীপক। কুমীরবধ পালায় তেমন বৈচিত্র্য নেই। কিন্তু কবি বাঘবধ পালাটিকে বেশ প্রাধান্য দিয়েছেন। গোড়েশ্বর এবং ইছাইঘোষের দ্বন্দ্বের মধ্যে লাউসেনের ভূমিকা স্পষ্ট। কিন্তু বাঘবধ পালায় সার্থকতা কি? কেবলমাত্র লাউসেনের বীরত্বপ্রদর্শন? একটি কারণ যে লাউসেনের বীরত্বপ্রদর্শন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ধর্মমঙ্গল কাব্যের গঠনভঙ্গি দেখে মনে হয় যে এর মধ্যে একটা মহাকাব্যের প্যাটার্ন ক্ষীণভাবে বয়ে গেছে। বাঘবধ পালাটি তার অন্ততম প্রমাণ। লাউসেন গোড়ে যাবার পথে বাঘের অত্যাচারের কাহিনী শুনতে পেল। স্ততরাং কর্পূরের নিষেধ সত্ত্বেও তাঁর ক্ষাত্রবীর্য অত্যাচার নিবারণে এগিয়ে এল। মূল কাহিনীর গতিবেগ শ্লথ হলেও কবি এই উপকাহিনীটি সবিস্তারে বর্ণনা করবার লোভ সংবরণ করতে পারেননি। এই কাহিনীটি রূপকথার বর্ণনার মত। বাঘের আচার-আচরণেও পশুস্থলভ হিংস্রতা এবং মনুষ্যস্থলভ বিজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে। যুদ্ধ যা হয়েছে তাও রূপকথার যুদ্ধের মতই। পশুর এই জাতীয় আচরণ বিস্মৃত যুগের রূপকথার কাহিনীগুলির প্রতিই ইঙ্গিত করে। রামচন্দ্র রাবণ বধ করবার আগে এইরকম নানা যুদ্ধ করেছিলেন। ঐতিহাসিকেরা বলেন এসব কাহিনী বান্ধীকি রচনা করেননি সংগ্রহ করে দিয়েছেন মাত্র। এই অজস্র উপকাহিনী নিয়ে মহাকাব্য সমুদ্রত মহিমায় দাঁড়িয়ে আছে। ধর্মমঙ্গল কাব্য-প্রণেতাও দেশের কোন কোন প্রচলিত রূপকথা কিংবা কাহিনীকে এমন কৌশলে ধর্মমঙ্গলে জুড়ে দিয়েছেন যে কাহিনীটি কোথাও বেমানান হয়নি। বুঝতে পারি সেকালের শ্রোতারা আবেগে উত্তেজনা উৎকণ্ঠায় এবং পরম চুচিস্থায় এই কাহিনীটি উপভোগ করেছেন। অবিশ্বাসের বিন্দুমাত্র ছোঁয়াও তাঁদের মনে লাগেনি। যদি লাগত তাহলে মূল কাব্যের আত্মদান করতেই তাঁরা পারতেন না।

ধর্মমঙ্গলে বাকুইপাড়া, সুরিষ্কার পাট এই গল্পগুলিও যেন ঠিক অনিবার্য গতিতে আসেনি। এগুলিও যেন বিচ্ছিন্ন কোন কাহিনী ছিল। কবি কৌশলে সুবিন্যস্ত করেছেন, এই মাত্র। গোর্থবিজয় কাহিনীতে কামরূপে নারীশাসিত নারীরাজ্য দেখেছি। এ যদি কেবল গালগল্প হত তাহলে একে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু তা তো নয়। বাকুইপাড়ার কাহিনী এবং

সুস্মার কাহিনীর মধ্যে আতিশয্য আছে কিন্তু যেটুকু সত্য আছে তাতেও প্রমাণ হয় যে নারীদের এই জাতীয় আচার-আচরণ একেবারে অবাস্তব কিছু নাও হতে পারে। গৌরবিকল্প নাথসাহিত্যের কাহিনী। ইড়া, পিঙ্গলা, সুস্মা ইত্যাদি যোগের বিষয় সেই কাহিনীতে একটা বিস্তৃত অংশ জুড়েছে। সুস্মার পাঠেও লাউসেনকে সব চাইতে যে প্রণতি নিয়ে বিব্রত হতে হয়েছিল তা হচ্ছে

অঙ্গ মধ্যে অঙ্গনার ধাতু কোথা বয়।

এ সাদৃশ্য আকস্মিক না হবারই সম্ভাবনা।

আর একটি ক্ষুদ্র অথচ সরস কাহিনী সুস্মা কতৃক লাউসেনকে অঙ্গর কাটারি দান। অবশ্য এ কাহিনীটি লাউসেনের গল্পের সঙ্গে শিথিলভাবে যুক্ত নয়। মোট কথা, রামায়ণ মহাভারতে যেমন ধর্মমঙ্গলেও তেমনি মূল কাহিনীকে আশ্রয় করে অনেক শাখা কাহিনী পল্লবিত হয়েছিল।

১১

মানিকরাম গাঙ্গুলির কাব্য অষ্টাদশ শতকের। সেই সময়কার বাংলা সাহিত্যের যে রূপ পাই মানিকরামের কাব্যেও তার প্রকাশ। কলিযুগের অনাচারের যে 'লিঙ্গি' ঘনরাম এবং মানিকরাম দিয়েছেন তাতে করে সে-যুগের একটা হৃদিস পাওয়া যেতে পারে। রাজ্যে যে বিশেষ স্বথশাস্তি ছিল এমন কথা বলা যায় না। ধর্মমঙ্গল কাব্যে বিশেষ করে ঘনরামের কাব্যে রাজ্যের এবং রাজার মঙ্গলচিন্তার কথা শুনেছি। মানিকরামও বার বার সে কথা বলেছেন,

রাজার মঙ্গল হলো রাজ্যের মঙ্গল।

মানিকরাম একথা আরও কয়েকবার বলেছেন। মহামদ ক্ষমতা পেয়ে রাজ্যে যে অনাচার আরম্ভ করেছিল তার একটি সুন্দর বর্ণনা মানিকরাম দিয়েছেন।

দুরাচার দুষ্টমতি অতি খলচিত্ত।

দোষ বিনে প্রজাগণে দুস্বদেও নিত্য ॥

জবুল জমির জমা বেশী করে ধরে।

যে না দেয় তার সত্ত্ব গুণাকার করে ॥

ক্ষেতে হলে খন্দ সে বেচে লয় সব।

বিব্রত হইল প্রজার পেয়ে আধিভব ॥

শুধু তাই নয়, দেশ থেকে লোক পালিয়ে গিয়ে কোনরকমে আশ্রয়লাভ করতে লাগল। এ দুঃখ বাস্তব মানিকরামের সমসাময়িক লোকের পক্ষে। স্বতরাং 'রাজ্যের মঙ্গলে'র জন্তে আদর্শ রাজার আকাঙ্ক্ষা মানিকরামের পক্ষে স্বাভাবিক।

গৌড় রাজদরবারের যে ছবি মানিকরাম প্রকাশ করেছেন তাতে ঐতিহাসিকতা বিশেষ কিছু আছে কিনা জানি না। তবে তখনকার দিনে রাজসভার বর্ণনার সঙ্গে মানিকরামের বর্ণনার বিশেষ পার্থক্য নেই। তখনকার রাজসভায় শাস্ত্র আলোচনা চলত।

সভায় পুরাণ পড়ে পাঠক ব্রাহ্মণ।

পুরাণ ইত্যাদির সঙ্গে 'রায়বার'ও পড়া হত। ভাটেরা এসে এই রায়বার পড়ত। রামায়ণ মহাভারতও ভাটেরা পাঠ করতেন। কারকুন মুহুরি মামলা-মোকদ্দমার কাগজপত্র পরীক্ষা করত। বড় বড় রাজকর্মচারীরা রাজাকে ঘিরে বসত। এদের বিশেষ কোনো বিবরণ মানিকরাম দেননি। মোখাদিম, মণ্ডল, বারভূঞা এরা রাজার বিভিন্ন কার্যের সহায়ক। সৈন্যও কিছু কিছু থাকত—

শোভে সব রাউত সম্মুখে সমকাল ॥

জমাদার, কোটাল, শিকদার, সর্দারের উল্লেখও রাজসভার বর্ণনাতে আছে। মহাপাত্র বসতেন রাজার বাম পাশে।

রাজসভার বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে সেকালের সৈনিকদের কথা বলতে হয়। বলা বাহুল্য, ধর্মমঙ্গল কাব্য থেকে ঐতিহাসিকবৃন্দ সেকালের যুদ্ধের একটা মোটামুটি ধারণা করতে পারবেন। এই কারণে এর গুরুত্ব আছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'বেণের মেয়ে'তে যে যুদ্ধদৃশ্যের অবতারণা করেছেন তা মানিকরাম থেকে নেওয়া। সৈন্যদের মধ্যে ছিল—বন্দুকী, পদাতি, সিকাঁই, অশ্বারোহী, ঢালি, পাইক, স্রবাদার, মল্ল, শার্ঙ্গীধর, বাগ্দী, খোজা, মোগল, পাঠান, খানসামা, কাজি, মুস্তাকিম, সেকজাদা, মীর, মদ, গাজি। যুদ্ধের সময় অনেক চতুর নাগরিক নানা রত্নের আশায় যুদ্ধের সাজ পরে থাকত। তীর, ধনুক, গুলিগোলা, ইত্যাদি ছিল যুদ্ধের অস্ত্র। বিভিন্ন দেশের ঘোড়া এমন কি উটও যুদ্ধে ব্যবহৃত হত। হাতী তো ছিলই। যুদ্ধের সময় 'লক্ষণ' মানা বোধ হয় নিয়ম ছিল। কুলক্ষণের একটি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন মানিকরাম

পথে কত অমঙ্গল পদ্ধতিয়া দেখে ।
কলস্বরে প্রক্ষড়ালে কালপেঁচা ডাকে ।
খাতা খাতা শৃগাল দক্ষিণে খায় মড়া ।
কল ডাকে মাথায় ককাল মানে বেড়া ॥

এসব নিয়ম মানার সুন্দর দৃষ্টান্ত সেকালে খুবই ছিল।^১ সেকালে বিভিন্ন বৃত্তিধারী লোক নিজ নিজ বৃত্তি নিয়ে দিন চালাত। কর্মকার, কুলাল, মালাকর, শুঁড়ি, ইত্যাদির কথা তো মানিকরাম বার বার বলেছেন।

মঙ্গলকাব্যের আদর্শে রচিত বলে মানিকরামের কাব্যেও সেই ধারার অনুসরণ দেখি। যেমন সাধভক্ষণ। পাঁচ মাসে পঞ্চামৃত, নয় মাসে সাধ। রঞ্জার সাধভক্ষণের একটি বিস্তৃত বর্ণনা ধর্মমঙ্গলে আছে। এই সূত্রে রন্ধনের তালিকা আছে। নবজাতকের বিভিন্ন সংস্কারের কথা বলতেও কবি ভোলেননি। সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর কিছু ধন বিতরণ করা হত। ছয় দিনে স্মৃতিকাষষ্ঠী, নয়দিনে নন্তা, একুশ দিনে অরণ্যষষ্ঠীর পূজা, ছয় মাসে অন্নপ্রাশন। পাঁচ বছরে বিদ্যারম্ভ। পণ্ডিত বিদ্যাশিক্ষা দেন। সেকালের বিদ্যাচর্চার যে বিবরণ মানিকরাম দিয়েছেন তা সামাজিক দলিল হিসেবে উল্লেখযোগ্য। স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ ইত্যাদি বর্ণপরিচয়ের পর ব্যাকরণ পড়তে হত। বৈয়াকরণদের মধ্যে ছিলেন পাণিনি। কলাপ, ভাষ্যের ব্যবস্থাও ছিল। তারপরে সাহিত্য-চর্চা। মুরারি, ভারবি, ভট্টি, নৈষধ, পিঙ্গল, কালিদাস ছিল পাঠ্যতালিকায়। অলঙ্কার, জ্যোতিষ, আগম, তর্কশাস্ত্র, ছন্দশাস্ত্র, পুরাণ ইত্যাদি অধ্যয়ন করতে হত। ফিজিক্যাল ট্রেনিং-এর ব্যবস্থাও ছিল। নানাদেশ থেকে মল্লেরা আসত। মানিকরাম একটি দেশের নাম করেছেন সে হচ্ছে মণিপুর।

সেকালের বিবাহের বর্ণনা পেয়েছি লাউসেনের বিবাহ উপলক্ষে। বিবাহ-প্রদ্বণ সুন্দর করে সাজাতে হত। নানা বাতায়নের ব্যবস্থা ছিল। অধিবাসের দিনে সধবা নারীরা জল সহিত। মঙ্গলের জন্তে সধবা নারীদের এই জল সহ্য ব্যাপারটি ছিল। এই প্রসঙ্গে মানিকরাম এয়োগণের একটি কৌতূহলোদ্দীপক তালিকা দিয়েছেন। এই তালিকা থেকে সেকালের মেয়েদের নামবৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যাবে। যুবতীরা জল নিয়ে এসে বাড়িতে রাখত। তারপর নান্দীমুখ। বর-বরণ এবং পরে স্ত্রী-আচার। এর পর যৌতুকদান। এর পর

বরকনেকে ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। বরকে খাইয়ে অল্পষ্টানের সমাপ্তি। পরের দিন প্রভাতে কনের বরের বাড়ী যাত্রা। ধর্মমঙ্গলের ৩৪৬-৩৫০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিবাহের খুটিনাটি বর্ণনা নিখুঁতভাবে দিয়েছেন মানিকরাম। সতিনীর জালাযন্ত্রণার উজ্জ্বল চিত্র পাই লখ্য। ডুমুনী এবং অমলার কথা কাটাকাটিতে।

অমলা অপ্রিয় কয় আরে মোর আই।
কিসের চেটাম কর কার ধন খাই ॥
সতিনী শেলের কাঁটা সতে বলে তিতা।
সতা হতো রাবণ রামের হরে সীতা ॥

* * *

চিরকাল জানি আমি তোমার চরিত।
জলন্ত আগুনে কেন ঢেলে দেয় ঘৃত ॥
স্বামীর স্মরণী তুমি সোনা ছলে কানে।
আমি পরি ছেড়া কাঁথা এই দুঃখ মনে ॥

অনুরূপ বর্ণনা আছে কলিঙ্গা কানড়া স্মরণী বিমলার বাকোবাক্যে। সেখানে আছে

সদা সতিনীর সবত্র গতি।
বিনা দোষে জলে বিষের বাতি ॥
সহজে সতিনী শেলের কাঁটা।
উঠিতে বসিতে অশেষ খোঁটা ॥

পতিনিন্দার কথা পাচ্ছি বারুইপাড়া পালাতে। চৌতিশা পাই ইছা ঘোষের দেবী বন্দনাতে। ঘনরামে এইটি কলিঙ্গার জবানিতে রচিত। সে-যুগের বিশ্বাস, ঝাড়ফুক, মন্ত্রতন্ত্রের কথাও মানিকরাম বলেছেন। লাউসেনের যাত্রাকালে রঞ্জাবতী

মন্তকের কেশ বেঞ্চে দিল মন্ত পড়ে।

বিবাহে জ্যোতিষগণনা অবশ্য মান্য ছিল। কন্যার বিবাহে যৌতুকের ঢালাও বন্দোবস্তের কথা ধর্মমঙ্গলে আছে। বিবাহের পূর্বে ষষ্টিপূজার ভালো বিবরণ মানিকরাম দিয়েছেন ৩৫৪—৩৫৫ পৃষ্ঠায়।

শুঁড়িবাড়ির বর্ণনা ঘনরাম এবং মানিকরাম উভয়েই দিয়েছেন। শুঁড়িনীর

চালাকির, ছলচাতুরির দৃশ্য বাস্তব গুণোপেত। মানিকরাম কালুর আচার আচরণে বহু উচ্ছ্বলতা ছুটিয়ে তুলতে ঘনরামের তুলনায় অধিক সফল হয়েছেন।

ধর্মমঙ্গলে চরিত্র-পরিকল্পনায় গতানুগতিক ধারার অনুসরণ আছে। গ্রন্থের নায়ক লাউসেন ধর্মের দ্বারা লালিত, পালিত এবং আশ্রিত। লাউসেনের সব জয়-পরাজয়ের মূলে ধর্মঠাকুর। সেই কারণে এই চরিত্রটি দেবলোকের ছায়ায় পরিকল্পিত। একবার মাত্র পৃথিবীর জন্মে তার দুঃখ আন্তরিকতার সুরে ধ্বনিত হয়েছিল। স্বর্গে যাবার মুখে লাউসেনের পৃথিবীর জন্মে শোক পাঠককে স্পর্শ করে। গোড়েশ্বরের নাম পাই না। কোন চরিত্রবৈশিষ্ট্যও নেই। থাকবার কথাও নয়। কেননা গোড়েশ্বর গ্রন্থের বিদেহী চরিত্র। মহামদের খলতা, নিষ্ঠুরতা সন্দেহে তিনি নির্বিকার। শত প্রমাণ সত্ত্বেও তিনি মহামদকে আশ্রয় দেন। আসলে গোড়েশ্বরের কথা বলবার জন্মে কবির আগ্রহও ছিল না। রঞ্জাবতীর সঙ্গে কর্ণসেনের বিবাহ দিয়েই তিনি খালাস। স্বন্দের বীজটি বপন করে তিনি ধর্মমঙ্গল কাহিনীর সূত্রপাত করলেন। মহামদ রক্তমণ্ড জাঁকিয়ে বসল। গোড়েশ্বর মহামদের হাতের পাঁচ—পুতুল। মামা-ভাগ্নের কলহই গ্রন্থের অন্ততম বিষয়বস্তু। মহামদের চরিত্রের সঙ্গতি ক্ষুণ্ণ হয়নি। ভাগ্নের উন্নতিতে মামার ঈর্ষা উত্তরোত্তর বেড়েই গেছে। দ্বিতীয়ত মহামদের ঈর্ষার আরও একটা কারণ ছিল। তাকে না জানিয়ে ভগ্নীকে বৃদ্ধ রাজা কর্ণসেনের হাতে তুলে দেওয়াতে তার অভিমানে বড় বেজেছিল। সূতরাং কর্ণসেনের পুত্রের নিধনই তার একমাত্র কাম্য হল। এমন কি বোনের উপরও সে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। ‘আটকুড়ি’ বলে তিরস্কার করতে মহামদের বাজেনি।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য দেখা যায় কালু-লখ্যা এবং তাদের পুত্র সাখাস্বরের চরিত্রে। কালুকে লাউসেন সঙ্গে করে এনেছিলেন। এদের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না। কষ্টে দিনাতিপাত করত। শূয়ার চড়িয়ে দিন চলত। স্বভাবতই এদের এই জীবনযাত্রা কবিকে স্পর্শ করেছিল। এক খ্যাত কবি বলেছিলেন ‘দুঃখ কর অবধান, দুঃখ কর অবধান।’ এ নিবেদন চণ্ডীর কাছে নয় পাঠকের নিকট। মানিকরাম ব্যাধজীবন আকেননি তিনি

যাদের চরিত্র অঙ্কন করেছেন তারা রাখালিয়া। রাজার চাকর। কালুর আবির্ভাব-লগ্নটি মানিকরাম স্মরণীয় করে রেখেছেন

কালু বীর কিরিকুল কাননে চরায় ॥
হরিতক শাল হাতে হৈ হৈ হাঁকে।
মাঙনি সামলি ধনি কালি বলা ডাকে ॥
মান মুখ সদাই শূকর সঙ্গে ফিরা।
কটিতে কোপীন তায় গণ্ডা দশ গিয়া ॥
তৈল বিনে তাম্র কেশ তহু যেন খড়ি।
কেবল মকট কষ্ট কপালের ডেড়ি ॥

কপালের কষ্ট হত না যদি কালু মনের মত কাজ পেত। অসীম তার সাহস, অমিত তার শক্তি। সে শক্তি, সাহস অপচিত হচ্ছে দেখে কালু বীরের খেদ। সেনের দেখা পেয়ে কালু তাই উদ্গত নৃত্য জুড়ে দেয়। যাদের জীবনের পরিচয় হচ্ছে

কপাল প্রসন্ন নয় কালে কষ্ট পাই।
কান্তা বুনে কুলা পেখা তাহা বেচা খাই ॥
শাক লাউ সিদ্ধ করে সেও অলবণ।
হাণ্ডা দশ হলো হয় উদর পূরণ ॥
ছেড়া কানি পরিধান জুড়ে নাঞি বাস।

তাদের হঠাৎ ভাগ্যপরিবর্তনে আনন্দের জোয়ার আসে। লাউসেনের সঙ্গে কালু সদা সর্বদা যুদ্ধ করেছে। কিন্তু শেষে কালু 'জৈতের ব্যভার' ত্যাগ করতে পারেনি। শুড়িনীর গৃহে তার আচরণ কিংবা অর্থের প্রতি আকাঙ্ক্ষা তার চরিত্রে ছরপনয় কলঙ্ক এনে দিয়েছে। একদিক থেকে দেখতে গেলে কালু রক্ত মাংসে গড়া মানুষ হয়ে উঠেছে। চরিত্রটি একরঙা নয়। সেনের অবর্তমানে তার অসদ্ব্যবহার আচরণ মানুষের অন্তরের রহস্যেরই পরিচয় প্রকাশ করে দেয়। স্বর্গে যাবার সময় কালু বঁকে বসেছিল। কেননা

কালু কয় মহারাজা মনে অবিসার।
জিউ গেলে না ছাড়িব জৈতের ব্যবহার ॥
স্বর্গ গেলে মজ্ব যদি মজ্ব মাংস পাই।
সংসার অসার বলে তবে স্বর্গ যাই ॥

সেন কন সুরা মাংস স্বর্গে নাই পাবে ।
 দরশন করিবে দেবাদিদেব দেবে ।
 কালু কয় দেবদেবে মোর কিবা কাজ ।
 মণ্ড মাংস না পেলে মাথায় পড়ে বাজ ॥

সংসার যে আমার নয়, এখানেই যে মানবজীবনের সুখ শান্তি কালুর জ্বানিতে তা পরিষ্কার । মঙ্গলকাব্যের এই ইহলোকমুখী চেতনা কালুর চরিত্রে স্পষ্ট । দেবাদিদেবের চাইতে সংসারের সুখ বড় ।

কালুর স্ত্রী লখ্যা যথার্থ বীরাদনা । দীনেশচন্দ্র সেন এই চরিত্রটির একটি আলোচনা করেছেন ভারতী পত্রিকায় ।^১ ধর্মমঙ্গল কাব্যের এই চরিত্রটি শাস্ত্রত সাহিত্যের দরবারে স্থায়ী আসন লাভ করেছে । লখ্যার চরিত্রে বীরত্ব, নিষ্ঠা, স্নেহ, কর্তব্য, তীক্ষ্ণ বিচার এবং বুদ্ধি এমনভাবে মিশেছে যে প্রাচীন বাংলা কাব্যে এর জুড়ি পাওয়া শক্ত । অথচ এই চরিত্রটির কোথাও কোন অসঙ্গতি নেই । জাতে সে ডুমুনী । স্ততরাং ‘কান্তা’ বোনার কাজ তাকেও করতে হত । আর লোহাটার মারফত জেনেছি কালুর পরিধানে থাকত কলাপাতের কোপীন । ঘরের ছাউনি ছিল হোগলার । সেও ‘দিবসে বাতাসে যাইত দশ বার উড়্যা’ । কালু ‘পুখুরে পুখুরে’ লোটা কুড়িয়ে বেড়াত, চাওনি হাতে ‘শোকর’ চরাত । আর ইচ্ছা ঘোষ বলেছেন অন্নজল কালুর জুটত না

আমানি খাতিস গর্তে না ছিল আধার ।
 কুড়্যা ছিল উড়্যা যেত দিবসে ছবার ॥

ভাদ্রা ঘরের খোঁটা, অন্নভাবের খোঁটা লখ্যাকে নিশ্চয়ই গুনতে হত । কালুও মর্মপীড়া অনুভব করেছিল । কালকেতুর তেঁতীটিয়া তালের জন্তে ফুল্লরার কষ্ট আমরা অনুমান করতে পারি, লখ্যা ডুমুনীর স্বামীও ‘হাণ্ডা দশ’ ভাত খেতেন । স্ততরাং কালু লাউসেনের আশ্বাস পেয়ে যখন আনন্দে বিভোর তখন লখ্যারও আনন্দ হয় । কিন্তু লখ্যা ধীর স্থির । কালুকে লাউসেন নিয়ে যেতে চাইলে লখ্যা বলল

নৃপতির লবণ নিয়ত মোরা খাই ।
 তাঁর আজ্ঞা না পেল্যা কেমন কর্যা যাই ॥

চাকর হইয়া যদি করি অশ্রমত ।
এই পাপে বিরুদ্ধ হবেক ধর্মপথ ॥
পদছায়া দিলে যদি পামণ্ড দেখিয়া ।
লগ্না চল নূপ কাছে ছাড়ান করিয়া ॥

কালু অবোধ । লখ্যা সেই অভাব পূরণ করেছে । ‘নৃপতির লবণে’র কথা যদি লখ্যার মনে না থাকত তবে তার চরিত্রের গৌরব থাকত না । মহামদের চক্রান্তে সেনের অবর্তমানে রাজ্যের যখন সর্বনাশ উপস্থিত তখন কালু বীর ঘুমে অচেতন । লখ্যা সকলকে সজাগ থাকতে বলেছিল । সতীন অমলার কাছে জুটেছিল উপহাস আর লাঞ্ছনা । কালুর কাছে পেয়েছিল ভৎসনা । তখন লখ্যা যথার্থ বীরাদ্বনার মত বলেছিল

মায়ে পোয়ে যাব মোরা সমরে সাজিয়া ।
জাতিকুল সেনের রাখিব জিউ দিয়া ॥

উপকারীর স্বর্ণ শোধের জন্তে এই রকম বীরত্ব বিরলদৃষ্ট । পুত্রকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাতে লখ্যার বুক আনন্দে নেচে উঠেছিল । নিজে বীরত্বের পূজারী বলে সাখার বীরত্বের উপরেও তার অগাধ বিশ্বাস । হরিহর সাখার যুদ্ধে মৃত্যুর কথা লখ্যাকে বললে

লখ্যা বলে নয় বাছা না কর কৌতুক ।
মরুক তোমার বাপ মনে পাই স্থখ ॥

এই উক্তি বীরাদ্বনার । সাখার প্রতিদ্বন্দ্বী এ-জগতে কেউ আছে একথা মা বিশ্বাস করতে পারে না । একবার সে নিজেও স্বামীর কাছে আত্মপরিচয় দিয়েছিল

লখ্যা বলে যখন ছিলাম বাপঘরে ।
চোদ্দ গাছ তালকে বিঁধ্যাচি এক শরে ॥
খুলি লাফে পের্যাতাম খালুয়ের খানা ।
আতুরণ তোমার বিশেষ আছে জানা ॥
তের তিন বয়সে হইল তের ছেল্যা ।
শরে বিদ্ধে ছুফার করিতে পারি শিলা ॥

এর পরীক্ষাও তাকে দিতে হয়েছিল । সাখার মৃত্যুর পর লখ্যা উপায়ান্তর না দেখে নিদ্রিত কালুকে বহু চেষ্টা করে যুদ্ধে পাঠাল কেননা ‘এখন সেনের

ধার ধারি অভাগিনী'। ততকথায় ত্রিভূতদেব কামনার কথা সহজেই মনে আসে

রণে রণে এয়ো হব ধনে ধনে স্রয়ো হব
কালে পুত্রবতী হব।

লখ্যারও ছিল এই কামনা। নিজে যুদ্ধ করে পুত্র স্বামীকে যুদ্ধে পাঠিয়েও যখন যুদ্ধে জেতা গেল না তখন লখ্যা লাউসেনের গৃহে এসে রাজপুরাঙ্গনাদের জাগাতে চাইলে

সাথাই সমরবীর বার ভোম মহাবীর
সভে তারা পড়্যাচে সমরে ॥
আমি কি করিব একা ভাই বন্ধু নাঞি সখা
এবে হলা অনর্থভাজন।
ধর্মপথে মনজ্ঞানে পতিপুত্র প্রাণপণে
পরিশোধ কর্যাচে লবণ ॥
রাখ যদি কুললাজ স্বরায়ে সমরে সাজ
নিবেদিত্ত সতীর গোচর।

স্মরণঃ

কলিঙ্গ কামড়া আগো উঠ দিদি বাঠ জাগ
বিপত্ত্য পড়িল রাত্ৰিকালে ॥

লখ্যা ডুমুরী এই উত্তির মধ্যে শোক আছে বেদনা আছে কিন্তু শত্রুর হাত থেকে কুলমান রক্ষা করা যে প্রত্যেক বীরের যথার্থ কাজ সে সন্দেহে সচেতন করে দেবারও একটা আকাঙ্ক্ষা প্রবল। ভাবতে অবাক লাগে না যে এই চরিত্রটি নিয়ে একটি নাটক সৃষ্টি হয়েছিল।

ভাষাবিচার

মানিকরামের ধর্মমঙ্গলের রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ। পুথির লিপিকালও গ্রন্থরচনার ৭৮ বছর পরের। সুতরাং মানিকরামের সময়ের ভাষার নিদর্শন পুথিতে পুরোপুরি বজায় আছে। ধর্মমঙ্গলের ভাষার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করছি।

- ১। উপসর্গ-যুক্ত : অত্যাঙ্কল, অমুখে, আপ্রাবিত, নিষ্পথে, বিদম, সক্রোধিয়ে, সচকল, সবিকল। স্বগঠন, স্ববচন, স্বমঙ্গল, স্বতীক্স, স্বকথনে, স্বমুখে, স্বশয্যায়, স্বদিনে, স্বতহু, স্বসংসার, স্বনিপুণ, স্বচ্ছন্দ, স্বনাদিতে, স্বখাদে, স্বসম্প্রীত, স্বপ্রকাশ, স্বতিথি, স্বশোভন, স্বতান, স্ববুদ্ধি, স্বপ্রলাপ, স্বকাব্য, স্বকোপে, স্বদীর্ঘ, স্বমনা, স্বনাগর, স্বকপালে, স্বমুখে, স্বসিদ্ধ, স্বযুক্তি, স্বকথন, স্বচিত্র, স্বরচিত, স্বসার, স্বপট্টের, স্ববিহিত।
- ২। হ্রস্ব সন্ধি : কিকিতদূর্ধ্ব, তহুচ্ছিষ্ট, উর্ধ্বাস্ত্রে, ঈষদাস্ত্রে (সন্ধির নিয়ম অহুযায়ী ঈষদাস্ত্রে)
- ৩। স্বরবিপর্যয় : মোটুক < মুকুট।
- ৪। অহুনাসিকের প্রয়োগ : ভেগ্যা, গুয়ালাম, উধাঙ, বেধ্যা, মঁপ্যা, মঁগা, বিঁধ্যাচি, দা (দাম), ছেঁছা, বেঁধ্যা, হাঁসে, ভাঁগা (ভাঙ্গা, পুথির পৃঃ ৬২ ক), বাঁপ।
- ৫। য়, ব-শ্রুতি : নিয়ড়ে < নিকটে, আয়ড়ে, আখায়্যা, মাজা, যাবা (যাওয়া)।
- ৬। ক > গ : উগি < উকি, কঙ < কঙ্ক, দিগে দিগে < দিকে দিকে।
ফ > প : লাপ্ < লাফ < লম্ফ।
ল > ন : হুচি < লুচি, হুকায়ে < লুকায়ে < লুকাইয়া।
অ > আ : আমহুহা, আবহা, আমিয়া, আন্নমন্, চাঙালী।
ঠ > ট : পাট < পাঠ।
ব > ভ : সভাই < সবাই।
ও > উ : পুহাল < পোহাল, হুহে < দৌহে, হুগলের < হোগলের, হুহাই < দৌহাই।

- ৭। মানিকরামের সৃষ্ট শব্দ : নিমর্ষ, নিশর্ষ, অবিসার, দ্বিগ্নরে, বাছলার।
- ৮। শব্দদ্বৈত : ধাকধোঁকা, লাথালোথা, ফেলাফেলি, ঠেলাঠেলি, উলটি-পালটি, হুড়াহুড়ি, চুঁসচুঁসি, কসাকসি, আলাহুলা, উঠুঁড়ু, হাঁকাহাঁকি, হুলাহুঁলি, পেলাপেলী, ধুসেধুসে, চটচাট, থরথর, চটপট, দড়বড়, গুড়গুড়, কাটাকাটি, ছুটাকাটি ইত্যাদি।
- ৯। বিপ্রকর্ষ : জনম, নিরমান, নিরমল, নিরদয়, ধৈরঘ, মনমথ, খেয়াতি, মরম, বরিষণ, ভরম, ধেয়ান, দরশন, তরসিয়ে (ত্রাস), অলপ (অল্প), মুকুতা, গরিহণ (গ্রহণ), পছমা ইত্যাদি।
- ১০। অপিনিহিতির প্রাচুর্য : ক্রিয়াপদে : বলো, শুদ্ধা, বেছ্যা (=বাছিয়া), কর্যা, ডাক্যা, পাল্যা (=পাইল), বল্যা, হয়্যা, দেখ্যাছ, তুল্যা, বেচ্যা, জিহ্মা, ওলায়্যা, এলায়্যা, পুড়্যা (=পুড়িয়া), বেচ্যা, ফেল্যা, তুল্যা, কর্যাচি, হয়্যাচে, ভর্যা (=ভরিয়া), দেখ্যা, মেল্যা, পেয়্যা, আল্যা, ছিহ্মা, বৈধ্যা, এস্তা, কর্যাছে, যেয়্যা, থাক্যা থাক্যা (—থাকিয়া থাকিয়া), ফুরাল্যা (=ফুরাইল), লাগ্যা, সাজ্যা, কেট্ট্যা, চরায়্যা, (=চরাইয়া), পেত্যা (পাতিয়া), পালাল্যে (=পালাইলে), আন্তাচি, খায়্যাচে, মেহ্মা, নেড়্যা, চেড়্যা, পড়ায়্যা, ঈপ্যা, আন্তা, বস্তা, শুতো ইত্যাদি।
নামশব্দ : মেয়্যা, আয়্যা (অবিধবা), বেণ্যা (=বানিয়া <বণিক), হেত্য়ার (=হাতিয়ার)।
- ১১। অভিশ্রুতি : মেগে (মাগিয়া), জিনে (জয় করিয়া), ইত্যাদি।
- ১২। উচ্চারণে অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্বরসঙ্গতি পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত। পুথির বানানে এর প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায়। স্বরসঙ্গতির ব্যাপকতাও লক্ষণীয়। যেমন, হোইল, রোসিক (পুথির পৃষ্ঠা ৬৩ক), হোএ (পুথির পৃষ্ঠা ৬৩ক), কোরে (পুথির পৃষ্ঠা ৬৩ক), কোপূর (পুথির পৃষ্ঠা ৬২খ)।
- ১৩। পদান্ত 'য়' ও 'হ' লোপ : অধ্যা<অধ্যায়, আগ্র<আগ্রহ, মো<মোহ, লো<লোহ।
- ১৪। পদান্ত অ-এর লোপ আগেই ঘটেছিল। মানিকরামের পুথিতে এই ব্যাপারের ব্যাপকতা এবং বিস্তৃতি লক্ষণীয়। একটি উদাহরণ দিচ্ছি

তবে তুর্ণ তাম্রস তুলিয়ে তখন ।

স্নান কোরে লাউসেন্ সেবে নিরঞ্জন ॥

জলেতে আকির্ণ জন্তু জথাবিধ জ্ঞান ।

তছপোরি পন্ন পুষ্প দিল পোড়ে ধ্যান ॥ (৬১খ)

১৫ । আরবী ফারসী শব্দের প্রাচুর্য : তাজি, টাটু, সিকাই, বেরিজ, তৈরফ, হেতোর, জামা, নজর, জাহির, দাখিল, বন্দি (= বন্দির), তন্দির, হকুম, বাজার, জমি, ফিকির, খাসা, মোখাদিম, কারকুন, জমাদার, সর্দার, শিকদার, কাগজ, চাকর, মশকিল, পরানা (= পরোয়ানা), তলপ, মোহর, কুনিশ, হজুত, হাজির, মাকিক, কয়াদ (= কয়েদ), লাগাম, জিন (ঘোড়ার—), নকিব, ফুকরে, নফর, নজরে, খবর, বাহাদুর, পাগড়ি, তরাল (= তরোয়াল), খাতির, নিকলে, ইনাম ইত্যাদি ।

১৬ । উপভাষার পদের প্রয়োগ : লুকায়ে (= লুকাইয়া), আনু (= আসিলাম), আলুম (আসিলাম), থুইল, থুয়ো, পানু, লড়ে, আচুড়ে, মোটুকু, ভালর তরে, থুবেক, মেগে (= মাগিয়া), চেলের (= চাউলের), চালু (= চাউল), মলাম (= মরিলাম), ছা (= বাচ্ছা), কাকালে, হুচি, তেখন (= তখন) ইত্যাদি ।

১৭ । সর্বনামের বিশিষ্ট পদ :

(ক) উত্তম পুরুষ : আমি, আমার, মোরে (= আমাকে), আমা (= আমাকে), আমাকে, আমাদিকে, আমাদিগে, মোরা, আমাদের ।

(খ) মধ্যম পুরুষ : তোমার, তুমি, তুয়া, তুহঁ, তুই, আপুনি ।

(গ) প্রথম পুরুষ : তেঁহ (= তাহারা, তিনি), তার (= তাহার), তোর ।

(ঘ) সাকল্যবাচক : সবে (= সবাইকে), সভার (সবার) ।

১৮ । কারকবাচক অঙ্গসর্গ : তরে (স্বামীর—, ভালর—), বই (দিবস কতেক—), সমীপে (সদন—), হতো (বুদ্ধি—), হতে (ছর্বাসা মূনির—), দিয়ে (উগি—), লেগে (পুত্র—, নাতিটির—), লাগি (পরের তনয়—), দিয়া (প্রেম আলিঙ্গন—), জন্ত

(পাক—), অর্থ (পারণ—, বেতন—, কিমর্থ, যদর্থ), সনে (তার—, দৈত্য—), সাথ (সুতিখিত্র—), হেতু (উদ্ধার—)।

১৯। সেকালের কথ্যরূপের দুটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য :

(ক) মল্য নাঞি, জানি নাঞি, ছাড়িব নাঞি, জুড়ে নাঞি, সরে নাঞি, মোরে নাঞি, জানি নাঞি, করে নাঞি, রণে নয়, ফুটে নাঞি।

(খ) 'বাসি' বা 'বাসা' এখন ভালবাসা বা ভালবাসি অর্থে প্রযুক্ত। সেকালে এই শব্দটির বিস্তৃত ব্যবহার ছিল : যেতে বাসি ভয়, ভয় বাসি, সেই মত সুন্দরী সদাই তোকে বাসি, ভাতার বাসে ভিন্ন, না বাসিবে ভিন্ন, না বাসিতে আন, ঈশ্বর বাসে পর, ভাগ্য করে বাসি, তেন তোমাকে বাসি, বচন বলিতে বাসি ইত্যাদি।

২০। কারকবাচক বিভক্তি :

অধিকরণে য়ে <এ : জগতীয়ে, ধরণীয়ে, সরণিয়ে, অমরাবতীয়ে, পৃথ্বীয়ে, ঢেঁকিয়ে, অগ্নিয়ে।

কর্ম-সম্প্রদান কারক কে, এ, রে : যাব নাই জলকে, জলকে যাবে গো, কালি যাব কাশীকে, প্রহ্লাদে, ধর্ম যারে দিলা দেখা।

শূন্য বিভক্তি : কান্তা সন্ধোধিয়া।

করণ কারকে 'এ' বিভক্তি : বলে কিবা করে, ভূরি বুদ্ধে।

২১। নামধাতুর প্রাচুর্য লক্ষণীয় : ত্যাজিও, নিবেদিয়ে, পরিক্রমি, ইচ্ছি, জিজ্ঞাসিয়ে, কাঙ্গাইয়া, তরসিয়ে, নির্বাচিয়া, নিবেশিয়া, প্রণমিয়া, নিরমিয়া, নির্মাইল, পাসুরেছ, সন্ধোধিয়ে, প্রবোধিয়ে, পাসরিল, নিমন্ত্রিয়ে, নিরখিয়ে, প্রতারিয়া, পুরাহ, উলাইল, গরাসিল, প্রবেশিল, বিচারিল, ওলাইবে, নিরোধিয়া, নিরীক্ষিয়া, আমন্ত্রিয়া, সমর্পিলা, মুটকীয়ে, তরসিয়ে, আচুড়ে, জিয়ন্তয়ে, দংশিবেক, নিবারিতে, প্রসবিল, সক্রোধিয়ে, জিন্হা, নিষেধিলাম, নমস্কিয়া ইত্যাদি।

- ২২। কথা ভাষা হইতে গৃহীত এই নামধাতুর পদগুলি লক্ষণীয় : বেরালা, বেরাইল (= বাহিরাইল), বের্যা (= বাহিরিয়া), পারিয়া (= পারাইয়া), পের্যাতাম (= পারাইতাম)।
- ২৩। স্বার্থিক 'ক' প্রত্যয় যুক্ত ক্রিয়াপদ : ধরিবেক, যাইবেক, দংশিবেক, ভঞ্জিবেক, খাবেক, কহিলেক, দিলেক, হবেক, করিলেক, ফেলিলেক, পারিলেক, হইবেক, বেড়িলেক, বকিলেক, বাকিলেক, বাঁচালেক, পাইলেক ইত্যাদি।
- ২৪। অনুজ্ঞার একটি বড় বিশেষত্ব পদান্তে 'ও' পরিবর্তে 'য়' প্রয়োগে : যায় (= যাও), খায় (= খাও), লয় (= লও), নেয় (= নেও)।
- ২৫। অনুজ্ঞা ভাবে মৌলিক বর্তমান কালের বিভক্তি :
(ক) প্রথম পুরুষের বিভক্তি : কণ্ড (= কহক), দেণ্ড (দিউক), জুড়াণ্ড, লণ্ড।
- ২৬। নির্দেশকভাবে মৌলিক বর্তমানের কালের বিভক্তিতে কয়েকটি পদের রূপ সংক্ষিপ্ত হয়েছে : কসি (= কহিস), খাস্ (= খাইস্), দিস, নিস, চাসি (চাহিতেছিস), বসি (বইস, বস), করিসি (= করিতেছিস), ইত্যাদি।
- ২৭। অনুজ্ঞাভাবে ভবিষ্যৎ কালের প্রাচীন রূপ : চিস্তহ, উরহ, শুনহ, পূরহ, সাজাহ, পুরাহ ইত্যাদি।
- ২৮। পুরাণটিত বর্তমান কালের বিভক্তি 'ছি' ও 'চি' দুই রূপেই পাওয়া যায় :
(ক) শুনেচি, কর্যাচে, হয়্যাচে, বুজেচি, নির্মিয়েচে, বোলিচে, বধ্যাচি, পেয়েচ, দিয়েচি, কেটেচি, দিয়াচেন ইত্যাদি।
(খ) করেছি, মেরেছে ইত্যাদি।
- ২৯। অতীত কালে উত্তম পুরুষে 'লাম', 'লেম', 'লুম' ও 'হু' এই বিভক্তি পাওয়া যায় :
(ক) নারিলাম, ছিলাম, এলাম, পেলাম, পালাম, হইলাম, গেলেম, আলুম ইত্যাদি।
(খ) আহু, জিজ্ঞাসিহু, বুঝিহু, কৈহু (করিলাম), হহু (হইলাম) ইত্যাদি।

- ৩০। একেবারে আধুনিক কালের উচ্চারণ অনুযায়ী বানান একটি পদে রয়েছে। যেমন : দ্যায় (দেয়)।
- ৩১। যৌগিক কর্ম-ভাব বাচ্যের উদাহরণও যথেষ্ট আছে : কয়া নাঞি যায়, না যায় খণ্ডন, বোঝানে না যায়, কহা নাহি যায়, কহনে না যায় ইত্যাদি।
- ৩২। সংস্কৃত অনুজ্ঞার পদ অন্তত একটি আছে : ভজ্জস্ব।

धर्ममञ्जल

निरञ्जनाय नमः

স্বজন পালন

দেবতার চূড়ামণি ।

তোমার মহিমা অপার অসীমা
 কি বলিতে আমি জানি ॥

তোমার আগমন না জানি কেমন
 সকলি তোমার ঠাঞি ।

অতি জ্ঞানহীন তাহে অভাজন
 আমারে ত্যজিও নাঞি ॥

দেবতা কিয়রে পশু পক্ষী নরে
 সকলে সমান দয়া ।

উরহ আসরে রক্ষ নায়েকেরে
 দেহ চরণের ছায়া ॥

কৈলাসশিখর ত্যজি একবার
 কঠে হও অধিষ্ঠান ।

আপনার গুণ শুনহ আপন
 প্রভু দেব ভগবান ॥

তুমি পরাংপর বিষ্ণু মহেশ্বর
 কে আছে তোমার পর ।

তুমি কৃন্তিবাস অনন্ত আকাশ
 তুমি সূর্য শশধর ॥

ইন্দ্র আদি দেব অমর বৈভব
 তুমি বিধাতার বিধি ।

তুমি জ্যোতির্ময় পুরুষ অব্যয়
 নাহি জন্ম জরা আদি ॥

ধবল আসন ধবল ভুষণ
 ধবল চন্দন গায় ।

[illegible]

ওঁ নমো গণেশায়

জয় জয় জয় জগদীশ যোগেন্দ্র পুরুষ ।
 দূর কর দুর্ভাগ্য দাসের কলুষ ॥
 গীর্বাণপ্রধান দেব গজেন্দ্রবদন ।
 মহেশজ মহামূর্তি মুষিকবাহন ॥
 সৃষ্টিদাতা রজ্জোগুণে রিপুকুলনাশ ।
 রুধিরে পূর্ণিত তরু রবির প্রকাশ ॥
 বেদে বলে ব্রহ্মময় বিশ্বের কারণ ।
 সর্বসিদ্ধ হয় সদা সেবিলে চরণ ॥
 রূপাময় কল্লতরু কল্যাণদায়ক ।
 মহিমা বিশ্বের রূপ মঙ্গলসূচক ॥
 ভকতবৎসল তুমি ভবমহিরুহ ।
 দয়া করে দীনহীনে পদছায়া দেহ ॥
 হর বিঘ্ন বিঘ্নরাজ পূর মনোরথ ।
 ও চরণে আমার অসংখ্য দণ্ডবত ॥
 অজ্ঞান কুমতি অতি জ্ঞতি কিবা জানি ।
 নিজগুণে অকিঞ্চনে তারিবে আপনি ॥
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে দূর কর ঘন্থ ।
 অন্তকালে পাই যেন চরণারবিন্দ ॥২॥

দুর্গার বন্দনা

জয় জয় জয় দুর্গা জয় নিরঞ্জন ।
 সেবক স্মরণে উর সিংহবাহিনী ॥
 অকৃতি অবোধ অতি নাই কিছু জ্ঞান ।
 আপনার গুণে মাতা কর পরিজ্ঞান ॥
 রচিব ধর্মের গীত মনে অভিলাষ ।
 হৃদয়কমলে বসে কর সূপ্রকাশ ॥
 বাড়ায়েছি চাঁদে হাত হইয়া বামন ।
 পূর্ণ হয় জননী আপনি দিলে মন ॥

রমনায় রঙ্গিণী আসিয়ে কর খেলা ।
 লেখনীয়ে লেখ বসে সর্বমঙ্গলা ॥
 ভকতবৎসলা তুমি ভুবন ঈশ্বরী ।
 মায়ের কত কোটি চন্দ্র চরণ উপরি ॥
 কিবা শোভা করে তায় কনকমঞ্জীর ।
 দরশনে দূরে যায় অজ্ঞানতিমির ॥
 অরুণ কিরণ কত করেছে প্রকাশ ।
 পূর্ণভাবে পদতলে প্রভু কৃতিবাস ॥
 আপনি অনন্ত শক্তি ঈশ্বরী অম্বিকা ।
 বৃন্দাবনবিলাসিনী শ্রীমতী রাধিকা ॥
 কালিদহে কালীয় দমনে কুতূহলা ।
 রাধাসনে বৃন্দাবনে কৈলে রাস খেলা ॥
 চতুর্দিকে গোপীগণ মধ্যে রাধা কাহ্ন ।
 ভুবন ভুলিল রূপে ভাবে ব্রহ্মতত্ত্ব ॥
 চূড়ধড়া পরিলে হইলে কুতূহলী ।
 ত্রিভঙ্গ হইয়া রাসে বাজালে মুরলী ॥
 ব্রজাঙ্গনা সঙ্গে লয়ে বিহার বিভোলে ।
 করিলে কোতুক ক্রীড়া কালিন্দীর কূলে ॥
 হরষে গোপীর বস্ত্র করিলে হরণ ।
 ব্রজলীলা পূর্ণ করি মথুরা গমন ॥
 অসুর বধের কালে হলে দিগম্বরী ।
 ত্রিভুবন রাখিলে আপনি অসি ধরি ॥
 মুণ্ডমালা পরিলে ক্রোধের কৈলে পান ।
 শবশিশু শ্রুতিমূলে ছলে অবিজ্ঞাম ॥
 সত্ত্বগুণে ব্রহ্মাণী আপনি মহামায়া ।
 জগতজননী তুমি তুমি সর্বজ্ঞায়া ॥
 রজোগুণে বিষ্ণু তুমি তমোগুণে ভব ।
 সৃজন পালন ধ্বংস তোমা হতে সব ॥
 লক্ষ্মী সরস্বতী তুমি সুরধনী সীতা ।
 পতিতপাবনী তুমি পুরাণে বিদিতা ॥

বন্দনা

৫

রাবণ বধিলে তুমি রাম অবতারে ।
 সীতার উদ্ধার কৈলে বান্ধিয়া সাগরে ॥
 যে জন তোমাতে মতি অনুক্ষণ রাখে ।
 হরিভক্তি পেয়ে সে বৈকুণ্ঠে যায় স্থখে ॥
 দাণ্ডাইয়া হাতে তালে ডাকে তব দাস ।
 সেবক স্মরণে মাতা ত্যজহ কৈলাস ॥
 তাল মান রাগ যন্ত্র কিছুই না জানি ।
 পীযুষ প্রকাশে যেন পদের গাঁথুনি ॥
 সন্ধে শিব ষড়ানন আর বিনায়ক ।
 ঘটে বসে নৃত্য গীত নিত্যানন্দে দেখ ॥
 যোগিনী ডাকিনী গণে দেহ অহুমতি ।
 অহুন্না অচন্না হন আমা প্রতি ॥
 ছয়রাগ ছত্রিশ রাগিনী সন্ধে লৈয়া ।
 আমার আসরে বস জয় জয় দিয়া ॥
 মহেশ জানেন কিছু মহিমা তোমার ।
 অজ্ঞান বুদ্ধিতে নারে করে অহংকার ॥
 যেজন আমার আসরে করে আভিঘাত ।
 সন্ত তার হয় যেন সবংশ নিপাত ॥
 দ্বিজ শ্রীমানিকরাম করিল বন্দনা ।
 সেবক স্মরণে উর পূরহ বাসনা ॥৩॥

গৌরাজবন্দনা

জয় জয় মহাপ্রভু জয় গৌর হরি ।
 অপার মহিমা গুণ কি বলিতে পারি ॥
 নামের মহিমা গুণ করিতে প্রকাশ ।
 আপনি করুণাময় করিলে সম্যাস ॥
 অচেতন শচীমাতা লোটায় অবনী ।
 মায় ছেড়ে কোথা যাবে গৌরগুণমণি ॥

কি হবেক বিষ্ণুপ্রিয়া'র কেহ নাহি আর ।
 নদীয়া নগর হল দিবসে আধার ॥
 জলপিণ্ড তোমার আমার মনের আশ ।
 আমি মলে তবে তুমি করিবে সন্ন্যাস ॥
 আমার বধের ভাগি ভারতী ঠাকুর ।
 কি না মন্ত্র দিল তোমায় হইয়ে নিষ্ঠুর ॥
 আমি বড় অভাগিনী আর কেহ নাই ।
 সন্ন্যাসী না হয় বাছা শুন রে নিমাই ॥
 প্রবোধ করিয়া মায় প্রভুর গমন ।
 বৃন্দাবন পূর্বলীলা হইল স্মরণ ॥
 স্বরূপ সভার সঙ্গে আর সখাবৃন্দ ।
 গদাধর অদ্বৈত আচার্য নিত্যানন্দ ॥
 কটিতে কোপীন ডোর করেতে করঙ্গ ।
 শ্রীমতী রাধার ভাবে রসের তরঙ্গ ॥
 প্রকাশ করিলে প্রভু খোল করতাল ।
 সংকীর্ণনে আমোদ প্রমোদ সদাকাল ॥
 হরি বলি বাহু তুলি নাচেন গৌর ।
 দু নয়নে প্রেমধারা বহে ছরছর ॥
 হরিনাম যেচে দিলে অধম চণ্ডালে ।
 যাকে তাকে ধরে প্রেমভাবে কৈলে কোলে ॥
 জগাই মাধাই ছিল অতি ছুরাচার ।
 হরিনাম দিয়ে কৈলে তাদের উদ্ধার ॥
 কে বৃষ্টিতে পারে প্রভু কিবা রূপলীলা ।
 পূর্বস্থান বৃন্দাবন পরিক্রমি গেলা ॥
 দেখিয়া নিকুঞ্জধাম যমুনার তটে ।
 অমনি প্রেমের সিক্ত উখলিয়া উঠে ॥
 বুক বেয়ে পড়ে ধারা অঝোর নয়ান ।
 গদাধর পানে তবে প্রভু ফিরে চান ॥
 শ্রামকুণ্ড রাধাকুণ্ড কুলস্থলে পড়ি ।
 শ্রীরাসমণ্ডলে যেয়ে দেন গড়াগড়ি ॥

মহিমা বিশ্বের পর

জয় জয় মহেশ্বর
মহাতন্ত্রে আঁচ করি মানে ।
ভুবন পালনকর্তা ভবসিন্ধু ভয়হর্তা
ভক্তি মুক্তি দেহ ভক্তজনে ॥
দারুণ দুরাশ্রা ব্যাধ প্রাণী বধে দুরাসদ
মুক্ত হইল তোমার পরিতোষে ।
অপার তোমার মায়া বৃকাশ্বরে কৈলে দয়া
হরিভক্তি দিলে অনায়াসে ॥
রাবণ অমর ঐরি হরিল রামের নারী
রুষ্ট হইলে অধম দেখিয়া ।
অস্ত্রে দিলে মোক্ষধাম তারক রামের নাম
নিষ্কণ্ঠে লইলে তারিয়া ॥
তুমি তম বজ্র সত্ত্ব পরম কারণ তত্ত্ব
কেবা জানে তোমার মহিমা ।
আগম নিগম সার উপায় নাহিক আর
চতুর্বর্ণে নাহি যার সীমা ।
পৃথিবী সমূহ পত্র সারদা করিয়া ছোট
স্বরত্ন লেখনী বিসার ।

সর্বকাল ভক্তিভেদে লেখিলেন অবিচ্ছেদে
 তথাপি গুণের নাহি পার ॥
 অমর অখিল গুরু কৃপাময় কল্পতরু
 অনীশাখ্যা পুরুষ অব্যয় ।
 তুমি জ্ঞান উপদেশ পরমাত্মা ত্রিদিবেশ,
 তোমা হতে হরিভক্তি হয় ॥
 বাণরাজ্য বিবপাতে সেবিল সহস্র হাতে
 বর দিয়া বশ তার হলে ।
 কৃষ্ণের সহিত রণ কম্প হল ত্রিভুবন
 কৃপা করে আপনি তারিলে ॥
 কি জানি তোমার স্তুতি তুমি অগতির গতি
 বেদে বলে বিধাতার বিধি ।
 কেবল অনন্ত ভাবে একান্ত হইয়া সেবে
 শৈব শাক্ত বৈষ্ণব অবধি ॥
 পুরাণে শুনেছি নাম অপূর্ণ পূর্ণের কাম
 পতিত পাবন প্রভু তুমি ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে দয়া কর নিজগুণে
 দীন হীন অকিঞ্চন আমি ॥৫॥

গণেশায় নমঃ

দেবেন্দ্রমৌলিমন্দারমকরন্দকণারুণাঃ
 বিঘ্নং হরন্তু হেরধচরণাদ্বিজরেণবঃ ॥

বিধুকায় অবনত বন্দ শৈলাস্থতা-স্থত
 বিনায়ক বিঘ্নবিনাশন ।
 জ্যোতির্ময় যোগেশ্বর যোগী জগতের পর
 জপ যজ্ঞ যোগের কারণ ॥
 বিশ্ববীজ ব্রহ্মময় বেদান্তে ব্রহ্মাদি কয়
 অগ্রমতে প্রধান পুরুষ ।



জটাজুট শোভে ভাল

যোগপাটা জপ মাল যথেষ্ট ভূষণ জবাকৃশ ।
মধু স্করে গওস্থলে ব্যালোল মধুপকুলে
 মধুগন্ধে লুক হয়ে তায় ।
স্বহৃদয়ে স্থশোভিত নাগ যজ্ঞ উপবীত
 শশঙ্ক লঞ্জিত শিখা তায় ।
পরি পরিধান ভাল পিলু পুণ্ডরীক ছাল
 ত্রিনয়ন মুষিকবাহন ।
গণাধিপ জ্ঞানবীজ শশিদھر বিঘ্নরাজ
 গবস্তিত গজেন্দ্রবদন ॥
দশন আঘাত করি বধিয়া হুরন্ত অরি
 ঋদ্ধির ঝলকে নিরন্তর ।
তাঁহাতে ত্ৰিরূপ তত্ত্ব জিনিয়া সিঙ্গুর ভাস্ত্র
 তাঁহে কিবা শোভে শশধর ॥
কপালে উজ্জল ফৌটা কনক মানিক ছটা
 নিশিদিন করে ঝলমল ।
মোহন মকুট মাথে মুকুতা মণ্ডিত তাতে
 মুক্তি দেখে মদন বিকল ॥
স্বরাস্থর নাগ নর সেবে তোমা নিরন্তর
 নতি করে নীরজ চরণে ।
আমি সে অজ্ঞানে মত্ত না জানি তোমার তত্ত্ব
 যোগী যারে যোগে নাছি জানে ॥
ব্যাস আদি মুনিবর সংপুষ্ট করিয়া কর
 তোমার চরণ করে ধ্যান ॥
তব রূপালোকনেতে কৃত করা সংস্তুতে
 বিচরা অনেক পুরাণ ॥
আমি এই ইচ্ছি চিতে ভাষা-ছন্দ বিরচিতৈ
 অনাदिमङ्गल बारमति ।
परिपूर्ण निज गुणै कर रूपालोकने
 येन लोके ना हय अथाति ॥

ধবল বর্ণের ফোঁটা ধবল উজ্জ্বল জটা
 ধবল বর্ণের চাঁদমালা ।
 ধবল চাঁছয়া খাট ধবল নিশান পাট
 ধবল বরণে ঘর আলা ॥
 রামাই কংসাই নীল শ্বেত বড় দয়ালীল
 চারি যুগে এ চারি পণ্ডিত ।
 বল্লকা নদীর তীরে দেহার্য দক্ষিণ দ্বারে
 করিলেন পুরটে মণ্ডিত ॥
 নিরাকার সআকার হলে দশ অবতার
 আপে হতে আপনি অভেদ ।
 মীনরূপে প্রথমেতে ঔদধি উদক হতে
 উদ্ধার করিলে চতুর্বেদ ।
 কূর্ম রূপে অবতরি ধরিলে মন্দার গিরি
 তৃতীয়ে বরাহ রূপ হলে ।
 সৃষ্টি হেতু সৃষ্টিপতি রসাতল হতে তথি
 পৃথিবীর উদ্ধার করিলে ॥
 ছুষ্ট দৰ্প নাশ করি নরসিংহ রূপ ধরি
 হিরণ্যকে করিলে নিধন ।
 পঞ্চমে বামনরূপে অধ নিলে বলি ভূপে
 স্বরপতি সম্ভ্রান্ত কারণ ॥
 জমদগ্নি স্তত হলে ক্ষত্রিয় ছেদন কৈলে
 ক্রমে ক্রমে তিন সপ্তবার ।
 সপ্তমে শ্রীরামরূপে বধি দশানন ভূপে
 স্বরগণে করিলে নিস্তার ॥
 বলরাম রূপ হয়ে ব্রজশিশু সঙ্গে লয়ে
 বনে কৈলে গোধন রক্ষণ ।
 বধিলে প্রলম্বাহরে বুদ্ধ কঙ্কি হলে পরে
 তুমি নাথ ত্রিলোকতারণ ॥
 একান্তিক সদাস্তরে যতপি তোমাকে স্মরে
 সেবে যদি ও রাঙ্গা চরণ ।



অধনের ধন হ'অ অপুত্রকে পুত্র পায়
অন্ধ কৃষ্ঠ ব্যাধি বিমোচন ॥
কৈলাস ত্যজিয়া ওর নিজ দাসে কৃপা কর
নিজ গুণে অহুকুল হয়ে ।
তোমার গুণাহুবাদ রচিত কর্যাঁচি মাধ
পূর্ণ কর পদছায়া দিয়ে ॥
এই নিবেদন করি কৃপাময় দণ্ড চারি
আসরে হইবে অধিষ্ঠান ।
ভনে দ্বিজ মানিকরাম পূর মোর মনস্থায়
দানপতির চিন্তহ কল্যাণ ॥৭॥

जरस्यती-वन्दन।

বিধিবাক্যে বহু স্তুতি বন্দ দেবী সরস্বতী
 বেদমাতা বিষ্ণুর বল্লভা ।
 বিরিকি বাসব আদি ধ্যান করে নিরবধি
 অপার মহিমা জানে কেবা ॥
 শ্বেত পদ্ম অধিষ্ঠান শ্বেতাস্বর পরিধান
 শ্বেত ভূষা শোভে কলেবর ।
 ধবল তুমার হার রূপে নাশে অন্ধকার
 শ্বেত বীণাস্বমণ্ডিতকর ॥
 স্রবশা স্বভাব রঞ্জে সদা কাল ফিরে সঙ্গে
 ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিনী ।
 হরিগুণ গানে সদা নিত্যানন্দ সপ্রমদা
 অভিসারে বিভোলা আপনি ॥
 খুদ্বি পুঁথি মস্তাধার নিরবধি সঙ্গে যার
 নিজ করে লেখনী রঞ্জিত ॥
 ভক্তগণে মুক্তি দেহ মন্বটে তারিয়া লহ
 পূর্ণ কর মনের বাঞ্ছিত ॥

পাণ্ডুগ্রামের বুড়াধর্মে বন্দিয়া সাদরে ।
 শ্রামবাজারের দলুরায়ে দিয়া জয়জয়কারে ॥
 দেপুরের জগৎরায়ে ঘোড় কর্যা কর ।
 গোপালপুরের কাকড়াবিছায় বন্দি তার পর ॥
 সিয়াসের কালাচাঁদে ত্রিদাসের বাঁকুড়ারায় ।
 বন্দিব বিস্তর নতি কর্যা নত কায় ॥
 গোপুরের স্বরূপনারায়ণ স্বর্ণসিংহাসনে ।
 বন্দিয়া বন্দিব মঙ্গলপুরে রূপনারায়ণে ॥
 পশ্চিমপাড়ার যাত্রাসিদ্ধি বন্দিয়ে তাঁহায় ।
 বরুজা গ্রামের বন্দিব মোহনরায় ॥
 গুচুড়ে গ্রামের বন্দিব শীতলনারায়ণে ।
 আলগুচিয়ার ক্ষুদিরায় বন্দি সাবধানে ॥
 আকুটি কুলেমালার ধর্মে করিয়া স্তবন ।
 বন্দিপুরের শ্রামরায়ের বন্দিব চরণ ॥
 জাড়াগ্রামের কালুরায়ে কামিষ্ঠা সহিত ।
 যাজপুরে দেহারা বন্দি দার্য্য করে চিত ॥
 তার পর বন্দি সদা শিবের চরণ ।
 উৎপত্তি প্রলয় প্রতিপালন কারণ ॥
 তারাহাটের তারকেশ্বরে কর্যা প্রণিপাত ।
 শুদ্ধভাবে বন্দিব মীহড়ের শাস্তিনাথ ॥
 ফুলুয়ের ফুলেশ্বর বন্দি দোলেশ্বরে ।
 কামেশ্বরে বন্দি নেড়াদেউল ভিতরে ॥
 ব্রাহ্মণভূমের বন্দিয়া ঝাড়েশ্বর ।
 চন্দ্রকোণার মল্লেশ্বরে বন্দি তারপর ॥
 বেতার কোঙরেশ্বরে বন্দি কুতূহলে ।
 ভদ্রেশ্বরে ভদ্রেশ্বর ঘণ্টেশ্বর থানাকূলে ॥
 বালিগড়ার তারকেশ্বরের বন্দিয়া চরণ ।
 ত্রিধারা হইয়া গঙ্গা শিরে যার রন ॥
 বহুস্তুতি করে বজ্রিনাথের নিকটে ।
 কাশীতে বন্দিব কাশীশ্বর করপুটে ॥

তার পর বন্দিব বিগ্রহপাদপদ্ম ।
 ভিন্ন ভিন্ন নামধাম ভিন্ন ভিন্ন সঙ্গ ॥
 সরসরূদয়ে বন্দি বগড়ির কৃষ্ণরায় ।
 নিরবধি ঘর্ম তার শ্রীঅঙ্গে চূষায় ॥
 বিষ্ণুপুরে বন্দিব শ্রীমদনমোহনে ।
 পূর্বেতে আছিল প্রভু বিপ্রেসর সদনে ॥
 ধরণী লোটায়ে বন্দি গয়ার গদাধর ।
 নীলাচলে জগন্নাথ বন্দি তারপর ॥
 বলরাম সহিত স্তভদ্রা সমিভ্যারে ।
 সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠপদ সমুদ্র কিনারে ॥
 কি রূপ মহিমা গুণ कहনে না যায় ।
 প্রভুর প্রসাদ অন্ন বাজারে বিকায় ॥
 বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণের বন্দিয়া চরণ ।
 প্রয়াগে মাধব বন্দি পূর্ণ সনাতন ॥
 দ্বারিকানাথের পদ বন্দি দ্বারিকায় ।
 শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা বন্দি অযোধ্যায় ॥
 সাঅড়াকোণের রামকৃষ্ণে সাদরে বন্দিয়া ।
 পাণ্ডুগ্রামের শ্রীমচাঁদে বন্দিব নত হৈয়া ॥
 ধুলেপুরের কেলোসোনায়ে করি শির-ধার্য ।
 ঠাকুরানী দক্ষিণে তার বড়ই আশ্চর্য ॥
 বাগনাপাড়ার বলরামে বন্দি ভক্তি করি ।
 কৃষ্ণনগরের গোপীনাথ তমলুকের জিষ্ণুহরি ॥
 গোকটীর রামগোপাল বোড়র বলরাম ।
 বন্দিয়া বন্দিব যাজপুরের রাধাশ্রাম ॥
 মাহেশের জগন্নাথ সহ স্তববৃন্দে ।
 চন্দ্রকোণার রঘুনাথে বন্দিব সানন্দে ॥
 অগ্রদ্বীপের গোপীনাথে বন্দি স্বতাস্তরে ।
 বালসীর নারায়ণে নতি করে পরে ॥
 কাটোয়ার ঘাটে বন্দি চৈতন্য নিতাই ।
 স্বভাব সন্তকবৃন্দ সঙ্গে দুটি ভাই ॥



তার পর বন্দি বহু করিয়ে স্তবন ।
 কামারহাটী দেশড়া পড়াশের পঞ্চানন ॥
 ভিতরগড়ের সত্যপীরে করিয়া সেলাম ।
 মনাইচকের বন্দি মিলিকির মোকাম ॥
 তার পর আশু ন্যিত্য অনন্তরূপিণী ।
 অষ্টাঙ্গ বিগ্রহে বন্দি লোটায়ে অবনী ॥
 ফুলুয়ের জয়দুর্গা বৈতলের ঝকড়াই ।
 ক্ষেপুতে খেপাই বন্দি আমতার মেলাই ॥
 কালীঘাটে কালী বন্দি কুতাঙ্গলি হয়ে ।
 যার যোগিনী যোগান সূধা কটরা পুরিয়ে ॥
 মৌলার বন্ধিণী বন্দি দৃঢ় করে মন ।
 বিক্রমপুরের বিশালার বন্দিয়ে চরণ ॥
 বড়দার বিশালা বন্দি পুট কর্যা কর ।
 চতুভূজ মুক্তকেশ করেছে খর্পর ॥
 রাজবলহাটে রাজবল্লভী বন্দি হয়ে প্রীত ।
 শব পরে বাস যার শ্মশানে সদত ॥
 আনন্দ তরল চিত্তে দিয়ে করতালি ।
 সিয়াখালায় বন্দিপুরে বন্দিব বাসুলী ॥
 বেতার বন্দিব জয়জয়সর্বমঙ্গল ।
 কুপাময়ী কান্তিরূপ করে কাঞ্চীমালা ॥
 বর্ধমানের সর্বমঙ্গলার বন্দি পদদ্বয় ।
 দর্শনে কলুষ নাশ চতুর্ভগ হয় ॥
 কামরূপে কামিখ্যা বন্দি কর্যা নানা স্তুতি ।
 যার যোগিনী ডাকিনী সঙ্গে ফিরে দিবারাতি ॥
 হিংগুলাটে হিংগুলাটেখরী হরিপরায়ণী ।
 বিদ্যাচলে বন্দি বিদ্যাচলবিলাসিনী ॥
 পুরুষোত্তমে বিমলা কাশীতে অন্নপূর্ণা ।
 ঢাকায় ঢাকেশ্বরী আকুড়ে অপর্ণা ॥
 কিরীটিকোণায় কিরীটেখরী যাজগ্রামে বিরজা ।
 আশ্বিনকোটায় বন্দি দেবী অষ্টভূজা ॥

সেনবাহিড়ে শ্রামরূপায় জোড় করে আঁট ।
 খাতরের মহাকালী পড়াশের ঘাঁট ॥
 নাড়চে গ্রামে বন্দি শ্রীসর্বমঙ্গলা ।
 ডাকিনী যোগিনী সঙ্গে অতি কুতূহলা ॥
 আহুড়ের বিশালায় বন্দি ভক্তি করি ।
 মড়াগড়া গ্রামের বন্দিব বাণেশ্বরী ॥
 লাউগ্রামে দণ্ডেশ্বরী লক্ষ্মীপুরে লক্ষ্মী ।
 বুঞায়ের চণ্ডী রঙ্গপুরের বিশালাক্ষী ॥
 মানসরূপে মনসায় তৃণ দস্তে করি ।
 আঁকড়ি ছিরামপুরে বন্দি ত্রিপুরাসুন্দরী ॥
 বন্দিব বেলার চণ্ডী ছাতনার বাহুলী ।
 তমলুকের বর্গভীমা রায়খার কালী ॥
 শানিঘাটে শুভা বন্দি লক্ষ্মী শাটীনন্দ্যে ।
 পলাশিএ পলাশচণ্ডিকা পদারহন্দ্রে ॥
 ভাঁড়ারগড়ে ভাঁড়ারচণ্ডী ভয়বিনাশিনী ।
 বন্দি সর্মিকীর গ্রামে নৃমুণ্ডমালিনী ॥
 তালপুরের ষষ্ঠীকে বন্দিয়া নম্রশিরে ।
 গোগ্রামে ভগবতী বন্দি জোড়করে ॥
 ময়নাপুরের ষষ্ঠী বন্দি বস্ত্র দিয়া গলে ।
 দীঘির উত্তর দিকে চালতার তলে ॥
 যার যার যথার্থ না জানিলাম ধাম ।
 তার তার পদে মোর কোটি কোটি প্রণাম ॥
 নতশিরে বন্দিব শ্রীগুরুপাদপদ্ম ।
 প্রণতিপূর্বক পরে বন্দিব বিপ্রবৃন্দ ॥
 বিশেষিয়া বন্দি মাতাপিতার চরণ ।
 যাহা হইতে দেখিলাম সঅলে ভুবন ॥
 জ্ঞানহীন অভাজন অতি দুরাচার ।
 না জন্মিল পিতৃমাতৃভক্তির সঞ্চার ॥
 পিতৃমাতৃসম গুরু নাহি ত্রিভুবনে ।
 পুনঃ পুনঃ নতি মোর তাঁদের চরণে ॥

যোগিনী ডাকিনী বন্দি মুখ-দুখী তথা ।
তা সবার পুত্র আমি তাঁরা মোর মাতা ॥
আর বন্দি ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিনী ।
না লইবে দোষ যদি মিলাতে না জানি ॥
কুজ্ঞানীর চরণ বন্দি করে জোড়হাত ।
গুরুর দোহাই স্বরে না কর অখ্যাত ॥
আর বন্দি সমাহিতে সজ্ঞানীর পা ।
বিনা দোষে যদি কেহ স্বরে দেয় ঘা ॥
ধর্মের দোহাই লাগে এই নিবেদন ।
বিধিমতে কর তার মন্তক মুগুন ॥
অনাদি বন্দিএ দ্বিজ শ্রীমানিক গায় ।
হরিশ্রবণি কর সতে বন্দনা হইল সায় ॥২॥

[বন্দনা সমাপ্ত]

[প্রথম পালা]

নমো ধর্মায়

এক মনে যে করে শ্রবণ এই কথা ।
 প্রিয় হৃদয় প্রভুর প্রসন্ন থাকে ধাতা ॥
 করণ কারণ ধর্ম কেবা জানে মায়া ।
 কোনখানে রৌদ্রজ্বল কোনখানে ছায়া ॥
 না বুঝিয়া নিন্দা করে নিন্দুক যে কেহ ।
 খস্কা পড়ে অস্থি মাংস গল্যা জায় দেহ ॥
 যেরূপে করিলা কৃপা জগত বল্লভ ।
 শুন শুন বন্ধুজন নিবেদি এসব ॥
 পাঠার্থে ভ্রমণ করে বুলি দেশে দেশে ।
 ভুড়াড়ি গেলেম তর্ক পড়িবার আশে ॥
 আরম্ভ করিতে পাঠ একমাস গেল ।
 বিষম ধর্মের মায়া বিজোগ হইল ॥
 দেখিলাম রাত্রিকালে দুর্ঘট স্বপন ।
 মায়ের হএছে এথা অকাল মরণ ॥
 উঠেঃস্বরে কান্দিএ কপালে মারি ঘা ।
 কি হইল হায় হায় কোথা গেল মা ॥
 শিরোদেশে বসে এক ব্রাহ্মণ সন্তান ।
 প্রবোধ করেন মোরে কহিএ পুরাণ ॥
 নিয়ত খণ্ডিতে নারে হরিহর ধাতা ।
 মা বাপ লইএ ঘর কে কর্যাচে কোথা ॥
 শরণ পঙ্কর ধর্ম সত্যাকার গতি ।
 মঙ্গল হবেক রাখ তার প্রতি মতি ॥
 না কান্দ না কান্দ বাছা নিদ্রা তেজে উঠ ।
 ভট্টাচার্যে কহিএ ভবনে চল ঝাট ॥
 স্বপ্ন দেখে সবিস্ময় স্থখ নাঞি মনে ।
 প্রভাত হইল রাত্রি পরম যতনে ॥

বিদায় হইএ আমি লএ খুঁগি পুঁথি ।
 উভরড়ে ধ্যাএ যাই অতি শীঘ্র গতি ॥
 বেতালনে উপনীত বেলা দণ্ড ছয় ।
 দৈবে নদী পার হতে দিশাহারা হয় ॥
 সূর্য অভিমুখ কর্যা গমন সত্বর ।
 খাটুল পৌছিতে হোল ক্ষীণ কলেবর ॥
 কপালে থাকিলে লেখা কালে এসে ঘটে ।
 দ্বিজের সহিত দেখা দেশাড়ার মাটে ॥
 পূর্বমুখে তরুতলে দাণ্ডাইএ পথে ।
 অপূর্ব অভূত মূর্তি আসাবাড়ি হাতে ॥
 অতিবৃদ্ধ অনন্ত বচন অতি স্থির ।
 দেখিতে দেখিতে হলা যুবতী শরীর ॥
 পরিচয় পেলাম পণ্ডিত বিলক্ষণ ।
 আভাসে কিকিত হল শাস্ত্র আলাপন ॥
 বাহুল্য করিএ মোরে कहিলেন নাম ।
 রাজ্যধর বিজ্ঞাপতি রঞ্জপুরে ধাম ॥
 সন্দোপনে कहিলেন সাবধান হবে ।
 অধ্যয়ন করিতে আমার কাছে যাবে ॥
 জগতে তোমার যশ হবেক যে রূপে ।
 সেই বিজ্ঞা দিব আমি সত্যের স্বরূপে ॥
 অগ্রসর হএ জাঅ कहিলেন হেসে ।
 আমিহ এল্যাম তিনি रहিলেন বসে ॥
 আখি পালটিতে হল অন্ধকারময় ।
 বিপ্রে না দেখিএ বড় হইলাম বিস্ময় ॥
 বৃক্ষমূলে বসিলাম রেখে খুঁগি পুঁথি ।
 একজনা পণ্ডিত আসিএ উপনীতি ॥
 ধর্মের পাছকা ছুটী বাধা আছে গলে ।
 বসিলা বিশ্রাম হেতু সেই বৃক্ষতলে ॥
 জিজ্ঞাসা করিলে মোরে যতনে তুরিতে ।
 রাজ্যধর বিজ্ঞাপতি গেলা এই পথে ॥

কি হেতু তাঁহাকে খোজ কিবা প্রয়োজন ।
 পণ্ডিত কহেন তবে প্রভুত্ব বচন ।
 চিনিতে নেরেচ বাছা দ্বিজবর কেবা ।
 পদ্মতুল্য পাদুকা সস্ত্রাতি কর সেবা ॥
 পরে তার পরিচয় পাবে অচিরাৎ ।
 সত্য মিথ্যা মোর কথা বুঝিবে সাক্ষাৎ ॥
 চমকিত হল্য শুনে চাই চারিপানে ।
 দিব্য এক সরোবর দেখি সন্নিধানে ॥
 পাড়ে গিএ দেখিছ পীযুষ তুল্য জল ।
 প্রফুল্ল হইএ আছে পদ্ম শতদল ॥
 পূজিব প্রভুর পদ প্রেমানন্দ মতি ।
 তাঅ নেবে তুলি পদ্ম হইএ আকুতি ॥
 সজ্জান করিএ স্নান গমন সত্বর ।
 ফিরে চেএ দেখি ফের নাঞি সরোবর ॥
 এখানে পণ্ডিত নাই নাঞিক পাদুকা ।
 বৃক্ষ মূলে বসিএ বিজোগ ভাবি একা ॥
 ধ্যান কর্যা তখন ধর্মায় নমঃ বলা ।
 সেই পদ্ম অপর সলিলে দিলাম ফেলে ॥
 বেলা অবসানকালে উপনীত বাসে ।
 রঞ্জাপুর যাই তার তৃতীয় দিবসে ॥
 হাজিপুর পার হএ হলেম অরিত ।
 তারাজুলি তীরে গিএ তূর্ণ উপনীত ॥
 পূর্বরূপ সেই বিপ্র দাণ্ডাইএ পথে ।
 আসাবাড়ি নাহিক দারুণ বাড়ি হাতে ॥
 নির্জন নিভৃত স্থান নাহি লোক জন ।
 সমীপে এলেন দ্বিজ সাক্ষাৎ শমন ॥
 বধিএ তোমাকে আজ বাড়ির নিবৃতি ।
 কাতর হইএ কত করিলাম স্তুতি ॥
 দ্বিজ হইএ দম্ভ্যবৃত্তি দেখি বিপরীত ।
 আমি কি বুঝাব আমি আপনি পণ্ডিত ॥

বিপ্র কন তোর পারা না দেখি বর্বর ।
 দস্যবৃত্তি করেছে বাগ্মীক মুনিবর ॥
 বুঝি তোর আজ হল বিখেড়ে মরণ ।
 এত শুনে মোর হল অঝোর নয়ন ॥
 বিনয় করিএ বহু বলিলাম শেষে ।
 তোমার নিকটে যাই অধ্যয়ন আশে ॥
 ঈশং হাসিএ তবে कहিলেন দ্বিজ ।
 হাজিপুর যাই আমি আছে কিছু কাজ ॥
 তুমি যাও বস গিএ আমার ভবনে ।
 না করিব বিলম্ব আমি আসিব এক্ষণে ॥
 বিমুখ হইএ দেখি না দেখিএ বিপ্র ।
 তরাসে গেলাম ছুটে রঙ্গপুর ক্ষিপ্র ॥
 জনে জনে জিজ্ঞাসা করিলাম ঘরে ঘরে ।
 রাজ্যধর বিজ্ঞাপতি নাই রঙ্গপুরে ॥
 ব্যামোহ বিস্তর পেএ ফিরে এলাম ঘর ।
 যথোচিত চিন্তায় উৎকট হল জ্বর ॥
 শয়ন মন্দিরে শুয়ে শয়নে অধৈর্য ।
 দেখিলাম শিরদেশে বসে সেই দ্বিজ ॥
 কহেন কিসের চিন্তা কিসের ব্যামোহ ।
 উঠ বাছা আমার বচনে মন দেহ ॥
 গীত রচ ধর্মের গৌরব হোগ বাড়ি ।
 নকল দেখিএ দিব লাউসেনি দাঁড়ি ॥
 জিজ্ঞাসা করিলাম আমি তুমি বট কেবা ।
 দ্বিজ কন দেশেড়ায় কৈলে যার সেবা ॥
 বিশ্বের কারণ আমি বাঁকুড়ারায় নাম ।
 না করিবে প্রকাশ হইবে সাবধান ॥
 সঙ্কটে সদয় হব করিলে স্মরণ ।
 অন্তকালে দিব ছুটি অভয় চরণ ॥
 ভক্ত ছিল অজামীল ভক্তিবান বটে ।
 চতুর্ভুজ করে তাকে রেখেছি নিকটে ॥

আর ভক্ত হৃদ্যমা অনন্ত করে মানে ।
 প্রহ্লাদের উপাখ্যান শুনেছ পুরাণে ॥
 ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আমি দেব তিন ।
 ভজিবে অভেদ করে না ভাবিবে ভিন ॥
 যে মুঢ় বুদ্ধিতে নারে ভেদ করে রাখে ।
 সে মুঢ় নরকগামী আমি ছাড়ি তাকে ॥
 সত্য কর কবিতা করিবে স্থনিশ্চয় ।
 তবে মোর তথাস্ত প্রত্যয় মনে হয় ॥
 অঙ্গীকার করিলাম অনেক যতনে ।
 ভক্তি রহ মম পদে ভগবান ভনে ॥
 বারদিনে সমাপ্ত হইবে বারমতি ।
 বিলম্ব করহ যদি হবৈক বিগতি ॥
 নিজ বীজ মন্ত্র লেখে দিলেন নকল ।
 ইহা দেখে কবিতা রচিবে অবিকল ॥
 গাএন হবৈক তোর চতুর্থ সোদর ।
 জগত ভরিএ যশ হবৈক বিস্তর ॥
 এতেক শুনিএ মোর উড়িল পরাণ ।
 জাতি যায় তবে প্রভু যদি করে গান ॥
 অচিরাৎ অখ্যাতি হবৈক দেশে দেশে ।
 স্থপক্ষের সন্তোষে বিপক্ষ পাছে হাসে ॥
 জগত ঈশ্বর কন আমি তোর জাতি ।
 তোমার অখ্যাতি হলে আমার অখ্যাতি ॥
 আমি যার সহায় এতেক ভয় কেন ।
 ময়ূরভট্টের কথা মন দিএ শুন ॥
 বৈকুণ্ঠে রেখেচি তারে বিষ্ণুভক্তি দিএ ।
 অতাপি অপার যশ অখিল ভরিএ ॥
 স্থপক্ষে বিপক্ষে আমি করিব সমান ।
 এতেক বলিএ প্রভু হল্য। অন্তর্ধান ॥
 ছর্বোধ বুদ্ধিতে নারে দেবতার মায়া ।
 এইরূপে অকিঞ্চনে করিলেক দয়া ॥

অবণে কলুষ হরে সিদ্ধ হয় কাজ ।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা ধর্মরাজ ॥১০॥

নমো নিরঞ্জনায় নমঃ

প্রলয় বর্ণন	শুন নিরঞ্জন
কহিএ পুরাণমত ।	
পৃথ্বী হত্যে নাশ	হত বজ্রাকাশ
দিবারাত্রি হল হত ॥	
চন্দ্র দিবাকর	যতেক অমর
তোমা প্রভুর শরীরে লীন ।	
সপ্ত স্বর্গ নাশ	দিক পক্ষমাস
খেচর ভূচর গণ ॥	
অতল বিতল	সপ্ত রসাতল
সন্নিধি সমুদ্র সাত ।	
অস্থর কিম্বর	আদি চরাচর
সকলি হইল পাত ॥	
সৃষ্টি করি লয়	দেব দয়াময়
আপনি রহিলে শূন্যে ।	
চিন্তামণি তবে	চিন্তিত বৈভবে
সৃষ্টি সৃজিবার অন্তে ॥	
ইচ্ছা হলা মনে	প্রভু তেকারণে
সৃজিলে উলুক পক্ষে ।	
তাহার উপর	শূন্যে করি ভর
ভ্রমিলে ভুবন লক্ষে ॥	
না পাইএ জল	উলুক বিকল
তৃষ্ণাএ তাপিত প্রাণ ।	
হএ কুপায়ুত	দিএ মুখায়ুত
উলুকে করিলে ত্রাণ ॥	
সেই সুধাবিন্দু	হল কত সিদ্ধ
সকলি ডুবিলা জলে ।	

শক্তি সনে তথি একে স্থিতি গতি
 তিন মূর্তি সেইকালে ॥
 ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই তিন দেব
 ইহার উপমা কিবা ।
 শক্তি হল্যা তিন ইথে নাহি তিন
 ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী শিবা ॥
 আত্ম আত্মা সনে তিরোধান মনে
 দিএ যোগ জ্ঞান মায়া ।
 দীন হীন জনে কৃপা দৃষ্টি মনে
 দোহে দেহ পদছায়া ॥
 না বুঝিএ কেহ বলে ভিন্ন দেহ
 নিস্তার নাহিক তার ।
 একে এক ব্রহ্ম অক্ষয় অব্যয়
 এই বেদ ব্যবহার ॥
 ভজন পূজন কিছু নাহি জ্ঞান
 দয়া কর নিজগুণে ।
 ও ব্রাহ্ম চরণ করিএ স্মরণ
 দ্বিজ শ্রীমানিকরাম ভনে ॥১১॥

তদ্বন্দ্বেশে তিন দেব তপস্তায় মন ।
 কঠোর করিলা কত কে করে গণন ॥
 দিব্যরাত্রি দেবদেব প্রতি দৃঢ়মতি ।
 জানিলেন যোগেতে বসিয়া যুগপতি ॥
 মায়া করে মায়াধর মৃত দেহ হএ ।
 ভকতবৎসল যান ভুবনে ভাসিএ ॥
 তপস্থানে ব্রহ্মা যথা করেন তপস্তা ।
 তদন্তিকে ভগবান গেলা ভেষ্টা ভেষ্টা ॥
 বিশ্বনাথে বিধি জেনে করেন বিনয় ।
 দীনবন্ধু দেব দেব তুমি দয়াময় ॥

তোমা হতে সকল সকল হতে তুমি ।
 তোমার মহিমা তব্ব কি বলিব আমি ॥
 পূর্ণভাবে কন তবে প্রভু পরব্রহ্ম ।
 সৃষ্টি সৃজন কর ছাড় যোগধর্ম ॥
 বলা এত ব্রহ্মাকে বিষ্ণুর কাছে গেলা ।
 করতারে কমলাক্ষ কহিতে লাগিলা ॥
 নির্বিকার নিরাকার নিরঞ্জন তুমি ।
 জীবের জীবন ধন জগত চিন্তামণি ॥
 এত শুনে আজ্ঞা দিলেন ঈশ্বর তখন ।
 ব্রজগুণে কর তুমি সৃষ্টির পালন ॥
 বাড়িল বিষ্ণুর মনে বিয়োগ সংশয় ।
 শিবের সাক্ষাতে গেল সদানন্দময় ॥
 কিবা ঈশ্বরের কর্ম কিবা রূপ মায়া ।
 তিনে এক একে তিন তিনে এক কায়া ॥
 সেই বিষ্ণুমায়া সে আপনি ভগবতী ।
 জগত মোহিত যাতে জীবের সদ্ভতি ॥
 তদুদ্দেশে সে তপস্বী করেন শিব ব্রহ্ম ।
 মৃতকায় হএ গায় ঠেকিলেন ধর্ম ॥
 হাতনাড়া দিএ হর হেলালেন পয় ।
 জলের হিল্লোলে দূরে গেলা জগন্নাথ ॥
 পুনর্বীর পরাংপর পূর্বরূপে এলা ।
 জগন্নাথ যোগেশ্বর যোগেতে জানিলা ॥
 তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর ।
 প্রকৃতি পুরুষ তুমি তুমি পরাংপর ॥
 না পাই দেখিতে কিছু নাহিক নয়ন ।
 আপনি হইএ স্বর ঈশ্বর তবে কেন ॥
 ঈশান করিলা তবে ঈশ্বর কারণে ।
 ত্রিনয়ন হল শিব তথির কারণে ॥
 কুন্তিবাসে করতার কন পুনর্বীর ।
 মহাব্রহ্ম রূপে সৃষ্টি করিবে সংহার ॥

করে এত স্বস্থানে প্রস্থান ভগবান ।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্ম গুণ গান ॥১২॥

তিন দেবে তিন শক্তি তবে যোগ হল্যা ।
শুভকালে শুভসৃষ্টি আরম্ভ করিলা ॥
ব্রহ্মাণী ব্রহ্মার সঙ্গে বিনিময় আগে ।
বৈষ্ণবী বিষ্ণুর সহ বসিলেন যোগে ॥
রুদ্রাণী রুদ্রের সঙ্গে রহিলেন ভাবে ।
কমঠ পবনে ভর করিলেন তবে ॥
ধরণী ধরণীধর ধরিলা যখন ।
চারিবেদ চতুর্মুখ করিলা সৃজন ॥
সপ্তসিন্ধু সহিত সৃজিলা তবে ক্ষিতি ।
দিবারাত্রি দণ্ডমান দিগ্গজ দিকপতি ॥
লবণেশু সুরা মপি দধি দুগ্ধ জল ।
এই সপ্ত সিন্ধু আর সপ্ত রসাতল ॥
দেবতার বাস হেতু দীপ্তমান করি ।
সৃজিলা পৃথিবী মধ্যে রত্নসাহস্রগিরি ॥
ভুলোক আদি সপ্তলোক করিলা সৃজন ।
দেবতা দানব আর যক্ষ রক্ষগণ ॥
পতঙ্গাদি সৃজিলা পর্বত পশু পক্ষ ।
কুমি কীট কমঠ ককট লক্ষ লক্ষ ॥
পাপ পুণ্য স্থখ দুঃখ খেচর ভূচর ।
আকাশ অনিল আর অপর বিস্তর ॥
বার তিথি করণ বিয়োগ যোগনিধি ।
ধরাধর অপসর কিন্নর নদনদী ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারিজাতি ।
সৃজিলেন অপর বিস্তর প্রজাপতি ॥
বিদিত পুরাণ কত কহিব বিস্তারে ।
হিমাদ্রি দক্ষিণ দিক ক্ষীরোদ উত্তরে ॥

ভারতবর্ষের এই নিশ্চয় প্রমাণ্য ।
 ইহাতে যত্নপি করে পাপ কিংবা পুণ্য ॥
 সে সব অক্ষয় হয় শুন বন্ধুজন ।
 অতএব পাপ ত্যজ পুণ্যে দেহ মন ॥
 দৃঢ় ভক্তি হবে গুরু দেব দ্বিজ প্রতি ।
 শ্রীকৃষ্ণ চরণে রাখ চিরকাল মতি ॥
 শয়নে স্বপনে সদা সাধুসঙ্গ লবে ।
 অনাগ্রাসে অপার সিদ্ধি অবশ্য তরিবে ॥
 তুলসী বৈষ্ণবে সেবা তায় মন করে ।
 হরিনামে হবে রত তাহে যাবে তরে ॥
 পতিত পাবন নাম শুনেছি পুরাণে ।
 অন্তকালে দিয় স্থান অভয় চরণে ॥
 বাঙ্গাল গান্ধূলী গাঁই বেলডিহায় ঘর ।
 পিতামহ অনন্তরাম পিতা গদাধর ॥
 না যায় খণ্ডন প্রভু কপালের লেখা ।
 দেসড়ার মাঠে ধর্ম যারে দিলা দেখা ॥
 হকুম হইল গীত করিতে বর্ণন ।
 নিজ বীজ মন্ত্র লেখি দিলা নিরঞ্জন ॥
 দীনহীন দ্বিজ শ্রীমানিক রস গায় ।
 শ্রবণে কলুষ নাশ চতুর্ভগ পায় ॥১৩॥

সৃষ্টির বর্ণন এই পুরাণ প্রমাণ ।
 অতঃপর কহি কিছু পুরাণ আখ্যান ॥
 ওহে ধর্মঠাকুর দিনের দিবাকর ।
 বিশ্বাম করহ প্রভু পাছকা উপর ॥
 এই নিবেদন করি ও রাঙ্গা চরণে ।
 কানীনাথে বিশ্বনাথে রাখিবে কল্যাণে ॥
 রমানাথে রক্ষা কর রাজ রাজেশ্বর ।
 ও রাঙ্গা চরণে প্রভু মাগি এই বর ॥

একদিন নিরঞ্জন প্রকাশিতে পূজা ।
 যোগীবেশে গেল যথা নির্জরের রাজা ॥
 মাথার জটায় বেধে ফটিকের মালা ।
 বদনে বিভূতি মেখে পরে কাষছালা ॥
 করে শিঙ্গা ডম্বুর কপালে উর্ধ্ব ফোটা ।
 কুঞ্জ খর্ব কলেবর কান্ধে যোগপাটা ॥
 অতি বৃদ্ধ নয়নে পড়েছে ভুরু ঝাঁপা ।
 চলে যেতে চারিদিকে চরণ পড়ে কাঁপা ॥
 স্বরমাঝে শত্রু বসে শর্মমান চিত্ত ।
 হেনকালে ধর্মরাজ আরস্তিল নৃত্য ॥
 ডম্বুর ডিঙিমডিম শিঙ্গায় স্থতাল ।
 বম্বু বম্বু ববম্বু বাজে ঘন গাল ॥
 স্বরমাঝে স্বকার্য সাধিতে নারায়ণ ।
 নর্তনে উত্তম কৈল সবাকার মন ॥
 হুড়াহুড়ি পড়ে গেল হরিহর বাসে ।
 ধৈর্য নাই ধ্বনি শুনে সকলে ধৈর্য আসে ॥
 তিলোত্তমা রস্তা আদি কন্যা কত শত ।
 উর্ধ্বশী মেনকা আর অন্ত অন্ত যত ॥
 নাচে নাচে নিরঞ্জন নিমিষ নয়নে ।
 ক্রকুটি করেন চেয়ে তা সবার পানে ॥
 তিলোত্তমা আদি তারা সবে অতি শান্তা ।
 রস্তাবতী শত্রুস্থতা সে বড় দুরস্তা ॥
 তাতে ধর্মমায়া তায় হয়েছে আচ্ছন্ন ।
 হুহু করে হেসে হেসে হল মূর্ছাপন্ন ॥
 ছল পেয়ে ছলা করে ছেড়ে নৃত্যক্রিয়া ।
 রোহিতাক্ষে রস্তাকে কহেন রুষ্ট হৈয়া ॥
 হ্যাদে ছুঁড়ি হাওয়া মোর ভঙ্গ কৈলি নৃত্য ।
 অপার আনন্দে দুঃখ জন্মাইলি চিত্তে ॥
 বুড়া বলে ব্যঙ্গ কর বৃকে নাহি ডর ।
 মনে কর একি বা কি হবেক নশ্বর ॥



জিজ্ঞাসিয়ে জনকে জানিস আমি কেবা ।
 কাকে ভজে কার দাস করে কার সেবা ॥
 যৌবন গৌরবে হাস জান নাই বুঝি ।
 পরাংপর প্রতিকূল প্রায় তোকে আজি ॥
 তিলোত্তমা আদি করে উর্ধ্বশী মেনকা ।
 তো হইতে তারারূপে ত্রিগুণ অধিকা ॥
 তবে কেন মোরে দেখে তারা নাহি হাসে ।
 তথ্য কহি তোর এত অহঙ্কার কিসে ॥
 ইহার উচিত এই অভিশাপ পূর্ণ ।
 পৃথিবীতে জন্মিতে হইল তোকে তূর্ণ ॥
 মোরে দেখে উপহাস করিলি যেমনি ।
 অতি বৃদ্ধ পতি তোর হইবে তেমনি ॥
 তা সহ সন্তোষ তোর হবেক দুর্লভ ।
 যেন না করিতে পাস যৌবন গৌরব ॥
 নিজ দোষে বৈমুখ হইলি স্বর্গ স্থখে ।
 বলি শুন বিলম্ব না সহে আর তোকে ॥
 শক্রহুতা শাপ শুনে করে হাহাকার ।
 অমনি পড়িল কেঁদে পদযুগে তাঁর ॥
 নিরঞ্জন জেনে নতি করে নতকায় ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা বাঁকুড়া রায় ॥১৪॥

কহে করপুটে রস্তাবতী ।
 মোরে রক্ষ রক্ষ যুগপতি ॥
 আমি অবলা অল্প বোধ ।
 নহে উচিত করিবারে ক্রোধ ॥
 আদি অনাদি পুরুষ তুমি ।
 চর্মচক্ষে কি চিনিব আমি ॥
 ইবে শরণ লইছ তোমা ।
 কর অপরাধ মোর ক্ষমা ॥

শত্রু আদি করে স্বরকুল ।
 তুমি হও সবাকার মূল ॥
 কেবা তোমার বৈভব জানে ।
 অন্ত অনন্ত না পায় ধ্যানে ॥
 সৃষ্টি সৃজন পালন ধ্বংস ।
 তুমি তিনরূপে অবতংস ॥
 বুদ্ধি যারে যেই মত দেহ ।
 শ্রুত করে সেই মত সেহ ॥
 মোরে দিয়া কুমতিকলাপ ।
 দিলে অতি গুরুতর শাপ ॥
 জানে জগতে জগতপর ।
 চিন্তে হয় অতিশয় ডর ॥
 করে বঞ্চিত স্বর্গেরি স্থখে ।
 ক্লিপ্ত করিলে ভজহু দুঃখে ॥
 কেহ নাহি তোমা বিনে আর ।
 দয়া করে দুঃখে কর পার ॥
 স্তুতি শুনে তুষ্ট নিরঞ্জন ।
 রসাতালে রস্তাকে কন ॥
 চিন্তে ভাবিয়া ভূদেবনাথ ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক রচিল গাথ ॥১৫॥

আমি যে कहিয়াছি সেকি হবেক লঙ্ঘন ।
 কথা শুন ইন্দ্রকণা তাজহ ক্রন্দন ॥
 বেণু রায় অভিধান বাসুড়ায় বাস ।
 ধর্মশীল ধনে ধন্য ধরায় প্রকাশ ॥
 বিমলা বনিতা তার বৈদক্ষী অতি ।
 স্নানীলা স্নগতচিত্ত সংকুতা স্মৃতি ॥
 তাহার জঠরে জন্ম লভ লঘুগতি ।
 নৃলোকে তোমার নাম হবে রজাবতী ॥

কর্ণসেন কুলশ্রেষ্ঠ নিবাস ময়না ।
 মং অতি তব পতি হবেক সে জনা ॥
 আর এক উক্তি কই অর্থ করি ধর ।
 পৃথিবীতে পূজায় প্রকাশ গিয়ে কর ॥
 রত্না কয় তব আজ্ঞা কে লজ্জিতে পারে ।
 কিন্তু আমি এই কালে নিবেদি গোচরে ॥
 পূজার প্রকাশ যদি করিব নিশ্চয় ।
 স্মরণ করিলে হবে সঙ্কটে সদয় ॥
 ত্রিলোকতারণ কন তথাস্ত তোমাকে ।
 স্মরণ মাত্রে সঙ্কটে সদয় হব স্থখে ॥
 দেবমানে দ্বাদশ বৎসর হলে পাত ।
 পুন তোমা কৈলাসে আনিব অচিরাত ॥
 এত শুনি রত্নাবতী অষ্টাদ লোটাএ ।
 প্রণাম করিল পুন প্রণতি করিএ ॥
 দেখিতে দেখিতে অঙ্গ লুকাইল কতি ।
 প্রকাশিতে ধর্মপূজা পরমাণু গতি ॥
 বিমলা বেহুর জায়া বিস্মেতে বিখ্যাত ।
 দৈবযোগে সেদিন হয়েছে ঋতুস্নাত ॥
 অবশ্য হইতে চায় ভাবীর লিখন ।
 রত্না এসে তার গর্ভে লভিল জনম ॥
 দিবস গণনা ক্রমে নয় মাস গেল ।
 পূর্ণ হতে দশমাস প্রসব হইল ॥
 নিরুপম পদ কন পন (?) বিশেষ ।
 কায় কাঙ্ক্ষি যেন কৈল কালিন্দীর বেশ ॥
 আভায় অরিষ্টবাস অন্ধকারে আল ।
 কন্যা দেখে দৌহাকার কোতুক বাড়িল ॥
 সমাহিতে অষ্ট দিনে করি ষষ্ঠীপূজা ।
 নত্না কৈল নয় দিনে নৃপতি মহাতেজা ॥
 সাত মাসে শুদিন করিএ শুরুপক্ষে ।
 দিলেক ওদন রাজা দুহিতার মুখে ॥

সৌদামিনী সমতুল দেখিএ স্ততনু ।
 রঞ্জাবতী আখ্যান থুইল রায় বেহু ॥
 এইরূপে হঅ পূর্ণ দুই তিন বছর ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা মায়াধর ॥১৬॥

বাড়ে রঞ্জা বিগ্রহেতে বাপের সদনে ।
 শুরুপক্ষে শশধর সম দিনে দিনে ॥
 কায়কান্তি কমনীয় কামধনু তুরু ।
 রাম রম্ভা ইব অতি সুগঠন উরু ॥
 নাসিকার প্রভায় লজ্জিত খগপতি ।
 সুরচিত মত্ত করী দেখে মুহু গতি ॥
 পদ্মের মৃণাল জিনি প্রবেষ্টে ছুখানি ।
 রূপ দেখে রাত্রিদিন ভাবে রাজরানী ॥
 কি করিব কোথা পাব কন্যাযোগ্য বর ।
 রূপে গুণে কুলে শীলে সকলে হৃন্দর ॥
 এইরূপ স্ত্রী পুরুষে করেন ভাবনা ।
 ভাবীর লিখন ভাই না যায় খণ্ডনা ॥
 দিবস কতেক বই বেণু রায় মল ।
 ধর্মপত্নী বিমলা সে অহুমুতা হলো ॥
 পিতৃমাতৃ বিয়োগে মাছড়া রঞ্জাবতী ।
 ক্রন্দনে নয়নে লোহ বুঝে দিবারাতি ॥
 প্রবোধ করিয়া তায় পাত্র মিত্র প্রজা ।
 ছত্র দণ্ড দিয়া কৈল মাছড়াকে রাজা ॥
 দুরাচার দুষ্টমতি অতি খলচিত্ত ।
 দোষ বিনে প্রজাগণে দুস্থ দেও নিত্য ॥
 জবুল জমির জমা বেশী করে ধরে ।
 যে না দেয় তার সন্ত গুণাকার করে ॥
 ক্ষেতে হলে খন্দ সে বেচে লয় সব ।
 বিব্রত হইল প্রজার পেয়ে আধিভব ॥

বড় শেল বলি মোর রহিল গো বুকে ।
 মৃত্যুকালে না পারিহু দেখিতে বাপ মাকে ॥
 সেই যে এস্তাচি না গেলাম অত্যাধি ।
 ঘুচিল বাহুড়ে যাওয়া বিধি হল বাদী ॥
 দুর্বলের বিষাদে বৃক্ষের ঝরে পাত ।
 প্রিয়া বোলে প্রবোধ করিল নরনাথ ॥
 ভানুমতী রাজরানী রজাকে কোলে করি ।
 অন্তঃপুরে গেল শেষে শোক পরিহরি ॥
 প্রাণের অধিকা রজা অহুজ ভগিনী ।
 অনেক আশ্বাস কৈল ভূপাল ঘরগী ॥
 এখানে মাছা পুন মহীনাথে কয় ।
 নতি কর্যা বহুত লোচনে নীর বয় ॥
 যদি বলো আপনি আমাকে দেশে যেতে ।
 নিবেদি যে কর্ম না হবে আমা হতে ॥
 আর দেশে না যাইব ওহে মহাবল ।
 আন্তিকে রব তব যোগাইয়া জল ॥
 শান্তমুতি দয়াশীল সদাই আপনি ।
 নৃপতির প্রধান নরেন্দ্র চুড়ামণি ॥
 মহীধর মাছার দেখে কাকুবাদ ।
 পাত্র করে রাখে দিয়ে অনেক প্রসাদ ॥
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা বাকুড়ারায় ।
 হরি হরি বল সব পোলা হলো সায় ॥১৯॥

[প্রথম পালা সমাপ্ত]

[দ্বিতীয় পালা]

দৈবে হল মহামদ গোড়ের পাতর ।
 নিরবধি নেস্ত ভাব দিলা নৃপবর ॥
 আর দিলা আজাগ্য (?) উত্তম সজ্জা করি ।
 পটুকা পামরি পাগ সোণাধারা জরি ॥
 হাটক হীরার হার হেমাবিত হয় ।
 বাজুবন্দ বলয় বসন পট্টময় ॥
 আনন্দের অবধি নাই অহুদিন গেল ।
 নৃপতির পুষ্কাভিষেকের কাল হল ॥
 লোক দিয়া লঘুগতি লেখিয়া লিখন ।
 দেশে দেশে রাজাগণে দিলা নিমন্ত্রণ ॥
 সমাচার মাত্রে সে যে সদনে সত্বর ।
 গোড়ে আইল গোড়ের ভেটিতে গোড়েশ্বর ॥
 জনে জনে নাম ধাম করিয়া জিজ্ঞাসা ।
 সমাদরে তা সবারে লএ দিল বাসা ॥
 জিজ্ঞাসায় জানিল মাছড়া মহীক্ষিপ ।
 আসে নাই সোমঘোষ ঢেকুরের নৃপ ॥
 মাছড়ার মহাক্রোধ জন্মিলা অন্তরে ।
 না পাস্বরে নৃপে কয় অভিষেক পরে ॥
 আমি যার খাই তার অবশ্য করি কার্য ।
 উচিত কহিতে চাই ওহে নৃপ অর্ঘ্য ॥
 অঙ্গ বঙ্গ অবধি আছয়ে রাজা যত ।
 তথ্য জানি তারা সবে তোমা অহুগত ॥
 সমাচার পাবা মাত্রে সন্তোষ হইএ ।
 সদন সাক্ষাতে দেখ সবে আইল ধেএ ॥
 হেদে বেটা সোমঘোষ আভীর নন্দন ।
 না আইল তব আজ্ঞা করিল লজ্জন ॥
 মৃত্যু তুল্য মহতের আজ্ঞা ভঙ্গ হলে ।
 এ দুঃখ আমার চিত্তে দগদগ জলে ॥

সে বেটার পূর্বাপর জানি সব তব ।
 গোড়ে ছিল তোমার তাতের হয়ে ভৃত্য ॥
 গোরক্ষা করিত সদা বেতন ব্যতীতে ।
 সন্ধ্যা হলে সেরেক তগুল পেঁতো খেতে ॥
 দৈবে ক্ষিতিনাথ খাজনা সাধিতে তাহারে ।
 পাঠাইলা কৃপায়ুত হইএ ঢেকুরে ॥
 কিন্তু কপালের কথা কিরূপ তা জানি ।
 শুনেচি সেখানে রাজা হয়েছে আপনি ॥
 এখন তোমার আজ্ঞা অবজ্ঞা করে বেটা ।
 মরি মরি মনস্তাপ মহীপাল টুটা ॥
 ভৃত্য হয়ে ভর্তাকে যে না রাখয়ে ভয় ।
 দেখ বুঝে দণ্ড তাকে দিবা যুক্তি হয় ॥
 শুনে কোপে কম্পবান হল গোড়েশ্বর ।
 কড়মড় দশন কচালে করে কর ॥
 জবালাল সমতুল্য যুগল নয়ন ।
 গোঁপে তা দিয়া করে গভীর গর্জন ॥
 আমার আদেশ লঙ্ঘ্য এত অহংকার ।
 জনেক লোক যেয়ে মাথা কেটে আন তার ॥
 রাজাগণ কোপ দেখিয়া রাজার ।
 কলরোল করে উঠে করে মারমার ॥
 সাজ রে সাজ রে সাজ যাইব ঢেকুর ।
 ক-মস্তুরে গোঁপের করিব দর্পচূর ॥
 সলক্ষ্যে নিশানদার নিশান ফুঁকুরে ।
 ধায়াধাই পড়ে গেল গোড় নগরে ॥
 অভিষেকে এসেছিল ভূপাল যাবস্ত ।
 সাজিয়া চলিল সবে সমরে ছরস্ত ॥ অত্র ভনিতা ॥২০॥

গুড় গুড় বাঁ বাঁ দিকতাং ধাঁ ধাঁ
আকতাং আঠু জগবাম্প ॥
কাড়া করে ঢেঙ্ ঢেঙ্ ঢ্যাম করে ঢেঙ্ ঢেঙ্
ঢ্যাং ঢেঙ্ ঢেঙ্ ঢেঙ্ ঢঙ্ ঢোলে ।
মুদদ দৈতা তাধৈ দৈতা
থৈ থৈ থৈ থৈ রোলে ॥
অশ্বের দড়বড়ি দাঁতের কড়কড়ি
বারণ বৃংহিত তায় ।
সেনার নিঃস্বনে লোকেব হেন মনে
প্রলয় হইল প্রায় ॥
হইয়া নিকুর বেড়িল ঢেকুর
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ।
নিদান কারণ অনাদি চরণ
স্বরণ করিয়া মনে ॥২১॥

দূত মুখে সোম ঘোষ শুনে অবাস্তব ।
 কাতর হইল ভয়ে কাঁপে কলেবর ॥
 কেবল ভরসা তার দেবী দশভূজা ।
 যার কৃপা হইতে সে ঢেকুরের রাজা ॥
 তাঁহার চরণ বিনে অণু নাহি জানে ।
 করপুটে স্তুতি তাঁকে করে সক্রমে ॥
 বল করে চড়ে যান গৌড় নৃপবর ।
 হের মা নয়ন কোণে হয়েছি কাতর ॥
 তোমা বিনে আমার নাহিক অণু কেহ ।
 দয়া করে দয়াময়ী পদছায়া দেহ ॥
 আমার ভরসা মাত্র অভয় চরণ ।
 হাতের হেতের হয়ে হান সেনাগণ ॥
 কৃপা কর কিঙ্করকে কলুষ নাশিনি ।
 করাল বদনা কালী খর্পর ধারিণি ॥

খড়্গহস্তা খরতরা ক্ষুর (অস্ত্র) ধরি ।
 নখে খণ্ড খণ্ড ক্ষিপ্ত কর ক্ষেমঙ্করী ॥
 গজাবিবাহিনী গৌরী গিরীন্দ্রনন্দিনী ।
 গড় রক্ষ গুণাস্তিকা গণেশ জননী ॥
 চামুণ্ডা চণ্ডিকা কর চিত্তের আনন্দ ।
 ভয় পেয়ে ভব জায়া ভাবি পদ দ্বন্দ্ব ॥
 গজসৈন্য গর্জিছে গলার শব্দ ঘোর ।
 বাহুলী বারণ কর বপু কাঁপে মোর ॥
 ছাখালে ছদ্মতা ছাড় ছয় নয় করি ।
 বাহু দণ্ডে প্রবেশ করিয়ে বধ বৈরী ॥
 হরিহরে ঘোর যুদ্ধ হইল যে কালে ।
 দিগন্তরী রূপে রক্ষা আপনি করিলে ॥
 সেই মত দাসে রক্ষ ধর নিজ খাণ্ডা ।
 আমি হেতু আজ রণে উর উগ্রচণ্ডা ॥
 নচেৎ নিস্তার নাই নিবেদি গো তারা ।
 ত্রাণ কর তূর্ণ মোরে ত্রিভুবনসারা ॥
 স্তুতিয়ে তাহারে তুষ্টা হয়্যা ত্রিদিবেশী ।
 অস্তরে উরিয়া কন অট্ট অট্ট হাসি ॥
 ওরে বাছা সোমঘোষ শুন মোর ভাষ ।
 অহুকূলা আছি আমি দূর কর ত্রাস ॥
 যাও যুদ্ধ কর গিয়ে কিসের ভাবনা ।
 তুমি লক্ষ্যে থাক আমি বিনাশিব সেনা ॥
 জান সত্য আমি অহুকূলা থাকি যাকে ।
 শক্রাদি দেবতা দেখে ভয় করে তাকে ॥
 কি করিতে পারে কোন তুচ্ছ গৌড়পতি ।
 মানন্দে সংগ্রামে সাজাহ লইয়া ছাতি ॥
 ভবানীভাষণে ভয় ত্যজে সোমঘোষ ।
 রণে সাজে মেঘ সম রবে করে রোষ ॥
 পরিলেক প্রভাকর প্রভা বীর ধটি ।
 আশ্ফালন করে অঙ্গে মাথে বীর মাটি ॥

গজিয়া গোপের স্তূত গোপে দেয় তার ।
 সিংহনাদ ছাড়ে বক্ষে করে হুহুকার ॥
 কাল তুল্য কোপে দন্ত কড়মড় করে ।
 কাঁপিতে কাঁপিতে রণ টেঁপ নিল শিরে ॥
 সাজ্যা গায় মোজা পায় ভালে অর্ধ চন্দ্র ।
 মর্ত্যে স্মরত কি বা স্বর্গে বা কি ইন্দ্র ॥
 আয়ুধ আসার ইনি লইল ইশাস ।
 কালপৃষ্ঠ কলস কুপাণ চন্দ্রহাস ॥
 অস্ত্র অস্ত্র অনেক লইল দেখে থর ।
 লক্ষ দিয়া চলিল চলিএ হয় নর ॥
 সমবেত সাংযুগীন সন্ধে কত সাজে ।
 জয় ঘণ্টা জয় ঢাক জয় তুরী বাজে ॥
 গোয়ালা সাজিল কত নাহি তার লেখা ।
 নৃপতির লক্ষ্য নিকটে দিল দেখা ॥ অত্র ভনিতা ॥২২॥

অভিমুখ অবসে হইয়া দড়বড় ।
 দুই দলে সংগ্রাম লাগিল কড়াকড় ॥
 অশ্বরে অধিকা অষ্ট নাগিকা সহিতে ।
 আয়োধন দেখিতে উরিলা সিংহরথে ॥
 নৃপসেনা রোষে ঘোষে বেড়ে বীর দাপে ।
 বৃষ্টিধারাবৎ বাণ এড়ে এক চাপে ॥
 সমঘোষে সনাতনী সন্তত সদয় ।
 অঙ্গে ঠেকে সে সব হইল চূর্ণময় ॥
 তা দেখিয়া নৃপসৈন্তে লাগিল টাটক ।
 কালীজয় বোলে নাচে ঘোষের কটক ॥
 বেড়িলেক চারি আনি হইয়া নৃপদলে ।
 নিম্নাপের মীন যেন ঘেরা গেল জালে ॥
 তুরগ দাবিয়া ঘোষ তরোয়ার উর্যা ।
 কেটে চলে ক্রোধ ভরে কাট কাট কর্যা ॥

লক্ষ দিয়া জটে গিয়া ধরে বাহুবলে ।
 একচোটে মাহত সহিত কেট্যা ফেলে ॥
 সাজোয়ান সাবেঙধর যা পায় সাফাতে ।
 নির্দয়ে নির্ঘাত চোট চোটায় ছুহাতে ॥
 কার কার চরণ নাসিকা গেল কাটা ।
 হস্তপদ গেল কারও হলো খোঁড়া ঠুটা ॥
 কেহ করে মরি মরি কেহ করে হায় ।
 পেট কাটা গেল কারো পট্টশের ঘায় ॥
 কার গেল দস্ত ওষ্ঠ কার গেল দাড়ি ।
 ব্যথায় ব্যথিত কেহ ভূমে যায় গড়ি ॥
 তা দেখিয়া ত্রাসে কেহ তৃণ দস্তে করে ।
 রাখ রাখ রাখ বীর না মারিস মোরে ॥
 কবন্ধকদম্ব আর ছিন্নমুণ্ডচয় ।
 রণস্থল একাকার রক্তে নদী বয় ॥
 ভয় পেয়ে ভদ্র দিল ভূপতির দল ।
 জয়ী হইল যুদ্ধে সমঘোষ মহাবল ॥
 সাংযুগীনে সেবক সংগ্রামে হল দেখা ।
 হেরি রোহে অটু অটু হাসেন কালিকা ॥
 কর্ণসেন স্তূত চারি সবে তেজঃপুঞ্জ ।
 গেল নাই জন্তু তোজে যুঝে হয়ে যুজ ॥
 সুবল বিজয় আর কমল সনাতন ।
 ঘোষে করে চারি জনে বাণ বরিষন ॥
 শেল শূল মারে কেহ কেহ গুলি তীর ।
 নির্ঘাত বাজিয়া অঙ্গে নিকলে রুধির ॥
 কৈল যুদ্ধ যেরূপ কহিব তার কিবা ।
 কিন্তু সোমঘোষে সদা অহুকুল শিবা ॥
 তেজের কি তুটি তার চরণ আশিসে ।
 সহি না করিতে পার্যা রুখে গেল শেষে ॥
 তরসিয়ে তরোয়ারে মুঠে ধরে এঁটে ।
 একচোটে চারিজন ফেলিলেক কেটে ॥

তা দেখে নাগিকা সহ হইয়া সন্তোষে ।
 দুর্গতিনাশিনী দুর্গা গেলেন কৈলাসে ॥
 না পারে খণ্ডিতে লোক যে থাকে কপালে ।
 কর্ণসেন অপুত্রক হন বৃদ্ধকালে ॥
 প্রাণ লয়ে পলাইয়ে আন্য যারা যারা ।
 গোড়ে এসে সমাচার দিল তারা তারা ॥
 শুনিয়া ঘোষের দর্প সরিৎপতিহৃত ।
 বাক্য না নিঃসরে মুখে হল স্তব্ধ কত ॥
 অপর কাহিনী কিছু শুন বন্ধুগণ ।
 বিজ্ঞ শ্রীমানিক ভনে সখা নিরঞ্জন ॥২৩॥

দৈবে এসে এক ভূত্যা কর্ণসেনে দিল তব
 শুন ময়নার অধিকারী ।
 ঢেকুরে ঘোষের সনে পড়েছে সম্মুখ রণে
 তোমার তনয় চারি ॥

এতেক ভূত্যের মুখে ।
 শুনে রাজারানী শোকে ॥
 কেশবাস নাহি বান্ধে ।
 ভূতলে লোটায়ে কান্দে ॥
 করাঘাত মারে বৃকে ।
 উচ্চৈঃস্বরে ঘন ডাকে ॥
 কমল ওরে সনাতন ।
 আশ্র আশ্র বাপধন ॥
 তোমা সবাকার মুখ ।
 না দেখে বিদরে বৃক ॥
 এ ঘর বসতি মোর ।
 দিনে হল অন্ধকার ॥
 বৃদ্ধ কালে বাপ মায় ।
 ত্যজিতে উচিত নয় ॥

পালন করেছি ক্রেশে ।
 পালন করিবে শেষে ॥
 এই মনে ছিল আশ ।
 করিলে তাহা নৈরাশ ॥
 রাজরাণী এই মত ।
 ক্রন্দন করিছে কত ॥
 দ্বিজ শ্রীমানিক গাঅ ।
 সদা সখা বাঁকুড়ারায় ॥২৪॥

বাপে হতে মায়ের তনয়ে বাড়ি স্নেহ ।
 দিবারাত্রি রানীর নয়নে ঝোরে লোহ ॥
 পুত্র শোক সম দুস্থ নাহি ভূমণ্ডলে ।
 বরঞ্চ মরণ ভাল মিটে এককালে ॥
 দারুণ বিদাতা যাকে প্রতিকূলাচারে ।
 শাখা মূল শুদ্ধ তার সকল সংহারে ॥
 চারি পুত্র মোল সেনের চারি বৌ শেষে ।
 অহম্মতা হল তারা স্বামীর উদ্দেশে ॥
 পুত্রবধু শোকে রানী ব্যথিত অন্তরে ।
 পরান ত্যজিল তার কতদিন পরে ॥
 জায়া পুত্রবধু মল্য সব দেখে শূন্য ।
 বিকল হইল বড় সেন নৃপ মান্ত ॥
 কহেন কপালে বিধি এই লেখা ছিল ।
 সংসারের সব সুখ এক কালে ঘুচিল ॥
 তবে আর আমার কি কাজ গৃহাশ্রমে ।
 কৃষ্ণ ভজি মিথ্যা কেন ভ্রমি মনোভ্রমে ॥
 কি কাজ রাজত্বে বৃথা কার তরে করিব ।
 যার রাজ্য তাকে দিয়ে তীর্থে চলে যাব ॥
 এতেক বলিয়া সেন ত্যজি রাজ্য দেশ ।
 হরি বলে চলে হয়ে বৈষ্ণবের বেশ ॥

সোনার ময়না পুরী রহিল পড়িয়া ।
 অহুস্রাগে যান সেন উদাসীন হইয়া ॥
 স্থানে স্থানে রয়ে পথে ভৃত্য সমিভ্যারে ।
 কতদিনে উপনীত গৌড় নগর ॥
 বরাসনে বারামে বসেছে বহুপতি ।
 হেনকালে সেন গিয়ে করিল প্রণতি ॥
 শ্রদ্ধা করে সমাদরে ধরে তার হাতে ।
 এস বলা বসাইল আপন সাক্ষাতে ॥
 করুণে কাশুপী কাস্ত করেন জিজ্ঞাসা ।
 কহ ভাই কর্ণসেন কেহ হেন দশা ॥
 সেন কন কি আর জিজ্ঞাসা কর রায় ।
 কপালের কথা কিছু কহা নাহি যায় ॥
 ঢেকুরে ঘোষের সনে যুঝে চারি স্তত ।
 সম্মুখ সংগ্রামে তারা সবে হল হত ॥
 চিত্তচিন্তা সূচরিতা ছিল বধু চারি ।
 অহুম্বতা হলো তারা অগ্নিকুণ্ড করি ॥
 তার সবার শোকে তার কত দিন বই ।
 জায়া মল হেন দশা হল শুন কই ॥
 সংসারের যত স্তব্ব যুছিল সকল ।
 হেন জন নাহি কেহ মুখে দেয় জল ॥
 নির্বাচিয়া ভেবে গুণে বুঝে এই চিন্তে ।
 তোমার সাক্ষাতে এলাম বিদায় হইতে ॥
 লহ আপন রাজ্য দেহ অন্তর্যজনে ।
 কিন্তু যেন পীড়িত না হয় প্রজাগণে ॥
 এত শুনি গৌড়েশ্বর ব্যথা পেয়ে চিন্তে ।
 কর্ণসেনে প্রবোধ করেন কথা হিতে ॥
 কত শত হিত বুঝাইয়া তার পরে ।
 সভা হতে উঠে যে গেলা অন্তঃপুরে ॥
 জায়ার সহিত যুক্তি করে সংগোপনে ।
 রঞ্জার বিবাহ আজ দিব কর্ণসেনে ॥

বুড়া বর বলে পাছে মহামদা শুনে ।
 মফঃস্বলে ডাকাইলা পুরোধা ব্রাহ্মণে ॥
 লুকাইয়া নিভুতে গোড়ের অধিপতি ।
 কর্ণসেনে বিবাহ দিলেন রঞ্জাবতী ॥
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে কপালের লেখা ।
 বেলডিহা গ্রামে ধাম বাঁকুড়ারায় সখা ॥২৫॥

পৃথ্বীপতি পরাহেতে পড়িল সম্মুখে ।
 বার দিয়া বরাসনে বসিলা কোতুকে ॥
 দূরে হতে চামর ঢুলাঅ ভূত্যগণ ।
 বাজে বাজ বীণাদি স্তনান বিলক্ষণ ॥
 ভূপাসনে ভূপের দক্ষিণে সেন বসে ।
 হেন কালে মহাপাত্র উপনীত এসে ॥
 পাত্রে দেখে পৃথ্বীনাথ আস আস বল্যা ।
 অশ্রুদিন হইতে বাড়া সমাদর কৈল্যা ॥
 পূর্বাপর রূপে ভূপে করিয়া প্রণামে ।
 সেনে দেখে আক্রোশে বসে বামে ॥
 ভগ্নীর বিবাহবার্তা শুনে লোক মুখে ।
 স্থখ নাই মনে কিছু তহু দক্ষা দুঃখে ॥
 হেট মাথা হয়ে কয় কর্যা পুটকর ।
 নিবেদন করি কিছু ওহে নৃপবর ॥
 উচিত कह না ইবে আদেশ আমার ।
 শুনি নাকি সেনে বিভা দিয়াছ রঞ্জার ॥
 রাজা কয় মিথ্যা নয় মূল কর্মসূত্র ।
 অতএব দিয়াছি বিভা শুন ওহে পাত্র ॥
 বিচারে বুঝেছি সেন কুলে শীলে ভাল ।
 ধনে মানে রূপে গুণে ধরাতেলে আল ॥
 সেনে যত প্রশংসা করিয়া কয় ভূপ ।
 মাছটার দ্বিগুণ হতেছে তাতে দুখ ॥

ভূপতির ভয়ে কিছু কহিতে না পারে ।
 ভাবুটী করিয়া কিছু কয় কুমন্ত্রণা করে ॥
 বড়ই বিরুদ্ধ দেখি থলের অন্তর ।
 কদাচিৎ বিচার না করে আত্মপর ॥
 সেন পানে চেয়ে পুন মূচড়এ দাড়ি ।
 মনে মনে করে বেটা দাগাবাজ বড়ি ॥
 আমার ভগ্নীকে বিভা করিলে হে পাল ।
 এখনে ইহার দিব সমুচিত ফল ॥
 ভেবে এত ভূপে কয় ভাষি এক উক্তি ।
 একত্রে আসনে বসে অপুত্রক ব্যক্তি ॥
 যার অঙ্গ পরশে অসংখ্য হয় পাপ ।
 তার সঙ্গে কর তুমি কি বুঝে আলাপ ॥
 এখন তোমার আমি এক সের খাই ।
 আবশ্যক উচিত কহিতে এবে চাই ॥
 জন্মে জন্মে যদি থাকে পুণ্যের প্রকাশ ।
 অপুত্রক দরশনে তৎক্ষণে বিনাশ ॥
 এত শুনে রাজা গেল সভা হতে উঠে ।
 যোএ পেয়ে মহামদা সেনে কয় এটে ॥
 সেনভায়া স্বসাপতি হলে কি আমার ।
 তবে যে করিতে হয় লৌকতা তোমার ॥
 অগ্র আর এতক্ষণে উচিত আছে কি ।
 যাহ গো সম্প্রতি মুখে চূণ কালি দি ॥
 পশ্চাৎ সঙ্গত বুঝে করিব স্তম্ভর ।
 সেন কন আছি করবশে বরাবর ॥
 জলন্ত জলন সম শুনে গেল জলে ।
 কোপে সেনে গালি দেয় কটু কথা বলে ॥
 হেঁরে বেটা আঁটকুড়া লজ্জা নাহি তোঁর ।
 বৃদ্ধকালে বিভা কৈলি পিতৃহত্যা মোঁর ॥
 মূল কথা মন দিয়া শুন তোঁরে বলি ।
 তদবধি আমার চক্ষের তুই বালি ॥

বলহীন বসিলে উঠিস হাঁটু ধরে ।
 কি আছে কপালে তোর কালি যাবি মরে ॥
 তুই বুদ্ধ তোকে আর কি করিব নিন্দা ।
 কিন্তু তথ্য রঞ্জাবতী হইবেক বন্দ্য ।
 সেন কন মহাপাত্র ভাল না कहিলে ।
 কথায় কি হয় হবেক কপালে থাকিলে ॥
 পুনরপি মহামদা কহে করে ক্রোধ ।
 নচ্ছার পাগল তুই তোর অন্ন বোধ ॥
 বুদ্ধ বন্দ্য। দুজন্যর সঙ্ঘটন যার ।
 কি জানিস দেখ বুঝে কপাল কোথা তার ॥
 ছি ছি ওরে ছোঁছা ভেড়া ছার তোর জীবনে ।
 লোক মাঝে লাজে মুখ দেখাবি কেমনে ॥
 অহংকার এতেক আমার বুকে বসে ।
 বিবাহ করিলে ভেড়া যুক্তি না জিজ্ঞাসে ॥
 ভূপতিকে বলিস করিয়া ভারি ভুরি ।
 এখন কেমন তার প্রতীকার করি ॥
 সেন কন মহাপাত্র মোরে এত কেন ।
 দোষ না বুঝিয়া রোষ কর পুনঃপুনঃ ॥
 শুনিয়া সেনের কথা মহামদা ছুট ।
 সহিতে না পেরে হল অতিশয় ক্রুপ ॥
 কোপে কাঁপে কাশ্মপী উরে কর রেখে ।
 তর্জন গর্জনে কয় নিশাচরে ডেকে ॥
 আদেশ আমার রাখ ইহা ছার কে ।
 ঘাড়ে ধরে হেথা হতে দূর করে দে ॥
 শচীবাক্য শুনে তবে ধাইল সত্বরে ।
 রেখে এল কর্ণসেনে নগর বাহিরে ॥
 এথা অন্তঃপুরে রঞ্জাবতী পাইল সমাচার ।
 মহামদ সেনেরে করেছে তিরস্কার ॥
 দাসী সঙ্গে করি রঞ্জা অতি শীঘ্রগতি ।
 সেনের সাক্ষাতে এসে হল উপনীতি ॥

লজ্জা পরিহরি কাস্ত প্রতি কিছু ভাষে ।
 শুন প্রাণনাথ চল যাই নিজ দেশে ॥
 ভাই হয়ে বক্ষ্যাবাদ দিলেক আমারে ।
 ফিরে আর এ মুখ না দেখাইব তারে ॥
 দোষ বিনা তোমার করিল তিরস্কার ।
 যদি কৃষ্ণ চান কথা কহিব ইহার ॥
 শুনিয়া কাস্তার কথা সেন গুণবান ।
 আপনার নিজ দেশে করিল পয়ান ॥
 ভাই হয়ে বক্ষ্যাবাদ দিয়াছে রজাকে ।
 শোক শেল সম মোর পশে আছে বৃকে ॥
 বার ব্রত বিস্তর করিল যজ্ঞ যাগ ।
 পূজা কৈল পুরস্হ যতেক দেবভাগ ॥
 না হইল তনয় তথাপি ভাবে ব্যথা ।
 হেনকালে সামুলাসুন্দরি আইল তথা ॥
 পিতৃস্বসাপুত্রী তার বয়সে প্রবীণা ।
 উপরোধ অনেক করিলা অভির্থনা ॥
 বরাসনে বসাইয়া বলে বাক্য যোগ্য ।
 দিদি এলে আমার ভবনে বড় ভাগ্য ॥
 নিবেদি যতেক দুঃখ মনে মোর আছে ।
 না কহিয়া তোমাকে কহিব কার কাছে ॥
 ভাই হয়ে মাছছা দিয়েছে বক্ষ্যাবাদ ।
 জর জর হৈল তহু জীতে নাহি সাধ ॥
 বার ব্রত বিস্তর করিলাম দেবার্চন ।
 কিছু না করিল সিদ্ধ কিসের কারণ ॥
 জানি তুমি জাতিস্মরা ত্রিগুণশালিনী ।
 তাতে হও অনাথের আশ্রয় আমিনী ॥
 তোমা হইতে পাইব ইহার উপদেশ ।
 সামুলা কহেন শুন তবে সবিশেষ ॥
 প্রধান পুরুষ পূর্ণ প্রভু ধর্মরাজ ।
 সেবিলে তাহার পদ সিদ্ধ হয় কাজ ॥

আর লভে চতুর্ভগ্ন অন্ন ফল কতি ।
 নির্ধনী ধনাঢ্য হয় বক্ষ্যা পুত্রবতী ॥
 অন্ধ কুষ্ঠ আদি করে ব্যাধি উপচয় ।
 সকল ঘুচয়ে ধর্ম হুইলে সদয় ॥
 শুনি এত সত্য কয় সানন্দিতা রঞ্জা ।
 কে কোথা পেয়েছে পুত্র করে তার পূজা ॥
 সামুলা কহেন শুনে সমুদয় বার্তা ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ভাবি বিশ্বকর্তা ॥২৬॥

হরিচন্দ্রের পালা

হরিমুখি শুন হরিচন্দ্র উপাখ্যান ।
 অমরা নগরে ঘর অতি পুণ্যবান ॥
 প্রতিদিন আচারপুত পরম বৈষ্ণব ।
 বাসব কুবের জিনি বিস্তর বৈভব ॥
 রাজার ভাষার নাম রানী মদনাবতী ।
 বয়স বহিল তবু না হল সন্ততি ॥
 স্ত্রী পুরুষে দু'হে দুঃখ ভাবে দিবানিশি ।
 পুত্রহীন ব্যক্তি হয়ে প্রেতলোকবাসী ॥
 আত্মজ বিহনে আত্মা অকারণে রাখি ।
 পরকালে পুত্র বিনে পার নাহি দেখি ॥
 এইরূপ আক্ষেপ করয়ে রাজরানী ।
 অতঃপর শুন রঞ্জা অপূর্ব কাহিনী ॥
 একদিন হরিচন্দ্র উঠিয়া প্রভাতে ।
 হেমঝারি হাতে করি যায় হরষিতে ॥
 হেনকালে হাড়িনী হইয়া অভিসার ।
 সকালে উঠিয়া করে গৃহ সংস্কার ॥
 রাজাকে দেখিয়া চক্ষে ঢাকয়ে বসন ।
 উচ্চৈঃস্বরে স্বরে রাম কৃষ্ণ নারায়ণ ॥

আটকুড় রাজার দেখিছ আজ মুখ ।
 বিকলে যাবেক দিন বড় পাব দুখ ॥
 না পাইব অন্নজল দিবস লজ্বন ।
 পাপ হল পাপিষ্ঠের প্রত্যয়ে দর্শন ॥
 হরিচন্দ্র এত শুনে হাড়িনী বদনে ।
 আপনাকে অত্যন্ত অধম করি মানেন ॥
 অতিশয় আশি পেয়ে অস্তঃপুরে গেল ।
 কান্দিতে কান্দিতে রাজা রানীকে কহিল ॥
 মদনা এতেক শুনে মনহিত ভাষে ।
 কাস্ত চল কাননে কি কাজ রাজ্য দেশে ॥
 অকারণে ইহকাল করিলে বঞ্চন ।
 পরকালে পাবে ভজ শ্রীনন্দনন্দন ॥
 ভার্যার ভাষণ ভূপ ভেবে দৃঢ়চিত্তে ।
 সমর্পণ কৈল্য রাজ্য করে পাত্র মিত্রে ॥
 ত্যজিয়া স্থখাদি ভোগ তনয় বিহনে ।
 প্রবেশ করিল দৌহে দুর্গম কাননে ॥
 রঞ্জাবতী কহে দিদি কহ তার পরে ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে বাঁকুড়ারায় বরে ॥২৭॥

সামুলা কহেন পুন শুন ওগো রঞ্জা ।
 কত কাল কাননে ভ্রমিল রানী রাজা ॥
 ভ্রমিতে ভ্রমিতে আইল বল্লকার তীরে ।
 মার্কণ্ডেয় মুনি তথা ধর্মপূজা করে ॥
 আনন্দে মগন হয়ে শিষ্যগণ সঙ্গে ।
 নানা উপচার দিয়ে নৃত্য গীত রঙ্গে ॥
 পূজা সেয়ে সূর্যে শত অর্ঘ্য দিয়া দান ।
 নতি করে নিরঞ্জে নিজস্থানে যান ॥
 হেনকালে হরিচন্দ্র হয়ে ঘোড়হাতে ।
 পড়িল মুনির পায় মদনা সহিতে ॥

অতিশয় দুস্থিত দেখিয়া দৌহাকারে ।
 উপজিল দয়াধর্ম মূনির অন্তরে ॥
 জিজ্ঞাসা করেন অতি করিয়া যতন ।
 কে তুমি আমার কেন ধরিল চরণ ॥
 কান্দিতে কান্দিতে কয় কাশ্মীর কাস্ত ।
 আমার দুস্থের কথা নিবেদি যাবস্ত ॥
 কৃষ্ণ মোরে দিয়েছেন সকল সম্পূর্ণ ।
 না দিলেন তনয় তাপিত সেই জন্ত ॥
 সেই হেতু স্থখভোগ ত্যজিয়া সকলি ।
 স্ত্রী পুরুষে কাননে ভ্রমণ করিয়া বলি ॥
 দৈবাৎ এলাম এই বল্লুকার কূলে ।
 তোমার সহিত দেখা হল ভাগ্যফলে ॥
 এখন আমার এই উপজিল মর্মে ।
 পরকাল পেতে চাই পূজিব শ্রীধর্মে ॥
 মুনি কন মহৎ করেছ মনে আশ ।
 তুমি ধন্য ধর্মভক্ত ধরায় প্রকাশ ॥
 সংসার অসার সবে আশ্রয় সেই ধর্ম ।
 পরাংপর প্রধান পুরুষ পর ব্রহ্ম ॥
 সেবিত্তে তাহার পদ করেছ বাসনা ।
 ত্রিভুবনে দিতে নাই তোমার তুলনা ॥
 বিধান বলিএ শুন নিবেশিয়া চিত্ত ।
 করিবে যেমন দান ক্রিয়া নিত্য নিত্য ॥
 অনেক করিবে ক্রেশ নাহিক অবধি ।
 ত্যজিবে আসন তৈল তাম্বুল অবধি ॥
 নাই তার কর পদ নাই তার অন্ত ।
 ধবল কেবল আভা ধ্যানেন্তে উপান্ত ॥
 নিরাকার সাকার পুরুষ সনাতন ।
 ঈশ্বর সত্তার পর উল্লুক বাহন ॥
 উপদেশ পেয়ে স্থখী হয়ে রানী রাজা ।
 আরস্তিলা বল্লুকায় অনাগের পূজা ॥

অনাহারে স্ত্রী পুরুষে দৌহে দিবারাত্রি ।
 কায়জ কামনা করে ক্রেশ করে কতি ॥
 চতুর্দিকে অনল করিয়া প্রজ্জলিত ।
 উদ্ধ পদ অধশিরে রহে অবিস্মৃত ॥
 অঙ্গ হইল অবসন্ন অশন বিহনে ।
 তথাপিহ তবু চিত্ত মগ্ন তাঁর চরণে ॥
 প্রত্যহ পূজার পরে অর্ঘ্য দান সুরে ।
 নৃত্য করে রাজা রানী উদ্ধ বাহু করে ॥
 ভাবে হয় বিমহিত ভূমে গড়ি যায় ।
 দাতা কৃষ্ণ কোথা বলে কাদে উভরায় ॥
 ক্ষণে বলে জয় জয় জয় নিরঞ্জন ।
 অপুত্রকে পুত্র দেহ পতিতপাবন ॥
 এইরূপে আরও স্তুতি করিল বিশেষ ।
 না হইল প্রভুর তথাপি প্রত্যাদেশ ॥
 পুনরপি রাজারানী অর্ঘ্য নিল হাতে ।
 উদ্দেশে অর্পণ কৈল অখিলের নাথে ॥
 করুণা করিয়া কয় চক্ষে বয় ধারা ।
 দেখ ওহে দয়াময় প্রাণ ত্যজি মোরা ॥
 এত বলে প্রণমিয়া প্রদক্ষিণ কায় ।
 নিরমিয়া চন্দ্রবাণ কাঁপ দিল তায় ॥
 ফুরের সমান ধার অতি খরশান ।
 পড়িবা মাত্রেতে অঙ্গ হল দুই খান ॥
 তথাপিহ পুত্রবর মাগে দুই জনে ।
 উঠেঃস্বরে শ্রবণ করয়ে সনাতনে ॥
 রঞ্জাবতী বলে দিদি কিবা হল তার ।
 শুনিয়া অন্তরে ভয় হইল আমার ॥
 সামুলা কহেন রঞ্জা শুন তারপর ।
 প্রভুর চরিত্র কথা পীযুষলহর ॥
 রাজারানী দৌহে হেথা ত্যজিল জীবন ।
 বৈকুণ্ঠে প্রভুর হোথা টলিল আসন ॥

ভক্তের অধীন সদা ভকতবৎসল ।
 হুতুমানের কন তবে হইয়া বিকল ॥
 আজ কেন অকস্মাৎ গুরে বাছা হুতু ।
 না সহে উলুক ভক্তের কাঁপে মোর তনু ॥
 বেগুরা করে ইহার কহিবে সব বার্তা ।
 কোন ভক্ত সঙ্কটে স্মরণ করে কোথা ॥
 আজ্ঞা পেয়ে হুতুমান করে মনহিত ।
 করপুটে করতারে কহিলেন যত ॥
 ভক্তের মরণ শুনি মাকৃতির মুখে ।
 বাষ্পজলে পূর্ণ আখি ব্যস্ত হইলা শোকে ॥
 পাইয়া হৃদয়ে ব্যথা প্রভু মায়াধর ।
 হরিচন্দ্রে সদয় হলেন দিতে বর ॥
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে কপালের লেখা ।
 ধরামর রূপে ধর্ম যারে দিলা দেখা ॥২৮॥

ব্রহ্মচারী বেশ ধরি উলুক আরোহণ ।
 বল্লুকার কূলে এসে দিলা দরশন ॥
 মদনা সহিত ঝাপ দিয়ে চন্দ্রবাণে ।
 হরিচন্দ্র পরান তাজেছে যেই খানে ॥
 না কহিতে সময় বুঝিয়া হুতুমান ।
 বল্লুকার জলে লয়ে করালেন স্নান ॥
 পদ্ম হস্ত প্রভু তার দিয়ে প্রতি অঙ্গে ।
 রাজা রানী উঠিল পরান পেয়ে অঙ্গে ॥
 প্রভুকে সাক্ষাতে দেখে প্রমোদে অমনি ।
 হুতি করে হরিচন্দ্র লোটায়ে ধরণী ॥
 বহুদিন দৌহাকার বাজা ছিল মনে ।
 আজ লক্ষ্মীর সেবিত পদ দেখিহু নয়নে ॥
 প্রাণ দান দিলে যদি প্রভু পরাংপর ।
 পূরহ বাসনা মোর দিয়ে পুত্রবর ॥

ধর্ম কন ধৈয়ে শুন বর যদি লবে ।
 কহ তবে পুত্র হলে আমাকে কি দিবে ॥
 অচলা ঈশ্বর কন এই পদ সার ।
 আমি কি কহিব কহ কি ইচ্ছা তোমার ॥
 পুনরপি প্রভু কন পার যদি তবে ।
 পুত্র হলে দ্বাদশ বৎসরে বলি দিবে ॥
 বচনে বসুধানাথ বারিপূর্ণ আশি ।
 না করে উত্তর কিছু তাবে হএ দুঃখী ॥
 মদনা তখন কন মহারাজ শুন ।
 পুত্র হলে দিব বলি ভাব তার কেন ॥
 দ্বাদশ বছর তাকে বহুদিন আছে ।
 বর কেননা অঙ্গীকার কে মরে কে বাঁচে ॥
 শুনেছি সম্যক্ কথা সর্বলোকে কয় ।
 পুত্রের দেখিলে মুখ পরকাল হয় ॥
 ভামিনীর ভাষণে ভূপতি দিল সায় ।
 দিব বলি দেহ বর প্রভু দেবরায় ॥
 এত শুনি অনাদি আনন্দ হয়ে বড় ।
 বর দিলা সে কথা সুন্দর করে দড় ॥
 মদনা তখন কয় মনহিত বাক্যে ।
 মৃত বৃক্ষ মঞ্জরে যত্বপি দেখি চক্ষে ॥
 তবে মরা বৃক্ষ মঞ্জরিল প্রভুর কৃপায় ।
 সুখী হল সাক্ষাতে দেখিয়া রানী রায় ॥
 প্রতি ডালে পুণ্য ফলে প্রতি ডালে ফুল ।
 ভ্রমর পঞ্চম গায় ভ্রমরী আকুল ॥
 তা দেখিয়া রাজারানী কহে পুনর্বার ।
 তনয় হইলে নাম কি রাখিব তার ॥
 ভূপতির ভাষণে ভাষেন ভগবান ।
 লুইচন্দ্র বল্যে তার থুইবে আখ্যান ॥
 এতেক বলিয়া প্রভু হল্য। তিরোহিত ।
 অবিলম্বে ইন্দ্রের সভায় উপনীত ॥

বিধি বিষ্ণু অবধি বরুণ বিশ্বনাথ ।
 শক্র আদি সুরগণে সবে প্রণিপাত ॥
 শক্রধর নেটে নাচে স্ময়ন্ত স্তম্ভাল ।
 মধুর মৃদঙ্গ বাজে গুচঙ্গ রসাল ॥
 মদনে মোহিত লেট্টা ধর্মের মায়ায় ।
 তাল ভঙ্গ তার হল তিমির আভায় ॥
 স্বকর্ম সাধিতে শাপ প্রভু দিলা তারে ।
 জনম লভগে বাছা ভারত ভিতরে ॥
 শাপ শুনে শক্রধর সজল নয়ন ।
 বিনা অপরাধে শাপ দিলা নারায়ণ ॥
 তুমি হে ত্রিগুণনাথ ত্রিলোক তোমাতে ।
 সৃজন পালন ধ্বংস হয় তোমা হতে ॥
 তুষ্ট হল্যা নিরঞ্জন স্তুতি শুনে তার ।
 কহেন কিকিৎ কার্য করহ আমার ॥
 অমরা নগরে ঘর হরিচন্দ্র রাজা ।
 উগ্রতপ অনেক করিল মোর পূজা ॥
 বর দিয়া এসেছি বিয়োগভাবে পূর্ণ ।
 তুমি তার তনয় হইয়া জন্ম তূর্ণ ॥
 পূর্ণ হলে দ্বাদশ বৎসর দেবমানে ।
 রথে করে লয়ে যাব বৈকুণ্ঠ ভুবনে ॥
 এতেক শুনিঞা আরও পুন স্তুতি কৈল ।
 দেখিতে দেখিতে অঙ্গ তিরোধান হইল ॥
 প্রভু গেলা বৈকুণ্ঠে কোতুক হয়ে মনে ।
 নোতন মঙ্গল দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ॥২৯॥

হেথা রাজা রানী দৌহে নিজ দেশে আন্য ।
 পাত্রমিত্র প্রজাগণ বহু প্রীতি পাইল ॥
 স্ত্রণের নাহিক সীমা শোক গেল দূরে ।
 মঙ্গল বাজনা বাজে প্রতি ঘরে ঘরে ॥

ভূপতি ভবনে আইল ভাবে গদগদ ।
 ধ্যান করে ঐকান্তিক হইয়া ধর্মপদ ॥
 আঞ্জা দিল অবিলম্বে আরস্তিল রাজা ।
 ঘরে ঘরে অমরা নগরে ধর্মপূজা ॥
 সামুলা কহেন পরে শুন রঞ্জাবতী ।
 মদনা রাজার রানী হৈল ঋতুবতী ॥
 স্নানান্তক হয়ে রানী চতুর্থ দিবসে ।
 সুন্দর করিল বেশ সম্ভোগ লালসে ॥
 মদনা মদনভাবে হএ মুক্তকেশী ।
 কোতুকে কান্তের সনে বঞ্চিলেক নিশি ॥
 অনাত্তের আঞ্জায় আসিয়া সত্বর ।
 মদনার উদরে অন্য নিল শক্রধর ॥
 দুই এক মাস হতে গর্ত গেল জানা ।
 সখী সঙ্গে বসে রঞ্জে আনন্দে মদনা ॥
 হাস্ত পরিহাস করে হরষ অন্তরে ।
 পরস্পর দেখাদেখি করে পয়োধরে ॥
 এইরূপে তিন চার মাস হতে গত ।
 পাঁচমাসে পৃথীপতি দিলা পঞ্চামৃত ॥
 সুখের নাহিক সীমা সাত মাস গেল ।
 পুরলোক পরস্পর সকলে শুনিল ॥
 অমরা নগরে হলা আনন্দ উদয় ।
 ঘরে ঘরে নৃত্য গীত মহোৎসবময় ॥
 নয় মাসে নৃপতি লৌকিক ব্যবহারে ।
 সাধ দিল সুস্থ হেতু সুশস্ত বাসরে ॥
 সুখে সদা সমুদয় শেষ মাস গেল ।
 স্মৃতি মাস হতে স্মৃত প্রসব হইল ॥
 অরিষ্ট আশ্রয় আলো কৈল অন্ধচ্ছবি ।
 প্রায় যেন উদয় হৈল এসে রবি ॥
 তনয়ের তরুণচি তরুণী দেখিয়া ।
 ধ্যান করে ধর্মপদ ধরলো লোটায়া ॥

কাশ্যপী কায়জের কল্যাণ কারণ ।
 ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়া ধন কৈল বিতরণ ॥
 সাদরে স্মৃতিকাষষ্ঠী পূজ্যা ষষ্ঠ দিনে ।
 নয় দিনে করিল নৃত্য লইয়া বকুগণে ॥
 লয়ে পুরনারীগণ আনন্দ আবেশে ।
 অরণ্যাষটীকে পূজে একুশ দিবসে ॥
 ষষ্ঠ মাসে শশিশুভে স্মৃতিথিএ সাথ ।
 আত্মজে ওদন দিল অমরার নাথ ॥
 অনাদি আজ্ঞায় হরিচন্দ্র গুণধাম ।
 গ্রহবিপ্রে ডেকে থুল লুহিচন্দ্র নাম ॥
 পঞ্চম বৎসর প্রাপ্ত হতো শুচিপক্ষে ।
 বিষ্ণারম্ভ বালকের কৈল উক্ত ঋক্ষে ॥
 বিস্তারি কি কব কৈ সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ ।
 ষট্ শব্দে সুন্দর হইল সর্বশাস্ত্রবিৎ ॥
 তা দেখিয়া রাজারানী ছুহে নিরন্তর ।
 আনন্দমাগরে ভাসে ভাবে পরাংপর ॥
 এইরূপে প্রায় পূর্ণ দ্বাদশ বৎসর ।
 সামুলা কহেন রজা শুন তারপর ॥
 বিষম ধর্মের মায়া বুঝে কোন জন ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক গীত করিল রচন ॥৩০॥

উলুক অশন আশে ।
 এসে হরিচন্দ্র দেশে ॥
 দেখ্যা চূত পত্রফলে ।
 বসিলা তাহার ডালে ॥
 অনাচে অপিয়া তাকে ।
 ভক্ষণ করেন সুখে ॥
 লুইচন্দ্র শিশুসঙ্গে ।
 নগরে খেলিছে রঙ্গে ॥

গুলতাই কর্যা করে ।
 পক্ষী অন্বেষণ করে ॥
 দৈবযোগে হেনকালে ।
 এল সেই বৃক্ষতলে ॥
 পক্ষবরে হতো দৃষ্ট ।
 হল অতিশয় স্তম্ভ ॥
 কহে প্রভু হে অনাদি ।
 যেন এই পক্ষে বধি ॥
 তবে আমি আর কিবা ।
 করিব তোমার সেবা ॥
 এত বলে সেই পক্ষে ।
 বাটুল মারিল বক্ষে ॥
 বাজে বজ্র সমতুল্য ।
 মূর্ছাপন্ন প্রায় হোল ॥
 প্রসূতি জপ্যায় মর্মে ।
 উচ্চৈঃস্বরে স্মরে ধর্মে ॥
 সাহসে সম্মনে উড়ে ।
 প্রভু পদে গিয়া পড়ে ॥
 ব্যথায় ব্যথিত দেহ ।
 নেত্রযুগে বহে লোহ ॥
 করুণে কান্দিয়া কয় ।
 রাখ প্রভু প্রাণ যায় ॥
 ধর্ম শুনে এত বলে ।
 উলুকে করিলা কোলে ॥
 অঙ্গে অঙ্গ পরশিতে ।
 ঘুচিল বেদনা রীতে ॥
 শরীর যে দেখে স্থস্থ ।
 জিজ্ঞাসেন তব অন্ত ॥
 কহ না কি হেতু দুঃখ ।
 দেখি তোমার মান মুখ ॥

ব্যগ্র হলে এত কিসে ।
 তা শুনে উলুক ভাষে ॥
 অমরা নগরে ধাম ।
 রায় হরিচন্দ্র নাম ॥
 তাহার তনয় মোরে ।
 বাটুল নির্ধাত মারে ॥
 প্রায় পুণ্য ফলে প্রাণ ।
 লয়ে আনু ভগবান ॥
 উলুক এসে শুনে এত ।
 ধর্ম হৈলা হরষিত ॥
 স্মরণ হইল চিত্তে ।
 কহেন বিশেষ তবে ॥
 দ্বিজ শ্রীমানিক গায় ।
 সদা সখা বাকুড়ারায় ॥৩১॥

আমি সে বিভোল হএ রয়েছি পাস্বরে ।
 ভাল হল্য ভাগ্যে বাপু দিলে মনে করে ॥
 সেই হরিচন্দ্র রাজা অপুত্রক ছিল ।
 উগ্রতপে অনেক কাল আমাক পূজিল ॥
 রূপা না করিতে নির্মাইল চন্দ্রবান ।
 স্ত্রী পুরুষে দৌহে শেষে ত্যজেছিল প্রাণ ॥
 শুনিয়া হনুর মুখে সে সব অবাস্তর ।
 দয়া করে দৌহাকারে দিয়েছিলাম বর ॥
 মাননা করেছে পুত্রে বলি দিব বলে ।
 চলনা চপলে যাই আসি গিয়ে ছলে ॥
 আনন্দিত উলুক এতেক বাক্য শুনি ।
 পুন কন প্রভু আগে হয়ে পুটাঞ্জলি ॥
 বিষম তোমার মায়া বিধি অগোচর ।
 আমি কি বুঝিতে পারি ওহে পরাংপর ॥

প্রাণপণে পৃষ্ঠে করে এত কাল বই ।
 তথাপিহ তব দণ্ডে পার নাহি হই ॥
 তুষ্ট হইলা উলুকের বাক্যে বিশ্বপতি ।
 হরিচন্দ্রে ছলিতে চলিলা শীঘ্রগতি ॥
 উলুকারোহণ হয়ে অলক্ষ্যে গমন ।
 হরিচন্দ্র দেশে গিয়ে দিলা দরশন ॥
 গুপ্তভাবে উলুক রহিলা অন্তঃশরে ।
 প্রভু হৈলা উপনীত রাজপুরদ্বারে ॥
 ছুরন্ত রক্ষক ছেড়ে দেয় নাহি দ্বার ।
 হেলন করিতে নারে হুকুম রাজার ॥
 পদযুগে প্রণমিল হয়ে পুটকর ।
 জিজ্ঞাসিল জগন্নাথে যাবৎ অবান্তর ॥
 ধর্ম কন ধরাপালে সমাচার দেহ ।
 বল বল্লকার ব্রহ্মচারী এসেছেন তেঁহ ॥
 দূত গিয়া দণ্ডধরে দিল সমাচার ।
 শুনে পুলকে তহু পুরিল রাজার ॥
 গলায় বসন দিয়ে এসে ব্যস্ত হয়ে ।
 পড়িল পঙ্কজ পায়ে অবনী লোটায়ে ॥
 অনেক করিল স্তুতি অশেষ বিশেষে ।
 প্রভু বলে পুণ্যোদয় পাপাত্মার বাসে ॥
 পাছুকার প্রকাশ প্রাসাদে পুরে যথা ।
 অগ্রে করে অনাদিকে লয়ে গেল তথা ॥
 বিচিত্র আসন দিয়ে হয়ে গদগদ ।
 সুবাসিত মলিলে ফালন কৈল পদ ॥
 পাদোদক লয়ে আগে ভক্ষণ করিল ।
 মাথে দিয়ে বাহু তুলে নাচিতে লাগিল ॥
 প্রভু কন পুত্র পেয়ে পাশ্বরেছ পারা ।
 রাজা কয় সেকি হয় হেন নয় ধারা ॥
 তব নাম জপি সদা শয়নে স্বপনে ।
 বিকায়ে রয়েছি পায়ে পাশুরি কেমনে ॥

হরষিত হয়ে ধর্ম হরিচন্দ্রে কন ।
 এসেছি তোমার বাসে করাহ পারণ ॥
 কালি গেছে একাদশী উপবাসী আছি ।
 মনে করে অনেক আশায় আসিয়াছি ॥
 পূর্ণ করে ক্ষুধা তূর্ণ খেতে যদি পাই ।
 চতুর্বর্গ চায় যদি তাও দিয়ে যাই ॥
 ভূপ ভনে ভাগ্যের নাহিক সীমা আজি ।
 পাপ জন্ম পবিত্র হবেক আজি বুঝি ॥
 আজ্ঞা কর কি চাই প্রস্তুত করে আনি ।
 প্রভু কন শুন তবে সমুদয় বাণী ॥
 আতপ তগুল চাই ওদন কারণ ।
 শাক সব্জি কিছু ব্যঞ্জন সাধারণ ॥
 স্নাত দধি দুগ্ধ তাতে প্রীত নয় বাড়ি ।
 না হয় পারণা মোর মংস মাংস ছাড়া ॥
 এতেক ভারতী শুনে ভুবীধর ভাষে ।
 অভাব নাহিক কিছু তোমার আশিসে ॥
 যে কিছু কহিলে প্রভু সব দিতে পারি ।
 কি মাংস তোমার প্রীত বল তাই করি ॥
 দ্বিজ শ্রীমানিক গীত করিল রচনা ।
 কর ধর্ম পরিপূর্ণ নায়কবাসনা ॥৩২॥

ভূপতির ভাব বুঝে ভুলোকেশ কন ।
 অপর মাংসেতে কিছু নাহি প্রয়োজন ॥
 পুত্র হলে বলি দিব পূর্বে বলেছিলে ।
 পূর্ণ হয় পারণ তাহার মাংস পেলে ॥
 শুনিয়া রাজার চিন্তে চমৎকার হল্য ।
 যে আজ্ঞা বলিয়া উঠে অন্তঃপুরে এল্য ॥
 অশ্রু বহে ছনয়নে হইয়া বিকল ।
 আমূলক অবাস্তর কহিল সকল ॥

বিপরীত বেহার শুনিয়া স্বামী তুণ্ডে ।
 আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে মদনার মুণ্ডে ॥
 মূর্ছা হয়ে মহারানী পড়ে ভূমিতলে ।
 হায় হায় কি হল্য কি হল্য মনু বলে ॥
 লুহিচন্দ্রে নিলয়ে স্ফুকায়ে রাখি আমি ।
 কাটিয়ে আমার মাংস দেহ লয়ে তুমি ॥
 নচেৎ রাজত্ব দেহ বিপুল বৈভব ।
 নচেৎ বাছাকে লয়ে ভিক্ষে মেগে খাব ॥
 হৃদয় পেয়ে দশমাস গর্ভে দিলাম স্থান ।
 বাপের জীবন ধন আমার পরান ॥
 অনেক আশয় করে করেছি পালন ।
 দিব নাই বল গিয়া বিনয় বচন ॥
 রাজা কয় তুমি যে করেছ অঙ্গীকার ।
 বল দেখি বিধুমুখি উপায় কি তার ॥
 শোক ত্যজ বৃথা কেন শুন বলি মর্ম ।
 অঙ্গীকার কর্যা হয় না দিলে অধর্ম ॥
 রানী কয় মহারাজা যুক্তি এক শুন ।
 প্রচুর করিএ লও পুরট রতন ॥
 দিয়ে তার চরণে পড়িগে চল কেঁদে ।
 না ছাড়িব ধরিব ছু করে করে ছেদে ॥
 দেখ্যা ধন বিনয় বচন বহুতর ।
 কি জানি যতপি হয় কৃপালু অন্তর ॥
 তবে সে বাছাকে পাই নইলে শেষ ভাগে ।
 তোমায় আমায় প্রাণ তেয়াগিব আগে ॥
 প্রচুর প্রবাল মণি প্রবাল পুরট ।
 খাল উরে লয়ে আইল প্রভুর নিকট ॥
 দিয়ে তার পদযুগে পড়ে রাজারানী ।
 করপুটে কেঁদে কয় কাকুবাদ বাণী ॥
 রাখ প্রভু রাখ আমার দুঁহাকার প্রাণ ।
 দয়া করে দিয়ে যাও লুহিচন্দ্রে দান ॥

পারণার্থে উরনাদি অপরিমিত ।
 আজ্ঞা কর আনি আমি যাতে হও প্রীত ॥
 প্রভু কন লুহার পিশিত বিনা অন্ত ।
 কিছুতে নাহিক প্রীত প্রিয়তর জন্ত ॥
 এতেক শুনিয়া পুন রাজা রানী বলে ।
 বরং রাজত্ব লও লুএর বদলে ॥
 ধর্ম কন কি কাজ রাজত্ব ধনচয় ।
 ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ কিছু খেতে পেলো হয় ॥
 এসেছি আশয় করে যাব নাই ছেড়ে ।
 দিবে নাই দ্বারে থাকি উপবাসী পড়ে ॥
 ভাব বুঝে রাজারানী ভাবে হএ দুঃখী ।
 উঠে গেল অন্তঃপুরে উপায় না দেখি ॥
 অনেক রোদন করে নির্বাচিল এই ।
 পুনর্বীর হবে সব প্রভু যদি দেই ॥
 লুইচন্দ্র নগরে শিশুর সঙ্গে খেলে ।
 রাজা আন্য আগ্রাবিত লোচনের জলে ॥
 রঞ্জাবতী কয় দিদি ধন্য ধর্মরাজ ।
 অখিল ঈশ্বর হয়ে এ সকল কাজ ॥
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্মরাজ সখা ।
 দ্বিজ রূপে দয়া করে দিল যারে দেখা ॥৩৩॥

হায় হায় হায় রাম হায় কি না হব ।
 তুমি বনে গেলে আমি কেমনে থাকিব ॥
 লুইচন্দ্র বলে রাজা ডাকে উচ্চৈঃস্বরে ।
 খেলা ত্যজে ক্ষিপ্ত করে আইস বাপ ঘরে ॥
 জননী তোমার ডাকে খাও এসে কিছু ।
 উছর হয়েছে বেলা খেলা কর পাছু ॥
 তাতের রুদিত বাক্যে ভাবে বুঝে ভায় ।
 আনন্দিত লুইচন্দ্র নাচে এক পায় ॥

পুলকে পূর্ণিত তহু প্রেমধারা বয় ।
 সবিনয়ে শিশুদিগে সন্দোধিয়ে কয় ॥
 ফুরাল আমার খেলা হইল প্রসক ।
 ঐ দেখ উচ্চৈঃস্বরে ডাকেন জনক ॥
 আজিকার মত আমি ভাই যাইব গৃহেতে ।
 প্রভু যদি করে কাল আসিব প্রভাতে ॥
 নচেৎ বিদায় ভাই হই এ জনমে ।
 না পাস্বর সখাগণ রেখ বেনে মনে ॥
 তারা কয় হেরে লুয়া এত দুষ্ট বাক্যে ।
 কেন অকস্মাৎ আমাদের শেল মারিস বক্ষে ॥
 লুইচন্দ্র কন শুন প্রাণসখাবৃন্দ ।
 কি জানি যতপি থাকে ধাতার নির্বন্ধ ॥
 পুন ডাকে হরিচন্দ্র আস বাপধন ।
 চাঁদ মুখে চুষ খাই জুড়াক জীবন ॥
 প্রিয়তর পিতার বচন শুনে লুয়ে ।
 শিশুসহ তদন্তিকে তূর্ণ আইল ধেয়ে ॥
 ব্যস্ত হয়ে ভূপতি বালকে করে বুকে ।
 লক্ষ লক্ষ চুষন করিল চাঁদ মুখে ॥
 লুয়া কয় হে পিতা অন্ত দিন হতো ।
 আজ কেন অধিক হয়েছে স্নেহ চিতে ॥
 অকস্মাৎ এত কেন বিকল হইলা ।
 রাজা কন অনেকক্ষণ দেখি নাই বল্যে ॥
 কোলে করে কয় যে কাশুপীনাথ দ্রুত ।
 সদনে আইল স্বাস্থ্যে হয়ে শোকযুত ॥
 লুইচন্দ্রে রেখে ঘরে কান্দিতে কান্দিতে ।
 পুন আইল্য পৃথ্বীপতি প্রভুর সাক্ষাতে ॥
 প্রভু কন পারণার কাল বয়ে গেল ।
 প্রস্তুত কর না কেন অপরাহ্ন হল ॥
 এতক্ষণ সাপরাহ্ন বলে ধরাধর ।
 কে কাটিবে লুইচন্দ্রে আজ্ঞা দেখি কর ॥

প্রভু কন মদনা বহুক কোলে করে ।
 তুমি তাকে অকাতরে কাট কাতি ধরে ॥
 নির্ধাতন পিতা শুষ্ঠা নৃপতি পুদব ।
 ব্যগ্র হয়ে বনিতারৈ বলিলেন সব ॥
 কান্তবাক্যে কমলনয়নী কেন্দে কেন্দে ।
 লুহিচন্দ্রে লয়া বসে ছনয়ন মুদে ॥
 কান্দিতে কান্দিতে রাজা কাতি ধরে হাতে ।
 পূর্বাস্ত হইয়া বসে পুত্রেরে কাটিতে ॥
 অশ্রু সশ্রু নাই শুষ্ঠা শোক পেয়ে ।
 নগরের লোক যত সবে এল বেয়ে ॥
 কেহ বলে হায় হায় কেহ বলে মরি ।
 কোথা হইতে আইল হেন দুষ্ট ব্রহ্মচারী ॥
 খেলিবার সাথে তারা হইয়া বিকল ।
 গলাগলি করে কাদে লোটায় ভূতল ॥
 লয়ে কাতি লঘু নৃপ গলে যায় দিতে ।
 ব্যস্ত হইয়া মদনা ধরিল তার হাতে ॥
 রও নাথ বাছাকে বদন ভরে দেখি ।
 বড় অভাগিনী আমি প্রায় জন্মদুখী ॥
 এত বলে ভাসে রামা নয়ন কবন্ধে ।
 বিকল হইয়া বহু বলে লুহিচন্দ্রে ॥
 অনাথিনী করে মোরে কোথা যাবে বাপু ।
 আর না দেখিব মুখ তুমি শ্রেয় রিপু ॥
 এ জন্মের মত সাধ ঘুচিল আমার ।
 মা বলিয়ে চাঁদ মুখে ডাক একবার ॥
 অনেক করিয়ে ক্রেশ প্রাণ ত্যজে বাণে ।
 পেয়েছিছ অভাগিনী তোমা হেন ধনে ॥
 বার বৎসরের কৈছ কার তরে অভাগী ।
 পুনর্বীর পরান ত্যজিব তোমা লাগি ॥
 রাজা কন আর কেন ওসব কথা কহ ।
 মোহ ত্যজ কৃষ্ণ যা করুন কাট দেহ ॥

এত বলি প্রেয়সীকে প্রবোধভারতী ।
 নিদয়েতে লুহিচন্দ্রে কাটে নরপতি ॥
 মস্তক কাটিয়ে কাটে কর পদ আর ।
 তা দেখে যতেক লোক করে হাহাকার ॥
 ঐমনি আছাড় খেয়ে পড়িল মদনা ।
 ব্যস্ত হয়ে তুলে তাকে যতেক অঙ্গনা ॥
 কাতরা হইয়া কেহ জল দেয় মুখে ।
 করাঘাত মারে কেহ আপনার বুকে ॥
 কেহবা নিচোলাচলে করয়ে বাতাস ।
 কেহ কান্দে উদ্ধর মুখে না সত্বরে বাস ॥
 চेतন পাইয়া রানী ক্ষণেক ব্যতীতে ।
 লইয়া লুয়ার মুণ্ড লুকাই নিভতে ॥ অত্র ভনিতা ॥৩৪॥

পিণ্ডিত প্রস্তুত করে অমরার কর্তা ।
 পাক হেতু প্রভু আগে পুছে গিয়া বার্তা ॥
 প্রস্তুত করিয়া আনু পাক আয়োজন ।
 শুভ কর শীঘ্র হয়ে রন্ধন ভোজন ॥
 ধর্ম কন ধর্মশীলা তোমার বনিতা ।
 শুনি নাকি স্থপাচিকা সদাচারপূতা ॥
 পাক হেতু প্রেষিত করগে তাকে তুমি ।
 আগস নাহিক অহুমতি করি আমি ॥
 শুনে রাজা সত্বরে কহিল মদনাকে ।
 প্রেয়সী প্রভুর আজ্ঞা হইল তোমাকে ॥
 স্নান করে চপলে চড়ায়ে দেহ পাক ।
 অহ হলা অতীত অতিথি অগ্রবাক ॥
 পতিবাক্যে পদ্মিনী করিতে গেলা স্নান ।
 পুত্রশোক প্রসূতি যে স্থির নহে প্রাণ ॥
 স্নান করে কূলে উঠে চৌদিগ নিহালি ।
 উচ্চৈঃস্বরে ডাকে ঘন লুহিচন্দ্র বলি ॥

কোথা গেলে বাপধন আইস ডাকে মায় ।
 না দেখে তোমাকে মোর ছাতি ফেটে যায় ॥
 এতক্ষণ মা বলে ডাকিতে কতবার ।
 স্মরিতে বিদকে বুক সব অন্ধকার ॥
 অন্তরে বালক দেখে হইয়া বিভোলে ।
 বাহু ধরে লুহিচন্দ্র বলে করে কোলে ॥
 তা দেখিয়া সধনি মাধিনি ছই দাসী ।
 লয়ে গেল নিকেতনে প্রবোধিয়ে আসি ॥
 পাকশালে প্রবেশ করিল পাক জন্ত ।
 দাসী লয়া আয়োজন যোগাইল তূর্ণ ॥
 পুত্র লেগে পুড়ে প্রাণ আন নাই মনে ।
 শোকাবুলি হয়ে রামা বসিল রন্ধনে ॥
 প্রথমে রাধিল শাক স্নক্ত তারপর ।
 স্থপে দিয়া শুষ্ক পত্র সম্বরে সম্বর ॥
 ভাঙাকি সহিত ভেজে কটু কটিলুক (?) ।
 সিদ্ধ করে স্মরন ভাজিল দিয়া ডক (?) ॥
 কাষ্টীবল পানিফল অন্ন আর কত ।
 পৃথক পৃথক ভেজে করিল প্রস্তুত ॥
 রোহিত মংস্যের জুস যতনে রান্ধিয়া ।
 রান্ধিল লুয়ার মাংস যতন করিয়া ॥
 পাক হল সমাপন সমাচার ভূপে ।
 দাসী গিয়ে দ্রুত কয় দিকর আরোপে ॥
 কুনাথকিঙ্করী বলে কহে গিয়া তূর্ণ ।
 পারণ করমে প্রভু পাক হল পূর্ণ ॥
 ব্রহ্মচারী বলেন ব্যঞ্জন কি কি বল ।
 রাজ্ঞা কয় অদ্বল বিনে হয়েছে সকল ॥
 ধর্ম কন ধরাপাল ধার্য বলি শুন ।
 পিশিতের অদ্বল বিনে না করি পারণ ॥
 এতেক বচন শুনে করে যোড়হাত ।
 পিশিত হয়েছে পাক বলে বহুনাথ ॥

কাতরা কান্তের বোলে কাটা মুণ্ড করে কোলে
মদনাবতী করয়ে জন্মন ।
এ ঘর বসতি মোর দিনে হল অন্ধকার
কোথাকারে গেলে বাছাধন ॥

প্রাণ ত্যজে তীক্ষ্ণ বাণে পেয়েছিহু তোমা ধনে
আর রেশ করে বহ্তর ।
বড় সাধ ছিল ষাড়ু বিভা দিব হবে বধূ
করিব আনন্দে লয়ে ঘর ॥

সে সাধ সকলি গেল অবশেষে এই হল
মুখবিধু না পালাম দেখিতে ।
আশয়ে অক্রম হঞ তোমার মন্তক লয়ে
রেখেছিলাম তাই হল দিতে ॥

ইথে কি পরান বাঁচে কব দুখ কার কাছে
 কেহ মোর নাহিক ব্যথিত ।
 তোমা ধন দিয়ে দান রাখে অভাগিনীর প্রাণ
 কিনে লয় এ জনমের মত ॥
 কি করিব কোথা যাব কোথা গেলে তোমা পাব
 তুমি মোর নয়নের তারা ।
 হেসে হেসে এস্য ঘরে মা বলিয়ে ডাক মোরে
 ডাকি তোমা হইয়া কাতরা ॥
 গর্ভে ধরে দশ মাসে পালন করেছি ক্রেশে
 পালন করিবে দশ দিন ।
 সে আশা নৈরাশ হল্য বিধি বড় বিড়ম্বিল
 ভাবিতে গুণিতে তনু ক্ষীণ ॥
 কাল রাত্রে তোমা লয়ে শয়নমন্দিরে শুয়ে
 মনে কৈনু হইল প্রভাতে ।
 দিব ঢাকা ছত্র দণ্ড অমরা রাজত্ব খণ্ড
 বড় শেল না পেলাম দিতে ॥
 তনয় না হয়েছিল তাতে বরং ছিল ভাল
 হয়ে শোক বাড়িল দ্বিগুণ ।
 পাস্থরি কেমনে ইহা না পূরিল মন স্নেহা
 রহিল খেদ অন্তরে দারুণ ॥
 তোমার তাতের বাণী না শুনিয়া অভাগিনী
 বিষরাশি খেলেম হাতে তুলে ।
 আগে না বুঝিয়া বাপু মা হয়ে হইলাম রিপু
 মানিয়ে এলাম বলি দিব বলে ॥
 কাস্তার করুণা শুনি কহিয়ে প্রবোধবাণী
 প্রবোধ করিল হরিচন্দ্র ।
 কৈবল্য করিয়া মনে দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে
 ভাবিয়া অনাদি পদদ্বন্দ্ব ॥৩৬॥

শুনিয়া স্বামীর বাক্য সম্বর ক্রন্দন ।
 অশ্রু লুয়ার মুণ্ড করিল রন্ধন ॥
 পুন গিয়া পৃথ্বীপতি প্রভুকে কহিল ।
 যে কহিলে তুমি তাহা প্রস্তুত হইল ॥
 বসুনাথ বচনে বিবুধনাথ কন ।
 কর গিয়ে চতুর্ভাগ ওদন ব্যঞ্জন ॥
 নৃপ কয় নতি হই নিজ যে (?) পদে ।
 ভোক্তা নাই চতুর্ভাগ ভুক্তিবেক কে ॥
 ধর্ম কন ভাগ দুই তোমার আমার ।
 দ্বিভাগ রহিল তার এক মদনার ॥
 আর যে রহিল ভাগ অবশিষ্ট এক ।
 শীঘ্র করে নগরের শিশু এক ডাক ॥
 আগে তাকে সর্ব অগ্রে করাএ অশন ।
 পশ্চাৎ পুন সে আমি করিব ভক্ষণ ॥
 এত শুনি নৃপতির নেত্রে অশ্রু বয় ।
 করপুটে কাতর হইয়া কিছু কয় ॥
 চরণে বচনচয় করি নিবেদন ।
 কি করে পুত্রের মাংস করিব ভক্ষণ ॥
 না পারিব অপরাধ ক্ষমহ আপনি ।
 সহরের শিশুকে বরং ডেকে আনি ॥
 ইহা যদি না কর অনাদি কন হাসি ।
 না করিব পারণা থাকিব উপবাসী ॥
 ভাষা শুনে ভয়েতে ভাবিত হয়ে ভূপ ।
 বনিতাকে বলে গিয়ে বচন স্বরূপ ॥
 শুনে তায় মদনা মহিষী মহানসে ।
 কান্দিয়ে করুণা করে কাস্ত প্রতি ভাষে ॥
 কি করিলে প্রাণনাথ কেন আলা বলে ।
 কি করে পুত্রের মাংস খাব হাতে তুলে ॥
 ভূপ ভাষে ভয় পেয়ে ভাষা শুনে তার ।
 কিছু না কহিএ আলুম অস্তিকে তোমার ॥

কি করিব বিধুমুখি বিষম হইল ।
 হরিচন্দ্র নাম মোর এত দিনে গেল ॥
 পতিব্রতা পতিবাক্য বুঝে সমুদয় ।
 কান্দিতে কান্দিতে কৈল ভাগ চতুষ্টয় ॥
 দেখে দ্রুত দণ্ডধর দুঃখিত অন্তরে ।
 শিশু অবেষণে আইল সহর ভিতরে ॥
 হেনকালে অনাদি আনন্দ মায়া করে ।
 শিশুগণে নিভূতে রাখিল সন্মরে ॥
 খুঁজে না পাইয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে ক্ষিতিধর ।
 পুন আইল পুটপানি প্রভু বরাবর ॥
 দীন হীন দ্বিজ শ্রীমানিক রস গায় ।
 সত্য রূপে সখা যার সদা বাকুড়ারায় ॥৩৭॥

রাজা কয় প্রভু শুন	সমুচিত নিবেদন
বলি তুয়া চরণপুঙ্করে ।	
আজ্ঞা পেয়ে প্রত্যাগার	খুজিলাম সবাংকার
শিশুমাত্র না পেলাম সহরে ॥	
কি করি এখন বল	পারণ করিলে ভাল
অহাস অতিথি হলা প্রায় ।	
যাহা হয় তোমার স্পৃহা	বেরিতে করহ তাহা
রাখ মোর পূর্ব ধর্ম যায় ॥	
শুনে এত স্ববচন	স্মিত মুখ নিরঞ্জন
ছদ্মতা করিয়া ভূপে কয় ।	
আমার বচন শুন	সহরে যাইয়া পুন
ডেকে আন আপন নন্দন ॥	
শুনিয়া এতেক বাণী	হরিচন্দ্র নৃপমণি
চমকিত চৌদিক নিহালে ।	
দুঃখনে বহে নীর	ক্ষিতি অবনত শির
পড়িল প্রভুর পদতলে ॥	

বিকল হইয়া চিত্ত কহে অগ্রমতা তব
 নন্দন আমার আর কোথা ।
 তুমি দিলে অহুমতি লয়ে খরশান কাতি
 নির্দয় কেটেছি তার মাথা ॥
 পারণের হেতু বার পিশিত সমস্ত তার
 আজ্ঞা দিলে করিতে রন্ধন ।
 এখন আপনি তারে কহ মোরে ডাকিবারে
 শুনে চিত্তে হলো অস্থগ্নন ॥
 ধর্ম কন ধরানাথ দেখগে তোমার স্তত
 সহরে শিশুর সঙ্গে খেলে ।
 এক্ষণে আমার বাক্য মনে কর অতি সত্য
 পশ্চাৎ বুঝিবে সত্য পালে ॥
 এতেক বচন ভূপ শুনে হয় সহরূপ
 ধেয়ে এল সহর সহরে ।
 ঐমনি রুদিত মুখে লুহিচন্দ্র বলে ডাকে
 বিকল হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ॥
 শুনিয়া তাতেব বাক্যে লুহিচন্দ্র বলে সখে
 ত্যজে খেলা স্বরিত হইয়া ।
 আনন্দে পূর্ণিত কায় নেচে নেচে এক পায়
 জনক নিকটে আইল্য ধেয়ে ॥
 পুত্র দেখে পৃথ্বীধর পসারে যুগল কর
 বাছা আইন্ত বলে কৈল কোলে ।
 আনন্দে বিভোল হয়ে নাচে করতালি দিয়ে
 প্রাবিত অঙ্গ নয়নের জলে ॥
 পুত্রের হেরিয়া মুখ পাসরিল সব দুখ
 পরান পাইল হেন প্রায় ।
 দ্রুত এলো নিকেতনে দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে
 সদা যার সখা বাকুড়ারায় ॥৩৮॥

মদনা কান্দিছে পুন বসে পাকশালে ।
 লুইচন্দ্র মা বলে ডাকেন হেনকালে ॥
 পদ্মিনী পুত্রের বাণী শুনে অকস্মাৎ ।
 উগি দিয়ে চেয়ে দেখে দ্বারে দিয়ে হাত ॥
 দেখিয়ে স্বামীর কোলে স্তূত সীমস্তিনী ।
 ব্যস্ত হয়ে এল ধেয়ে ব্যাকুল ঐমনি ॥
 পুলকে পূর্ণিত কায় পরম আনন্দ ।
 হরষিত লুইচন্দ্র হাসে মন্দ মন্দ ॥
 জনকের কোলে হতে জননীকে দেখে ।
 বাপ দিয়ে পড়ে কোলে মা বলিয়া ডেকে ॥
 বৈষ্ণাগধি বির্ততসে (?) বালকে করে কোলে ।
 চুষ খায় লক্ষ লক্ষ চাঁদ বদন মণ্ডলে ॥
 না সম্বরে অম্বর আনন্দনীরে ভাসে ।
 পরান পাইল হেন যেন মনে বাসে ॥
 পুত্রে পেয়ে পাসরিল প্রতীতি সব ।
 ছয়ারে হৃন্দুভি বাজে মহামহোৎসব ॥
 হেনকালে ধর্মরাজ হয় তিরোধান ।
 কায়জে আরোহে কৈলা কৈলাসে পয়ান ॥
 পৃথ্বীপতি পারণ কারণে স্থান করি ।
 দেখে গিয়ে প্রাসাদে নাহিক ব্রহ্মচারী ॥
 ব্যাকুল হইল বড় চায় চারিপানে ।
 দ্রুত গিয়ে দ্বারে যেয়ে কয় দ্বারিগণে ॥
 দেখেছিলে ব্রহ্মচারী গেল কোন বাটে ।
 দেখি নাই দ্বারিগণ কয় করপুটে ॥
 অনেক করে খুঁজিলেন উদ্দেশ না পেয়ে ।
 ভবনে আইল ভূপ ভাবিত হইয়ে ॥
 বনিতাকে বলে বহু ব্যথা পেয়ে মর্মে ।
 চর্ম চক্ষে চিনিতে নারিলাম প্রভু ধর্মে ॥
 পারণের নাম করে প্রভু এসেছিলে ।
 ছদ্ম দিয়া ছপরে ছলনা করে গেলে ॥

সাবধান হয়ে শুন যে কহি তোমায়ে ।
 সদা চিত্ত রাখ তার চরণপুঙ্করে ॥
 শুনিয়া স্বামীর মুখে এতেক ভারতী ।
 মোহ পেয়ে মুগ্ধ হয়ে কয় মদনাবতী ॥
 বিষম তাহার মায়া বৃদ্ধিতে না পেরে ।
 অধর্ম হয়েছে কিছু অমাননা করে ॥
 দ্বিজগণে ডেকে এনে বিলক্ষণ মতে ।
 উপচার অশন করাও তার প্রীতে ॥
 কাঞ্চন মুকুতা আর চুনী মণিচয় ।
 দেহ দেহু দুকূল অধর্ম হক ক্ষয় ॥
 অবশ্য হবেন তুষ্ট ব্রাহ্মণের তুষ্টে ।
 লুহিচন্দ্রে রাখিবেন রূপাযুত দৃষ্টে ॥
 ভার্যার ভাষণ শুনে ভূদেব সকলে ।
 নিমন্ত্রিয়ে নৃপতি আনিলা কুতূহলে ॥
 ভক্তিভাবে তাঁ সবাকৈ করায়ৈ ভক্ষণ ।
 দিলেন প্রভুর প্রীতে প্রভূত রতন ॥
 স্থখী হয়ে গেলা সবে যার যে সদনে ।
 নোতন মঙ্গল দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ॥৩২॥

সহরের লোক সব শুনে সমাচার ।
 ধৈর্য নাহি শুনে ধৈর্যে আইল পুনর্ব্বার ॥
 লুহিচন্দ্রে নিরখিয়ে হইয়ে বিস্ময় ।
 সঙ্গত হইয়া সবে পরস্পর কয় ॥
 কেহ বলে ভূপের ভাগ্যের সীমা নাই ।
 দয়া করে পুত্রে পুন দিলেন গৌসাই ॥
 কেহ বলে কাতি ধরে কেটে যাকে দিলে ।
 পূর্ব পুণ্য ফলে তাকে পুনর্ব্বার পাইলে ॥
 এত হয়ে স্থখী বলে গেলা সবে বাসে ।
 এখানে মদনা কিছু লুহিচন্দ্রে ভাষে ॥

নিষ্ঠুর তোমার বাপ ব্রহ্মচারী বাক্যে ।
 পারণ কারণ কেটে দিলেন তোমাকে ॥
 আমন্থ্য অন্তরে অভাগী কেঁদে মরি ।
 না দেখে তোমার চাঁদ বদন মাধুরী ॥
 লুহিচন্দ্র কয় মাগো নিবেদি চরণে ।
 না জেনে জনকে মোর দোষ দিলে কেনে ॥
 যখন রোদন কর রন্ধনের শালে ।
 তখন বসিয়া আমি ব্রহ্মচারী কোলে ॥
 কখন আমাকে পিতা কেটেছিল কণ্ড ।
 মিথ্যা বল সাধবের কণ্ঠা তুমি নও ॥
 তনয়ের তুণ্ডে শুনে তরুণী অদ্ভুত ।
 লোমাঞ্চ হইল গায়ে চমকিত চিত ॥
 শর্মী হয়ে সমুভূতি কর পুন কয় ।
 এত ডাকি অভাগী উত্তর দিতে হয় ॥
 লুহিচন্দ্র কয় পুন শুন বলি তাই ।
 ব্যগ্র হয়ে যখন উত্তর দিতে চাই ॥
 ব্রহ্মচারী মুনি সে বলে চূপ করে থাক ।
 ডাকুক জননী তোর না শুনিস ডাক ॥
 দেখিতে পাইবে বলে দুষ্ট ব্রহ্মচারী ।
 অন্তরে রাখিল মোরে অপিধান করি ॥
 রহিলাম চিন্তে হয়ে অত্যন্ত রভস ।
 দুইক্ষণে দেখিলাম ভুবন চতুর্দশ ॥
 আর এক আশ্চর্য প্রভাতে এক পক্ষে ।
 নির্ঘাত বাটুল তার মেরেছিহু বক্ষে ॥
 তখন পলায়ে গেল প্রাণ নিয়ে কতি ।
 জপিয়ে ধর্মের নাম কিছু পেয়ে ক্ষতি ॥
 এখন দেখিহু তাকে তদন্তিকে বসে ।
 বলে তুই কি ধর্মের দাস মোরে কয় হেসে ॥
 মেরেছিলে বাটুল জীবন যেত যদি ।
 সুন্দর সাজাই তবে দিতেন অনাদি ॥

ভাল চাম এখন আমার বাক্য ধর ।
 পদ্যদলে প্রভুর পাছুকা পূজা কর ॥
 এতেক মদনা শুনে আশ্রয়ের মুখে ।
 ধরণী লোটয়ে ধন্য মানে আপনাকে ॥
 স্নাতকে শিখায়ে দেয় স্বঃশ্রেয়স বাণী ।
 পক্ষ যে বলেছে বাপু তাই করা তুমি ॥
 প্রত্যহ প্রভাতে উঠ্য পদ্য কর্যা চয় ।
 শুদ্ধ চিত্তে সেবাবে প্রভুর পদদ্বয় ॥
 সামুলা কহেন রঞ্জা শুনিলে সকলি ।
 সাবধান হয়ে শুন বিধি কিছু বলি ॥
 ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করে ত্যজিয়া সকলে ।
 জাত বিয়োজ জায়া যেয়ে চাঁপায়ের কুলে ॥
 সঙ্গে লবে সজ্জান ভকতা বার ব্যক্তি ।
 পূজাবিধি যজনেতে যা সবার ভক্তি ॥
 স্বচ্ছশীলা প্রবীণা সধবা সীমন্তিনী ।
 বেছ্যা লবে মনমত ছাদশ আমিনী ॥
 কর্মকার নাপিত কুলাল মালাকর ।
 কপিলা বাইতি বৃষ পুরোহিত আর ॥
 উড়ির তণ্ডুল ঘৃত মধু চিনি খণ্ড ।
 দধি ছন্ধ ধূপ দীপ ধূনাচুর দণ্ড ॥
 নারিকেল রস্তা গুয়া হরীতকী আর ।
 যতনে গাঁথিয়া লবে চম্পকের হার ॥
 পুষ্প লবে প্রচুর করিয়া জবা আদি ।
 আদিত্যের অর্চনায় অর্ঘ্য দান বিধি ॥
 কহিলাম যে কিছু পূজার কালে চাই ।
 স্বস্থানে বিদায় হয়ে সাম্প্রতিক যাই ॥
 রঞ্জা কন দিদি যদি উপদেশ দিলে ।
 শুভ হয় সকল আপনি সঙ্গে গেলে ॥
 সামুলা কহেন আমি যাব কি লাগিয়া ।
 যাও তুমি চিন্তা কি বিশেষ দিহু কর্যা ॥

এত বলি সামুলা সুন্দরী গেলা বাসে ।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্মপদআশে ॥
হরি বলে সাম্প্রতিক সবে যাও ঘর ।
রাত্রে আসি শুন আজি রঞ্জার শালে ভর ॥৪০॥

ইতি হরিচন্দ্রের পালা সমাপ্ত ॥

[দ্বিতীয় পালা সমাপ্ত]

[তৃতীয় পালা]

রঞ্জার শালে ভর

শুনিয়া সামুলাবাক্য স্থখী হয়ে রঞ্জা ।
 কৈল চিন্তে সর্বথা করিব ধর্মপূজা ॥
 সামুত্তা দাসীকে ডেকে কয় বিবরণ ।
 প্রস্তুত করিল যেয়ে পূজার আয়োজন ॥
 পূজিতে প্রভুর পদ যাব সেই স্থানে ।
 কি কহেন আগে দেখি কহি গিয়া সেনে ॥
 অবলার পতি গতি পুরাণে বিদিত ।
 এত বলে সেনের সাক্ষাতে উপনীত ॥
 তুমি দিলে অহুমতি চাপায়েতে যাই ।
 পূজিলে প্রভুর পদ পুত্রবর পাই ॥
 ফিরে মুখ দেখাইব আসিব ময়না ।
 নতুবা এড়িয়া যাই ভেয়ের গঞ্জন ॥
 আসি গিয়া অভাগিনী কর আশীর্বাদ ।
 প্রাণনাথ পূর্ণ যেন হয় মোর সাধ ॥
 রাজা দিল অহুমতি রঞ্জা প্রণিপাত ।
 যথাকালে যাত্রা কৈল লয়ে ধর্মজাত ॥
 উচ্চৈঃস্বরে হরিশ্রবণি করে সর্বজনা ।
 ঢাক ঢোল আদি করি বাজায় বাজনা ॥
 সরণিয়ে স্তম্ভল দেখে সর্বজনে ।
 ঘন ঘন স্মরণ করয়ে নিরঞ্জনে ॥
 নায়ে ভরে দিলেক নাবিক লঘুগতি ।
 কালিনী বাহিয়া চলে কুতূহল মতি ॥
 অনিল নিশানে নৌকা ছুটে ঐরাবত ।
 দিশারু মালুম কাটে দিশা করে পথ ॥
 রাক্ষা রাঘবদহ রেখে কতদূর ।
 পার হয়ে উদ্দীপন প্রায় দেবাস্বর ॥

দেবাসুরে দেউলে দেখিল দশভুজা ।
 যোগিনী ডাকিনী যার যোগে করে পূজা ॥
 দানধন তপোবন দক্ষিণে রহিল ।
 তথায় কপিল মুনি তপস্যা করিল ॥
 কুশদ্বীপে দেখিল নৃসিংহ অবতার ।
 হিরণ্যকশিপু ঘোর অসুর সংহার ॥
 তোয়ের তরঙ্গে তরি তারা যেন ছুটে ।
 চক্ষুর নিমিষে গেল চাঁপায়ের ঘাটে ॥
 কিবা সে কানন শোভা আকীর্ণ কুসুমে ।
 মধু আশে মধুকর মত্ত হয়ে ভ্রমে ॥
 ময়ূর ময়ূরী নৃত্য করে মহানন্দে ।
 অপূর্ব আরব করে আর পক্ষবৃন্দে ॥
 কোকিল কোকিলী বসে কদম্বের ডালে ।
 কুহরবে সদাঙ্গণ করে তার বোলে ॥
 কামার কানন কেটে কৈল্য দিব্যস্থান ।
 যাবৎ ভকতি কৈল জগতী নির্মাণ ॥
 চাঁপায়ের চারিঘাট চামীকরে বাধা ।
 লোহিত বরণ জল সমতুল সুধা ॥
 পূজাদ্রব্য যে কিছু প্রস্তুত করে তবে ।
 সচেল করিল স্নান জয়যাত্রী সবে ॥
 অগ্নিয়া শূন্য মূর্তি বসিল সেবায় ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা বাঁকুড়ারায় ॥৪১॥

বিধিশীল বৈদগ্ধী বেণু রায় পুত্রী ।
 বরণ করিয়া দিল ভক্তগলে উত্রী ॥
 স্থাপন করিয়া তবে জগতীয়ে ধর্মে ।
 নিযুক্ত হইল সবে যার যেরা কর্মে ॥
 স্তূত আশে রঞ্জাবতী অতি শুদ্ধ ভাবে ।
 প্রথমে পঞ্চোপচারে পূজে পঞ্চ দেবে ॥

অষ্টসিদ্ধি নবগ্রহ দশদিকপাল ।
 মহেশ মহিষী মায়া পূজে মহাকাল ॥
 চন্দনে চর্চিত করে চম্পকের হার ।
 কায়মনে পূজে রঞ্জা দেব করত্মার ॥
 পূর্ণ করে স্বর্ণপাত্রে উড়ির তণ্ডলে ।
 ঘৃত মধু আদি করে সংযোগ রসালে ॥
 অর্চিয়া অনাগু মূলে করিল অর্পণ ।
 কর্পূর তাম্বুল দিয়ে দিল আচমন ॥
 মূল মন্ত্র জপ করে শত অষ্টোত্তর ।
 ধুনা পুড়ে আমিনী ধর্মের বরাবর ॥
 এইরূপে অনেক কাল করিল অর্চন ।
 প্রসাদ না হইলা তবে প্রভু নিরঞ্জন ॥
 ভাবিত হইয়া রামা ভাসে অশ্রুস্রবীণে ।
 জ্যোৎস্না নির্মাণ করাইল তার পরে ॥
 যাত্রীসহ জ্যোৎস্না প্রদক্ষিণ করি ।
 প্রবেশ করিল রঞ্জা প্রভু পদ স্মরি ॥
 পূর্বমুখে পদ্মিনী বসিল পুটকরে ।
 দিবাকরে অগ্নি জ্বলে দিল জ্যোৎস্না ॥
 একে সে জ্যোৎস্নার ঘর তায়ে দিল ঘৃত ।
 উঠিল দারুণ অগ্নি অশ্রু ব্যাপিত ॥
 তার মধ্যে রঞ্জাবতী মুদ্রিত নয়ন ।
 স্মরণ করয়ে চিত্তে ব্রহ্ম সনাতন ॥
 হৃদয়ে সহস্রদল কমলের মাঝে ।
 বিরাজিত উলুক বাহনে ধর্মরাজে ॥
 পুটপাণি প্রণমিয়া পুত্রবর মাগে ।
 অগ্নি জ্বলে ছর ছর করিয়া চতুর্দিকে ॥
 বিষম ধর্মের মায়া বুঝা নাই যায় ।
 না করে পরশ অগ্নি রঞ্জাবতীর গায় ॥
 জ্যোৎস্না পুড়িয়া ভস্ম হইল যখন ।
 বেলাইল রঞ্জাবতী দেখে সর্বজন ॥

দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে

কৈবল্য করিয়া মনে

ভাবিয়া ত্রিদশনাথ নাথ ॥৪৩॥

তনয় লাগিয়া বৃষ্ণা তেয়াগিল তনু ।
 তা দেখিয়া ভাবিত ভবনে গেলা ভানু ॥
 বৈকুণ্ঠে বসিয়াছিল বিশ্বলোকনাথ ।
 অহুস্ময়ে আসন টলিল আকস্মাৎ ॥
 হনুমানের কন ডেকে হরষ বচন ।
 না সহে উলুক ভার কিসের কারণ ॥
 এত শুনে হনু কয় চরণে ধরিয়া ।
 বৃষ্ণা মল্য চাঁপায়েতে শালে ভর দিয়া ॥
 শুন হে সচ্চিদানন্দ স্বরাস্বররাজা ।
 পাঠায়েছ প্রভু তাকে প্রকাশিতে পূজা ।
 দয়া কর্যা দয়াময় দেহ প্রাণদান ॥
 চপলে চাঁপায়ে চল কিবা আর দেখ ।
 বিপুল ব্রহ্মার সৃষ্টি নষ্ট হয় রাখ ॥
 বৃষ্ণার মরণবার্তা শুনে বিশ্বময় ।
 অধোমুখে ভাবিত হলেন অতিশয় ॥
 চিত্তমধ্যে চিস্তিলেন চাঁপায়ে যাইব ।
 কিন্তু যত যাত্রিগণে দেখা নাই দিব ॥
 ভেবে এত ইন্দ্রে কন ভবিক ভারতী ।
 দেহ বায়ু মেঘগণ আমার সংগতি ॥
 যে আজ্ঞা বলিয়া ইন্দ্র উঠে জোড় হাত ।
 ধারাদ্বারে এনে দিল ধর্মের সাক্ষাৎ ॥
 বৃষ্ণাকে করিতে দয়া দেব নিরঞ্জন ।
 চপলে উলুকে চেপে চাঁপায়ে গমন ॥
 অশ্রুভ্রং সঙ্গে রঙ্গে আনন্দে ঐমনি ।
 পিতাপুত্রে পশ্চাৎ চলিলা প্রাভঙ্কনি ॥
 হেনকালে আজ্ঞা দিলে অনাদি সকলে ।
 ঝাট কর ঝড় বৃষ্টি চাঁপায়ের কূলে ॥

দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা বাকুড়ারায় ।
ধনপুত্র লক্ষ্মী হয় যে জন গাওয়ায় ॥৪৪॥

আজ্ঞা পেয়ে শর্মী হয়ে সমীরণ মৈঘং ।
চলে তখি হয়ে অতি থরতর বেগং ॥
গুড়্ গুড়্ হুড়্ হুড়্ করে কুলকুলং ।
চারি মেঘ চৌদিগে বরিষয়ে জলং ॥
শিলকণা বান্ধনা পড়ে অনিবারং ।
ভাঙ্গে ঘর তরুবর ঝড়ে অন্ধকারং ॥
অবিরল সদাঙ্গণ তড়িত প্রকাশং ।
পড়ে বাজ মহীনাশ নির্ঘোষ নিষ্পেষং ॥
ত্রিঙ্গগং চমকিত ভয়ে ভীত লোকং ।
সবে কয় বুঝি প্রায় হইল বিপাকং ॥
ভূশবার একাকার নদ নদী খাতং ।
মেঘভব করে রব স্থখোচিত চিতং ॥
হৃদিমাঝে ধর্মরাজ পদপুণ্ডরীকং ।
সদা ভনে ভাবে মনে দ্বিজ শ্রীমানিকং ॥৪৫॥

এইরূপে ঝড় বৃষ্টি হল দিবারাত্রি ।
না পালান রজাকে ত্যজিয়া যত যাত্রী ॥
ধর্ম কন হনুমান হের শুন বাছা ।
ঝড় জল সকল হইল প্রায় মিছা ॥
তুমি রে স্থযুক্তি পাত্র শুন যুক্তি মূল ।
চপল করিয়া যাও চাপায়ের কূল ॥
নিদ্রাছলে চেতন হরিবে সবাকার ।
এত শুনে অনিল আশ্রুজ আগুসার ॥
পরম আনন্দ পেয়ে প্রভুর আদেশ ।
মায়াতে হইল। শ্বেত মক্ষিকার বেশ ॥
চঞ্চল চরণে চাপায়ে উপনীতি ।
শালে ভর দিয়ে যথা পড়ে রজাবতী ॥

মাংসহীন কলেবর আছে অস্থি মাত্র ।
 তা দেখিয়ে বিকল হইল বায়ুপুত্র ॥
 অবাক হইয়া কন অনস্তিকে আসি ।
 ধন্য ধন্য রজাবতী ধর্মব্রত দাসী ॥
 আমিনী সাংস্র ভক্তা আদি দিবাকর ।
 রজাকে বেড়িয়া সবে আছে নিরন্তর ॥
 মায়া রূপা নিদ্রাতে মোহিত করে মন ।
 একে একে সবাকার হরিল চিতন ॥
 হনু যদি চেতন হরিল যোগবলে ।
 অজ্ঞান হইয়া সবে পড়িল ভূতলে ॥
 হরণ করিয়া হনু সবাকার চিত ।
 ধর্মের সাক্ষাতে শীঘ্র হইল উপনীত ॥
 শুভ সমাচার শুনে খুসী নিরঞ্জন ।
 অনিল আশ্রয়ে দিল আশিস বচন ॥
 কিঙ্করীর বাসনা করিতে প্রায় পুতি ।
 বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী হল্যা ত্যজে নিজমূর্তি ॥
 ভূক কামধনু তনু চন্দনে চর্চিত ।
 বদন শারদ বিধু দেখি বিমোহিত ॥
 শঙ্খের কুণ্ডল কর্ণে সভা সমুচ্চয় ।
 করে দণ্ড কমণ্ডলু কৃপালু হৃদয় ॥
 সমীরণহৃত সঙ্গ রঙ্গে জগৎপতি ।
 চাঁপাই নদীর কূলে হইল উপনীতি ॥
 রজা যথা শালে ভরে পরান ত্যজেছে ।
 ব্যস্ত হয়ে বিশ্বকর্তা এলেন তার কাছে ॥
 দাসীর দুর্গতি দেখে দেব দয়াময় ।
 বাক্য না নিঃসরে মুখে হইলেন বিশ্বয় ॥
 শোকাবৃত সজল নয়নে সনাতন ।
 উচ্চৈঃস্বরে রজাকে ডাকেন ঘনে ঘন ॥
 তোমার বাসনা পূর্ণ করিবার তরে ।
 ব্যামোহ পাইয়া এলাম চাঁপায়ের তীরে ॥

পরান ভাজেছ বাছা শালে দিয়া ভর ।
 দেখে দুঃখে বাছা মোর বিদরে অন্তর ॥
 এত বলে বিশ্বপতি বিভোল হইলে ।
 রজাকে করেন কোলে শালে হতে তুলে ॥
 গলিয়া পড়েছে মাংস অস্থিমাত্র সার ।
 সমীরণহৃত পানে চান করতার ॥
 না कहিতে সময় বুঝিয়া হতুমান ।
 চাপায়ের জলে তার করাইল স্নান ॥
 কমণ্ডলু কমল লইয়া করতার ।
 অঞ্জলি করিয়া অঙ্গে দিলা তিনবার ॥
 তনু বহে রক্ত মাংসে হইল বিগ্রহ ।
 পূর্ব হতে অধিক নির্মল হইল দেহ ॥
 পদ্মহস্ত প্রতি অঙ্গে দিলা ভগবান ।
 হরি হরি বল সবে রজা পাল্য প্রাণ ॥
 হেনকালে মায়া করে লুকালেন ধর্ম ।
 কারে না দেখিয়া রজা হইলা নিশর্ম ॥
 বুঝি পারা প্রতারিয়া গেলেন করতার ।
 শালে ভর দিয়া প্রাণ ত্যজি পুনর্বার ॥
 এত বল্যা রজাবতী যায় ঝাঁপ দিতে ।
 ব্যস্ত হয়্যা ধর্মরাজ ধরিলেন হাতে ॥
 অত্যন্ত অজ্ঞান জ্ঞান নাই ধর্মাধর্ম ।
 আমি যাতে পাই পীড়া হেন কর কর্ম ॥
 নিরন্তর ভাব যাকে কর যার পূজা ।
 আমিহ সে জন হই শুন বাছা রজা ॥
 রজা কয় তুমি যদি দেব নিরঞ্জন ।
 স্বমূর্তি দেখায়ে কর সন্দেহ ভঞ্জন ॥
 ভকতবৎসল ধর্ম ভক্তের ভাষণে ।
 শুভরথে অধরে উড়িলা সেইক্ষণে ॥ অত্র ভনিতা ॥৪৬॥

ধবল পাছকা পায় ধবল বসন ।
 ধবল উপবীত গলে ধবল ভূষণ ॥
 ধবল চন্দন গায় চিকুর ধবল ।
 ধবল তিলক ভাল করে ঝলমল ॥
 আজাহুলদিত মালা হৃদয়ের মাঝে ।
 শঙ্খচক্রগদাপদ্ম শোভে চতুর্ভুজে ॥
 সম্মুখে সম্পূট করে শক্রাদি অমরে ।
 নত কায় নম্র শিরে নতি জ্বতি করে ॥
 আলো করি পঞ্চবংশী বাজে সপ্তস্বর ।
 মঙ্গল কাহাল কাসি মুরজা মন্দিরা ॥
 দূর হইতে চামর ঢুলায় হুহুমান ।
 লয়ে বীণা নারদ করে নৃত্য গান ॥
 মূর্তিমস্ত সাক্ষাতে দেখিয়া মায়াধরে ।
 ভাবে গদগদ রঞ্জা ভাসে প্রেমনীরে ॥
 কহে কেহ আমা সম কে আছে ভুবনে ।
 লক্ষ্মীর সেবিত পদ দেখিছু নয়নে ॥
 আর এক অভিলাষ আছে আমার ।
 দেখিব নয়ন ভরে কৃষ্ণ অবতার ॥
 বৃন্দাবন যমুনা দেখি বংশীবট ।
 শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড শুনি কুঞ্জতট ॥
 ভক্তের অধীন সদা ভক্তির ঠাকুর ।
 পূর্বরূপ কৃষ্ণ তহু হইল প্রভুর ॥
 কিবাশচর্য বৃন্দাবন কুঞ্জের রচনা ।
 চাপাই হইল তায় শ্রীমতী যমুনা ॥
 শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড শোভা কিবা করে ।
 জয় জয় বংশীবট যমুনার তীরে ॥
 বৃন্দাবনে কোকিল বিরহ করে গান ।
 রাসকুঞ্জে বিরাজ করেন রাধাশ্যাম ॥
 এইরূপ প্রভুর রূপ নিরখি নয়নে ।
 পরিহার মাগে রঞ্জা পড়িয়া চরণে ॥

বিধি হরিহর তুমি অর্থমা অনন্ত
 অনিল সলিল ইন্দু অনল কৃতান্ত ॥
 ভকতবচ্ছল তুমি ভুবনের গুরু ।
 অগতির গতি অতি বাঙ্কাকল্পতরু ॥
 পুরাণে শুনেছি নাম পতিতপাবন ।
 সকল ত্যজি যে তেঞি লয়েছি স্মরণ ॥
 ভাই হয়ে দুষ্টমতি দিয়েছে গঙ্গনা ॥
 পুত্রবর দিয়ে মোর পুরাহ বাসনা ॥
 তুষ্ট হয়ে তবে কন ত্রিলোক ঈশ্বর ।
 তথাস্ত তোমাকে বাছা দিব পুত্রবর ॥
 রজা কয় প্রভু মোর পূর্ণ হল সাধ ।
 নিবেদন করি এক ক্ষম অপরাধ ॥
 মায়াবিরুদ্ধ মম মনে নাই কিছু ।
 প্রায় হয় প্রতীত প্রত্যয় পাল্যে পাছু ॥
 করতার কন বাছা কি প্রতীত চাই ।
 তুষ্ট আছি তোমাকে এখনি দিব তাই ॥
 এতেক শুনিয়া পুন কয় রজাবতী ।
 এক বৃক্ষে ধরিবেক ফল চারিজাতি ॥
 বসন বিছায়ে আমি বসি তার তলে ।
 এক ফল পড়িবেক আমার আঁচলে ॥
 এত শুনি আনন্দিং অখিলের পতি ।
 মৃত বৃক্ষ মুঞ্জরিল দেখে রজাবতী ॥
 আশ্র গুবাক রস্তা নারিকেল আর ।
 চারি ফল ধরিল হইল চমৎকার ॥
 তার তলে বসে রজা বিছায়ে আঁচল ।
 ধর্ম কন মাগো বাছা বাঙ্কা যেই ফল ॥
 রজা কয় রূপা যদি দাসীকে করিলে ।
 আশা পূর্ণ আশ্র ফল আঁচলে পড়িলে ॥
 বায়ু বিনে বৃক্ষে হৈতে বৃন্ত থমে তার ।
 ঐমনি পড়িল এসে আঁচলে রজার ॥

তা দেখে তরুণী তুষ্টা স্তুতি করে ধর্মে ।
 প্রত্যক্ষ পাইলাম সব সিদ্ধ হলা কর্মে ॥
 কিরূপে হইবেক পুত্র অতি বৃদ্ধ পতি ।
 রূপা করে তদর্থে করিবে অবগতি ॥
 তদর্থে না কর ভাব ভগবান ভাষে ।
 শয়ন করিতে যাবে যবে পতি পাশে ॥
 সেইকালে আমাকে স্মরণ করো মনে ।
 সুসিদ্ধ করাব ক্রিয়া পাঠাব মদনে ॥
 রঞ্জা কয় সিদ্ধ মোর হইল মনস্কাম ।
 তনয় হইলে তার কি রাখিব নাম ॥
 লাউসেন নাম থুয়ো নিরঞ্জন কন ।
 লাউ না খাইবে বাছা করিবে পালন ॥
 মনোরথ সিদ্ধ তো হইল বাছা তোঁর ।
 মায়ে পোয়ে পূজার প্রকাশ কর মোর ॥
 যে আজ্ঞা বলিয়া রঞ্জা জোড় করে কয় ।
 প্রকাশ করিব পূজা যেক্রপেতে হয় ॥
 তবে ধর্ম পরব্রহ্ম হয়ো তিরোধান ।
 কোতুকে উলুকে চেপে কৈলাস পয়ান ॥ অত্র ভনিতা ॥১৭॥

ব্যস্ত হয়ে রঞ্জাবতী ডাকে যাত্রীগণে ।
 ঐমনি উঠিল সবে পাইয়া চেতনে ॥
 কেমত আনন্দ হইল শুন সর্বজন ।
 লঙ্কাকাণ্ড বাল্মীকি দৃষ্টান্ত রামায়ণ ॥
 লক্ষ্মণ পড়িলা শেলে লোটায়ে ধরণী ।
 কি হৈল্য কি হৈল্য বলে ধান বনুমণি ॥
 সুগ্রীব প্রভৃতি বীর করি বড় বড় ।
 অনেক টানিল শেল না হলা বাহির ॥
 শ্রীরাম কান্দেন ধরে লক্ষ্মণের গলা ।
 তিলেক তোমার দয়া নাই ভাই বলা ॥

কি হৈল্য কি হৈল্য প্রাণের ভাই রে লক্ষণ ।
 আমা সভার সনে কেন আইলে বন ॥
 বিকল হইয়া ডাকে চায় চক্ষু মেলে ।
 সভার সনে কথা কয় মুখ তুঙ্গে ॥
 রামের রোদিন শুভা আসিয়া স্থষণ ।
 পুট করে প্রণমিয়া প্রবোধ কহেন ॥
 চিন্তা নাই চরণে নিবেদি চক্রপাণি ।
 গন্ধমাদনে আছে বিশল্যকরণী ॥
 আনাতে আপনি যদি পার কোনরূপে ।
 লক্ষণ পরান পান শুনহ স্বরূপে ॥
 হুতুমাণে কন রাম দেব চক্রপাণি ।
 প্রাণের লক্ষণে প্রাণ দান দেহ তুমি ॥
 প্রভু রামের আজ্ঞা পেয়ে পবননন্দন ।
 আনিলা ঔষধি সহ গন্ধমাদন ॥
 বাটিয়া তাহার রস নাস দিলা নাকে ।
 বেরাল্য দারুণ শেল খাস আইল মুখে ।
 ঔষধ পরশে প্রাণ পাইলা লক্ষণ ।
 দেখি আনন্দিত হৈল রাজীবলোচন ॥
 আর সভাকার হৈল অপার আনন্দ ।
 প্রকাশিল অগাধ সলিলে অরবিন্দ ॥
 রঞ্জাবতী প্রাণ পেতে জয়যাত্রী যত ।
 সভাকার আনন্দ হৈল সেই মত ॥
 পুরোহিতে ডেকে পরে বৈদগ্ধ্যী রঞ্জা ।
 দক্ষিণাস্ত করে কৈল সমাধান পূজা ॥
 তবে শেষে যোএ হয়ে সবে জয়যাত্রী ।
 উক্ত মত করে ক্রিয়া উলাইল উত্রি ॥
 ধর্মের পাছকা লয়ে দোলার উপর ।
 সদনে গমন সবে করিলা সত্বর ॥
 ঢাক বাজাইয়া আগে চলিল বাইতি ।
 পুলকিতা প্রেমেতে পশ্চাৎ রঞ্জাবতী ॥

না করি বিলম্ব পথে চলে দিবানিশি ।
 অহুদয়া তীরে তূর্ণ উপনীত আসি ॥
 পদ্মাকর হতে দেখে নিকট ময়না ।
 আনন্দের সীমা নাই নাচে সর্বজনা ॥
 রত্নবাণী রস্করা রাখিয়া চলে বামে ।
 শুভক্ষণে সবে আসি উপনীত গ্রামে ॥ অত্র ভনিতা ॥৪৮॥

নানামত কতশত বাজয়ে বাজনা ।
 শুনে সহরের লোক ধায় সর্বজনা ॥
 রঞ্জা আইল শুনে সেন পুলকিতগাত্র ।
 আগুয়ে লইতে আইলা সঙ্গে পাত্রমিত্র ॥
 ছন্দুভি নিশান বাজে সবে আনন্দিত ।
 রঞ্জার সাক্ষাতে সেন হল উপনীত ॥
 সেনে দেখে শশিমুখী মন্দ মন্দ হাসি ।
 পুটকরে নম্র শিরে প্রণমিল আসি ॥
 আশিস করিল সেন পাইয়া সম্ভাষ ।
 প্রভু ধর্ম পরিপূর্ণ করুন অভিলাষ ॥
 জিজ্ঞাসা করিব পাছু যতেক কথন ।
 প্রভুকে পূজি যে পুত্র পেয়েছ কেমন ॥
 দেখি দেখি বিধুমুখী দেও মোর কোলে ।
 শুভ্রা এত রঞ্জাবতী সবিনয়ে বলে ॥
 প্রাণনাথ পাবে পুত্র প্রভু অহুকুল ।
 কহিব সকল কথা নিকেতনে চল ॥
 পুরোহিত পাছুকা লইয়া পুরঃসর ।
 সর্ব সমিভ্যারে রঞ্জা প্রবেশিলা ঘর ॥
 জলধারা দিয়া লয়ে ধর্মের পাছুকা ।
 প্রাসাদে রাখিল করে রতনবেদিকা ॥
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে বাকুড়ারায় স্মরি ।
 শালে ভর সাদ্র হল সবে বল হরি ॥৪৯॥

রঞ্জার শালে ভর সমাপ্ত ॥

সেনের জন্ম

একদিন রঞ্জা সহ বসে কর্ণসেন ।
 চাঁপায়ের কথা সব জিজ্ঞাসা করেন ॥
 সত্য করি শশিমুখী সেবিলে যে ধর্ম ।
 হল কি না হল্য সিদ্ধ মনোহিত কর্ম ॥
 কান্ত করি নিবেদন কয় রঞ্জাবতী ।
 একে একে নিবেদন সে সব ভারতী ॥
 করিহু কঠিন পূজা কাতর অন্তর ।
 তিন দিন মরে ছিলাম শালে দিয়া ভর ॥
 ভক্তবৎসল ধর্ম নিত্য ভগবান ।
 পূত্রবর দিলা মোরে দিয়া প্রাণদান ॥
 সেন কন তুমি ধন্য পূর্ব পুণ্য ফেরে ।
 দেখাছ প্রভুর পদ ছনয়ন ভরে ॥
 অপর সকল তত্ত্ব সম্মুখে কহিব ।
 আনন্দের সীমা নাই অহুদিন গেল ॥
 ঋতুবতী রঞ্জাবতী হল শুভদিনে ।
 মহানন্দ মহোৎসব ময়না ভুবনে ॥
 নিষেধ দিবস পরে নিষেক দিবসে ।
 কুলাচার কর্ম রাজা করিল বিশেষে ॥
 কমলাঙ্গী কোতুকে কমল নেত্রে দেখে ।
 বেশ করে বিধুমুখী বয়স্শাকে ডেকে ॥
 স্বামী সনে সম্ভোগ করিব বলে মন ।
 আঁচুড়ে চাঁচর চূলে বাঁধিল লোটন ॥
 মণ্ডিত করিল তাই মালতীর মালে ।
 পুরটরচিত ঝাঁপা পৃষ্ঠদেশে ছলে ॥
 চূড়ামণি চন্দ্র জিনি চারু চারু আভা ।
 কর্ণমূলে কাঞ্চন কুণ্ডল করে শোভা ॥
 হরষিতা হরিণাঙ্গী হেরিয়া মুকুর ।
 পরিল প্রশস্ত ভালে প্রশস্ত সিন্দুর ॥

চন্দনের বিন্দু তার চারু চারিপাশে ।
 বিমল সজ্জলে যেন বিদ্যুৎ প্রকাশে ॥
 কুরঙ্গ নয়ন কৈল উজ্জল কজ্জলে ।
 বিধু দেখে বিমোহিত বদনমণ্ডলে ॥
 কমনীয় কুচযুগে কাঁচুলির শাখা ।
 কৃষ্ণাবতারের কথা কিছু আছে লেখা ॥
 স্বসাগর্ভে শত্রু হল শুনে কংস ভূপ ।
 বিনাশিতে চিত্তে চিন্তা করে বহুরূপ ॥
 কেবল কংসের প্রায় কাল উপস্থিত ।
 পুরস্কারে পুতুনাকে করিল প্রেষিত ॥
 পেয়ে আজ্ঞা পুতুনা পরমানন্দ মনে ।
 বিনাশিতে বাসুদেবে বিষ মাখে স্তনে ॥
 মায়াতে হইল নব কিশোর বয়সী ।
 নন্দের নিলয়ে লঘু উপনীত আসি ॥
 কৌতুকে যশোদা কৃষ্ণে কোলে করি বসে ।
 কপট করিয়া কথা কয় হেসে হেসে ॥
 আহা মরি এমন আশ্রয় যশোদার ।
 যুগল নয়ন দেখে জুড়াল আমার ॥
 দেখি দেখি দেও মোরে দূরে যাক দুখ ।
 একবার অঙ্কে করে হেরি চাঁদমুখ ॥
 প্রিয়বাক্য পুতুনা প্রসাদে এত বলে ।
 যশোদার কোলে হতে কোলে করে তুলে ॥
 আহা মরি ওরে বাছা নন্দের নন্দন ।
 ছুখিনীর ছুগ্ন পান কর বাপধন ॥
 তা জানিয়া ত্রিবিক্রম স্তনে দিয়ে মুখ ।
 এমন টানিলা তার বুকে লাগে লুক ॥
 বুক ধরি বিকল পুতুনা বলে মরি ।
 হেরিয়া মায়ের মুখ হাসিলেন হরি ॥
 আঁট করে দ্বিগুণ টানিলা আর বড় ।
 পুতুনা বিকল হয়্যা বলে ছাড় ছাড় ॥

কাকুবাদ করে যত না শুনে মানা ।
 বিপাকে পড়িয়া প্রাণ ত্যজিল পুতুনা ॥
 পুতুনাবধ হৈল্য শুনি কংস ভয় পায় ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা বাকুড়ারায় ॥৫০॥

আর তার আছে লেখা অপরূপ আলি ।
 কদমের তলে কৃষ্ণ বাজান মুরলী ॥
 সূদামাদি সঙ্গে সখা বৃন্দাবন সারা ।
 কালিন্দীর কূলে হৈল কালি গাই হারা ॥
 শ্রীদাম সূদাম দাম কানাই বলাই ।
 ব্যগ্র হয়ে বিপিনে বেড়ান খুঁজে গাই ॥
 কোনখানে কেশীবধ কালীয়দমন ।
 কোনখানে ধরে কৃষ্ণ গিরি গোবর্ধন ॥
 বংস অঘ বকাস্বর বধ কোনখানে ।
 কোথায় গোবিন্দে বস্ত্র মাগে গোপীগণে ॥
 কোনখানে শ্রীরাসমণ্ডল চমৎকার ।
 যত গোপী তত কৃষ্ণ করেন বিহার ॥
 কার করে কর কার কুচে করার্পণ ।
 বিভোল হইয়া কার বদনে বদন ॥
 অনঙ্গ তরঙ্গ হৈল্য উলঙ্গের ঘটা ।
 চূষনে চলিত হল্য চন্দনের ফোঁটা ॥
 কোন গোপী কৃষ্ণে ধরি পসারিয়া বাহ ।
 পূর্ণিমার চান্দে যেন গরাসিল রাহ ॥
 কোন গোপী সদসে সঙ্গিত মাত্র নাই ।
 ঠেস দিয়া ঠাকুরে শুইল ঠাঞি ঠাঞি ॥
 কোন গোপী কৃষ্ণের কমল কোলে বস্যা ।
 তাম্বুল শ্রীমুখে তুল্যা দিলে হেস্যা হেস্যা ॥
 রক্তার রতিকে ইচ্ছা হইল তা দেখে ।
 বয়স্রাকে বলে শয্যা বিরচিত ডেকে ॥

আনন্দিতা রঞ্জার আদেশে তারা এল ।
 শয্যা হেতু শয়ন সদনে প্রবেশিল ॥
 রত্নপালকে শয্যা রমণীয় করি ।
 রতন প্রদীপ জ্বল্যা রাখে সারি সারি ॥
 দিব্য দিব্য বালিশ ছুপাশে দিচ্ছে তায় ।
 ধূপাবলি রাখিল সকল ঝরকায় ॥
 শয্যা নিরমিয়া দাসী সংফুল হৃদয় ।
 রঞ্জার নিকটে এসে সমাচার কয় ॥
 রঞ্জা কয় কামে মত্তা হইয়া দারুণ ।
 সেনে গিয়া শীঘ্র কয় শয়ন করুন ॥
 সুন্দরীর শুভবার্তা সেনে এসে কয় ।
 শুভ কর শয়ন করিতে মহাশয় ॥
 অতিবৃদ্ধ উঠিতে নাহিক তার শক্তি ।
 তা দেখিয়া ভাবে তারা বিচারিল যুক্তি ॥
 ছুহাতে ছুজনে ধরে তুলে ধীরে ধীরে ।
 শয়ন করাল লয়ে শয়ন মন্দিরে ॥
 সমাচার রঞ্জাকে কহিলে পুনঃ এসে ।
 চন্দ্রমুখী চিত্রে সখী চলে হেসে হেসে ॥
 চলিতে চরণে চাক্র নৃপূরের ধ্বনি ।
 ক্রহু ক্রহু রব করে রসাল কিঙ্কণী ॥
 পদ্মিনী প্রছায়বাণে পীড়িতহৃদয় ।
 প্রবেশ করিল গিয়ে শয়ন নিলয় ॥
 সেন শুয়ে মৃতপ্রায় শয্যার উপর ।
 নাসার নিশ্বাস ক্ষীণ নাড়ে নাই কর ॥
 অরশরে বৃদ্ধা হয়ে সীমস্তিনী স্থখে ।
 পায়ে দিল পঞ্চ তৈল পান দিল মুখে ॥
 রসকথা রঞ্জা কয়্যা রসে গেল ভরে ।
 কাস্তাখিনী শুইল কাস্তকে কোলে করে ॥
 সন্তোষ লালসে সেনে সচেষ্টিত করে ।
 ভুজলতা দিয়ে ভুজে আকষিয়া ধরে ॥

বলহীন বৃদ্ধ তায় ব্যামোহ হইল ।
 সে সকল দূরে যাও ফিরে নাই শূল ॥
 স্বরহীন শরীর অবশ শয্যা ছেড়ে ।
 নিদ্রা যায় নিমর্ষ হইয়া ভূমে পড়ে ॥
 তরুণী তরাস পেয়ে তুলিবারে গেল ।
 করার্ধ পর সেন মুছিত হইল ॥
 তা দেখে ভাবিত হয়ে পেয়ে ভয় লাজ ।
 রোদন করয়ে রঞ্জা স্নরে ধর্মরাজ ॥৫১॥

জাত গীত করুণা

হে হরি অচ্যুতানন্দ হে মাধব হে গোবিন্দ
 গদাধর গোলোকবিহারী ।
 নিত্যব্রহ্ম সনাতন লক্ষ্মীকান্ত নারায়ণ
 নরোত্তম প্রভু নরহরি ॥
 হা কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু দেব দেব দীনবন্ধু
 কেশব ষাদব জনার্দন ।
 দয়াময় কর দয়া দেহ দুটি পদছায়া
 প্রভু কর দুর্গতি খণ্ডন ॥
 আমি বড় অনাথিনী ভালমন্দ নাই জানি
 তবে কেন হেন হল গতি ।
 একুল ওকুল গেল কি করিতে কিনা হৈল্য
 এ সঙ্কটে রক্ষ যুগপতি ॥
 তুমি অনাথের নাথ সকলি তোমার হাত
 চিন্তামণি শ্রীমধুসূদন ।
 ভুবন পালন পতি তুমি অগতির গতি
 জয়রাম জগৎমোহন ॥
 তুমি বাঙ্কাকল্পতরু অখিল জগতগুরু
 ত্রিলোকতারণ তুয়া নাম ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে মতি রহ ও চরণে
 পূর্ণ কর মনোরথ কাম ॥

রঞ্জাবতী এত স্তুতি বিনতি করিতে ।
 স্বকর্ণে শুনিলা ধর্ম বৈকুণ্ঠ হইতে ॥
 ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিবার তরে ।
 প্রিয়বাক্যে প্রেমিত করিলা পঞ্চশরে ॥
 প্রভুবাক্যে পঞ্চ ধন লয়ে পঞ্চশর ।
 গোবিন্দের গুণ গেয়ে গমন সত্বর ॥
 কামুকে জুড়িয়া শর কোপে কম্পবান ।
 মারিল সেনের বুকে নির্ঘাত সন্ধান ॥
 তবে উঠিল গজিয়া সেন রঞ্জার উপর ।
 ঐমনি ছু করে করে ধরে পয়োধর ॥
 রতি সনে মহানন্দে মাতিল মদন ।
 ভুজ ভুজ মুখে মুখ জঘনে জঘন ॥
 প্রমত্ত হইল সেন প্রেমসীর সঙ্গে ।
 তামরস ভাসে যেন রসের তরঙ্গে ॥
 চিন্তামণি ওখানে বৈকুণ্ঠে চিন্তিত ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে মধুর সঙ্গীত ॥৫২॥

পৃথিবীমণ্ডলে পূজা প্রকাশ করিতে ।
 নানা ছল করে কন লয়ে আদিত্যে ॥
 কিছু কার্য কর বাছা কহি শুন ভাষ ।
 পৃথ্বীয়ে লইয়াছিল পূজার প্রকাশ ॥
 তে কারণে ইন্দ্রকণ্ঠা শাপ দিয়া তাকে ।
 পাঠায়েছি প্রকাশিতে পূজা মর্ত্যলোকে ॥
 ক্ষেত্রীবংশে কর্ণসেন ময়নার ঈশ্বর ।
 সে তার হয়েচে জায়া মোর প্রিয়তর ॥
 তুমি যদি তার গর্ভে জন্ম লভ ইবে ।
 তোমা হতে পূজার প্রকাশ হয় তবে ॥
 এত শুনে আদিত্য ঐমনি অশ্রু মুখে ।
 করতারে করে স্তব কাতর অধিকে ॥

অপরাধ আমার ক্ষেমহ যুগপতি ।
 নিবেদি যুগল পায় যাব নাই ক্ষিতি ॥
 কর্মভূমে জন্ম লভে কিছু নাই সুখ ।
 দয়াময় আপনি পেয়েছ কত দুখ ॥
 দশরথপুত্র হইলে রাম অবতারে ।
 প্রভাতে হইতে রাজ্য অযোধ্যানগরে ॥
 মনে ছিল নৃপতির দিতে ছত্রদণ্ড ।
 না দিল কৈকেয়ী তায় হইল পাষণ্ড ॥
 কেড়ে নিল অঙ্গে ছিল রাজআভরণ ।
 করে দিল শিরে জটা বাকল বসন ॥
 ত্যজিয়া সুখাদি ভোগ রাজকার্যভর ।
 বেড়াইলা বনে বনে এ চৌদ্দ বৎসর ॥
 যথোচিত দুঃখ পালো অগতবান্ধব ।
 হরিল রাবণ সীতা হইল শোকার্ণব ॥
 কৃষ্ণ অবতারে হইলে শ্রীনন্দে নন্দন ।
 উদ্বলে মা হইয়া করেছে বন্ধন ॥
 এ হেন দারুণ শাস্তি নবনীর তরে ।
 অগাবধি চিহ্ন তার আছে ঐ করে ॥
 বিশ্বের ঈশ্বর তুমি বাঞ্ছাকল্পতরু ।
 গহনে গোপাল বেশে চরাইলা গরু ॥
 পুতুনাবধ প্রভৃতি করিলা পর্যটনে ।
 কত না পাইলে কষ্ট কালীয়দমনে ॥
 অতএব ভারত ভূমে যেতে বাসি ভয় ।
 সহিতে নারিব দুঃখ শুন দয়াময় ॥
 নিরঞ্জন কন বাছা শুন রে লায়ুহী ।
 তুমি যে কহিলে সব সত্য বটে ভাই ॥
 নিত্যব্রহ্ম নারায়ণ নানারূপ ধরি ।
 লোকেব নিস্তার হেতু নানাকর্ম করি ॥
 প্রকাশ না হয় পূজা অগ্জজন হইতে ।
 তেত্রি পাকে তোমাকে যতন করি যেতে ॥

স্মরণ করিবা মাত্র সদয় হইব ।
 যে বর চাহিবে বাছা সেই বর দিব ॥
 দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হলে দেবমানে ।
 বৈকুণ্ঠে আনিব পুন চাপায়ে বিমানে ॥
 অলঙ্ঘ্য প্রভুর বাক্য লঙ্ঘি বাসে ভার ।
 কত কষ্টে ল্যায়াই করিল অঙ্গীকার ॥
 এতক্ষণে তরাসে তার অঙ্গে এল অর ।
 দেখিতে দেখিতে লুপ্ত হৈল্য কলেবর ॥
 ধরাতেলে ধর্মপূজা প্রকাশের তরে ।
 ল্যায়াই লভিল জন্ম রঞ্জার জঠরে ॥
 দুই এক মাসে রঞ্জা করে ছয়া ভুয়া ।
 তিন এক মাস হতো চিহ্ন গেল পাওয়া ॥
 কুচাগ্রেতে আনি পড়ে পেটে নড়ে ছেলে ।
 দিবসে দিবসে কত বলহীন হলে ॥
 ভূতলে শয়ন করে বিছায়া আঁচল ।
 অরুচি আসিয়া অন্ন করিলে কবল ॥
 ওদনাদি ব্যঞ্জনে কেবল দেখে বিষ ।
 ইচ্ছা হয় আমানি অন্তরে অহর্নিশ ॥
 নয়মাসে প্রাপ্ত যবে হইল রঞ্জার ।
 বসিতে উঠিতে নারে গর্ভ হৈল্য ভার ॥
 বড় কষ্টে উঠে যদি ধর্যা উকবর ।
 উঠিলে ঘুরায় মাথা কাঁপে কলেবর ॥
 সাধ হেতু সংযোগ করিয়া শুভদিনে ।
 পুরোধার পুরস্কৃত্যে পৃথ্বীনাথ আনে ॥
 ভূদেবভামিনী ভব্যা ভূপবাসে এসে ।
 জিজ্ঞাসেন যতনে রঞ্জাকে হেসে হেসে ॥
 কহ কহ কি সাধ খাইবে রাজরানী ।
 নতি হয়ে নিবেদন করে নিতম্বিনী ॥
 শুষ্কনির শাক এনে সম্বরবে তৈলে ।
 শেষে দিবে সর্বপের বাটনা সিদ্ধ হলে ॥

অন্ন জ্বালে অন্ন অন্ন আসিবেক ফুটে ।
 দৃঢ় করে দিয়ে কাটি দিয় তাকে ঘেঁটে ॥
 গুঁড়া করে গোটা দশ দিবে তায় বড়ি ।
 অন্ন লবণ দিয়ে ওলাইবে হাঁড়ি ॥
 কটু তৈল কিছু দিয়ে সপরিয়া পুন ।
 প্রচুর পিঠালি দিবে পাক হয় যেন ॥
 ঠিক বলি ঠাকুরানী ইহা যদি পাই ।
 এক সের চেলের অন্ন এক গ্রাসে খাই ॥
 আর এক আছে সাধ আনি পুঁই খাড়া ।
 যথোচিত জল দিয়া জ্বাল দিবে বাড়া ॥
 সিদ্ধ হৈলে শেষে দিবে শোভাজ্বনি ফুল ।
 কিছু কিছু দিবে তায় কচু কলা মূল ॥
 ঝোল রেখে ঝাল দিয়া জ্বাল দিও পরে ।
 সেই ব্যঞ্জনের সার শুনে মুখ সরে ॥
 চিংড়ী চাঁদ কুড়া মীন চাঁপা নটে শাকে ।
 অধিক লবণ দিয়া পাক করা তাকে ॥
 তায় দিবে গোটা দশ পনসের বীচ ।
 প্রচুর করিয়া দিবে পিঠালি মরিচ ॥
 ঝোলে দিয়া কৈ মাছ করে চড়বড়ি ।
 তৈলতে ভাজিয়া তায় দিও ফুলবড়ি ॥
 নীরস অত্যন্ত হলে তায় দিও নীর ।
 কাঠি দিয়া করে দ্রব যেন হয় ক্ষীর ॥
 আধারে তুলাইয়া সব বাছিবে কণ্টক ।
 এই ব্যঞ্জনের চূড়া অরুচিনাশক ॥
 তায় যদি কিছু হয় লবণ বিহীন ।
 খেতে পারি ঢের করে বস্যা সারাদিন ॥
 শফরীর পেট চিরি বারি করে পোটা ।
 পোড়াবে যতনে যেন থাকে গোটা গোটা ॥
 লবণ সর্ষপ তৈল কিছু দিবে তায় ।
 শুনে মুখে সরে জল খাবার নাই দায় ॥

ব্রাহ্মণী রঞ্জার বাণী শুনে সেইমত ।
 শাকাদি ব্যঞ্জন রেঁধা করিল প্রস্তুত ॥
 অনাদি ভাবিয়া রঞ্জা বসিল ভোজনে ।
 নূতন মঙ্গল দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ॥৫৩॥

সাধ খেয়ে সুন্দরী সুন্দর পেল্য প্রীত ।
 অল্পদিন ঐমনি আনন্দ যথোচিত ॥
 নিরবধি নিরাতঙ্কে নয় মাস গেল ।
 সুখ নাই কিছু আর স্মৃতিমাস হৈল ॥
 দিবানিশি দাসীগণ করয়ে ভাবনা ।
 পুরস্ত্রী যে কষ্টে পায় প্রসব বেদনা ॥
 ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে ক্ষণে গড়ি যায় ।
 ক্ষণে উচ্চৈঃস্বরে কান্দে ব্যাকুল ব্যথায় ॥
 প্রবীণা প্রবীণা পাড়া পড়শির মেয়ে ।
 শুনিবা মাত্রেতে তারা সব আইল্য ধৈয়ে ॥
 কেহ কয় কিবা দেখ কথা বটে তাই ।
 কেহ কয় বিলম্ব নাহিক ডাক দাই ॥
 প্রকার করিল কত প্রসব কারণে ।
 ঘোষিতের যথা ক্রিয়া যে যেমন জানে ॥
 দ্রুত গিয়া দণ্ডধরে দাসী কয় বাণী ।
 দাই ডাক প্রসববেদনা পান রানী ॥
 পতনের প্রাশ্তে ঘর পাটি নাম তার ।
 স্বকর্মে সুন্দর প্রজ্ঞা মান্ত সভাকার ॥
 লোক দিয়া লঘু তারে নৃপতি আনিল ।
 প্রসব নিলয়ে পাটি প্রবেশ করিল ॥
 রঞ্জা কয় দাই দিদি দুঃখ পাই বড় ।
 বাঁচাও জীবন মোর বলি তোরে দড় ॥
 যদি ঘুচাতে পার প্রসববেদনা ।
 প্রভাতে পরাব কানে পুরটের সোনা ॥

সামুলা অমলা কয় সোনায়ে কি আছে ।
 ধনাঢ্য করিব তোরে যদি ধন বাচে ॥
 কেহ কিছু কণ্ড কিস্ত মূল কর্মস্বত্র ।
 বজ্রাবতী যথাকালে প্রসবিল গুত্র ॥
 আলা কৈল অঙ্গরুচি অরিষ্টআলয় ।
 তরুণ তিমিরে যেন তড়িৎ উদয় ॥
 নিরীক্ষিয়া আশিস করিল যত মেয়ে ।
 জীয়া থাকুক জননীর কোলজোড়া হয়ে ॥
 সমুদ্রে সম্বরে নাই সেনের আনন্দ ।
 বিলাইল বহুধন এনে বিপ্রবৃন্দ ॥
 গোড়েশ্বরে সমাচার লিখে গুণধাম ।
 অস্তোত্রহঅজি যুগে আমার প্রণাম ॥
 পরে লিখি প্রভুর পুণ্যের নাই গুর ।
 অবিলম্ব আশ্রয় হইছে এক মোর ॥
 পত্রপাঠে সমাচার সমস্ত জানিবে ।
 আনন্দে থাকয়ে যেন আশিস করিবে ॥
 নৃপতির প্রধান নরেন্দ্র-চুড়ামণি ।
 অন্নদাতা অভিকর্তা আমার আপনি ॥
 নিয়ত নিকটে বন্ধ কি লিখিব অধিকে ।
 কল্যাণ করেন যান কহিবে রানীকে ॥
 তপস্বেয় এহ দিয়া তারিখ তাহাতে ।
 লঘু কৈল্য নিয়োজিত নরাই নাপিতে ॥
 নাপিত লিখন লয়া লঘুগতি চলে ।
 উষৎপুরে উপনীত অপরাহ্ন কালে ॥
 রাঙ্গামেটে রেখে বামে রাত্র দিন যায় ।
 পার হয়ে পরানচক্ পদ্মা এসে পায় ॥
 চাঁদপুর গাঁ রাখিয়া চলে চপল করিয়া ।
 উচালন দীঘির পশ্চিম পাড় দিয়া ॥
 আর আর অল্প গ্রাম রাখিয়া ত্বরিত ।
 গোড়ে আইসে গ্রামণী হইল উপনীত ॥ অত্র ভনিতা ॥৫৪॥

গদ গদ গোড়পতি গোবিন্দের গুণে ।
 বৃধকুলে বেষ্টিত বসিয়া বরাসনে ॥
 ভাগবত হতেছে পাঠ ভাবে ভুবীশ্বর ।
 চক্রপাণিচরিত্র শ্রবণে চিত্রকর ॥
 অনুঢ়া বাণের কন্ঠা উষা নাম তার ।
 ত্রিভুবনে রূপের তুলনা নাই যার ॥
 অচ্যুত-আত্মজাত্মজ অনিরুদ্ধ সনে ।
 শর্বরীতে বঙ্কিলেন সন্তোগ স্বপনে ॥
 রভস বাড়িল কত রসের তরঙ্গ ।
 শেষ না হইতে স্থখ স্বপ্ন হৈল্য ভঙ্গ ॥
 কথা গেল্য। কাস্ত বল্য। কান্দে উভরায় ।
 সেই কথা শুনে রাজা বসিয়া সভায় ॥
 হেনকালে নাপিত লিখন লয়ে দিল ।
 করপুটে পৃথ্বীনাথে কুর্নিশ করিল ॥
 পাঠহেতু পত্র লয়ে পাত্রে দিল ভূপ ।
 আমূল হইতে পত্র শুনাইল স্বপ ॥
 সেনের হয়েছে পুত্র শুনে গোড়পতি ।
 অস্ত নাই এত হল আনন্দিতমতি ॥
 হেসে হেসে হরষ বদনে সভা হইতে ।
 উঠে গেল অস্তঃপুরে সমাচার দিতে ॥
 কুশল কাস্তাকে কন কাশ্মপীর কর্তা ।
 রঞ্জার হয়েছে পুত্র রানী শুন বার্তা ॥
 পশ্চিমে উদয় হইল্য পূর্বের পুষ্প ।
 নরসুন্দর গোড়ে আইল লইয়া লিখন ॥
 ভগ্নীর হয়েছে পুত্র ভাহুমতী শুনি ।
 উর্ধ্ববাহু হইয়া নাচে আনন্দে ঐমনি ॥
 শুনে হৈল্য আর আর সবাকার স্থখ ।
 মৃত্যু হৈতে অধিক হৈল মাহুগের দুঃখ ॥
 বিচারিল চিত্তে যুক্তি করিয়া নাবুড়ি ।
 আবশ্যক রঞ্জাকে করিব আটকুড়ি ॥

নৃপতি নাপিতে লয়ে লঘু সেইক্ষণে ।
 শর্মী হয়ে সম্মান করিল নানাধনে ॥
 বাজুবন্দ বলয়া কুণ্ডল কণ্ঠহার ।
 পটকা পামরি জাদ ঘোড়া জোঁড়া আর ॥
 তা দেখিয়া মহামদ মনে বিচারিল ।
 লোক লাজে নরসুন্দরে কিছু দিতে হল ॥
 না হইলে নৃপতির হবেক গুণ্ডার ।
 পশ্চাতে লইব কেড়ে করে তিরস্কার ॥
 এত বল্যা অবিলম্বে আইল এক হাতি ।
 রাজার সাক্ষাতে দিল নাপিতে নবতি ॥
 নাপিত বিদায় হয়। নৃপতির স্থানে ।
 গমন করিল স্থখে ময়না অয়নে ॥
 হেন কালে মাছুয়ে মন্ত্রণা করে মনে ।
 অবিলম্বে আজ্ঞা দিল অহুচরগণে ॥
 নরসুন্দর নরাই নগর হতে পার ।
 সকল লইল কেড়্যা করে তিরস্কার ॥
 লাথালোথা চড় চাপড় ধাকা ধোকা মেরে ।
 রেখে আইল্য নিরাগসে পদ্মাপার করে ॥
 পুন আসে পাত্রচর পাত্রে দিল তত্ত্ব ।
 শুনিয়া পাত্রের হৈল্য শর্মবান চিত্ত ॥
 কৃষ্ণকে বধিতে যেন ভাবে কংস ভূপ ।
 বধিতে রজার পুত্রে পাত্র সেই রূপ ॥
 ভিদা নামে চোর আছে অনন্ত বাজারে ।
 শত হেম তঙ্কা লয়া। এল তার ঘরে ॥
 পাত্রে দেখ্যা ভিদা চোর প্রণিপাত হইল্য ।
 জোড়হাতে শ্রদ্ধাবাক্যে জিজ্ঞাসা করিল ॥
 পাত্র বলে পূর্ণ কর প্রতিজ্ঞা আমার ।
 শুনেছি ভুবনে গুণ বিখ্যাত তোমার ॥
 ধর শত হেম তঙ্কা ইনাম মাহিনা ।
 দ্রুত গতি যাও ভাই দক্ষিণ ময়না ॥

সেনের হয়েছে পুত্র শুনি লোকমুখে ।
 রাজার হইল আজ্ঞা বিনাশিতে তাকে ॥
 জয়গাঁ জাইগির পাবে যত্নে কই শুন ।
 চপল করিয়া তাকে চুরি করে আন ॥
 এত শুনা ভিদা চোর আনন্দিত মনে ।
 যাত্রা কৈল্য বিনাশিতে সেনের নন্দনে ॥
 তিনবার বীজমন্ত্র করিল স্মরণ ।
 পাইয়া কংসের আজ্ঞা পুতনা যেমন ॥
 চণ্ডীর চরণ চিত্তে চিন্তা করে চলে ।
 এক দোড়ে উপনীত পদ্মাবতী কূলে ॥
 রমতি রাখিয়া বামে রাত্রিদিন যায় ।
 গোবিন্দবাজার দিয়া গোলাহাট পায় ॥
 দুর্গম জালন্দা পার হইল প্রত্যাষে ।
 পশ্চাৎ রাখিয়া চলে পুর কীর্তিবাসে ॥
 আর আর অন্তগ্রাম এড়িয়া সত্বরে ।
 কুতূহলে উপনীত কালিন্দীর তীরে ॥ অত্র ভনিতা ॥৫৫॥

রন্ধন ভোজন তথি করে রাত্রিশেষে ।
 নতি কর্যা নিত্যাপদে নগর প্রবেশে ॥
 আলায়া মাথার কেশ মুখে মাখে ধূলা ।
 পিছল করিল অঙ্গে মাখে তৈল তুলা ॥
 তিনবার বীজমন্ত্র করিয়া স্মরণ ।
 রাজপুরদ্বারে গিয়া দিল দরশন ॥
 দেখে গিয়া দ্বারদেশে ছরস্ত কপাট ।
 নিম্ন হইল কথ না পাইয়া বাট ॥
 চিত্তমধ্যে চণ্ডীর চরণ চিন্তা করে ।
 বিমুক্ত হইল দ্বার বাসুলীর বরে ॥
 তিনদ্বার তবে পার হইয়া তুরিত ।
 অরিষ্টআলয়ে ভিদে হইল উপনীত ॥

শিশুকোলে সীমন্তিনী শয়নে আছেন ।
নব লব কোলে করে জানকী যেমন ॥
দীপ বিনে শিশুরূপে দশ দিক আলো ।
তা দেখে ভিদার মনে উদ্বেগ বাড়িল ॥
অকাতরে কয় অশ্রু বয় ছু নয়নে ।
এমন বালকে লয়ে বধিব কেমনে ॥
কন্দর্পকুমার কিবা কিবা শ্রাম রাম ।
কুমুদবান্ধব কিবা কিবা বাকি কাম ॥
এত বলে ভিদা চোর ঐমনি বিকলে ।
রঞ্জার তনয় তুলে করিলেক কোলে ॥
ভয়ে ভেবে সাত পাঁচ গমন করিল ।
কপাট লাগিল দ্বারে পূর্বে যেন ছিল ॥
হেথা রঞ্জা শূন্য কোলে শিশু না দেখিয়া ।
বাছা বাছা বলে উঠে বিকল হইয়া ॥
রোদন করেন রঞ্জা হইয়া নিমর্ম ।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা যার ধর্ম ॥৫৬॥

কান্দে রঞ্জা তনয় লাগিয়া ।

অভাগিনী মায়ের কোলে শয়ন করিয়াছিলে
কথা গেলে না গেলে বলিয়া ॥
শালে ভর দিয়ে প্রাণ তেয়াগিতে তোমা ধন
দয়া করে দিলে কীর্তিবাস ।
আনন্দে করিব ঘর তোমা লয়ে নিরন্তর
এই মনে ছিল অভিলাষ ॥
গর্ভে ধরে পেলাম ক্রেশে সার্থক না হল্য শেষে
হায় মোর কি ছিল অনীকে ।
ভাবিতে অনল উঠে ক্ষীরভরে স্তন ফাটে
তোমা বিনে দিব কার মুখে ॥
অন্ধক জনের নড়ি কৃপণ জনার কড়ি
তুমি মোর মানিক রতন ।

পরান পুতুলি তুমি তোমা বিনে তিল আমি
 না রাখিব এ ছার জীবন ॥
 এইরূপে রঞ্জাবতী ব্যাকুল হইয়া অতি
 দিবারাত্রি করয়ে রোদন ।
 ওথা ব্রহ্মলোকে বসে ধর্ম শ্রুতনে চিত্তশর্ম
 অকস্মাৎ টলিল আসন ॥
 সন্ধে ছিল বায়ুস্বত দেখে উচাটন চিত্ত
 করপুটে কহেন ভারতী ।
 যে কারণে আজি ভব আসন টলিল তব
 তব তার শুন যুগপতি ॥
 তোমার সাধিতে কর্ম রঞ্জার জঠরে জন্ম
 লেয়াই লভিল গিয়ে তদা ।
 আপনি সকল জ্ঞান তথাপি শ্রুত্থে শুন
 মামা তার দুষ্ট মহামদা ॥
 চক্র করে চোরে কয়ে চুরি করে গেল লয়ে
 কান্দিয়ে বিকল রঞ্জাবতী ।
 ঈশ্বর এতেক বাণী হহুর বদনে শুনি
 চিন্তে হইল অমানস্ত অতি ॥
 বেলভিহা গ্রামে বাস সঙ্গীতের অভিলাষ
 পিতামহ অনন্ত আখ্যান ।
 ভাবিয়া ত্রিদেশনাথ দ্বিজ গদাধরস্বত
 দ্বিজ শ্রীমানিক রস গান ॥৫৭॥

লাউসেনের জন্ম পালা

ইষ্টভাবে উলুক আনন্দ মনে মন ।
 কর্পূর সহিত পান যোগায় তখন ॥
 হাসিলেন ধর্মরাজ হরষ বিভোলে ।
 মুখে হৈতে কর্পূর পড়িল মহীতলে ॥

বিষম ধর্মের মায়া বিধি অগোচর ।
 শিশু তায় হইল্য এক পরম সুন্দর ॥
 শিশু দেখে সুরনাথ সন্তোষ হইল ।
 বায়ুস্থিতে বিবরণ বিশেষ কহিল ॥
 রোদন করিছে রজ্জা রাত্রি দিবাভাগে ।
 শিশু দিয়া শান্ত তারে শান্ত কর আগে ॥
 ল্যায়ুই লইয়া আইস নিরখি নিপ্সরূপ ।
 কলেবরে কেমন হয়েছে কত রূপ ॥
 শুনে এত শিশু লয়ে সমীরণস্থত ।
 মহানন্দে মগ্ননায় হইল উপনীত ॥
 উদ্ধব আখ্যান এক ছিল কর্মকার ।
 বিষ্টি নামে বৈদগ্ধি বনিতা তাহার ॥
 পুরঃ প্রবেশিতে পথে দেখা তার মনে ।
 হেস্তা হেস্তা হৃদয় করে হৃদয়মান ভনে ॥
 মাতৃহীন বালকে বারেক দুগ্ধ দিও ।
 বাচে যদি তোমার হইল তুমি নেও ॥
 এত বলে হৃদয়মান দিয়া তার কোলে ।
 অনিমিষে অন্তর্ধান হইল্য যোগবলে ॥
 এথা ভিদা চোর পার হয়্য ব্রহ্মপুরে ।
 দিবারাত্রি চলে পথে বিলম্ব না করে ॥
 তৃষ্ণায় বিকল হয়্য তারাদীঘি তীরে ।
 ঢাল পেতে শুয়াইল সেনের কুমারে ॥
 সুধাসম সলিল পাইয়া স্থখে থায় ।
 মোহিত হয়েছে মন ধর্মের মায়ায় ॥
 হেনকালে হৃদয়মান শঙ্খচিল বেশে ।
 ঢালে হতে শিশু লয়ে উঠিল আকাশে ॥
 তোয়ে হতে তীরে ভিদা অরিত উঠিয়ে ।
 শোকাবৃত হৈল্য কত শিশু না দেখিয়ে ॥
 চমকিত চিত্র হয়ে চারিপানে চায় ।
 দেখে চেয়ে আতাই শাবকে লয়ে যায় ॥

হরষ বিষাদ হইল ভাবে হেট মুখে ।
 বিরহবেদনা নাকি সতীনের পোকে ॥
 এত বোলে ডিদা চোর চপলে চলিল ।
 গোড় নগরে গিয়ে উপনীত হইল্য ॥
 প্রত্যাষে উঠিয়া পাত্র পরে জামা জোড়া ।
 চাকর নফর সঙ্গে চেপে দিব্য ঘোড়া ॥
 রত্নস করিয়া যায় রাজার দরবার ।
 হেনকালে ডিদা চোর করিল জুহার ॥
 হয়ে হৈতে হয় নেবে হরষ বদন ।
 জিজ্ঞাসিল মহামদ মঙ্গল কখন ॥
 ডিদা কয় অহুকুল ঈশ্বর তোমাকে ।
 চুরি করে লয়ে আসি সেনের বালকে ॥
 তারাদীঘির তীরে তাকে শুয়াইয়া ঢালে ।
 যবে যেয়ে জল খেতে নাবিলাম জলে ॥
 আসিয়ে আতাই এক অন্তরীক্ষে তুলে ।
 রাক্ষসের দেশে তাকে দিলেক লয়ে ফেলে ॥
 পাত্র বলে শত্রু যদি পুণ্যফলে মল্য ।
 আমার ভগিনী রজা আটকুড়ি হৈল ॥
 ওথা হই ল্যায়, ল্যায় লইয়া লঘুগতি ।
 প্রভুর সাক্ষাতে দিয়া করিয়া প্রণতি ॥
 ক্রমিক হইতে সব कहিলেক মর্ম ।
 তনয়ে রজার দেখ্যা তুষ্ট হৈলা ধর্ম ॥
 ব্যস্ত হয়ে বিশ্বপতি বসালেন কোলে ।
 চুখ খান লক্ষ চাঁদবদন মণ্ডলে ॥
 অত্যানন্দে আলাদুলা করে অহুক্ষণ ।
 কপিলার দুগ্ধ কিছু করাল্য ভক্ষণ ॥
 এথা সেন অহমুখে আশ্রয় লাগিয়া ।
 কাতর হইয়া কন কোটালে ডাকিয়া ॥
 কিরূপে নিবৃত্তি হয় রজার রোদন ।
 অবিলম্বে শিশু এক কর্য অন্বেষণ ॥

রাজার হুকুম পেয়ে কোটাল রাজার ।
 শিশু অন্বেষণে গেলা সহর বাজার ॥
 এথা কামারের কান্টা উঠিয়া প্রত্যাষে ।
 গৃহকর্ম কৈল রামা গদগদ আবেশে ॥
 কোলে করে সেই শিশু কুতূহল চিত্তে ।
 দুগ্ধ দেই ঐমনি দাণ্ডায়ে রাজপথে ॥
 সেই পথ দিয়া যায় রাজার কোটাল ।
 কার শিশু কোলে তোর কহিব তৎকাল ॥
 কালিরাত্রে চুরি গেছে রাজার নন্দন ।
 নয়তো সর্বনাশ হবেক এখন ॥
 কামারকামিনী কয় কাতর অন্তরে ।
 দিয়া গেছে এই শিশু এক দ্বিজবরে ॥
 শিশু পেয়ে শীঘ্রগতি সন্তোষ অন্তরে ।
 দিলেক কোটাল লয়ে রাজার দরবারে ॥
 হেরিয়া শিশুকে অতি হরষিত হয়ে ।
 অন্তঃপুরে নৃপতি দিলেক পাঠায়ে ॥
 রঞ্জার দ্বিগুণ আর বাড়িল রোদন ।
 পরের তনয়ে লাগি পাড়াইব মন ॥
 এ তনয় মোর নয় চিনি আমি তারে ।
 ব্রীধর্ম পাছকা তার চিহ্ন ছিল শিরে ॥
 কে করে খণ্ডন মোর কপালের কথা ।
 দিয়ে পুনঃ হরি নিল দারুণ বিধাতা ॥
 ওথাওত বৈকুণ্ঠে জানিয়া নিরঞ্জন ।
 সদাগতি-স্বতে কন স্বরূপ কথন ॥
 লঘু যায় নিরোধিয়া ল্যায়ায়্যা লইয়া ।
 রত্নস রঞ্জার হুতু আইস গিয়া দিয়া ॥
 প্রভুবাক্যে প্রাভঞ্জন পেয়ে মহা প্রীত ।
 শর্বরীতে সেনের সদনে উপনীত ॥
 স্মৃতিকাসদনে রঞ্জা স্মরণায় শুয়ে ।
 নিদ্রা যায় নিতম্বিনী নিমর্ম হইয়ে ॥

হুমান হরষিত হয়ে হেনকালে ।
 শুয়াইয়া ল্যায়াইয়ে রাখিল। তার কোলে ॥
 আনকহুন্ডুতি যেন নন্দালয়ে আইলা ।
 যশোদার কোলে যথা কৃষ্ণকে রাখিল ॥
 সেইমত হুমান তিরোধান হলে ।
 জাগিয়ে যুগল শিশু যুবতী দেখিলে ॥
 অশ্বিনীআত্মজ যেন দেখি ছই জনে ।
 শ্রীরাম লক্ষ্মণ কিবা ভরত শক্রয়ে ॥
 প্রভাতে পদ্মিনী ছই পুত্র করে কোলে ।
 চুপ খায় লক্ষ চাঁদ বদন মণ্ডলে ॥
 পুলকে পুরিল তহু সীমা নাই স্থখে ।
 ছই স্তন দিল বামা দোহাকার মুখে ॥
 এক পুত্র লেগে আমি তেজেছিলাম প্রাণ ।
 দয়া কর্যা ছই পুত্র দিলা ভগবান ॥
 আনন্দিতা রঞ্জা পেয়া যুগল নন্দন ।
 সমভাব করে সদা করয়ে পালন ॥
 জনকনন্দিনী যেন পেয়ে লবকুশে ।
 আনন্দে বঞ্চিল সদা বাল্মীকির বাসে ॥
 সেইমত সীমন্তিনী স্মৃত ছই লয়ে ।
 বিলাপ করেন সদা বিধুমুখ চেয়ে ॥
 পাঁচদিনে পুরজনে আমন্ত্রিয়া আনি ।
 ঘট। করে নত্ব। কৈল্য সেই নৃপমণি ॥
 দণ্ডধর দেহজের দীর্ঘায়ু কারণে ।
 স্মৃতিকাসদনে ষষ্ঠী পূজে ষষ্ঠ দিনে ॥
 একুশ দিবসে পুন রঞ্জাবতী রঞ্জে ।
 অরণ্যষষ্ঠীকে পূজে পুরনারী সঙ্গে ॥
 থৈ দৈ নৈবিড়্য অপর উপচার ।
 শঙ্খ ঘণ্ট। ঘন বাজে জয় জয়কার ॥
 দিনে দিনে রস কত বাড়ে দোহাকার ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্ম সখা যার ॥৫৮॥

এক দুই তিন চারি পাঁচ মাস গেল ।
 ষষ্ঠ মাসে সূদিনে শিশুকে অন্ন দিল ॥
 আম্রশে অবনিপতি আনন্দে আশ্রজে ।
 অঙ্গে দিল আভরণ যেখানে যেসাজে ॥
 শ্রবণে কুণ্ডল দিল চরণে নৃপুং ।
 বাছিয়া থুইল নাম লাউসেন কর্পূর ॥
 নয় দশ মাস যবে বয়স হইল ।
 হামাগুড়ি দিয়া করে আঙ্গিনায় খেলা ॥
 ধর ধর করিয়া সেন ধরি করে আইসে ।
 হেস্তা হেস্তা জননীর কোলে গিয়া বৈসে ॥
 শঠ হয় কর্পূর সকল দুঃখ খায় ।
 তা দেখিয়া লাউসেন কেন্দ্রে মোহ যায় ॥
 রজা বলে আইস মোর বাপের ঠাকুর ।
 তুমি দুঃখ খাও তবে খাবেক কর্পূর ॥
 কেঁচু নাই আজি রে আকাশে আড়্যা ফাঁদ ।
 জনকে তোমার কয়্যা ধরে দিব চাঁদ ॥
 হেদে হেদে হেদে গুরে হাপুতির বাছা ।
 দেখ না কর্পূর দুঃখ খায় নাই মিছা ॥
 প্রবোধ করিল কয়ে প্রবোধ বচন ।
 দৌহাকার মুখে রামা দিল দুই স্তন ॥
 দূরে গেল ক্রন্দন দুজনে দুঃখ খায় ।
 কোলে বসে কত বন্দে চরণ নাচায় ।
 দৌহাকার রঙ্গ দেখে দৌহে রাজা রানী ।
 সূতের সায়রে ভাসে দিবস রজনী ॥
 এইরূপে একাক্ষ হইল প্রায় পূর্ণ ।
 দিনে দিনে রস কত বাড়ে ভিন্ন ভিন্ন ॥
 আধ আধ কহে বাক্য চলে মন্দ মন্দ ।
 দেখে রজা সেনের হতেছে মহানন্দ ॥
 নৃপ বলে নাচ নাচ নাচ বাপধন ।
 ঘাগর ঘুঘুর বাজে শুনিলা কেমন ॥

শুনিয়া পিতার বাক্য অঙ্গভঙ্গী করে ।
 বদন করিয়া হেঁট নাচে ফিরে ঘুরে ॥
 নন্দের ভবনে যেন কানাই বলাই ।
 সেইমত সেনের ভবনে ছুটি ভাই ॥
 বিভোল হইয়া রজা দেই করতালি ।
 এতদিনে ঘুচিল মুখের চূণকালি ॥
 নাচ রে বাছাধন নাচ রে যাদব ।
 ক্ষুদা পেলে ক্ষীর রেখেছি খায়াব ॥
 তোমাদিগে পান্ন পূর্ব তপস্কার ফলে ।
 জনম সফল হও আইশ্র করি কোলে ॥
 শুনিয়া মায়ের বাক্য তেজে দৌহে খেলা ।
 ছুটে গিয়া মা বলিয়া ছেদে ধরে গলা ॥
 কোলে করি রজাবতী ঐমনি আনন্দে ।
 কত শত চুদ খায় বদনারবিন্দে ॥
 এইরূপে গেল প্রায় দুই তিন বৎসর ।
 বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা পরাংপর ॥৫৯॥

পঞ্চম বৎসর যবে হইল বয়স ।
 বিচারন্তে উক্ত কৈল্য অপূর্ব দিবস ॥
 নিবাস নগরে নরোত্তম নামধেয় ।
 সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত সকলের পূজনীয় ॥
 সমাদরে সেন তারে সদনে আনিয়া ।
 সমর্পিল স্তূতযুগ্মে সবিনয় কয়া ॥
 নরোত্তম নিত্য ডিয়য়ে নিবিষ্টতা বড়ি ।
 আরম্ভ করাল্য বিদ্যা হাতে দিয়া খড়ি ॥
 অকারাদি ক্ষকারান্ত যে যে বর্ণগুলি ।
 ক্রমিক হইতে ভূমে লেখাইল সকলি ॥
 বরপুত্র ধর্মের ধীষণাবান্ হয় ।
 অনায়াসে দিন দশে বর্ণপরিচয় ॥

ব্যাকরণ প্রথমে পড়িল নানামত ।
 পাণিনি কলাপ ভাষ্য কোষ কতশত ॥
 অষ্টদিন আমূলক পড়া অভিজ্ঞান ।
 দৃঢ় হৈল্য দৌহাকার দিব্যাস্তরজ্ঞান ॥
 অবশেষে পড়িলেন সাহিত্য সকল ।
 মুরারি ভারবি ভট্ট নৈষধ পিঙ্গল ॥
 কালিদাসকৃত কাব্য অগ্ন্য কাব্য কত ।
 অলঙ্কার জ্যোতিষ আগম তর্কশাস্ত্র ॥
 ছন্দশাস্ত্র পুরাণ পড়িল তার পরে ।
 উত্তম হইল বিদ্যা নয় দশ বৎসরে ॥
 বাকি নাই শাস্ত্র কিছু সকল পড়িলা ।
 সেই কথা নরোত্তম সকল কহিলা ॥
 মল্লবিদ্যা দৌহাকার করায় অভ্যাস ।
 ভাল হয় ভূপতি আমার শুন ভাষ ॥
 নানা ধন নরোত্তমে নৃপতি দিলেন ।
 স্থখী হয়ে শুভ করে সদনে গেলেন ॥
 দ্বিজ শ্রীমানিক গীত করিল রচন ।
 সমাপ্ত হইল পালা শুন বন্ধুজন ॥
 পূর্ণ করে হরিশ্চন্দ্র কর একবার ।
 তরিতে তরণী বিনা তুমি সুসংসার ॥৬০॥

লাউসেনের জন্মপালা সমাপ্ত ॥

[তৃতীয় পালা সমাপ্ত]

[চতুর্থ পালা]

আখড়া পালা

সেনের হইল ইচ্ছা শিখিতে স্মরণ ।
কল্যাণ কামারে ডেকে কহেন তখন ॥
পূর্বের আখড়া ঘর হয়্যাছে প্রাচীন ।
লঘু যায়্যা লঘু কর নির্মাণ নোতন ॥
শুনিয়া সেনের কথা সত্ত্বর কল্যাণ ।
অপূর্ব আখড়া ঘর করিল নির্মাণ ॥
সন্নিধানে প্রাঙ্গণে পুত্তিল মালকাট ।
ছপাশে ছসর রাখে দিব্য করে ঠাট ॥
আখড়া নির্মাণ সুখী কর্ণসেন রায় ।
পুরস্কারে কর্মকারে করিল বিদায় ॥
মনে চিন্তে মহীপতি মল্ল পাব কোথা ।
হেনকালে হরিদাস মণ্ডল এল তথা ॥
ভাবিত দেখিয়া ভূপে ভাবে হরিদাস ।
কি কারণে কহ সত্য কাশ্যপীর ঈশ ॥
সেন কন শুন ভাই হরিদাস মণ্ডল ।
মল্ল হেতু মোরে চিন্তা পাব কোথা বল ॥
হেঁটমুখে ভেবে চিন্তে হরিদাস কয় ।
মণিপুরে মল্ল ছিল মনোনীত নয় ॥
মল্ল সারেঙধর আছে গোউড় নগরে ।
শুনেছি যে হাজার হাতির তেজ ধরে ॥
পত্র লেখে পৃথ্বীপতি পাঠাইয়া লোকে ।
আরজ আমার রাখ আনায়ে তাহাকে ॥
সেন কন সেকথা সম্প্রতি রাখ হাতে ।
বিলম্বে সে বিস্তর হবেক বাতায়াতে ॥
হয়্যা ছুসুখি হরিদাস মণ্ডল গেলা ঘর ।
মল্ল হেতু নিরবধি ভাবে নৃপবর ॥

কৈলাসে জানিলা ধর্ম সেনের আরতি ।
 চিন্তে হৈল চিন্তাচয় চলাচল অতি ॥
 উল্লুক কহেন ডেকে প্রভু আদি কর্তা ।
 কি কারণে কর ভাব্য কহ সত্য বার্তা ॥
 অনাদি কহেন তবে বাছা রে উল্লুক ।
 হের আশ্রা শুন হলা যে কারণে দুঃখ ॥
 সেবক আমার হয় সেনের নন্দন ।
 সপদি করিতে চায় স্বরণ সাধন ॥
 মল্লহেতু মহীপতি মনে চিন্তা করে ।
 নিষ্ঠাস্ত লপিত কয় পাঠাইব কারে ॥
 পূজার প্রকাশ মোর হবেক তা হতো ।
 এত শুনি উল্লুক কহেন জোড়হাথে ॥
 হুমান হতো বীর নাহি হেন জন ।
 পাঠায় আপনি তাঁকে করিয়া যতন ॥
 শুনে উল্লুকের বাক্য স্থখী নিরঞ্জন ।
 হুমান পাঠাইল কয়ে বিবরণ ॥
 আশুগজ আশু পায়্যা অনাদিআদেশ ।
 ব্যানন্দে ধরিল বীর বুড়া মল্লবেশ ॥
 নেড়া মাথা লম্বা দাড়ি নাহিক দশন ।
 পৃষ্ঠেতে প্রলয় কুজ পুড়া এক যেন ॥
 গলায় গুঞ্জার মালা গায়ে রাঙা ধুলা ।
 বাহুগে বাজুবন্দ বিশাপের বালা ॥
 কঁাকালে জিঁজিঁর শিরে সোনার টোপর ।
 ছুটা চক্ষু রক্তবর্ণ মূর্তি ভয়ঙ্কর ॥
 পায়ের অঙ্গুষ্ঠ বঁকা করে মেলাপাড়া ।
 স্বরণে কাছাড়া খেয়ে সর্বাঙ্গেতে কড়া ॥
 রামঃ রামঃ সীতারাম সদাই শরণ ।
 সেনের সদনে এসে দিল দরশন ॥ অত্র ভনিতা ॥৬১॥

মল্ল দেখে মহাস্বামী ময়নার পতি ।
 বসিতে আসন দিয়া জিজ্ঞাসেন ভারতী ॥
 কার পুত্র কি নাম নিবাস কোন দেশে ।
 শুভ্রা এত শংসন খসনহুত ভাষে ॥
 জনক আমার হন জগতের প্রাণ ।
 অযোধ্যা নগরে বাস রামদাস নাম ॥
 স্মরণসাধনে আমি স্থনিপুণ বড়ি ।
 এই দেখে ঐ কর্মে পাকাইলাম দাড়ি ॥
 শিষ্টের নাইক সংখ্যে শিখেছে অনেকে ।
 স্বৈচ্ছা হয় শিখাইব তোমার বালকে ॥
 শুনে রাজা কর্ণসেন রানী রঞ্জাবতী ।
 দৌহাকার অসীমা আনন্দ হলা অতি ॥
 অবিলম্বে আনিয়া কপূর লাগসেনে ।
 প্রণাম করাল্যা মল্ল গুরুর চরণে ॥
 বৃদ্ধা মল্ল দেখে লাউসেন মনে ভাবে ।
 স্মরণসাধন শিক্ষা অ্যা হতে কি হবে ॥
 এক চড়ে এখনি ঘুরাতে পারি ঠায় ।
 এত বল্যা লাউসেন মল্লপানে চায় ॥
 তা শুনিয়া হুহুমান্ কোপে কম্পবান্ ।
 নয়ন যুগল হলা জলন বয়ান ॥
 কড়মড় করে দস্ত ছড়কার ছাড়ে ।
 অনন্তের সহিত অবনী খান লড়ে ॥
 ঘোল সাদ্রের পাথর এক খান ছিল পড়ে ।
 বদরি সমান তুলে বামবাহু নেড়ে ॥
 মৃত তুল্য মুটকীয়ে করে তাকে গুঁড়া ।
 কপূর কহেন দাদা ভাল বটে বৃদ্ধা ॥
 তা দেখিয়া লাউসেন কয় পেয়ে ভয় ।
 তুমি মোর মল্লগুরু হলে মহাশয় ॥
 স্বামী হয়ে রঞ্জারানী লয়ে দুই স্ত্রীতে ।
 সমর্পিয়ে দিলেক মল্লের হাতে হাতে ॥

আতি করে আশ্রয়ে মোর শিখাবে স্মরণ ।
 রোজ করে দিব কড়ি পঞ্চাশ কাহন ॥
 উপকাজ্যের উত্তরে আখড়া ঘর যথা ।
 লাউসেন কপূর সঙ্গে মল্ল গেল তথা ॥ অত্র ভনিতা ॥৬২॥

গুরুর চরণে করে প্রণতি প্রচুর ।
 তবে করে মল্লবেশ লাউসেন কপূর ॥
 গায়ে মাথে রাঁগা ধূলা পরে বীরধটা ।
 বন্ধ করি তেহেরি জিজিরে বান্ধে কটা ॥
 টোপর পরিল শিরে কনকরচিত ।
 গলায় মোহনমালা মানিক সহিত ॥
 পুরট পদক ছলে পুষণের প্রায় ।
 ধর্মের পাছুকা ছুটি লেখা আছে তায় ॥
 স্মরণ সাধন করে সেনের নন্দন ।
 প্রথমে করিল শিক্ষা খাসের হরণ ॥
 তারপর তরসিয়ে লয়ে ঢাল খাড়া ।
 ক্রমে ক্রমে শিখিল সকল মেলাপাড়া ॥
 সত্য সত্য সত পেলে একেক নিশ্বাসে ।
 মানকাট ধরিতে শিখিল সর্বশেষে ॥
 বরপুত্র ধর্মের বলের নাই সীমা ।
 ত্রিভুবনে কেহ নাই কি দিব উপমা ॥
 কসরতে করে কত উঠে বসে ঠায় ।
 শত হাথ পাঁচির ফলঙ্গে ফেঁদে যায় ॥
 বাহু কসাকসি করে বুকে ভাঙ্গে বেল ।
 মুটা করে সরিষা নিঙ্গুড়ে মাথে তেল ॥
 শূণ্যমার্গে তরয়ার ফেলে দিই ফিকে ।
 অন্তরীক্ষে উঠে তার মুটে ধরে তেকে ॥
 পতঙ্গ সমান শূণ্যে দেয় উড়া পাক ।
 চক্ষু ছুটা ঘুরায় যেন কুমারের চাক ॥

প্রমোদে পুরিল তহু রসে হলা পূর্ণ ।
 লোহের বাটুল তপে কর্যা ফেলে চূর্ণ ॥
 তবে করে মল্লযুদ্ধ মল্লের সহিতে ।
 কসাকসি কতক্ষণ বাহতে বাহতে ॥
 ফেলাফেলি ঠেলাঠেলি উলটি পালটি ।
 একুশ হাত উঠে কেঁপে আখড়ার মাটি ॥
 হড়াহড়ি বারদও বাহ কসাকসি ।
 পায় পায় প্রহরণ মাথায় চুঁসাচুঁসি ॥
 কাশ্মপী একস্বরে কছাড় খায় ।
 মহাশব্দে মাটি ফেটে গর্ত হয়ে যায় ॥
 সাতদিনে সকল স্মরণ হইল শিক্ষা ।
 মল্লগুরু বিদায় হইতে চায় দেখ্যা ॥
 লাউসেন কর্পূর বিকল হইল কেঁদে ।
 দুটি ভাই ধরে তার দুচরণ ছেদে ॥
 বিনয় করিয়া বলে বিনয় ব্যবহার ।
 তোমার সমান গুরু পাব নাই আর ॥
 দয়া করে দিন কতক থাক এইস্থানে ।
 শিখিব অপর কিছু সাদ আছে মনে ॥
 বলিতে কহিতে কথা ব্যস্ত হয়্যা শোকে ।
 ধৈয়ে গিয়ে কর্পূর কহিল জননীকে ॥ অত্র ভনিতা ॥৬৩॥

শুনে রঞ্জা শোকযুতা স্তনের বচনে ।
 মল্লের সাক্ষাতে আইল বিষণ্ণবদনে ॥
 বিনয় করিয়া বলে বস্ত্র বাসদেব ।
 দিবস কতক থাক বিদায় করিব ॥
 অভাব আমার কিছু নাহিক ভাঙারে ।
 ধন দিয়ে ধনাদিক করিব তোমায়ে ॥
 কথা শুনে হেসে হেসে কয় কপিরাজ ।
 রাম নামে উদাসীন ধনে নাই কাজ ॥

বাস ছাড়া বহুদিন অতএব যাব ।
 অচিরাৎ অপসরে আবার আসিব ॥
 প্রণাম করিল কেঁদে লাউসেন কর্পূর ।
 আশিস করিলা শত্রু যাগু বলিপুর ॥
 এত বলে অন্তর্ধান হয়ে অনিমিষে ।
 হরষিত হনুমান গেলেন কৈলাসে ॥
 আশ্রিতবে অনাদি আনন্দে চিন্তে বসে ।
 পুটপাণি প্রাভঙ্গনি প্রণমিল এসে ॥
 শ্মিত মুখে শ্বসনস্থতাকে সনাতন ।
 জিজ্ঞাসেন যত্ন করে যতেক কখন ॥
 হনুমান হেসে কন হে হে মায়াধর ।
 তোমার আদেশে গেলাম ময়নানগর ॥
 কি কহিব এক মুখে শোভা ময়নার ।
 কিবা কাঙ্ক্ষী কান্তি কাশী বৈকুণ্ঠ তোমার ॥
 ধনের ঈশ্বর রাজা ধনজের প্রায় ।
 রাশি রাশি রত্ন কত ঝাট নাই যায় ॥
 গত মাত্রে আমার সহিত হল্য দেখা ।
 ভব্যরতি ভূপতি ভক্তির নাই লেখা ॥
 পরিচয় পেয়ে হয়ে হরিষ অন্তরে ।
 প্রণাম করিল এসে লাউসেন কর্পূরে ॥
 সমর্পিয়ে দিলেক আমার হাথে হাথে ।
 শিখ্যা রামশ্রবণ সকল দিন সাথে ॥
 অনাদি এতেক শুনে অনিলজমুখে ।
 সন্তোষ হইলা বড় সীমা নাই স্থখে ॥
 হেথা রজা অবগতি আইল অন্তঃপুরে ।
 লাউসেন কর্পূর রহে আখড়ার নিয়ড়ে ॥
 হেনকালে সেন আইলে শ্রবণ দেখিতে ।
 সুখী হয়্যা সাধিতে কহেন দুই স্থতে ॥
 পিতার পাইয়া আজ্ঞা দুহে হয়ে প্রাক্ষর ।
 আরস্তিল ঐমনি আনন্দে মগ্নযুদ্ধ ॥ অত্র ভনিতা ॥৬৪॥

প্রথমত দুইজনে পশিয়া স্বরণে
 প্রকোপে ঘন দেয় লক্ষ ।
 ধরাধর অনন্ত অবধি যাবন্ত
 সকলে হইল কম্প ॥
 ঠেলাঠেলি সঘনে গভীর গর্জনে
 যেমন যুথপতি যুথ ।
 কনাকসি বাহতে করিয়া মহীতে
 ঐস্থলে পড়ে যুগ ভ্রাত ॥
 ছহকার হাঁকারে আসননিকরে
 ময়না করে টলটল ।
 উলটিয়া কর্পূর লাউসেন উপর
 প্রহারিল নির্ঘাত কিল ॥
 উলটিয়া সত্বরে ধরিল কর্পূরে
 লাউসেন হইয়া ক্রুদ্ধ ।
 ছড়াছড়ি ছটপাট ভাঙ্গিল মানকাট
 হইল ঘোরতর যুদ্ধ ॥
 লাউসেন যেমনি কর্পূর তেমনি
 ছুঁহে হয় অতি বলবন্ত ।
 মেঘসম গর্জি উঠিল তর্জি
 ক্রোধ হইল কৃতান্ত ॥
 মার্মার নিশ্বনে কর্পূর লাউসেনে
 ধরে গিয়ে রোষে হয়ে পূর্ণ ।
 দেখিয়া কর্ণসেন কহিয়া সুবচন
 নবারণ করিল তূর্ণ ॥
 বেলডিহা নিবাস স্মরি সদা ব্যাক্রোশ
 অনাদি পদারবিন্দ ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক রচিল রসিক
 রসোদয় স্বেচ্ছন্দ ॥৬৫॥

সুখী হলে সেন এলে সদনে সত্বরে ।
 লাউসেন কর্পূর রহে আখড়া আগারে ॥
 কর্পূর কহেন দাদা কর অবধান ।
 অল্পকালে উত্তম হইলে জ্ঞানবান ॥
 মোর বাক্য মন দিয়ে শুন মহামতি ।
 গোড়ে চল গোড়ের ভেটিতে গোড়পতি ॥
 মহাপাত্র মামা তায় মায়ের অগ্রজ ।
 পরিচয় দিয়ে তার করাব সুখজ ॥
 ভাব করে ভাল মতে ভূপতির সনে ।
 চাকরি লইব চল চিত্র যদি মানে ॥
 বার ভূঞে বার আছে আর মল্লমান্ ।
 সভাকার কাছে মোরা হইব প্রধান ॥
 রাজার দরবারে গুণ করিব জাহির ।
 ন লাক টাকার ময়না করিব জাইগির ॥
 আর যে মাহিনা পাব নগদ ইরসাল ।
 দেশে এসে দিব তায় দেউল জাঙ্গাল ॥
 লাউসেন কয় ভাই সত্য তাই বটে ।
 বিদাই হই গিয়ে চল বাপার নিকটে ॥
 এত বলি ঐমনি আনন্দ দুটি ভেয়ে ।
 প্রণাম করিল এসে জনকের পায়ে ॥
 স্মিতমুখ সমুখে দাণ্ডাল দুটি জন ।
 দশরথ কাছে যেন শ্রীরাম লক্ষণ ॥
 বিদায় হইয়া বাপা তোমার গোচরে ।
 গোড়ে যাব গোড়ের ভেটিতে গোড়েশ্বরে ॥
 সেন কন ওকথা আমাকে কয় নাগ্রি ।
 যাবে যদি যায় তব জননীর ঠাগ্রি ॥
 প্রভুকে পুঙ্খিয়ে প্রাণ তেজে শালে ভরে ।
 পেয়েছি কঠোর করে তোমা হুঁহাকারে ॥
 কেবল তোমরা তার প্রাণধন হয় ।
 সে যতপি বলে যেতে তবে যেতে পায় ॥

এতেক শুনিযে হুঁহে চিন্তা কৈল চিন্তে ।
 জননী সে না দিবেন অনুমতি যেতে ॥
 শ্রবণে কলুষ হরে কলি করে ভর ।
 হুমন করিলে হয় দুর্গতি বিস্তর ॥
 আশ্বিনে অধিকে পূজা অষ্টলোকে করে ।
 গঙ্গাজল বিবদল নানা উপচারে ॥
 কেহ বা প্রতিমা করে কেহ আনে পট ।
 গরিব কাঞ্চাল যারা তারা আনে ঘট ॥
 হলাহলি সুখোদয় সভাকার ঘরে ।
 ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বেড়ে চণ্ডীপাঠ করে ॥
 শঙ্খ ঘণ্টা সূনাদিতে বাজে অনিবার ।
 জগৎসংসার জুড়ে জয় জয়কার ॥
 থমক থঞ্জরি বাজে ঝঝরি নিসান ।
 মেঘাদি মহিষ কেটে দেয় বলিদান ॥
 কেহ বা করে নৃত্য কেহ করে গীত ।
 প্রদক্ষিণ করে কেহ পুলকে পূর্ণিত ॥
 চন্দনে চর্চিত করে শ্রীকলের দলে ।
 কেহ কেহ দেয় মায়ের চরণকমলে ॥
 কুতাজলি হয়ে কেহ কেহ মাগে বর ।
 কেহ কেহ বলে জয় ভবানীশঙ্কর ॥
 এইরূপে অর্চনা করয়ে অজ্ঞলোকে ।
 কাত্যায়নী কৈলাসে কহেন কপদীকে ॥
 বিষম ধর্মের মায়া বোঝনে না যায় ।
 দীনহীন দ্বিজ শ্রীমানিক রস গায় ॥৬৬॥

করপুটে কুন্তিবাসে কহেন অদ্বিজা ।
 অজ্ঞলোকে অকালে আমার করে পূজা ॥
 বাহা বড় হয়েচে বিমূঢ়্যে বলি তাই ।
 প্রভুর পাইলে আজ্ঞা পূজা নিতে যাই ॥

কে কেমন করে পূজা কার কত ভক্তি ।
 বর দিয়ে আমি গিয়ে করে আশাপূর্তি ॥
 ঈশ্বর এতেক শুনে ঈশ্বরীর মুখে ।
 মরমে পশিল শোক মগ্ন হইলা দুখে ॥
 চাহিয়া রহিল চিত্রপুত্তলির পারা ।
 কহেন তোমার বড় বিপরীত ধারা ॥
 বুড়া লোকে বাসে রেখে বিশ্ব চায় যেতে ।
 ক্ষুধা পেলে ক্ষেমঙ্করী কে দিবেক খেতে ॥
 অবশ হয়েচে অন্ধ যেতে নারি উঠে ।
 সন্ধ্যাকালে সিদ্ধিগুলি কে দিবেক বেটে ॥
 বাঁচি নাই না দেখিলে বদন তোমার ।
 কথা যাবে কৈলাস করিয়ে অন্ধকার ॥
 পার্বতী বলেন প্রভু প্রণিপাত হই ।
 তিলার্ধ তোমার আমি তহু ছাড়া নই ॥
 আসিব তৎকাল আজ্ঞা দেহ না মোরে যেতে ।
 দিন দুই দেখা শুনা নেয়নের সাথে ॥
 অঙ্গিকার আতি দেখে কহেন ঈশান ।
 যাবে যদি যায় রেখে জয়খড়া থান ॥
 এবে শঙ্করের সম্ভাবনা নাই ।
 শুভাদি সকল ধনসেবকের ঠাঞি ॥
 আপুনি ভিকারি ভূচি ভাদ্র নাই ঘরে ।
 ভিক্ষা মেগে জন্ম গেল জগতের তরে ॥
 ভক্তের ভক্তিয়ে ভুলে দিয়ে এস যদি ।
 বিপাক হবেক বড় বাড়িব উপাধি ॥
 অশ্বরের উৎপাত হবেক অতিশয় ।
 হৈমবতী হেসে কন এও নাকি হয় ॥
 ঈশ্বরের অস্তিকে বিদায় এত বলে ।
 পদ্মা সঙ্গে স্বরমাতা স্বরপুরে আইলে ॥
 স্বরপুরে ঘরে ঘরে সেবা করি সভে ।
 গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ দিয়ে ভক্তিভাবে ॥

কেহ দেয় কনকচাঁপার গাঁথে মালা ।
 কেহ দেয় চন্দ্রনাড়ু চিনি চাঁপাকলা ॥
 কেহ বা লইয়ে জবা পদ্ম শতদল ।
 পুঞ্জিল মায়ের দুটি চরণকমল ॥
 তুষ্ট হয়ে তুর্ণ তুষে তা সভার মন ।
 ইন্দের আলয়ে এসে দিলা দরশন ॥ অত্র ভনিতা ॥৬৭॥

বৃহস্পতি চণ্ডীপাঠ করেন সুনাদে ।
 তৃতীয় মাহাত্ম্য শেষ মহিষাসুর বধে ॥
 সম্মুখে উঠিয়ে শক্র সজল নয়নে ।
 ঐমনি পড়িলা মায়ে অন্বেষ চরণে ॥
 শচীকে সত্বর কয়ে স্বাসিত জলে ।
 প্রক্ষালন করাইলা পদাঙ্গুয়ুগলে ॥
 বসায় বিচিত্রাসনে বেদির উপর ।
 বিরজা বিভোল হয়ে চুলায় চামর ॥
 পুলকে পূর্ণিত তনু প্রেমে গদগদ ।
 ঘোড়শোপচার দিয়ে সেবা কৈল পদ ॥
 শক্র কয় শুভোদয় সেবকের ঘরে ।
 জননী এসেচে পূজা দেখিবার তরে ॥
 ইন্দ্রাণী আনন্দে আনিলা কনক চিকণী ।
 আঁচুড়ে চাঁচর চুলে বেঁধে দিল বেণী ॥
 স্নান করিয়া দিল সিন্দূর কপালে ।
 চন্দনের বিন্দু তায় ইন্দু হেন জলে ॥
 অবিচার অজ্ঞান খণ্ডন আঁথে দিল ।
 বহুমূল্য বিচিত্র বসন পরাইল ॥
 সোনার মোটুকু দিল শোভন মাথায় ।
 পুরট নপুর দুটি পরাইল পায় ॥
 গাঁথিয়ে গলায় দিলা পারিজাত মালা ।
 চামীকর চন্দ্রহার চুনি মণি পলা ॥

প্রদক্ষিণে প্রণিপাত হৈল পুরন্দর ।
 শঙ্করী সন্তুষ্টা হয়ে শীঘ্র দিলা বর ॥
 চঞ্চল চরণে হৈল চণ্ডীর গমন ।
 বলির সদনে এসে দিলা দরশন ॥
 বলি বড় বৈষ্টব বিবিধ আয়োজনে ।
 অর্চিলা উমার পদ ঐকান্তিক মনে ॥
 পাণ্ড অর্ঘ্য আদি করে নানা উপচার ।
 হার্টক সহিত দিল ফণিমণিহার ॥
 তথা হইতে ত্রিপুরা অরিত তুষ্ট মনে ।
 ব্রহ্মলোকে আইলা মাতা ব্রহ্মার ভবনে ॥
 প্রজাপতি পরিপূর্ণ করে আয়োজন ।
 প্রেমানন্দে পাণ্ড দিয়া পূজিলা চরণ ॥
 আর আর উপচার দিয়ে একে একে ।
 শিবানী সন্তুষ্টা হয়ে আইলা শিবলোকে ॥
 আপনি পূজিলা হর হরষিত হয়ে ।
 ষড়ানন গণেশ পূজিলা জয় দিয়ে ॥
 তথা হৈতে বিদায় হইয়া তারপর ।
 অত্যানন্দে আবেশে আইলেন বাপঘর ॥
 পর্বতো পূজিলা দিয়া পুরটের ফুল ।
 মেনকা করিয়া পূজা উচ্চারিয়া মূল ॥
 দৃঢ়ভক্তি মা বাপের দেখি কুতূহলে ।
 বিদায় হইয়া চণ্ডী আইলা বিদ্যাচলে ॥
 বিদ্যাচলে বার দণ্ড বিলম্ব হইল ।
 ছাগল মাইস মেষ অনেক পরিল ॥
 কামরূপে কাত্যায়নী কতক্ষণ থেকে ।
 ভ্রমিলেন ভক্তের ভবনে পূজা দেখে ॥
 হেরে পূজা হৈমবতী হরিষ অন্তরে ।
 কালীঘাটে আইলে [ন] বেলা দ্বিতীয় প্রহরে ॥
 গন্ধাজল বিবদল অর্গোর চন্দন ।
 দিয়ে দুটা চরণ পূজিল দ্বিজগণ ॥

শঙ্খ ঘণ্টা ঘন ঘোর বাজে বীণা মানি ।
 সতে বলে জয় জয় শঙ্কর ভবানী ॥
 এইরূপে সিদ্ধস্থান সকল অমিল ।
 অবশেষে ময়না উপনীত হইল ॥ অত্র ভনিতা ॥৬৮॥

মহানন্দে মহোৎসব ময়না নগরে ।
 ধরাপাল আদি সবে ধর্মসেবা করে ॥
 ধবল আলাম উড়ে ধবল পতাকা ।
 ধবল বর্ণের ঘর ধবল বেদিকা ॥
 ধবল নিশান খাট ধবল পতাণ্ড ।
 জর্ জর্ করিয়া জলে ধুনাচুর দণ্ড ॥
 ঢাক ঢোল ঢেমচা সঘনে বাজে ঢের ।
 পণ্ডিত পড়িছে বেদ দুয়ারে ধর্মের ॥
 এইরূপ অধিকা অন্তরে হইতে দেখে ।
 কোপ্ মনে কহেন পদ্মাকে কিছু ডেকে ॥
 জগৎজননী হই জগতের আত্মা ।
 প্রকৃতি প্রধান আমি আমি মহাবিজ্ঞা ॥
 সুর নর সকলে আমার করে সেবা ।
 শাক্ত শৈব বৈষ্ণব বালক বৃদ্ধ যুবা ॥
 বিবিধোপচারে পূজে বিবুধের রাজা ।
 কি হেতু এখানে মোর করে নাই পূজা ॥
 পদ্মা কন শুন মাগো পর্বতের ঝি ।
 না করুক পূজা তার মনঃকথা কি ॥
 তবে যদি জিজ্ঞাসিলে কহি শুন ক্রমে ।
 কি হেতু তোমার পূজা নাঞি এই গ্রামে ॥
 লাউসেন নামে কর্ণসেনের নন্দন ।
 ধর্ম বিনে জানে নাই ধর্মে আছে মন ॥
 বরপুত্র ধর্মের ধার্মিক বুদ্ধিবান ।
 সেবে নাই অগ্নি দেবে স্মরে নাই নাম ॥

ধর্মসেবা করে খায় ধর্মের প্রসাদ ।
 ধর্মনাম অপে তিল আধ নাই বাদ ॥
 শুনিয়া পদ্মার মুখে সমুদয় বাণী ।
 ঈষদাশ্র বদনে বলেন কাত্যায়নী ॥
 দেখিব কেমন বটে ধর্মের কিঙ্কর ।
 চল পদ্মা চপল করিয়া তার ঘর ॥
 মোহিব তাহার মন মোহিনীর বেশে ।
 কহিব রসের কথা অশেষ বিশেষে ॥
 যদি চায় ভুল্যা ভাবে না চিনে আমাকে ।
 এই খড়্গে কর্যা তবে কাটিব তাহাকে ॥
 যদি চিনে সত্য হয় ধর্মের কিঙ্কর ।
 তুষ্ট হয়্যা তবে তাকে দিয়া যাব বর ॥
 এত বল্যা সর্লজয়া সুসম্প্রীত মনে ।
 বিশেষে করেন বেশ বিস্তর যতনে ॥ অত্র ভনিতা ॥৬২॥

বিধমূলে শঙ্করীকে বনায়ে কিঙ্করী ।
 করে দিল কমনীয় কুন্তলে কবরী ॥
 উসর সে ঈষৎ বক্রিম রাখে বামে ।
 মণ্ডিত করিল তায় মল্লিকার দামে ॥
 তরুলতা জাতি জুতি আর কনকচাঁপা ।
 ঝলমল করে পৃষ্ঠে ছলে হৈমবীপা ॥
 অলকা অলিকে দিল অরুণের ছটা ।
 মাজিল সুন্দর তায় সিন্দূরের ফটা ॥
 চন্দনের বিন্দু জেন ইন্দু সমদ্রত ।
 বা নাকে বেশর আর ডানি নাকে নত ॥
 কর্ণমূলে কুণ্ডল কেমন পেল শোভা ।
 ইন্দুকে বেড়িয়া যেন উড়ুকুল আভা ॥
 কঙ্কলে করিল আলো কুরদনয়ন ।
 কাদম্বিনী কান্তি কাল মেঘের কোলে যেন ॥



গলায় গঠিল যেন গজমতি হার ।
 তরুণ তিমিরে যেন তড়িলতাকার ॥
 ভূজে ভাল সাজিল ভূষণ নানাভাতি ।
 করক সমান কুচে কাঁচলির পাতি ॥
 রতনে জড়িত শিশুকর্মার গঠন ।
 তায় লেখা কৃষ্ণ কথা অকুর আগমন ॥
 ব্রজগোপীগণে দিয়া বিরহবেদনা ।
 মধুপুরে গেলা কৃষ্ণ সাধিতে মাননা ॥
 মধুপুরে বিলম্ব হইল বহুদিন ।
 ভেবে ব্রজপুর লোক সভে হইল খিন ॥
 শ্রীকৃষ্ণের বিরহব্যাকুল হয়ে চিত্ত ।
 ময়ূর ময়ূরী তারা পাসরিল নিত্য ॥
 কোকিল কোকিলী গান করে নাই আর ।
 কৃষ্ণ বিনে কেবল হইল কায় সার ॥
 প্রত্যহ প্রভাতে উঠে শ্রীনন্দ যশোদা ।
 কান্দেন কৃষ্ণের লেগে চিত্তে পেয়ে বাধা ॥
 ধেনুগণ সভে শম্প না কর্যা স্পন্দনে ।
 উল্লস পুচ্ছ করে চেয়ে মধুপুর পানে ॥
 গোকুল কুঞ্জের মাঝে কৃষ্ণে নাই দেখে ।
 শ্রাম শ্রাম বলে কান্দে শ্রীমতী রাধিকে ॥
 আর তায় আছে চিত্র অতি সুগঠন ।
 প্রভাতে যশোদা দধি করেন মখন ॥
 হাত পেতে হেস্তা হেস্তা এসে চক্রপাণি ।
 দেয় মা যশোদা বলে মাগেন নবনী ॥
 কোনখানে গোপীগণ কালিন্দীর কূলে ।
 বস্ত্র আভরণ রেখে নাছিলেন জলে ॥
 আনন্দে করেন ক্রীড়া কোতুক সাগরি ।
 হেনকালে কৃষ্ণ বস্ত্র করিলেন চুরি ॥
 কদম্বের শাখায় রাখিয়া বস্ত্রগুলি ।
 আনন্দে বিভোল হয়ে বাজান মুরলী ॥

হেথা সভে জলজীড়া সমাধিয়া স্থখী ।
 বিকল হইল বড় বস্ত্র নাই দেখি ॥
 লজ্জবশে বস্ত্র দিয়া নিতম্ব যুগলে ।
 মুরলীর ধ্বনি শুনে কদম্বের তলে ॥
 ব্যগ্র হয়ে বচন বলেন বহুরূপে ॥
 বস্ত্র দেয় নচেৎ কহিব গিয়া ভূপে ॥
 গোবিন্দ কহেন হেসে গোপীগণ আগো ।
 হরিকে হেরিয়া বস্ত্র হাথ তুলে মাগো ॥
 কোনখানে গোপীগণ বড়ায়ের সাথে ।
 মথুরাকে যায় দধি বিক্রয় করিতে ॥
 নটবর বেশে কৃষ্ণ কদম্বের তলে ।
 সঘনে বাজান বাঁশী রাধা রাধা বলে ॥
 সঙ্গত সঙ্গত বাক্য শুনে দূর হৈতে ।
 বড়াই আশ্রয়ে আইল সমাচার দিতে ॥
 হেসে হেসে কয় কথা কিছু নাই বাধা ।
 উঠে দেখ ওহে নাতি ঐ আশ্রয়ে রাধা ॥
 কোনখানে আছে লেখা গোপশিশুগণ ।
 ধেমু লয়ে উষাকালে গোষ্ঠকে গমন ॥
 দড়বড় এসে সভে যমুনার কূলে ।
 ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি রাখালে রাখালে ॥
 সাজ সাজ সাজ করে সঘনে সিদ্বায় ।
 বের রে বের রে কানাই গোষ্ঠে যাব আয় ॥
 আনন্দে ঐছনে করে আবা আবা ধ্বনি ।
 সাড় নাই সচকিতে শুনে নন্দরানী ।
 আছে তায় অপর অনেক চিত্র আর ।
 বিবরে বর্ণিতে হয় বড়ই বিস্তার ॥
 এই কথা আর্থি করে যে জন শুনেন ।
 কৃপা করে কৃষ্ণ তাকে চতুর্ভঙ্গ দেন ॥ অত্র ভনিতা ॥ ৭০ ॥

পুন পদ্মা পরাইল পাদাঙ্গদ পায় ।
 চলে যেতে চরণে পঞ্চম গুণ গায় ॥
 রুহু রুহু কিঙ্কিনী কঙ্কণ ঝনতকার ।
 মনসিজে মোহিতে মোহিনী অবতার ॥
 এথা একা লাউসেন আখড়া ভিতরে ।
 নিদ্রাগত রাখিয়া কর্পূর গেলা ঘরে ॥
 হেনকালে হরপ্রিয়ে হেসে হেসে এসে ।
 কপটে কহেন কথা শিরোদেশে বসে ॥
 উঠ উঠ উঠ ওহে ময়নার পতি ।
 বারেক আমার বাক্যে কর অবগতি ॥
 বুড়া মোর ভাতার বড়ই দেয় জালা ।
 কতেক সহিব কষ্ট আমি সে অবলা ॥
 সংসারের সত্ত্ব করি সন্তে মোরে জানে ।
 তথাপিহ ভায় নাই ভাতারের সনে ॥
 এমন যুবতী আমি জগতের বন্দ্যা ।
 সকল লক্ষণযুতা কিছু নাই নিন্দা ॥
 তেমনি পুরুষ তুমি ত্রিগুণে সম্পূর্ণ ।
 রসঙ্গ রসের সিদ্ধ রসাতলে ধন্ত ॥
 যুবতী দেখি ডরে জেগে নিদ্রা যায় ।
 একবার আমার পানে চক্ষু মেলি চায় ॥
 এত শুনে লাউসেনের নিদ্রাভঙ্গ হৈল ।
 অধোমুখে অহুস্রয়ে উঠিয়া বসিল ॥
 ঈষৎ কটাক্ষে চেয়ে মোহিনীর পানে ।
 ভয়েতে ভূপালহৃত ভাবে মনে মনে ॥
 ইন্দ্রাণী উর্বশী কিবা অথবা অদিতি ।
 রুদ্রী রেবতী কিবা রত্নাবতী রতি ॥
 সাবিত্রী স্তম্ভ্রা কিবা সত্যভামা সীতা ।
 অথবা মেনকা মাদ্রী হেমগিরিসুতা ॥
 অরুন্ধতী উষা কিবা অগস্ত্যের কান্ধা ।
 কীটভকুমারী কিবা কিবা বাকি কুস্তা (?) ॥

অহল্যা দ্রৌপদী কিবা কিবা মন্দোদরী ।
 রোহিণী রুক্মজা কিবা গোমতী গান্ধারী ॥
 কিবা তারা অশ্বিনী অথবা লোপামুদ্রা ।
 ভগদত্তসুতা কিবা ভাতুমতী ভদ্রা ॥
 এত বলি লাউসেন ভাবে মনে মনে ।
 সতী তারাপতি ছেড়ে আসিবেন কেনে ॥
 মোহিনী কহেন সুন মহীপালসুত ।
 তোমাকে কেবল দেখি অজ্ঞানের মত ॥
 যুবজন হয়্যা করে যুবতীকে ডর ।
 তার পারা ত্রিভুবনে না দেখি বর্ষর ॥
 যে কৈ যথার্থ কথা যেন কর দ্রড় ।
 পরদারে পাপ নাই পুণ্য হয় বড় ॥
 এ কথার অতেব সন্দেহ আছে কি ।
 ইবে শুন আর এক উপদেশ দি ॥
 প্রজ্ঞাবান পরাশর পরম ধার্মিক ।
 মীনগন্ধা সহিত সন্তোষ তার দেখ ॥
 ব্যাসদেব তার পুত্র বেদে মহামতি ।
 ভাতৃবধু সঙ্গে দেখ ভৃঞ্জিবেক রাত্রি ॥
 অনিল অঞ্জনা সহ ধর্ম কুন্তী সনে ।
 যেরূপ করিলা কর্ম জগজ্জনে জানে ॥
 আনু নানা কারিহ শুন কহি কিছু আর ।
 কুবজির সহিত কৃষ্ণ করিল ব্যাহার ॥
 শ্রীমতী রাধার সঙ্গে চিরকাল গেল ।
 বৃন্দাবনে বৃন্দা সনে ব্রহ্মকাম্য হৈল ॥
 সজ্ঞান অজ্ঞান কিবা কিবা সুর নর ।
 পরদারে প্রেমানন্দে প্রবর্ত বিস্তর ॥
 শুনে এত সেনের বচন নাই সরে ।
 শ্রীধর্মপদারবৃন্দ চিত্তে চিন্তা করে ॥
 মোহিনী স্থান মনে ভাব কি ।
 অপবঞ্চ আর কিছু উপদেশ দিই ॥

যুবতীজনার পতি যদি হয় জরা ।
 স্মরণে সে যুবতী জিয়ন্তয়ে মরা ॥
 তুমি হে নবীন আমি নবীন কিশোরী ।
 বুড় হৈলে ভাতার বনিতা হয় বৈরী ॥
 অতি রসে রে একান্ত হয়েছে মোর মন ।
 তোমায় আমায় যাব তীর্থ দরশন ॥
 শ্রান কন সখা ধর্ম স্বরূপনারান ।
 পরস্পরকে দেখি প্রায় মায়ের সমান ॥
 মোহিনী কহেন শুন দুর্লভ সদাকর ।
 যাচকা যুবতী ছাড়া অধর্ম বিস্তর ॥
 তুমি যদি কর শাস্তি সে মোর বন্ধন ।
 সহিতে না পারি আর স্বামীর ভৎসন ॥
 কুচনীর সঙ্গে করে কোতুক বেহার ।
 শয়ন সন্তোগ মোর সব অন্ধকার ॥
 সিদ্ধির থিয়ালে সদা শুদ্ধ বুদ্ধিহীন ।
 হরিগুণে কেবল হয়েছে উদাসীন ॥
 অনল নয়ানে জলে এই অন্তর্ক্ষণ ।
 কোপে ভস্ম হয়েছিল কৃষ্ণের নন্দন ॥
 বড় বেটা বাক্‌সিদ্ধ ছোট বেটা বীর ।
 এই অনুরাগে আমি কুলের বাহির ॥
 প্রচুর আছয়ে ধন পুষ্টিব তোমাকে ।
 বিলাপ করিবে বসে বিচিত্র পালকে ॥
 ধর্মপুত্র লাউসেন ধরে দিব্যজ্ঞান ।
 মনে মনে সাত পাঁচ করে অনুমান ॥
 এ বোল একান্ত নয় অসতী যুবতী ।
 ভাবে বুঝি ভকতবংশল ভগবতী ॥
 ভেবে এত লাউসেন সবিনয়ে ভাষে ।
 মহেশী এসেছে পারা মোহিনীর বেশে ॥
 কর অপরাধ ক্ষমা করি নিবেদন ।
 অকিঞ্চন দীনহীন আমি অভাজন ॥

জগৎজননী তুমি জানা গেছে ভাবে ।
 হেরস্বজননী হও অলুপ্তা ইবে ॥
 তুষ্ট হৈলে সেনের ভাষণে ভগবতী ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে রক্ষ যুগপতি ॥৭১॥

ত্রিলোকতারিণী তবে কন লাউসেনে ।
 আমি যে জগতমাতা জানিলে কেমনে ॥
 ধন্য তুমি ধর্মপুত্র ধরণী উপর ।
 দেখে তুষ্ট হলাম বাছা মাগ দিব বর ॥
 সেন কন বর যদি দিবে সর্বজায়া ।
 সন্দেহ ভঞ্জন কর স্বমূর্তি দেখিয়া ॥
 বিনয় সেনের বাক্য স্থনিঞা বিরজা ।
 তেজিয়া মোহিনী মূর্তি হৈলে দশভূজা ॥
 দক্ষিণ চরণ দিয়া সিংহের উপর ।
 দাঙালেন দীপ্ত কর্যা দিশা দিগান্তর ॥
 কিকিতদুর্ধ্ব বামাদুষ্ঠ মহিষ উপরে ।
 অষ্টদিগে অষ্টশক্তি অষ্ট শোভা করে ॥
 আনল উত্তত শত পূর্ণ ইন্দু হেন ।
 অঙ্গ রুচি অতনী পুষ্পের আভা যেন ॥
 অম্লান পঙ্কজমালা অতি শোভা গলে ।
 বিশদন্তে হাসিতে বিজুরি যেন খেলে ॥
 সৌদামিনী শচী সম যেন শোভে জটাভূট ।
 গগনে ঠেকিল যেন মায়ের মাথার মকুট ॥
 জাশ্র পালা (?) যাবকে যুগল দুটি পদ ।
 কিবা কাশ্যপীর কাস্তি কিবা কোকনদ ॥
 সোনার নপুর দুটি স্নানাদিতে বাজে ।
 সকল অঙ্গুলিময় শুকশিশু সাজে ॥
 যোগ পেয়ে চতুর্দিকে যোগিনীর ঘটা ।
 শিবাশত ইবা শব্দে স্তব্ধ ব্রহ্ম কটা ॥

দশভূজা দীপ্ত হল্য দশাঙ্গের সনে ।
 শঙ্খশক্তি শরচক্র ত্রিশূল দক্ষিণে ॥
 বামে ধনু ঘণ্টা আর খড়্গ চর্ম পাশ ।
 ভূকুটি ভীষণাননে অটু অটু হাস ॥
 নিজ দন্ত খড়্গপাণি ছরন্ত দৈত্যকে ।
 নাগপাশে বঁধ্যা শূল মেঝেছেন বৃকে ॥
 ভয়ঙ্করী মূর্তি দেখে ভয়ে লাউসেন ।
 ঐমনি পড়িলা ভূমে হয়ে অচেতন ॥
 কতকক্ষণ ব্যতীতে সম্বিত কথ পেয়ে ।
 করপুটে করে স্তব কাতর হইয়ে ॥
 নমো নিত্যো নিদ্রারূপা নগেন্দ্রনন্দিনী ।
 নৃমুণ্ডমালিনী নমোহস্ত তে নারায়ণী ॥
 চণ্ডিকা চামুণ্ডা চণ্ডমুণ্ডা বিঘাতিনী ।
 নিশ্চিন্তনাশিনী নমোহস্ত তে নারায়ণী ॥
 কলুষনাশিনী কালরাত্রি করালিনী ।
 নৃসিংহনাশিনী নমোহস্ত তে নারায়ণী ॥
 দক্ষের দুহিতা দুর্গা দুর্গতিনাশিনী ।
 নগারিবাহিনী নমোহস্ত তে নারায়ণী ॥
 বিশ্বের নিদানভূতা বরাহরূপিনী ।
 শ্রীনন্দনন্দিনী নমোহস্ত তে নারায়ণী ॥
 স্তব শুনে তুষ্ট হোয়ে ত্রিপুরা কহেন ।
 বর মাগ বাঞ্ছামত বাছা লাউসেন ॥
 সেন কয় সদয় হইলে যদি শিবা ।
 তব আশীর্বাদে আমার অভাব আছে কিবা ॥
 তবে কই তুমি না করহ আন ।
 দয়া করে দিয়ে যায় জয়খড়্গখান ॥
 উমা কন্ ইহা ছেড়ে মাগ অন্ত বর ।
 ইহাতে আমার হয় অস্তর সংহার ॥
 সেন কন শুন মাগো সঙ্গত বচন ।
 ইহা ছেড়ে অপরে নাহিক প্রয়োজন ॥

লাউসেনে কৃপাদৃষ্টি নিতান্ত রূপেতে ।
 জয় বল্যা জয়খড়া দিল তার হাতে ॥
 দেবতা সকল মেলে দৈত্যবধ কালে ।
 আভরণ দিল আর অস্ত্র বিপুলে ॥
 দণ্ডধর দিয়েছিল এই অস্ত্রময় ।
 ইহাতে হইবে তুমি সর্বত্রোতে জয় ॥
 কহিছেন সেনকে শঙ্করী এই কথা ।
 হেনকালে কর্পূর পাতর এল তথা ॥
 তা দেখিয়া অরাগিতে তিরোধান হয়ে ।
 পদ্মাসনে প্রস্থান স্বস্থান হরপ্রিয়ে ॥ অত্র ভনিতা ॥৭২॥

ক্রোধমুখে কর্পূর কহিছে লাউসেনে ।
 পরিহাস কর দাদা পরস্ত্রীয়ে সনে ॥
 যায় যায় জানা গেল যেমন তোমার কাজ ।
 বলে দিব বাপকে এমন পাবে লাজ ॥
 লাউসেন কয় দাদা শুন রে কর্পূর ।
 না দেখু এমন মতি অনাদি ঠাকুর ॥
 এসেছিল জগৎমাতা এই তার প্রতক্য ।
 দয়া করে জয়খড়া দিয়ে গেল দেখ ॥
 তুষ্ট হয়ে কর্পূর তখন তবে কয় ।
 এ জয়খড়ার যোগ্য ফলা যদি হয় ॥
 তবে দাদা ত্রিভুবনে কেবা আটে ।
 লাউ কয় দাদা সত্য তাই বটে ॥
 জনকে কহিয়া ফলা নির্মাণ করাব ।
 মায়ের কাছে বিদায় হয়ে গৌড়দেশে যাব ॥
 লাউসেন কর্পূর দৌহে যুক্তি করে এখা ।
 জয়খড়া জন্তু জঙ্গ বয়ে যায় তথা ॥
 ঈশ্বরী ঈশ্বর সহ একাসনে বসে ।
 হরিনাম মাহাত্ম্য কথা জিজ্ঞাসেন হেসে ॥

হেন কালে নারদ মুনি টেকিয়ে চাপিয়ে ।
 উপনীত কোতুকে কৃষ্ণের গুণ গেয়ে ॥
 হরষিত হরিদাস হয়ে নতকায় ।
 দণ্ডবত দেবকষি দৌহাকার পায় ॥
 কন্দুলে কেবল ইচ্ছা কাছে এসে বসে ।
 কানে কানে কৃষ্ণবাসে কন্ হেসে হেসে ॥
 দেখে দুস্থ হইল দিতে এলাম সমাচার ।
 মামি হৈতে মামার মঙ্গল নাহি আর ॥
 দশ নাক্রি দম্পতী দুজনে কর ঘর ।
 কেহ কার বশ নয় সতে সতন্তর ॥
 বিপাক বিরুদ্ধে বিশ্ব ছাড়া এই ।
 ভব্য আমি ভাগিনা ভালর তরে কই ॥
 জিজ্ঞাস আমার কিবা বচন বিসরে ।
 জয়খড়া খান মামি দিয়ে আইলে কারে ॥
 আত্মভূআত্মজ মুখে এতেক কখন ।
 শুনে এত সদাশিব বিষয়বদন ॥
 হায় হায় করেন কহেন নাক্রি শর্ম ।
 পর্বতের বেটা মোরে পুড়িলেক জন্ম ॥
 হল নাই ঘরে থাকা মোর হরিদাস ।
 রাঙ্গসীর জালায় করিব কাশীবাস ॥
 এত বলে সিদ্ধিঝুলি লয়ে সিদ্ধা আসা ।
 ক্রোধ করে কৃষ্ণবাস যান করে গসা ॥
 পার্বতী পড়েন কেঁদে পদযুগ ধরে ।
 কার্তিক গণেশ কঁাদে কাকুবাদ করে ॥
 পদ্মা জয়া কান্দে আর নন্দী মহাশয় ।
 পলাইল নারদ পাইয়া মহাভয় ॥
 পার্বতী প্রভুকে পথ দেন নাই ছেড়ে ।
 কার্তিক গণেশ সিদ্ধিঝুলি কেড়ে ॥
 সিদ্ধা আসা নন্দী নিল দূরে গেল দুঃখ ।
 হাসিতে লাগিলা হর হইল বড় স্বক ॥

পূর্বরূপ ঐশ্বরী ঐশ্বর একাসনে ।
 বসিলেন কৃষ্ণকথা কথোপকথনে ॥
 বামভাগে কার্তিক দক্ষিণে লক্ষ্মীদর ।
 সম্মুখে দাওয়ায় নন্দী চুলায় চামর ॥
 কুশোদরী কুম্ভা আর কমলা অমলা ।
 অত্যনন্দে এসে তারা নিত্য আরন্তিলা ॥ ৭৩ ॥

হৃন্দুভি আশ্রয়	বাজিছে বাশ্রয়
তা কুটি তাঠি রবে ।	
ব্রজা আদি অমর	বিষ্ণু মহেশ্বর
আনন্দে বিভোল সতে ॥	
বীণা সপ্তস্বর	মৃদঙ্গ মন্দিরা
বাজিছে বিনোদ বাশী ।	
স্বললিত কেশা	স্বরম্য স্ববেশা
বদনে বিনোদ হাসি ॥	
কটিতে কিন্‌কিনি	বহুবহু ধ্বনি
স্বচেল শোভিত তায় ।	
নাসায় বেসর	অতি মনোহর
রতন মঞ্জীর পায় ॥	
বঙ্কিম নয়ন	মনমথ মোহন
সৌদামিনী সম শোভা ।	
দশন সুন্দর	অরুণ অধর
মধুকর মনলোভা ॥	
ভুরু কামধনু	তপ্ত হেমতনু
থগেন্দ্র জিনিয়ে নাসা ।	
বাহু স্বললিত	নিতম্ব উন্নত
বল্লকী সমান ভাষা ॥	
নাচে বিজ্ঞাধরী	ত্রিলোকসুন্দরী
আরাব করয়ে গান ।	

প্রেমের তরঙ্গ দ্রবময় অঙ্গ
 হয়েছিল। ভগবান ॥
 তাতে দ্রবময়ী হইল। গুণ এই
 ত্রিলোকতারিণী গঙ্গা ।
 দেবী স্বরেশ্বরী ভুবনসুন্দরী
 কলিতে কলুষভঙ্গা ॥
 মরণসময় হৃদয়ে উদয়
 যদি হয় গঙ্গা নাম ।
 বিজয়ী শমনে চাপিয়ে বিমানে
 যায় যথা যার ধাম ॥
 শুনি স্বরগণ হলে রোমাঞ্জন
 অঝোর নয়নে কান্দে ।
 বেলভিহা ধাম দ্বিজ মানিকরাম
 রচিল টোটোক ছাঁদে ॥৭৪॥

এইরূপে কুশোদরী আদি অস্ত চিত্তে ।
 নিত্য নিত্য করে নিত্য নিত্যার সাক্ষাতে ॥
 দৈবাৎ দেবতারুন্দ দেবতার সঙ্গে ।
 উপনীত শিবের সমীপে সভে রঙ্গে ॥
 স্বরগণ সম্মুখে শঙ্করে সস্তামিয়ে ।
 বসিলেন বিশ্বনাথে বেষ্টিত হইয়ে ॥
 বীণা আদি বীরকালী বাজে নানা বাজ ।
 কাঁহাল কাঁসর কাড়া কাঁসি কত পজ ॥
 নাটিকার নাট্য দেখে নির্জর সকল ।
 ঐমনি অবস্ফাচিত্তে আনন্দে তরল ॥
 মধুমাংস মনসিজে মত্ত হয়ে কুহ ।
 রমণ রমণী সঙ্গে করে মুহুমুহ ॥
 বিভ্রচ্ছবিনিজে (?) দিয়ে বদন বদনে ।
 নর্তকীগণের দৃষ্টি হইল তার পানে ॥

অবশ হইল অঙ্গ অনঙ্গের বাণে ।
 নিত্যভঙ্গ নাটিকার চায় চারিপানে ॥
 ক্রোধ করে কৃতিবাস কন তা সভাকে ।
 যায় যায় জনম লভ গে মর্ত্যলোকে ॥
 এতদিন বৈ যদি হইল অন্তমর্তি ।
 এখানে তোদের থাকা অশুচিত অতি ॥
 শিব শাপ দিতে দিল স্বরগণ সায় ।
 পুটপাণি কেঁদে পড়ে পার্বতীর পায় ॥
 বিনয় বিস্তর করে বৈলজ্জ বলেন ।
 অভিশাপ আমাদিগে ঈশ্বর দিলেন ॥
 তুমি যদি কর রক্ষা তবে রক্ষা পাই ।
 নচেৎ সাগরস্থক এড়াইয়া যাই ॥
 নারী হয়ে জন্মিলে দুস্থ পাব নানা ।
 বিশেষত হতো হব পরের অধীনা ॥
 কাশ্যপীয়ে কাত্যায়নী কি করে যাইব ।
 তোমার অভয়পদ আর না দেখিব ॥
 রাখ রাখ রাজ্যেশ্বরী রাখ করে দয়া ।
 দয়াময়ী দাসীদিগে দেহ পদছায়া ॥
 বিমলা বলেন বৃথা বল বাক্য বাধ্য ।
 ঈশ্বর দিলেন শাপ আমার অসাধ্য ॥
 সত্য কৈ না পারিব সর্বথা রাখিতে ।
 যায় বাছা যেতে হোল জনম লভিতে ॥
 কামরূপে কর্পূরধল কিঙ্কর আমার ।
 কৈশোদরী তুমি কহা হয় গিয়া তার ॥
 কলিঙ্গা তোমার নাম হব রূপবতী ।
 ময়নার লাউসেন হইবেক পতি ॥
 কমন্তরে কুস্তাকে কহেন তবে ভাষ ।
 হরিপাল নামে রাজা সিমূলে নিবাস ॥
 পরেশী তাহার জায়া পতিব্রতা ধন্য ।
 স্বরায় লভ গে জন্ম হয়ে তার কন্যা ॥



ত্রিলোক তোমার নাম হইবে কানড়া ।
 বলে বিশ্বজয়ী হবে বলিব কি বাড়া ॥
 বিভা হেতু গোড়ের ভূপতি করে বল ।
 আসিবেক সেজে লয়ে নবলক্ষ দল ॥
 বিবরণ কয়ে বিশ্বকর্মাণে পাঠাব ।
 নৈ মোন লোহার গণ্ডা নির্মাণ করাব ॥
 সভামাঝে অসম্মে লয়ে তীক্ষ্ণ খাণ্ডা ।
 ধর্মপুত্র লাউসেন কাটিবেক গণ্ডা ॥
 অপর সকল কথা সেকালে কহিব ।
 আমি গিয়ে লাউসেনে তোর বিভা দিব ॥
 কমলা অমলা প্রতি কন তারপর ।
 কালিদাস নামে রাজা বর্ধমানে ঘর ॥
 অভাব কিসের নাই সকল সম্পূর্ণ ।
 তোমরা তনয়া তার হয় গিয়া তূর্ণ ॥
 নৃপতি খুবেক নাম সুরাগা বিমলা ।
 কামকান্তা জিনে হবেক নামেতে কুশলা ॥
 কালিদাস দিবে বিভা সেই লাউসেনে ।
 অতিভাবে একত্রে থাকিবে চারিজন ॥
 উমার অলঙ্ঘ্য বাক্য না করে লঙ্ঘন ।
 তিন ঠাণ্ডি জনম লভিল চারিজন ॥
 অতঃপর শুন সভে লাউসেনে লয়ে ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে অনাদি ভাবিয়ে ॥
 ফলা নির্মাণ গীত ইহার উত্তর ।
 হরি বলে বন্ধুজন সভে যায় ঘর ॥৭১॥

আখড়া পালা সমাপ্ত ॥

খড়্গ পেয়ে লাউসেন সস্ত্রীত মনে ।
 গোড়ে যাব যুক্তি করে কর্পূরের সনে ॥
 কর্পূর কহেন দাদা কর অবধান ।
 তবে যাবে আগে ফলা করায় নির্মাণ ॥

শুনিযে সঙ্গতবাক্য স্থখী হয়ে চিত্তে ।
 যবে হইল উপনীত জনক সাক্ষাতে ॥
 ছুটি ভেয়ে ছুটি পায় দণ্ডবৎ কৈল ।
 স্মিত মুখে সম্পূট করে সম্মুখে দাণ্ডাল্য ॥
 দশরথ সমীপে যেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ ।
 পাণ্ডুরাজ সমীপে যেমন ভীমার্জুন ॥
 ব্যস্ত হয়ে কর্ণসেন এস এস বোলে ।
 করে ধরে কমন্তরে কোলেতে বসালে ॥
 কত শত চুপ থায় বদন কমলে ।
 বহুপতি বহু শর্মী বহু বাক্য বলে ॥
 কুল শীল প্রাণ ধন আমার তোমরা ।
 আশি পালটিতে করি দণ্ডে দণ্ডে হারা ॥
 অনেক অগ্নিয়ে জল দিয়েচ আমার ।
 হর্ষ হই হেরে মুখ তোমা দৌহাকার ॥
 লাউসেন কর্পূর কয় করি নিবেদন ।
 তবে পিতা তুষ্ট কর দুজনার মন ॥
 কর্ণসেন কয় বাছা কি করিলে হয় ।
 লাউসেন কর্পূর কয় অল্প কিছু নয় ॥
 প্রত্যুষে গোড় দেশে করিব প্রস্থান ।
 অল্প মধ্যে সত্ত্ব ফলা করায় নির্মাণ ॥
 কর্ণসেন কন বাছা অভাব কিসের ।
 দেখ গিয়া ভাঙারে মোর ফলা আছে ঢের ॥
 শুনিযে তাভের বাক্য লাউসেন কয় ।
 দেখেচি সে আমার খড়্গের যোগ্য নয় ॥
 কালিকার দণ্ড খড়্গ কালের সমান ।
 তার যোগ্য ফলা চাই শুন সমাধান ॥
 শুনিযে স্ত্রের বাক্য সেন স্থখী অতি ।
 কুশল কামারে ডেকে কহেন ভারতী ॥
 বার কাহন বরাটিকে বেতনার্থ লহ ।
 অল্প মধ্যে সত্ত্ব ফলা নির্মাইয়ে দেহ ॥

কুশল কহিছে শুন কাশ্যপীর কর্তা ।
 আপনি কহিলে অতি অসম্ভব বার্তা ॥
 নয় মাস নির্মাণ যদি করি নিশি দিনে ।
 তথাপি ফলার পাটী ফুরাতে না জানে ॥
 সেন কন তবে নাছা সব অমঙ্গল ।
 কার্য ভায়ে বুঝা বাসে আইল কুশল ॥
 রাত্রিকালে স্বপ্নে দেখে করস্থ রতন ।
 প্রভাতে উঠিয়া তবে গেলা পাণ্ডুবন ॥ অত্র ভনিতা ॥৭৬॥

বসন্ত সময়ে বায়ু মন্দ মন্দ বয় ।
 কাননে কোকিলগণ কৃষ্ণকথা কয় ॥
 জাতি জুতী মালতী মাধবলতা ফুলে ।
 মধু আশে মধুকর মত্ত হয়ে বলে ॥
 ভ্রমরা ভ্রমরী ভ্রমে ভঙ্গ আশে তায় ।
 গুণ্ণুন্ করি তারা কৃষ্ণগুণ গায় ॥
 মোউর মোউরী পুচ্ছ উচ্চ করে তুলে ।
 কত বন্ধে করে নৃত্য রাধাকৃষ্ণ বলে ॥
 শুক পক্ষ সকলে সন্ধ্যায় হয়ে স্থখে ।
 উচ্চস্বরে গোবিন্দ গোবিন্দ বলে ডাকে ॥
 কুশল কামার দেখে কাননের শোভা ।
 বিষ্ণুর বেহার স্থল বৃন্দাবন কিবা ॥
 কিবা সে নন্দন বন কিবা চৈত্ররথ ।
 কিবা কাম্যকানন কোরবকুল কৃত ॥
 কয়ে এত কামার সেখান হতে চলে ।
 বিপিনে কলার গাছ খুঁজে খুঁজে বলে ॥
 সরল কদম্ব গাছ সন্নিহিতে পাইলে ।
 কাটিতে কুঠার তুলে কৃষ্ণ রাম বলে ॥
 ব্যগ্র হয়ে বৃক্ষ বলে না কাটিস্ মোরে ।
 মন দিয়ে শুন বলি বচন বিসরে ॥

বিশ্বের নিদান বিষ্ণু কৃষ্ণ অবতারে ।
 ছুনিচোরা নাম তাঁর নন্দের মন্দিরে ॥
 প্রতিদিন চূড়া ধড়া পরে পীতবাসে ।
 গহনে চরান গোকুল গোপালের বেশে ॥
 গোপীগণ মনমুগ মোহিবাব ফাঁসি ।
 বসিয়ে আমার তলে বাজাতেন বাঁশী ॥
 শ্রীদাম প্রভৃতি ব্রজবালক সকলে ।
 বেশ কর্যা কৃষ্ণের দিতেন মোর ফুলে ॥
 এক দিন গোপীগণ যমুনার তীরে ।
 বস্ত্র রেখে জলে নেবে জলক্রিয়া করে ॥
 মহানন্দে মগ্ন হৈল সভাকার মন ।
 হেনকালে কৃষ্ণ বস্ত্র করিলা হরণ ॥
 সেই বস্ত্র আমার শাখায় বেঁধে থইলা ।
 ত্রিভঙ্গ হইয়া বাঁশী বাজাতে লাগিলা ॥
 শ্রীচরণ শ্রীঅঙ্গ পরশে আমি ধন্য ।
 আমাকে কাটিলে তুমি হইবে উচ্ছন্ন ॥
 কদম্ব গাছের কথা শুনিএ কুশল ।
 সেখান হইতে শীঘ্র এল বকুল বৃক্ষের তল ॥
 কাটিতে কুঠার তুলে কৃষ্ণ রাম বোলে ।
 মূর্তিমন্ত হয়ে তাকে বৃক্ষ গালি দিলে ॥
 মোরে না কাটিস ওরে কর্মকার মূর্খ ।
 কৃষ্ণের রক্ষিত আমি নই অন্য বৃক্ষ ॥
 যে কালে যেতেন গোষ্ঠে যশোদা ঐছনে ।
 বনায়ে দিতেন বেশ বিস্তর যতনে ॥
 মোউর পুচ্ছের চূড়া মটুক মাথায় ।
 আমার পুষ্পের মালা বেড়া দিয়ে তায় ॥
 নবদল সহ তায় নব নব কলি ।
 সৌরভে মগ্ন হয় হয়ে উড়ে বলে অলি ॥
 তাঁর সেই শ্রীঅঙ্গে আমার অঙ্গে অংশ ।
 আমাকে কাটিলে তুই হইবি নির্বংশ ॥

বকুল বৃক্ষের বাক্য শুনে ভয় পাইল ।
 তথা হইতে অশ্বখবৃক্ষের তলে আইল ॥
 কুশল কুঠার তুলে কাটিবারে যায় ।
 ব্যগ্র হয়ে বিটপী বারণ কৈল তায় ॥
 বিষ্ণুরূপ বৃক্ষ আমি শুন বলি তোরে ।
 কভু যদি আমাকে ছেদন কেহ করে ॥
 যত পাপ হয় মাতৃপিতৃ বিধাতনে ।
 তাহা হৈতে অধিক পাপ আমাকে ছেদনে ॥
 সাদরে সেবিলে মোরে সন্ত পায় ফল ।
 আমাকে কাটিলে তুই খাবি রসাতল ॥
 এই সব অসম্ভব উক্তি শুনে অতি ।
 ভয় পেয়ে কুশলের লোপ হৈল মতি ॥
 বিপিনে ফলার গাছ খুজে নাই পেয়ে ।
 বৃক্ষের তলায় বসে বিকল হইয়ে ॥
 দৈবযোগে নিদ্রা এসে আকর্ষণ কৈল ।
 বসন বিছায়ে সেই বৃক্ষতলে শুল ॥
 হৃদয় দেখে দয়া করে দ্বিজ রূপে এসে ।
 বনস্পতি স্বপ্ন কন শিরোদেশে বৈসে ॥
 এ বনে ফলার গাছ পাবে নাই তুমি ।
 চিত্ত নিবেশিয়ে যে কহি যে আমি ॥
 উট বাছা উপদেশ বলে যাই তোরে ।
 পালটে পাদপ আছে মেনের পগারে ॥
 ভাব্য নাই ভয় তেজ ভবনে যায় ঝট ।
 তাহাতে হবেক ফলা তাকে যেয়ে কাট ॥
 এত বলে বনস্পতি হইলা তিরোধান ।
 গোবিন্দের গুণ গেয়ে গেলা নিজস্থান ॥
 কুশল কামার হেথা স্বপ্ন দেখে জাগে ।
 চিত্তে চমকিত হয়ে চায় চতুর্দিকে ॥
 কাননে মনুষ্য নাঞি কে কহিল কথা ।
 বুঝি মোরে অমূল্য হইলেন বিধাতা ॥

সাত পাঁচ অহুমান করে দণ্ড ছয় ।
লঘুগতি নিরাতকে আইল নিজালয় ॥ অত্র ভনিতা ॥৭৮॥

উপদেশ পেয়ে স্থখী হয়ে কর্মকার ।
পালটে ছেদনে চলে সেনের পগার ॥
দূরে হৈতে দেখে বৃক্ষ ফলাযোগ্য বঠে ।
কুশল কুশল ভেবে কৃষ্ণ বলে কাটে ॥
অপনীত অবারোহ করিয়ে সকলে ।
সাঁগা দিয়ে তুলে লয়ে শাল ঘরে ফেলে ॥
অর্ক গেল অস্তাচলে এমন সময় ।
ভয় পেয়ে কামার কাস্তাকে কিছু কয় ॥
বিশেষে বিষম বড় রাজার দরবার ।
না দিলে প্রভাতে ফলা না দেখি নিস্তার ॥
তায় সে রাজার বেটা বড় আব্দেরে ।
দেশে হইতে এখুনি দিবেক দূর করে ॥
সে কয় সম্প্রতি আর উপায় কিছু নাগ্রি ॥
চূপচাপ করে থাক যা করে গোসাগ্রি ॥
তবে রাত্রিযোগে করে রক্ষন ভোজন ।
কিছু খেয়ে কৃষ্ণ বোলে করিলা শয়ন ॥
ওথা তব ত্রিলোকতারণ জেনে ত্রস্ত ।
বিশ্বকর্মে বিবরণ বলিলা সমস্ত ॥
বিশাই বন্দিয়া তাঁর বিমল চরণ ।
মহাস্থখে ময়নাকে করিলা গমন ॥
গঠিব করিয়ে ফলা পেয়ে বহু প্রীত ।
কামারের শাল ঘরে হইলা উপনীত ॥
পালটে পাদপ পেয়ে পরম আনন্দ ।
রক্ত জল পেয়ে যেন বন্ধিমে আনন্দ ॥
বিশাই বনান ফলা বিলক্ষণ দৃষ্টে ।
স্বগঠন স্বশোভন করে কুর্মপৃষ্ঠে ॥

কাঞ্চনের কুবা দিলা ফলার উপর ।
 সোনার পর্বত যেন শোভে শশধর ॥
 বিশাই বিচিত্র করে ব্যানন্দে উল্লাস ।
 প্রথমে ফলার মাঝে লেখো কৈলাস ॥
 ধবল বর্ণের ঘর তায় ধবল খাট ।
 ধবল আলাম উড়ে ধবল বর্ণের পাট ॥
 তার মাঝে বিরাজ করেন ধর্মরাজ ।
 সম্মুখে সম্পূট করে দেবতা সমাজ ॥
 ধবল অঙ্গরধারী ধবল আসন ।
 ধবল চন্দন গায় ধবল ভূষণ ॥
 ধবল বর্ণের ছাতা পতাকা ধবল ।
 গলায় চাঁদের মালা করে ঝলমল ॥
 মহামুনি উল্লুক আছের কথা কয় ।
 যেরূপে হইল সৃষ্টি বৃষ্টির সঞ্চয় ॥
 দক্ষিণেতে হুমান ঢুলায় চামর ।
 কৃতাজ্জলি উত্তরে গরুড় মহাবল ॥
 পূর্বদিগে সূর্যোদয় হইল প্রভাতে ।
 পশ্চিমে উদয় চন্দ্র পূর্ণিমারাত্রি ॥
 তবে তায় লেখিলেন বৈকুণ্ঠভূবন ।
 রত্নসিংহাসনে বস্তু লক্ষ্মীনারায়ণ ॥
 বৃন্দাবনে লেখিলেন বেহারের স্থল ।
 গোবিন্দে বেড়িয়ে গোপ গোপিনী সকল ॥
 তার মাঝে চমৎকার শ্রীমন্দিরখানি ।
 রত্নসে কৃষ্ণের কোলে রাধা বিনোদিনী ॥
 কোকিল কোকিলিনী বসে কদম্বের ডালে ।
 উচ্চস্বরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ বলে ॥
 তবে তায় লেখা দ্বারিকা দিব্যপুরী ।
 বিরাজ তাহাতে সদা করেন শ্রীহরি ॥
 গোকুলে লেখিলা নন্দ যশোদা রোহিণী ।
 বলরাম শ্রীদাম সুদাম নীলমণি ॥

প্রভাতে লইয়া দেখি বিপিনে পয়ান ।
 ধরিল। বংশীর গীতে যমুনা উজান ॥
 অযোধ্যা লেখিল তায় দৈবের ঘটনে ।
 দশরথ কৈল সত্য কৈকৈয়ের সনে ॥
 শ্রীরাম লক্ষণ সীতা গেলা বনবাস ।
 ভূপতি মলেন এথা ভাবিয়ে হতাশ ॥
 ওথা রাম বিপিনে বঞ্চে মহাস্থখে ।
 রাবণ শুনিল। তব স্থপ্ননথার মুখে ॥
 যোগেশ্বরে যজিয়া যোগীর বেশ ধরি ।
 কাননে কপট করে কৈলা সীতা চুরি ॥
 পরান উড়িল চেয়ে কারে নাই দেখি ।
 হা রাম নাথ বলে কান্দেন জানকী ॥
 রাবণ সীতাকে লয়ে রথে চেপে যায় ।
 হেন কালে জটায়ু পক্ষ দেখিবারে পায় ॥
 ধেয়ে এসে রথ খান ধরে পক্ষবর ।
 রাবণ সহিত করে যুদ্ধ ঘোরতর ॥
 এতা লক্ষণে সহ শ্রীরাম ধাহুকি ।
 ব্যগ্র হলে কুটীরে সীতাকে নাই দেখি ॥
 না ধরে ধৈর্য শোকে উচ্চাটন চিত্ত ।
 হা জানকী বলেন রাম হইলেন মূর্ছিত ॥
 রসোদয় রামকথা রচিত বাল্মীকে ।
 সমাদরে শুনিলে সংসার তরে স্থখে ॥
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা বাকুড়ারায় ।
 দ্বিজ রূপে দয়া করে দেখা দিলে যায় ॥৭২॥

বিচক্ষণ বিশাই বিচিত্রে বড় প্রজ্ঞ ।
 ফলার উপরে লেখে যযাতির যজ্ঞ ॥
 বশিষ্ঠে জিজ্ঞাসে রাজা করিয়ে বিনতি ।
 ব্রহ্মশাপে বাপ মোর গেলা অধোগতি ॥

বশিষ্ঠ বলেন তবে শুন বিবরণ ।
 নরমেধ যজ্ঞ কর নহুযনন্দন ॥
 অসংখ্য করিবে দ্ব্যত নিয়ম না হয় ।
 পূর্ণাহুতি কালৈ চায় বিপ্রের তনয় ॥
 দেশে দেশে দরিদ্র ব্রাহ্মণ কত আছে ।
 ধন লয়ে স্বেচ্ছায় যদিপি কেহ বেচে ॥
 এত শুনে এক রথ পূর্ণ কৈল ধনে ।
 হুমন্ত্র সারথি যায় স্থখচিত্ত মনে ॥
 পরদেশ স্বদেশ খুঁজিয়ে নাঞি পায় ।
 অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ এড়িয়ে তবে যায় ॥
 হুমন্ত্র সারথি ডাকে এই ধন নেহ ।
 পুণ্য আট বছরের পুত্র এক দেহ ॥
 তা শুনিয়ে দ্বিজগণ বলে দূর দূর ।
 কে তোকে দিবেক পুত্র কে আছে নিষ্ঠুর ॥
 কেহ বলে যযাতি রাজার মুখে ছাই ।
 ব্রহ্মহত্যা করিবেক শুনে ভয় পাই ॥
 আছিল সিদ্ধাস্ত নামে দরিদ্র ব্রাহ্মণ ।
 পুত্র দিব বলিয়ে লইল সব ধন ॥
 ধন পেয়ে ব্রাহ্মণের সীমা নাঞি স্থখে ।
 কুশধ্বজ বিজয় অর্জুন বোলে ডাকে ॥
 হেতা তিন সহোদর আনন্দে খেলায় ।
 পিতার শুনিয়ে বাক্য উভু রড়ে ধায় ॥
 অর্জুন বলেন দাদা অহুকুল ধাতা ।
 প্রায় বুঝি খেতে পারা ডাকিছেন পিতা ॥
 আনন্দের সীমা নাই যায় ধামাধাই ।
 উপনীত সিদ্ধাস্ত সমীপে তিন ভাই ॥
 কুশধ্বজে কোলে করে কহেন ব্রাহ্মণ ।
 বিক্রয় করি তোমা লয়ে কিছু ধন ॥
 এত শুনে কুশধ্বজ আগপায়ে নাচে ।
 বিদায় হইতে গেল জননীর কাছে ॥

কুশধ্বজ প্রণমিয়ে জননীর পায় ।
 বিনয়বচনে মায়ে মাগেন বিদায় ॥
 ধন পেয়ে পিতা মোরে করিলা বিক্রয় ।
 এত দিনে হইল মোর আনন্দ উদয় ॥
 শুধিব কিঞ্চিৎ ধার সময় উচিত ।
 জননী বিদায় দেহ জনমের মত ॥
 আমাকে তোমার যখন পড়িবেক মনে ।
 তখন চাইবে তুমি অর্জুনের পানে ॥
 কুশধ্বজ বদনে এতেক বাক্য শুনি ।
 মহীতলে অচেতনে পড়িল ব্রাহ্মণী ॥
 বাক্য না নিঃসরে মুখে শোক সম্পাতন ।
 কোলে করে কুশধ্বজে করেন ক্রন্দন ॥
 মরুক তোমার বাপ বুঝা কেন বাচে ।
 কি ছার ধনের ভরে তোমা ধনে বেঁচে ॥
 প্রাণের দূসর মোর কুলের পঙ্কজ ।
 মায়া ছেড়্যা কোথা যাবে ওরে কুশধ্বজ ॥
 অভাগী তোমাকে লঞা ভিক্ষা মেগে খাব ।
 অনেক দুঃখের ধন কারে বিলাইব ॥
 কুশধ্বজ কয় মাগো কই সত্য সার ।
 সত্য নয় অনিত্য সংসার কেবা কার ॥
 পাবকে পড়িয়া আমি পুড়াইব ছাই ।
 আশীর্বাদ কর যেন কৃষ্ণপদ পাই ॥
 এত বল্যা লইলাম মায়ের পদধূলি ।
 ব্রাহ্মণী ভূতলে পড়ে করেন ব্যাকুলি ॥
 প্রণাম পিতার পায় পুলকিত গাত্র ।
 সিদ্ধাস্ত বলেন বাপা তুমি সাধু পুত্র ॥
 আমার যেমন তুমি তুষ্ট কৈলে মন ।
 আশীর্বাদ করি পাবে কৃষ্ণ দরশন ॥
 এত শুনে কুশধ্বজ যেমনি বিদায় ।
 হুমন্ত্র সারথি রথ সত্তর জোগায় ॥

তথি করে আরোহণ আনন্দে তরল ।
 উপনীত হৈল রথ যথা যজ্ঞস্থল ॥
 প্রদক্ষিণ প্রণাম করিলা পৃথ্বীধর ।
 বসায় বিচিত্রাসনে বেদীর উপর ॥
 পরাইল পটবাস সোনার নপুর ।
 পরিমল কুস্তলাদি ভূষণাদি প্রচুর ॥
 কুশধ্বজ অগ্নিকুণ্ড করে প্রদক্ষিণ ।
 উচ্চৈশ্বরে কৃষ্ণ বল্যা ডাকে বার তিন ॥
 নয়ানে নিকলে ধারা ঐমনি বিকল ।
 বলে কোথা হে অচ্যুতানন্দ ভকতবংশল ॥
 হা কৃষ্ণ দ্বারিকানাথ দীনবন্ধু হরি ।
 প্রভু দেখ অগ্নিকুণ্ডে আমি পুড়্যা মরি ॥
 ওখানে বৈকুণ্ঠে প্রভু বসিলা ভোজনে ।
 ওদন ব্যঞ্জন লক্ষ্মী জোগান আপনে ॥
 হেনকালে কুশধ্বজ করিলা স্মরণ ।
 স্বরায় আইলা প্রভু তেজিয়া ভোজন ॥
 কুশধ্বজ পড়ে গিয়া কুণ্ডের অনলে ।
 অনাথ বন্দিব কৃষ্ণ করিলেন কোলে ॥
 রাজাকে বলেন তবে রাজীবলোচন ।
 ব্রহ্মহত্যা কর বাছা কিসের কারণ ॥
 ব্রাহ্মণের আশীর্বাদে আমি লক্ষ্মীকান্ত ।
 ধরণী ধর্যাচি তেত্রি হইয়া অনন্ত ॥
 ব্রহ্মশাপে বাপ তোর মুক্তিপদ পায়্যা ।
 এখনি যাবেক স্বর্গ চতুর্ভুজ হয়্যা ॥
 এত বল্যা বৈকুণ্ঠে গেলেন নারায়ণ ।
 অলক্ষ্যে আইল রথ দেখে সর্বজন ॥
 আনন্দিত নহষ নৃপতি স্বর্গ যায় ।
 বিশাই অপর চিত্র লেখেন ফলায় ॥
 কেমনে লেখিলেন ধর্মের গাজন ।
 দ্বাদশ আমিনি আর ভক্তা বার জন ॥

পুরোহিত দিবাকর মনোরথ কপিলা ।
 হরিহর বাইতি আদি যে কেহ আছিল ॥
 সামুলাকে লিখিলেন লাউসেনের মাসি ।
 আশুকালা আমিনি ধর্মের ব্রতদাসী ॥
 সারিস্বকে লিখিলেন সোনার পিঞ্জরে ।
 হরষ বদনে বস্ত্রা হরিণাম করে ॥
 লেখিলা নিবিষ্টচিত্তে ময়না নগর ।
 কর্ণসেন রঞ্জাকে লিখিল তার পর ॥
 তবে তায় লেখিলেন লাউসেন কর্পূরে ।
 ভূপতিদত্ত ঘোড়া অশ্বির পাথরে ॥
 কলিঙ্গা কানড়া আর স্থআগা বিমলা ।
 এ চারি সতিনে অতি আনন্দে লিখিলা ॥
 কালু বীর আদি করে তোমা তের জনা ।
 লখ্যাকে লিখিলা অতি অরুণলোচনা ॥
 গোড়েশ্বরে লিখিয়া লিখিলা ভাহুমতী ।
 রাজ্জার রমণী ধন্যে পতিব্রতা অতি ॥
 পাত্র লেখিলা নখে ডোমনীর পাতনে ।
 দাঁতে খড়্গ গলায় বড় চূণকালি কপালে ।
 মুখে তার মারে লাথি মদনের মা ।
 বেটা দেই লঘুঘি করে তুল্যা বাম পা ॥
 কামিলা নির্মাণ করে রেখে ফলা খান ।
 তব্ব দিলা নিরঞ্জে হৈয়া তিরোধান ॥
 এখানে কামার উঠে প্রভাত সময় ।
 শালঘরে শীঘ্র আইল সজ্জোধ হৃদয় ॥
 শালঘরে ফলাখান দপ দপ জলে ।
 সূর্যের উদয় যেন উদয় অচলে ॥
 তা দেখিয়া কর্মকার সবিস্ময় মনে ।
 লয়ে এল লঘুগতি দিতে নৃপ সন্নিধানে ॥
 কৃষ্ণলীলামৃত কথা অপূর্ববর্ণন ।
 পরীক্ষিতে ব্রহ্মশাপ দৈবের ঘটন ॥

সপ্তাহের মধ্যে সপ্তা দংশিবেক এসে ।
 এই কথা শুনে রাজা সভা করে বসে ॥
 লাউসেন কর্পূর বসে পাত্রমিত্র আর ।
 হেনকালে ফল লয়ে দিল কর্মকার ॥
 সেন আদি যে কেহ সভায় বস্তু ছিল ।
 ফলা দেখে সভাজন সবিস্ময় হল্য ॥
 লাউসেন কর্পূর স্থখী হল্য অতিশয় ।
 জোড়হাথে যতনে জনকে আগে কয় ॥
 মনের মতন ফলা মগ্ন হৈলাম হেরে ।
 কর্মকার বিদায় করিবে তুষ্ট করে ॥
 স্থনিঞা স্থতের বাক্য সেন গুণধাম ।
 দুইশত টাকার জায়গা দিলেন ইনাম ॥
 ঘোড়া জোড়া বীরবোলা বিচিত্র পটুকা ।
 নগদ দিলেন আর এক মুটা টাকা ॥
 কামার সন্তুষ্ট হয়ে গেল নিকেতনে ।
 অনাদি ভাবিয়া দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ॥৮০॥

ফলা পেয়ে লাউসেন স্তম্ভিত মনে ।
 গোড়ে যাব যুক্তি করে কর্পূরের সনে ॥
 কর্পূর কহেন দাদা এমন কথা নাই ।
 বিদায় হইয়া চল জননীর ঠাঞি ॥
 লাউসেন কয় দাদা যুক্তি নয় ভাল ।
 যাবে যদি জননীকে না কহিয়া চল ॥
 চক্ষের আঁড় তিল না করেন যার ।
 তায় কি দিবেন যেতে সাত নদীপার ॥
 কর্পূর কহেন দাদা তুমি সে অজ্ঞান ।
 ত্রিভুবনে কে বা আছে মায়ের সমান ॥
 পিতা ধর্ম পিতা স্বর্গ পিতা কল্লতরু ।
 তাঁ হতে সহস্রগুণে মাতা হন গুরু ॥

দশ মাস দশ দিন ধরেছেন দুখে ।
 অধর্ম হবেক বলে না গেলে তাহাকে ॥
 এই যুক্তি দুই ভেয়ে আখড়ায় করে ।
 আমিনা শুনিল সব থেকে অস্থচরে ॥
 বাক্য না নিঃসরে মুখে ব্যাকুল অন্তর ।
 ধেয়ে গিয়ে তব্ব কয় রঞ্জার গোচর ॥
 ঠাকুরানি শুন বাণী যে কই বিশেষ ।
 যুবরাজ পাতর যাবেন গোড়দেশে ॥
 আখড়ায় বসে যুক্তি করেন দুজনে ।
 সম্বর আনিতে গিয়ে শুনিল স্বকর্ণে ॥
 শুনে রঞ্জাবতী শোকে করে হায় হায় ।
 আকাশ ভাঙ্গিয়ে যেন পড়িল মাথায় ॥
 লাউসেন কর্পূর যদি গোড়দেশে যাব ।
 বলে তবে অভাগী পরান নাঞি থুব ॥
 যুক্তি করে রঞ্জাবতী দাসীর সহিত ।
 হেনকালে লাউসেন কর্পূর উপনীত ॥
 ঐমনি আনন্দে এসে হেসে দুইজনে ।
 প্রণমিল জননীর যুগল চরণে ॥
 শ্মিতমুখ সম্মুখে দাণ্ডাইল দুইজন ।
 কৌশল্যার কাছে যেন শ্রীরামলক্ষণ ॥
 সবিনয়ে স্বকার্য সশ্রেয় বার্তা ভাষে ।
 জননী বিদায় দেয় যাব গোড়দেশে ॥
 একান্ত হয়েছে ইচ্ছা আমা দুহাকার ।
 দেখিব কেমন বঠে রাজার দরবার ॥
 মামা আছে তার কাছে মহৎ জানাব ।
 নম্র হয়ে নৃপতির চাকরি লইব ॥
 জাহির করিব গুণ সভার ভিতর ।
 লইব জাইগির করে ময়না নগর ॥
 আর যে নগদ মাহিনা বারমাস পাব ।
 দেশে বসে দেউল জাঙ্গাল তায় দিব ॥

রঞ্জাবতী কয় বাছা জঞ্জাল না কর ।
 ছয়মাসের পথ হবেক গোড় নগর ॥
 স্থাপদে আকীর্ণ পথ তায় নদী খাল ।
 কেমনে ঘাইবি তোরা ছুঙ্কের ছায়াল ॥
 অভাগী মায়ের কথা এইবার রাখ ।
 ধনেতে নাহিক কার্য ঘরে বসে থাক ॥
 কোন ধন নাঞি মোর ধর্মের কুপায় ।
 দিন দুকাহন কড়ি ঝেট লয়ে যায় ॥
 তোরা ধন তোরা প্রাণ তোরা আশিতারা ।
 পেয়েচি প্রভুকে পূজে প্রাণ করে হারা ॥
 না দিব একান্ত আমি যেতে গোড়দেশ ।
 মহামদা পাপী আছে পাছে দেয় ক্রেশ ॥
 সে তোদের মামা নয় শত্রু হতে বাড়া ।
 বুদ্ধি তার বিরুদ্ধ বিনষ্ট বিশ্ব ছাড়া ॥
 শুনে এত লাউসেন কর্পূর কিছু কয় ।
 মহামদা নাবড়ে না কর কিছু ভয় ॥
 অনাদি পুরুষ যাকে অহুকুল সদা ।
 কি করিতে পারে তুচ্ছ মহামদা ॥
 আর জননী গো বলি শুন তবে ।
 পিতামাতা পায় প্রীতি পুত্রের প্রভুত্ব ॥
 গুণবান্ হয়ে যেন বসে থাকে ঘরে ।
 বড় সেই বর্বর বঞ্চিত বিধি তারে ॥
 শুনে এত রঞ্জাবতী সমুন্নতি কয় ।
 শুনি নাকি শেষ মাসে শুভযাত্রা নয় ॥
 ভূপালে ভেটিতে যাবে ভাল দিন করে ।
 শুভতিথি শুভযোগ শুভ বার হেরে ॥
 শুনিয়ে মায়ের কথা লাউসেন কর্পূর ।
 না দিল উত্তর বুঝে নিশ্চয় নিষ্ঠুর ॥
 যে কহিলে জননী করিতে হয় তাই ।
 এত ভেবে আখড়াকে এল দুই ভাই ॥ অত্র ভনিতা ॥৮১॥

এথা রঞ্জাবতী অতি শোকাবুল হয়ে ।
 কান্দিতে কান্দিতে তব সেনে কয় গিয়ে ॥
 লাউসেন কর্পূর গোড়ে যেতে চায় ।
 কি করিব কাস্ত কিছু না দেখি উপায় ॥
 কুলের রতন মোর কপণের কড়ি ।
 অথর্ব জনার আত্মা আধলার নড়ি ॥
 যদি যায় নৃপাস্তিকে নিষেধ না শুনি ।
 শোকে তাপে পরান তেজিব অভাগিনী ॥
 শুনে এত সেন কন শোক তেজ দূরে ।
 গোড় হইতে আন মল্ল সারেঙধরে ॥
 হাত পা ভাঙ্গিয়ে রাখ বলে কয়ে তাকে ।
 ঠুটা খোড়া হয়ে যেন ঘরে বসে থাকে ॥
 আমি যে কহিলাম ইথে না ভাবিয় ছুথ ।
 অবিরত বেটার দেখিবে চাঁদমুখ ॥
 শুনে এত রঞ্জাবতী সবিনয়ে ভাষে ।
 আপুনি পাঠায় লোক লঘু যেন এসে ॥
 ভূপতি এতেক শুনে ভেয়ের ভাষণে ।
 পাত্রকে লেখেন পত্র পরম যতনে ॥
 স্বস্তি আদি সাদর লেখিল স্বসম্মত ।
 শুভ আদি সমাচার সবিশেষ যত ॥
 ইহ পত্রে অবধান কর মহাপাত্র ।
 অসীম তোমার গুণ নির্মল চরিত্র ॥
 আপুনি আমার প্রতি অহুকুল সদা ।
 ভগ্নী দিয়ে ভালরূপে রেখেচ মজ্জদা ॥
 কি লেখে জানাব কিছু নাঞি মনঃকথা ।
 তোমার একসের খাই তুমি অন্নদাতা ॥
 সিদ্ধাদার মুখে শুন সমাচার বাকি ।
 অপরঞ্চ অধিক আরজ এক লেখি ॥
 তোমার ভাগিনে তারা গোড়ে যেতে চায় ।
 তোমার ভাগিনী শুনে কেঁদে মোহ যায় ॥

নিষেধ না মানে করে নিয়ত জঞ্জাল ।
 তথা হৈতে পাঠাইবে সারোঁধর মাল ॥
 এইরূপ লিখন লেখিয়া লঘু গতি ।
 সিদ্ধাদার নিয়োজিত করিল নৃপতি ॥
 সিদ্ধাদার সত্বর লিখন লয়ে গেল ।
 দিন দশে গোড় দেশে উপনীত হল ॥
 রাজার দরবার পাত্র প্রাতঃকালে যায় ।
 মাথায় সোনার চিরা মকমলি পায় ॥
 দশ বিশ লোক সঙ্গে আশু পাছু তার ।
 হেনকালে জুহার করিল সিদ্ধাদার ॥
 নিবাস ময়না বলে নিকটে দাণ্ডালা ।
 পাগে ছিল পরআনা লইয়ে হাতে দিল ॥
 পত্র লয়ে ধীরে ধীরে পাঠ করে পাত্র ।
 ফিরে আইল বাসাঘর ফুলাইয়া গাত্র ॥
 সমনে মুচড়ে দাড়ি গোঁপে দেয় তার ।
 রঞ্জার বেটার মাথা খাব এইবার ॥
 থেকেচে ঠকের ঠাক্রি আর যায় কোথা ।
 মল্লহাতে মৃত্যু তার লেখেচে বিধাতা ॥
 এত শুনে সারোঁধরে ডেকে এনে কয় ।
 তোমা হৈতে আমার অনেক ভ্রম রয় ॥
 ভাগিনে আমার দুটা বড় বলবান ।
 বাপমায়ে তুচ্ছ বুদ্ধি করে নতজ্ঞান ॥
 ঘরে না থাকিতে চায় যায় বাড়ী হয়ে ।
 কেঁদে কেটে ভগ্নীটি সে পাঠায়েছেন কয়ে ॥
 পুড়ে মরে পিতাবধি সে ছটার সনে ।
 তুমি যদি যায় তবে তুষ্ট হয় মনে ॥
 সে কণ্ড না কণ্ড কিন্তু আমি দিলাম সায় ।
 হাত পা ভাঙ্গিবে যেন বসে থাকে ঠায় ॥
 পরানে বধিতে যদি পার ছেড় নাই ।
 অনেক ইনাম তবে পাবে মোর ঠাই ॥

এত বলে এক মুঠা টাকা দিলা ধরে ।
বিদায় হোইল মল্ল দণ্ডবৎ করে ॥ অত্র ভনিতা ॥৮২॥

নারায়ণ নরোত্তম নিমাই নিতাই ।
সনাতন শঙ্কর সুবল সাত ভাই ॥
সভাকার জ্যেষ্ঠ হয় মল্ল সারেঙধর ।
সাজিয়ে চলিল লাউসেনের উপর ॥
পাছু রেখে গোড় পবনবেগে ধায় ।
পার হয়ে পদ্মাবতী পিলগ্রাম পায় ॥
দিবারাত্রি চলে চলে পথে দিব্য করে ঠাট ।
সব্যে রেখে সুরিষ্কার পাট গোলাহাট ॥
ব্রহ্মডাক্ষা বর্ধমান বামে রেখে এল্য ।
আত্মগঙ্গা দামুর নাএ পার হল্য ॥
দক্ষিণে রহিল গ্রাম সামগঞ্জ কেঠ্যা ।
পার হইল উচালন্ পদ্মা বাদ্যমেট্যা ॥
ভিতর গড়ে সত্যপীরে সেলাম করে এল ।
উসংপুর ঐমনি এক দোউড়ে পার হল্য ॥
পশ্চাতে রহিল গ্রাম পুনেজোল সানা ।
কালিনি হইয়া পার প্রবেশে ময়না ॥
মাতুল রঞ্জার দাসী জল নিতে এল ।
মল্লের সহিত দেখ্যা অর্ধ পথে হল ॥
জিজ্ঞাসায় জানিল যতেক অবাস্তর ।
সঙ্গে করে লয়ে এল রঞ্জার গোচর ॥
ষত্ন করে যুবতী জিজ্ঞাসে পরিচয় ।
শুনে তার শংসন সারেঙধর কয় ॥
গোড় নগরে ঘর নাম সারেঙধর ।
আর এই সঙ্গে মোর সাত সহোদর ॥
রঞ্জাবতী সুখী অতি পেয়ে পরিচয় ।
সবিনয়ে স্বদুস্থ সারেঙধরে কয় ॥

বালক আমার দুটি বলে নিরস্তর ।
 নৃপ সস্তাষণে যাব গোড় নগর ॥
 মাড় নাই অভাগীর শুনে শোক পেয়ে ।
 নিবারিতে নারি প্রাণ যায় বারি হয়ে ॥
 সেন সায় দিল তায় নাহি কিছু শঙ্কা ।
 হাত ভাঙ্গিয়া দেয় নেয় শত তকা ॥
 শুনে এত সারেঙধর সক্রোধ অন্তর ।
 মার্মার করিয়ে এল আখড়া নিয়ড় ॥
 সঙ্গে সাত সহোদর শমনের প্রায় ।
 পদাঘাতে পর্বত ভাঙ্গিতে পারে ধায় ॥
 কর্পূর লাউসেনে কয় দেখ দাদা দৃষ্টে ।
 কোথা হইতে আট বেটা মল্ল আসে বঠে ॥
 পরাক্রম দেখি ভারি পাছে এসে মারে ।
 পলাইয়া চল দাদা হুকাই গিয়ে ঘরে ॥
 লাউসেন কয় তবে বৃথা ধরি বল ।
 আট চড়ে আট জনকে নিব রসাতল ॥
 এত বলে লাউসেন সিংহনাদ ছাড়ে ।
 অনন্তর সহিত অবনীথান নড়ে ॥
 তা শুনে সারেঙধর রোষে পূর্ণ হল ।
 যম সম তর্জন গর্জন করে এল ॥
 তবে তূর্ণ লাউসেন জিজ্ঞাসে বারতা ।
 কেন এলি কে তুই নিবাস তোরা কথা ॥
 সারেঙধর কয় শুন বলি সবিশেষ ।
 নৃপতির মল্ল আমি নিবাস গোড় দেশ ॥
 বিশ্বলোক জানে মোরে বলে নই কম ।
 আজি তোরা বুঝিব কেমন পরাক্রম ॥
 শুনে এত সেন কয় সক্রোধ অন্তরে ।
 মরিতে আইলি বেটা ময়না নগরে ॥
 আশীর্বাদে ধর্মের এমন বল ধরি ।
 তোরা পাড়া দশ জনকে এক চড়ে মারি ॥

বিষম ধর্মের মায়া বোঝানে না যায় ।
দীনহীন দ্বিজ শ্রীমানিক রস গায় ॥৮৩॥

শনে এত ক্রোধযুত মল্ল সারেওধরং ।
সেনে তর্জি উঠে গর্জি কাপে কলেবরং ॥
লাথ লাথ উড়া পাক ঐছনে লক্ষং ।
ধরাধর থরথর বসুমতী কক্ষং ॥
লাউসেন যম যেন যবে হয়ে ক্রুদ্ধং ।
মল্ল সনে ঐছনে করে ঘোর যুদ্ধং ॥
প্রথমেতে হাথে হাথে পরে পায় পায়ং ।
কসাকসী ডুসাডুসি মাথায় মাথায়ং ॥
পেলাপেলী ঠেলাঠেলী প্রমদে প্রমত্তং ।
হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকী হোঁহে অপচিত্তং ॥
বলাহক সম ডাক ছাড়ে সিংহনাদং ।
মার্মার অনিবার করে ঘোর শব্দং ॥
সারেওধর সেনোপরে উভারিল কিলং ।
যেন মিসে ভাদ্রমাসে পড়ে পাকা তালং ॥
কোপে সেন অগ্নি হেন ইভ যে জন বাটং ।
নির্ভরে সারেওধরে মারে সূচাপড়ং ॥
ঠায় চড়ে ঘুরে পড়ে হয়ে মূর্ছাপন্নং ।
উলটিয়ে বেগে গিঅ সেনে ধরে তূর্ণং ॥
হুদিমাজ ধর্মরাজ পদ পুণ্ডরীকং ।
সদা মনে ভাবি ভনে দ্বিজ শ্রীমানিকং ॥৮৪॥

লাউসেনে সারেওধরে যুদ্ধ করে পুন ।
চানুর মুষ্টিকে কৃষ্ণে চাপে নিয়া যেন ॥
নিজে যোধ লাউসেন নগ সম বল ।
পদভরে পৃথিবী করে টলবল ॥

লক্ষ দিয়ে সারেঙধরের ধরে জটে ।
 দুহাতে দুবস্ত কিল দুম দাম পিটে ॥
 সামালিয়া সারেঙধর ধরে লাউসেনে ।
 যেমন করিল গ্রাস রাহ বৈকর্তনে ॥
 মহাবল লাউসেন ক্রভঙ্গ না করে ।
 ফিকে দিতে পড়ে গিয়ে দশ হাত অন্তরে ॥
 পরাভব সারেঙধর লাউসেনের ঠাঞী ।
 প্রচুর পাইল লজ্জা পরিশেষ নাঞী ॥
 মুক্তি করে এক কালে আট সহোদরে ।
 ঐমনি আক্রোশে গিয়ে লাউসেনে ধরে ॥
 বিপাকে পড়িল সেন মুখে নাই রা ।
 নির্দয় হইয়া তারা ভাদে হাত পা ॥
 আনন্দে উদ্ধত হোয়ে আট সহোদর ।
 রন্ধন ভোজন হেতু আইলা বাসা ঘর ॥
 এথা লাউসেন পোড়ে আখড়া ভিতরে ।
 বেথায় বিকল হয়ে ছটপট করে ॥
 অনেক আন্দাজ করে না পেরে উঠিতে ।
 কর্পূরে কহেন ডেকে কান্দিতে কান্দিতে ॥
 নিকট মরণ মোর এই কর কাজ ।
 এনে দেও পুষ্প জল পূজি ধর্মরাজ ॥
 কর্পূর কাতর শুনে কাতর বচন ।
 ততক্ষণে ত্বরায় দিল করে আয়োজন ॥
 শুচি হয়ে লাউসেন সেবে নিরঞ্জে ।
 অনিবারা অশ্রুধারা বহে ছনয়নে ॥
 একে একে আসনাদি দিলা উপচার ।
 অর্ঘ্য দিয়ে মূলমন্ত্র জপে দশ বার ॥
 নতি করে লাউসেন নত হয়ে কায় ।
 রাখ প্রভু রাখ নাথ রাখ প্রাণ যায় ॥
 কৃপাময় কৃপাবলোকন কর এসে ।
 কাতর কিঙ্করে ডাকে কি নিশ্চিন্দে বসে ॥

গোবিন্দ গোপাল গোপীনাথ গদাধর ।
 করণ কারণ কর্তা রূপার সাগর ॥
 যদুমণি জীবের জীবন জগন্নাথ ।
 সুখ দুঃখ শুভাশুভ সব তোমার হাত ॥
 বিনা দোষে মল্ল গেল হাত পা ভাঙ্গিয়ে ।
 দারুণ বেথায় প্রাণ যায় বারি হয়ে ॥
 আমার ভরসা ঐ চরণ তোমার ।
 তুমি না করিলে রক্ষে রক্ষে নাই আর ॥
 লাউসেন কৈল যেই এতেক স্তবন ।
 কৈলাসে ধর্মের তথা টলিল আসন ॥
 সেবক স্মরণ করে সঙ্কটে পড়িয়ে ।
 জানিল যাবৎ বার্তা যোগেতে বসিয়ে ॥
 হুহুমানো পাঠালেন কয়ে বিবরণ ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সঙ্গীত নোতন ॥৮৫॥

যেই বেশে লাউসেনে শিখালে স্মরন ।
 সেই বেশ ধরে বীর করিলা গমন ॥
 কাশ্যপীলোচন ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে ।
 উপনীত আখড়ায় সেনের সাক্ষাতে ॥
 পুটাঙ্গুলি লাউসেন সজল নয়নে ।
 প্রণাম করিল মল্ল গুরুর চরণে ।
 নিবেদন করে বলেন নিবেদিয়ে তা ।
 সারেঙ মল্ল আমার ভেঙ্গেছে হাত পা ॥
 হুহুমান কয় বাছা শুন বলি তোকে ।
 হাত পা হবেক ভাল বিনাশিবে তাকে
 এত বলে অঙ্গে তার বুলালেন হাত ।
 অক্ষয় হইল যেন বর্জসম দাঁত ॥
 ভাল হৈল লাউসেন উঠিয়ে দাণ্ডাইল ।
 পূর্ব হইতে অধিক শরীরে বল হৈল ॥

মার্মার করিয়ে চলে মল্লের উপর ।
 কাশ্মপীলোচন ক্রোধে কাঁপে কলেবর ॥
 তর্জন গর্জন করে ছাড়ে সিংহনাদ ।
 সারেঙধর শুনে এথা গুণিল প্রমাদ ॥
 প্রথমত পাঠাইল দুই সহোদরে ।
 অতি শীঘ্র এল তারা আক্রোশ অন্তরে ॥
 ধর ধর করিয়ে বেগে লাউসেন ধায় ।
 লক্ষ দিয়ে পড়ে গিয়ে ছুঁ হাকার গায় ॥
 পায়ে ধরে পাক দিয়ে মারিল আছাড় ।
 ভাদ্রিল মাথার খুলি চূর্ণ হইল হাড় ॥
 তা শুনিয়া তবে আইল আর তিন ভেয়ে ।
 লাপ্ দিয়ে পড়ে গিয়ে লাউসেনের গায়ে ॥
 ঐমনি ধরিল সেন যেমন উরণে ।
 মারিল নির্ঘাত কিল মল তিন জনে ॥
 শুনে সারেঙধর এল সক্রোধ অন্তর ।
 আর সঙ্গে আইল তারা দুই সহোদর ॥
 লাউসেন কয় বেটা অন্ডায় করিসি ।
 এখুনি যমের ঘর পাঠাইব বসি ॥
 এত বলে অহুস্রয়ে ধরে দেয় পাক ।
 কুস্তকার নজুড়ে ঘুরায় যেন চাক ॥
 এমনি আক্রোশ করে মারিল আছাড় ।
 ভাদ্রিল মাথার খুলি চূর্ণ হইল হাড় ॥
 আট জন মল্লকে মারিল লাউসেন ।
 ধেয়ে এসে মা বাপের বন্দিল চরণ ॥
 রঞ্জাবতী কর্ণসেন আশীর্বাদ দিল ।
 হাসিয়ে মল্লের কথা জিজ্ঞাসা করিল ॥
 লাউসেন কহে শুন নিবেদিয়ে তা ।
 মল্ল বেটা ভেঙ্গে ছিল হাত পা ॥
 হুহুমান্ এসে হস্ত বুলালেন গায় ।
 ভাল হল হাত পা অধিক বল তায় ॥

জিজ্ঞাসিলে যদি শুন ষথার্থ বচন ।
 মেরে এলাম আট বেটা মল্লকে এখন ॥
 শুনে রঞ্জা কর্ণসেন করে হায় হায় ।
 রাজার মল্লকে মেলে বড় দেখি দায় ॥
 ঘর দ্বার যাবেক হইবে এই শেষে ।
 না পাব রহিতে বাছা ময়না প্রদেশে ॥
 শুনে মা বাপের কথা লাউসেন বলে ।
 অকস্মাৎ এত কেন মিথ্যা ভয় পাইলে ॥
 তাপ তেজ তার এত মন কথা কি ।
 আজ্ঞা কর এই ক্ষণে বাঁচাইয়ে দিই ॥
 বিশ্বয় হইল শুনে সেন রঞ্জাবতী ।
 স্মবচনে লাউসেনে প্রশংসিল কতি ॥
 চল বাছা বাঁচাইবে মল্ল আট জনে ।
 আমরা যাইব সঙ্গে দেখিব নয়নে ॥
 যে আজ্ঞা বলিয়ে লাউসেন চলে তথা ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ভাবিয়ে দেবতা ॥৮৬॥

কর্ণসেন রঞ্জাবতী রহিল অন্তরে ।
 পুত্রের প্রভুত্বখান দেখিবার তরে ॥
 লাউসেন ধর্মরাজে ধ্যান করে মনে ।
 বাঁচাইয়া দেহ প্রভু মল্ল আট জনে ॥
 মা বাপের কাছে আমি করেছি প্রতিজ্ঞা ।
 না পারিলে পাছে লোকে হয় অসমজ্ঞা ॥
 এই মোর আরজ তোমার ঐ পায় ।
 এত বোলে পুষ্পজল দিল তাদের গায় ॥
 ধর্মের কৃপায় প্রাণ পাইল আট মাল ।
 মার্মার করিয়ে উঠে যেন মহাকাল ॥
 কর্ণসেন রঞ্জাবতী আর লোক যত ।
 বিশ্বয় হইল সতে দেখিয়ে অদ্ভুত ॥

সহরের সর্বলোক ধন্য ধন্য কয় ।
 লাউসেন নিশ্চিত মহুয়া বলে নয় ॥
 সম্মান করিল সেন মল্ল আট জনে ।
 বিদায় হইয়া তাঁরা গেল নিকেতনে ॥
 এথা লাউসেন পুন জননীর আগে ।
 নৃপ সম্ভাষণে গোড়ে যেতে আজ্ঞা মাগে
 তা শুনে রঞ্জার আর স্থখ নাই শোকে ।
 শূন্য হৈল সব ঘেন শেল মেল্য বুকে ॥
 প্রিয় বোলে প্রবোধ করিয়া তবে কয় ।
 কুদিনে করিল যাত্রা কষ্ট পেতে হয় ॥
 যাবত জনমে যে না করে বাপ মায় ।
 সুধীমুখে শুনি বাছা সে করে যাত্রায় ॥
 দৈবজ্ঞে ডাকিয়ে দিব্য দিন করে দিব ।
 গতমাত্রে অতি শীঘ্র ফলাবাপ্তি হব ॥
 সুখী হল্য লাউসেন মায়ের বচনে ।
 কর্পূর সহিত আইল আখড়া ভুবনে ॥
 হেথা রঞ্জাবতী অতি হইয়া সত্বর ।
 নানা ধন লয়ে আইল দৈবজ্ঞের ঘর ॥
 ধন দিয়ে দৈবজ্ঞের ধরে দুটি হাতে ।
 কাকুবাদ কোরে কয় কাদিতে কাদিতে ॥
 লাউসেন যেতে চায় গোড় নগর ।
 জিজ্ঞাসিলে কবে যাত্রা নাই সম্বৎসর ॥
 এই কার্য আপুনি যতপি করাইবে ।
 অভাগীর প্রভু হে পরান বাঁচে তবে ॥
 এত কয়ে দৈবজ্ঞে আলয়ে আল দ্রুত ।
 রাম বলে রামরাত্রি হইল প্রভাত ॥
 লাউসেন কয় মাগো যাব গোড় দেশ ।
 দৈবজ্ঞে ডাকিয়া দেহ দিন করে বেশ ॥
 তরুণী তৎকাল শুনে তনয়ের বাক্যে ।
 দৈবজ্ঞে আনিল ডেকে পাঠায়ে দাসীকে ॥

তুষ্ট হয়ে লাউসেন তদন্তিকে তবে ।
 জিজ্ঞাসে যাত্রার দিন যোগ্য হয় কবে ॥
 দৈবজ্ঞ বলেন শুন শাস্ত্রসিদ্ধ কই ।
 বিলক্ষণ পাবে দিন বৎসরেক বৈ ॥
 দৈবজ্ঞের কথা শুনে লাউসেন হাসে ।
 আপুনি অপূর্ব বিদ্যা করেচ জ্যোতিষে ॥
 বুড়া হৈল্যে এত কাল বয়ে পাঞ্জিপুথি ।
 তথাপি তোমার জ্ঞান বার তিথি ॥
 দণ্ডবত করি যায় দিনে নাই কাজ ।
 আজি যাত্রা করিব যা করেন ধর্মরাজ ॥
 পুণ্ডা কুলীরের চন্দ্র মিহিরের তিথি ।
 যেহেতু যাইব সিদ্ধি হবেক ঝটিতি ॥
 সর্বশাস্ত্র জানি আমি ধর্মের কৃপাতে ।
 অযোগ্য বচন কয় আমার সাক্ষাতে ॥
 লাউসেনের মুখে শুনে এতেক লপিত ।
 উঠে গেল দৈবজ্ঞ হইয়া অপ্রস্তুত ॥
 লাউসেন তবে কয় মায়ের সাক্ষাতে ।
 অপূর্ব দিবস আজ আজ্ঞা দায় যেতে ॥
 শুনে শোকে রঞ্জার নয়নে বহে ধারা ।
 চাহিয়ে রহিল চিত্র পুতলির পারা ॥
 ব্যগ্র হয়ে বলে বাক্য ব্যাকুল অন্তর ।
 নিশ্চয় যাইবে বাছা গৌড় নগর ॥
 মরি বাঁচি অভাগিনী তবে আর কি ।
 স্নান করে চটপট পাক করে দিই ॥
 ভোজন করিয়ে ভদ্র যাত্রা করে যাবে ।
 অভাগী মায়ের প্রাণ তুষ্ট হয় তবে ॥
 এত বলে আত্মজে করিতে গেল স্নান ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্ম গুণগান ॥৮৭॥

চিত্তের উদ্বোধন করিয়ে চপলে ।
 পাক হেতু প্রবেশ করিল পাকশালে ॥
 লঘু লয়ে আয়োজন জোগালেন দাসী ।
 পাক করে পদ্মিনী পুরট পিঠে বসি ॥
 শাক স্তূতা স্থপ রেন্ধে সম্বরিল তৈলে ।
 ঘূতে ভাজে ভন্টাকি পটল পানিফলে ॥
 নানাবিধি ব্যঞ্জন সমুত্ত পঞ্চরস ।
 পরিপাটি করে পাক করিল পায়স ॥
 লাউসেন কপূর ভোজন করে স্থখে ।
 আচমন করে পান ভুঞ্জিল কোতুকে ॥
 দুটি ভেয়ে পরে দিব্য ছকুল মেথলা ।
 যতন করি আনিল জয়খড়া খোলা ॥
 স্মরণ করিয়া ধর্ম চরণারবুন্দে ।
 যাত্রা কৈল্য দুটি ভেয়ে মনের আনন্দে ॥
 বিদায় হইতে গেল বাপের গোচর ।
 প্রণাম করিল কয়ে বিনয় বিস্তর ॥
 মায়ের চরণ ধরে নিল পদধূলি ।
 আশিস করিল রঞ্জা শোকেতে আকুলি ॥
 যেন কেহ কার প্রাণ কেড়ে লয়্যা যায় ।
 কোলে করে কমলবদনে চুষ খায় ।
 দুটি হাতে ধরে কয় দুস্থিতা দারুণ ।
 তোমা হৈতে কপূর আমার দশগুণ ॥
 কয়ো নাই কুবচন করো নাই হৃন্দ ।
 লয়্যা যাবে আগে করে না বলিবে মন্দ ॥
 খুধা না সহিতে পারে থাণ্ডাবে সকালে ।
 নাড়ু মুড়ি মুড়িকি চিড়া মুনাম মিসালে ॥
 যথা কালে ওদনাদি পাক করে দিবে ।
 কোলে করে রাত্রিকালে শয়ন করিবে ॥
 মায়ের মরম কথা মনে যেন থাকে ।
 কোরো নাই কদাচ বিশ্বাস মাহদেকে ॥

মেস্বা মাসির কাছে পরিচয় দিবে ।
 পাবেন প্রভুর প্রীত প্রাণতুল্য হবে ॥
 তোমাদের মামী বঠে মহতের বেটী ।
 তায় আমায় ছিলাঙ একপ্রাণ হুটী ॥
 বরং তার সনে দেখা করিবা উচিত ।
 পরিচয় দিলে সে পাবেক বহু প্রীত ॥
 ডাকিনী যোগিনী পথে পাছে দেই পীড়া ।
 মস্তকের কেশ বেধে দিল মস্ত্র পড়ে ॥
 লাউসেন কর্পূর বিদায় হয়ে স্থখে ।
 গনমার্গে গমন করিল গোড়মুখে ॥
 পালিতে পিতার সত্য রাম গেলা বন ।
 দিবসে আধার হৈল অযোধ্যা ভুবন ॥
 তেমতি আধার হৈল্য নগর ময়না ।
 কি হল্য কি হল্য বল্য কান্দে সর্বজনা ॥
 কর্ণসেন রণাবতী শোকে অচেতন ।
 রাম বিনা রাজরানী কোশল্যা যেমন ॥
 গোপাল গাঙ্গুলি স্তত গাঙ্গুলি স্তদাম ।
 তদাত্মজ বিখ্যাত অনন্ত রাম নাম ॥
 তদাত্মজ গদাধর গুণে অকুপার ।
 শীতল সিংহ সদাই আপনি সখা যার ॥
 তদাত্মজ মানিক ধর্মের গীত গায় ।
 হরি বল বন্ধুজন পালা হৈল্য সায় ॥৮৮॥

ইতি ফলা নির্মাণ আর সারেঙ মল্লের যুদ্ধ ।
 আর গোড় যাত্রা সমাপ্ত ॥

[চতুর্থ পালা সমাপ্ত]

[পঞ্চম পালা]

বাঘের জন্মপালা

এক মনে যেবা শুনে ধর্মের মঙ্গল ।
 ধন পুত্র লক্ষ্মী হয় বাহু নিরমল ॥
 পুরঃসর লাউসেন পশ্চাৎ কর্পূর ।
 শ্রীরামের সঙ্গে যেন লক্ষণ ঠাকুর ॥
 বাম কাঁধে ফলা আর ডাহিন কাঁধে ঝারি ।
 যুগল কিশোর রূপ যান ধিরিধিরি ॥
 গলায় গরুড় মণি করে ঝলমল ।
 শরতের শশিসম বদনমণ্ডল ॥
 পথের পথিক দেখে বলে অনুপাম ।
 কিবা রূপ দেখি যেন কৃষ্ণ বলরাম ॥
 অবাক হয়ে ঐমনি এক দৃষ্টে চেয়ে রয় ।
 শ্রীরামলক্ষণ বল্যা কেহ কেহ কয় ॥
 কেহ বলে অশ্বিনীকুমার দুটা ভাই ।
 এমন আশ্চর্য রূপ কভু দেখি নাই ॥
 পার হএ উসংপুর পাইল রাজ্যমেটে ।
 পশ্চাৎ রহিল গ্রাম পুন্ড্রজোলকেটে ॥
 কাননে কুসুম তুলে কর্পূর পাতর ।
 কানে পরে করে নৃত্য কয় আমি বর ॥
 লাউসেন শুনে হাসে তাই বটে ভাই ।
 ভাল হল্য তোমার তবে বিভা দিয়া যাই ॥
 কর্পূর কহেন দাদা দণ্ডবৎ করি ।
 শুনে গায়ে আইল জ্বর মাথা ব্যথায় মরি ॥
 এই কথা কহিতে বলিতে বিলম্বন ।
 পার হয়ে পদ্মা পাইল উচালন ॥
 বীরহাট বামে রেখে বর্ধমান পায় ।
 যশর জগৎবাটি এড়াইয়া যায় ॥

কর্পূর কহেন দাদা মোটমাট নেয় ।
 ক্ষুধায় সর্বাঙ্গ কাঁপে খেতে কিছু দেয় ॥
 লাউসেন কয় ভাই এস এস ঘাব ।
 আগে যেয়ে বাজারে সন্দেশ কিনে দিব ॥
 তা শুনিয়া কর্পূর ধাইল পাছু পাছু ।
 সন্দেশ খাব না দিবে চিড়া মুড়ি কিছু ॥
 এই কথা কহিতে বলিতে বিলম্বন ।
 দূরে হৈতে দৃষ্টি হৈল দুর্গম কানন ॥
 দেউল দেহারা কত ইষ্টক আলয় ।
 পর্বতের প্রমাণ পাদপ্ বিপর্যয় ॥
 লাউসেন কর্পূরে জিজ্ঞাসা করে তত্ত্ব ।
 কহ দাদা কর্পূর যাইব কোন্ পথে ॥
 তোমার ভরসা আমি করি অহুঙ্কণ ।
 অর্জুনের সারথি যেমন নারায়ণ ॥
 শ্রীরামের পক্ষে যেন লক্ষ্মণ ঠাকুর ।
 তেমতি তোমাতে দেখি দাদারে কর্পূর ॥
 তুমি নয় মহুয়া দেবতা সমতুল ।
 কহিবে ইহার তত্ত্ব জান আশ্চর্যমূল ॥
 শুনে এত কর্পূর সম্মুখে জোড়হাত ।
 নিবেদন শুন দাদা ময়নার নাথ ॥
 সকল কহিতে পারি ভূত ভবিষ্যতি ।
 পঞ্চাবল সদা যার প্রভু যুগপতি ॥
 বামদিগের বস্তু নির নাহিক নির্ণয় ।
 সম্মুখের পথে গেলে মাস ছয় হয় ॥
 দক্ষিণের পথে গেলে দিন দশে যাই ।
 লাউসেন কয় শুনে তবে চল তাই ॥
 কাতর বচনে কয় কর্পূর পাতর ।
 তুমি যায় আমি দাদা ফিরে যাই ঘর ॥
 সম্মুখ সরণি দিয়ে যেতে মন সরে ।
 এ পথে যাবেক কেবা মরিবার তরে ॥

লাউসেন কয় ভাই এত নাই জানি ।
 এ পথে কিসের ভয় कह দেখি শুনি ॥
 কর্পূর কহেন তবে সাবধান হবে ।
 তেমন দেখিলে মোর মুখে জল দিবে ॥
 কহিতে দারুণ কথা কাঁপে কলেবর ।
 আর কেন কর্পূর মরিল অতঃপর ॥
 সহর শোভিত দেখ সম্মুখ নিয়ড় ।
 জান নাই শুন ঐ জালঙ্কার গড় ॥
 জিজ্ঞাসা করিলে যদি কহিব সকল ।
 ইহাতে হয়েছে রাজা বাঘ কামদল ॥
 লাউসেন কয় ভাই অপরূপ শুনি ।
 ক্রমিক ইহার কথা কহিবে আপুনি ॥
 পশু হয়ে প্রজার পালন কেনে করে ।
 মহাসুর মহীপাল কেন নাই মারে ॥
 তা শুনে কর্পূর তব্ব বিশেষিয়ে কন ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা নিরঞ্জন ॥৮৯॥

একদিন ইন্দ্রালয়ে হইল স্ত্রধর্ম ।
 বসিলেন বিশ্বনাথ বিষ্ণু আর ব্রহ্মা ॥
 পবন জলন যম কুবের বক্রণ ।
 অপর অমরবৃন্দ অনন্ত অরুণ ॥
 সাবিত্রী সারদা শচী গৌরের গেহিনী ।
 বাঘের উপরে বসে বিষ্ণুর জননী ॥
 শ্রীধর ইন্দ্রের বেটা স্ত্রধর্মায় নাচে ।
 খঞ্জরি খমক তুরী খন্কাল বাজিছে ॥
 ঝাঙ ঝাঙ ঝঝরি মোহরি কাড়াপাড়া ।
 রুহুহু বুহুহু তায় নপুরের সাড়া ॥
 ঘাগর ঘুঁগুর বাজে ঘন নাড়ে হাত ।
 বদনে মধুর হাস্তে বিজুরি নিপাত ॥

স্তন্যন স্তন্যন করে রসাল বীণা বায় ।
 গদ গদ গৌণসে গোবিন্দ গুণ গায় ॥
 তাকুটি তাঠে থৈ মৃদঙ্গের রব ।
 তাণ্ডব দেখিয়ে তুট ত্রিদিবেশ সুব ॥
 কৈটঙ্গে উন্নত শুনে কৃষ্ণের কীর্তন ।
 সুরগণ সকলের অঙ্কোর নয়ন ॥
 কেহ ধরে কোল দেয় দু বাহু পসারি ।
 কেহ কন হাত তুলে হরিবোল হরি ॥
 মহামায়া হন মগ্ন মনে নাঞি সে ।
 বাছারে ইন্দ্রের বেটা বর মেগে নে ॥
 নাচিতে নাচিতে নাট্য ননংকারে চায় ।
 বাঘে বসে বিশ্বমাতা দেখিবারে পায় ॥
 কুবুদ্ধি ঘটিল তাকে কয় কটুবাক ।
 মর মর ঠেঁটা মাগি চূপ করে থাক ॥
 সাক্ষাতে মহেশ বসে মনে নাই লাজ ।
 ছি ছি তোকে ছার কপাল ছি ছি হেন কাজ ॥
 ব্রহ্মা বিষ্ণু বরুণ কুবের পুরন্দর ।
 তার মাঝে তুঞি বসে বাঘের উপর ॥
 যে কহিলি অশুচিত অতিবাদ সেটা ।
 তোর ঠাঞি বর নিব আমি ইন্দ্রের বেটা ॥
 ক্রোধ করে ভগবতী কহিলেন তারে ।
 বাঘ হয়ে জন্ম গিয়ে বাঘিনী জঠরে ॥
 ইন্দ্র অভাগা বড় তোর পারা স্ততে ।
 নয়ন ভরিয়া আর না পান দেখিতে ॥
 অভাগিনী শচীর কপালে এই ছিল ।
 বৃথা তোরে এতকাল পালন করিল ॥
 চমৎকার শ্রীধর চাহিয়ে চারিপানে ।
 ঐমনি পড়িল তাঁর অভয় চরণে ॥
 কিঙ্করে করিবা ক্রোধ নহে সমুচিত ।
 জানি নাই জননী গো তোমার মহত্ত্ব ॥

শুনেচি সম্যক কথা সর্বলোকে বলে ।
 কুপুত্র হইলে তাকে মা নাঞি ফেলে ॥
 তবে তুমি আমাকে বিমুখ হৈলে কেনে ।
 আমি তোমার কুপুত্র জগৎ লোকে জানে ॥
 বাঘ হয়ে বিপিনে বঞ্চিব কিরূপেতে ।
 ভয় বাসি ভগবতী ভূমণ্ডলে যেতে ॥
 কার গর্ভে জন্ম নিব কি হবেক গতি ।
 ঘুচিল সঞ্চয় সুখ স্বর্গের বসতি ॥
 এত শুনে উমা কন আর কেন বল ।
 মোর দোষ নাই তোর কপালে যা ছিল ॥
 কালী নামে বাঘিনী কাননে বাস করে ।
 লঘু যেয়ে লভ জন্ম তাহার জঠরে ॥
 দেখিতে দেখিতে তার লুপ্ত হইল কায় ।
 শ্রীধর ইন্দ্রের বেটা বাঘ হতে যায় ॥
 এখানে বাঘিনী বনে বসন্ত সময় ।
 দৈবে তার সেইদিন ঋতুকাল হয় ॥
 শাদুলের সঙ্গ পেয়ে মন্তোঙ্গ করিল ।
 শ্রীধর আসিয়ে জন্ম যথা কালে নিল ॥
 গর্ভ হল বাঘিনীর গায়ে নাঞি বল ।
 সারাদিন শুয়ে থাকে অলসে বিকল ॥
 আহার না করে কিছু অল্পদিন যায় ।
 একাকী কাননে কালী কষ্ট ব্যথা পায় ॥
 ক্ষণে উঠে ক্ষণে বসে ক্ষণে ডাক ছাড়ে ।
 বড় বড় বৃক্ষ ভাঙ্গে পর্বত উপাড়ে ॥
 ক্ষণে লম্প ঝম্প দেয় ক্ষণে বলে মরি ।
 ক্ষণে ক্ষণে থেকে উঠে উর্ধ্ব মুখ করি ॥
 ব্যথায় বিকল অঙ্গ শবে চক্ষু ছুটি ।
 বিদারে বিংশতি নখে বস্ত্রধার মাটি ॥
 দ্বিতীয় প্রহর বেলা গগন উপর ।
 প্রসবিল পুত্র এক পরম সুন্দর ॥

তাম্র বর্ণ তনু তায় কৃষ্ণবর্ণ রেখা ।
 বিমোহিত বাঘিনী পুত্রের রূপ দেখ্যা ॥
 বাছা বলে বুকে কৈল বলে ধন্য আমি ।
 অভাগিনী মায়ের পরান ধন তুমি ॥
 এতদিনে হল্য মোর সফল জীবন ।
 এত বলে মুখে করে এক শত চূষন ॥
 বাতাসে বাড়িল অঙ্গ বলে ওগো মা ।
 কি খাইব ক্ষুধায় কাঁপিচে মোর গা ॥
 বাঘিনী বলিচে বাছা বসি কোলে করে ।
 আর কি খাইবে খায় দুগ্ধ পেট ভরে ॥
 বাঘ বলে দুগ্ধ খেয়ে না বাঁচিব আমি ।
 অপর আহার কিছু এনে দায় তুমি ॥
 ছ বুড়ি ছাগল মেঘ ছয় গঙা গোরু ।
 সাত পণ হরিণ বরা সাত বুড়ি শশারু ॥
 গঙা দশ গঙার মহিষ গোটা বার ।
 জল খাই জননী গো যদি দিতে পার ॥
 বাঘিনী বোলিচে বাছা এ বনে না পাব ।
 শিমূল নগরে গিয়ে এ সব আনিব ॥
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে কপালের লেখা ।
 ব্রাহ্মণের বেশে ধর্ম যারে দিলা দেখা ॥২০॥

কর্পূর কহিচে দাদা শুন অতঃপর ।
 আহার আনিতে গেল শিমূল নগর ॥
 বিপিনে বাঘিনী বসে আঙুলিয়ে বাট ।
 না চলে পথুক পথে বন্দি হাট ঘাট ॥
 নগরের লোক সব পরিব্রাহি ডাকে ।
 দুয়ারে কপাট দিয়ে ঘরে বসে থাকে ॥
 ভব্য নাই ভয় পেয়ে ভূপে গিয়ে ভাষে ।
 বাঘিনী আসিয়ে উপদ্রব করে দেশে ॥

বেনাবনে বসে থাকে বিপরীত কায় ।
 পথুক পাইলে পথে ঘাড় ভেঁগে খায় ॥
 শুনে সাজে হরিপাল বধিতে বাঘিনী ।
 নফরে যোগায় ঘোড়া করিয়ে সাজনি ॥
 নিশান নেঙমা বাজে ঢাক ঢোল তুরী ।
 ভোরঙ্গ খন্কাল আর দড়মসা ভেরী ॥
 কাড়া পোড়া নাগরায় ঘন পড়ে কাঠি ।
 সাত হাত কেঁপে গেল শিমুলের মাটি ॥
 নামজাদা সিকাই সাজিব আগুদলে ।
 কৃতান্ত কাশুপী ইন্দ্র কাঁপে যার বলে ॥
 রাউং সাজিল কত রণে অবিসার ।
 সেকজাদা সৈয়দ সাজিল সমকাল ॥
 কেহ বা কুপাণ নেয় কাটার কাটারি ।
 কেহ নেয় যমধর ধনু তীর ছুরি ॥
 কার হাতে বাগুরা শল্যাদি জাল দড়ি ।
 ফরিকাল লইয়া কেহ ধায় রড়ারড়ি ॥
 ক্রোশ যুগ জুড়ে হৈল্য নন্দরের বেলা ।
 বিপিনে প্রবেশে গিয়ে বিলক্ষণ বেলা ॥
 ফিকির করিয়ে সব ফাঁদ জাল এড়ে ।
 ঝাটক ফরিকাল লঞা ঝাড় ঝোড় ঝাড়ে ।
 প্রাণ লয়ে পলাইল অচ্য পশুগণ ।
 বাঘিনী পড়িল জালে দৈবের ঘটন ॥
 ধরধর করিয়ে সতে ধায় চারিভিতে ।
 সক্রোধিয়ে শেল মারে শূলে করে গাঁথে ॥
 বাঘিনী বিপাকে পড়ে ত্যজিল জীবন ।
 কর্পূর কহেন শুন অপূর্ব কথন ॥
 এখানে শাদুলশিশু পথপানে চেয়ে ।
 খনে উঠে খনে বৈসে ক্ষুধায় ক্ষুধ হয়ে ॥
 বিপাক বড়ই বল্যা এত ক্ষণ হৈল ।
 আহার লইয়া কেন মা নাই আইল ॥

ধরিয়া ধনুশর ধাইল সত্বর
 ডাকে যেন প্রলয়ের মেঘ ॥
 রতন সন্দার রমাপতি সিকদার
 রোজপুত রঘুনাথ সিংহ ।
 মাতঙ্গে চাপিয়া মার মার করিয়া
 ধাইল যেন কালজঙ্ঘ ॥
 সেনাপতি সনাতন করিয়ে তর্জন
 সেনার সহিত ধায় ।
 গোলা বিসরে ঘোটক হিঁসরে
 গজগণ গজিচে তায় ॥
 সেনার চাপটে সরণি পরটে
 দিবসে অন্ধকার হল ।
 কম্পিতা ধরণী থর থর অমনি
 অনন্ত অহির হইল ॥
 লইয়ে জাল দড়ি ধাইল রড়ারড়ি
 আগু পাছু কত শত জন ।
 চারিআনি হইয়ে চৌদিকে বেড়িয়ে
 প্রবেশ করিল বন ॥
 রাজার হুকুম পাইয়ে তখন
 কিকিরে ফাঁদ জাল এড়ে ।
 লইয়া ঝাটক সিফাই পদাতিক
 ঝাড় ঝোড় ঝঙ্কার ঝাড়ে ॥
 দৈবের ঘটনে শীকার সেদিনে
 না পেয়ে নৃপতি শেষে ।
 তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়ে বকুল
 বৃক্ষের তলায় বৈসে ॥
 বেলভিহা নিবাস স্মরি সদা ব্যাস
 অনাদি পদারবিন্দ ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক রচিল রসিক
 রসোদয় সুন্দর ছন্দ ॥২২॥

নৃপতি নফরে কয় লঘু আন জল ।
 তৃষ্ণায় বিকল তনু হয়েচি বিকল ॥
 নফর নৃপতিবাক্যে লঘুগতি ধায় ।
 সন্নিকটে সরোবর দেখিবারে পায় ॥
 যবে এসে জলে নেবে জলাধার পূরে ।
 বেনাবনে বাঘটা বসিয়ে যুক্তি করে ॥
 এ বেটার সঙ্গে আমি নৃপালয় যাব ।
 হাতি ঘোড়া মেরে ধরে পেট ভরে খাব ॥
 রানীদিগে খাব আর অস্ত্রে পরে কি ।
 অবশেষে রাজার মাথার খাব ঘি ॥
 জলে মলাম ক্ষুধায় জনমাবধি হতে ।
 বলে এত বাঘটা বসিল মধ্যপথে ॥
 জ্ঞেতের স্বভাব ধর্ম সঙ্কচিত গা ।
 সমতুল দেখি যেন শশকের ছা ॥
 নিলয়ে নৃপের নফর লঘু পায় ।
 পড়েছিল বাঘটা ধরিল তার পায় ॥
 শশকশাবক বলে দেখে স্থখী হল ।
 ঐমনি ধরিয়ে তাকে আঁচলে পুরিল ॥
 বলে আজি লয়ে তোর ঘরে রব অচিরাত্ ।
 দগ্ধ করে ছু সের চেলের খাব ভাত ॥
 জল লয়ে জাল্লালশিখরে যবে দিল ।
 পীষুষ সমান পয় পানে প্রীত পাইল ॥
 বারণ বাজীর শব্দ বাঘটা শুনিয়ে ।
 মনে করে ঘাড় ভেঙ্গে খাব বারি হয়ে ॥
 এত বলে আঁচল চিরিয়ে বারি হল ।
 ঐমনি বাতাস পেয়ে বাড়িতে লাগিল ॥
 দেখে বলে দণ্ডবর দেখি দেখি আন ।
 আজি হৈতে বাঘ শিশু আমার পরান ॥
 লয়ে ঘরে রানীকে যতন করে দিব ।
 পুত্র নাই পুত্র তুল্য পালন করিব ॥

রামকথা কৃষ্ণকথা শিখাব পুরাণ ।
 মরিলে আমার যেন করে পিণ্ডদান ॥
 এত বলে ঐছনে আনন্দ পূর্ণকায় ।
 বুকে করে বাঘের বদনে চুষ খায় ॥
 লয়ে লঘু নৃপতি নিজ রাজ্যে আলা ।
 পাটরানী পদ্মাকে পরম যত্নে দিল ॥
 বিপিনে বাঘের শিশু বিধি দিল ইবে ।
 পুত্রসম পদ্মমুখী পালন করিবে ॥
 বিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ড দিবেক গয়ায় ।
 তোমায় আমায় স্বর্গ যাইব সকায় ॥
 গোপালকে ডেকে লঘু নৃপতি প্রবোধিল ।
 ছঃগেয়ের ছদ্ম তার রোজ করে দিল ॥
 বহুমূল্য হার দিল বাঘের গলায় ।
 চামীক নৃপুত্র পরাই দিল চারি পায় ॥
 কঁাকালে ঘাগর দিল ঘুঁঘুর উরনা ।
 কানে দিল কাঞ্চনের কাঁটা কাঁচসোনা ॥
 মহীপতি জালালশিখর মহাবল ।
 থুইল আখ্যান তার বাঘ কামদল ॥
 রাত্রি দিন রানী তাকে কোলে করি থাকে ।
 বাপধন বাছাধন বলে সদা ডাকে ॥
 স্থখী হয় শুনিয়া মধুর মুখরব ।
 কৃষ্ণপূজা বিষ্ণুভক্তি পাসরিল সব ॥
 ক্ষীরগুণ্ড নাড়ু হুচি খায় নিয়ত ।
 বুকে করে বদনে চুষ খায় কত শত ॥
 দিনে দিনে বাড়ে বাঘ বিপরীত দেখি ।
 পুড়া পারা মস্তক পাবক পারা আখি ॥
 দীর্ঘ সারি দস্তগুলা মূলা যেন মোটা ।
 কিবা ভাল কুলাকৃতি লোটা কাণ ছটা ॥
 স্থবুদ্ধি রাজাকে দৈবে কুবুদ্ধি ঘটিল ।
 কায়জ সমান করে কালকে পুষিল ॥

কপূর কহেন দাদা শুন তার পরে ।
ছিজ শ্রীমানিক ভনে অনাগের বরে ॥২৩॥

একদিন নৃপতি নফরে ডেকে বলে ।
খাসী মাংস ভেজে আন খাওয়াব কামুদলে ॥
নৃপতিলপিতে লঘু ধাইল নফর ।
খাসী কেটে মাংস ভেজে যোগান সত্বর ॥
বস্ত্রপতি বাঘে লয়ে বাছা আইস্ত বলে ।
মাংস ভেজে মুখে তার দেয় তুলে তুলে ॥
সুখী হয়ে শাদুল সুধার তুল্য খায় ।
রয়ে রয়ে রাজার পানে আড় চক্ষে চায় ॥
ঘন ঘন নাড়ে মাথা লাদুল আছাড়ে ।
ফলদে ফুলায় গায়ে লাফ দিয়া পড়ে ॥
আহা মরি মরি একি স্বাদ এত ।
ক্ষীরখণ্ড নাড়ু লুচি খেতে লাগে তিত ॥
জেতের যেরূপ কর্ম সে কি হয় নাশ ।
মনে করে রাজার ঘাড়ের খাব মাস ॥
রয়ে রয়ে সয়ে সয়ে অহুবন্দ করে ।
বাগ পেয়ে বাঘটা রাজার ঘাড়ে ধরে ॥
মহীপতি মুখে তার মারিল খাবড় ।
ছি ছি বলে ঠেলে পেলে উঠে দিল রড় ॥
ভয় পেয়ে ভূপতি ভবনে প্রবেশিল ।
এমনি আক্রোশে বাঘ উধাও করিল ॥
প্রবেশিয়া সহরে সরণি মধ্যে বৈসে ।
ঘাড় ভেঙ্গে খায় পুরে যত লোক আইসে ॥
সন্ধ্যাকালে বসে থাকে পুখুরের পাড়ে ।
শরীর সংকোচ করে শাখীর নিয়ড়ে ॥
যুবতী সকল মেলে জল আন্তে যায় ।
বুকে চড়ে মাথার মগজ খুলে খায় ॥

দেখে ভয়ে লোক জন দিবস ছপরে ।
 ছুয়ারে কপাট দিয়া বস্তা থাকে ঘরে ॥
 দারুণ দুর্গতি দেশে বাঘ হৈল্য কাল ।
 ঘরের ভিতরে পড়ে বিদারিয়া চাল ॥
 কামিনীর কোলের কুমার কেড়ে লয় ।
 চাপাকলা চিনি বলে মুখে ফেলে দেয় ॥
 অহা যেবা থাকে তাকে একে একে খায় ।
 রাধাকৃষ্ণ বলে মুখে রক্ত মাখে গায় ॥
 মহাভয়ে মুগ্ধ হয়ে মহুশ্য জনেক ।
 ক্ষিপ্ত গিয়ে ক্ষিতিনাথে খবর দিলেক ॥
 শুনিঞা বসুধাপতি অশুভ বচনে ।
 অবিলম্বে আজ্ঞা দিল অহুচরগণে ॥
 লোহের পিঞ্জরে লয়ে গিয়া লঘুতর ।
 বিসকবৈনসে তোরা বাঘ বন্দী কর ॥
 শুনিঞা ধাইল তারা বাঘ ধরিবারে ।
 ছাগল গাড়র লয়া পিঞ্জিরায় পুরে ॥
 এখানে শাদুল শুয়ে স্থখে নিদ্রা যায় ।
 দূর হৈতে অহুচর দেখিবারে পায় ॥
 পথমধ্যে পিঞ্জিরা পরমযত্নে রেখে ।
 বসিল বৃক্ষের তলে বাঘটাকে তেকে ॥
 পিঞ্জিরায় ছাগল গাড়র করে শব্দ ।
 নিদ্রাভঙ্গ বাঘের উঠিল হয়ে স্তব্ধ ॥
 চঞ্চল লোচনে চায় প্রায় দৃষ্টি হৈল্য ।
 স্রবুন্ধি বাঘের পোকে কুবুন্ধি ঘটিল ॥
 খাব বলে ক্ষিপ্ত এল ক্ষেম ক্ষেম করে ।
 না চায় পশ্চাৎ গিয়া প্রবেশে পিঞ্জরে ॥
 অহুচরগণ তারা দেখে ধেয়ে এল ।
 কপাট বুলুপ দিয়ে বাঘ বন্দী কৈল্য ॥ অত্র ভনিতা ॥২৪॥

বন্দী হৈল বাঘ রায় দৈবের ঘটন ।
 ক্ষিপ্ত কয় ক্ষিতিনাথে খবর তখন ॥
 শুনে শুভ বারতা সন্তোষ হৈল মনে ।
 অনেক ইনাম দিল অমুচরগণে ॥
 লোক লয়ে নৃপবর বাঘ কামদলে ।
 শকটে করিয়া তুলে রাখে রঙ্গশালে ॥
 ক্রোধ করে কৈল তার আহাৰ কারণ ।
 স্বয়ং দোষে শাদুলের সংশয় জীবন ॥
 এই কথা কহিতে বলিতে ছুটি ভাই ।
 চিল গ্রাম হইয়ে পার চলে ধায়াধাই ॥
 লাউসেন জিজ্ঞাসেন পুন কপূর কহেন ।
 অল্প উপাখ্যান দাদা মন দিয়ে শুন ॥
 ব্রতমধ্যে একাদশী পুণ্যত মহান ।
 চারি মুখে ব্রহ্মা প্রভাব যার কন ॥
 লক্ষ্মণ লখিয়ে কই নিস্তারিতে জীব ।
 উপবাস আপুনি করিলা সদাশিব ॥
 কৃষ্ণসেবা কর তবে কাত্যায়নী কন ।
 ঈশ্বর কহেন তবে কর আয়োজন ॥
 প্রভুবাক্যে পার্বতী পেলেন পরম প্রীত ।
 যোগালেন আয়োজন করিয়ে অরিত ॥
 কৃষ্ণসেবা কীর্তিবাস করিলেন তবে ।
 পুলকে পূর্ণিত তহু গদগদ ভাবে ॥
 যোগ পেয়ে জগৎকর্তা যোগে যোগাভ্যাক ।
 এক লক্ষ হরি নাম করিলেন জপ ॥
 দুখে স্থখে রাত্রি গেল দিবা উপস্থিতে ।
 শঙ্করীকে শঙ্কর কহেন শর্মচিহ্নে ॥
 কাল গেছে উপবাস কি কর কাত্যায়নী ।
 পারণ করিব চেষ্টা পাইবে আপুনি ॥
 ক্ষীণ দেহে ক্ষেমঙ্করী ক্ষুধা নাই নয় ।
 শাক সূত্রা যা হোক সকাল যেন হয় ॥

বুড়াটির বচনে বারেক দিবে মন ।
 ভাল হয় কিছু হলে রমাল ব্যঞ্জন ॥
 শুনে এত শঙ্করী সম্মুখে জোড় হাত ।
 পারণ করিতে চায় ঘরে নাই ভাত ॥
 চমৎকার চলচুড় চণ্ডীর বচনে ।
 শূণ্য হইল সব কথা স্তম্ভ নাই মনে ॥
 উপবাস একে তায় কাঁপে বঠে গা ।
 কয়ে কথা কষ্ট দিলে কার্তিকের মা ॥
 বিপরীত বাক্য শুনে গেল বুদ্ধিবল ।
 কালিকার ভিক্ষার চাল উড়ালে সকল ॥
 দুর্গা কন দুঃখিনীকে দোষ দিবে বটে ।
 যার সে ভিক্ষার চাল তারে নাই আটে ॥
 ভিখারীর ভাগ্য পোড়ে ভাত নাই জুড়ে ।
 তৈলবিহীন তলুতে কেবল খড়ি উড়ে ॥
 না পাই পড়িতে বস্ত্র পড়ি বাঘছাল ।
 পাঁচমুখে পাঁচ কথা অশেষ জঞ্জাল ॥
 ব্রহ্মার ব্রহ্মাণী বস্ত্র অলংকার পড়ে ।
 খাটে বসে গুয়া পান খায় গাল ভরে ।
 আমার এমন দশা অন্ন যদি জুড়ে ।
 তাহুল বিহনে তায় মুখে গন্ধ ছাড়ে ॥
 ভক্তকে অখিল ভরে দিতে পার ধন ।
 পার নাই পুষিতে আপন পরিজন ॥
 অন্নের বালক তারা ক্ষীরখণ্ড খায় ।
 কার্তিক গণেশ মোর অন্নকে লালায় ॥
 না শুনে বচন লোক বলে লক্ষ্মীছাড়া ।
 ভীত হয়ে নীত কথা কই নাই বাড়া ॥
 তোমার সে নিত্য নাই তত্ত্ব করে কে ।
 কুবের ভাগুরী আছে কত দিবেক সে ॥
 ভব কন ভবানী ভক্তের বাড়ি যাব ।
 দেও ধন ভিক্ষা করে নিত্য এনে দিব ॥

পার্বতী কহেন প্রভু সঙ্গে যাব স্বত ।
 দেখিব তোমার ভক্তে ভক্তি করে কত ॥
 বুসেতে চাপিল। শিব সিংহে শৈলস্থতা ।
 চারি মুখে হরিণাম একে রামকথা ॥
 বিষম ধর্মের মায়া বোঝনে না যায় ।
 দীনহীন দ্বিজ শ্রীমানিক রস গায় ॥২৫॥

শিখর দেশের রাজা শিখিধ্বজ নাম ।
 শক্রসম শিবের আশিসে বিভবান্ ॥
 না খায় ওদন জল শিবপূজা বিনে ।
 সদা তার মতিগতি শিবের চরণে ॥
 প্রথমে পার্বতীনাথ এল তার ঘর ।
 দূত গিয়ে দণ্ডধরে দিলেক খবর ॥
 ধরাধর আপনাকে ধন্য ধন্য কয় ।
 পুলকে পুরিল তহু প্রেমধারা বয় ॥
 শিখিধ্বজ শিব দুর্গা সাক্ষাতে দেখিয়ে ।
 অভয়চরণে পড়ে অষ্টাঙ্গ লোটায়ে ॥
 বিনয়বচনে বলে বিশ্বের কারণ ।
 কিঙ্করে করিতে কৃপা করেচ আগমন ॥
 বিচিত্র আসন দিল বেদির উপরি ।
 বসিলেন বিশ্বনাথ বীরাসন করি ॥
 বামভাগে পাইল্য শোভা পর্বতনন্দিনী ।
 কনকমেঘের কোলে যেন কাদম্বিনী ॥
 দু নয়নে দেখে রাজা দুটি হাত বুকে ।
 শিব শিব শঙ্করী সঘনে বলে মুখে ॥
 উদ্ধবাহু হয়ে নাচে অঝোর নয়ন ।
 পাণ্ড আদি উপচারে পূজিল চরণ ॥
 অনেক করিল স্তব অহেতু হেত্বাদি ।
 প্রদক্ষিণ প্রণাম পর্যন্ত যথাবিধি ॥

অভিমত দিয়ে তাকে আশিস বচন ।
 তুষ্ট হয়ে তথা হৈতে করিলা গমন ॥
 প্রভুকে পার্বতী কন পথে যেতে পাছু ।
 এত ভক্তি তবে কেন না মাগিলে কিছু ॥
 একবার कहিলে শ্রীমুখের বচন ।
 পুণ্যবান্ ছিল রাজা পেতে কিছু ধন ॥
 দশদিন কোনরূপে যেত দুখে সুখে ।
 হাসিলেন হর শুনে হৈমবতী বাক্যে ॥
 ভক্তিবন্ত অপর অনেক ভক্ত আছে ।
 যা চাই লইব মেগে যাব তার কাছে ॥
 কুরঙ্গ দেশের রাজা কুশল কোঙর ।
 সত্যবাদী সর্বাণ সেবক হয় মোর ॥
 প্রহ্লাদ কৃষ্ণের হয় প্রিয়তর যত ।
 তারিল্যে তাহাকে আমি বাসিতেন মত (?) ॥
 বাজায় ডম্বুর শিঙ্গা প্রভু স্মরহর ।
 গোবিন্দের গুণ গেয়ে গেলা তার ঘর ॥
 ছয়ারি খবর গিয়ে দিলেক রাজাকে ।
 বৃষে চড়ে বৃদ্ধ যোগী ডাকেন তোমাকে ॥
 ব্যস্ত হয়ে বস্থপতি বলে কই কই ।
 দ্বারী কয় দেখ দৃষ্টে দাণ্ডাইয়ে ঐ ॥
 ধন্য মেনে ধরাধর ধৈয়ে আলা কাছে ।
 বিভোল বিভুকে দেখে বাহ তুলে নাচে ॥
 প্রদক্ষিণ করে রাজা পরাংপরে পেয়ে ।
 অনিবারা প্রেমধারা পড়ে বুক বেয়ে ॥
 ভক্তি করে ভবনে লইল ভুবীশ্বর ।
 বসাইল বিচিত্রাসনে বেদির উপর ॥
 আনন্দে অবনীপতি তবে এক মনে ।
 পূজিল পার্বতী-হরে পূর্ণ আয়োজনে ॥
 সগোষ্ঠী সহিত রাজা চরণে পড়িল ।
 অহেতু অনাদি স্তব অনেক করিল ॥

তুষ্ট হয়ে ত্রিপুরারি তাহাকে তখন ।
 অভিমত বর দিয়ে আনন্দে গমন ॥
 ক্রোধ করে কাভ্যাগ্নী কন সদাশিবে ।
 তিস্কার ঘুচিল দুস্থ দু হাতে থাইবে ॥
 কহিলে উচিত ঠক গণেশের মা ।
 ঠাকুরের ঠাট দেখে জলে যায় গা ॥
 হর কন হৈমবতী হরিকথা কয় ।
 বুঝে স্বখে বুড়াটিকে বুঝা দোষ দেয় ॥
 জালন্দার গড়ে রাজা জাল্লালশিখর ।
 প্রিয়ভক্ত পাই কিছু গেলে তার ঘর ॥
 চণ্ডী কন চল তবে চটপট করে ।
 যাবৎকাল জঞ্জাল যতপি আসি ফিরে ॥
 বৃষেতে চাপিলা হর সিংহে শৈলস্থতা ।
 চারি মুখে হরিনাম একে রাম কথা ॥
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা নিরঞ্জন ।
 অস্তকালে পাব আশ ও রাজা চরণ ॥২৬॥

ঈশ্বরী ঈশ্বরে কয়ে এতেক কখন ।
 জালন্দার গড়ে এসে দিলা দরশন ॥
 দৈবযোগে দেখা এক দ্বিজের সহিতে ।
 জিজ্ঞাসেন জগন্নাথ যাব কোন পথে ॥
 কোথা যাবে কি হেতু কহেন দ্বিজবর ।
 ভূদেব ভাষেন যাব ভূপতির ঘর ॥
 অবনী-অমর কন এই পথে যায় ।
 দাতা বটে দেখা হইলে দেয় কিছু পায় ॥
 এত বলে ব্রাহ্মণ বিশেষ কার্ঘ্যে গেলা ।
 রুদ্রাণী সহিত রুদ্র রাজদ্বারে এল্যা ॥
 প্রণমিয়ে দ্বারিগণ প্রবৃত্তি পুছিল ।
 যাবে কোথা যোগী ঠাকুর জাভ্য (?) করে বল ॥

ভব কন ভিক্ষা মেগে ভ্রমি দেশে দেশে ।
 তদর্থে এসেচি এই ভূপতির বাসে ॥
 আশীর্বাদ করি বাছা আনন্দে থাকিবে ।
 ক্ষিপ্ত গিয়ে ক্ষিতিনাথে খবর জানাবে ॥
 নৃপতিকে কহিবে না মাগি টাকাকড়ি ।
 চারি সের চাল চাই চারি গড়া বুড়ি ॥
 ব্যস্ত হয়ে দ্বারী গিয়ে বলে দণ্ডধরে ।
 ডাকে এক যোগী বুড়া দাণ্ডাইয়ে দ্বারে ॥
 জালালশিখরে বাম হইল বিধাতা ।
 এল নাই অহংকারে কয় কটু কথা ॥
 কোথাকার যোগী সেটা যার তার ঠাঞি ।
 বল গিয়ে ভূপতি সম্প্রতি ঘরে নাঞি ॥
 ছুই কথা দ্বারী শুনে ছুখী হয়ে এল ।
 করপুটে কুন্তিবাসে ক্রমিক কহিল ॥
 হাসিলেন হর শুনে হেয়ত্ব আধান ।
 হেনচ্ছার রাজা বেটার নাহি কোন জ্ঞান ॥
 এলে পর পূর্ণরূপে আশীর্বাদ পেত ।
 অবনী অখণ্ডমানে অমর হইত ॥
 পার্বতী বলেন প্রভু আর কেন হইল ।
 ভিক্ষায় পড়ুক বাজ কৈলাসকে চল ॥
 পথপানে চেয়ে আছে গুহ গজানন ।
 ঝাড়িব সিঙ্কির ঝুলি পাব ঢের ধন ॥
 এখানে আহার বিনে অমনি বিকল ।
 পিঞ্জিরা ভিতরে পড়ে বাঘ কামুদল ॥
 দুর্গার হইল দৃষ্টি দেবদেবে কন ।
 হের দেখ বাঘটার বিপাক বন্ধন ॥
 দয়া হইল দেখে দুঃস্থ দৃষ্টি নাই পাই ।
 বল যদি বিশ্বনাথ বর দিয়ে যাই ॥
 হর কন হৈমবতী হেনচ্ছার কথা ।
 যাকে তাকে যেচে বর না দিয় সর্বথা ॥

বকাস্বরে বর দিলাম বৃষ্টিতে না পেয়ে ।
 হস্ত দিলে মস্তকে অমনি যেতেম মরে ॥
 বুদ্ধি করে বিষ্ণু তায় বাঁচালেক মোরে ।
 অত্ৰাপি এখন আমি কাঁপি তার ডরে ॥
 ধূর্তকে বিশ্বাস নাই তায় জেতে বাঘ ।
 এখনি খাবেক ধরে যদি পায় লাগ ॥
 ভয় নাই ভুবনেশ ভবানী ভাষেন ।
 বাঘ মোর বাহন বিশেষ তুমি জান ॥
 উগ্র কন অধিকা ও কথা নয় কিছু ।
 আপুনি য়েগায় আমি যাই পাছু পাছু ॥
 হেসে হেসে হৈমবতী হরের সহিত ।
 শাদুলের সমীপে আনন্দে উপনীত ॥
 বিষম ধর্মের মায়া বোঝনে না যায় ।
 দীনহীন দ্বিজ শ্রীমানিক রস গায় ॥২৭॥

বাঘটা বৈষ্ণব বড় বৃষ্টিলেক মনে ।
 দুর্গতি খণ্ডন মোর হইল এত দিনে ॥
 আত্মভূ অনন্ত যার অন্ত নাহি পায় ।
 হেন হর-পার্বতী হলেন বরদায় ॥
 এত বলে অশ্রুধারা দুই ক্ষণে বয় ।
 শাদুল শঙ্করী-হরে সবিনয়ে কয় ॥
 তুমি দেব দয়াময় দেবচূড়ামণি ।
 তুমি আছো বিশ্বমাতা অনন্তরূপিণী ॥
 জগতে যাবৎ জীব্যে করেচ সৃজন ।
 তার মধ্যে অকিঞ্চন আমি একজন ॥
 বিপাক বন্ধনে পড়ে পরান সংশয় ।
 বুঝে দেখ বিমুখ হইবা বিধি নয় ॥
 স্তব শুনে তুষ্ট হোয়ে তাহাকে তখন ।
 হরি ভক্তি মাগ বাছা হৈমবতী কন ॥

বাঘ বলে বাঁচি নাই বড়ই বিতথা ।
 এ সময় হরিভক্তি হেন ছার কথা ॥
 আমার উ সব জ্ঞান অবধিয়ে গেছে ।
 কৃপা করে কহিবে কিসেতে প্রাণ বাঁচে ॥
 কালরাত্রি কন বাছা শুন কামুদল ।
 বর দিই হবেক তোর বহিসম বল ॥
 বারি হবে বাহুবলে ভাঙ্গিয়ে পিঞ্জিরা ।
 নগরের লোকজনে থাকে ধর্যা ধর্যা ॥
 স্মরণ করিবামাত্র সাক্ষাৎ হইব ।
 যে চাহিবে অভিমত তাই দিয়ে যাব ॥
 এই কথা কহিতে কিকিৎ কাল গেল ।
 পিঞ্জিরা ভাঙ্গিয়ে বাঘ বাহির হইল ॥
 আড়ম্বর করে উঠে বুকের উপর ।
 ভয় পেয়ে সদাশিব কাঁপে থরথর ॥
 বিপাকে পড়িল বুড়া বুয়টি আমার ।
 রক্ত ডাকে রক্তাণী গো রক্ষ এই বার ॥
 হরের ব্যগ্রতা দেখে হাসিলেন উমা ।
 চাহিতে চঞ্চল চক্ষে বাঘ দিল ক্ষমা ॥
 হর্ষ হয়ে হরগৌরী গেলেন কৈলাস ।
 বর পেয়ে বাঘটার বাড়িল উল্লাস ॥
 গোটা দশ লাফে গিয়ে নগর প্রবেশে ।
 বেনাঝোড় ওং কোরে বস্ত্র নিয়ে বসে ॥
 সহরের সব লোক সেই পথে যায় ।
 ধরে ধরে ঘাড় ভান্দে বুকের মাংস খায় ॥
 ছাগল মহিষ মেঘ ধরে ধরে গিলে ।
 বন্দী হইল পথ ঘাট পথুক না চলে ॥
 পুখুর পাড়ে বসে থাকে ঠিক ছপুর বেলা ।
 জল নিতে যুখে যুখে যুবতীর মেলা ॥
 চাক পায়া চোক ছুটা ঘুরায় অমনি ।
 ডিয়ে মারে ডাক ছাড়ে আগুনে সরনি ॥

লক্ষ দেয় নারাচলে নগ্ন করে মুখ ।
 ঘাড় ভেঙ্গে রক্ত খায় বিদারিয়ে বুক ॥
 ব্যবধান হইয়ে থাকে বিপিনে দিবসে ।
 রাত্রি হইলে লোকের ছুয়ারে গিঞ্জে বসে ॥
 জানে নাই যে বেরোয় আগে খায় তাকে ।
 শেষে খায় ঘরের ভিতরে যে যে থাকে ॥
 শ্রীধর্মচরণদ্বন্দ্ব মজাইয়ে চিত ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে মধুর সঙ্গীত ॥২৮॥

বাঘ বলে বিশ্বমাতা বর দিয়ে গেল ।
 মাংস খেয়ে মনের মহৎ সুখ হল ॥
 তৈল বিনে তনুতে কেবল উড়ে খড়ি ।
 কল্য হই কাল যাব কলুদের বাড়ি ॥
 বলে এত বাঘটা বিটপী তলে শুল ।
 অহমুখে উঠিয়ে কলুর বাড়ি এল ॥
 বউ তার বারি হয়ে বাঘটাকে দেখে ।
 ভয় পেয়ে গোল করে শাস্তড়িকে ডেকে ॥
 বাঘটা অমনি তার ঘাড়ে গিয়ে ধরে ।
 বাগ্র হয়ে বুড়ি এল ছাড়াবার তরে ॥
 মুখে তার ধাবর মারিল গটা কুড়ি ।
 ভূমে পড়ি বুড়ি তখন যায় গড়াগড়ি ॥
 তেলের কলসি লয়ে ঢালিল মাথায় ।
 তথা হইতে ত্রিপুরে চলিল বাঘ রায় ॥
 সাজে নাই সুন্দর শরীরে শুধু গলা ।
 মালির ভবনে যাই পরি গিয়ে মালা ॥
 বলে এত বাঘটা ব্যানন্দ হৃদয় ।
 মালির ভবনে এল সন্ধ্যার সময় ॥
 প্রবেশ করিল ঘর কেহ নাই জানে ।
 কুণ্ডলি করিয়ে লেজ বসে এক কোণে ॥

ছলা করে বাঘটা ছিপর কৈল গা ।
 মালাকার এসে তার বুকে দিল পা ॥
 শিহরিল সর্বাঙ্গ সঘনে বলে ছি ।
 মালিনী আলিয়ে কয় কৈ কোথা কি ॥
 দেখি বলে দ্রুত গিয়ে দীপ জ্বলে আনে ।
 দেখিল দারুণ বাঘ বসে আছে কোণে ॥
 তরাসে তরল হইল মগোষ্ঠীগণ তারা ।
 বাক্য নাই বদনে যেমন বেপুহারা ॥
 শাদূল সংযোগ পেয়ে সভাকারে খাল্য ।
 গাঁথা ছিল গোড়ে মালা গলায় পরিল ॥
 তথা হইতে তখন অরিত হয়ে বাঘ ।
 যবে যায় ধরে খায় যার পায় লাগ ॥
 ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি হইল নগরে ।
 পলায় পুরুষ লোক পরানের ডরে ॥
 না সম্বরে কেশপাশ পশ্চাৎ না চায় ।
 কোলের কুমার ফেলে কামিনী পলায় ॥
 কেহ বলে রাম রাম কেহ বলে হরি ।
 পলাইয়ে গেল কেহ ফেলে নিজ নারী ॥
 ঐ আইল বলে কেহ উত্তরড়ে ধায় ।
 পলাইয়ে গেল কেহ ফেলে বাপ মায় ॥
 বৃদ্ধলোক যারা তারা না পেরে পলাতে ।
 ঝাঁপ দিয়ে পড়ে জলে প্রাণের ভয়েতে ॥
 বাজারে বসতি করে ছিল যত বুড়ি ।
 কাকালে কাপড় বেঁধে পলায় গুড়ি গুড়ি ॥
 ফিরে ফিরে চায় যায় দুই এক পা ।
 পাছু এসে পাছে ধরে খায় বাঘটা ॥
 এমনি বাঘের ভয় নাই হয় অন্ত ।
 কত শত জন মরে নিকটিয়ে দন্ত ॥
 জালন্দার গড়ে এক প্রাণী নাই রয় ।
 শোভিত সোনার পুরী হৈল শূন্যময় ॥

ভূপতি বারতা পাইল ভূত্যের বদনে ।
 লঘুগতি আইল যতেক সেনাগণে ॥
 ঢাক ঢোল ধামসায় ঘন পড়ে কাঠি ।
 রাউত সাজিল কত করে পরিপ্লাটি ॥
 উপনীত হইল যথা বাঘ কামুদল ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে শ্রীধর্মমঙ্গল ॥২২॥

একাবলি ঝাঁপ

শাদুলে বধিতে শিখর সাজে ।
 ললম্বে নেঙসা নিশান বাজে ॥
 ঢেউর ঢকার ঢেমচা ঢোলে ।
 গগন পরশে গোলার গোলে ॥
 কত বাজে তায় কাসর কাড়া ।
 সাজ রে সাজ রে পড়িল সাড়া ॥
 সাজিল সিকাই সৈয়দ সেথ ।
 ঢালি পদাতিক ধাহুক্ষানেক ॥
 রাজার ভাগিনে সাজিল রঘু ।
 মার্মার করিয়ে চলিল আগু ॥
 সাজিল পরান পুতনাপতি ।
 শত সৈন্য সঙ্গে হাজার হাতী ॥
 আর সেনাপতি সাজিল রাম ।
 জয় যত্নপরে যাহার ধাম ॥
 শিরে সুরচিত পাগড়ি ভাল ।
 ধাইল দিয়রে যেমন কাল ॥
 রমাপতি রায় রজপুত জেতে ।
 শতেক সোয়ার যাহার সাথে ॥
 পিঠিয়া পাগড়ি করিয়া জোড়া ।
 দড়বড় চলিল দাবিয়া ঘোড়া ॥
 রাজার জামাই রমাই সাজে ।
 কৃতান্ত কল্পিত যাহার তেজে ॥

হয়োপর চাপে হেতে বাঁধে ।
 শতহাথ থানা ফলঙ্গে ফাঁদে ॥
 রাজবন্ধি সাজে রচিয়া পাগ ।
 চপলে চলিল কুরিয়া রাগ ॥
 সুবল সপদি সদনে সাজে ।
 ধনুক ধরিয়া ধাইল গর্জে ॥
 হুড় হুড় গুড় গুড় গলার শব্দ ।
 অবনী সরণি ঐমনি শুক ॥
 বাজায় বাজনা রাজার পিছে ।
 উপনীত হৈল বাঘের কাছে ॥
 শ্রীধর্মচরণে মজায়ে চিত ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক রচিল গীত ॥১০০॥

শাদুল অশন পেয়ে মধেস গেছিল ।
 বাগ শুনে ব্যস্ত হয়ে ঐমনি উঠিল ॥
 সৈন্য দেখে সকোপে সমূলে ছাড়ে ডাক ।
 চক্ষু ছুটা চঞ্চল ঘুরায় যেন চাক ॥
 আড়ম্বর করে উঠে দেই লক্ষ লক্ষ ।
 জালালশিখর আদি মতে হৈল কম্প ॥
 বাঘটা বিকট মূর্তি বাড়িয়ে তখন ।
 যে তায় যেমন দেখি যুগান্তের যম ॥
 তিন লোকে তৃণজ্ঞান ত্রিপুরার বরে ।
 লাফ দিয়া পড়ে গিয়া লঙ্কর ভিতরে ॥
 বেলা পেয়ে বাঘটার বল হৈল বাড়ি ।
 চপ্ চপ্ চিবায়ে চলিল হাতী ঘোড়া ॥
 চারি আনি হইয়ে চৌদিকে সেনাগণ ।
 বাঘের উপরে করে বাণ বরিষন ॥
 কামুদলে কালিকার কৃপা আছে পূর্ণ ।
 বাজে নাই বাণগুলো ভেঙ্গে হয় চূর্ণ ॥

বিপরীত মিশরে বাঘের রোষ বাড়ে ।
 লাফ দিয়া পড়ে গিয়া পুতনার ঘাড়ে ॥
 কার কার কণ্ঠে পৃষ্ঠে কামড় নির্ধাত ।
 উদর চিরিয়া কার বারি করে আত ॥
 কমন্তরে কার বা ঘাড়ের খায় রক্ত ।
 ভয় পেয়ে সেনাগণ মতে হৈল শক্ত ॥
 জালালশিখর তখন বাঘটাকে কয় ।
 প্রায় বুঝি পাপটাকে পশুর নাই ভয় ॥
 পালন করিছে তোরে পুত্রের সদৃশে ।
 তার ধর্ম নষ্ট কৈলি কষ্ট পাবি শেষে ॥
 বাঘ বলে রাজা হে আমার আছে জ্ঞান ।
 সতত সভায় তোর শুনেছি পুরাণ ॥
 পূর্বকালে পাপ করে পশুকুলে জন্ম ।
 তার ঠাঞি সত্য মিথ্যা নাই ধর্মধর্ম ॥
 উদরের অহুতাপ এইমাত্র জানি ।
 সঙ্কটে সদয় হৈলে শঙ্করভবানী ॥
 ইচ্ছা আছে তোর মাংস উদর পূরে খাব ।
 রাজা হয়ে খাটে বসে বিলাপ করিব ॥
 বলে এত বাঘটা বৈনসে দেই তাড়া ।
 পলাইবে সৈন্যগণ ফেলে ঢাল খাড়া ॥
 ভয় পেয়ে ভঙ্গ দিল জালালশিখর ।
 উদ্বাস্তে ঐমনি পায় গোড় নগর ॥
 বার দিয়া বারামে বসেছে মহাবল ।
 বাঘের বারতা গিয়া বলিল সকল ॥
 শুনিয়া সঙ্কল বাক্যে সদয় হইয়া ।
 রাজা তাকে বেখেছে রাজ্যের ভার দিয়া ॥
 এখানে আনন্দে তবে বাঘ কামুদল ।
 প্রবেশ করিল গিয়া রাজার মহল ॥
 অস্তঃপুরে অলসর অতি সুশোভন ।
 পুণ্ডরীকে পূর্ণপয় পীযুষ যেমন ॥

বাঘটা বিশিষ্ট জল খেয়ে তার ঘাটে ।
 দুর্গা স্মরণ করে বৈসে রাজপাটে ॥
 কপূর কহেন শুন ময়নার রায় ।
 এইরূপে বাঘ রাজা হৈল জালন্দায় ॥
 যাব নাঞি এ পথে যত্নপি পায় লাগ ।
 ঘাড় ভেঙ্গে খাবেক বিষম বড় বাঘ ॥
 আনন্দে ইতর পথে হেসে নেচে যাব ।
 বিদেশে বিখেড়ে কেন পরান হারাব ॥
 কপূরের কথা শুনে লাউসেন হাসে ।
 মকুর মিকুর করে মৃদু মন্দ ভাষে ॥
 সিংহকে বধিতে পারি বাঘ কোন ছার ।
 এই পথে চল ভাই ভয় নাই তার ॥
 বাঘকে বধিলে যশ ভূপতির ঠাঞি ।
 ক্ষেত্রী হয়্যা ক্ষীণ হলে ক্ষেম মাত্র নাঞি ॥
 কপূর তখন কয় তবে যায় তুমি ।
 দণ্ডবৎ করি দাদা ঘর যাই আমি ॥
 জিজ্ঞাসিলে জননী কহিব এই হল ।
 না শুনে আমার কথা লাউসেন মল ॥
 তোমার যতেক বুদ্ধি জানা গেছে সব ।
 বিস্তর দেখেছ বটে বাপের বৈভব ॥
 টাকা কড়ি মাল মার্ভা যত কিছু আছে ।
 আমাকে তাহার অংশ দিতে হয় পাছে ॥
 অতএব এলে তুমি এই মনে করে ।
 পথে যেতে কপূরে খাবেক বাঘে ধরে ॥
 আমার অনেক বুদ্ধি আছে এই পেটে ।
 জঞ্জাল লাগাব যেয়ে মায়ের নিকটে ॥
 এই লও ফলা ঝারি বৃথা আর বই ।
 এক কথা আমার অনেক নাই কই ॥
 লাউসেন কয় ভাই শুন কপূর দাদা ।
 প্রাণাধিক তুমি মোর প্রিয়তর সদা ॥

মাল মার্তা টাকা কড়ি সকল তোমার ।
 তথা বলি তায় অংশ নাহিক আমার ॥
 এখন ওসব কথা অশুচিত বল ।
 বাঘকে কিসের ভয় এই পথে চুল ॥
 আমি তাকে বিনাশ করিব বাহুবলে ।
 লয়ে যাব লেজ কান দিব মহীপালে ॥
 প্রভু হবেক বড় পাইব ইনাম ।
 দেশে দেশে দশ গায় বাড়িবেক নাম ॥
 প্রভুর ইচ্ছায় পথে পাই যদি দেখা ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে বাঁকুড়ারায় সখা ॥
 দ্বিজ রূপে দেখা যাকে দিলা দয়া করি ।
 সমাপ্ত হইল পালা সতে বল হরি ॥১০১॥

[পঞ্চম পালা সমাপ্ত]

[ষষ্ঠ পালা]

বাঘবধ পালা

একমনে এ কথা শ্রবণ যদি করে ।
 ধন পুত্র লক্ষ্মী হয় কলুষ বিহরে ॥
 যেতে চায় লাউসেন জালন্দার পথে ।
 বিবাদ বাড়িল বড় কর্পূরের সাথে ॥
 ক্রোধ করে কটুকথা কয় অহুচিত ।
 নিশ্চয় দাদার হৈল মৃত্যু উপস্থিত ॥
 ফলা ঝারি ফেলে পথে ফিরে যায় ঘরে ।
 ধায়াদাই লাউসেন ধরে গিয়ে করে ॥
 ভয়ে ভঙ্গ কর্পূর কাঁপে থর থর ।
 গড় করি দাদারে এবার রক্ষা কর ॥
 যাব নাই জালন্দার গড় দিয়ে গোড়ে ।
 বাঘটা এখুনি এসে ধরিবেক ঘাড়ে ॥
 কর্পূরের কথা শুনে লাউসেন কয় ।
 এস যাব এ পথে কিসের কর ভয় ॥
 বাঘকে বৎসের তুল্য বাসি চিরকাল ।
 দেখিবে এখন মেরে ঘুচাব জঞ্জাল ॥
 কর্পূর তখন কয় তবে যাই আমি ।
 যে কই যৌগিক কথা যদি কর তুমি ॥
 ধাতু মধ্যে বৃক্ষে বেঁধে রাখিবে আমায় ।
 লতা পাতা ঢের করে ঢাকি দিবে গায় ॥
 চূপ চূপ চিত্ত মধ্যে চিস্তিব গোসাঞি ।
 বহুত ভাগ্যে বাঁচ যদি বাঘটার ঠাই ॥
 তবে ফিরে দেখা শুনা হবেক দুভয়ে ।
 নৃপ সন্তোষণ করে যাইব নিলয়ে ॥
 গন্ধাজল তুলসী তখন করে হাতে ।
 শপথ করিল সেন কর্পূরের সাথে ॥

বৃক্ষে চড়ে কর্পূর বসিল বড় ডালে ।
 লতা দিয়ে লাউসেন বাঁধে হাতে গলে ॥
 কর্পূর কহেন দাদা শক্ত দিয় দড়ি ।
 গাছে হতে পাছে যেন ছেড়ে নুই পড়ি ॥
 ভাঙ্গিয়ে বৃক্ষের শাখা ঢাকা দিয়ে গায় ।
 বাঘ অব্বেষণে তবে লাউসেন যায় ॥
 কর্পূর কহিছে দাদা শুন দেখি ফিরে ।
 বিলম্ব বিস্তর হলে পাছে যাই মরে ॥
 সেন কর নাই ভয় ভগবান ভাব ।
 শাদুলে বধিয়ে শীত্র এখুনি আসিব ॥
 কয়ে এত কর্পূরে অমনি উভরড়ে ।
 উপনীত লাউসেন জালন্দার গড়ে ॥
 লয়ে জয়ধ্বজ ফলা জসরে তখন ।
 ঝাড় ঝোড় ঝঙ্কার ঝাড়িল ঝাঞ্জিবন ॥
 না পেয়ে বাঘের লাগ লাউসেন বালা ।
 তবে খুঁজে তখন পরিখা ধার তোলা ॥
 আরাম আসার আদি অনেক খুঁজিল ।
 তথাপিহ বাঘটার লাগ নাই পাইল ॥
 এখন খুঁজিতে গেল রাজার মহল ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্মের মঙ্গল ॥১০২॥

দেবস্থান দেউল দেহারা দিব্য সর ।
 দেখে দেখে বেড়ান দুর্লভ সদাগর ॥
 রত্নশাল রাজার রচিত রতনেতে ।
 কৌশল কৃষ্ণের লীলা লেখা তার কাঁথে ॥
 দানখণ্ড নৌকাখণ্ড বৃন্দাবনে রাস ।
 কংসবধ কেশীবধ কুবলয়বিনাশ ॥
 ঐছনে আনন্দে অঙ্গ অবশ হইয়ে ।
 নিধুবনে নৃত্য করে গয়ালার মেয়ে ॥

এইরূপে লাউসেন দেখে তার পরে ।
 বাঘ অবেষণে আলা বিপিন ভিতরে ॥
 সরোবরে শাদুল সলিল করে পান ।
 মাণ্ডিল তলায় শুয়া স্থখে নিদ্রা যান ॥
 খুঁজ্যা খুঁজ্যা লাউসেন না পাইয়া লাগ ।
 বিশ্বয় হইয়া বলে কোথা গেল বাঘ ॥
 তখন আইল সেই সরোবর তীরে ।
 কিবা শোভা কমল কুমুদ ভাসে নীরে ॥
 লক্ষ লক্ষ পক্ষ তায় করে নানা ধ্বনি ।
 নবদলে নৃত্য করে খঞ্জন খঞ্জনী ॥
 শোভা দেখে লাউসেন মস্ত্রীত পাইল ।
 বসন বিছায়ে বৃক্ষতলায় বসিল ॥
 শয়নে শাদুল এথা মাণ্ডিল তলায় ।
 নিমর্ম হয়েচে নাগ্রি চৈতন্য নিদ্রায় ॥
 নিঃশ্বাস যেমন যুগ প্রলয়ের ঝড় ।
 রয়ে রয়ে দন্তগুলা করে কড়মড় ॥
 সরোবর হত্যে সেন শুনিবারে পাইল ।
 মহাবেগে মার্মার করিয়া বেগে আইল ॥
 পড়ে আছে বাঘটা সে পর্বত যেমন ।
 মূল্যকে জিনিয়া মোটা দন্তের বলন ॥
 দীর্ঘ বড় দাড়িটা দারুণ গোফ ছুটা ।
 জলদ জিনিঞা বর্ণ যেন মূড়া ঝাটা ॥
 মুখে ছাড়ে পচা গন্ধ মাছি বসে উড়ে ।
 জানে নাগ্রি বাঘটা সে অচৈতন্য পড়ে ॥
 তখন লাউসেন তবে করিল বিচার ।
 কি করিয়া নিদ্রাভঙ্গ করি বাঘটার ॥
 ভারত ভাগবত গীতা শুনেচি পুরাণে ।
 লিপ্ত পাপ নষ্ট কৈলে নিদ্রাগত জনে ॥
 বৈনমে বৈশিষ্ট্য হয়ে বলে বাঘটাকে ।
 উঠ রে শাদুল উঠ লাউসেন ডাকে ॥

নিশ্চয় হইল তোর নিকট মরণ ।
 শরীর সংকুলে যাবি শমন সদন ॥
 স্বাপ ভঙ্গ শাদুলের তবু নাহি হৈল ।
 তখন লাউসেন তার শিয়রে বসিল ॥
 মহাকোপে মৃষ্টিক মারিল করে মুদ্রা ।
 তথাপিহ বাঘটার না ভাঙ্গিল নিদ্রা ॥
 তিনবার তপনে তখন সাক্ষী করে ।
 চাকসম পাক দিয়া ঘুরায় লেজে ধরে ॥
 জাগিল তখন বাঘ জানে নাই সন্ধি ।
 আহাৰ অস্থিকে পেয়ে করে নানা কন্দি ॥
 লাউসেন লেজ তার ধরে এক হাতে ।
 আর হাথে ফলাখানা আচ্ছাদিল মাথে ॥ অত্র ভনিতা ॥ ১০৬ ॥

বাঘটা বিক্রোধে দন্ত করে কঁড়মড় ।
 ফলঙ্গে ফুলায় গাত্র ফলায় কামড় ॥
 বিশায়ের বনান বিচিত্র চিত্র তায় ।
 বিমোহিত বৈলজ্জ হইল বাঘরায় ॥
 একদৃষ্টে ফলাখান করে নিরীক্ষণ ।
 কৃষ্ণের কোশল লীলা কালীয়দমন ॥
 বকাসুৰবধ কথা আর দানবও ।
 তৃণাবর্তবিনাশ তপনে তালভঙ্গ ॥
 যমল অর্জুন ভঙ্গ শকটভঙ্গন ।
 অঘ বৎসাসুৰ বধ অক্রুর আগমন ॥
 রাসরসে রাধা সঙ্গে রাজীবলোচন ।
 বৃন্দাবনে ঋতুকুঞ্জে বেহার বরণ ॥
 গোপীগণ গোণ সে গোবিন্দ গুণ গায় ।
 দশাবতারের কথা দেখে বাঘরায় ॥
 মীনরূপে মধুরিপু মহোদধি নীরে ।
 বেদ উদ্ধারণ কৈলা ব্রাহ্মণের তরে ॥

পঞ্চমে বামনরূপে বলিকে ছলন ।
 সপ্তমে শ্রীরামরূপে রাবণ নিধন ॥
 ভারত পুরাণ কথা দৈবের ঘটনে ।
 পরাভব পাশায় পাণ্ডব পঞ্চজনে ॥
 জ্যোত্রে প্রবেশ করিলা গিয়ে যবে ।
 বিদুর বিরলে যুক্তি বলিলেন তবে ॥
 কৃষ্ণলীলা দেখে কামুদলের তখন ।
 প্রেমেতে পুরিল অঙ্গ অঝোর নয়ন ॥
 প্রণয়বচনে তবে বলে লাউসেনে ।
 তব তুল্য বৈষ্ণব নাহিক ত্রিভুবনে ॥
 পরিচয় পেলে হয় প্রায় বরাবর ।
 কার বেটা কার নাতি কোন দেশে ঘর ॥
 সেন কয় শাদুল সত্য সহজ শুন না ।
 লাউসেন নাম মোর নিবাস ময়না ॥
 কর্ণসেনের বেটা আমি কনকসেনের নাতি ।
 ভাই সঙ্গে গোড়ে যাই ভেটিতে ভূপতি ॥
 তখন শাদুল কয় তুমি মোর সখা ।
 পাপ জন্ম পবিত্র হইল পেয়ে দেখা ॥
 তোমার সমান সখা নাহি ত্রিলোকেতে ।
 বিস্তর অধর্ম হয় বধিলে তোমাকে ॥
 আমার বচন রাখ ফিরে যাও ঘর ।
 তুমি সাধু মহাজন ত্রিপুর ভিতর ॥
 কাঞ্চন জিনিয়ে কাস্তি কলেবর কিবা ।
 পদ্মের মূলান জিনে প্রবেষ্টির প্রভা ॥
 দেখে বড় দয়া মোর দেহে উপজিল ।
 কি বলিব বিধিকে যে বাঘ জন্ম কৈল ॥
 নচেৎ তোমার সঙ্গে মৈত্রতা করিয়ে ।
 বঙ্কিতাম কতক কাল একত্রে থাকিয়ে ॥
 আর এক ইচ্ছা করি অভয় বর দিতে ।
 ভাবিতে শুনিতে বড় ভয় হয় চিতে ॥

মার্কণ্ডপুরাণ কথা মনে পড়ে গেল ।
 বিষ্ণু কর্ণমূলে মধুকৈটভ জন্মিল ॥
 ব্রহ্মাকে বধিতে গেল বারব হইয়ে ।
 বিষ্ণু নাভিমূলে ব্রহ্মা লুকালেন গিয়ে ॥
 মোহিত হইয়ে মধুকৈটভ মাধবে ।
 বারব সংকুল হয়ে বর দিল যবে ॥
 তবে তুষ্ট ত্রিবিক্রম তবে দুই জনে ।
 বধ্য বর মাগে লয়ে বধিল জঘনে ॥
 সেই হইতে সভাকার সেই ভয় আছে ।
 বর দিলে তোমাকে তেমন হয় পাছে ॥
 অতএব কালের মত এই কই আমি ।
 জালন্দার গড়ে রাজা হোয়ে থাক তুমি ॥
 সেন কয় শাদুল সম্যক কথা বলি ।
 আমি কি এমন বাক্যে অবোধিয়ে তুলি ॥
 তোর সনে আমার পড়িল মহামার ।
 ঠেকিলি ঠকের ঠাঞি কোথা যাবি আর ॥
 রুঘিল শাদুল শুনে সেনের বচন ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা নিরঞ্জন ॥১০৭॥

ফিরে এসে ফলঙ্গে ফলায় ধরে বাঘ ।
 তর্জন গর্জন করে যেন কাল নাগ ॥
 বাদাবাদে দুজনে বাজিল ঘোর রণ ।
 বেগে গিয়ে বাঘে ধরে লাউসেন তখন ॥
 ঠেলাঠেলি হটপাট সঘনে ছুঁকাই ।
 চলাচল চঞ্চল চৌদিগে চমৎকার ॥
 বাঘটা বিক্রোধে দম্ব করে কড়মড় ।
 ফলঙ্গে ফুলায়ে গাত্র ফলায় কামড় ॥
 বাড়াইয়ে বাহু দুটা বেগে এসে ঝেঁকে ।
 ফলঙ্গে উঠিল সেন ফলা দিয়ে বুকে ॥

দাবানলে দেখি যেন দৌহে সমজোট ।
 বাগ পেয়ে বাঘটাকে লাউসেন মারে চোট ॥
 কবন্ধ হইল বাঘ কাটা গেল শির ।
 রাম রাম রাধা কৃষ্ণ স্মরে রঘুবীর ॥
 ছনয়নে অশ্রু বয় দুর্গা বলে মুখে ।
 সুধন্বা সংকটে যেন কৃষ্ণ বলে ডাকে ॥
 করি নাঞি অপরাধ জানি নাই কথা ।
 তবে কেনে লাউসেন কাটে মোর মাথ
 বিশ্বের জননী তুমি ভায় বহুরূপা ।
 সভাসদ সকলে তোমার আছে কৃপা ॥
 সং নই অজ্ঞান অসং স্মৃত আমি ।
 যাবেক যাবৎ যশ যদি ত্যজ তুমি ॥
 আপুনি কয়েচ করে কৃপাবলোকন ।
 সঙ্কটে সদয় হব স্মরিবে যখন ॥
 নমোহস্ত তে ভগবতী নমোহস্ত তে ভদ্রা ।
 নমোহস্ত তে নারায়ণী নমোহস্ত তে নিদ্রা ॥
 নমোহস্ত তে কালরাত্রি নমোহস্ত তে উমা ।
 নমোহস্ত তে ভৈরবী ভবানী বর্গভীমা ॥
 কাটা মাথা করে স্তুতি কালীর উদ্দেশে ।
 জানিলেন যোগে বসে জননী কৈলাসে ॥
 বাঘকে করিতে দয়া বৈলজ্জ গমন ।
 জালন্দার গড়ে এসে দিলা দরশন ॥
 ভক্তের অধীনা হন ভক্তি বুঝে দয়া ।
 কামুদলে কোলে করে কান্দেন অভয়া ॥
 কাটা মাথা স্কন্ধে লয়ে জোড়ান তখন ।
 উঠিল শাদূল পেয়ে সংকুল জীবন ॥
 কমল চরণে ধরে করে নানা স্তুতি ।
 তুষ্টা হয়ে তখন কহেন ভগবতী ॥
 বর মাগ বাছা রে এসেচি আমি তাই ।
 চাও যদি ইন্দ্র এখন দিয়ে যাই ॥

ব্রহ্মার দুর্লভ ধন নেয় হরিভক্তি ।
 হেতু বিনে অনায়াসে হইবেক মুক্তি ॥
 বাঘ বলে জননী গো যদি দিবে বর ।
 জালন্ধার গড়ে থাকি হইয়ে অমর ॥
 হর কহেন হেন বর না পারিব দিতে ।
 অধিকার যমের যাবেক আমা হতে ॥
 এই বর দিয়ে যাই মনের আনন্দে ।
 কাটা মাথা পুনর্বার জুড়িবেক সন্ধে ॥
 বাঘ বলে বিলক্ষণ ঐ বর চাই ।
 তবে যেয়ে লাউসেনের ঘাড় ভেঙ্গে খাই ॥
 তখন ত্রিপুরা তূর্ণ হয়ে তিরোধান ।
 কোতুকে কৈলাসে মাতা করিলা পয়ান ॥
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে বাঁকুড়ারায় সখা ।
 দ্বিজরূপে দয়া করে দিলা যারে দেখা ॥১০৫॥

বাঘটা চলিল তর্জে সেনের উপর ।
 ঐমনি এক লাফে গিয়ে পায় সরোবর ॥
 জলে নেবে জমরে তখন জল খায় ।
 হেনকালে লাউসেন দেখিবারে পায় ॥
 বিশ্বয় হইয়ে বলে মনে অহুমানি ।
 বাঘকে বধেচি এটা হবেক বাঘিনী ॥
 স্বামীর মরণে শোকে সঙ্কুলহৃদয় ।
 এল তেত্রি আক্রোশ করিয়ে অতিশয় ॥
 এতেক কহিয়ে সেন সঙ্কুলিয়া জলে ।
 ফলাধান বুকে দিয়ে বসে বৃক্ষতলে ॥
 জল খেয়ে শাদুল উঠিয়ে তার পাড়ে ।
 সিংহ সম স্কোপ সঘনে ডাক ছাড়ে ॥
 অন্তরীক্ষে লক্ষ দেয় আছাড়ে লাঙ্গুড় ।
 টলবল করে ধরা কাঁপে তিন পুর ॥

গৌরবে গজিয়ে কয় গৌফে দেয় তার ।
 কোথা গেলি লাউসেন আয় একবার ॥
 প্রথমে হইলে জয় পরাজয় পিছে ।
 আজি তোমার মরণ আমার হাতে আছে ॥
 জালন্দার গড়ে এলি যাবি যমঘর ।
 আটকুড়ি তোমার মা হবেক অতঃপর ॥
 বলিতে কহিতে কথা সমীপ পাইল ।
 ফলা লয়ে লাউসেন ফলঙ্গে উঠিল ॥
 বাঘের উপরে পড়ে বিপরীত রোষ ।
 বাঘ বলে আমার নাহিক কিছু দোষ ॥
 আগে কেটেচিস মাথা কোথা যাবি রোস ।
 তার ফল তুর্ণ দিব তবে মল্লকোস ॥
 যে যেমন করে তাকে তেমন উচিত ।
 বেড়ে উঠে বাঘটা বিক্রোধে বলে এত ॥
 দাবাইয়ে দস্তগুলা করে কড়মড় ।
 লাথালোথা লাউসেনে মারিল থাবড় ॥
 শরীরে শোণিতপাত সেনের হইল ।
 দেহের দাহনে ক্রোধ দ্বিগুণ বাড়িল ॥
 ফলঙ্গে উঠিয়ে পড়ে ফিকে দশ হাত ।
 বাগ পেয়ে বাঘটাকে চোটায় নির্যাত ॥
 কবন্ধ হইল মাথা কাটা গেল তার ।
 দুর্গা দুর্গা জয় দুর্গা বলে দশবার ॥
 রাম রাম রাধা কৃষ্ণ রঘুবর রায় ।
 কাটা মাথা লাগে জোড় কালীর কৃপায় ॥
 তখন তর্জিয়ে বাঘ ধরে লাউসেনে ।
 ফিকিরে রাখিল ফেলে ফলার জাঁকানে ॥
 কসাকসি কথক্ষণ করে মহাবীর ।
 না পারে উঠিতে অঙ্গে নিকলে ঋষির ॥
 বাঘ বলে লাউসেন এখন কেমন ।
 নিশ্চয় হইল তোমার নিকট মরণ ॥

সেন কয় শাদুল সত্য তবে শুন তা ।
 এখন পরান লয়ে পলাইয়ে যা ॥
 নচেৎ আমার হাতে মরিবি এখুনি ।
 বাঘ বলে উসব কথা আমি নাই শুনি ॥
 শুনেচি ভারতকথা রাজার সভায় ।
 সম্মুখ সংগ্রামে মলে সত্য স্বর্গ যায় ॥
 তায় তুই বৈষ্ণব যদি মরি তোর হাতে ।
 চতুর্ভুজ হয়ে স্বর্গ যাব চেপে রথে ॥
 সেন কয় তোর যদি আছে হেন জ্ঞান ।
 উষত করিয়ে দেখি ধর ফলাখান ॥ অত্র ভনিতা ॥১০৬॥

বাছ দিয়ে বাঘ ফলা বিশেষ করিল ।
 লাফ দিয়ে নারাচলে লাউসেন উঠিল ॥
 নিরাহিত জনকে বধিতে নাই বেথা ।
 মারিল দারুণ চোট কাটা গেল মাথা ॥
 মহীতে পড়িল মুণ্ড রক্ত উঠে মুখে ।
 ঐমনি অভয়া বলে উচ্চৈঃস্বরে ডাকে ॥
 নিত্যার নিতান্তরূপে কৃপা আছে বাঘে ।
 কাটা মাথা স্বন্ধে জোড় পুনর্বীর লাগে ॥
 তখন লাউসেন তবে করে মহামার ।
 সেইরূপ শাদুলে কাটিল সাতবার ॥
 ত্রিপুরারি বরে তার মৃত্যু নাই হয় ।
 হারি মেনে লাউসেন হইল অবিশ্বয় ॥
 শান্ত হয়্যা বাঘটা বসিল বৃক্ষমূলে ।
 সেন এল সরোবর তীরে হেন কালে ॥
 স্নান করে সরোবরে সেরে নিত্য কর্ম ।
 পদ্মচয় প্রচয় করিয়া পূজে ধর্ম ॥
 অর্ঘ্য দিয়া একমনে অনাচে তখন ।
 কান্দিয়া কায় মন বাক্যে করহ শ্রবণ ॥

সঙ্কটে স্মরণ করে সেবক তোমার ।
 স্বরায় বৈকুণ্ঠ তেজে এস একবার ॥
 তুমি জল তুমি স্থল তুমি চরাচর ।
 তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর ॥
 শ্রীনন্দনন্দন তুমি তুমি শ্রামরাম ।
 মুক্ত হইল অজামিল জপ্যা তুয়া নাম ॥
 ইন্দু অর্ক শত্রু শেষ সকল আপুনি ।
 জীবের জীবন ধন জগতজননী ॥
 প্রভু দিলে পদছায়া পরিত্রাণ পাই ।
 বাঘকে বধিয়া তবে গোড় দেশ যাই ॥
 এথা সেন করে স্তুতি হইয়া বিকল ।
 তথা উলুকের মুখে ধর্ম শুনিলা সকল ॥
 হতুমান্ কন ডেকে হের এসে বাছা ।
 তুমি ধন্য সেবক অপর সব মিছা ॥
 রাম অবতারে সীতা হরিল রাবণ ।
 অগাধ সলিলে কৈলে সমুদ্র বন্ধন ॥
 কপিগণ সহায় করিয়ে কায় ক্রেশে ।
 তোমা হইতে সীতার উদ্ধার হইল শেষে ॥
 আমার বচন শুন বাছা হতুমান্ ।
 জালন্দার গড়ে যাও খাও ভোগ পান ॥
 লাউসেন কর্পূর পাতর যায় গোড়ে ।
 বিপাকে পড়েচে এসে বাঘের মুয়াড়ে ॥
 এতেক বচন শুনে বীর হতুমান্ ।
 প্রভুকে প্রণাম করে করিলা পয়ান ॥
 রাম রাম সীতারাম সদাই বদনে ।
 উপনীত সত্বরে সেনের সন্নিধানে ॥
 উর্ধ্বনাদে অষ্টোদ্ধ লোটায়ে নতকায় ।
 প্রণমিল লাউসেন পড়ে ছুটি পায় ॥
 হেসে হেসে হতুমান্ কহেন তখন ।
 পাঠায়ে দিলেন মোরে প্রভু নিরঞ্জন ॥

বিশ্বের জননী বর দিয়েচেন বাঘে ।
 তেত্রি তার কাটা মাথা স্বন্ধে জোড়া লাগে ॥
 মোর বাক্য মনক্ষিপ্তে মল্লবেশ ধর ।
 অন্তরীক্ষে তুলে তাকে আছাড়িয়ে মার ॥
 চিন্তা নাগ্রি শ্রীধর্ম আছেন পক্ষাবল ।
 আমি করি অঙ্গে ভর হবেক কুশল ॥
 এথা পুন শাস্ত হয়ে বাঘ কামুদল ।
 সরোবর তীরে আইল তৃষ্ণায় বিকল ॥
 হরষিত হেটমুখে পান করে পয় ।
 পড়ে উঠে চেয়ে দেখে লাউসেনময় ॥
 তখন জানিল বাঘ নিকট মরণ ।
 কূলে বসে করিলেক অনেক ক্রন্দন ॥
 বয়ান ভিজিল বাঘের নয়নের নীরে ।
 জগৎজননী বাম হইলেন মোরে ॥
 লাউসেন বাঘ হৈল বাঘের উপর ।
 হুমান অঙ্গে তার করিলেন ভর ॥
 ধরিয়ে মল্লের বেশ ধাইল ধিয়রে ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে অনাঙ্ঘের বরে ॥১০৭॥

কড়মড় দশন	কাশুপীলোচন
কৃতান্ত সমতুল কোপে ।	
ছাড়িয়ে ছকার	করিয়ে মার্মার
উপনীত বাঘের সমীপে ॥	
সকোপে শাদূল	গর্জিয়ে উঠিল
গজপতি গহনে যেন ।	
ফলাখান লইয়ে	ফিরিয়ে ফিরিয়ে
ফলঙ্গে উঠিল সেন ॥	
মুখামুখি ছজনে	ডাকাডাকি সঘনে
তায়াতাই হইল তায় ।	

তবে বেগে শাদুল প্রান্তরে উঠিল
 পড়িল লাউসেন গায় ॥
 লাউসেন উলটে ধরিল ঝাপুটে
 উলটিয়ে উঠিল বাঘ ।
 শমন সমান লাউসেন তখন
 ধরিল করিয়ে রাগ ॥
 ঐমনি অরুসে অনল বরিষে
 দশনে অধর দাপে ।
 কাট কাট করিয়ে ফলঙ্গ সরিয়ে
 লাউসেন উঠিল লাফে ॥
 তর্জন গর্জন বজ্র বিসর্জন
 বাসব বসুমতী কম্প ।
 মৃগেন্দ্র মহাবল সমতুল শাদুল
 সকেপে ঘন দেয় লক্ষ ॥
 তৈছনে বৃক্ষ বারব আক্ষ
 পাষণ পর্বত ঠায় ।
 লান্দুড় সাপটে চরণ চাপটে
 চুরমার হইয়া যায় ॥
 আয়ুধ অনলে ধনুশর সংকুলে
 কদাচিৎ কিছু নাহি মানে ।
 গর গর করিয়ে গৌরবে গজিয়ে
 ধেয়ে এসে ধরিল সেনে ॥
 লাউসেন কষিয়ে ঐমনি ধরিয়ে
 ঘুরায়ে মারিল আছাড় ।
 কান্দুল তখন তেজিল জীবন
 চুরমার হইল হাড় ॥
 চরণবৃত্তে চিস্তিয়ে চিত্তে
 শ্রীধর্মচরণ ঘন ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক রচিল রসিক
 রসোদয় সুন্দর ছন্দ ॥১০৮॥

শাদুলে বধিয়ে সেন স্রুষ্টি বিচারে ।
 গাছে হতে আগে আনি ওলায়া কর্পূরে ॥
 তবে লব বাঘের কাটিয়ে লেজ কান ।
 ভাই বলে ভাই নয় মায়ের জীবন ॥
 ভাল মন্দ হয় যদি তবে বড় দোষ ।
 জননী আমাকে বড় করিবেন রোষ ॥
 বধেচি বিস্তর করে বাঘ বিপর্যয় ।
 কর্পূর আনন্দ শুনে হবেক অতিশয় ॥
 এত বলে লাউসেন অরিত হইল ।
 কোথা রে কর্পূর বলে ডেকে ডেকে আইল ॥
 ভয় পেয়ে কর্পূর মাথায় দিয়ে হাত ।
 চায় নাই চক্ষু মেলে চিন্তে জগন্নাথ ॥
 লতাপাতা অনেক করিয়ে দেয় ঢাকা ।
 লুকাইল অঙ্গখান নাহি যায় দেখা ॥
 লাউসেন কয় ভাই ভয় নাই আর ।
 দেখ এসে বাঘটাকে করেচি সংহার ॥
 কর্পূরের তা শুনে দ্বিগুণ হৈল ডর ।
 ধরিয়ে বৃক্ষের ডাল কাঁপে থর থর ॥
 না চায় নয়ন মেলে কয় নয় ফেন ।
 তুই বেন একান্ত না হবি লাউসেন ॥
 বাঘ তুঞি বাক্যালাপে বুজেচি ভাবেতে ।
 খেয়ে আলি দাদাকে আমাকে আলি খেতে ॥
 সেন কয় বড়ই অজ্ঞান ভাই তুমি ।
 চেয়ে দেখ চক্ষু মেলে বাঘ নই আমি ॥
 কর্পূর কহিচে তোর মুণ্ডে পড়ুক বাজ ।
 আমা প্রতি সহায় আছেন ধর্মরাজ ॥
 অত্যাচার করিলে এখুনি হবি ক্ষয় ।
 সত্য কথা কহিলে সকল তব রয় ॥
 তুঞি যদি সেন তবে পরিচয় দে ।
 কার বেটা কোথা ঘর পিতামহ কে ॥

লাউসেন কয় ঘর দক্ষিণ ময়না ।
 সাকিম সেয়দা সাগ্রিঃ স্কল পরগণা ॥
 কনকসেন পিতামহ কর্ণসেন পিতা ।
 মায়ের নাম রজাবতী বেগুয়ায়ের স্ততা ॥
 কর্পূর তখন কয় বুদ্ধি হইল হারা ।
 এ সব দাদার মুখে শুনেচিস পারা ॥
 দিব্য করে বল দেখি মায়ের মাথা খাই ।
 তবে আমি এখুনি তৎকাল নেবে খাই ॥
 সেন কয় সত্য দাদা বলি রে তোমাকে ।
 মায়ের সমান গুরু নাহি ত্রিলোকে ॥
 মিথ্যা যদি বলি আমি খাই তাঁর মাথা ।
 তা শুনে কর্পূর কয় তবে সত্য কথা ॥
 ভালমন্দ কয়েচি পায়ের ধুলা দেয় ।
 গাছের উপরে উঠে এলাইয়ে নেয় ॥
 লাউসেন বন্ধন তার দিলেন এলাইয়া ।
 গাছে হতে কর্পূর পড়িল লাক দিয়া ॥
 কোলাকুলি ছুভেয়ে করিয়ে কুতূহলে ।
 করপুটে কর্পূর লাউসেনে কিছু বলে ॥
 বাহুবলে বাঘটাকে বধেচ কেমন ।
 দেখি নাই দাদা হে দেখিতে হয় মন ॥
 সেন কয় তোমার ভরসা করি ভাই ।
 আপুনি এগোয় আমি পিছু পিছু খাই ॥
 কর্পূর তখন কয় তবে সব হল ।
 বধ নাই বাঘকে বচনে বুঝা গেল ॥
 দয়াধর্ম তোমার শরীরে নাহি কিছু ।
 আগে করে আমাকে আপুনি যাবে পাছু ॥
 খায় ত খাবেক ধরে বাঘ মহাস্থর ।
 খায় ত ঘমের ঘর যাবেক কর্পূর ॥
 তোমার বুদ্ধির কথা বুঝি এতক্ষণে ।
 বিরলে করেচ যুক্তি বাঘটার সনে ॥

দিয়ে তাকে আমাকে আপুনি যাবে ঘর ।
 অবিলম্বে করিবে ভোগ ময়না নগর ॥
 সেন কয় এত তব্ব আমি নাহি জানি ।
 আর কেন আয় ভাই এগোই আপুনি ॥
 হেসে হেসে লাউসেন হইল অগ্রসর ।
 পশ্চাৎ চলিল তার কর্পূর পাতর ॥
 বাঘটার তনুঝুহ বাতাসে উড়িছে ।
 তা দেখে কর্পূর কিছু লাউসেনে কহিছে ॥
 মরে নাই বাঘটা ঐ দেখ নাড়ে হাত ।
 ছলা করে পড়িয়াছে নিকটিয়ে দাঁত ॥
 গোল শুনে গা ঝেড়ে অমনি পাছে উঠে ।
 কিলায় কর্পূর গিয়ে বাঘটার পিঠে ॥
 ধাম ধুম কর দাদা এই মর্দ তুমি ।
 দেখ দেখি বাঘটাকে বধিলাম আমি ॥
 ভূপতিকে ভেটিয়ে ভবনে যবে যাবে ।
 কর্পূর বধেচে বাঘ বাপ মায় কবে ॥
 হুকার হাঁকার ছাড়ে বাহু দুটা কমে ।
 বদনে বসন দিয়ে লাউসেন হাঁসে ॥
 কয় কেন পরিশ্রম কর আর বৃথা ।
 জানা গেছে কর্পূরের যতেক যোগ্যতা ॥
 বাঘকে বধিলে তুমি এই কথা ভাল ।
 গুণগোলে কাজ নাই গৌড়ে যাব চল ॥
 খড়্গ করে বাঘের কাটিল লেজ কান ।
 পথমধ্যে অচিসার পুতিল নিশান ॥
 বাঘবধ বিবরণ বিশেষ লিখিয়ে ।
 তাহার উপরে দিল তৈরপ খাটায় ॥
 শাদুলের লেজ কান বান্ধিয়ে ফলায় ।
 জালন্দা হইয়ে পার দুটি ভেয়ে যায় ॥
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে কপালের লেখা ।
 ব্রাহ্মণের বেশে ধর্ম যারে দিলা দেখা ॥১০৩॥

কৃষ্ণলীলা কর্পূর কহিচে লাউসেনে ।
 রসোদয় রস কথা কল্পী হরণে ॥
 দক্ষদিগে দুর্গাপুর সবো দেবিসার ।
 ছুটাছুটি ছয় দন্তে ছিরামবাটি পার ॥
 তাপিত হয়েছে তনু তপনতৃষ্ণায় ।
 বসন বিছায়ে বসে বকুলতলায় ॥
 মৃন্ময়ী মনসা আছেন তার তলে ।
 কিলি কিলি করে কত কালসাপ বুলে ॥
 ভুকল ভুজঙ্গ দেখে ভাই দুইজন ।
 জয় দিয়ে বিষহরির বন্দিল চরণ ॥
 লাউসেন কর্পূরে কয় তৃষ্ণায় বিকল ।
 ঝট করে আন ভাই এক ঝারি জল ॥
 বিস্তর হয়েছে শ্রম বাঘকে বধিয়ে ।
 জীবন জীবন বিনে যায় বারি হয়ে ॥
 কর্পূর কহিচে দাদা আমি নাই পারি ।
 আমার অনেক শ্রম বয়ে ফলা ঝারি ॥
 দাক্ষণ দুর্গম পথ দৃষ্টি নাই হয় ।
 ভুজঙ্গ গণ্ডার সিংহ ভল্লুকের ভয় ॥
 তায় দেয় অহুমতি আনিতে শত্বর ।
 এখুনি থাকেক ধরে যাব যমঘর ॥
 তোমারে বিশ্বাস নাই বুদ্ধি বড় বাঁকা ।
 মনে কর কর্পূর মরিলে হই একা ॥
 ধুসে মুসে সকল লইবে ধরা ধন ।
 সেন কন কর্পূর এমন নয় মন ॥
 আমার পরমাই লয়ে বেঁচে থাক তুমি ।
 তোমার আপদ লয়ে মরে যাই আমি ॥
 ভেয়ের সমান বন্ধু নাহি ত্রিভুবনে ।
 লক্ষ্মণ গেলেন বন শ্রীরামের সনে ॥
 যুধিষ্ঠির সহিত সোদর চারিজন ।
 দেশে দেশে ভ্রমিলেন দৈবের ঘটনে ॥

অগ্রজের আজ্ঞাবহ অহুজ সতত ।
 পূর্বাপর পরাপর প্রায় এইমত ॥
 কর্পূর কহিচে আমি জানি সব কথা ।
 বচনে বচনে ক স্বাক্যব্যয় বৃথা ॥
 উপায় অশক্ত আমি তার আর কি ।
 যাব নাই জলকে জবাব দিয়েচি ॥
 তৃষ্ণা যদি করেচে আপুনি এনে থায় ।
 সেন কয় ধর্ম আছে তুমি দাদা যায় ॥
 তৃষ্ণাতে ক্ষুধাতে দিলে উদক ওদন ।
 বিমানে বৈকুণ্ঠ যায় ব্যাসের বচন ॥
 কর্পূর তখন কয় তবে হল তাই ।
 প্রমাদ হবেক যদি পথ ভুলে যাই ॥
 সেন কয় পথ পানে চেয়ে থাকি আমি ।
 যতক্ষণ জল লয়ে না আসিবে তুমি ॥
 কর্পূর তখন লয়ে স্বর্ণের ঝারি ।
 উপনীত তারাদীঘি তীরে অরাসরি ॥
 পরিসর পাড় উচ্চ পর্বতপ্রমাণ ।
 চারিদিকে চারিঘাট প্রস্তরে বাগান ॥
 কতশত কুস্তীর কমঠ ভাসে জলে ।
 খঞ্জন খঞ্জনী নৃত্য করে নবদলে ॥
 কুবলয় কুমুদ কল্লার আলোকিত ।
 ইন্দীবরসৌরভে আকুল মধুরত ॥
 সরালি সারস হংস সিলি করে রব ।
 আনন্দ করিয়ে বলে আর পক্ষ সব ॥
 কল কল করে কেহ কৃষ্ণগুণ গায় ।
 কোকনদ কমলকলিকা হল বায় ॥
 নবদল নলিনের নীরে নীরে ছলে ।
 বীজকোষ বিরস বেশরে ঘেন গিলে ॥
 দূরে হইতে এইরূপ দীঘিতে দেখিয়ে ।
 কর্পূরের ভ্রম হইল ভূজঙ্গ বলিয়ে ॥

কিবাশচ্য কাল জলে কালসর্পময় ।
 গরলে হয়েচে কাল কাল জল নয় ॥
 কালিদয়ে কুতূহলে কৃষ্ণ দিলা কাঁপ ।
 তবে সতে পড়ে তায় ভেবে অহুতাপ ॥
 বিপাক বৈশিষ্ট্যে পড়ে থায়ে বিষজল ।
 পরান তেজিল ব্রজবালক সকল ॥
 কুলে তার ডড়াইয়ে গোপগোপীগণ ।
 কি হৈল কি হৈল বলে করয়ে ক্রন্দন ॥
 শ্রীমদ যশোদা আর বলায়ের মা ।
 করুণা করিয়ে কান্দে বৃকে মারে ঘা ॥
 সেইমত সব দেখি শবের সমান ।
 এ জল খাইলে দাদা পাছে মরে যান ॥
 ফিরে যাওয়া অহুচিত অপ্রস্তুত লখি ।
 উভয় অনর্থ হইল অল্পপায় দেখি ॥
 কে করে খণ্ডন যদি লেখা আছে ভালে ।
 কয়ে এত কর্পূর নামিল গিয়ে জলে ॥
 হেনকালে ভাসে জলে মৎস্ত গাঙ্গ দাড়া ।
 তা দেখে কর্পূর কেন্দে করে বাড়বাড়া ॥
 তরাসে তখন তবে ঝারি পেল জলে ।
 ঐমনি আছাড় পেয়ে পড়ে গিয়ে কুলে ॥
 ঐছনে আকুল অঙ্গ ফিরে নাই চায় ।
 গঙ্গাধর গোপাল গোবিন্দ বলে ধায় ॥
 দ্বিজ শ্রীমানিক গীত করিল রচনা ।
 কর ধর্ম পরিপূর্ণ নায়কবাসনা ॥১১০॥

বকুল বৃক্ষের তলে এথা লাউসেনে ।
 নিদ্রা আকর্ষণ কৈল দৈবের ঘটনে ॥
 সুন্দর শয়ন পেয়ে করিল শয়ন ।
 নয়নে লাগিল এসে সূর্যের কিরণ ॥

গর্তে হতে বারি হোয়ে ছপাশে ছসাপ ।
 ফণা ধরে নিবারিল তপনের তাপ ॥
 হেনকালে কর্পূর হইল উপনীত ।
 মনুষ্য দরশনে গর্তে লুকায় অরিত ॥
 কাঁপে অঙ্গ কর্পূরের মুখে নাই রা ।
 কি হইল বলিয়া কপালে মারে ঘা ॥
 হায় হায় হারাইলাম তোমা হেন ভেয়ে ।
 জিজ্ঞাসিলে কি বলে বলিব বাপ মায়ে ॥
 আয় রে কর্পূর বলে কে ডাকিবে আর ।
 ভাবিতে তোমার গুণ ভুবন অঙ্ককার ॥
 কয়ে এত কর্পূর নিঃখাস তবে ছাড়ে
 বিধি করি বসিয়া বিশেষ মন্ত্রে ঝাড়ে ॥
 ঐ রঙ্গে এলেন গরুড় মহাবল ।
 দাদার গায়ের বিষ ঠায় হবি জল ॥
 আগ করে তিনটে চাপড় মারে এঁটে ।
 নিদ্রাভঙ্গ লাউসেন চমকিত উঠে ॥
 জিজ্ঞাসিতে কর্পূর কহিল অবাস্তর ।
 এ জন্মের মত দাদা যেতে যমঘর ॥
 থেয়েছিল কালসর্প এসে বুকে চড়ে ।
 বাচালাম বহুশ্রমে বিষমন্ত্রে ঝেড়ে ॥
 সেন কয় সর্পকথা শুনি দেখি তবে ।
 কর্পূর কহিচে এই হুকাইল গর্তে ॥
 সেন কয় সত্য কথা মিথ্যা নয় ভাই ।
 পশ্চাৎ দেখিব আগে আন জল খাই ॥
 বিকলে কর্পূর বলে বুকে হাত রেখে ।
 ভুবনে ভুজঙ্গ ভাসে ভয় হইল দেখে ॥
 বিষের বিষরে ধার বিপরীত কেলে ।
 ভয় পেয়ে প্রাণ লয়ে ঝারি এলাম ফেলে ॥
 সে জল যতপি তুমি এক রত্তি খেতে ।
 কি হইত কর্পূরের ঠায় মরে যেতে ॥

কুস্তীর কমঠ কত কমন্তরে বলে ।
 জসরে অমনি খায় যদি পায় জলে ॥
 সেন কয় হেন লয় অসম্ভব বল ।
 সত্য মিথ্যা দেখিব সাক্ষাতে শীঘ্র চল ॥
 কর্পূর তখন কয় ভয় বড় পথে ।
 না দেখি তোমার ভরসা না পারিবে যেতে ॥
 সেন কয় তোমার ভরসা কিছু পাব ।
 আপুনি এগোয় আমি পাছু পাছু যাব ॥
 অগ্রসর কর্পূর পশ্চাৎ লাউসেন ।
 নবঘন শ্রাম অঙ্গ লবকুশ ঘেন ॥
 কুকলাস কর্তন (?) কাননে শব্দ করে ।
 তরাসে কর্পূর তখন লাউসেনে ধরে ॥
 বাঘ ডাকে বিপিনে বিষম বড় হল ।
 পরান লইয়ে দাদা পলাইয়ে চল ॥
 সেন কয় কর্পূরের ভরসা বিস্তর ।
 এই কয়েচ তুমি তবে কেন ডর ॥
 ব্যাঘ্র নয় বৃষ্টি ভাবে বটে অন্য় পশু ।
 অমৃত করিগে পান এস করে আশু ॥
 প্রবোধিয়ে কর্পূরে পশ্চাৎ পুরঃসর ।
 উপনীত তারাদীঘি তীরে বেড়াপর ॥ অত্র ভনিতা ॥১১১॥

এক দৃষ্টে লাউসেন নিরীক্ষণ করে ।
 জিজ্ঞাগ না দেখে জলে জিজ্ঞাসে কর্পূরে ॥
 কমলে কমল ভাসে কাল সর্প কই ।
 কর্পূর কহিচে দাদা দেখ চেয়ে ওই ॥
 সেন কয় সর্প নয় ভয় কেন পাইলে ।
 বীজকোষ বিরস কেশর বায় হেলে ॥
 এস দাদা কর্পূর কিসের ভয় নাই ।
 পদ্ম তুলে পূজা করি অনাঙ্ঘ গোসাঞি ॥

করপুটে কর্পূর তখন কিছু বলে ।
 জন্মাবধি নাবি নাই এক জাহ্নু জলে ॥
 দারুণ গস্তীর নীর গড় করি আমি ।
 পার যদি পদ্ম তুলে পূজা কর তুমি ॥
 কৌতুক করিয়ে সেন জলে দিল ঝাঁপ ।
 তা দেখে কর্পূর কাদে করে মনস্তাপ ॥
 এবার বিদায় আমি দাদার নিকটে ।
 কতকাল থাক তুমি কুস্তীরের পেটে ॥
 হায় হায় হরি হরি হেন দশা হল ।
 এতদিনে কর্পূরের কলহ ঘুচিল ॥
 কর্পূরের কথা শুনে লাউসেন হাসে ।
 নয়ন মুদিত করে নীরে ধীরে ভাসে ॥
 কর্পূর কহিছে দাদা এইবার মলে ।
 পরমাণু থাকিতে যমের ঘর গেলে ॥
 সেন কয় অমঙ্গল কথা কয় ভাই ।
 তোমার শরীরে কিছু দয়া ধর্ম নাই ॥
 তবে তূর্ণ তামরস তুলিয়ে তখন ।
 স্নান করে লাউসেন সেবে নিরঞ্জন ॥
 জলেতে আকীর্ণ জন্তু যথাবিধি জ্ঞান ।
 তত্পরি পদ্ম পুষ্প দিল পড়ে ধ্যান ॥
 পুটপাণি প্রভুকে প্রণতি নত শির ।
 হেনকালে পায়ে এসে ধরিল কুস্তীর ॥
 টানাটানি করে সেন ধর্মকে ধেয়ান ।
 ছাড়ে নাই দারুণ কুস্তীর বলবান্ ॥
 জোর করে জল দিয়ে যবে লয়ে যায় ।
 কাতর হইল বড় লাউসেন রায় ॥
 ঐমনি আন্দাজ করে অমৃতে ডুবিয়ে ।
 কুস্তীরে ধরিল সেন ফিকির করিয়ে ॥
 তোয়ে হতে তূর্ণ তাকে তুলে তার তীরে ।
 খড়্গা করে খণ্ড খণ্ড করিলা কুস্তীরে ॥

কুস্তীর করিয়ে বধ আনন্দে আধান ।
 ছুটি ভেয়ে কুতূহলে করে জল পান ॥
 বকুল বৃক্ষের তলে বার দিয়ে বসে ।
 নক্রতরু লাউসেন কর্পূরে জিজ্ঞাসে ॥
 কর্পূর কহেন দাদা নিবেদি গোচরে ।
 নক্র ছিল শক্রবিজ্ঞাধর স্বরপুরে ॥
 নর্তনে উত্তম ছিল নাম হীরাদর ।
 রূপের তুলনা নাই ত্রিপুর ভিতর ॥
 একদিন সভা করে বসে স্বররায় ।
 হীরাদর নৃত্য করে হরিগুণ গায় ॥
 মোহিত হইল সভে মনোজ্ঞ বাড়িল ।
 হেনকালে দৈবে তার তালভঙ্গ হৈল ॥
 মহেশ গেলেন উঠে মহা মনস্তাপ ।
 নক্র হয়ে লভ জন্ম নিত্য দিলা শাপ ।
 হেটমুখে হীরাদর হায় হায় করে ।
 কাকুবাদ করিয়ে কালীর পায় ধরে ॥
 লঘু অপরাধে মাতা দিলে গুরু শাপ ।
 কত কালে মুক্ত হব করে সুপ্রলাপ ॥
 হৈমবতী কন বাছা শুন হীরাদর ।
 তারাদীঘি জালন্দার গড়ের উত্তর ॥
 তারা নামে তায় এক আছে কুস্তীরিণী ।
 তার গর্ভে জন্ম গিয়ে সে তোমার জননী ॥
 ধরণীয়ে ধর্মপুত্র লাউসেন হবেক ।
 সেই পথে ভাই সঙ্গে গোড়ে যাইবেক ॥
 তার হাতে মুক্তি তোমার হবেক তখনি ।
 শীঘ্র যায় শুন সত্য সমুচিত বাণী ॥
 হেনরূপে হীরাদর নক্র হয়ে ছিল ।
 এখন তোমার হাতে মুক্ত হয়ে গেল ॥
 কর্পূরের কথায় লাউসেন সুবিস্ময় ।
 আপনাকে অত্যন্ত অনগ্র করে কয় ॥

না জানি কর্পূর কিছু মহিমা তোমার ।
তুমি নয় মহাশয় দেব অবতার ॥
অনেক তপস্বী করে তুমি মোর ভাই ।
তোমা হইতে ত্রিলোকের তত্ত্ব আমি পাই ॥
বলিতে কহিতে কথা শেষ দিবা হল ।
বকুল বৃক্ষের তলে ছুটি ভেয়ে গুল ॥
সমাপ্ত হইল পাল। হরিবল সতে ।
তরী বিনে তমিস্রসংসার তরে যাবে ॥
ইহার উত্তর গীত হবেক জামতি ।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে রক্ষ যুগপতি ॥১১২॥

বাঘবধ পাল। সমাপ্ত ॥

[ষষ্ঠ পাল। সমাপ্ত]

[সপ্তম পালা]

বারুই পাড়া

বিষম ধর্মের বাঁজি বুঝে কোন জন ।
 কুস্তীর করিয়া বধ কোতুকে গমন ॥
 অগ্র পশ্চাৎ হয়ে চলেন ছুটি ভাই ।
 কিবা লবকুশ কিবা কানাই বলাই ॥
 শ্রীরামের সঙ্গে যেন চলিলা লক্ষণ ।
 কত সুধাময় কাস্তি কর্পূর তেমন ॥
 পথের পথুক দেখে বলে আহা মরি ।
 আইল পারা গোপাল গোলোক পরিহরি ॥
 অহর তেজিয়ে পারা অর্ক ইন্দু আইল ।
 নলিন নপন দেখে লজ্জায়ে হুকাল ॥
 নানা কথা নানা কাব্য নৃত্যগীত পথে ।
 কোতুক করিচে সেন কর্পূরের সাথে ॥
 রসবতী রূপসী রমণী যদি পাই ।
 কিনে বিচে কর্পূরের বিভা দিয়ে যাই ॥
 কর্পূর বলেন দাদা আমি ব্রহ্মচারী ।
 বিবাহে বাসনা নাই বিষ খেয়ে মরি ॥
 আমা হইতে আপুনি অনেক গুণী হয় ।
 কিসের কোতুক কর কুম্ভ কথা কয় ॥
 পথুক পাইয়া পথে জিজ্ঞাসে কর্পূর ।
 এখা হৈতে গোড় মরুর কতদূর ॥
 বিশারদ বিল্ববাটি বোলুই মোকাম ।
 গজেন্দ্রমথনপুর গয়াসোল গ্রাম ॥
 পার হয়ে প্রেমানন্দে পায় পদাভাঙ্গা ।
 ভবনে ভূপতি নাই ভাগ্য যার ভাঙ্গা ॥
 লক্ষ্মীমন্ত লোক তায় নাহিক কাঙ্গাল ।
 ছসারি দেবতা স্থান দেউল জাঙ্গাল ॥

কৃষ্ণকথা রামকথা কহিতে বলিতে ।
 অবিলম্বে উপস্থিত জামতির পথে ॥
 লাউসেন কয় কিছু কর্পূরে তখন ।
 অর্জুনের রথের সারথি নারায়ণ ॥
 তেন তোমাকে বাসি তুল্য অহুপাম ।
 আগু হয়ে কহিবে সম্মুখে কোন গ্রাম ॥
 চালে চালে বসতি বাতাস নাহি বয় ।
 যতী সতী কত আছে যোগেন্দ্র বিজয় ॥
 দেউল দেহারা দেখি দেবস্থান কত ।
 জানাবে যাবৎ বার্তা জিজ্ঞাসিহু যত ॥
 শুনে এত কর্পূর সম্মুখে নমস্কার ।
 জিজ্ঞাসিলে যদি তব কহিব ইহার ॥
 আমা প্রতি অহুকুল অনাথ গোসাঞি ।
 ত্রিভুবনে জানি নাই এমন তব নাই ॥
 প্রমাণ করিতে পারি পয়োধর ধারা ।
 গণনা করিতে পারি গগনের তারা ॥
 সহজ সঙ্গাদ শুন ময়নার ঈশ্বর ।
 জান নাই জান এই জামতি নগর ॥
 বিশেষ কেবল ইথে বাক্যের বাস ।
 পারগ সভাই আছে পুণ্যের প্রকাশ ॥
 পুরাণ পবিত্র কথা প্রতি ঘরে ঘরে ।
 জয়দেব জৈমিনিভারত পাঠ করে ॥
 দিয়াছে দীর্ঘিকা কত দেউল দেহারা ।
 সতে দোষে সীমন্তিনী সতে স্বতস্তরা ॥
 পুরুষের বশ নয় পরে পাট শাড়ী ।
 আচলে বান্ধিয়ে রাখে ঔষধের বড়ি ॥
 বিদেশী পুরুষ পেলে বুকে উঠে বসে ।
 বশ করে বচনে লোচন ঠেরে হাসে ॥
 নারায়ণ বাক্যের বো নয়নী সুন্দরী ।
 সভাকার প্রধান সবাই আজ্ঞাকারী ॥

কাঁচলি কঠিন করে কাঁচসোনা কুচে ।
 উর্ধ্ববাহু অনঙ্গে উলঙ্গ হয়ে নাচে ॥
 রতিকে জিনিয়া রূপ রসে ঢলাঢলি ।
 মনে করে যুবক পুরুষে ধরি গিলি ॥
 জয়া নামে জনার্দন বাক্যের বি ।
 তাহার গুণের কথা কহিব সে কি ॥
 বচন বলিতে বাসি যেন স্বধাধার ।
 বিদেশী পুরুষ পাইলে ছাড়ে নাই আর ॥
 বন্ধিম নয়নে চায় বামমুখে হাসি ।
 যুবক জীবনে যেন মারে বিষফাঁসি ॥
 বিজ্ঞা নামে বৃন্দাবন বাক্যের বেটি ।
 হাতি হেন জন্তকে হারাতে পারে দুটি ॥
 বিদেশী পুরুষ পেলে বৃকে করে রাখে ।
 মদনে মোহিত হয়ে মুখ চেয়ে থাকে ॥
 রসিক বাক্যের বৌ নামে রসবতী ।
 পরিহাসে দড় পরপুরুষের প্রতি ॥
 হাত নেড়ে কথা কয় হাসে খল খল ।
 ঠাট দেখে ব্রহ্মচারী ঠাকুর পাগল ॥
 নিলা নামে নিতাই বাক্যের নাতিন আছে ।
 হার মেনে হাজার পুরুষ হেরে গেছে ॥
 যাব নাই এ পথে একান্ত কই আমি ।
 ভুল্যা যাবে এখনি ভাবন দেখে তুমি ॥
 কর্পূরের কথা শুনে লাউসেন কয় ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে শ্রীধর্ম সদয় ॥১১৩॥

শুন দাদা কর্পূর সহজ কই আমি ।
 প্রাণাধিক মাত্র পরান ধন তুমি ॥
 দেখি যেন কেবল দেবতা অবতার ।
 শিরোধার্য তোমার বচন সাত বার ॥

ইচ্ছা হয় এ পথে আমার আমি যাব ।
 বাকুয়ের বারাদনা কেমন দেখিব ॥
 কর্পূর বলেন দাদা বুঝা গেল বঠে ।
 কি জানি কি আছে লেখা তোমার ললাটে ॥
 বশ হয়ে বচন বলিতে নারি কিছু ।
 বাকুয়ের মেয়ের বুলিবে পাছু পাছু ॥
 পাগল হইলে পারা প্রমাদ বাড়িল ।
 পশ্চিম পদ্ধতি দিয়ে প্রেমানন্দে চল ॥
 আমার বচন লজ্জ্য এই পথে যাবে ।
 অচিরাৎ অবশ্য অনেক কষ্ট পাবে ॥
 না শুনিয়ে লাউসেন ভেয়ের ভারতী ।
 পার হয়ে পাড়গ্রাম পাইল জামতি ॥
 জামতির যাম্য দিগে জয় সরোবর ।
 যুগল অশ্বখ তরু ঘাটের উপর ॥
 পার হয়ে লাউসেন বসে তার তলে ।
 জল লয়ে কর্পূর জোগান হেন কালে ॥
 ভাস্কর ভবনে গেল ভয়প্রদা নিশা ।
 কোথা আজি কর্পূর থাকিব করে বাসা ॥
 পারি নাই সহিতে পথের বড় দুঃখ ।
 কালি গোড় পৌছিব হইলে অহমুখ ॥
 বসিল কর্পূর তেখন বেলা পানে চেয়ে ।
 এথা যুক্তি করে যত বাকুয়ের মেয়ে ॥
 সহি সৈগাতিন মিতিন নাতিন জলকে যাবে গো ।
 ঘন রবে দুগ্ধ খেয়ে ঘুমায়েচে পো ॥
 স্নুথ নাগ্রি সারাদিন সব্য চক্ষু নাচে ।
 কি জানি কপালে আজি কোন লভ্য আছে ॥
 কেহ কয় কালি রাত্রে দেখিচি স্বপন ।
 বিদগ্ধ বিদেশী নাগর দুইজন ॥
 হেসে হেসে কাছে বসে গায়ে দিল হাত ।
 মদন ঝাঁপিয়ে বাণ মারিল নির্ঘাত ॥

কনককলসী লয়ে করিল শাজনি ।
 কুহু কুহু বাজে রসাল কিঙ্কিণী ॥
 ঝম ঝম কুহু কুহু ঝঙ্কার নৃপুরে ।
 জল নিতে যবে আলায় জয় সরোবরে ॥
 এলায়ে দিয়েচে কেশ উলটা আঁচল ।
 হাত নেড়ে চলে যেতে হাসে খল খল ॥
 সব আসি সভাই সকল রঙ্গ জানে ।
 কাননের কুহুম তুলিয়া পরে কানে ॥
 কেহ কেহ করে নৃত্য কেহ গীত গায় ।
 বৃকের বসন উড়ে মলয়ের বায় ॥
 কদম্ব কোরক সম কুচের বলন ।
 দৃষ্টি হলে ততক্ষণে মূনির সরে মন ॥
 কলসী ডুবায়ে জলে চারি পানে চায় ।
 রাম লক্ষ্মণের রূপ দেখিবারে পায় ॥
 মদনে মোহিত হল মুখে নাই রা ।
 আলুথালু অম্বর অবশ হল গা ॥
 বলাবলি করে যত বাক্যের মেয়ে ।
 মরে যাই নাগরের নিছনি লইয়ে ॥
 স্বরূপ সমান ছুহে সমান বয়েস ।
 না দেখি এমন কভু নটবর বেশ ॥
 হাসিতে বিজুরি খেলে বচন পৌষুষ ।
 কিবা কৃষ্ণ বলরাম কিবা লবকুশ ॥
 লজ্জিত হয়েচে রূপে গগনের চাঁদ ।
 যুবতীর মনমুগ মোহিবার ফাঁদ ॥
 জননী ইহার ধন্য জীবন সার্থক ।
 পেয়েচ তপস্রা করে এমন বালক ॥
 কত কোটি কামকে করেছে তিরস্কার ।
 কেট্যা দি ইহার পায় যে যার ভাতার ॥
 বিত্তা জয়া বলে আর বাঁচি নাই দিদি ।
 কোথা হৈতে আইল হেন রসময় নিধি ॥

আহা মরি অমিথিয়ে জুড়াইল আশি ।
 বাহা হয় বার মাস বৃকে করে রাশি ॥
 বাপ যদি বিভা দিত এ হেন পুরুষে ।
 হাস বেশ করিতাম মনের হরিষে ॥
 কেলোসোনা কয় সই তোর স্বামী ভাল ।
 যা হোগ গুণের বঠে দোষ কিছু কাল ॥
 আমার কপাল মন্দ ভাতার সে কুড়ে ।
 বারমাস বচনে বিশেষে মরি পুড়ে ॥
 করে নাঞ্চি কর্ম কাজ কোলে থাকে বসে ।
 ঘটকালি করেছিল নিবুংশে পিসে ॥
 অমলা আক্ষেপ করে আমি অভাগিনী ।
 স্বামী সনে সম ভাব দিবস রজনী ॥
 খেয়েচে চক্ষের মাথা খুন হয়ে মরি ।
 হাতে ধরে উঠাতে বসাতে আর নারি ॥
 সাধু করে মনস্তাপ মোর স্বামী কাল ।
 এক বলিতে আর বলে তায় পাই জাল ॥
 স্নয়ঙ্গী সন্তাপ করে স্বামী মোর বুড়া ।
 খেতে নারে থৈ মুড়ি খায় করে গুঁড়া ॥
 জিউ গেল যে দিন না করি ঝাল ঝোল ।
 গসা করে মতিচ্ছন্ন করে গওগোল ॥
 মাধনি মোহিনী বলে শুন মরম সই ।
 এতদিনে মনের কথা পুকুরঘাটে কই ॥
 কুজা মোর ভাতার কুশল নয় কাজে ।
 পুড়া পুটলির পারা পড়ে থাকে শেজে ॥
 ভাজুনি ভাবনা করে ভাতার কুকুড়ে ।
 ঠেলাঠেলি করে যত ঠায় থাকে পড়ে ॥
 কল্যাণী কান্দিয়ে কয় করে মনস্তাপ ।
 নয়নের মাথা থাক নিদারুণ বাপ ॥
 পুড়ে মরি প্রত্যহ গোদার পালে পড়ে ।
 অস্থিচর্মসার হল অন্নজল ছাড়ে ॥

বারমাস দারুণ গোদের গন্ধ ছাড়ে ।
 রক্তপূজ বয় তায় রাত্রিদিন পড়ে ॥
 বিশেষে বড়ই বাড়ে বিপাক বর সায় ।
 সাধ করে শুভে নারি একত্র শয্যায় ॥
 এইরূপ নিজপতি নিন্দা করে সভে ।
 নয় হয়ে নয়নী তখন যুক্তি ভাবে ॥
 কিরূপ করিয়ে রাখি নাগর বিদেশী ।
 যা হউক হবেক ঘরে জল রেখে আসি ॥
 দ্বিজ শ্রীমানিক গীত করিল রচনা ।
 বারি লয়ে বাসে গেল বাকুই অঙ্গনা ॥১১৪॥

বেশ করে নয়নী বিরল ঘরে বসি ।
 নাগরে ভেটিতে যাব মনে বড় খুসি ॥
 করিকর করে পরে কাঞ্চনের চুড়ি ।
 বিধুকে রহিল যেন বিছান্নতা বেড়ি ॥
 কঙ্কণ করিল শোভা কেউর সহিতে ।
 চুড়ামণি দীপিকা দিলেক তুলে মাথে ॥
 চিরনীতে চিরিয়ে চিকুর বন্ধ কৈল ।
 তেহেরি চাপার মালা তায় বেড়াইল ॥
 মুকুর হেরিয়ে করে মুখের মার্জন ।
 স্তভালে সিন্দূর ফোটা সুরঙ্গ শোভন ॥
 ঈষৎ কালির বিন্দু কিবা তার কোলে ।
 দুসারি অলকাপাতি দপ্‌দপ্‌ জলে ॥
 পুরট পাথর দিয়ে পরিল বেশর ।
 নাক তুলে কথা কয়ে ভুলাতে নাগর ॥
 কুরঙ্গ নয়নে কিবা কাটিল কাজল ।
 গলায় কনকহার করে ঝলমল ॥
 কমলকলিকা জ্বিনে কিবা কুচ দুটি ।
 যুবকজনের মন বান্ধিবার খুটি ॥

কিবা তায় কাঁচলি করিল অতুপাম ।
 ছসারি কদম্বগাছ ফুলের বাগান ॥
 বড়প্ততু মাফাং সকল শাখা লয়ে ।
 ভ্রমর ভ্রমরী বুলে ভ্রমণ করিয়ে ॥
 লক্ষ লক্ষ পক্ষ তায় পক্ষিণী সহিতে ।
 বাড়িল বড়ই বাজা বিবরে বর্ণিতে ॥
 ফাদ ভাঙ্গা ফুলটুসি ফুলে মধু খায় ।
 কাদাখোঁচা কালিদয়ে কৃষ্ণের গুণ গায় ॥
 গড়গড়ে গুড়ুর গড়িয়ে বুলে গোঠে ।
 শ্রামখোল মারস শামুক ভাঙ্গে ঠোটে ॥
 তিত্তিরি তেয়ড়া তারা ডিমে দিয়ে তা ।
 বাহুড় তপস্বী করে উর্ধ্ব করে পা ॥
 কালপেঁচা কালকঙ্গী কোটরে লুকায় ।
 গোদাভারই গগনে গোবিন্দগুণ গায় ॥
 টিয়েটুকি বাবুই টেয়রা টেঙ্কনা ।
 চটক চাতক চিল চিনাবিনমোনা ॥
 দলপাখি দালুহ দলুহ বুলে দলে ।
 রসরসে রাম শান্তি রাধাকৃষ্ণ বলে ॥
 মাছ দেখে মাচরাঙ্গা মাঝ দহে পড়ে ।
 মনস্তাপে ময়না মদনা মাথা নাড়ে ॥
 পাতকালে পলায়ে গেল প্রাণ বড় ধন ।
 ঘুঘু শব্দে ঘুঘু পক্ষ ডাকে ঘনে ঘন ॥
 ফরফরে উড়ে গেল ফিঙ্গা পড়ে ফাঁদে ।
 করুণা বরুণা হাসে বক বসে কাঁদে ॥
 করকটে কারওব করে হায় হায় ।
 প্রাণভয়ে পানিহাঁস পুঙ্করে লুকায় ॥
 মোউর মোউরী নাচে মেঘের গর্জনে ।
 কোকিল কোকিলিনী ডাকে কদম্ব কাননে ॥
 ধুলা চড়ুই ধূর্ত যার ধানবনে ধাম ।
 শারি শুক সদাই শ্রুতরে রাম রাম ॥

খরখরে খড়্‌হাঁস খয়রা সরালি ।
 অর্জুন অরণ্যে ডিম এড়ে সারি সারি ॥
 কলরোল কপোত কন্দোল করে তায় ।
 ধার্মিক কোচল বক ধর্মকে ধিয়ায় ॥
 আর তায় লক্ষ পক্ষ আছে অপ্রমিত ।
 বিবরে বর্ণিতে এথা বেড়ে যায় গীত ॥
 সোম সূর্য ছদিকে উদয় দিবারাতি ।
 মরকত মুকুতা মণ্ডিত নানা ভাতি ॥
 কঙ্করী চন্দন চূয়া লেপে সর্ব গায় ।
 তাম্বুল কদরে রাগ অধরে বাড়ায় ॥
 পট্টবাস পরিতে প্রতিমা যেন জলে ।
 সৈ সেগাঁতিন মিতিন সকলে ডেকে বলে ॥
 জাতিকুলশীলে আজি দিয়ে জলাঞ্জলি ।
 নাগরে ভেটিতে যাব হয়ে কুতূহলি ॥
 চল সভে দেখি গিয়ে নাগরের রূপ ।
 বিধি ভাল নির্মিয়েচে রসময় কুপ ॥
 স্তবর্ণবাটিতে নিল স্তগন্ধি চন্দন ।
 লইল চাপার মালা করিয়ে যতন ॥
 সহচরী সঙ্গে রঙ্গে হইয়ে সখায় ।
 গোবিন্দে ভেটিতে যেন গোপীগণ যায় ॥
 ঘরে হতে বারি হয়ে পথে দিল পা ।
 কোলের কুমার ডাকে কোথা যাস মা ॥
 ডাঁড়া ডাঁড়া একবার আমি সঙ্গে যাই ।
 বৃষস্ত্রী বলে তোর বাপের মাথা খাই ॥
 কুলবতী হয়ে যাই কুলে দিয়ে কাটা ।
 পাছু আসি ডাকিস নারে নির্বংশির বেটা ॥
 আর কি বেটার স্নেহ আছে আর তোকে ।
 ঘাড় ভেঙ্গে রক্ত খেয়ে পুঁতে যাব পাঁকে ॥
 আত্মজ আবদার করে আচলে ধরিয়ে ।
 জিউ যায় জননী গো যাও ছুঁ দিবে ॥

ছচারিণী নয়নী দেহজে করে কোলে ।
 নাগরে ভেটিতে তবে নয় হয়ে চলে ॥
 শোভে পায় সভাকার সোনার নুপুর ।
 ঘুন ঘুন করে বাজে ঘাগর ঘুঁগুর ॥
 কর্পূরের দৃষ্টি হৈল কয় লাউসেনে ।
 বারুই অঙ্গনা সব আইসে কি কারণে ॥
 এই গেল জল লয়ে জান কিছু ভাষ ।
 ভুলাইতে তোমাকে করেছে বেশবাস ॥
 এখনি ছড়ায় যদি ঔষধের গুঁড়া ।
 পান্থরিবে বাপ মায় বশ হবে বাড়ি ॥
 পলাইয়ে চল নয় প্রমাদ পড়িল ।
 জাতিকুলশীল আজি সকল মজিল ॥
 এই ছিল এতদিনে আমার লল্লাটে ।
 বারুয়ের অঙ্গুনা খেতে হল বটে ॥
 হেথা সেথা তোমাকে জঞ্জাল থাকে জুড়ে ।
 এমন জানিলে সঙ্গে আসে কোন ভেড়ে ॥
 কর্পূরের কথা শুনে হাসে লাউসেন ।
 তোমার বচন দাদা যেন পয়ফেন ॥
 যুবক পুরুষ হয়ে যুবতীকে ডর ।
 ভাল দেখে একটাকে ঝাপটিয়ে ধর ॥
 কানে হাত কর্পূরের মুদ্রিত নয়ন ।
 রাম রাম রাধাকৃষ্ণ গঙ্গা নারায়ণ ॥
 অয়নে অঙ্গনাগণ আনন্দে তরল ।
 কেহ কার গায়ে পড়ে হাসে খল খল ॥
 কত কাব্য কোতুক করিয়ে কুতূহলে ।
 উপনীত সেনের সাক্ষাতে তরুতলে ॥
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ভাবিয়ে অনাদি ।
 কর্পূর বসিল যোগে পেয়ে যোগবিধি ॥ ১১৫ ॥

চন্দন চাপার মালা চারি ঠাক্রি করে ।
 চারিদিকে দাঙাইল চারিদিকে ঘেরে ॥
 ঢেমন ঢোসরগুলা জানে ঢের ঢঙ্গ ।
 কুচের কাঁচলি খুলে করে কত রঙ্গ ॥
 হাসিয়ে রসের কথা রসবতী কয় ।
 কথা ঘর নাগরের নিব পরিচয় ॥
 সেন কয় তোমার কানে কাঁটাকড়ি সোনা ।
 সাকিম আমার ঘর দক্ষিণ ময়না ॥
 বাপের নাম কর্ণসেন মা রঞ্জাবতী ।
 ভাই সঙ্গে গোড়ে যাই ভেটিতে ভূপতি ॥
 নিজ নাম লাউসেন লোকে ধন্য ধন্য ।
 পাপ তাপ জানি নাই জানি মাত্র পুণ্য ॥
 ধর্মের তপস্বী আমি শ্রীধর্ম সহায় ।
 পাছু হও বসন পরশে পাছে গায় ॥
 নয়নী তখন কয় নাগর সুন্দর ।
 পতি নামে পতি হল্য প্রায় বরাবর ॥
 মজিল তোমার সনে আমাদের মন ।
 প্রেম আলিঙ্গন দেও জুড়াক জীবন ॥
 গলায় পর চাপার মালা চন্দন মাখ গায় ।
 মদন মরুক জলে মলয়ের বায় ॥
 রসময় রসিক রসের সিন্ধু হয় ।
 হেসে হেসে গোটা দুই রসের কথা কয় ॥
 আমার ভবনে চল ভাগ্য করে বাসি ।
 বুকের উপরে করে বন্ধি আজি নিশি ॥
 সেন কয় সুন্দরী সম্প্রতি বটে স্থখ ।
 পাপ করে পার নাক্রি পরিণামে দুখ ॥
 ধর্মধর্ম বিচার যমের ঠাক্রি আছে ।
 মুদগরের গ্রহারে মস্তক ছিঁচে পাছে ॥
 সধর্মে থাকিলে হয় সর্ব ঠাক্রি পার ।
 অধর্ম করিলে তার নাহিক নিস্তার ॥

বচনে বাকুই মাগে ব্যঙ্গ করে বলে ।
 আপুনি এমন কথা কোথা শুনেছিলে ॥
 সমতুলে সতীপনা জানি সভাকার ।
 পাঞ্চালপুত্রীর দেখ পাচটা ভাতার ॥
 কুন্তীর কপালদোষে কান্দ কর্মহীন ।
 উপপতি করেছিল গোটা দুই তিন ॥
 মন্দোদরী উর্বশী অহল্যা কৈল কি ।
 ভাগবত ভারতে এসব শুনেচি ॥
 তবু আমি তাদের মত ভাতার-নড় নই ।
 পতিসনে প্রীতি নাই সতী হয়ে কই ॥
 ঐমিনি যা করেছিল জানা আছে তা ।
 আর ভাতার করেছিল ব্যাসদেবের মা ॥
 সবাই ভাতার করে ভাব যদি পায় ।
 শাস্ত্রে শুনি সতীর সতীত্ব নাগ্রি যায় ॥
 পরের রমণী মোরা পিরীতকে মরি ।
 রসিক পুরুষ পেলে হার করে পরি ॥
 রসিক রসের নিকু রূপে রসে আলো ।
 ভাগ্যফলে বিধাতা ভালকে দেয় ভাল ॥
 যেমন পুরুষ তুমি তেমনি আমি মেয়ে ।
 আর কি ছাড়িয়ে দিব রাখিব ধরিয়ে ॥
 ক্রোধ করে কর্পূর কহিচে কটুভাব ।
 ছেলেপুলের মা মাগীর এত অভিলাষ ॥
 তোরা পারা আসমুসি কে আছে সংসারে ।
 সরোবর ত্যাগ করে পচা গেড়ের সরে ॥
 নয়নী লজ্জিত হইল নির্ঘাত উত্তরে ।
 তথাপি সেনের সনে পরিহাস করে ॥
 নাগর সুন্দর শুন নাগর সুন্দর ।
 বিলাপ করিবে বসে খাটের উপর ॥
 আমি তোমার কোলে বসে আনন্দ করিব ।
 খাসা গুয়া পাকা পান মুখে তুলে দিব ॥

সেন কয় আমি হইব ধর্মের তপস্বী ।
 আমার সহিত বৃথা কর হাসিখুসি ॥
 ধর্ম বিনে জানি নাই ধর্ম করি ধ্যান ।
 তুমি মোর রঞ্জাবতী মায়ের সমান ॥
 এত শুনি নয়নীর আঁখি ছলছল ।
 বচন বলিতে নারে হইল বিকল ॥
 সহচরী সঙ্গে যুক্তি সঙ্গোপনে করে ।
 সাক্ষাতে কাছাড়ে মারি কোলের কুমারে ॥
 এখুনি এসব দোষ নাগরে ঘটিয়ে ।
 ভাস্বরে স্বশ্বরে বলে রাখিব ধরিয়ে ॥
 ছ্চারিণী ছষ্ট মাগী দয়াহীন মন ।
 পায়ে ধরে বালকের আছাড়ে তখন ॥
 ছলা করে কেঁদে চলে করে মহা সোর ।
 বাঁচি নাঞি বাপ রে বিপত্ত্য হৈল ঘোর ॥
 যতেক বাকুই ছিল জামতি নগরে ।
 রোদন শুনিয়ে তারা ধাইল সত্বরে ॥
 বাড়িল বিক্রোধ বড় বনিতা বচনে ।
 ধর ধর করিয়ে ধরিল লাউসেনে ॥
 কেউ মারে লাথালোথা কেউ চড় আর চাপড় ।
 অকালে অনর্থ যেন বয়ে যায় ঝড় ॥
 কোপ করে কত জন কিলায় পাছাড়ে ।
 মাথার পাটুকাথান অগ্নি গেল উড়ে ॥
 তরাসে কর্পূর তখন উঠে স্বরাস্বর ।
 লুকাইল নলবনে লয়ে ফলা ঝারি ॥
 জামতি নগরে রাজা জয়সিংহ আছে ।
 বরাসনে বার দিয়া বারামে বসেছে ॥
 সন্নিধানে সুকাব্য পিঙ্গল পড়ে ভাট ।
 ভট্টাচার্য ঠাকুর ভাগবত করে পাঠ ॥
 পঞ্চ পাত্র বসেচে রাজার বরাবর ।
 অনেক মুহুরী বসে এলায়ে দপ্তর ॥

হ্যাঁদে হে অনাথবন্ধু কৃপাময় কৃপাসিন্ধু
করণকারণ পরাংপর ।
স্বদেশ মদন ছেড়ে এ ঘোর সঙ্কটে পড়ে
ডাকে তোমায় কাতর কিঙ্কর ॥
দারুণ পাথর বুকে বাক্য নাহি সরে মুখে
প্রাণ যায় রাখ এই বার ।
কুস্তীর ধরিল পায় তারণ করিলে তায়
তোমা বিনে কে আছে আমার ॥
জননী ছাড়িয়া বাসে করিয়া কঠোর ক্রেশে
পরান তেজিল শালে ভরে ।
সকল বেভোগ তেজে তোমার চরণ পূজে
পেয়েছিলেন আমা দুহাকাব্যে ॥

বিদায় হইয়া আইলাম বিদেশে ছু ভেয়ে মরিলাম
 বড় খেদ রহিল সে মনে ।
 না করিলাম তাঁর সেবা মিথ্যা হইল রাত্র দিবা
 কি গুণে তরিব পরিণামে ॥
 তুমি জল তুমি স্থল তুমি স্বর্গ চলাচল
 তুমি অধঃ অনন্ত আকাশ ।
 তুমি সূর্য শশধর পরমেষ্ঠী পীতাম্বর
 তুমি প্রভু দেব কৃতিবাস ॥
 ছর্বাসা মূনির শাপ দ্রোপদীর মনস্তাপ
 আপুনি করিলে নিবারণ ।
 পাণ্ডবের সখা হৈলে হস্তিনা রাজত্ব দিলে
 দুর্ঘোধনে করিলে নিধন ॥
 হিরণ্যকশিপু ছুটে তাহাকে করিয়ে নষ্ট
 প্রহ্লাদে করিলে পরিত্রাণ ।
 না জানি ভঞ্জন ভক্তি নিজগুণে কর মুক্তি
 নিগুণতারণ তুয়া নাম ॥
 ওখানে সূর্যমা করে নির্জর সকল ঘেরে
 বসেচেন বৈকুণ্ঠের নাথ ।
 পড়িয়া যুগল পায় স্তুতি করে সুররায়
 আসন টলিল অকস্মাৎ ॥
 ধিয়ানে জানিলা পরে সঙ্কটে সেবক স্মরে
 শোকে ব্যস্ত হইলা নিরঞ্জন ।
 বেলডিহা গ্রামে ধাম দ্বিজ শ্রীমানিকরাম
 বিরচিল সঙ্গীত নোতন ॥১১৭॥

অন্তর্ধামিনী ধর্ম জানিলা ধোয়ানে ।
 বারুই বনিতা বন্দী কৈল লাউসেনে ॥
 হার্দ্য করে হহুমানে কহেন ডাকিয়ে ।
 আজি বড় বিপত্ত্যে পড়িল আমা দিয়ে ॥

পৃথিবীমণ্ডলে পূজ প্রকাশ কারণ ।
 তুমি দিলে যুক্তি করে তুষ্ট হল মন ॥
 সে পূজা আমার যায় দরিয়ায় ভাসিয়ে ।
 লাউসেনে বন্দী করে বাকুয়ের মেয়ে ॥
 রাম অবতারে তুমি রাখিলে খেয়াতি ।
 সত্যরূপ সব জানি তোমার শক্তি ॥
 তোমা হৈতে অগাধ সমুদ্র বাধা গেল ।
 তোমা হৈতে ছুরাচার দশানন মল ॥
 সেতুবন্ধ রামেশ্বর হল্য তোমা হইতে ।
 যাও বাছা যাত্রা কর জামতি যাইতে ॥
 ধর্মের আদেশ পেয়ে ধায় হনুমান ।
 সদাই বদনে বলে জয় সীতারাম ॥
 লোকজন নিদ্রা গেছে নিশা ভোগ রাতি ।
 জামতি নগরে বীর হৈল উপনীতি ॥
 পোতা ঘরে পড়ে সেন প্রলয় বন্ধনে ।
 দারুণ পাথর বুকে নাহিক চেতনে ॥
 তা দেখিয়া হনুমান্ রহিলেন চেয়ে ।
 বুকের পাথরখান দিলেন ফেলায়ে ॥
 ভাঙ্গিয়া পায়ের বেড়ি এলায়ে বন্ধন ।
 চেতন করায় সেনে কহেন তখন ॥
 ভব্য হল ভয় তেজ ভেব কিছু নাই ।
 পাঠায়ে দিলেন মোরে অনাথ গোসাঞি ॥
 ছচারিণী ছুটা বড় বাকুই অঙ্গনা ।
 অনেক দিয়াছে কষ্ট অপরাধ বিনা ॥
 ছুখে সুখে দণ্ড ছুই কর বিলম্বন ।
 যাই আমি জয়সিংহে কহিতে স্বপন ॥
 সেন কয় তবে আমি পলাইয়া যাই ।
 কোথা গেল কর্পূর প্রাণের ছোট ভাই ॥
 না দেখিলে শরীর বিয়োগ হব তবে ।
 কপিবর কহেন কর্পূরে কালি পাবে ॥

জয়সিংহ যথা শুয়ে জায়ার সহিত ।
 হুহুমান্ তথায় অরিত উপনীত ॥
 স্বকোপে শিয়রে বসে স্বপ্ন কন তাকে ।
 মারি যদি তবে তোর কোন বাপে রাখে ॥
 ভালমন্দ ভণ্ড বেটা না কর বিচার ।
 ধর্মের সেবক সেনে দিলি কারাগার ॥
 এখুনি আগুন জ্বলে দিব তোর ঘরে ।
 দণ্ড করে যাব আজি জামতি নগরে ॥
 চুরি করে চোর নয় সাধু হল চোর ।
 রাজা হয়্যা রাজধর্ম রাজ্যে নাই তোর ॥
 লঙ্কা দণ্ড করেচি করিয়া কত ফন্দি ।
 ভাল চাসি লাউসেনের মুক্ত কর বন্দী ॥
 পরিহার মেগে নিবি পাত্র হাতে ধরে ।
 প্রত্যাঘে বিদায় দিবি পুরস্কার করে ॥
 স্বপ্ন কয়ে ভূপতিকে সেনে দিয়া তত্ত্ব ।
 হুহুমান্ তিরোধান হরষিত চিত্ত ॥
 এথা পুন নৃপতি স্বপ্ন দেখে শেষে ।
 রক্ত বৃষ্টি উদ্ধাপাত আগুন লাগে দেশে ॥
 ধনকড়ি মানমাত্তা ডুবে গেল জলে ।
 নিদ্রাভঙ্গে চমকিত চৌদিক নেহালে ॥
 সকাল সময়ে উঠে সভা করে বসে ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্মপদ আশে ॥১১৮॥

পঞ্চপাত্র বসিল রাজার বরাবর ।
 চারিদিগে চারি ঠাট চাকর নফর ॥
 ভট্টাচার্য পাট করে ভারত পুরাণ ।
 চক্রবর্তী ঠাকুর সম্মুখে অধিষ্ঠান ॥
 নয়নীর শশুর সে গ্রামের মণ্ডল ।
 দিগার কোটাল প্রজা সর্দার সকল ॥

স্বপ্নকথা জয়সিংহ কয় সভা আগে ।
 আশ্চর্য দেখেচি আমি আজি রাত্রি যোগে ॥
 অগ্নিবৃষ্টি উদ্ধাপাত চতুর্দিকময় ।
 বুড়া এক ব্রাহ্মণ বিক্রোধ করে কয় ॥
 ঘর দ্বার ভাঙ্গিয়ে করিব চুরমার ।
 ধর্মের সেবকে বেটা দিলি কারাগার ॥
 আজি তোরে উদ্ভসিতে আগুন জ্বলে দিব ।
 জামতি নগর আজি দগ্ধ করে যাব ॥
 হৃদীর্ঘ শরীর তাঁর জটা কটা মাথে ।
 পুণ্যফলে পরান বাঁচিল তাঁর হাতে ॥
 স্বপ্নকথা কয়ে রাজা সভার সহিত ।
 অবিলম্বে কারাগারে হইল উপনীত ॥
 সবিনয়ে সবাই সেনের পায় ধরে ।
 অবনি লোটায়ে কত কাকুবাদ করে ॥
 জোড় হাতে জয়সিংহ যথাবিধি কয় ।
 অপরাধ ক্ষেমা কর তুমি মহাশয় ॥
 চর্মচক্ষে ধর্ম বস্তু চিনিতে কি পারি ।
 নররূপে নারায়ণ তুমি নরহরি ॥
 লাউনেনে পুরস্কার কৈল মহীপাল ।
 জামা জোড়া দিলেক বিচিত্র পরিমাল ॥
 প্রণতি করিয়া পরে পদধূলি নিল ।
 স্থখে থাক বলে সেন আশীর্বাদ দিল ॥
 ধর্মপুত্র পরমাউ শ্রীধর্ম দিবেন ।
 বলে এত বৈনসে বিদায় লাউসেন ॥
 নয়নীর খসুর নারায়ণ এল কেঁদে ।
 ছাড়ে নাই ধরিল সেনের পায় ছেঁদে ॥
 সজল নয়ন বুড়া সবিনয়ে ভাষে ।
 নাতিটি নিধন হল নিজকর্ম দোষে ॥
 দেবতা সমান তুমি দয়াবান্ চিন্ত ।
 মরাকে বাঁচালে হয় বিস্তর মহন্ত ॥

সেন কয় বিলোচনে বাড়িল সংকোপ ।
 বুড়ানে পাগল বেটা বুদ্ধি হয় লোপ ॥
 বউ তোর বিনা দোষে বহু দুখ দিল ।
 ছোট ভাই প্রাণের কর্পূর কোথা গেল ॥
 ক্রন্দনের কলরোল উঠিল আকাশে ।
 শুনিয়ে বুড়ার শোক লাউসেন হাসে ॥
 রাড় হয়ে নয়নীর আনন্দ বাড়িল ।
 ধায়াধাই স্বপ্নে সংবাদ দিতে আইল ॥
 কি করছে ঠাকুর দাণ্ডায়ে তরুতলে ।
 নয় বেটা তোমার মরিল এক কালে ॥
 হেট মুখে বুড়া শোকে করে হায় হায় ।
 আকাশ ভাঙ্গিয়ে পড়ে বুড়ার মাথায় ॥
 মূর্ছা হয়ে ঐমনি পড়িল মহীতলে ।
 নয়নী তখন কিছু লাউসেনে বলে ॥
 ভাল হল বেটা মল ভাতার মল শেষে ।
 হইব তোমার দাসী না রহিব দেশে ॥
 চরণ করিব সেবা চাঁদমুখ চেয়ে ।
 রস রসে রাত্রিদিন রাখিব ডুবায়ে ॥
 সেন কয় ধর্ম বিনে কিছু নাঞি জানি ।
 মায়ের সমান দেখি পরের রমণী ॥
 শুনে এত নয়নীর বিষণ্ণ বদন ।
 হাতে ধরে স্বপ্নের তুলিল তখন ॥
 ছলা করে কান্দে ছুড়ি চক্ষে নাঞি লো ।
 কি হইল ঠাকুর মরিল মোর পো ॥
 দেবর ভাস্কর মল আর মল পতি ।
 কোথা যাব কি করিব কি হবেক গতি ॥
 বুড়া বলে বেটা তোর বাপঘর আছে ।
 কেহ নাঞি আমার দাণ্ডাব কার কাছে ॥
 তোর পাকে আমার মরিল বেটা নাতি ।
 একজন না রহিল কুলে দিতে বাতি ॥

মোর বাক্য শুন হেদে মলে মুড়ি কি ।
 পায় ধর প্রভুর প্রনসে আর কি ॥
 দয়াময় এখুনি হবেন দয়াবান্ ।
 দোষগুণ থেমিয়ে দিবেন প্রাণদান ॥
 এক পায় বউ ধরে আর পায় বুড়া ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ভাবিয়ে বাকুড়া ॥১১৯॥

নাতি করে নারান বাকুই লাউসেনে ।
 অপরাধ ক্ষেমা কর আপনার গুণে ॥
 বৃদ্ধকালে বেটা মল বিকল পরান ।
 দয়া করে দয়াময় দেহ প্রাণদান ॥
 লাউসেন কয় বেটা মাননা করিবি ।
 বেটা তোঁর বাঁচিলে ধর্মের পূজা দিবি ॥
 নারান বাকুই কয় দিব ধর্মপূজা ।
 ধিয়ানে জানিল তবে লাউসেন রাজা ॥
 নয় বেটা নারায়ণের প্রাণ পেয়ে উঠে ।
 বাউ বেগে বাপকে সংবাদ দিতে ছুটে ॥
 বুড়া শুনে বিবরণ বেটার বদনে ।
 সগোষ্ঠী সহিত পড়ে সেনের চরণে ॥
 তব বাক্য আমার অন্তরে আছে জেগে ।
 না গেল মনের দুঃখ নাতিটির লেগে ॥
 সেন কয় ওকথা এখন কসি কাকে ।
 বৌ তোঁর মেয়েচে বাঁচাতে বল তাকে ॥
 কাতর বচনে বুড়া করে কাকুবাদ ।
 মেয়ে ছার মার্জনা করিবে অপরাধ ॥
 দয়া করে দাসে যদি দিলে পদছায়া ।
 নাতিটির লেগে মোর বিদরয়ে হিয়া ॥
 সেন কয় তবে তোঁর নাতিকে বাঁচাই ।
 নাক কান নোটন বোয়ের তোঁর চাই ॥

বুড়া বলে বিলক্ষণ বাচায় আপুনি ।
 শুনে ভয়ে চমকিত হইল নয়নী ॥
 মনে ভাবে মায়া ধরে ময়নার পতি ।
 উঠিল পরান পেয়ে নারানের নাতি ॥
 জিজ্ঞাসা করিল সেন হাতে ধরে তার ।
 মেরেছিল কে তোকে কহিবি সত্যসার ॥
 জ্ঞানবান্ বালক কহিল সত্য করে ।
 মেরেছিল মা মোর আছাড়ে পায়ে ধরে ॥
 তবে তুর্ণ লাউসেন আনন্দে তখন ।
 নয়নীর নাক কান কাটিল নোটন ॥
 বাউটা হরিল যেন চারি পানে চায় ।
 প্রাণের কর্পূর বলে ডেকে ডেকে যায় ॥
 নলবনে কর্পূর লুকায়ে ছিল বসে ।
 বারি হয়ে বস্ন নিয়ে দাণ্ডাইল এসে ॥
 লঘু গতি লাউসেন নিকট হইল ।
 করপুটে কর্পূর এসে প্রণাম করিল ॥
 অধোমুখ লাউসেন অভিমানে কয় ।
 বিপদ সময় হলে কেহ কার নয় ॥
 সম্পদ সময় হলে মিত্র শত্রু জন ।
 বুঝা গেল কর্পূরের কঠিন সে মন ॥
 বড় ভাই বিধিবশে বিপাকে পড়িল ।
 ছোট ভাই গুণের তাহাকে ছেড়ে গেল ॥
 একথা কহিব কাকে শুনে হয় লাজ ।
 কর্পূর কহিচে দাদা বুঝ নাহি কাজ ॥
 বন্দী যদি দু ভয়ে হতাম এক ঠাই ।
 অনুদ্দেশে উদ্ধার করিতে কেহ নাই ॥
 তুমি বন্দী হতে হল আমার আভিল ।
 দুপর রাত্রে কালে গোড় দাখিল ॥
 বনবনা বৃষ্টি ঝড় পথ নাহি পাই ।
 কাঁটা থোটা কত বাজে কৈদে কৈদে যাই ॥

দৈবে হল দিগমোহ দারুণ অন্ধকার ।
 পুণ্যফলে পদ্মাবতী হইলাম পার ॥
 জিজ্ঞাসা করিলাম গিয়ে রমতি নগরে ।
 রাজার দরবার গেছে মামা নাই ঘরে ॥
 ঐমনি উত্তর মুখে অশ্বের দৌড় ।
 পার হয়ে চন্দ্রভাগা পাইলাম গৌড় ॥
 পদাঘাতে দ্বারের কপাট ভেঙ্গে ফেলে ।
 মেসোকে খবর দিলাম শুয়ে ছিল তুলে ॥
 দুর্গতি তোমার শুনে দুঃখ হল চিত্তে ।
 মহাকোপে মামাকে ডাকাল তত রাত্রে ॥
 দামোদর বিদায় হইল দুইজন ।
 রসাতল নিতে আজি জামতি ভুবন ॥
 বারণ করিলাম আমি কি কাজ বিরোধে ।
 লিখন দিলেন লেখে নয় হয়ে ক্রোধে ॥
 ছুটাছুটি রাত্রি শেষ জামতিকে যাত্রা ।
 লিখন দিলাম করে গোটা চারি কথা ॥
 শুনে ভয়ে রাজা বেটা হল কম্পবান ।
 অতএব সকালে তুমি পাইলে ছাড়ান ॥
 মর্দানা আমার ছিল ছুটে গেলাম রাত্রে ।
 পোতাঘরে পড়ে নয় পরান হারাতে ॥
 শুনে হাসে লাউসেন হেট করে মুখ ।
 আমার নিমিত্তে দাদা পেল বড় দুখ ॥
 আহা মরি একবার আশ্রু করি কোলে ।
 পরান আমার যেত তুমি না থাকিলে ॥
 তবে বৃদ্ধি আমার গুণের তুমি ভাই ।
 চল আজি গৌড় দাখিল হতে চাই ॥
 পার হয়। জামতি পরমানন্দে যায় ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা বাকুড়ারায় ॥১২০॥

পথে কর্যা স্নান পূজা রন্ধন ভোজন ।
 গহন গহন মার্গে গোড়ে গমন ॥
 পাছু পাছু কর্পূর চলিল ঝাই দিয়া ।
 রূপ দেখ্যা পথের পথুক থাকে চেয়া ॥
 কেহ বলে আহা মরি আঁখি জুড়াইল ।
 এ হেন কনকচাঁদ কোথা হতে এল ॥
 আগে যেন রোহিণীতনয় বলরাম ।
 পশ্চাত যৈছনে কৃষ্ণ যশোদার প্রাণ ॥
 কেহ বলে সে নয় ভরত শত্রুঘ্ন ।
 কেহ বলে কিবা যেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥
 পার হয়ে নানা গ্রাম নীলা সরাই পায় ।
 সন্নিকটে স্থরিন্কার পাট দেখা যায় ॥
 পীত নীল পতাকা উড়িছে নিরুপম ।
 সহরের শোভা যেন স্থরপুরসম ॥
 বারেন্দ্র মথুরা কিবা বিরাট ভুবন ।
 দেখে সেন কয় কিছু কর্পূরে তখন ॥
 সর্বকালে তোমায় ভরসা আমি করি ।
 অর্জুনের রথের সারথি যেন হরি ॥
 দিবারাত্রি দেখি যেন দেবতাসমান ।
 সদাই বদনে শুনি ভারত পুরাণ ॥
 সকল কহিতে পার নাঞি অগোচর ।
 সন্নিকট দেখা যায় এ কোন সহর ॥
 কর্পূর কহিছে দাদা জিজ্ঞাসিলে ভাল ।
 যাব নাঞি এ পথে পশ্চিম পথে চল ॥
 স্থরিন্কা নটিনী নামে তার এই পাট ।
 শুনেচি ইহার নাম গঙ্গ গোলাহাট ॥
 মেয়েরাজা মর্দের মর্দাদা নাঞি রাখে ।
 চিত করে চরণ দুখানি দেয় বুকে ॥
 উলঙ্গ হইয়ে নাচে নাই লাজ ভয় ।
 ব্রহ্মচারী ঠাকুর বচনে বশ হয় ॥

ঔষধ অশেষ বিজ্ঞা বিলক্ষণ জানে ।
 রূপের তুলনা নাই এ তিন ভুবনে ॥
 বিদগ্ধ বিদেশী পুরুষ যদি পায় ।
 কুচের কাঁচলি খুলে মোহনি লাগায় ॥
 গাড়র করিয়া রাখে ঔষধের গুণে ।
 সুন্দর পণ্ডিতা বিটি সর্বশাস্ত্র জানে ॥
 ছকুড়ি নাগর তার অনধিক ছটা ।
 উদ্দেশ করিয়া বলে আটে নাঞি ছটা ॥
 নাগরের নাম ছিল নিত্যানন্দ নিমা ।
 ভোলানাথ ভদ্রেশ্বর ভৃগুরাম ভীমা ॥
 কুড়ারাম কমল কিশোর কালিদাস ।
 কামদেব কানাঞি কুবের কৃষ্ণিবাস ॥
 নারায়ণ নরোত্তম নিধিরাম মিছা ।
 খেলারাম খগেশ্বর খুদিরাম খুজা ॥
 গোবর্ধন গোপাল গোবিন্দ গিরিধর ।
 সনাতন শিবরাম সার্থক শঙ্কর ॥
 কৃষ্ণদাস কালাচাঁদ কুপারাম কাহ্ন ।
 তুলারাম তিলোত্তম ত্রিলোচন তহ্ন ॥
 মনোহর মাধব মকুন্দরাম মাছ ।
 জয়রাম জনার্দন জগন্নাথ যছ ॥
 কুশল কমলাকান্ত কাশীরাম কাশ্চা ।
 ঘনরাম ঘনশ্যাম ঘাসিরাম ঘাশ্চা ॥
 মদন মানিকচাঁদ মোহন মুরারি ।
 হাতিরাম হরেকৃষ্ণ হীরোধর হরি ॥
 বাহুদেব বৈষ্ণনাথ বৃন্দাবন বজ্জা ।
 সদানন্দ যদীদাস সাতকড়ি সিছা ॥
 চন্দ্রচূড় চতুর্ভুজ চিন্তামণি চূড়া ।
 কেশব কনকচাঁদ কুলানন্দ কুড়া ॥
 পরশুরাম পীতাম্বর পতিতপাবন ।
 যদুনাথ যজ্ঞেশ্বর জয়মনি জীবন ॥

রামরাম রাজীব রসিক রসময় ।
 বিরূপাক্ষ বিশ্বনাথ বিরিকি বিজয় ॥
 দাশরথি দামুদর দুখিরাম দিগ্ভা ।
 কমললোচন কৃষ্ণ কাঙ্ক্ষরাম কিন্ভা ॥
 শ্রীনিবাস চণ্ডীদাস শ্রীদাস চরণ ।
 নরহরি লক্ষ্মীকান্ত নিমাই লোচন ॥
 অনন্ত অচ্যুতানন্দ উদ্ধব ঈশ্বর ।
 ধনঞ্জয় ধর্মদাস ধরণী শ্রীধর ॥
 পরান পরমেশ্বর পঞ্চানন পেচা ।
 নীলু তিলু নীলাধর লছমন লোচ্ছা ॥
 একুনে ছকুড়ি নাম অনধিক ছটী ।
 লেখা কর্যা দেখ দাদা আটে নাই দুটী ।
 তোমাকে আমাকে পেলে হয় তার ভাল ।
 যাব নাই এপথে ইতর পথে চল ॥
 সেন কয় কি জাতি কে করে কোন কর্ম ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা যার ধর্ম ॥১২১॥

কর্পূর কহিছে দাদা কর অবধান ।
 নটিনী নিকটে নাই জেতের বাথান ॥
 বার জন ব্রাহ্মণ বিদ্বান্ বিচক্ষণ ।
 পাক কর্যা পিতাবধি যোগায় ওদন ॥
 উঠে বসে বচন বলিতে নারে কিছু ।
 পাগলের মত হয়ে বলে পাছু পাছু ॥
 সন্ধ্যা গায়ত্রী সব গেছে সুরিষ্কার ঠাই ।
 ইষ্টপূজা কৃষ্ণভক্তি কিছুমাত্র নাই ॥
 একজন ক্ষেত্রী আছে আসন জোগায় ।
 চারিজন বৈষ্ণৱ তারা চামর ঢুলায় ॥
 সং শূদ্র দুজন দর্পক বান আছে ।
 দাঁতে কুটা দণ্ডবৎ দাণ্ডাইয়া কাছে ॥

সাতজন কায়স্থ কাগজ লেখে সত্ত্ব ।
 চিকিৎসা চেষ্টায় আছে চারি জন বৈদ্য ॥
 দুই জন দৈবজ্ঞ দিবসে পাতে খড়ি ।
 রাত্রি হলে রাতুল চরণে গড়াগড়ি ॥
 নয়জন নাপিত নিযুক্ত নিজকাজে ।
 মাথায় চন্দন চূয়া মত্ত মনসিজে ॥
 আট জন অম্বরক্ত আছে মালাকার ।
 মিনি স্তুতে মালতীর গেঁথে দেয় হার ॥
 পাঁচজন পোদ্দার পরক করে কড়ি ।
 নজন কুমার আছে নিত্য দেয় হাঁড়ি ॥
 প্রেমে বন্ধ হয়েছে মোদক পাঁচ ভাই ।
 মনোমত কর্যা দেয় মুড়কি মিঠাই ॥
 অহুগত একজন আছে কর্মকার ।
 নটিনী মাগীর তরে গঠে অলঙ্কার ॥
 তিনজন তাঁতি আছে জোগায় বসন ।
 কাটকুটা কর্যা দেয় ছুতার ছয় জন ॥
 বার জন বারুই জোগায় তারা পান ।
 মন্দ বলে মুদ্রা করে তাকে নাই মান ॥
 আট জন ধোবা আছে ধোত করে বাস ।
 পদধূলি পাব বল্যা মনে অভিলাষ ॥
 বার জন গুয়ালা বিক্রীত পদতলে ।
 দধি দুগ্ধ ঘৃত দেয় ভোজনের কালে ॥
 চারি জন চাষা আছে তিন জন তেলি ।
 কেহ ঘর ছায় কেহ পাকায় বিচালি ॥
 তিন জন কলু আছে তৈল দেয় নিত্য ।
 হেরিয়ে নটিনী রূপ হরষিত চিত্ত ॥
 একজন বেতা আছে অতি বিচক্ষণ ।
 যাজ্ঞবল্ক্য জায়ফল জোগায় তখন ॥
 যুগল তামুলি আছে তামুক জোগায়া ।
 চিত্তের সন্তোষ পায় চাঁদমুখ চেয়া ॥

দাস আছে দুজন দিবসে লয়ে জাল ।
 মংস্র ধর্যা জোগায় মৃগাল শোল শাল ॥
 একুনে ছকুড়ি জাতি ছটা আর বাড়। ।
 লেখা করে দেখে দাদা তুমি আমি ছাড়া ॥
 নটা বেটা সাফাং মোহিনী অবতার ।
 জেতের বিচার নাই সবে একাকার ॥
 কারখানা কেবল যেমন কামরূপ ।
 দেখা পেলে এখনি দিবেক বেটা দুখ ॥
 সদা তাকে সদয় আপুনি ভগবতী ।
 বচন বলিতে মুখে বৈসে সরস্বতী ॥
 পারে নাই পরাভব হয় তার কাছে ।
 এইরূপে ছকুড়ি ছজন বন্দী আছে ॥
 যাব নাই জানি কি যতপি যাই হের্যা ।
 তাদের গোতর করে পাছে রাখে ধর্যা ॥
 সেন কয় কর্পূর কহিলে সব সত্য ।
 মেসো মাসির কাছে তোমার বাড়াব মহত্ব ॥
 এই পথে যাব দাদা ভয় কিছু নাই ।
 আছেন তারণকর্তা অনাথ গোসাঞি ॥
 কর্পূর কহিছে তবে বচন বিকল ।
 জাতি কুল শীল আজি যাবেক সকল ॥
 তোমার হয়েচে বাঙ্গা বুঝা গেল ভাবে ।
 মটিনীর হাতে অন্ন কুচি করে খাবে ॥
 যাব নাঞি আমি তবে ফির্যা যাই ঘর ।
 লাগান করিব বাপমায়ের গোচর ॥
 সারা পথ কলা ঝারি বয়ে যেতে হয় ।
 সময়ে না খেতে পাই শরীর সংশয় ॥
 পুণ্যপথ রুদ্ধ কর্যা পাপপথে মন ।
 না করিব দাদা তোর মুখাবলোকন ॥
 কথা শুনে সেন কয় বলে তাই বটে ।
 সোদর করিলে পাপ সোদরে না ঘটে ॥

শাস্ত্রসিদ্ধ কথা ভাই কহি স্মরণাপ ।
নটিনী দরশনে পুণ্য গমনে সে পাপ ॥
কহিতে বলিতে কথা গোলাহাট পায় ।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা বাকুড়ারায় ॥১২২॥

বিষম ধর্মের মায়া বোঝা নাঞি যায় ।
বাজারে বসিল সেন বকুলতলায় ॥
শতকুস্ত ঝারিতে শীতল জল ছিল ।
উচিত সময় বুঝে কর্পূর জোগাল ॥
মুখে নিল লাউসেন শ্রাস্তি গেল দূর ।
বামে রেখ্যা ফলাখান বসিল কর্পূর ॥
নগরের নারীগণ লইয়া গাগরি ।
জল লয়ে সেই পথে যায় সারি সারি ॥
দেখিয়ে যুগল রূপ জুড়াইল হিয়া ।
চিত্তের সন্তোষ পাইল চাঁদমুখ চেয়া ॥
কেহ বলে দেখি যেন কিবা রাম কাহ্ন ।
কেহ বলে সে হইলে থাকিত শিঙ্গা বেণু ॥
কেহ বলে কিবা যেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ ।
সে হইলে থাকিত জটা বাকল বসন ॥
কেহ বলে লবকুশ জানকীর বেটা ।
সে হইলে কপালে থাকিত যজ্ঞফোটা ॥
কেহ বলে ইহাদের হেদে বাপ মা ।
কঠিন তাদের মন জানা গেল তা ॥
মরি মরি আহা মরি এ হেন কুমারে ।
পাঠাইয়া বিদেশে কেমনে প্রাণ ধরে ॥
যেই অঙ্গে পড়ে দৃষ্টি সেই অঙ্গে রয় ।
এত বল্যা নারীগণ গেল নিজালয় ॥
হেনকালে তথাকারে আইল ভাজন বুড়ি ।
পৃষ্ঠেতে প্রলয় কুজ মাথা যেন বুড়ি ॥

গলায় গলগণ্ড গোটা গায় উড়ে ধুলা ।
 পচা গন্ধে মুখের মেতেচে মাছিগুলি ॥
 বিরানই হইতে বাড়ি হবেক বয়স ।
 তবু তার নাগর নিযুক্ত গোটাদশ ॥
 ভুল্যা গেল দেখিয়ে কর্পূর লাউসেনে ।
 হেটমুখে যুক্তি তখন ভাবে মনে মনে ॥
 বাসে যেয়া বিনোদিনী বেশ করে আস্তা ।
 গোটা চারি রসের কথা কহিব হেস্তা হেস্তা ॥
 দস্ত নাই ছুঃখ উঠে দেখি বড় দেবী ।
 মালিনী সয়ের ঘর যাব লয়ে কড়ি ॥
 সোনার সুন্দর দস্ত মাফাং করিব ।
 তবে সে নাপান কর্যা নাগর ভুলাব ॥
 এত বল্যা বুড়ি আইল আপনার ঘর ।
 বেচিলেক সম্ভাবনা যে ছিল বিস্তর ॥
 পণ পাঁচ কড়ি লয়া মনে পেয়ে প্রীত ।
 মালিনী সয়ের বাড়ি হৈল উপনীত ॥
 বিরলে বসিয়ে কথা সয়ের সহিতে ।
 বৃদ্ধকালে বাঞ্ছা হৈল নাগর ভুলাতে ॥
 দস্ত নাই ছুঃখ হয় দেখি বড় দেবী ।
 এনেচি তোমার তরে পণ পাঁচ কড়ি ॥
 শ্রীকৃষ্ণ চরণে চিত্ত রাখ একবার ।
 সোনার গড়িয়ে দিবে অষ্ট অলঙ্কার ॥
 রত্নের বেলা রাগে কড়ি ঐ ত রসের গুড়া ।
 সয়ের কল্যাণ হউক কে বলিবে বুড়া ॥
 মালিনী বিরলে বসে বলে রাম রাম ।
 সোনার ছপাটা দস্ত গঠে অল্পপাম ॥
 সিজ আঠা দিয়ে সহি শক্ত করে মেড়্যা ।
 যুক্ত হইলে এ জন্মে যাবেক নাই ছেড়া ॥
 গঠে অষ্ট অলঙ্কার নাহি যার মূল ।
 রাংতা বসায়্যা করে স্বর্ণ সমতুল ॥

আলয়ে আইল বুড়ি অলঙ্কার লয়ে ।
 বানায় বিনোদ বেশ বিরলে বসিয়ে ॥
 তৈল নাই ঘরে তবে এন্টা এঠেল মাটি ।
 পাকা কেশে পেটে পেড়্যা করে পরিপাটি ।
 লোটন বাধিল তার নয় গোটা চূলে ।
 চারিদিকে শালুক ফুলের ঝাপা ঝুলে ॥
 সদনে সিন্দূর নাই মনে ভাবে বুড়ী ।
 কপালে দিলেক তুলে পাটিকেল গুড়ি ॥
 অঙ্গময় সাজিল সোলার অলঙ্কার ।
 পিচাশি যেমন ঘর হতে হল বার ॥
 হাসে নাচে গীত গায় পথে চলে যেতে ।
 উপনীত হৈল গিয়ে সেনের সাক্ষাতে ॥ অত্র ভনিতা ॥১২৩॥

কর্পূর লুকাই তবে লাউসেনের পাছু ।
 কানে কানে হিতকথা কয়্যা দেয় কিছু ॥
 এসেচে রাক্ষসী মাগী পাছে ধর্যা খায় ।
 সাবধান হবে দাদা ময়নার রায় ॥
 হেসে হেসে বুড়ি বলে হেদে হে কোঙর ।
 কি নাম তোমার কবে কোন দেশে ঘর ॥
 মা বাপের কিবা নাম কোথাকে গমন ।
 সত্য বল স্নানাগর সংযোগ বচন ॥
 কল্পনাকথন নাঞি কয় গুণধাম ।
 ময়না নগরে ঘর লাউসেন নাম ॥
 বাপের নাম কর্ণসেন মা রঞ্জাবতী ।
 বুড়ি বলে তবে তুঞি আমার হলি নাতি ॥
 তোর মা আমার হয় বোনের বোনঝি ।
 বাছার গুণের কথা বলিব সে কি ॥
 মাসি বল্যা আমার খেয়্যাচে কত এঠ্যা ।
 আই ঘরে আজি থেক্যা কালি যাবে উঠ্যা ॥

পুণ্যফলে দেখা যদি নাতিদিগের সনে ।
 কহিব রসের কথা মাধ আছে মনে ॥
 কথা শুনে ক্রোধ করে উঠিল কর্পূর ।
 বুড়ি মাগীর ঘরুড়ে ধর্যা বলে দূর দূর ॥
 ছুহাতে ছুগালে ছুটা বসাল চাপড় ।
 আই মা বলিয়া বুড়ি উঠে দিল রড় ॥
 বাণেশ্বর সুরিক্ষা বস্ত্রাচে বার দিয়ে ।
 চৌদিগে নাগরগণ চাঁদমুখ চেয়ে ॥
 চামর তুলায় কেউ চন্দন মাখায় ।
 কেউ বা চাপার মালা গাঁথিয়ে জোগায় ॥
 কাকুবাদ করে কেউ পড়িয়ে চরণে ।
 কেউ বা তাম্বুল তুল্যা দেই শ্রীবদনে ॥
 মৃদঙ্গ বাজায় কেউ আনন্দে গমন ।
 তুরী ভেরী মর্দন বাজায় কোন জন ॥
 কেউ পড়ে জয়দেব রাধার চরিত্র ।
 কেউ বলে হরিবোল কেউ করে নৃত্য ॥
 কেউ পড়ে জৈমিনি পারিজাতহরণ ।
 ভারত ভাগবত গীতা পড়ে কোন জন ॥
 কেউ পড়ে কাব্যরস শ্রীকলা নাটক ।
 আনন্দে নটিনী মাগী শুনে অভিষেক ॥
 হেনকালে বুড়ি এথা হৈল উপনীত ।
 চরণে পড়িয়া কহে সচঞ্চল চিত্ত ॥
 বিদেশী নাগর ছুটি বকুলতলে বস্ত্রা ।
 চন্দ্রসূর্য উদয় হয়্যাচে যেন এস্ত্রা ॥
 কিবা কৃষ্ণ বলরাম কিবা লবকুশ ।
 বরণ বৈশাখ চাপা বচন পীযুষ ॥
 কিবা অঙ্গি কিবা ভঙ্গি কিবা মুখের হাসি ।
 লজ্জায় মদন মল্য রতি হলা দাসী ॥
 ভুবন গরিহণ (?) রূপে গোলাহাট আলো ।
 চিত্তের সন্তোষ পাবে দেখিবে ত চল ॥

ছকুড়ি ছজন আছে নাগর তোমার ।
 তার তুল্য এউ নাই আকার প্রকার ॥
 সুরিক্ষা এতেক শুনে বুড়ির বদনে ।
 সুন্দরী বলিয়া ডাক পড়িল শমনে ॥
 ঐশ্বর্য অনেক বিজ্ঞা আছে তার ঠাঞি ।
 ত্রিভুবনে তিন গুণে তুল্য তার নাঞি ॥
 আড়াই বুড়ি নাগর নিযুক্ত তার কাছে ।
 বুঝিয়ে কার্যের ভাস ধাওয়া এল কাছে ॥
 সুরিক্ষা তাহাকে কয় সংকুল বচনে ।
 তোকে দেখে আমার আনন্দ হয় মনে ॥
 উষার যেমন ছিল চিত্রলেখা দাসী ।
 সেই মত সুন্দরী সদাই তোকে বাসি ॥
 বৈদেশী নাগর দুটি বসে বকুল তলে ।
 কৃষ্ণ বলরাম বল্যা কেউ কেউ বলে ॥
 কেউ বলে যুধিষ্ঠির অর্জুন দুজন ।
 মদনমোহন মৃতি ভুবনমোহন ॥
 আনে বলে অশ্বিনী আশ্বজ দুটি আলা ।
 গলায় গরুড় মূনি গোলাহাট আলা ॥
 এক বার আমার বচনে দিবে মন ।
 কিরূপ করিয়া রাখি নাগর দুজন ॥
 দাসী বলে আমার এমন গুণ আছে ।
 বশ কর্যা ব্রহ্মাকে বসাতে পারি কাছে ॥
 কাউরে কামিক্ষা চণ্ডী কামরূপে খেলা ।
 পুরুষ পাগল হয় পড়্যা দিলে মালা ॥
 শুনি এত সুরিক্ষার আনন্দ অতুল ।
 অপর দাসীকে বল্যা আনাইল ফুল ॥
 মিনি স্মৃতে মালা গাঁথে মনোজসদ্দিনী ।
 মালার উপরে হল মোহন সাজনি ॥
 সুন্দরী স্মরণ কর্যা হাড়ি ঝিয়ের পা ।
 মালা পড়ে মুখে বলে জয় চণ্ডিকা ॥

পশরা প্রস্তুত হ'ল্য পুরটের পাতি ।
 আচ্ছাদন উপরে অমূল্য এক ধুতি ॥
 বাজারে বসিলা গিয়া বকুলতলায় ।
 বিজ্ঞ শ্রীমানিকু ভনে সখা বাঁকুড়ারায় ॥১২৪॥

এক মনে একথা যে করয়ে শ্রবণ ।
 সদা তাকে সদয় আপুনি নিরঞ্জন ॥
 পুরঃসর লাউসেন কর্পূর পশ্চাতে ।
 হাফা লেচ্যা ছুটি ভাই যান সেই পথে ॥
 দূরে হতে সুন্দরী দাসীর দৃষ্টি হ'ল্য ।
 মনে করে কৃষ্ণ বলরাম আলা ॥
 মধুর বচনে বলে হুয়াইয়া মাথা ।
 এস এস সুনাগর গুণা যায় কথা ॥
 মল্লিকা আমার নাম মালাকার জেতে ।
 পুণ্যফলে দেখা আজি তোমার সহিতে ॥
 বার দিয়ে একবার বসিবে বকুলতলে ।
 অমূল্য আমার মালা পর্যা যাবে গলে ॥
 কর্পূর কহিছে সেনে দেখ দাদা চেয়া ।
 কি বলে ডেমন মাগী মালাকারের মেয়া ॥
 অনর্থ হইল লয় অন্য পথে চল ।
 সেন কয় আপুনি সে অসম্ভব বল ॥
 অর্জুনের সারথি আমার পক্ষাবল ।
 অতল লইতে পারি এ মহীমণ্ডল ॥
 এই পথে যাব দাদা প্রাণের কর্পূর ।
 চিত্তমধ্যে চিন্তা কর চরণ প্রভুর ॥
 ক্রোধ হ'ল্য কর্পূরের কয় অবিসার ।
 দণ্ডবত তোমাকে আমার তিন বার ॥
 মদনে মেয়ার মনে মজাইলে মন ।
 জাতি কুল শীল সব গেল অকারণ ॥

সাদ ছিল সদাই আমার মনে মনে ।
 কৌতুকে করিব দেখা মেধা মাসির সনে ॥
 সে সাদ সকল গেল এই ছিল ললাটে ।
 গোড়ে যায় হলা নাই থাক গুলাহাটে ॥
 বেউশা মাগীর হাতে অন্ন জল খাবে ।
 শরীর পতন হলো স্বানরূপ হবে ॥
 মর্ত্যলোকে আছিল মানিকচাঁদ ভূপ ।
 বেউশার অন্ন খেয়ে হল স্বানরূপ ॥
 বিংশতি বৎসর ছিল চণ্ডালের নাছে ।
 অত্যাধি পুরাণে ঘোষণা তার আছে ॥
 সজ্ঞানে করিলে পাপ সর্ব ঠাঞি ঠেকে ।
 বিশেষে এসব কথা বেদব্যাস লেখে ॥
 সেন কয় কর্পূর সে ত কপালের দায় ।
 • সর্ব কাল সবার সমান নাঞি যায় ॥
 মাঙ্কাতার হৈল কেন অকালে মরণ ।
 পাঁচ ভাই কি হেতু গেল বন ॥
 চন্দ্রের কলঙ্ক হলা কিসের কারণে ।
 শিবের ছদ্মশা কেন সমুদ্রমস্থনে ॥
 কর্পূর নীরব হলা সেনের কথায় ।
 অবিলম্বে উপনীত বকুলতলায় ॥
 • সুন্দরী তখন কয় কর্যা হান্তমুখ ।
 পরিলে আমার মালা পাবে নাই দুখ ॥
 বশ হয় সংসার শমন করে ডর ।
 প্রতিদিন পাঁচখানি পরে গোড়েশ্বর ॥
 এতেক শুনিয়া কয় লাউসেন বালা ।
 দয়া কর্যা দিবে তবে দুইখানি মালা ॥
 সুন্দরী সেনের বাক্যে সুখী হলা চিত্তে ।
 পড়া মালা দুখানি তুলে দিলে হাতে হাতে ॥
 মালা লয়্যা মনে মনে ময়নার রায় ।
 অর্পণ করিল আগে অনাঙ্কের পায় ॥

কর্পূরের গলায় দিলেক একখানি ।
 আর খানি পরে তবে আনন্দে আপুনি ॥
 সুন্দরী তখন কয় শুন হে কোঙর ।
 আমার মালার মূল্য পঞ্চাশ মোহর ॥
 দিয়ে যায় নচেৎ ঠেকিলে মোর ঠাঞি ।
 কর্পূর কহিছে সঙ্গে কড়ি পাতি নাঞি ॥
 বিবাদ বাড়িল বড় বাজারের মাঝে ।
 কর্পূর চলিল তাকে মারিবার সাজে ॥
 ঠেলাঠেলি করিতে পসরা গেল পড়্যা ।
 মালা ফুল যে ছিল ধুলায় হলা ছড়্যা ॥
 সুন্দরী তখন কয় সংকোপ করিয়া ।
 রাজারে আরজ রাখিব ধরিয়া ।
 বুকে দিব পাথর ছপায় দিব বেড়ি ।
 কিনে বেচে উত্তল করিব কিছু কড়ি ॥
 কাকুবাদ করে তখন কর্পূর তরাসে ।
 তা দেখিয়ে লাউসেন মন্দ মন্দ হাসে ॥
 তবে ত কর্পূর দাদা দেখি বড় দেরি ।
 দিয়া চল সঙ্গে যদি আছে কিছু কড়ি ॥
 কর্পূর কহিছে দাদা তোর পাকে হলা ।
 কড়ি পাতি নাই দাদা বন্দী থাকি চল ॥
 তিন বার লাউসেন ভাবে করতার ।
 সে মালা গলায় হলা সুবর্ণের হার ॥
 ভয় ত্যাজ কর্পূর তখন সেন বলে ।
 সুবর্ণের হার দেয় মালার বদলে ॥
 হর্ষ হয়্যা কর্পূর দিলেক তার হাতে ।
 সুন্দরী সদনে গেল সুখী হল চিত্তে ॥
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে কপালের লেখা ।
 সত্য গুণে বাকুড়ারায় সদা যার সখা ॥১২৫॥

সুরিকা নাগর সনে বার দিয়া বস্তা ।
 স্নন্দরী সম্পূট করে সম্ভাবিল এস্তা ॥
 হার লয়ে হাতে দিল হয়। কুতূহলা ।
 ধর্মের কৃপায় পুন হৈল পুষ্পমালা ॥
 বিস্ময় বেউশা মাগী বলে বিপর্যয় ।
 দেবতা হবেক তারা ইতস্তত নয় ॥
 বেশ কর্যা বিশেষে বসনে মুছে মুখ ।
 শোভা দেখে শম্বররিপুর হলা স্তম্ভ ॥
 কুন্তলে কবরী করে দশ দিক আলা ।
 তেহেরি বেড়িল তায় মালতীর মালা ॥
 স্নকপালে স্নন্দর সিন্দূরবিন্দু কিবা ।
 দীপ্তি দেখ্যা লজ্জায় মলিন হলা দিবা ॥
 ভুঞ্জে ভাল সাজিল ভূষণ বিলক্ষণ ।
 কুন্ত পাছ বঠে শঙ্খ শ্রীরাম লক্ষণ ॥
 চন্দ্রহার গলায় চৌদিক করে আলো ।
 তার কোণে পদক গ্রহন শোভা পাল্য ॥
 কঁাকালে কনকপাঁতি ঘাঘর ঘুঙুর ।
 চলিতে পঞ্চম গায় চরণে নৃপুর ॥
 বিচিত্র কাঁচলি পরে বৃকের উপর ।
 মণিমুক্তা প্রবাল মণ্ডিত মনোহর ॥
 কলিযুগের কথা কিছু লেখা আছে তায় ।
 মুনিশ্রা মাথায় তৈল মাগীটির পায় ॥
 তথাপি তাহার সনে বয়্যা জায় জ্ঞান ।
 বুড়াবুড়ি বাপ মা বসিয়া দেখে রত্ন ॥
 কলি হল প্রবল করিল একাকার ।
 বিধবা বয়ের সঙ্গে বুড়ার ব্যবহার ॥
 এমনি কলির কর্ম ধর্মহীন করে ।
 মাগুকে বিশেষ ভক্তি মাকে ধর্যা মারে ॥
 কোনখানে শাস্তি বয়ের গুণগোল ।
 বাছ ধর্যা কসাকসি বাড়ে বোলে বোল ॥

বলবতী বৌ ছুড়ি বুড়ি বলহীনা ।
 বসায় বুড়ির গালে বজ্রমান ঠোনা ॥
 কান্দিয়ে বিকল বুড়ি বলে মরি মরি ।
 কোনখানে আছে লেখা হুই তিন নারী ॥
 দশ তিন নাগর নিযুক্ত তার সাথে ।
 প্রত্যহ প্রসাদ পায় বস্ত্রা এক পাতে ॥
 কিরূপ কলির কল্ল কয়া নাই যায় ।
 আর কত অপরূপ লেখা আছে তায় ॥
 সুরিক্ষা সুরিয়া দুর্গা চলিল সত্ত্বর ।
 ছকুড়ি ছজন সঙ্গে চলিল নাগর ॥
 কার হাতে চাপার মালা চন্দনের বাটি ।
 কেউ বা জোগায় জুতা শ্রীচরণে দুটি ॥
 ঝলমল করে গায় অষ্ট অলঙ্কার ।
 রূপের আভায় আলো কর্যাচে বাজার ॥
 এথা কর্পূর পশ্চাতে যান বয়া ঝারি ফলা ।
 পরিধান পীত বাস পুরট মেখলা ॥
 আগু যান আনন্দে ময়নার শিরোমণি ।
 বাহু পসারিয়া পথ আগুলে নটিনী ॥
 সম্মুখে সাক্ষাত যেন স্বর্ণ প্রতিমা ।
 ক্র কামধনু জিনি বদন চন্দ্রিমা ॥
 সেন কন সদা মোর সখা নিরঞ্জন ।
 পাছু হবে পাছু গায় পরশে বসন ॥
 বচনে বেউশা মাগী ব্যঙ্গ করে হাসে ।
 নাগরের নাম কি নিবাস কোন দেশে ॥
 কোথাকে কর্যাচ যাত্রা ইনি তোমার কে ।
 কহিবে সকল কথা মনে আছে যে ॥
 কল্পনা করিবে নাই কবে সত্য কর্যা ।
 মিথ্যা যদি বল তবে মাগুটির কির্যা ॥
 সেন কয় কত না করিবে ধর্ম যায় ।
 নিবাস ময়না নাম লাউসেন রায় ॥

কনিষ্ঠ কর্পূর সঙ্গে প্রাণের দোসর ।
নৃপ সম্ভাষণে যাই গোড় নগর ॥
মামা হয় মহামদ পাত্র মহামতি ।
মেসো হয় গোড়েশ্বর মাসি ভানুমতী ॥
সুরিক্ষা তখন কয় শুন হে কোঙর ।
নিকট হয়েছে প্রায় গোড় নগর ॥
আজি কর অবস্থিতি আমার ভবনে ।
দিবামুখে কালি যাবে নৃপসম্ভাষণে ॥
গোলাহাট দিয়ে গোড়ে যত লোক যায় ।
একদিন অবস্থিতি আমার বাসায় ॥
পর্যভব পায় যদি সমস্তাপুরণে ।
চিরদিন থাকে বন্দী চাকর সমানে ॥
অন্ত পরে কি আছে ব্রাহ্মণে খায় ভাত ।
সেন কয় তবে বৃদ্ধি তুমি অগ্নাথ ॥
সমস্তাপুরণে যদি পর্যভব পাই ।
প্রতিজ্ঞা তোমার হাতে তবে অন্ন খাই ॥
সেন বাক্য শুনিয়া সুরিক্ষা দিল সায় ।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা বাঁকুড়ারায় ॥১২৬॥

নটিনী কহিছে তাকে নাই মোর ভয় ।
দুর্গতিনাশিনী দুর্গা দিয়াছেন বর ॥
বলি যদি সমস্তা বিপত্ত্য হবে ঘোর ।
ভ্রম লয়া ভালয় ভবনে চল মোর ॥
নটিনীলপিতে কন লাউসেন রায় ।
অনাথবান্ধব ধর্ম আছেন সহায় ॥
কহ কহ সমস্তা কিসের তাকে ভয় ।
সুরিক্ষা কহিছে তবে শুন মহাশয় ॥
পৃথিব্যাঃ কঃ গতিশ্চৈব পৃথিব্যাং কোহপি দুর্লভঃ ।
প্রধানঃ কোহপি রত্নঃ [চ] কথয়স্ব সূনাগর ॥

সুরিক্ষা সমস্তা যদি সেনে জিজ্ঞাসিল ।
 কদম্বতলায় তবে কর্পূর বসিল ॥
 সেন কয় সমস্তা সঞ্চয় অর্থে যায় ।
 মুখ্য পক্ষে কহিলে বিপক্ষে নাঞি দায় ॥
 শরীর পৃথিবী হয় শাস্ত্রে ইহা বলে ।
 হরিনাম গতি তার হয় অন্তকালে ॥
 দুর্লভ দক্ষিণ হস্ত দিবানিশি দানে ।
 সত্য মিথ্যা শশিমুখি সম্ভাবিয়ে মনে ॥
 চিরদিন করি যাতে শ্রীকৃষ্ণের সেবা ।
 ইহা হতে অধিক দুর্লভ আছে কিবা ॥
 পরীক্ষায় কর্ণকে প্রধান কর্যা মানি ।
 কুতূহলে কৃষ্ণের কীর্তন যাতে শুনি ॥
 বদন প্রধান আর বিনোদ লহরী ।
 হেলায় শ্রদ্ধায় যাতে হরিনাম করি ॥
 চিন্তাচয় হতে হয় চক্ষু সে রতন ।
 পূর্ণভাবে পাই যাতে কৃষ্ণদরশন ॥
 এই যে কহিলু ইহা সাধকের পর ।
 সুরিক্ষা কহিছে সত্য কহিলে সুন্দর ॥
 জীব নয় জন্তু নয় জীবনে বাস করে ।
 জীবনবিহীন হৈলে যথা তথা মরে ॥
 জীবে যদি পরশে জীবনে টানাটানি ।
 সত্য বল সেই কে সুন্দর গুণমণি ॥
 সেন কয় সমিস্তা সম্ভবে পয়ফেন ।
 নাম তার টোপাপানি নিতম্বিনী শুন ॥
 নটিনী জিজ্ঞাসে পুন শুন হে নাগর ।
 চতুর্ভুজ মূর্তি তার দেখিতে সুন্দর ॥
 শূন্যপথে সদা গতি সংসারের সার ।
 সুর নর সকলে প্রসাদ খায় তার ॥
 সদাই সম্ভষ্ট তায় সংহার কারণ ।
 সত্য বল স্নানাগর সেই কোন জন ॥

সেন কয় সমস্তা অসাধারণ আছি ।
 সত্য শুন শশিমুখী শ্বেত মউমাছি ॥
 নটিনী কহিছে পুন তবে শুন আন ।
 উদয় অচল নয় অঙ্গের প্রধান ॥ .
 অরুণ উদয়কাল অরুণকাল লখি ।
 সূর্যের উদয় তায় সদা কাল দেখি ॥
 মনে মোহ ময়নার মহীপাল বলে ।
 সেই ত সমস্তা আছে তোমার কপালে ॥
 অরুণ উদয় যেন অগীকের ছটা ।
 সূর্যের উদয় তায় সিন্দুরের ফোটা ॥
 সুরিক্ষা তখন কয় তুমি সাধু জন ।
 নাহি তার হস্ত পদ নাসিকা নয়ন ॥
 অবণ বদন নাই আর নাই রা ।
 গজ সম গর্জে উঠে গায়ে দিলে পা ॥
 সেন কয় সত্য বটে সমস্তার কথা ।
 শুন গো স্নন্দরী সেই কামারের জাতা ॥
 সুরিক্ষা কহিছে তাকে সর্বলোকে খায় ।
 অথচ কেমন কেহ দেখিতে না পায় ॥
 যথাকালে সে জন যখন যায় ছেড়্যা ।
 সকল সন্মালস্থ সব থাকে পড়্যা ॥
 সদাই চঞ্চল কিন্তু সংসার ব্যাপিত ।
 বুঝ্যা দেখি বল সেন বট শাস্ত্রবিৎ ॥
 সেন কন চঞ্চল সকল হতে বায়ু ।
 প্রাণের সংযোগ থাকে হুংপদ্র আয়ু ॥
 প্রাণবায়ু গেলে যায় পরমায়ু বল ।
 সুরিক্ষা কহিছে সত্য সঙ্গত সকল ॥
 সাবধান হয়ে শুন সমস্তার সার ।
 যুগলে যুগল নাই যুগল বিচার ॥
 কাঁউরে কামিক্ষা চণ্ডী কামতায় এতা ।
 অঙ্গমধ্যে অঙ্গনার ধাতু রয় কোথা ॥

ইহার উত্তর কর্যা অচিরাৎ যাবে ।
 নচেৎ আমার হাতে অন্নজল থাকে ॥
 বিষম সমস্তা শুনে লাউসেন বিকল ।
 পরাণ উড়িলু ভয়ে আঁখি ছলছল ॥
 অলঙ্কার আগম নিগম অভিধান ।
 ভাণ্ড্যমত ভাগবত ভারতপুরাণ ॥
 চিন্তামণি শ্রীকলা নাটক রামায়ণ ।
 একে একে এ সকল চিন্তিলা তখন ॥
 কোনখানে সমস্তার উপদেশ নাঞি ।
 পরাভব লাউসেন সুরিষ্কার ঠাঞি ॥
 বিনয় বচনে বলে পরাণ বিকল ।
 বুঝিলাম বাসুলী তোমার পক্ষাবল ॥
 সর্ব শাস্ত্র জ্ঞান তুমি সংসারের মাছা ।
 রূপে গুণে যৌবনে জগতীতলে ধন্য ॥
 ভুবীষ্মেরে ভেটিতে এসেচি দুটা ভাই ।
 তুমি দিলে অহুমতি তবে মোরা যাই ॥
 সুরিষ্কা তখন কয় আরে মোর ছি ।
 মহতের কথা হলে মাথা পেতে নি ॥
 দস্তিদস্ত দেখ যেন লুকাবার নয় ।
 মহৎ জনার কথা সেই মত হয় ॥
 নীচের বচন টলে জ্ঞান সত্য কিবা ।
 নিম্বরে প্রবেশে যেন কচ্ছপের গ্রীবা ॥
 সত্য কর্যা লজ্জন করিলে পাপরাশি ।
 সত্য হেতু শ্রীরামলক্ষ্মণ বনবাসী ।
 সত্য কর্যা হংসধ্বজ পুত্র কাট্যা দিল ।
 সত্য কর্যা বলি রাজা রসাতলে গেল ॥
 তুমি সত্য করিলে সমস্তা পূরে যাব ।
 পাই যদি পরাভব তবে অন্ন খাব ॥
 এখন এমন কথা কয় কোন মতে ।
 ঠেকেছে আমার ঠাঞি কৈ পায় যেতে ॥

লাজ নাই নাগরের নাঞি অপমান ।
 থাকিবে আমার ঘরে চাকর সমান ॥
 গোশালা করিবে মুক্ত চরাইবে গরু ।
 অতিথে ওদন দিবে হবে কল্লতরু ॥
 ছকুড়ি ছজন আছে নাগর আমার ।
 তার মধ্যে তুমি হবে প্রধান সবার ॥
 কদাচিত কখন সময় অহুসারে ।
 চরণে জোগাবে জুতা চিত্রের খাতিরে ॥
 হবেন পরাণ তুল্য কর্পূর কেবল ।
 সময়ে আহ্লাদ কর্যা জোগাবেন জল ॥
 পাতে বস্ত্রা প্রতিদিন প্রসাদ পাবেন ।
 ছ বুড়ি ছাগল লয়ে ছপার যাবেন ॥
 কর্পূর এতেক শুনে কানে দিল হাত ।
 ভাবিত হলেন ভয়ে ময়নার নাথ ॥
 সুরিক্ষা তখন কয় গুরিক্ষার কানে ।
 বাঙ্কিলেক বসনে কর্পূর লাউসেনে ॥
 আগু পাছু নাগর নটিনী নানা বন্দে ।
 নিকেতনে গমন করিল মহানন্দে ॥
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্মের মঙ্গল ।
 যার লেগে পড়াশুনা ঘুচিল সকল ॥
 বিষম ধর্মের মায়া বুঝনে না যায় ।
 দয়া কর্যা দ্বিজ রূপে দেখা দিলা যায় ॥১২৭॥

লাউসেন কর্পূর লয়্যা নটিনী তখন ।
 বিছায়ে পালঙ্ক দিল বসিতে আসন ॥
 সুন্দরী আনিয়া দিল সুবাসিত জল ।
 প্রক্ষালন করি রায় পদাধুগল ॥
 সুরিক্ষা তখন বসে সেনের সাঙ্কাতে ।
 নাপান করিয়ে পান খায় বাম হাতে ॥

বুকের বসন খুলে খল খল হাসে ।
 দেখে হে নাগর কুচ কনক মহেশে ॥
 অবিরল শ্রীফল যুগল যেন ছুটি ।
 অনন্দের এই ধুন আগুনের কুটি ॥
 যুগল কমল হস্ত যদি দেয় ইথে ।
 সুখ পাবে স্বর্গ যাবে সত্ত্ব চেপ্যা রথে ॥
 আমার অধরে আছে অমৃতের সর ।
 উদর পূরিয়া খাবে হইবে অমর ॥
 ঘুচাইব কর্পূরের কন্দর্পের শেল ।
 প্রত্যহ আমার পায়ে মাথাবেন তেল ॥
 সভয় সুরিকাবাক্যে সেন অধিকারী ।
 কানে হাত কর্পূরের রাম রাম স্মরি ॥
 দণ্ড দুই রাত্রি হল দিবা অবসান ।
 পূর্বদিগে উঠিল চন্দ্রের রথখান ॥
 সারাদিন উপবাসী আছি ছুটি ভাই ।
 আজ্ঞা কর আমাকে পাকের চেষ্টা পাই ॥
 সেন কয় স্তম্ভরী শুন গো সত্য সার ।
 আছে এক আমাদের দেশের ব্যাভার ॥
 প্রবেশ করিলে পূর্ণ পঞ্চম বৎসরে ।
 বার বর্গ সকলে ধর্মের ব্রত করে ॥
 ব্রতের নিয়ম শুন বচনের ফল ।
 কদলী মাজের ঢেঁকি সোনার মূষল ॥
 উড়ি ধাত্ত ভানিবে উলট কর্যা কুলা ।
 পাছুড়িবে নিঃশ্বাস ধরিয়া তুঁষগুলা ॥
 শক্তসাদ বিনা সত্ত্ব পাতিবে উনান ।
 আঙ হাড়ি আনিবে এক অচাক নির্মাণ ॥
 জয় সরোবর যাবে যৌগিক করিয়া ।
 চপলে আনিবে জল চালুনি পূরিয়া ॥
 জলের জলাশ এনে জাল দিবে তায় ।
 আর এক নিয়ম আছে পাক হলে সায় ॥

প্রস্তুত ভোজনপাত্র তেঁতুলের পাত ।
 প্রভাত হইলে রাত্রি না থাইব ভাত ॥
 আমার সাক্ষাতে বস্ত্রা এ সব করিবে ।
 কয়্যাচি তোমার হাতে অন্ন খাব তবে ॥
 সেনবাক্যে সুরিষ্কার হল্য দড়বড়ি ।
 আনে তবে অচাক-নির্মাণ আঙ হাড়ি ॥
 সুন্দরী তখন এস্তা সংগোপনে কয় ।
 একে একে বুঝে দেখ হয় কি না হয় ॥
 দাসীবাক্যে দুই তিন নাগরে আঞ্জা দিল ।
 শক্তসাদ বিনা সত্ত্ব উন্নান করিল ॥
 চপলে চালুনি লয়া চারি পাঁচ নাগর ।
 জল আনিবারে গেল জয় সরোবর ॥ অত্র ভনিতা ॥১২৮॥

সুরিষ্কার পালা

চালুনি ডুবায়ে জলে পূর্ণ কর্যা তুলে ।
 যুগল জঞ্জাল হল জল পড়ে জলে ॥
 না পার্যা নাগরগণে সুরিস্ময় লাগে ।
 শীঘ্র কয় সমাচার সুরিষ্কার আগে ॥
 অন্ন জল এন্না দেয় অন্ন ভেবে চিন্তে ।
 গল্যা গেল আঙ হাড়ি উন্নান সহিতে ॥
 একে একে এইরূপ বুঝিল সকল ।
 না হল্য কিঞ্চিৎ শীঘ্র নটিনী বিকল ॥
 গৌরব সকল গেল গোণ হয়ে মনে ।
 ভবানী পূজিতে গেল ভবানীভবনে ॥
 যুগল উরণ নিল যুগল ছাগল ।
 যুগল জবার মালা আর গদাজল ॥
 চতুর্বিধ চন্দ্রনাডু চিনি চাঁপাকলা ।
 বিবপত্র উড়ির তণ্ডুল চাঁদমালা ॥
 আসন করিয়া বসে আচাশ্চ হইয়া ।
 পূজাঙ্গ সকল সারে পদ্ধতি ধরিয়া ॥

পূজা সেৱা মন্ত্ৰ জপে শত অষ্টোত্তর ।
 বলিদান দিয়ে মাগে বাস্তুলীকে বর ॥
 যোগৰূপে যশোদার জঠরে জন্ম লয়্যা ।
 কৃষ্ণের সাধিলে কাৰ্য কংসকে বধিয়া ॥
 পূজিয়া তোমাৰ পদ রাধা ঠাকুরানী ।
 পর ভাবে পেয়েচেন কৃষ্ণ হেন স্বামী ॥
 উবা পাইল অনিৰুদ্ধে পূজিয়া তোমাকে ।
 দয়া কৰ্যা দামুদরে দিলে কুন্সীলীকে ॥
 সেই মত দয়া কৰ্যা দেয় লাউসেনে ।
 এই মোৰ নিবেদন ও ব্রাহ্মচৰণে ॥
 এত বল্যা প্রদক্ষিণ করে কৃতাজলি ।
 মূৰ্ত্তিমন্ত্ৰ সাফাতে হল্যান ভদ্রকালী ॥
 মাথায় মুকুট মণি মুণ্ডমালা গলে ।
 শবৰূপ সদাশিব পড়ে পদতলে ॥
 আজ্ঞাহুলস্থিত ভূজ ললন রসনা ।
 বিয়ত ব্যাপিত বপু বিস্তারবদনা ॥
 কৰ্ণমূলে শিশু ছলে কাটা মাথা হাতে ।
 কেউছা বাঘের ছাল বেষ্টিত কটিতে ॥
 সুরিক্ষা তখন কয় শুন গো জননী ।
 আমার ভরসা ঐ চরণ দুখানি ॥
 ব্রতের নিয়ম বলে বিষম বন্ধন ।
 তবে সে নির্বাহ হয় তুমি দিলে মন ॥
 বাস্তুলী কহেন বাছা কত বড় দায় ।
 অসিদ্ধ হবেক সিদ্ধ আমার আজ্ঞায় ॥
 প্রণাম করিল পুন পড়িয়া চরণে ।
 তিরোধান ত্বরিত ত্রিপুরা ততক্ষণে ॥
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা নিরঞ্জন ।
 পূৰ্ণ কৰ্যা হৰিধ্বনি কর বন্ধুজন ॥১২৩॥

সুরিকা সঙ্কটে হয়্যা সত্বরে গমন ।
 সেনের সাফাতে এসে দিল দরশন ॥
 লঘু কয় নাগরে না সহে কাল ব্যাজ ।
 উপবাসী আছেন ময়নার যুবরাজ ॥
 নটিনীলপিতে ধায় নাগর চৌদিগে ।
 কদলি মাজের চেটা করিলেক আগে ॥
 মুঘলে কুশল বণ কালীর কৃপায় ।
 উড়িধান্ত ভানিঞা ততুল কৈল সায় ॥
 জলাশ আনিয়া কেহ জোগায় তখন ।
 চালুনি পুরিয়া জল আনে কোনজন ॥
 চণ্ডী ভেব্যা চটপট চড়াইল পাক ।
 সরস করিল স্ত্রী শুশনির শাক ॥
 সত্বরিয়া স্থপ চালে স্বর্ণ ডাবরে ।
 বার্তাকু বকুল ভাজে বেসারির পরে ॥
 পটল পানিকল ভাজে আর পলাবড়ি ।
 দুগ্ধ গুড় দিয়া ভাজে দশমত বড়ি ॥
 রন্ধন সমাপ্ত হৈল রাত্রি দণ্ড ছয় ।
 তা দেখে কর্পূর কিছু লাউসেনে কয় ॥
 বেউশা মাগীর হাতে থেতে হলা ভাত ।
 এতদিনে বাম হৈল বৈকুণ্ঠের নাথ ॥
 এই ছিল কপালে অহেতু গেল জাতি ।
 মরি এস্তা দুভায়ে গলায় দিয়ে কাতি ॥
 আর কি এমন দিন করিবেন ধর্ম ।
 ফিরে যাব ময়না সফল হবে কর্ম ॥
 সেন কন দাদারে কর্পূর শুন কথা ।
 দূর কর দুসখচয় দুর্ভাবনা বুধা ॥
 যার নামে ভবসিদ্ধ যমদ্বার পার ।
 তিনি বাম হলে তবে কে রাখিবে আর ॥
 মহিমা শুনেচি আর গজেন্দ্রমোক্ষণে ।
 প্রহ্লাদ পেয়েচে প্রাণ জলন্ত অনলে ॥

জৌঘরে পাণ্ডব পাবকে নাই মল্য ।
 তপ্ত তৈলে সুধম্বার তহু নাঞি গেল ॥
 ত্রিলোকতারণ তিনি ভকতবংশল ।
 চিন্তা কর চিত্তে তাঁর চরণ কমল ॥
 নিতান্ত নয়নকোণে নাঞি যদি চান ।
 তবে অন্ন না খাইব ত্যজিব জীবন ॥
 সুরিক্ষার সদাই সহজে সুখী মন ।
 স্থান কর্যা স্বর্ণ থালে খ্যাতায় ওদন ॥
 শাকাদি ব্যঞ্জন সব সুবর্ণ বাটীতে ।
 থরে থরে থেথায় থালার চারি ভিতে ॥
 সেন কয় স্বর্ণ থালে খাব নাই ভাত ।
 প্রশস্ত কয়্যাচি পূর্বে তেঁতুলের পাত ॥
 নটিনী নাগরগণে লঘু কয় বার্তা ।
 তৎকাল আনিঞা দিল তেঁতুলের পাতা ॥
 সঙরিয়া কালীর কমল পদহুটি ।
 পানপাত্র পাতের করিল থালা বাটী ॥
 সুরিক্ষার সিদ্ধ হল সমুদয় কাজ ।
 সুবিশ্বয় লাউসেন সঙরে ধর্মরাজ ॥
 কান্দিয়া সে কর্পূর কপালে মারে ঘা ।
 তবে দাদা আমার গলায় দেয় পা ॥
 বিষতুল্য বেউশা মাগীর হাতে ভাত ।
 থাকুক খাবার দায় দেখ্যা উঠে আত ॥
 সুরিক্ষা তখন কয় সারাদিন গেছে ।
 ক্ষুধায় কমলমুখ মলিন হয়েছে ॥
 গা তুলে ভোজন কর গুণনিধি রায় ।
 স্মরণরে জর জর সুখ নাই গায় ॥
 আয়োজন করিতে আমার প্রাণ গেছে ।
 বিলম্বন করিলে বিফল হয় পাছে ॥
 কান্দিয়া কর্পূর কয় বচন বিকল ।
 নটিনী মাগীর হাতে মজালে সকল ॥

মনে করে মায়াধরে ময়নার পতি ।
 তোমা পূজে এত দিনে এই হল্য গতি ॥
 কান্দিলে কি হয় দাদা প্রাণের কর্পূর ।
 নিশ্চয় হলান বাম অনাগু ঠাকুর ॥
 গা তুলে ভোজন কর ভাব অকারণ ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা নিরঞ্জন ॥১৩০॥

ত্রিপদী

সত্য করে বিপর্যয় লজ্জিলে অধর্ম হয়
 পালন করিলে পার পাই ।
 ভাবিয়া ভারতীকুলে ভাসিয়া লোচন জলে
 ভোজনে বসিল দুটি ভাই ॥
 কর্পূর তখন কয় শুন দাদা মহাশয়
 বিপাক হইল কিবা দেখ ।
 আমার বচন সার এইকালে একবার
 অর্জুনসারথি বল্যা ডাক ॥
 শুনি বাক্য পরফেন কান্দিতে কান্দিতে সেন
 হাতে নিল গওুষের জল ।
 উচ্চৈঃস্বরে উর্ধ্বমুখে কাতর হইয়া ডাকে
 কোথা ধর্ম ভকতবংশল ॥
 পুরাণে শুভ্রাচি যশ ব্যাধের হইলে বশ
 তদুচ্ছিষ্ট হাত পাতে নিলে ।
 বিমাতাবচনে রোষে ধ্রুব গেল বনবাসে
 তাকে তুমি সদয় হইলে ॥
 স্বদামার সখা হইলে বিহরে বিমুক্তি দিলে
 পাণ্ডবের হইলে সারথি ।
 কুরুকুলে কৈলে নাশ পূরিব মনের আশ
 আর দিলে হস্তিনা বসতি ॥
 খাই বেউশার ভাত জাতি যায় অগম্মাথ
 অরি তোমা সঙ্কটে পড়িয়া ।

স্বমূর্তি তেজিয়া হৈল মক্ষিকার বেশে ।
 গোলাহাটে উপনীত বেউষ্ঠার বাসে ॥
 সেনে কয় শুভ বার্তা সহাস্ত্র বদন ।
 অনিলআত্মজ আমি বীর হুহুমান্ ॥
 যোগে জেনে জগন্নাথ যন্ত্রণা তোমার ।
 পাঠাইলেন আমাকে করিতে অবিসার ॥
 দণ্ড দুই বিলম্বন কর দুটি ভাই ।
 সমাধিয়া সত্বরে সূর্যের বাড়ি যাই ॥
 কলিয়ুগে হতে চায় পশ্চিম উদয় ।
 বার দিনে বারমতি পূজার পরিচয় ॥
 না থাইবে সর্বথা নটিনী হাতে ভাত ।
 এই কথা কয়েছেন অখিলের নাথ ॥
 উদয় করাব সূর্যে এই রাত্রিকালে ।
 প্রতিজ্ঞাপূরণ কর্যা ভেটিতে ভূপালে ॥
 রাম রাম সীতারাম সদাই বদনে ।
 উপনীত সত্বরে সূর্যের সন্নিধানে ॥
 করপুটে কহেন করিয়া কতি ভক্তি ।
 এস্তাচি তোমার কাছে আছে এক যুক্তি ॥
 পবনের পুত্র আমি নাম হুহুমান্ ।
 পাঠালেন ভকতবংশল ভগবান্ ॥
 বার দিন পূজার প্রকাশ কলিয়ুগে ।
 এই নিবেদন আমি করি তুয়া আগে ॥
 অহুমাণে বুঝি রাত্রি আছে দণ্ড ছয় ।
 উদয় অচল চল হইবে উদয় ॥
 তুমি যদি হেলা কর তবে বড় দায় ।
 যে দেখি ধর্মের পূজা জলে ভেস্কা যায় ॥
 অর্ক কন অনিলআত্মজ শুন কথা ।
 রাত্রিকালে না হইব উদয় সর্বথা ॥
 অনধিকারের চর্চা অধিকার ছাড়ে ।
 না করে এমন কেহ জগন্নাথ জুড়ে ॥

বিভাবস্বচনে বীরের ক্রোধ বাড়ে ।
 জানাতাম অন্তে হলে গোটা চারি চড়ে ॥
 পাসরেচ পূর্বকথা পড়ে নাই মনে ।
 লক্ষণ পড়িলা যবে শক্তিশেল বাণে ॥
 প্রভাত হইলে তবে নাহি পাবে প্রাণ ।
 কাতর হইয়া তবে কান্দেন শ্রীরাম ॥
 আমি যাই গন্ধমাদন আনিতে ঔষধ ।
 বস্ত্র নিয়ে তোমার সহিত বদাবদ ॥
 কিশর ইসারা যাত্রা করে কাকতলি ।
 হরি হরি কর্যাছিলে বিস্তর ব্যাকুলি ॥
 ভাল চায় এমন আমার বাক্য ধর ।
 সেইরূপ করিব নচেৎ শুভ কর ॥
 সূর্য কয় যা হও সে যাব নাঞি আমি ।
 বিশ্বের কারণে বার্তা জানাইয় তুমি ॥
 হনুমান্ বলে তবে নাম ধরি বৃথা ।
 বুঝিব কেমন তুমি বিশ্বের দেবতা ॥
 লেজে কর্যা এক্ষণি বান্ধিব হাতে গলে ।
 বুড়াইব দণ্ডটাক সমুদ্রের জলে ॥
 জয় জয় সীতারাম জয় বিশ্বকর্তা ।
 রথে ফেলে সূর্যকে মাথায় কর্যা যাত্রা ॥
 অনিল ঔরসে জন্ম অতিশয় বল ।
 গোটা চারি লাফে গেল উদয় অচল ॥
 উদয় হলেন সূর্য অরুণের আভা ।
 দশদণ্ড রাত্রি হইল দুই দণ্ড দিবা ॥
 ভূমে ফেলে লাউসেন গণ্ডুষের জল ।
 কোতুকে কর্পূর নাচে হাসে থলথল ॥
 স্থখ নাই সুরিষ্কার শুখাইল হিয়া ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে অনাদি ভাবিয়া ॥১৩২॥

কর্পূর তখন কয় ভয় দূরে গেল ।
 ধর্মের ক্রুপায় দাদা জাতিরক্ষা হৈল ॥
 বিলম্বনে কাজ নাই চল চল যাব ।
 রাতারাতি গোড় দাখিল আজি হব ॥
 সুরিক্ষা তখন কয় শুন রায় তবে ।
 সমস্তার সহজ সিদ্ধান্ত কর্যা যাবে ॥
 বেউশা মাগীর কথা বিপরীত শুনি ।
 কাতর হইল সেন কাকুবাদ বাণী ॥
 হেনকালে হুম্মান্ হইল উপনীত ।
 সঙ্কট সমস্তা শুনে সচঞ্চল চিত্ত ॥
 বিরলে বিশেষ কয়া গমন সত্বর ।
 উপনীত বৈকুণ্ঠে ধর্মের বরাবর ॥
 কৃতান্তলি ক্রমিক কহেন সব কথা ।
 দেখ্যা এলাম লাউসেনের বড়ই বিতথা ॥
 সর্বশাস্ত্র জানে সেই সুরিক্ষা বেউশা ।
 বিকল কর্যাচে কয়া বিষম সমস্তা ॥
 কাণ্ডুরে কামিক্ষা চণ্ডী কামতারা হয় ।
 অঙ্গমধ্যে অঙ্গনার ধাতু কোথা বয় ॥
 উপদেশ আপুনি ইহার কর আগে ।
 তবে সে তোমার পূজা হয় কলিয়ুগে ॥
 অনাদি কহেন বাপু আমি নাহি জানি ।
 ব্রহ্মার নিকটে যায় জানিবেন তিনি ॥
 কোলে কর্যা হুম্মানে করেন আশ্বাস ।
 তুমি মন দিলে হয় পূজার প্রকাশ ॥
 ছুটি হাতে দেবেশের ছুটি পায়ে ধর্যা ।
 বৈনসে বিদায় বীর দণ্ডবৎ কর্যা ॥
 চলিলেন চঞ্চল চরণে চটপট ।
 ব্রহ্মলোকে গেলা তবে ব্রহ্মার নিকট ॥
 পুট কর্যা প্রণিপাত পরমেষ্ঠী পায় ।
 পাঠালেন পরাংপর প্রভু হে আমায় ॥

এই কথা আপুনি করিলে অবগতি ।
 পূর্ণ হয় পশ্চিম উদয় বারমতি ॥
 কাঙুরে কামিন্কা চণ্ডী কামতায় আশ্রে ।
 অঙ্গমধ্যে অঙ্গনার ধাতু কোথা বৈসে ॥
 ব্রহ্মা কন বিপর্যয় বেউজার বাণী ।
 বাপের বয়েসে বাপু আমি নাই জানি ॥
 বল দেখি বিষ্ণুকে বিশেষ কিছু নাই ।
 আমূল ইহার তত্ত্ব পাবে তার ঠাঞি ॥
 ব্রহ্মার বচন শুনে ব্যস্ত হনুমান্ ।
 বিষ্ণুর নিকটে গেলা বিকল পরাণ ॥
 কৃতাজ্জলি করিলেন কতেক প্রণতি ।
 পাঠালেন আমাকে যুগের যুগপতি ॥
 কাঙুরে কামিন্কা চণ্ডী কামতায় যায় ।
 অঙ্গমধ্যে অঙ্গনার ধাতু কোথা বয় ॥
 আপুনি ইহার তত্ত্ব কহিবে তুরিতে ।
 তবে সে ধর্মের পূজা হয় ধরনীতে ॥
 জনার্দন কন ইহা আমি নাঞি জানি ।
 বল গিয়া বিশ্বনাথে বলিবেন তিনি ॥
 হনুর হতাশ হৈল হরির বচনে ।
 হেটমুখে তখন ভাবেন মনে মনে ॥
 বলে বলে বাঁচি নাই বল বুদ্ধি গেল ।
 কলিযুগে পশ্চিম উদয় নাই হলা ॥
 শিবের সাক্ষাতে গেল সজ্জল নয়ন ।
 পরিচয় দিলেন আমি পবননন্দন ॥
 দয়া কর দয়াময়ী দণ্ডবৎ হই ।
 ত্রিদশে দয়াল কেহ নাঞি তোমা বই ॥
 পরাংপর পাঠালেন প্রভু মন দিলে ।
 পূজার প্রকাশ হয় পৃথিবীমণ্ডলে ॥
 কাঙুরে কামিন্কা চণ্ডী কামতায় রাখে ।
 অঙ্গমধ্যে অঙ্গনার ধাতু কোথা থাকে ॥

শিব কয় সিদ্ধি খেয়ে বুদ্ধি নাশিঃ বাছা ।
 জানি নাই জ্ঞানো ইহা জিজ্ঞাসিলে মিছা ॥
 অঙ্গনার অলঙ্কে উলঙ্গ হয় গা ।
 জিজ্ঞাসিব জানে বা কী গণেশের মা ॥
 এত কয়া হুমানো আশ্বাস করিলা ।
 আনন্দে অভয়া কাছে উপনীত হৈলা ॥
 পড়িলেন পার্বতী প্রভুর পদতলে ।
 ব্যস্ত হয়। বিশ্বনাথ বসালেন কোলে ॥
 না জানি অভয়া আমি তোমার মহিমা ।
 চারি বেদে ধাতা সে দিতে নারে সীমা ॥
 তোমার সতীত্বধর্মে আমি মহেশ্বর ।
 হলাহল পান কর্যা হয়্যাচি অমর ॥
 সৃজন করিলে তুমি এ চোদ্দ ভুবন ।
 অহু রূপে আমি করি তোমার ভজন ॥
 পার্বতী পেলেন প্রীত প্রভুর বচনে ।
 পূর্ণ হল্য পূর্বলীলা প্রেম আলিঙ্গনে ॥
 শিব কন শঙ্করী সন্তোষ হয় তবে ।
 অঙ্গমধ্যে অঙ্গনার ধাতু কোথা কবে ॥
 হাসিলেন হৈমবতী শুনে হরবাক্যে ।
 অঙ্গমধ্যে অঙ্গনার ধাতু বাম চক্ষে ॥
 তুষ্ট হৈলা ত্রিলোচন ত্রিপুরার বোলে ।
 বায়ুহুতে বলিলেন বচন বিরলে ॥
 হর্ষ হয়। হুমান্ হরে প্রণমিয়া ।
 বৈকুণ্ঠে ধর্মের কাছে উপনীত হৈল্যা ॥ অত্র ভনিতা ॥১৩৩॥

পুটাজলি কহেন ধর্মের বরাবর ।
 হইবেক পশ্চিম উদয় অতঃপর ॥
 না পারিলা ব্রহ্মা বিষ্ণু আপুনি মহেশ ।
 কহিলেন অভয়া ইহার উপদেশ ॥
 ধর্ম কন তবে বাপু তূর্ণ যায় তথা ।
 কয়া এস লাউসেনে সমস্তার কথা ॥

খেতমক্ষিকার বেশে সত্বর গমন ।
 সেনের সাক্ষাতে এস্তা দিলেন দরশন ॥
 কানে কানে কর্যা দেন ক্রোধবান্ হয় ।
 বামচক্ষে বয় ধাতু বেউশ্বাকে কয় ॥
 সেনের ভরসা হৈল শুনে বিবরণ ।
 তর্জন করিয়া কন তবে মাগী শুন ॥
 ভগবতী হয়্যাছেন বাম তোর পক্ষে ।
 অঙ্গমধ্যে অঙ্গনার ধাতু বাম চক্ষে ॥
 সমস্তার কথা শুনে সুরিক্ষা বিকল ।
 কাকুবাদ কর্যা ধরে চরণযুগল ॥
 কর্পূরে কহেন সেন ক্রোধে হতাশন ।
 নটীর নাক কান কাটিবে লোটন ॥
 শ্রীরামের আজ্ঞা পায়্যা লক্ষণ যেমত ।
 শূর্ণপথার নাক কান কাটিতে উদ্বত ॥
 সেইমত ভেয়ের ভাষণে মহাবীর ।
 নাক কান লোটন কাটিল নটিনীর ॥
 হুহুমান্ গেলেন ধর্মের বরাবর ।
 ছাড়ান হইল ছয় ছকুড়ি নাগর ॥
 প্রতিবাক্য বলিতে সেনের আজ্ঞা পায় ।
 নানা দ্রব্য নটিনীর হুটী কর্যা থায় ॥
 ঘর দ্বার ভাঙ্গিয়া করিল চুরমার ।
 লাউসেন করিল সম্মান সবাকার ॥
 পড়েছিল প্রবন্ধনে পরিজ্ঞাণ পাল্য ।
 সেনে কর্যা আশিস সদনে সভে গেল ॥
 গমন গোড়মুখে গোলাহাট যায় ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে বাকুড়া সদয় ॥
 ইহার উত্তর গীত রাজ সন্তোষণ ।
 পূর্ণ কর্যা হরিধ্বনি কর বন্ধুজন ॥১৩৪॥

সমাপ্ত। সেয়ং সুরিক্ষা ॥

রাজ সন্তাষণ পাল।

এক মনে যেবা শুনে ধর্মের ইতিহাস ।
 ধন পুত্র লক্ষ্মী হয় কলুষ বিনাশ ॥
 দুর্গতি দুষ্কর হয় দুমন করিলে ।
 অকস্মাৎ ধনের ভরা বুড়্যা যায় জলে ॥
 গোলাহাট পাছু কর্যা গমন সত্বর ।
 পার হলা পদ্মাবতী পঞ্চম সহর ॥
 কর্পূর তখন কয় করদয় জুড়ি ।
 দক্ষিণাংশে দেখ দাদা মামাদের বাড়ি ॥
 চল না মামীর সঙ্গে দেখা কর্যা যাব ।
 যতন করেন যদি দিন দুই থাকিব ॥
 চিনি মণ্ডা মুড়কি মিঠাই উপহার ।
 খায়াবেন অনেক করিয়া অবিসার ॥
 সেন কয় সাদ আছে সন্ত নয় যুক্তি ।
 আগে দেখি মামার কেমন ভাব ভক্তি ॥
 রমতি রহিল পাছু রাজগাঁ রঞ্জিত ।
 দেখাদেখি গোড় নগরে উপনীত ॥
 সুরপুর দেখি যেন শহরের শোভা ।
 বিরাট মথুরা কাঞ্চী যুগন্ধার কিবা ॥
 বাইশ বাজার গল্প বিশাশয় পাড়া ।
 বিবিধ বাজনা বাজে তুরি ভেরী কাড়া ॥
 প্রতি ঘরে পুরাণ পবিত্র রামকথা ।
 কৃষ্ণ সেবা কীর্তনে কৃষ্ণের গুণগাথা ॥
 জয় জয় যদুমণি যমুনার কূলে ।
 দেখ্যা ছুটী ভাই বেড়ান বাজারে ॥
 বিশ্রাম বিটপিছায়া বকুলের তলে ।
 লাউদত্ত কর্মকার এল হেন কালে ॥
 রূপ দেখা রসে বলে রামকৃষ্ণ বস্ত্রা ।
 পুলক্যা পূর্ণিত কায় প্রণমিল এস্ত্রা ॥

সস্তাষ করিল সেন সবিনয় বাণী ।
 কল্পনা করিবে নাই কি জাতি আপুনি ॥
 কৃতাজলি হয়ে তবে লাউদত্ত কয় ।
 আগে আমি তোমাদের পাব পরিচয় ॥
 সেন কন নিবাস ময়না অল্পপাম ।
 কনিষ্ঠ কর্পূর সঙ্গে লাউসেন নাম ॥
 এস্তাচি গোড় মোরা নৃপসস্তাষণে ।
 জাহির করিব গুণ যত আছে মনে ॥
 কর্মকার কয় তবে কুতূহলচিত্ত ।
 তুমি রাজা লাউসেন আমি লাউদত্ত ॥
 তোমায় আমায় তবে হইল মৈত্রতা ।
 শ্রীরামের সহ মৈত্র স্ত্রীগ্রীবের কথা ॥
 চরিতার্থ কর আজি চল মোর ঘর ।
 ভূপালে ভেটিবে কালি দরবার ভিতর ॥
 কর্পূর তখন কয় নিবেদন কাছে ।
 চোরা ডাকাতের ভয় সর্ব ঠাঞি আছে ॥
 রাত্রি হল বিষম বিপাক বুঝি মনে ।
 অবস্থিতি আজি কর মিতার ভবনে ॥
 না পাব উদ্বেগ কিছু আনন্দে থাকিব ।
 দিবামুখে কালি ভূপে দরবারে ভেটিব ॥
 কর্পূরের কথায় লাউসেন পাল্য প্রীত ।
 দত্ত সহ দত্তের ভবনে উপনীত ॥
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে কপালের লেখা ।
 ব্রাহ্মণের বেশে ধর্ম যারে দিলা দেখা ॥১৩৫॥

লাউদত্ত সমাদরে লাউসেন কর্পূরে ।
 বিচিত্র আসন দিল বসিবার তরে ॥
 শূন্য ঝাড়ি পূর্যা আনে স্তবাসিত জল ।
 আপুনি করায় ধৌত চরণ কমল ॥

উর্ধ্ববাহু হয়। নাচে আনন্দে বিভোল ।
 মৈত্র ভাবে শ্রীরাম চণ্ডালে দিল কোল ॥
 তুমি মিতা রূপে গুণে রামের সমান ।
 দরশনে দুঃখ গেল জুড়াইল প্রাণ ॥
 কৃষ্ণকথা করে মিতা করিব শ্রবণ ।
 মহুয়া দুর্লভ জন্ম যায় অকারণ ॥
 লাউসেন কয় মিতা কর অবধান ।
 কৃষ্ণের চরিত্র কথা সুধার সমান ॥
 যশোদা যমুনা গেল জল আনিবারে ।
 কনক কলসী লয়া কৃষ্ণে রেখা ঘরে ॥
 একা বস্তা ভবনে ভাবেন ভগবান্ ।
 মায়ের নিতান্ত হল মহুয়ের জ্ঞান ॥
 করিব কপট ছলে মৃত্তিকা ভক্ষণ ।
 উদরে দেখাব আজি এ চোদ্দ ভুবন ॥
 ভগবান্ বলা তবে করিবেন ভক্তি ।
 নবনী দিবেন খেত্যা এই মনে যুক্তি ॥
 বারি লয়ে বাসে এস্তা বলে নন্দরানী ।
 চুরি করে ছুনী খেলি হেরি নীলমণি ॥
 কৃষ্ণ কন কোথা ছুনী কে খেয়েচে মা ।
 মিথ্যা দোষ দিলে শুনে শুখাইল গা ॥
 দেখ না আসিয়া চিহ্ন আছে বা কি মুখে ।
 জল রেখা যশোদা ভবনে যেয়া দেখে ॥
 চতুর্দশ ভুবন দেখিল চমৎকার ।
 সর্বঠাঞি কৃষ্ণের কীর্তন অবিসার ॥
 যশোদার বিযোগ হইল বড় মনে ।
 অখিলের ঈশ্বর আশ্রয় বলা জানে ॥
 ব্রজপুরে সভাকার পূর্ণ হৈল সাদ ।
 লাউদত্ত লাউসেনে দিল সাধুবাদ ॥
 দক্ষিণে কর্পূর বস্তা বামে ফলা খান ।
 ঝলমল করে যেন সূর্যের সমান ॥

কৃষ্ণ বলরাম রূপ কিবা তার কাছে ।
 নব বলাহকে যেন বিজুরি খেলিছে ॥
 রাজাকে হাজির দিয়া মাছড়া পাতর ।
 পালকি উপরে চেপ্যা যায় নিজঘর ॥
 মাথায় মোহন পাগ মানিক কপালে ।
 শর্বরী সংযোগ পেয়ে সূর্যসম জলে ॥
 গিদ্দায় গৌরব কর্যা হেল্যাচে গা ।
 হুজুরে হতেচে শ্বেতচামরের বা ॥
 সঙ্গে ঢালি পদাতিক শত্রু সম ঠাটে ।
 আগু পাছু মশাল মিশাল হয়্যা ছুটে ॥
 মাদল মুচঙ্গ বীণা বীরকালি বাজে ।
 পর্যায় পড়িল গোল বাজারের মাঝে ॥
 এইরূপে রাজপাত্র সরোবরে যায় ।
 দূরে হতে ফলা খান দেখিবারে পায় ॥
 অবাক হইল দেখ্যা অহুমান করে ।
 আগুন লেগ্যাচে পারা কামারের ঘরে ॥
 পথে রেখে পালকিখান পদব্রজে যায় ।
 চাকরে চপলে জুতা চরণে জোগায় ॥
 দড়বড় উপনীত কামারের দ্বারে ।
 ফলার লিখন সব নিরীক্ষণ করে ॥
 কৈলাস শিখরে ধর্ম ধবল আসনে ।
 বংশীকরে ব্রজেন্দ্রনন্দন বৃন্দাবনে ॥
 লক্ষ্মী সহ নারায়ণ বৈকুণ্ঠে বিরাজ ।
 শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা অযোধ্যার মাঝ ॥
 যযাতি রাজার জন্ম বাল্মীকিপুরাণ ।
 পারিজাতহরণ পঞ্চম উপাখ্যান ॥
 কংসকে করিতে বধ কৃষ্ণ অবতার ।
 বহুদেব দৈবকী ছুঃখের নাঞি পার ॥
 দারিদ্র্য পত্যাশে যান রাখিতে গোকুলে ।
 যাদব দিলেন ঝাপ যমুনার জলে ॥

কান্দেন বিকল হয়্যা বহুদেব ব্রাহ্মণ ।
 তা দেখ্যা পাত্রে হলা অঝোর নয়ান ॥
 গুণসিন্ধু গৌরতনু গোড়ের ঈশ্বর ।
 পাটরানী ভাহুমতী পালক উপর ॥
 বৃদ্ধ রাজা কর্ণসেন আর বজ্রাবতী ।
 লাউসেন কর্পূর দৌহে কনক মুরতি ॥
 কাহ্ন আদি তের ডোম সামন্ত বাকড় ।
 মহামদ পাত্র তার পায়ে করে গড় ॥
 গলায় ওড়ের মালা চুনকালি গালে ।
 শিয়রে ধুমসি মাগী ধর্যা আছে চূলে ॥
 মদনের মা এস্তা মাথায় লাথি মারে ।
 বেট্টা তুলে বাপ মা বদনে লঘ্বী করে ॥
 অপমান দেখ্যা পাত্র জলন্ত আগুন ।
 রঞ্জার বেটাকে আজি বিধি নিদারুণ ॥
 অহেতু আমাকে বেটা অপমান করে ।
 পিপীলা পালক মরিবার তরে ॥
 আমি মহামদ পাত্র সকলি সাক্ষাৎ ।
 আটকুড়ি রজাকে করিব অচিরাত ॥
 কৃষ্ণের মাতুল যেন ছিল কংস ভূপ ।
 আমি মামা সেনের হয়্যাছি সেইরূপ ॥
 গৌরব করিয়া আলা গোড় নগর ।
 একদণ্ডে এখনি পাঠাব যমঘর ॥
 বিবিধ প্রকার যুক্তি করিল বিচার ।
 নয় হয়্যা ফিরে আলা রাজার দরবার ॥ অত্র ভনিতা ॥১৩৬॥

নৃপতি জিজ্ঞাসে পাত্র ফিরে আলা কেনে ।
 পাত্র কয় মহারাজ মন দিয়ে শুনে ॥
 গত রাতে স্বপ্ন এক দেখ্যাচি ছন্দর ।
 না কহিয়া ভ্রমে উঠে যেতেছিলাম ঘর ॥

পঞ্চম বাজারে পথে পড়ে গেল মনে ।
 ফিরে এলাম কহিব করিয়া তে কারণে ॥
 বৈদেশী দুর্জন আলা কাট কাট কর্যা ।
 গলায় দিলেক ছুরি তুমি গেলে মর্যা ॥
 রাজা হয়্য রাজ্যে তারা রাজপাটে বসিল ।
 আমার এমন কালে নিদ্রাভঙ্গ হৈল ॥
 স্বপ্নকথা সত্য হয় সত্য শুভ থাকে ।
 বাজারে বারণ কর বৈদেশী না রাখে ॥
 জামাতা যতপি আশ্রয় যাকু আজি ঘর ।
 মেস্তা পিস্তা মাতুল কুটুম অন্তর ॥
 অন্নার্থী অতিথি যদি এস্তা কর্যা আশা ।
 দোহাই রাজার তাকে না দিবেক বাসা ॥
 চাকর তোমার আমি এই চেষ্টা পাই ।
 কালি হতে অন্ন জল কিছুই না খাই ॥
 ভণ্ডের কথায় রাজা ভয়ে কম্পবান্ ।
 তবে পাত্র আপুনি হইবে সাবধান ॥
 হাজির হকুম হল্য হুজুরে হর্যাকে ।
 বাজারে বারণ কর বৈদেশী না রাখে ॥
 কোটাল সংহতি কর্যা কাঠি দিয়ে ঢোলে ।
 হকুম পাইয়া হর্যা হরি বলে চলে ॥
 নিজ চরে লঘু পাত্র নিযোজে তখন ।
 দেখ্যা আয় কোথা যায় বৈদেশী স্বজন ॥
 পাইক পেয়াদা সব পাছু পাছু ধায় ।
 পাড়া গ্রাম পঞ্চম শহর পার হয়্যা যায় ॥
 তৈরপ করিল ঢোলে তিন কাঠি ঢাকে ।
 হকুম রাজার হল হীরা হাড়ি হাঁকে ॥
 বলে যাই বাপ সব সাবধান হবে ।
 বৈদেশী কুটুম্ব আজি বাসা নাঞি দিবে ॥
 অন্নার্থী অতিথি পেয়্যা যদি রাখে ঘরে ।
 ঘর দ্বার গুণাগার হবেক সরকারে ॥

হেলা কর্যা রাজার ছকুম যদি কাটে ।
 মাণ্ড ছেল্যা বিকাবেক চৈতনের হাটে ॥
 সেন কয় মিতা হে যাত্রার ফল বাঁকা ।
 না হলা তোমার ঘরে আমাদের থাকা ॥
 রাজার এমন কেন অধর্ম আচরণ ।
 বৈদেশীকে বাসা দিতে কর্যাচে বারণ ॥
 আমাদের নিমিত্তে আপুনি দুখ পাবে ।
 ধন কড়ি মান মাত্রা কেন মজাইবে ॥
 এই যুক্তি অনুমান এথা হতো যাই ।
 তরুলতা আশ্রয় করি গে দুটা ভাই ॥
 লাউদত্ত কয় মিতা কর অবধান ।
 তোমার লেগ্যা মগোষ্ঠী সহিত দিব প্রাণ ॥
 ধন যাক প্রাণ যাক ধর্ম রক্ষা হও ।
 রাজ্যে ঘর রাজা বরং ঘর দ্বার লও ॥
 না ছাড়িব মিতা আমি নিতান্ত তোমাকে ।
 কষ্ট পেয়া কোথা যাবে রাত্রিকাল একে ॥
 পুত্রবধূ পৌত্র পৌত্রী পরিবার ঘর ।
 অতিথি বৈমুখ গেলে অধর্ম বিস্তর ॥
 পুরাণে শুনেচি ইহা অশ্রুতম হয় ।
 ক্ষুধাতুরের কথা উপাধি সঞ্চয় ॥
 অতিথি সেবার হেতু অপরাহ্ন কালে ।
 স্ত্রীপুরুষে পরান তাজিলা দাবানলে ॥
 চক্রপাণি চরিতার্থে চতুর্ভুজ হয়্যা ।
 বৈকুণ্ঠে গেলেন তারা বিমানে চাপিয়া ॥
 পাঁচ ভাই পাণ্ডব অজ্ঞাতবাস করে ।
 বহুদিন রহিলেন ব্রাহ্মণের ঘরে ॥
 ব্রাহ্মণ অতিথি ভাবে ভক্তি নিরন্তর ।
 সুখের নাহিক সীমা পেল সৎসর ॥
 ব্রাহ্মস দোসর রাজা করগ্রাহী নয় ।
 অঙ্গ একে একটা মনুষ্য দিতে হয় ॥

কোটাল কহিয়া গেল ব্রাহ্মণের ঘরে ।
 ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী কান্দে কাতর অন্তরে ॥
 পুত্র দিলে পুত্র নাই প্রেতলোকে যাই ।
 কন্যা দিলে কুলের কলঙ্ক বড় পাই ॥
 জিজ্ঞাসা করেন কুন্তী যতনে কথায় ।
 অকস্মাৎ কান্দ কেন কহিবে আশায় ॥
 বিবরিয়া বিবরণ ব্রাহ্মণ বলিল ।
 তা শুনা কুন্তীর বড় আনন্দ হইল ॥
 ক্রন্দন সত্ত্বর কর নিবেদন কাছে ।
 পাঁচ বেটা আমার তোমার ঘরে আছে ॥
 নির্দয় হইয়া আমি দিব একজনে ।
 ব্রাহ্মণ বলেন আমি বলিব কেমনে ॥
 কুন্তী কন আমাদের কৃষ্ণ হন মূল ।
 ভীমকে পাঠান তবে আনন্দে আকুল ॥
 ব্রাহ্মণের পরিত্রাণ পুত্র কন্যা বাঁচে ।
 অতিথি রাখি কষ্ট কে কোথা পেয়েচে ॥
 আমি তোমায় রাখিব কর্যাচি এই আশ ।
 কৃষ্ণ পাব অস্ত্রে হব বৈকুণ্ঠেতে বাস ॥
 লাউসেন কয় মিতা শুন সবিশেষ ।
 দিনেক থাকিব যবে যাব নিজদেশ ॥
 আজিকার মত মিতা ক্ষেমা কর মোরে ।
 বকুলবৃক্ষের তলা বিশ্রাম বাজারে ॥
 কাতর হইয়া তবে লাউদত্ত কান্দে ।
 শিরে করাঘাত হানে বুক নাঞি বান্ধে ॥
 লাউসেন উঠিলা কর্পূর আগুসার ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্ম সখা যার ॥১৩৭॥

দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি ছুটি ভেয়ে যান ।
 অন্ধকার দিশাহারা পথ নাঞি পান ॥

কাতর হইয়া কান্দে কর্পূর পাতর ।
 বিদেশে পরান গেল বনের ভিতর ॥
 লাউসেন কয় দাদা বন নয় আস্ত ।
 বকুলবৃক্ষের তলা এইখানে বস্তু ॥
 উত্তর গঙ্গার তীর ছকুল শহর ।
 দেউল দেহারা দেখে মনুষ্যের ঘর ॥
 বিপত্ত্য বড়ই হল্য বিষয় হৃদয় ।
 কে আছে উদ্ধার করে এমন সময় ॥
 সেই সদানন্দময় সে জীবের গতি ।
 তাঁর সেই সূচাক্ষু চরণে রাখ মতি ॥
 জয় ধর্ম জগন্নাথ জগতমোহন ।
 শয়ন বৃক্ষের তলে বিছায়ে বসন ॥
 হিমাদ্রিপবন বয় গঙ্গার হিল্লোল ।
 লাউসেন কর্পূর হল নিদ্রায় বিভোল ॥
 পূর্ণ ভয় পরিশ্রম পথে ধায়াধাই ।
 দৈবের ঘটনে নিদ্রা গেল দুটি ভাই ॥
 চরমুখে মহাপাত্র পাল্য সমাচার ।
 মোহন মাহত বল্য পড়িল ইঁকার ॥
 ছজুরে রাজার হল হাজির আরতি ।
 হৈরং করিয়া আন হরি রাজহাতী ॥
 বক্সিস বিস্তর পাবি বহুমূল্য হার ।
 ইনাম লেখিয়া দিব অনন্ত বাজার ॥
 না কর বিলম্ব শুন আমার বচন ।
 বাজারে বকুলতলে বৈদেশী ছজন ॥
 ছকুম দিয়াছে রাজা ঠেকাইয়া হাতী ।
 দোহাকার পরান বধিবি লঘুগতি ॥
 মাথা কেট্যা এছা দিবি রাজার গোচর ।
 নচেং করিব গর্ত নিব গারিঘর ॥
 মোহন মাহত কয় মহং আসান ।
 তঙ্কির ছকুম হগু তিন বিড়া পান ॥

পান দিল পাত্র তাকে পরম আনন্দ ।
 পরাইল অঙ্গদ বলয় বাজুবন্দ ॥
 হেঁটমুখে হরিকথা হাসে মনে মনে ।
 ভাল ছেড়্যা মন্দ নাঞি ভাগিনার সনে ॥
 যে দেখি যমের বাড়ি যাবেক দু বেটা ।
 ঘনশ্যাম ঘোষে হতো ঘুচে গেল কাঁটা ॥
 আহা মরি কর্ণসেন আটকুড়া হল্য ।
 অভাগিনী রঞ্জার কপালে এই ছিল ॥
 মাহত বিদাই হল মহানন্দ মনে ।
 লঘু চলে বধিতে কর্পূর লাউসেনে ॥
 হাতীকে হৈরত কর্যা হেলায়্যা জিজির ।
 অনেক যতনে তবে করিল বাহির ॥
 কপালে সিন্দূর দিল কনকের পাটা ।
 মুক্তাফল মাথায় গলায় জয়ঘাটা ॥
 পাটহাতী রাজার প্রমত্ত অতিশয় ।
 হরিকে বধিতে চায় হির নাঞি হয় ॥
 চারখানি চরণ সুদীর্ঘ শালতরু ।
 আকার প্রকার উচ্চ যেমন সুমেরু ॥
 মদন মাহত তার পিঠে চড়্যা বৈশ্ণে ।
 অঙ্কুর করিল চুর ভেজায়া অঙ্কুশে ॥
 হরি রাজহাতী তবে হকুম জোগায় ।
 অবিলম্বে উপনীত বকুলতলায় ॥
 লাউসেন কর্পূর নিদ্রায় অচেতন ।
 কিবা স্বর্ধরূপ দেখ্যা মোহিত মদন ॥
 শুনেচি গোকুলে রামকৃষ্ণ অবতার ।
 ঐরি ভাবে কংসকে কর্যাচেন উদ্ধার ॥
 পুতনাবধ কর্যাচেন শকটভঞ্জন ।
 ধারণ করিল করে গিরি গোবর্ধন ॥
 সেই কৃষ্ণ বলরাম নটবর বেশে ।
 অভিপ্রায় বুঝি কি এলেন গোড়দেশে ॥

সার্থক জনম আজি সফল জীবন ।
 ছনয়নে দেখিলাম রাম নারায়ণ ॥
 মদন মাহুত কঁাদে মনস্তাপ কর্যা ।
 বৈদেশীর বালাই লইয়া যাই মর্যা ॥
 কেমনে করিব বধ নয় উপজাত ।
 হইব নরকগামী সবংশে নিপাত ॥
 পুরাণে শুভাচি কথা পণ্ডিতের ঠাঞি ।
 আজ্ঞাবহ দূতের অপরাধে দণ্ড নাঞি ॥
 চন্দ্রকে তখন সাক্ষী করে তিন বার ।
 জীব হত্যাকৃত পাপ নাহিক আমার ॥
 হৈরত করিয়া তবে ঠেকায় হাতীকে ।
 ইসারা ত করিল চরণ দিতে বৃকে ॥
 পাটহাতী প্রজ্ঞাবান্ জানিল অন্তরে ।
 লজ্জ্যা গেল লাউসেন কর্পূর পাতরে ॥
 মাহুত ফিরাতে চায় অঙ্গুশ জাঁকানে ।
 উৎকট হইল হাতী বাগ নাঞি মানে ॥
 মাহুতের গলায় মাথায় শুঁড় দিয়া ।
 ঐমনি আছাড়ে অস্থি যায় চূর্ণ হয়্যা ॥
 মাহুত করিয়া বধ হরি রাজহাতী ।
 নিজস্থানে উপনীত হৈলা লঘুগতি ॥
 চরমুখে মাহুতা পেলেক সমাচার ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্ম সখা যার ॥১৩৮॥

হেঁটমুখে ততক্ষণ বিচার কর্যা মনে ।
 বাস্থলী পূজিয়া বলি দিব লাউসেনে ॥
 তবে সে আমার নাম মাহুতা নাবড় ।
 যার সঙ্গে লাগি তার মারি জড়গড় ॥
 বড়াকে বিরলে ডেকে বলে বিবরণ ।
 হুজুরে বস্কিস পাবি ময়না ভুবন ॥

হাতে দিব টোডর গলায় দিব হার ।
 মাহিনা বাড়াব তোর হুজুরে রাজার ॥
 বৈদেশী স্বজন আলা বলে অল্পপাম ।
 বাজারে বকুলতলে কর্যাচে মোকাম ॥
 শুনেচি দক্ষিণে ঘর সমুদ্রের কূলে ।
 দেশে দেশে ছু বেটায় চুরি কর্যা বলে ॥
 সাবধান শহরে হইবি আজ রাত্রে ।
 হুজুর দাখিল কালি হবেক প্রভাতে ॥
 আর এক কথা শুন মঙ্গলের গোড়া ।
 লয়ে যা রাজার রাজ চড়নের ঘোড়া ॥
 তৎকাল তাদের কাছে বেঁধে রেখে আয় ।
 কোটালে কহিব যেন চৌকি জোগায় ॥
 বড়া বলে মহাপাত্র বড়ই সুসার ।
 আপুনি আমার ভাগ্যে চায় একবার ॥
 পাত্র কয় বড়া তুফি প্রাণে হতে বাড়া ।
 এই ধর আমার গায়ের জামাজোড়া ॥
 তুষ্ট হয়্যা তবে বড়া তৎকাল চলিল ।
 ঘোড়া লয়্যা সেনের শিয়রে বেঁধে আলা ॥
 আনন্দে মাহুতা নাচে মুচড়য়ে দাড়ি ।
 আমার ভগিনী রঞ্জা হল্য আটকুড়ি ॥
 কিঙ্কর কোটাল বস্তা করে বাড়বাড়া ।
 চুরি গেল ভূপতির চড়নের ঘোড়া ॥
 তবে বেটা তোকে আজি ত্রিশূলে চাপাব ।
 ঘোড়ার বদলে তোর ঘর দ্বার লব ॥
 একগণ আপন কার্য অবিসার হবি ।
 চারিঘাট বন্দ কর্যা চোর ধর্যা দিবি ॥
 কিঙ্কর কোটাল আলা ভয়ে কম্পবান্ ।
 বচন বলিতে মুখে হয় তিন খান ॥
 জানি নাগ্রি তবে যদি হয়্যাচে তঙ্কির ।
 মূর্তিটাক মহাপাত্র মাপ কর শির ॥

সহজে কোটাল জাতি কোটি বুদ্ধি মোর ।
 এখনি তল্লাস কর্যা ধর্যা দিব চোর ॥
 কর্যা এত মহাপাত্রে কোটাল কিঙ্কর ।
 চোর অন্তেষণে চলে সঙ্গে নিজ চর ॥
 নিশান ফুকুরে আগে নাগরায় কাঠি ।
 তোলপাড় কর্যা উঠে গোড়ের মাটি ॥
 শহর বাজার গ্রাম খুঁজে একে একে ।
 ডাকাডাকি হাঁকাহাকি হলি হল লোকে ॥
 পদচিহ্ন অশ্বের পথের মাঝে পায় ।
 ধর ধর করিয়া কোটাল তবে ধায় ॥
 চক্ষু পালটিতে পায় বকুলের তল ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্মের মঙ্গল ॥১৩৯॥

ঘোড়া দেখ্যা কিঙ্কর কোটাল কোপে জলে ।
 চোর চোর বলা ধরে লাউসেনের চূলে ॥
 এক বোল বলিতে পঞ্চাশ জন ধায় ।
 প্রকোপে পটুকা দিয়া বান্ধে হাতে পায় ॥
 কেউ বা মাথায় ধরে কেউ ধরে মারে ।
 একজন কিলালে হাজার কিল পড়ে ॥
 লাথা লোথা নির্ঘাত প্রহার ধাকা ধোঁকা ।
 উড়ে গেল আটখান হয়্যা মাথার পটুকা ॥
 চট চাট চাপড় নির্ঘাত মারে গায় ।
 নত হয়্যা লাউসেন ঘুর্যা পড়ে ঠায় ॥
 বিপদ সময় হল্য নাঞি বন্ধু ভাই ।
 তা দেখিয়া কর্পূর তরাসে দিল ধাই ॥
 সম্মুখে ময়রাঘর ভিতর দেউড়ি ।
 গোপাল গোবিন্দ বলা গেল তার বাড়ি ॥
 নিবিড় তিমির কোণে লুকালেন ঘরে ।
 ময়রানী দেখিতে পেয়্যা দূর দূর করে ॥

চোর বলা শব্দ হলা বাজারের মাঝে ।
 বুড়া এল্য বাড়ি লয়া মারিবার সাজে ॥
 কর্পূর কাতর হৈল মুখে নাই রা ।
 থর থর ওষ্ঠাধর ভয়ে কাঁপে গা ॥
 তখন দিলেক তাকে বিশেষ পরিচয় ।
 শরণ লয়াচি রাখ বিপদ সময় ॥
 কি ছার বাণিজ্যে এলাম তরী গেল ভেসে ।
 ময়রানীর মোহ হলা কোলে করে এসে ॥
 বাছাধন বাপধন পরান আমার ।
 রাখিব তোমাকে আমি দিব ঘর দ্বার ॥
 পাঁচ বেটা পাঁচ বউ আনন্দ আনয় ।
 তার মধ্যে তুমি বাছা হলে তবে ছয় ॥
 মুড়কি মিঠাই মণ্ডা মনোহর চিনি ।
 কর্পূরে আঁচল পুর্যা দিলেক ময়রানী ॥
 কর্পূর তাহাকে কয় শুন্যাচ পুরাণ ।
 জীমূতবাহন রাজা ছিল পুণ্যবান্ ॥
 একদিন ঘৃণু পক্ষে সয়চান খেদাড়ে ।
 প্রাণভয়ে রাজার নিকটে এস্যা পড়ে ॥
 সয়চান বিকল হয়্যা বলে রাজা হে ।
 প্রাণ যায় আমার আহারে ছেড়ে দে ॥
 রাজা কয় বিপদে শরণ লয় যেই ।
 পুত্র হতে প্রাণের অধিক হয় সেই ॥
 তবে যদি আপনি ক্ষুধায় কষ্ট পায় ।
 বরঞ্চ আমার মাংস কেট্যা দিব খায় ॥
 সচকিত সয়চান শুনিয়া ভূপভাষা ।
 আজি তোকে অভিশাপ ভঙ্গ কৈলি আশা ॥
 ময়রানী তখন কয় মনে নাঞি আন ।
 তুমি বাপু কেবল আমার হল্যে প্রাণ ॥
 রহিলেন কর্পূর আনন্দে তার ঘরে ।
 এখানে কোটাল সেনে উত্তেজনা করে ॥

পায় বেড়ি হাতে তোক গলায় জিজির ।
প্রভাত সময় করে পাত্রে হাজির ॥ অত্র ভনিতা ॥ ১৪০ ॥

জলন্ত অনল সম জল্যা গেল দেখে ।
কোপানলে কিঙ্কর কোটালে কয় ডেকে ॥
ব্যাধিশেষ শত্রুশেষ রাখা বিধি নয় ।
কষ্টে শ্রুটে কোন রূপে ঘুচাইলে হয় ॥
কর্যা দ করিয়া আজি রাখ কারাগারে ।
কাটিব বেটাকে কালি কালীর থর্পরে ॥
নৃপতি নিকটে আলা লঘু সেই দণ্ডে ।
কপট করিয়া কথা কয় হেঁট মুণ্ডে ॥
চিরকাল চাকর তোমার আমি বটি ।
হুজুরে হুকুম হলে হয় চোরে কাটি ॥
সজ্জান সুন্দর রাজ্য সাঁত মনে কয় ।
দেখিব কেমন চোর চুরি করে হয় ॥
কাশ্মীপীকান্তের হৈল কঠিন বচন ।
তব্বর আনিতে পাত্র তুরিত গমন ॥
রূপ দেখ্যা রাজার হবেক বড় আস্থা ।
ভালরূপে ভাগিনার করিব আবস্থা ॥
কিঙ্কিং সম্মম নাঞ্চি কহিল কোটালে ।
তুল্যা লয়া ফলাখান ফেলে দিবি জলে ॥
সেনকে সদয় সদা আছে ভগবান্ ।
সুমেধসমান হলা সেই ফলাখান ॥
না পের্যা তুলিতে তারা লজ্জা বড় পায় ।
কাটিব করিয়া শেষে কুঠার ভেজায় ॥
অক্ষয় অব্যয় ফলা কাটা নাঞ্চি গেল ।
মাহুতার মনে বড় মনস্তাপ হল ॥
লাউসেনে নৃপতিকে বৈধ্যা লয়া যায় ।
কাদা ধূলা ভূষিত করিয়া দেয় গায় ॥

গলায় ওড়ের মালা দিলেক তখন ।
 আগু পাছু হইয়া চলিল চারিজন ॥
 শহরে হইল রোল শুভা লোক ধায় ।
 দেখিয়া চোরের রূপ চিত্তে মোহ যায় ॥
 বলাবলি করে তারা বিকল অন্তর ।
 কে বলে কৃষ্ণের মূর্তি কে বলে তঙ্কর ॥
 কেহ বলে কুন্তীপুত্র কেহ বলে কাম ।
 কেহ বলে রোহিণীতনয় বলরাম ॥
 সভা কর্যা নৃপতি বস্ত্রাচে সিংহাসনে ।
 হেনকালে দাখিল করিল লাউসেনে ॥
 ধরিল উজ্জল রূপ ধর্মের রূপায় ।
 কাদা ধূলা কস্তুরী চন্দন হল্য গায় ॥
 গলায় বড়ের মালা হল শূচ্যহার ।
 মদনমোহন মূর্তি মোহিত সংসার ॥
 আপাদ পর্যন্ত তার করে নিরীক্ষণ ।
 চোর নয় বলিয়া বলিল সভাজন ॥
 মূর্তি দেখ্যা মহীনাথ মোহ পাল্য মনে ।
 আগ্র কর্যা বসালেন আপন আসনে ॥
 জিজ্ঞাসা করেন তবে কোন দেশে ধাম ।
 কার বেটা কার নাতি কহিবে কি নাম ॥
 লাউসেন কহেন নৃপতি বরাবর ।
 তব দণ্ড অধিকার ময়নায় ঘর ॥
 জিজ্ঞাসা করিলে যদি দিয়ে পরিচয় ॥
 কর্ণসেন নাম কনকসেনের তনয় ॥
 তেঁহ মোর জনক জননী রঞ্জাবতী ।
 বেণুরায় মাতামহ বাহুড়ায় স্থিতি ॥
 নিজ নাম লাউসেন ধর্মের তপনী ।
 শুভাচি মায়ের মুখে ভানুমতী মাসি ॥
 সভাজন সভাকার সবিস্ময় মন ।
 মাহুয়ার কীর্তি বল্যা জানিল তখন ॥

লাউসেনে কোলে কর্যা নাচে গৌড়েশ্বর ।
 আনন্দসাগরে যেন ডুবিল প্রস্তর ॥
 কৌতুকে কাঞ্চপীকাস্ত কুণল জিজ্ঞাসে ।
 সেন কন সকল মঙ্গল তাঁর আশিসে ॥
 হেঁটমুখে মাহুতা তখন মনে ভাবে ।
 এত যে করিলাম সব ব্যর্থ হলা তবে ॥
 তৎকাল ছাড়িব নাঞি থাকিতে পরান ।
 রঞ্জার বেটার বৃকে পাতিব উনান ॥
 মঙ্গলা করিয়ে তবে কহে মহীশ্বরে ।
 বিজ শ্রীমানিক ভনে বাঁকুড়ারায় বরে ॥১৪১॥

ত্রিপদী

শুন শুন রাজা ভাবে গেছে বোঝা
 এ বেটা সর্বথা চোরা ।
 ইহার বচনে প্রীত পাল্য মনে
 পাগল হয়্যাছ পারা ॥
 বুড়ালে ছর্মতি তেঞি হেন গতি
 নিজবৃদ্ধে রয়্যা গেছ ।
 না হলে এমতি হইয়া ভূপতি
 চোরে কোলে কর্যা নাচ ॥
 আমার বচন শুভ সদাতন
 সুধার সমান সরে ।
 যে বা করে চুরি আর ভ্রষ্টা নারী
 কত বুদ্ধি তারা ধরে ॥
 ভাগিনা আমার শুনি মহাশূর
 তার কি এমন কাজ ।
 ঘোড়া চুরি করে নগরে বাজারে
 অখ্যাতি অবনীমাঝ ॥
 তবে যদি বল কেমনে সকল
 সত্য পরিচয় দেই ।

ময়না গেছিল তথা শুয়া এল্য
 ইহার বিশেষ এই ॥
 যদি সেন বটে আমার নিকটে
 তোমার আরতি লগু ।
 ময়না হইতে আইল কোন পথে
 ইহা দেখি আগে কণ্ড ॥
 ভণ্ডের ভাষণে ভূপতির মনে
 প্রত্যয় হইল তায় ।
 শ্রীধর্মচরণ করিয়া শরণ
 দ্বিজ শ্রীমানিক গায় ॥১৪২॥

যত্ন কর্যা ভূপতি জিজ্ঞাসে লাউসেনে ।
 গোড়ে আলে ময়না হইতে কোন গণে ॥
 যুবরাজ কহেন যুগলকর জুড়্যা ।
 বাজারের বকুলতলে ফলাখান পড়্যা ॥
 দয়া কর্যা দুর্গা মোরে দিয়াচেন অসি ।
 কহিব পথের তব তথা হৈতে আসি ॥
 শুনিঞা সেনের বাক্য রাজা দিল সায় ।
 পাত্র বলে পাছে বেটা পলাইয়া যায় ॥
 না হয় কদাচ সত্য চোরের বচন ।
 সঙ্গে দেয় জিন্মা কর্যা সিফাই দুজন ॥
 পাত্রাধীন রাজা করে পাত্র বলে যাই ।
 দিলেন সেনের সঙ্গে দুজন সিফাই ॥
 সিফাই সঙ্গতি লয়া গিয়া বায়ুবেগে ।
 ফলা লয়া ফিরে আলা ভূপতির আগে ॥
 কি আশ্চর্য কৃষ্ণের কীর্তন লেখা তায় ।
 মোহিত হইল দেখ্যা যে ছিল সভায় ॥
 ভাবে গদ ভুবীধর ভাসে প্রেমজলে ।
 মনস্তাপে মহামদ মাথা নাঞি তুলে ॥

সেন কন তখন পথের সমাচার ।
 প্রথমে উসংপুর রাঁগা মেট্যা পার ॥
 জালন্দায় বাঘবধ বিস্তর ফিকিরে ।
 কর্যাচি কুস্তীরবধ তারাদীঘিনীরে ॥
 জামতিয়ে জয়সিংহ রাজার হজুর ।
 বাকুয়ের মেয়্যার করেচি দর্প চুর ॥
 বাচায়ে দিয়েচি তার ছুদিনের মড়া ।
 অদ্ভুত দেখিয়া কীর্তি সতে বেপহারা ॥
 গোলাহাটে সুরিষ্কার সমস্তাপূরণ ।
 নিজ হস্তে নাক কান কেটেচি নোটন ॥
 রাজার প্রত্যয় হলা সেনের বচনে ।
 সভাজন সতে তারা সাধু বলে জানে ॥
 মাহত্যা প্রবন্ধ কর্যা মর বেটা ছোচা ।
 সলিলে পাথর ভাসে সেও নাকি সাঁচা ॥
 বশুতায় বানর বৈনসে গীত গায় ।
 অজ্ঞান যে আস্থা করে এমন কথায় ॥
 ধর্ম অবতার রাজা ধরণীর পতি ।
 তার কাছে মিথ্যা কথা যাবি অধোগতি ॥
 তবে যদি নিশান ভূপতি আগে দিস ।
 মামা বল্যা আমার পায়ের ধূলা নিস ॥
 তবে তুঞি লাউসেন তবে যায় জানা ।
 দিবেন ইলাম লেখ্যা দক্ষিণ ময়না ॥
 বচনে সেনের হলা দশহাত বল ।
 ফলায় নিশান ছিল দিলেন সকল ॥
 পষ্ট হৈল মহামদ পালা বড় লাজ ।
 তথাপি মন্ত্রণা করে সভাজন মাঝ ॥
 বাঘ আছে জালন্দায় কেবা নাহি জানে ।
 সুরাসুর পরাভব সবে তার সনে ॥
 জালালশিখর রাজা না পার্যা যুঝিতে ।
 দেহভয়ে দেশত্যাগ হইল সেই হতে ॥

তুই যে বধিবি তাকে ধরে নাঞি মনে ।
 তবে বুঝি মর্যা ছিল দৈবের ঘটনে ॥
 অগাধ উদধি তুল্য তারাদীঘিনীর ।
 কত কাল আছে তায় কঠিন কুণ্ডীর ॥
 পশুপক্ষ দেবতা কিন্নর যায় নরে ।
 ভয়ে তার ভুবন ভক্ষণ নাঞি করে ॥
 তাকে যে করিলি বধ তাকে ধন্য বলি ।
 মিথ্যার মরাই বেটা জেনেছি সকলি ॥
 হুরিফার নাম শুনে সভাকার ভয় ।
 সদা তাকে ভদ্রকালী আছেন সদয় ।
 তার তুই নোটন কাটিলি নিজ বলে ।
 আছে কে এমন ক্ষিপ্ত এ কথায় ভুলে ॥
 তবে কার কামিনীর পীড়ার কারণ ।
 কিবা জানি কর্যাছিল মন্তক মুণ্ডন ॥
 অসংখ্য চোরের বুদ্ধি অশেষ বিশেষ ।
 কর্যাছিল লোটন কুড়্যাএ তার কেশ ॥
 এ কথা এখন থাকু ইহা বুঝি আগে ।
 বধিলি কেমন কর্যা বলবান্ বাঘে ॥
 বাঘ হতে বাড়া বল হস্তী নাই ধরে ।
 হস্তী মনে যুদ্ধ কর রাজার হজুরে ॥
 তবে সত্য তোর কথা তশ্কির আমার ।
 ভাগিন্যা বলিয়া কিছু দিব ত বেভার ॥
 ভণ্ডের ভাষণে ভূপতি দিল সায় ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্মের ক্রুপায় ॥১৪৬॥

মহামদ ডাকাইল মাহত মদনে ।
 বিরলে বিশেষ কথা বলে তার কানে ॥
 সুন্দর করিয়া আমি সেনে দিব সন্ত ।
 সম্বরে হাতীকে খায়া সাত ঘড়া মগ ॥

হাতে দিব বলয়া মঞ্জীরা দিব পদে ।
 এমন করিবি যেন ঐরি প্রাণে বধে ॥
 হাতী লয়া মাহত হকুম পেয়া চলে ।
 শহরের সাতকড়ি শুড়িকে গিয়ে বলে ॥
 হকুম দিলেন তোকে পাত্র মহারাজা ।
 সত্ত কর্যা সাত ঘড়া স্বরা দিবি তাজা ॥
 বস্ত্রিস বিস্তর পাবি কালি টাকাকড়ি ।
 শুভকথা শুনিয়া শুড়ির দড়বড়ি ॥
 যার যে স্ববৃত্তি তার আছে তায় স্বরা ।
 সত্ত দিল চুয়াইয়া সাত ঘড়া স্বরা ॥
 পান কর্যা পাটহাতী প্রমত্ত হইল ।
 ঐমনি অজ্ঞান হয়্যা ঢলিয়া পড়িল ॥
 দলমল করে হাতী দেখি যেন কাল ।
 বড় বড় বৃক্ষের ভাঙ্গিয়া পাড়ে ডাল ॥
 শুড়ির ভাঙ্গিল ঘর খরতর বায় ।
 মাহত কয়েদ কর্যা ধর্যা লয়ে যায় ॥
 দরবারে দাখিল কর্যা দিলেক কুঞ্জর ।
 প্রাণভয়ে পলাইল মাহত্যা পাতর ॥
 রাজার হইল ভয় রয় এক পাশে ।
 মুখে হাত লাউসেন মন্দ মন্দ হাসে ॥
 মনে ভাবে মহামদ মহত কুশল ।
 এই ভাগিনাকে নিব রসাতল ॥
 সঘনে কহিছে ডেকে কোপে কাপে অঙ্গ ।
 হেদে বেটা হস্তী সঙ্গে কর যুদ্ধ জঙ্গ ॥
 মল্লবেশ ধরিল ময়নার অধিপতি ।
 মাহত হৈরত কর্যা হেলাইল হাতী ॥ অত্র ভনিতা ॥ ১৪৪ ॥

ত্রিপদী

শ্রীধর্মচরণ

করিয়া স্মরণ

সমরে সরণ পাতি ।

ফিকিরে লাউসেন

ফিরিয়া বার তিন

ফলদে ফাঁদিল হাতী ।

নগবর ঐছনে

ধরিল লাউসেনে

অরুস হইয়া আস ।

প্রমত্তে প্রমদে

পূর্ণ পূর্ণচাদে

বাহ যেন করিল গ্রাস ॥

নগবর লাউসেনে

সমরল দুইজনে

বাজিল ঘোরতর রণ ।

পড়িল মহামার

ছাড়িল হুঙ্কার

কুবলয় কক্ষে যেন ॥

কম্পিত কুলাচল

কাশ্যপী টলবল

দিগ্গজ অস্থির হৈল ।

গজের গর্জনে

মেঘের নিঃস্বনে

অভেদ যুগল কৈল ॥

পতঙ্গ সমান

লাউসেন তখন

প্রাস্তরে উঠিল লোকে ।

হরি সম কষিয়া

হাতীকে ধরিয়া

হৈরত করিয়া লোকে ॥

নির্ঘাত আছাড়ে

নৃপতি নিয়ড়ে

চুরমার করিল অস্থি ।

চীৎকার শব্দে

পাতাল প্রচেতে

পরান ত্যাজিল হস্তী ॥

দেখিয়া সভাজন

প্রশংসে লাউসেন

রাজার হইল আনন্দ ।

দ্বিজ শ্রীমানিক

রচিল রসিক

রসোদয় সুন্দর ছন্দ ॥১৪১॥

জামা জোড়া পরিধান বিচিত্র বসন ।
 লাউসেনে মহীপাল দিলেন তখন ॥
 আপনার কর্ণহার দিলেন গলায় ।
 বাজননুপুর দুটি পরালেন পায় ॥
 লাউসেন যতপি করিল হাতীবধ ।
 মনস্তাপে মন্ত্রণা জুড়িল মহামদ ॥
 থর যেন ক্ষিপ্ত বেটা খল বুদ্ধি ধরে ।
 হুজুরে রাজার হেদে হাতীটাকে মারে ॥
 যুদ্ধ করিবারে আমি দিলাম আরতি ।
 ভাল চায় জিয়াইয়া দেগ পাটহাতী ॥
 পাটহাতী বিনে লক্ষ্মী না করেন বাস ।
 অচিরে রাজার হইবেক সর্বনাশ ॥
 রাজা কন লাউসেনে বচন স্বরস ।
 জিয়াইলে হাতীকে জগৎ ভর্যা যশ ॥
 সেন কন মহারাজা মাপ হগ মোরে ।
 মড়াকে বাঁচাতে শক্তি মনুষ্যে কি পারে ॥
 এত শুনা মাহুতা মন্ত্রণা কর্যা ভাসে ।
 অভাগ্য আমার বলা খল খল হাসে ॥
 শুন হে ভূপতি তুমি বুড়া হয়্যা পাল (?) ।
 চোরকে সেনের বুদ্ধি মজাবে সকল ॥
 কদাচিৎ সত্য কয় মিথ্যার মরাই ।
 একটি কথার আমি প্রত্যয় না পাই ॥
 এই যে কয়্যাচে বেটা হয় নয় চোরা ।
 জিয়াইয়াচি জামতি যে দুদিনের মড়া ॥
 এইরূপ সব মিথ্যা যতেক কয়্যাচে ।
 বধে নাই বাঘকে বচনে বোঝা গেছে ॥
 বুড়া হাতী বলহীন বধিলেক যত ।
 না বাঁচালে নৌকতা পাবেক তার মত ॥
 তখন দেখিল রাজা ধবল পতাকা ।
 সেনের জুভায় দুটি ধর্মের পাছকা ॥

সবিনয় বচন বলেন বার বার ।
 এ তিন ভুবনে নাগ্রিঃ অসাধ্য তোমার ॥
 ধর্মের তপসী তুমি বট ধর্মচিত ।
 হাতীকে বাঁচালে হয় সভাকার প্রীত ॥
 নৃপবাক্যে লাউসেন হইল। সাবধান ।
 স্থান কর্যা। সেবিলেন স্বরূপনারান ॥
 দিলেন হাতীর গায় সেই পুষ্পজল ।
 বৈকুণ্ঠে জানিল ধর্ম ভকতবৎসল ॥
 সেবকের মনোবাঞ্ছা করিলা পূরণ ।
 প্রাণ পেয়া। পাটহাতী উঠিল তখন ॥
 চতুর্দিকে হরিধ্বনি হল্য উচ্চরোল ।
 জয় শব্দে শঙ্খ ঘণ্টা বাজে জয়টোল ॥
 লাউসেনে কোল দিলা গোড়েশ্বর রায় ।
 লাউসেন প্রণাম করিল তার পায় ॥
 পাত্রে কন পৃথ্বীপতি প্রভুত্ব বচন ।
 রঞ্জার নন্দনে কষ্ট দিলে অকারণ ॥
 আমার চক্ষের শ্লাঘ্য তোমার ভাগিনা ।
 ইলাম লেখিয়া দেয় দক্ষিণ ময়না ॥
 মহামদ কয় মহারাজার গোচরে ।
 ভাগনা হয়্যা। মামাকে প্রণাম নাহি করে ॥
 সেন কন ধর্ম বিনে নতি করি যাকে ।
 ভাস্করাশি হয়্যা। যায় ভারথে না থাকে ॥
 ধর্ম অবতার রাজা ধরণীর পতি ।
 নিয়ত লবণ খাই তেঁই করি নতি ॥
 খলবুদ্ধি মাহুতা খলতা করে ক্ষিপ্ত ।
 সন্নিকট সাক্ষাতে দেখিল বটবৃক্ষ ॥
 ইহাকে প্রণাম কর কহিল সভায় ।
 দেখিব কেমন গাছ ভাস্কর হয়্যা। যায় ॥
 সঙরিয়া শূন্যমূর্তি সেন গুণধাম ।
 উত্তর আসনে বস্তু করিলা প্রণাম ॥

বিপর্যয় বটবৃক্ষ ভস্ম হয়। গেল ।
 সেন কন মামা হে প্রণাম করি বল ॥
 তখন মাছড়া কয় ত্রাস হল মনে ।
 অমনি আশিস্ করি থাকিবে কল্যাণে ॥
 কি হতে কি হয় বাপু কাজ নাঞি গড়ে ।
 মাতুলের প্রবন্ধে ভাগনার যশ বাড়ে ॥
 অনেক কাল এই বৃক্ষ এইখানে আছে ।
 না থাকিলে রাজার অভদ্র হয় পাছে ॥
 অনাদি আদেশে বসেন লাউসেন রায় ।
 পূর্বরূপ হলা বৃক্ষ ধর্মের কৃপায় ॥
 পাত্রে কন মহীশ্বর মহানন্দ মনে ।
 লেখা দেয় ময়না বন্ধিস লাউসেনে ॥
 পাত্র কন পৃথ্বীপতি নিবেদন পায় ।
 ন লাখ টাকার জায়গা দিয়া নাই যায় ॥
 কণ্ঠহার পরিশাল দিলে জামাজোড়া ।
 বরং লেখিতে বল লেখি এক পাড়া ॥
 রাজার হইল কোপ কাপে অঙ্গ কতি ।
 মাসি দিক আশ্রয়ন অন্তের কি ক্ষতি ॥
 পষ্ট হয়। পাটা লেখা মাছড়া পাতর ।
 আজি হৈতে লাউসেন রাজার চাকর ॥
 সেই কর্যা নৃপতি দিলেন লাউসেনে ।
 সম্ভাষ হইল দেখা সভাসদ জনে ॥
 মনে কর্যা মহামদ বিষ থেয়ে মরি ।
 ঘুচাব জঞ্জাল সর্ব যত দিনে পারি ॥
 নৃপতি কহেন সেনে প্রাণে হতে বাড়া ।
 নেয় গিয়া মন্দুরায় মনমত ঘোড়া ॥
 পাত্র বলে মহারাজা ঘোড়া কেন দিবে ।
 লাউসেনে ঘোড়া দিলে কোন ফল পাবে ॥
 ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে দেয় পাবে শত গুণে ।
 এ সব ব্যাসের কথা শুতাচি পুরাণে ॥

রূপদনন্দিনী যবে ছিল্য। বাপ ঘরে ।
 দিয়াছিল্য। কোপীন অন্ধক মুনিবরে ॥
 দুর্ঘোষন বস্ত্র তার করিলা হরণ ।
 রাশি রাশি বস্ত্র তারে দিলা নারায়ণ ॥
 রাজা বলে মহাপাত্র ভাব নাঞি দুখ ।
 অবশ্য চাহিতে হয় বান্ধবের মুখ ॥ অত্র ভনিতা ॥১৪৬॥

আনন্দে অনাদিপদ করিয়া শরণ ।
 ঘোড়া নিতে লাউসেনে করিলা গমন ॥
 হেঁটমুখে মহামদ মনে ভাবে এই ।
 ক্রুরায় করে সেই খেপা ঘোড়া নেই ॥
 তবে সে আমার বাজা হয় বরাবর ।
 এফনি আছাড়া মারে যায় যমঘর ॥
 দুর্বল হইয়া শত্রু মিত্রগণে হেঁটা ।
 কিছু না করিতে পারে মরে বিশ খুঁটা ॥
 লাউসেন তুরিত ভবনে দিল দেখা ।
 খুঁজেন পূর্বের ঘোড়া পাথর বিশাখা ॥
 তুরগী টাংগন তাজি টাটু জোড়া জোড়া ।
 সেনে দেখে সঘনে হীসরে সব ঘোড়া ॥
 অধির পাথর বাধা আছে পাশে ।
 খেপা ঘোড়া বল্য। কেউ নিকটে না আসে ॥
 চারি পায় জিজির গলায় চর্মপাশ ।
 বিপরীত বন্ধনে বিগতি বার মাস ॥
 লাউসেনে দেখিয়া স্থথের সীমা নাই ।
 এতদিনে অতুল অনাথ গোমাঞি ॥
 ব্যক্ত হয়। বলেন বচন বহুতর ।
 আশ্র সেন আসি ঘোড়া অধির পাথর ॥
 যুগে যুগে জন্ম সিফাই যদি পাই ।
 এক বৎসরের পথ এক দিনে যাই ॥

যেতে পারি স্বরালয় পাতাল ভুবন ।
 যমকে জ্বিনিতে পারি যদি পাই রণ ॥
 অবাচীনে অন্ম জনে পিঠ নাই দি ।
 তোমার নিমিত্তে জন্ম মর্ত্যে লভেছি ॥
 কেহ যদি পিঠে নেয় কোপে কাপে গা ।
 ঐমনি আছাড় মারি বৃকে দিয়ে পা ॥
 চন্দ্রমণি চর্মচক্ষে চিনিতে না পারে ।
 অজ্ঞান ভূপতি আমা অনাদর করে ॥
 খেপা ঘোড়া বল্যা আমা খেতে নাহি দেই ।
 অনুদিন আদ্যাসি আহার মাত্র এই ॥
 দারুণ দুর্গতি মোর দানাপানি মানা ।
 লগ্ন্যা চল লাউসেন ঘুচুক যন্ত্রণা ॥
 চড়নের ঘোড়া পূর্বে ছিলাম তোমার ।
 তুমি জন্ম লভিলে অবনী আগুসার ॥
 মায়াধর মন ক্ষিপ্তে মদনে কহেন ।
 ষামার্ধে উদয় সূর্যে যে কালে হবেন ॥
 উঠেঃশ্রবা অশ্ববর আছে তার রথে ।
 কায়ে হানে কামবাণ কটাক্ষে নির্ঘাতে ॥
 অনঙ্গ অনাদিবাক্যে ঐমনি সত্তর ।
 পুষ্পময় ধনুকে জুড়িল পাঁচ শর ॥
 আকর্ণ সঙ্কান পুর্যা এড়িলেন বাণ ।
 বাঞ্জিল অশ্বের বৃকে হইল অজ্ঞান ॥
 রতি সনে রসে হলা রতন অধৈর্য ।
 বিষ্ণুপদী উদকে পড়িল অশ্ববীর্য ॥
 হেন কালে নৃপতির ভদ্রা নামে খুড়ি ।
 অশ্বপানে অশ্বপাল এড়ে দড়বড়ি ॥
 ত্রিপথগাতীরে হলা তুরিত গমন ।
 অশ্ববীর্য তপ্ত হইল দৈবের ঘটন ॥
 ভীষ্মমাতৃভুবনে উজ্জানে ভেষ্টা যায় ।
 ভুবন সহিত ভ্রমে ভদ্রা তাকে খায় ॥

আত্মকার্যে আমাকে করিয়া অবিসার ।
 পাঠালেন প্রযত্নে অনাথ করতার ॥
 ভদ্রার জঠরে জন্ম হৈল যথাকালে ।
 এই দেখা তোমার সহিত ভাগ্যফলে ॥
 দিয়াছেন মামাকে আরতি দয়াময় ।
 সাধিব তোমার কার্য কামরূপ জয় ॥
 শিমূল করিব জয় ঢেকুর অবনী ।
 লাউসেন আশ্চর্য মানিল ইহা শুনি ॥
 প্রদক্ষিণ প্রণাম করিল পাঁচবার ।
 অধিক অনন্দ হতে আপুনি আমার ॥
 পূর্বজন্ম্য। সখা ছিলে পাসরিতে নার ।
 ইহ জন্মে আত্মগুণে অনুগ্রহ কর ॥
 প্রতি ক্ষণে পায়ের বন্ধন করে দূর ।
 হয় লয়া হর্ষে এল্য রাজার হৃদয় ॥ অত্র ভনিতা ॥১৪৭॥

রাজা কয় বাপু হে এমন বুদ্ধি কেন ।
 ভাল ঘোড়া থাকিতে এমন ঘোড়া আন ॥
 সেন কন নিবেদন নৃপতি নিকটে ।
 এই ঘোড়া আমার মনের মত বটে ॥
 মাছড়া তখন কয় মন্ত্রণার সার ।
 চক্রবর্তী দিল ঘোড়া চাপ এক বার ॥
 তবে সে আমার হয় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ।
 দেখে লোকে দশ মুখে করে ধন্য ধন্য ॥
 এত শুনে লাউসেন হল্য আশ্চর্যসার ।
 জামাজোড়া পর্যা পরে বাকিল হেত্যার ॥
 সাজ কর্যা সাজিলে ঘোড়ার পিঠ নিল ।
 অন্তরীক্ষে অশ্ববর উধাউ করিল ॥
 হিমালয় পার হয়্যা পায় লঙ্কাপুরী ।
 গোকুল নগর দেখ্যা গোবর্ধন নাগরী ॥

সুরলোক সকল দেখিল স্বতন্তরে ।
 বিশ্রাম তৃতীয় দণ্ড মন্দাকিনীতীরে ॥
 অমরাবতীয়ে দেখে ইন্দ্রের ভুবন ।
 পারিজাত কল্পবৃক্ষ নন্দনকানন ॥
 পাতাল প্রবেশ করে ভেদ কর্যা ক্ষিতি ।
 বলির ভুবনে দেখে গন্ধা ভোগবতী ॥
 গগনে উঠিল গিয়ে গন্ধবায়ের ভর ।
 সেনের বিলম্ব দেখ্যা ভাবে গোড়েশ্বর ॥
 মাছটার মহানন্দ মনে উপজিল ।
 এবার ঘোড়ার হাতে লাউসেন মৈল ॥
 ছুটুছনে দমন দিলেন ভদ্রকালী ।
 গলায় বিক্লেচে বেটা গরলের থলি ॥
 কপাল আমার ভাল কালে গেল জুড়ে ।
 খেপা ঘোড়া এতক্ষণ মেরেছে আছাড়ে ॥
 হেন কালে উপনীত ময়নার নাথ ।
 মাছটার মাথায় পড়িল বজ্রাঘাত ॥
 ভূপতির ভয়ে কিছু কহিতে না পের্যা ।
 উঠে গেল সভা হৈতে মনস্তাপ কর্যা ॥
 নৃপবর লাউসেনে করিলেন কোলে ।
 অঙ্গ যেন সিঞ্চিত হইল সুধাজলে ॥
 লোকমুখে কর্পূর পেলেন সমাচার ।
 দাদার পৌরুষ হল দরবারে রাজার ॥
 আনন্দিত এলেন অবনীনাথ আগে ।
 রূপ দেখ্যা সর্বলোক সুবিস্ময় লাগে ॥
 কেহ বলে অভিমন্যু অর্জুনআয়ুজ ।
 পঞ্চম প্রসন্ন মূর্তি মুখানি পঙ্কজ ॥
 কেহ বলে কামদেব কৃষ্ণের কুমার ।
 অন্তে বলে দ্বিতীয় অর্জুন অবতার ॥
 মহীপাল আদি সবে মগ্ন হয়্যা বয় ।
 না কহিতে লাউসেন দিল পরিচয় ॥

কনিষ্ঠ আমার ভাই কর্পূর আখ্যান ।
 শাস্ত্র মূর্তি সর্বশাস্ত্রে সুধীর সজ্ঞান ॥
 অধিক আনন্দ হৈল অবনীপতির ।
 তড়িৎপ্রকাশে যেন ঘুচিল তিমির ॥
 দক্ষিণাংশে লাউসেন বামাংশে কর্পূর ।
 দু নয়নে দেখে রাজা রাম কৃষ্ণ রূপ ॥
 সভা ভেগ্যা শাস্ত্রমানে তবে সমাদরে ।
 লগ্ন্যা গেলা অন্তঃপুরে লাউসেন কর্পূরে ॥ অত্র ভনিতা ॥১৪৮॥

রানীকে কহেন রাজা রসে হয়্যা ভোর ।
 এস্তা দেখ এই দুটি রঞ্জার কিশোর ॥
 এই কথা ভাহুমতী শুষ্ঠা আচম্বিত ।
 আনন্দে অমৃতে অঙ্গ হইল সিঞ্চিত ॥
 দেখিয়া দোহার রূপ দূরে গেল দুখ ।
 সমুদ্র শব্দে নাকি এত হল্য সুখ ॥
 মনে হতে পূর্বকথা মগ্ন মোহজালে ।
 মরি বাছা বাপধন এস্ত করি কোলে ॥
 শালবাণে ভগ্নী মোর তিয়াগিয়া তলু ।
 পেয়েচে পরম ধন রত্ন রামকাহু ॥
 অন্ধক জনের নড়ি কৃপণের ধরা ।
 অভাগী মাসির হয় নয়নের তারা ॥
 হইবে সে আমার দুঃখ দূরে গেল সব ।
 সুখচিত শুনিঞা মধুর মুখরব ॥
 আদর করিয়া রানী বসালেন কোলে ।
 কত শত চুপ খায় বদনকমলে ॥
 চিনি মণ্ডা মুড়কি মিঠাই উপহার ।
 খায়ালেন অনেক করিয়া অবিসার ॥
 অহুদিন আনন্দে রহিল দুটি ভাই ।
 দেশে যাব বলিয়া পড়িল ধায়াধাই ॥

বিদাই মাসির কাছে বিনয় বচনে ।
 তা শুষ্ঠা মাসির হৈল শোকাকুল মনে ॥
 দিবসে আন্ধার দেখ্যা লোচনবিহীনে ।
 এস্তাচ মাসির ঘর থাক দশ দিনে ॥
 লাউসেন কর্পূর কন বিযোগ হইয়া ।
 মনে দুঃখ মা আছেন পথপানে চেয়া ॥
 বিদাই দিলেন রানী বিস্তর যতনে ।
 ভূষিত করিল দিয়া বসন ভূষণে ॥
 মানিক মুকুতা মণি মূল্য নাই যার ।
 রজাকে দিলেন রানী রত্নময় হার ॥
 প্রণমিয়া মাসির পঙ্কজ দুটি পায় ।
 নৃপতির নিকটে গেলা হইতে বিদায় ॥
 করপুটে দাণ্ডাইয়া কহেন দুটি ভাই ।
 আজ্ঞা দিলে আপুনি আপন দেশে যাই ॥
 কহেন কাশ্চপীনাথ কেমনে কহিব ।
 এক্ষুণি রানীর কাছে অহুযোগ পাব ॥
 লাউসেন কর্পূর কন নিবেদি চরণে ।
 বিদাই দিলেন মাসি বিস্তর যতনে ॥
 হরষ বিষাদ দুই হইল রাজার ।
 কর্পূরে দিলেন এন্টা কাঞ্চনের হার ॥
 কুন্তল কর্ণের ভূষা কনকে রচিত ।
 সেনকে দিলেন এন্টা সময় উচিত ॥
 পুটাঞ্জলি প্রণাম করিলা দুটি ভাই ।
 আশিস্ দিলেন রাজা আনন্দে বাধাই ॥
 স্বদেশে বিদাই স্থখে হইয়া বিদায় ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে পালা হৈল সায় ॥১৪২॥

ইতি রাজসম্ভাষণ পালা সমাপ্ত ॥

[সপ্তম পালা সমাপ্ত]

[অষ্টম পালা]

বিষম ধর্মের ঘর করাতের ধার ।
 একমন করিলে অবশ্য হয় পার ॥
 আরোহণ অধির পাথরে লাউসেন ।
 শূন্যমূর্তি সাত বার স্বান্তরে ভাবেন ॥
 কর্পূর পশ্চাতে যান কিশোর বয়েস ।
 শ্রীরাম লক্ষ্মণ যেন চলিলেন দেশ ॥
 রাবণ করিয়া বধ সীতার উদ্ধার ।
 বিভীষণে দিলেন কনক লঙ্কাভার ॥
 পাছ হলা গোড় পদ্ধতি প্রবর্তনে ।
 কৃষ্ণকথা ছুভায়ে কোতুক বাড়ে মনে ॥
 অতুল আনন্দে আত্মা ভাবে নাঞ্চি আন ।
 রথভার রামকৃষ্ণ রস ভরে যান ॥
 রাখিলেন রথখান রবিস্বতাকূলে ।
 নারায়ণে নমস্কিয়া নাখিলেন জলে ॥
 দাঁড়াইয়া দিলেন ডুব দক্ষিণ অশ্বরে ।
 দেখিলেন রাম কৃষ্ণ জলের ভিতরে ॥
 জল পানে যোগবলে যমুনাকে দয়া ।
 অভিপ্রায় দেখিলাম দোহাকার ছায়া ॥
 উঠিয়া অমৃত হৈতে এই মনে করি ।
 রথে পুন দেখিলেন চতুর্ভুজ হরি ॥
 এই কথা কহিতে বলিতে ধায়াদাই ।
 উপনীত রমতি নগরে ছুটি ভাই ॥
 অশ্ব রাখেন লাউসেন অয়নে উতারি ।
 কর্পূর জোগায় জল কনকের ঝারি ॥
 বসিলেন ছুটি ভেয়ে বকুলের মূলে ।
 কৃষ্ণ বলরাম যেন কদম্বের তলে ॥

স্বেদজল কর্পূরের পড়ে সর্ব গায় ।
 শীতল করিল সেন বসনের বায় ॥
 অর্জুনের রথের সারথি ভগবান্ ।
 আমার সারথি তুমি এই মনে ধ্যান ॥
 আপুনি ঈশ্বর অংশ এই মনে করি ।
 হেন জন সদা মোর বন ফলা ঝারি ॥
 কপালের কথা কিছু কয়া নাঞি যায় ।
 কালু বীর কিরিকুল কাননে চরায় ॥
 হরিতক শাল হাতে হৈ হৈ হাঁকে ।
 মাঙনি সামলি ধনি কালি বল্যা ডাকে ॥
 গ্রান মুখ সদাই শূকর সঙ্গে ফির্যা ।
 কটিতে কোপীন তায় গঙা দশ গির্যা ॥
 তৈল বিনে তায় কেশ তহু যেন খড়ি ।
 কেবল সঙ্কট কষ্ট কপালের দেড়ি ॥
 বিপর্যয় পক্ষ এক বিষ্টু রথ বলে ।
 রাবণে ধরিয়া খায় বস্ত্রা বৃক্ষ ডালে ॥
 লোচন নিয়রে হলা কালুর নজর ।
 বাটুল সন্ধান করে পক্ষের উপর ॥
 আকর্ণ অভেদ কর্যা এড়িল বাটুল ।
 বাজিল নির্ঘাত পক্ষ হইল আকুল
 ভাঙ্গিয়া পড়িল তাল হস্তীর সহিতে ।
 সবিস্ময় লাউসেন দেখিয়া সাক্ষাতে ॥
 কর্পূর কহেন দাদা দেখ বিড়মাণে ।
 আছে কে এমন বীর এ তিন ভুবনে ॥
 রাজার দরবারে গুণ করিলে জাহির ।
 জামা জোড়া ঘোড়া পেলে ময়না বন্দি ।
 ইহাকে লইয়া চল করিয়া যতন ।
 একাকী হইব জয় যদি পড়ে রণ ॥
 কেবল পীযুষ যেন কর্পূরের কথা ।
 কালুকে মাগিল সেন পরিচয় বার্তা ॥

বন্দিয়া ময়ূরভট্ট কবি স্বকোমল ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে শ্রীধর্মমঙ্গল ॥১৫০॥

কি নাম তোমার ভাই কোন বর্ণ জেতে ।
 কহিবে সকল সত্য আমার সাক্ষাতে ॥
 কালু কয় কিমর্থ কহিব মিথ্যা কহ ।
 বিক্রমে বিশাল বীর সিংহ পিতামহ ॥
 কিস্কর বীরের বেটা কালুবীর নাম ।
 সাথাস্থরা আত্মজ্ঞ অবনী অল্পপাম ॥
 বুদ্ধ সিংহ পদবী সদার বংশ জেতে ।
 রাজার চাকর হই রাজ্য থও হইতে ॥
 অষ্টম পুরুষ এই রমতিয়ে বাস ।
 নৃপতি চাকর বল্যা না করে তল্লাস ॥
 আমার সঙ্গতি আছে তের ঘর ডোম ।
 বলে ইন্দ্রজিত রণে বিশাল বিক্রম ॥
 কপাল প্রসন্ন নয় কালে কষ্ট পাই ।
 কান্তা বুনে কুলা পেথ্যা তাহা বেচ্যা খাই ॥
 শাক লাউ সিদ্ধ করে সেও অলবণ ।
 হাণ্ডা দশ হল্যে হয় উদর পূরণ ॥
 ছেড়া কানি পরিধান জুড়ে নাগ্রি বাস ।
 আপুনি পরিচয় দিবে এই অভিলাষ ॥
 সেন কন দক্ষিণ ময়না অল্পপাম ।
 তাহার নৃপতি আমি লাউসেন নাম ॥
 তোমার বিক্রম দেখ্যা মনে হরষিত ।
 ঘুচাব যন্ত্রণা চল আমার সহিত ॥
 অচিরে করিয়ে দিব স্ববর্ণের ঘর ।
 তায় দিব স্ফটিকের স্তম্ভ মনোহর ॥
 বিস্তর করিয়া দিব বসন ভূষণ ।
 রতন পালঙ্ক দিব করিতে শয়ন ॥

অবণে কুণ্ডল দিব হাতে দিব বালা ।
 গলায় পরিবে গজমুকুতার মালা ॥
 দাদা বলে দিবানিশি জোগাব বচন ।
 সমপিব রাজ্যভার নিজ পরিজন ॥
 কালু কয় সম্মুখে জুহার সাত বার ।
 ঘরে আছে লখ্য। ডুমনী রমণী আমার ॥
 তের ঘর ডোম তারা আছে আজ্ঞাকারী ।
 সে যত্বপি বলে যেতে তবে যেতে পারি ॥
 জন্মভূমি জননী স্বর্গের সমতুল ।
 কেমনে করিব ত্যাগ মমত্ব আকুল ॥
 দীনহীন দেখ্য। যদি দয়া হইল চিত্তে ।
 তের ঘর ডোম যাব সগোষ্ঠী সহিতে ॥
 মনে স্থখী ময়নার মহীপাল কয় ।
 লখ্য। যাব সভাকে বিলম্ব নাহি সয় ॥
 বসিলেন লাউসেন বৃক্ষের নিয়ড়ে ।
 কালু হৈল উপনীত কুড়ার দুয়ারে ॥
 অগ্ন দিন হতে অতি আনন্দিত দেখ্য। ।
 ব্যস্ত হয়্য। বিবরণ জিজ্ঞাসিল লখ্য। ॥
 কালুবীর কয় আর মনঃকথা কি ।
 হের আশ্র শুন হেদে ঝকরের ঝি ॥
 ময়নার নৃপতি নাম লাউসেন রায় ।
 কলেবরে কত শোভা কথা নাহি যায় ॥
 কৃপালু অন্তর দাতা কর্ণের সমান ।
 আমাদিকে সঙ্গে কর্যা লয়ে যেতে চান ॥
 শুনে এত শুভ বার্তা স্বামীর বদন ।
 ডাক দিয়া আনাইল ডোম তের জন ॥
 উদ্বাহ ঐমনি আনন্দে মগ্নচিত্ত ।
 সতে মেলে সেনের সাক্ষাতে উপনীত ॥
 চতুর্দিকে দাণ্ডাইল শোভে চন্দ্রকলা ।
 গোবিন্দে বেড়িয়া যেন আছয়ে গোয়লা ॥

নতি কর্যা লাউসেনে লখ্যা কয় বাণী ।
 কষ্ট দেখ্যা কৃপা যদি কর্যাচ আপুনি ॥
 নৃপতির লবণ নিয়ত মোরা খাই ।
 তার আজ্ঞা না পেল্যা কেমন কর্যা যাই ॥
 চাকর হইয়া যদি করি অন্তমত ।
 এই পাপে বিরুদ্ধ হবেক ধর্মপথ ॥
 পদছায়া দিলে যদি পাষণ্ড দেখিয়া ।
 লগ্যা চল নৃপ কাছে ছাড়ান করিয়া ॥
 এত শুষ্ঠা লাউসেন লখ্যার উত্তর ।
 লঘুগতি গেল ফিরে নৃপতি নিয়ড় ॥
 বসুদেব বিজ্ঞাধর বিনোদ বলাই ।
 কালাচাঁদ কুড়্যারাম কমল কানাক্রি ॥
 বাগরায় বিষ্ঠা বষ্ঠা লালু কালু আর ।
 তের ডোম সঙ্গে সেন করিল জুহার ॥
 নৃপ কন বাপু ফিরে আইলে কহ ।
 সেন কন কালুকে আমার সঙ্গে দেহ ॥
 রাজা কন তোমাকে অদেয় আছে কি ।
 প্রাণের অধিক তুমি পূর্বে কয়াচি ॥
 কালুকে লইয়া তবে মধুর লপিতে ।
 সমপিয়া দিলেন সেনের হাতে হাতে ॥
 আনন্দের সীমা নাক্রি সেনের গমন ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা নিরঞ্জন ॥১৫১॥

তবে তুর্গ তুরঙ্গে চাপিলা লাউসেন ।
 উঠৈঃশ্রবা অশ্ববরে আখণ্ডল যেন ॥
 মাথা সুরা ছ বীর ঘোড়ার আগে ধায় ।
 তের ডোম তারা সব আশেপাশে ধায় ॥
 পড়িয়া রহিল কুড়্যা পত্রের ছাউনি ।
 পশ্চাৎ চলিল লখ্যা যতেক ডুমনৌ ॥

ধাইল ডোমের শিশু হইয়া মিশাল ।
 তাড়িয়ে চলিল কালু শূকরের পাল ॥
 সেন কন ময়না ধর্মের স্থান হয় ।
 তায় অনাচার করা উপযুক্ত নয় ॥
 রেখে চল নদীকূলে বিপিনে নতুবা ।
 কালু কয় না হলা আমার তরে যাবা ॥
 না করিতে পারি ত্যাগ জেতের ব্যাভার ।
 ইহাতে যে মত হয় হুম তোমার ॥
 বীরের বচনে বাক্যে লাউসেন বলে ।
 কুবঙ্গ কাসর দিব কোলের বদলে ॥
 কালু কয় এককাল করেচি পালনে ।
 কি গতি হবেক তবে রেখে গেলে বনে ॥
 বুঝিয়া কালুর ভাব সেন দিলা বর ।
 বিপিনে থাকুক হয়। বিপিনশূকর ॥
 প্রবেশ করিব বল পেয়া। কৃপাদৃষ্টি ।
 সেই হৈতে হলা বনশূকরের সৃষ্টি ॥
 তুষ্ট হৈল কালুবীর সেন তারপরে ।
 ভঞ্জিত করিলা টাকা সুবলবাজারে ॥
 বসন ভূষণ কিনে দিলেন সভাকে ।
 তীক্ষ্ণধার হেতের দিলেন একে একে ॥
 করিয়া রমতি পাছু গমন কেশরী ।
 ভৈরবী হইলা পার আয়োহণে তরী ॥
 বপু ক্রুর ব্যাধ এক বিহগসন্ধানে ।
 ফাঁদ জাল অনেক এড়েচে এক বনে ॥
 আপুনি লুকায়ে আছে বৃক্ষের নিয়ড়ে ।
 শারী শুক ছই পক্ষ দৈবে তায় পড়ে ॥
 বিপরীত বন্ধন দৌহার পায় দিয়া ।
 বাজারে বিক্রয় হেতু ব্যাধ গেল লয়া ॥
 কেহ নাই নেয় পক্ষ গত শেষ দিবা ।
 ব্যাধ বলে আজি হৈল অলক্ষণ কিবা ॥

ভ্রমণ করিতে নারি ফিরে যাই ঘর ।
 খাইব দৌহার মাংস পুরিয়া উদর ॥
 শুনে শারী শুকের সমুদ্র হৈল ভয় ।
 ব্যক্ত হয়্যা বলেন বচন সবিনয় ॥
 ঐ যান লাউসেন ময়নার রাজা ।
 যা হইতে প্রকাশ জগতে ধর্মপূজা ॥
 আমাদিগে কেন বা বধিবি অকারণ ।
 লাউসেনে দে লয়ে দিবেন ঢের ধন ॥
 পক্ষের বচন শুনে ব্যাধের গমন ।
 অতি অন্ত অস্তিক অয়নে দরশন ॥
 ব্যাধ বলে লাউসেন ধর্মের তপসী ।
 অন্ন বিনে আট দিন আছি উপবাসী ॥
 এই ছুটি পক্ষে নেয় দিয়া কিছু ধনে ।
 পূর্ণ কর্যা অন্ন খাই তোমার কল্যাণে ॥
 কি নিবে উচিত মূল্য লাউসেন কর ॥
 ব্যাধ বলে পক্ষকে জিজ্ঞাস মহাশয় ॥
 জিজ্ঞাসা করেন সেন সমাহিত অতি ।
 শারী শুক কর শুন ময়নার ভূপতি ।
 পূর্ণিত আপুনি বট শুক্ৰাচ পুরাণ ।
 রাখিলে অনেক ধর্ম অনুগত জন ॥
 দুরাভ্যা দারুণ ব্যাধ দিলেক বন্ধন ।
 আজি হয় আমাদের অকাল মরণ ॥
 পরম বৈষ্ণব তুমি বুদ্ধিহু নিদান ।
 ছুটে হতে রক্ষা কর দৌহাকার প্রাণ ॥
 অবগু তোমার ধার শুধিব দু ভাই ।
 নচেৎ ব্যাধের হাতে পরান হারাই ॥
 সবিস্ময় সেন শুনে এতেক বচন ।
 জিজ্ঞাসা করেন পুন অঝোর নয়ন ॥
 পক্ষ হয়্যা কেমনে এতেক ধর জ্ঞান ।
 কহিবে কল্পনা ছেড়্যা না করিবে আন ॥

শারী শুক কয় শুনে ময়নার ঈশ্বর ।
 বিপ্রে'র বালক মোরা বৃন্দাবনে ঘর ॥
 শকটভঞ্জন কৃষ্ণ করিল। যেখানে ।
 তথায় হইল যুদ্ধ তৃণাবর্ত মনে ॥
 বচ্ছ বকাস্বর যথা হইল বিনাশ ।
 সেইখানে সপ্তম পুরুষ করি বাস ॥
 বয়স বৎসর বার বেদ আরোহণ ।
 পিতা মাতা প্রতিদিন পড়িবারে কন ॥
 সমর্পিয়া দিলেন বিদ্বান্ এক বিপ্রে ।
 নিজ নিকেতনে তেঁহ লয়ে গেলা ক্ষিপ্রে ॥
 পাঠ লয়্যা পাঠশালে ফেলে পাতকালি ।
 প্রত্যাষ বিহানে মোরা পক্ষ ধর্যা বুলি ॥
 দৈবের কারণে ছুটে হৈলেন মা বাপ ।
 পক্ষকুলে জন্ম নিগ্যা গুরু দিলা শাপ ॥
 গুরু অভিশাপে জন্ম পক্ষিণী উদরে ।
 প্রবল হইল দেহ পাঁচ মাস পরে ॥
 চিত্রকূট পর্বতে ছিলাম কতকাল ।
 বিহঙ্গমা সঙ্গে বড় বাড়িল জঞ্জাল ॥
 ত্যাগ কর্যা সেই স্থান স্থখে অভিভূত ।
 গোবর্ধন গিরিতে গুঁয়ালাম দিন কত ॥
 অকাল অনর্থ বড় দৈবের ঘটনে ।
 উড়ে এস্তা পড়িলাম ভ্রমে এই বনে ॥
 দিক্ মাত্র নাই জ্ঞান দৈবে দিশাহারা ।
 পাপিষ্ঠ ব্যাধের হাতে পড়িলাম ধরা ॥
 পরান উড়িল ভয়ে চারিপানে চাই ।
 কৃষ্ণ বিনে উদ্ধার করিতে কেহ নাই ॥
 উত্তম মধ্যমাধম সভাকার গতি ।
 আজি হৈলে তুমি কৃষ্ণ আমাদের প্রতি ॥
 এতেক অদ্ভুত কথা শুনে লাউসেন ।
 শারী শুকে কোলে কর্যা আনন্দে নাচেন ॥

ব্যাধের তুঘিলা মন বহু রত্ন ধনে ।
 স্বদেশে গমন পুন গজেন্দ্রগমনে ॥
 গোলাহাট জামতি জালন্দা হয়্যা পার ।
 পাইল পুরাণপুর পঞ্চকোলি সার ॥
 পার হয়্যা বর্ধমান পবনগমন ।
 অতি দূর আমিত্তার সরাই উচালন ॥
 কোথায় রন্ধন কোথায় চিড়্যা খণ্ড দধি ।
 না করে বিলম্ব পথে চলে নিরবধি ॥
 পার হলা পহুমা পদ্ধতি প্রবর্তনে ।
 রাগামেটে রঞ্জিতপুর রহিল দক্ষিণে ॥
 গোলপুর রহিল বামে গড় মান্দারণ ।
 দেখাদেখি উসংপুরে দিলা দরশন ॥
 বসুবাটী অগ্রসরে এড়ায়া স্থরিত ।
 শুভক্ষণে স্বদেশ ময়না উপনীত ॥
 বনবাস হত্যে যেন দেশে আইল রাম ।
 সভাকার আনন্দ হইল অহুপাম ॥
 আছিল মনের দুখ দূরে গেল সব ।
 প্রতি ঘরে মঙ্গল বাজনা মহোৎসব ॥
 কালুকে রাখিয়া সেন কনক বাজারে ।
 কর্পূর সহিতে গেল। মায়ের গোচরে ॥
 জনকে প্রণাম আগে জোড় কর্যা হাত ।
 প্রদক্ষিণ মায়ের চরণে প্রণিপাত ॥
 জীবন পাইল রঞ্জা জুড়াইল প্রাণ ।
 দেখিয়া দোহার দুটা কমল বয়ান ॥
 লয় হলা রাজারানী নয়ন কবন্ধে ।
 চাঁদমুখে চুষ খায় চিত্তের আনন্দে ॥
 মরি বাছা বাপধন পরান আমার ।
 এতদিন হয়্যাছিল ময়না আধার ॥
 আর কিছু নাই ধন অভাগী মায়ের ।
 মর্যা যাই বালাই লইয়া তোমাদের ॥

জিজ্ঞাসিব মনে আছে গোড়ের বারতা ।
 সত্য কর্যা সমুদয় কহিবে সর্বথা ॥
 তোমাদের মেস্তা মাসি আছেন কেমন ।
 মাছছা কর্যাচে কত দুষ্ট আচরণ ॥
 পথে যেতে কত কষ্ট পেয়েচ ছ ভাই ।
 কি ধন দিলেন রাজা আগে দেখি তাই ॥
 লাউসেন তখন কহেন কর জোড়ে ।
 দুর্জয় আছিল বাঘ জালদার গড়ে ॥
 বিনাশ কর্যাচি তাকে নিজ বাহুবলে ।
 কর্যাচি কুস্তীর বধ তারাদীঘি জলে ॥
 বিপদে লোচন ভাই ছেড়া গেল তারা ।
 জিয়ালাম জামতিয়ে দুদিনের মড়া ॥
 তা শুনা কর্পূর তবে লাক দিয়া উঠে ।
 বচন বলিতে মুখে থৈ যেন ফুটে ॥
 এক্ষণ মায়ের কাছে হাত নেড়া কথা ।
 তখন দেখেচি যত দাদার যোগ্যতা ॥
 পেয়ে ভয় পলাইলে পরান বিকলে ।
 বাঘকে বধ্যাচি আমি এক গোটা কিলে ॥
 বন্দী কৈল জামতিয়ে বাকুয়ের মেয়া ।
 ছাড়ান কর্যাচি তায় ফিকির করিয়া ॥
 আমি না থাকিলে সঙ্গে শুন গো জননী ।
 এতক্ষণ কান্দিতে দাদার লেগ্যা তুমি ॥
 এক এক কথায় কর্পূর করে গোল ।
 লাউসেন না পায় বলিতে অণ্ড বোল ॥
 প্রবোধিল রজাবতী বুঝিয়া প্রভুত্ব ।
 জানি আমি যে বলে কর্পূর সব সত্ত্ব ॥
 তবে লাউসেন কয় গিয়া গোলাহাটে ।
 সুরিষ্কার দর্প চুর সমিস্তা সঙ্কটে ॥
 গোড় দাখিল দিবা দণ্ড দুই ছিল ।
 লাউদত্ত কর্মকার মৈত্রতা করিল ॥

মামা শুভা বাসা দিতে কর্যাচে বারণ ।
 ঘোড়া চোর বলে মোরে দিলেক বন্ধন ॥
 প্রবন্ধ করিয়া পরে ভূপতির পাশে ।
 হস্তীর সহিত যুদ্ধ করাইল শেষে ॥
 নিরঞ্জে নমস্কিয়া নগে কৈল নষ্ট ।
 মেস্তার আনন্দ দেখ্যা মামা হৈল পষ্ট ॥
 কিছু না করিতে পেরে তবে খলমতি ।
 কহিলেক জিয়াইয়া দিতে মরা হাতী ॥
 সভাজন সকলে যতন কৈল শেষে ।
 জিয়ালাম মরা হাতী তোমার আশিসে ॥
 আনন্দে আমাকে মেস্তা করিলেন কোলে ।
 প্রণাম করিতে মামা পুনবার বলে ॥
 কহিলাম আমিরা বচন অবিসার ।
 প্রণাম করিলে তুমি হবে ছারখার ।
 ছাড়ে নাঞি তথাপি নাবড় তার নাম ।
 কহিলেক বটবৃক্ষে করিতে প্রণাম ॥
 প্রণাম করিলাম হয়্যা যোগাসনে জাখ্য ।
 ধর্মের কৃপায় ধ্বংস হৈল বটবৃক্ষ ॥
 বিশ্বয় মেস্তার মুখে সরে নাঞি বাণী ।
 ময়না বন্দি লেখে দিলেন তখুনি ॥
 দিয়াছেন দিব্য এক পক্ষরাজ ঘোড়া ॥
 কর্ণের কুণ্ডল হার খাসা জামা জোড়া ।
 তা শুভা মাসির হলা আনন্দ অপার ।
 দিয়াছেন তোমাকে আনন্দময় হার ॥
 কর্পূরে কনক মালা মেস্তা দিলা শেষে ।
 এত শুভা আনন্দমাগরে রঞ্জা ভাসে ॥
 কর্ণসেন মগ্ন হৈল লোচনের জলে ।
 ব্যস্ত হয়ে লাউসেনে করিলেন কোলে ॥
 জলন্ত অগ্নিয়ে জল দিলে বাপধন ।
 কুলের পঙ্কজ তুমি কোলের রতন ॥

তারপর কালুকে সেনের হৈল মনে ।
 জয়পতি মণ্ডলে আজ্ঞা দিলেন তখনে ॥
 রতনে রচিত ঘর রূপার ছাউনি ।
 পীত নীল পতাকা নিশান প্রদ্যম্বনি ॥
 ভোজন ভোজন পাত্র দিলা জনে জনে ।
 স্নাতাদি ততুল পূর্ণ সবার সদনে ॥
 বিশেষে কালুকে হৈল সমাদর বাড়ি ।
 জামাজোড়া দিলেন সমাজ কর্যা ঘোড়া ॥
 দুহাতে বলয়া দিব্য দক্ষিণে গদ্বাজল ।
 গলায় মুক্তার হার শ্রবণে কুণ্ডল ॥
 কঁাকালে কেশরী জাল হিরামাঠা কড়ি ।
 দিলেন নখের হাতে স্বর্ণের চুড়ি ॥
 স্বর্ণঝারি স্বর্ণখাল পঞ্চক রতন ।
 হাতে হাতে ময়না করিলা সমর্পণ ॥
 আনন্দে অবনী রাজ্য করেন ময়না ।
 এথা গোড় মাহুয়া জুড়িল মন্ত্রণা ॥
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে কপালের লেখা ।
 ধরামর রূপে ধর্ম দিলা যারে দেখা ॥১৫২॥

গোড়পতি বারামে বসিল গোড় মাঝ ।
 অমরাবতীয়ে যেন ইন্দ্রদেব রাজ ॥
 সূর্যের সমান শোভা শিরে ছত্রদণ্ড ।
 প্রতাপে ধরণী কাঁপে প্রবল প্রচণ্ড ॥
 সভায় পুরাণ পড়ে পাঠক ব্রাহ্মণ ।
 অনিরুদ্ধ উপাখ্যান উষার হরণ ॥
 হরিহরে ঘোর যুদ্ধ হইল অদ্ভুত ।
 সুরাসুর নাগনর মতে চমকিত ॥
 মহেশ্বর মোহ পেল্যা মুখে উঠে হাই ।
 বালকে বধিতে বিষ্ণু যান ধায়াধাই ॥

আস-ইমু গদার গ্রহাণে গদাধর ।
 বেনের বিমান ভেঙ্গে কৈল বরাবর ॥
 অধ্যা হলা সমাপ্ত পাঠক পুথি বাধে ।
 ভাট পড়ে রায়বার পিঙ্গল সূচন্দে ॥
 কারকুন মুহুরি কাগজ লয়া বসে ।
 মোখাদিম মণ্ডল মজুত আশপাশে ॥
 বারভূয়া বস্তা আছে বুকে দিয়া চাল ।
 শোভে সব রাউত সম্মুখে সমকাল ॥
 জয়সিংহ জমাদার কোটাল জীবন ।
 শিবরাম শিকদার সর্দার সনাতন ॥
 মহাপাত্র বসেচে রাজার বামপাশে ।
 মনে করে লাউসেন ভাগিন্যা মরে কিসে ॥
 খেতে শুতো বসিতে সদাই উঠে অগ্নি
 কতদিন আটকুড়ি হবেক রজা ভগ্নী ॥
 গোড়ে আলা হাতী লয়া ঠেকালাম গায় ।
 মনস্তাপ হলা বেটা মলা নাক্রি তায় ॥
 ঘোড়াচোর বলা শেষে দিলাম বন্ধন ।
 করালাম কপটে কুঞ্জর সনে রণ ॥
 সে সব হইল ব্যর্থ হবে এই সার ।
 দিয়া হিত দর্প চুর করিব ভাগিনার ॥
 পাঠাইব মহিম করিতে কামতায় ।
 কালরূপা কালী আছে কাঁচা রক্ত খায় ॥
 তথা গেলে তবে হয় ত্রিগুণ সুসার ।
 নেউটিয়া লাউসেন না আসিবে আর ॥
 বলবান্ শত্রু হৈলে বুদ্ধি দিয়া বধি ।
 হারা দারা হীরা হয় হাথে পাল্যে নিধি ॥
 এই যুক্তি মনে করে মহীনাথে কয় ।
 রাজা হয়ে রাজধর্ম রাখিতে যে হয় ॥
 কাঙরে কর্পূরধল নাই দেই ।
 কার রাজ্য কেবা লুটে কেবা তব নেই ॥

আমি কি করিব একা তুমি ধীর হলো ।
 পরস্পর শুনি বেটা গালি দিয়া বুলে ॥
 বার শাকে কাগজ কর্যাচি বাকী জায় ।
 কত টাকা পেতে হয় বুঝা দেখ রায় ॥
 এখন ইহার আছে উপদেশ এক ।
 তুমি আমি হতো তার কিছু না হবেক ॥
 লাউসেন ভাগিনার বেড়্যাচে বড়াই ।
 চাকর তোমার দেখাশুনা তবু নাঞি ॥
 ন লাখ টাকার জায়গা মিছে বস্তা খায় ।
 কয়া বলা শক দিয়া পাঠায় কামতায় ॥
 আজি হয় রাতারাতি যেমন দাখিল ।
 চটপট বেন্ধে আনে চড়িয়া মশকিল ॥
 সায় দিয়া নৃপতি আনায় লাউসেনে ।
 পাত্র লেখে পরানা পরমানন্দ মনে ॥
 শুভ সনে স্বস্তি আদি লেখিল সদর ।
 পত্রপাঠ পৌছিবা গোড় নগর ॥
 কাণ্ডরে কর্পূরধল কালী সখা যার ।
 না দেই রাজার কর করে অহঙ্কার ॥
 উভুদলে মহিম হবেক তার সনে ।
 স্বরাঙ্গরি তোমাকে তলপ তে কারণে ॥
 না আস্ত যতপি শুনে জননীর মানা ।
 বেরিজ করিয়া নিব দক্ষিণ ময়না ॥
 মোহর করিল পাত্র মনে হরষিত ।
 লঘু গতি কালু দণ্ডে করে নিয়োজিত ॥
 বিদাই হইল কালু রাজার সাফাতে ।
 ময়না পাইলেক এস্তা দিন পাঁচ সাতে ॥
 বন্দিয়া ময়ুরভট্ট কবি সুকোমল ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে অনাদিমঙ্গল ॥১৫৩॥

সভা কর্যা বসেচে ময়নার মহীপাল ।
 ভদ্রাসন মাঝে যেন ভূপতি পঞ্চাল ॥
 কুনিশ করিল কালু দণ্ড নৃপদূত ।
 পরানা দিলেক হাতে পাত্রেব ছজুত ॥
 বন্দনিয়া বার তিন মাথার উপর ।
 পাঠ করে লাউসেন ভাঙ্গিয়া মোহর ॥
 আনন্দ হইল যাব কামতায় রণে ।
 বিদায় হইতে গেলা জনকের স্থানে ॥
 ঋষিষজ্ঞ রক্ষা হেতু রাক্ষসী বধিতে ।
 রাম যেন বিদায় মাগেন দশরথে ॥
 তেমতি লাউসেন মাগে বিদাই বারতা ।
 কাড়ুর মহিম যাব আজ্ঞা কর পিতা ॥
 কর্ণসেন কয় বাপু আমাকে না কবে ।
 জননী তোমার যদি বলে তবে যাবে ॥
 শালবাণে শরীর করিয়া ছারখার ।
 পায়্যাচে তোমাকে রজা পরানের হার ॥
 এতেক বচন শুষ্ঠা বাপের বদনে ।
 প্রণাম করিল গিয়া মায়ের চরণে ॥
 সবিনয় বলেন ধরিয়া ছুটি পা ।
 কাড়ুর মহিম যাব আজ্ঞা দেয় মা ॥
 মায় পরিহরি বলে যেতে চান রাম ।
 বিকল হইল যেন কৌশল্যার প্রাণ ॥
 সেইমত রজাবতী শোকে আর্দ্র মন ।
 কোলে করে লাউসেনে করেন ক্রন্দন ॥
 কোথা যাবে বাপধন মায়ের পরান ।
 শিশুমতি সংগ্রামের কি জান সন্ধান ॥
 তোমার নিমিত্তে বাছা শালে দিহু ঝাঁপ ।
 অপরাধ হয় যদি দেয় মনস্তাপ ॥
 গুরুর যতন বাক্য যদি লজ্জ্য যায় ।
 তবে তুমি অভাগী মায়ের মাথা খায় ॥

লাউসেন কয় মাগো নিবেদি চরণে ।
 রাজার চাকর হই না যাব কেমনে ॥
 আছেন আমার সখা অনাদি ঠাকুর ।
 তোমার আশিসে জয় হবেক কাঁড়ুর ॥
 এত বল্যা পদরজ বন্দিয়া মাথায় ।
 লাউসেন মায়ের কাছে হলোন বিদায় ॥
 উপমা নাহিক এত আনন্দ হইল ।
 কালুকে কহেন ডেকে কামরূপ চল ॥
 কর্পূরধলের সঙ্গে হবেক মহিম ।
 আপুনি সাজিবে আগে সমরপ্রধান ॥
 কালু কয় মহারাজা মনঃকথা নাঞি ।
 যুঝিব যেমত শক্তি যা করে গোসাঞি ॥
 পাঁচবার প্রণিপাত প্রদক্ষিণ আগে ।
 অস্থির পাথরে সেন অহুমতি মাগে ॥
 জাতিস্মর অশ্ববর জানেন সকলি ।
 কাঁড়ুর হবেক জয় কৃপারিতা কালী ॥
 চপল করিয়া সেন চড় মোর পিঠে ।
 সপ্ত স্বর্গ উপরে পাতাল সপ্ত হেঁটে ॥
 এ চৌদ্দ ভুবন আগে জয় কর তবে ।
 পশ্চাৎ কাঁড়ুর লয়া প্রমাদ পড়িবে ॥
 সেনের আনন্দ শুনে এতেক বচন ।
 অশ্বপালে আজ্ঞা দিলা করিতে সাজন ॥
 আজ্ঞা পেয়া অশ্বপাল এল আট জনে ।
 বাহির করিল ঘোড়া বিস্তর যতনে ॥
 চঞ্চল অবনী হানে চরণ আঘাতে ।
 লাফ দিয়া শূন্তে উঠে দশ বিশ হাতে ॥
 কয়েদ না হয় ঘোড়া করে সিকপাম ।
 নিকাড়ি খেঁচিয়া মুখে দিলেক লাগাম ॥
 কনক রচিত জিন কুশফলা সনে ।
 উদয় করিল পিঠে অরুণ বরণে ॥

খোপ তায় থুইল থর কাচমুনি রাকা ।
 উড়ুপতি গেল যেন ইরম্মদে ঢাকা ॥
 ঘাঘর ঘুঘুর ঘণ্টা ছু সারি গলায় ।
 চামীকর বাজন নুপুর চারি পায় ।
 শূত্র মৃতি সঙরিয়া সেন চড়ে পিঠে ।
 উধাঙ করিল ঘোড়া অন্তরীক্ষ বাটে ॥
 সঙ্গে সাজে তের ডোম সাক্ষাৎ শমন ।
 করে ধরে ক্রপাণ কাটারি কালতন ॥
 কালুবীর সাজিল কাসর জামা গায় ।
 ধনুঃশর ধরিয়া ঘোড়ার পাছু ধায় ॥
 হরিত গমন পথে বিলম্ব না করে ।
 গোড় নগর পায় দিন দশ পরে ॥
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা বাঁকুড়ারায় ।
 ধনপুত্র লক্ষ্মী হয় যে গায় গায়ায় ॥
 অন্ধ কুষ্ঠ আদি ব্যাধি বিনশে সকল ।
 উপহাস যে করে সে যায় রসাতল ॥১৫৪

ত্রিপদী

উঠিয়া প্রভাতকালে	স্নান করে গঙ্গাজলে
সমাদরে সেরে কৃষ্ণপূজা ।	
পাঠক পুরাণ পড়ে	শ্রবণে আনন্দ বাড়ে
বরাসনে বস্ত্রা মহারাজা ॥	
রাম গেলা বনবাসে	দশরথ মৈলে দেশে
বনে সীতা হরিল রাবণ ।	
আকুল হইল প্রাণ	কান্দিয়া বিকল রাম
হায় হায় করেন লক্ষণ ॥	
শুনে ভূপতির চিত্ত	অতিভাবে উনমত্ত
পরিপূর্ণ লোচনের জলে ।	
উতারিয়া অশ্বরাজে	লাউসেন সভামাঝে
উপনীত হ'ল্য হেন কালে ॥	

পাছুয়ান পারাপুর প্রহ্লাদভুবন ।
 কাবেরী হইল পার কোশলকানন ॥
 সাজগাঁ সরাল্যা রাখে সম্মুখ নিয়ড়ে ।
 উপনীত লাউসেন কামতার গড়ে ॥
 চৌদিগে গভীর খানা গওকীর বারি ।
 সমুদ্রের মাঝে যেন শোভে লঙ্কাপুরী ॥
 কালিয়া বরণ জল কালসর্প খেলে ।
 পর্বতপ্রমাণ ঢেউ পড়িছে দুকূলে ॥
 অজয় দুর্জয় গড় কার শক্তি জিনে ।
 কৃষ্ণের দ্বারিকা যেন তমোময় দিনে ॥
 সোম সূর্য বিনে কার নাই অধিকার ।
 তরী বুড়ে তরঙ্গে উপায় তরিবার ॥
 গওকীর দক্ষিণে দেউল দীঘি নাম ।
 তার ঘাটে লাউসেন করিল মোকাম ॥
 রাবণ বধিতে যুক্তি স্ত্রীসংহতি ।
 লঙ্কায় সসৈন্ত যেন রামদাস রথী ॥
 চারিঘাটে চৌকী বসিল চারিদিকে ।
 নকিব ফুকরে কালু লাউসেন আগে ॥
 মন দিবে মহারাজা আমার কথায় ।
 আজিকার মহিম যে দেখি অল্পপায় ॥
 বলে কিছু না হৈল উপায় কর সার ।
 কোনরূপে গওকী নদীর হই পার ॥
 শুনাছি বাপার মুখে কয়েছিল আজ্ঞা ।
 গড় নিতে সেজ্যাছিল বড় বড় রাজা ॥
 জিনে কে দুর্জয় গড় দেখে ভয় পাই ।
 মহুয়ের অসাধ্য দৈবের বল চাই ॥
 এত শুনা লাউসেন হলা চমকিত ।
 দীঘিতে দেখিল দিব্য পদ্ম বিকশিত ॥
 ধ্যান কর্যা শ্রীমন্ত চিন্তিলা চিত্তমাব ।
 পদ্ম তুলে প্রেমানন্দে পূজে ধর্মরাজ ॥

ষোড়শোপচারে পূজা সমর্পিয়া সব ।
 কুতাঞ্জলি কাতর হইয়া করে স্তব ॥
 ওহে অনাথের বন্ধু অগতির গতি ।
 কে জানে তোমার মায়া অগোচর মতি ॥
 গজেন্দ্র-মোক্ষণে শুনি মহিমা অপার ।
 পদছায়া দিয়ে কৈলে প্রহ্লাদে উদ্ধার ॥
 দুর্বাসা মুনির হতে দ্রোপদীকে দয়া ।
 স্বধন্যকে সংকটে সদয় পদছায়া ॥
 পুড়ে মরে পাণ্ডব পাবকে জৌষরে ।
 বাঁচাইলে বুদ্ধি দিয়া বলালে বিদূরে ॥
 অগতির গতি তুমি গতি নাঞি আর ॥
 অনাথ কিঙ্করে কর এ সংকটে পার ॥
 এত জ্বতি কৈল সেন কাতর হইয়া ।
 ধ্যানেতে জানিল ধর্ম বৈকুণ্ঠে বসিয়া ॥
 হনুমাণে কন ডেকে বচন স্মরস ।
 আমি জানি তোমার মহিমা গুণ যশ ॥
 অর্জুনের দর্প চূর্ণ করিলে যে কালে ।
 পাতিয়া প্রবন্ধমালা পথে বস্তাছিলে ॥
 ধরিলে মর্কট বেশ অবহুৎ কায় ।
 সেই পথে অর্জুন আনন্দ কর্যা যায় ॥
 বলে ডেকে বসি ছাড়ি বস্ত্র নি বানর ।
 এক চড়ে নচেৎ লইব যমঘর ॥
 অর্থ উচিত নাহি অধিক না কবি ।
 নয় তবে লেজখান নেড়া রেখে যাবি ॥
 অর্জুন ধরিল লেজে বাড়িল জঞ্জাল ।
 অভেদ করিল লেজ মপ্তম পাতাল ॥
 পরাভব অর্জুন করিল হেট মাথা ।
 তখন কহিলে তুমি জয়রাম সীতা ॥
 অর্জুন কহিল তবে কৃষ্ণনাম নে ।
 কোথাকার রামসীতা তাহে জানে কে ॥

অনিন্দার নিন্দা শুনে ক্রোধে হতাশন ।
 কহিলেন রামের গুণ সমুদ্রবন্ধন ॥
 সবংশে করিল ঘোর রাবণে নিপাত ।
 তোর কৃষ্ণ খেয়াছিল গোয়ালার ভাত ॥
 অর্জুন তখন কয় তুচ্ছ মনে করি ।
 এক্ষণি সমুদ্র আমি বেঙ্ক্যা দিতে পারি ॥
 পূর্বমুখে পাঁচ বার প্রতিজ্ঞা করিল ।
 একবাণে অষ্টাশী যোজন বেঙ্কেছিল ॥
 তুমি ভায় কহিলে আমার বুদ্ধি পেয়ে ।
 সিংহনাদ শব্দ কর্যা যাব ঝাপ দিয়ে ॥
 ভায় যদি ভাঙ্গে তবে তৃতীয় আভিল ।
 এই মোর প্রতিজ্ঞা মারিব এক কিল ॥
 আমার হইল ভয় কি হয় না জানি ।
 অর্জুন বড়ই ভক্ত ততোধিক তুমি ॥
 তোমাদের প্রতিজ্ঞা পূরণে স্বরাহুরি ।
 বাধখান আপুনি মাথায় কর্যা ধরি ॥
 লাফ দিয়ে দর্প কর্যা পড়িলে মাথায় ।
 মুখ দিয়ে রক্ত উঠে ধড়ে প্রাণ যায় ॥
 তোমার বিক্রম যত মোরে নাঞি ছাপা ।
 কাণ্ডুর মহিম স্বরায় যেতে হল বাপা ॥
 ভক্তের অধীন আমি জানে জগজনে ।
 আজি বড় বিপাক পড়িল লাউসেনে ॥
 গৌড়েশ্বরের মাতা সফল সুন্দরী ।
 তার ঠাঞি জপমালা অজয় কাটারি ॥
 সমুদ্রের মূর্তি ধর্যা যাবে সাবধানে ।
 লয়্যা তবে লঘুগতি দিবে লাউসেনে ॥
 এত শুনা হনুমান করেন জিজ্ঞাসা ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে বাকুড়ারায় ভরসা ॥১৫৬॥

ব্রহ্মার হাতের মালা বরণের আসি ।
 সফল পেলেক কোথা হইয়া মানুষী ॥
 শুনিব তোমার মুখে সব সমাচার ।
 তবে যাব লাউসেনে করিতে উদ্ধার ॥
 ধর্ম কন ধরণীয়ে ধর্মপাল রাজা ।
 কেবল কর্ণের তুল্য করে কৃষ্ণপূজা ॥
 দিবানিশি ব্রাহ্মণ ভোজন দানধ্যান ।
 ভক্তিভাব কর্যা শুনে ভারথ পুরাণ ॥
 পুত্র নাঞি পূর্বকালে ছিল কিছু পাপ ।
 অতুল ঐশ্বর্য ঘর আনন্দে বিলাপ ॥
 প্রজার পালন করে পুত্রের সমান ।
 কৃষ্ণকথা রামকথা করে সদা গান ॥
 একদিন মৃগয়া করিতে হৈল মন ।
 সফলাকে কয় ডেক্যা সুপ্রিয় বচন ॥
 মৃগয়া করিতে যাই কতক্ষণে আসি ।
 স্ববাসে রহিলে তুমি শুন গো রূপসী ॥
 পাপ পুণ্য স্থখ দুঃস্থ ধর্ম অর্থ লাগি ।
 অর্ধ অঙ্গ জায়া হয় অর্ধেকের ভাগী ॥
 আজি কর কৃষ্ণসেবা আমার বদলে ।
 শুদ্ধ ভাবে পুরাণ শুনিবে সন্ধ্যাকালে ॥
 কাঞ্চন মুকুতা মণি কর্যা পুণ্যমান ।
 দক্ষিণা সহিত কর্যা দ্বিজ দিবে দান ॥
 গরিব কাঞ্চাল দেখ্যা দিবে কিছু ধন ।
 করাইবে এক লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন ॥
 চন্দন চাপার মালা কুমকুম কস্তুরী ।
 পূজিবে দ্বিজের ছুটি চরণমাধুরী ॥
 বেদে বলে চারিকালে সজীব ব্রাহ্মণ ।
 যার পদচিহ্ন কৃষ্ণ করিলা ধারণ ॥
 এতেক কহিয়া রাজা মৃগয়ায় গেল ।
 সৈন্য সনে গর্জনে গহন প্রবেশিল ॥

ওথা গায় ভূপতি ভার্যার যশগুণ ।
 এথা সফুল্লার প্রতি কৃষ্ণ নিদারুণ ॥
 লজ্জিল নাথের বাক্য না করিল কিছু ।
 এই অপরাধে কষ্ট ভুঞ্জিবেক পাছু ॥
 আপুনি করিয়া স্নান ভোজন সকালে ।
 দাসী সঙ্গে পালকে বসিয়া পাশা খেলে ॥
 পাশায় মজিল মন হত হৈল জ্ঞান ।
 না করে কৃষ্ণের সেবা না শুনে পুরাণ ॥
 হেন কালে রাজা আইল মৃগয়া করিয়া ।
 নয় হয়্যা সফুল্লা নিকটে আইল ধৈর্যা ॥
 পাখালিয়া চরণ চিকুরে কর্যা মুছে ।
 জিজ্ঞাসা করেন রাজা বসাইয়া কাছে ॥
 কহ প্রিয়া কি ধনে করেচ কৃষ্ণসেবা ।
 শুনিলে সফল হয় আজিকার দিবা ॥
 কি দান দিয়াছ হিজে কাঙ্গালে কি ধন ।
 কোন অধ্যা ভারথের কর্যাচ শ্রবণ ॥
 শুনা বাক্য সফুল্লার শুখাল বয়ান ।
 পড়িল চরণে কেন্দা উড়িল পরান ॥
 আমি বড় পাতকী প্রসন্ন নয় দশা ।
 করি নাই কৃষ্ণসেবা কাল হৈল পাশা ॥
 না শুনেচি পুরাণ বিনষ্টচিত্ত মোর ।
 প্রভু দেয় প্রতিফল পাপ হৈল ঘোর ॥
 রাজা কয় তোর পারা কে আছে চাণালী ।
 না করে কৃষ্ণের সেবা অন্নজল খেলি ॥
 আর ফিরে তোর মুখ আমি না দেখিব ।
 ইহার উচিত ফল বনবাস দিব ॥
 নফরে কহিল রাজা শুন বলি রে ।
 সফুল্লা চক্ষের বালি বনবাস দে ॥
 শুনে শোকে সর্ব লোক করে হায় হায় ।
 সফুল্লা রাজার রানী বনবাস যায় ॥

নফর নৃপতি বাক্য না করে লজ্জন ।
 রেখ্যা এল বান্ধীকি মূনির তপোবন ॥
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে কপালের লেখা ।
 ব্রাহ্মণের বেশে ধর্ম যারে দিল দেখা ॥১৫৭॥

ধর্ম কন শুন বাছা পবনকুমার ।
 রাবণে বধিতে আমি রাম-অবতার ॥
 অষোধ্যায় অশ্বমেধ হইল যে কালে ।
 লয়ে ঘোড়া লক্ষ্মণ সহিত তুমি গেলে ॥
 লবকুশ আছিল বান্ধীকিমুনি ঘরে ।
 জোর কর্যা জয়াক্কে যজ্ঞের ঘোড়া ধরে ॥
 বাদাবাদে বিবাদ বড়ই হৈল শেষে ।
 লক্ষ্মণে তোমাকে বন্দী কৈল নাগপাশে ॥
 কংসকে বধিতে আমি কৃষ্ণ অবতার ।
 সেই বনে হলা অঘাসুরের সংহার ॥
 কেশীবধ হৈল আর শকটভঞ্জন ।
 গো বংশ হরণে হলা ব্রহ্মার মোহন ॥
 এতেক অদ্ভুত লীলা দেখিয়া নজরে ।
 সুখোচিত সফুল্লার দুঃখ গেল দূরে ॥
 অল্পদিন আনন্দে রহিল সেই থানে ।
 কাননে আমার সেবা করে একমনে ॥
 কঠোর হৈল কত ক্ষীণ হলা কায়া ।
 দয়া কর্যা দিলাম দক্ষিণ পদছায়া ॥
 চর্ব চোয়া লেহ পেয় ভক্ষ্য বহুতর ।
 বিলক্ষণ বিপিনে হৈল বাড়িঘর ॥
 গৌতম মূনির কহা তার সনে সই ।
 রাজা গেল যুগয়ায় কথ দিন বই ॥
 সৈন্য সনে গর্জনে গহন প্রবেশিল ।
 শরভ্রষ্টপদ পশু সম্মুখে দেখিল ॥

রাজা কয় এই পশু যার পানে যাবে ।
 সবংশে নাশিবে নয় ত্রিশূলে চাপাবে ॥
 শরভ শুনিতে পেয়ে সচিস্তিত মনে ।
 পাপ আত্মা রাজা বেটা বধিবেক প্রাণে ॥
 আত্মরক্ষা হেতু আমি যার পানে যাব ।
 তার হত্যাপাপেতে নরকগামী হব ॥
 ভূরি ভয় উদ্ধারিতে ভগবান্ কর্তা ।
 এত বল্যা রাজার নিকট দিয়া যাত্রা ॥
 লজ্জিত হইল দেখ্যা নৃপ ধর্মপাল ।
 ছুটিল শরভ সঙ্গে যেন অহি কাল ॥
 শূন্য পথে শরভ উঠিল তখনে ।
 না পাল্য দেখিতে রাজা অরুণ কিরণে ॥
 ক্রোধার্ত তৃষ্ণার্ত হয়্যা চারিপানে চায় ।
 বনমাঝে পীতবাস দেখিবারে পায় ॥
 অরণ্যে ঈশ্বর সখা আপে আপ্যাইত ।
 সফলার সদনসমীপে উপনীত ॥
 কোতুকে কমলমুখী কৃষ্ণ সখা রাখ্যে ।
 প্রণমিলে প্রাণনাথে প্রাণ পাল্য দেখে ॥
 বসিতে আসন দিয়া বলে স্প্রভাত ।
 এত দিনে অভাগীকে মনে হল্য নাথ ॥
 নৃপ কয় ক্রোধায় নির্জল হল আশি ।
 অন্ন দেয় রন্ধন করিয়া রাধামুখী ॥
 স্বামীবাক্যে সফল সয়ের ঘরে গেল ।
 বিরলে বসিয়া কথা বিশেষ কহিল ॥
 বিমলা বলেন শুনে বচন সুরস ।
 আছে এক ঔষধ স্বামীকে কর বশ ॥
 ওদন সহিত কর্যা খাওয়াইলে কিছু ।
 বসে উঠে বচনে বেড়ান পাছু ॥
 চক্ষের আড়াল তিল করে নাঞি আর ।
 কাব্যরসে কৃষ্ণ যেন বশ রাধিকার ॥

সফুলা ঔষধ লয়া। সত্বরে গমন ।
 পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন করিল রন্ধন ॥
 স্বর্ণথালে অন্ন বাড়ে আনন্দে আমোদ ।
 সংযোগ করিল ভাতে বাটিয়া ঔষধ ॥
 সজীব ঔষধ পাইল শনিবার বেলা ।
 ভূমি ছেড়্যা তিন বার নেচ্যা উঠে থালা ॥
 তা দেখিয়া সফুলার চমৎকার মনে ।
 অপর ওদন এছা দিলেক রাজনে ॥
 ভোজন করিয়া রাজা সেয়া আচমন ।
 সফুলাকে না কহিয়া স্বদেশে গমন ॥
 অশ্বরাজে আরোহণ ক্রমনি দ্বরিত ।
 দ্বিজে শ্রীমানিক ভনে মধুর সঙ্গীত ॥১৫৮॥

সফুলার মনে হেথা সন্দেহ জন্মিল ।
 সেই অন্ন সরিৎসলিলে ফেল্যা দিল ॥
 ভাসিয়া ভুবনবক্ষে নিশীথিনী কালে ।
 পড়িল ওদন গিয়া সমুদ্রের জলে ॥
 কৃষ্ণের প্রসাদ বল্যা লক্ষ্মীর রন্ধন ।
 আনন্দে সাগর রাজা করিল ভক্ষণ ॥
 ঔষধ ধরিল গুণ জ্ঞান হৈল হত ।
 বিযোগে সমুদ্র হলা বাউনের মত ॥
 পঞ্চবাণে পুড়িলাম প্রাণ নাহি বাঞ্চে ।
 সমুদ্র সফুলা বল্যা উচ্চৈঃস্বরে কান্দে ॥
 যোগবলে জানিল যতেক বিবরণ ।
 ধর্মপালের মূর্তি ধরিল তখন ॥
 স্বীয় বাসে সফুলা শয়ন কর্যা আছে ।
 বিনয় বিস্তর করে গিয়া তার কাছে ॥
 কাল হল বসন্ত কোকিল ডাকে তায় ।
 বিরহী জনার বুক বিদরিয়া যায় ॥

মদন কৃষ্ণের বেটা মাঝে লক্ষ বাণ ॥
 প্রেম আলিঙ্গন দিয়া রক্ষা কর প্রাণ ॥
 স্বামীভাবে সফল দিলেক আলিঙ্গন ।
 স্বর্গপদ তুচ্ছ করে সাগরের মন ॥
 স্বামীর যতেক তেজ সীমন্তিনী জানে ।
 সনেহ বড়ই হয় সফলার মনে ॥
 সাগরের করে ধর্যা করে মহা সোর ।
 কে তুমি কহিবে সত্য কাস্ত নহ মোর ॥
 আমার সতীত্ব ধর্মে দিয়াছ আঘাত ।
 নয় বল শাপ দিয়া করিব নিপাত ॥
 কুলটা কামিনী নই হই পতিব্রতা ।
 সাগরের ভয় হৈল কয় সত্য কথা ॥
 বরুণ দেবতা আমি বিশ্বের কারণ ।
 অন্ন দিয়া আপুনি কর্যাছ আমন্ত্রণ ॥
 অপরাধ বিনে কেন অভিশাপ দিবে ।
 বিবরণ বিশেষ বারতা শুন তবে ॥
 মমোরসে তব পুত্র হবে মনোহর ।
 বাছিয়া থুইবে নাম রায় গৌড়েশ্বর ॥
 চিহ্ন নেয় জাপ্য মালা অঙ্গয় কাটারি ।
 অভিজ্ঞ হবেক সিদ্ধ রসাতল অরি ॥
 এত শুষ্ঠা সফল আনন্দমনে কয় ।
 দেখিলে তোমার মূর্তি আমার প্রত্যয় ॥
 সাগর স্বমূর্তি ধরে সফল বচনে ।
 করতার এই কথা কন হনুমাণে ॥
 বিস্তর বিস্তার শেষে বলিলা সংক্ষেপে ।
 গৌড়েশ্বরের জন্ম হৈল এইরূপে ॥
 ধর্মপাল রাজা মল অরাজক দেশ ।
 পাত্র মিত্র প্রজা লোক পায় বড় ক্লেশ ॥
 পাটহস্তী রাজার আছিল পুরন্দর ।
 সবিনয় কর্যা তবে কহিল বিস্তর ॥

দেবরূপী সেই হস্তী দৈবে সব জানে ।
 দেখালে রাজার পুত্র হয়্যাছে বিপিনে ॥
 পুণ্ড্রাযোগ পেয়ে হস্তী প্রবেশিল বন ।
 সফুল্লার সদনসমীপে দরশন ॥
 হস্তী দেখ্যা হরিমুখী হরষিত হৈল ।
 পুটপাণি প্রদক্ষিণ প্রণাম করিল ॥
 পাণ্ড অৰ্য্য দিয়া কৈল পঞ্চবিধি পূজা ।
 অহুমান্বে জানিলেন মর্যাচেন রাজা ॥
 না হইলে হস্তী কেন আসিবেন বন ।
 এতেক ভাবিয়া রানী করয়ে রোদন ॥
 হা নাথ অনাথ কর্যা কোথা রেখে গেলে ।
 ফিরে দেখা না হইল মরণের কালে ॥
 অভাগিনী আমি বড় অধর্মের ফলে ।
 দাসী বল্যা পদছায়া দিয় পরকালে ॥
 এইরূপে রাজরানী করয়ে রোদন ।
 হেনকালে উপনীত পাত্রমিত্রগণ ॥
 প্রজাগণ সঙ্গে আইল আনন্দে বিভোল ।
 নব লক্ষ দল সঙ্গে মহা কলরোল ॥
 বীণা বাঁশী সানি কঁাসি বাজে নানা বাজ ॥
 নর্তক নর্তকী নাচে সুরগণ পজ ॥
 পতাকা নিশান উড়ে পরিমল শোভা ।
 কি দিব উপমা তার উপরাগ প্রভা ॥
 রত্নময় দোলায় সফুল্লা আরোহণ ।
 গজপৃষ্ঠে গোড়েশ্বর গোড়গমন ॥
 আনন্দের সীমা নাই অহুদিন পরে ।
 উপনীত হৈল সভে গোড় নগরে ॥
 কুতূহলে অতুল করিয়া আর্তজন ।
 দেশে দেশে রাজাগণে দিলা নিমন্ত্রণ ॥
 ছত্রদণ্ড দিয়া কৈল রাজপাটে রাজা ।
 উদ্বাহ হইয়া নাচে গোড়ের প্রজা ॥

প্রজার পালন করে পুত্রের সমান ।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্মগুণগান ॥১৫২॥

রাবণ রাক্ষস রাজা রণে নয় টুটা ।
বায়ুবাণে বীর একবার গেল কাটা ॥
তথাপি পরান পায় না হয় মরণ ।
ব্রহ্ম অস্ত্র আনিতে কহিল বিভীষণ ॥
কার সাধ্য তুমি বলা করিলে সন্ধান ।
রাবণের মূর্তি ধর্যা এনে দিলে বাণ ॥
জানে সতে জগতে তোমার যশ কীর্তি ।
সেইমত সাগর রাজার ধর মূর্তি ॥
শুভ্রা এত সুখাসীন হলা হুম্মান্ ।
সাগরের মূর্তি ধর্যা সত্বরে প্রয়াণ ॥
রাম রাম সীতারাম সদাই স্মরণ ।
সফুল্লার কাছে এস্তা দিলা দরশন ॥
কান্তা সন্তোষিয়া কন কপট চাতুরী ।
সম্প্রীতি সন্তোষ হলা সুধামুখ হেরি ॥
পূর্বভাব প্রায় বুঝি পাস্থরিলে প্রিয়ে ।
শুনে এত সফুল্লা পড়িল ছুটি পায়ে ॥
জগৎ-প্রাণ-স্বতা কয় যদর্থে বিজয় ।
লাউসেন কাড়ুর করিতে গেছে জয় ॥
জাপ্যমালা অজয় কাটারি দেয় তুমি ।
এই হেতু এলাম তোমার কাছে আমি ॥
শুভ হয় অশুভ সফুল্লা মনে জেষ্ঠা ।
জাপ্যমালা অজয় কাটারি দিল এস্তা ॥
হরষিত হুম্মান্ হলেন বিদায় ।
অবিলম্বে উপনীত এস্তা কামতায় ॥
লাউসেনে কহিলেন নিজ পরিচয় ।
দিলেন পাঠায়ে মোরে দেব দয়াময় ॥

এই নেয় জাপ্যমালা অজয় কাটারি ।
 পরশে পাতাল যাবে গণ্ডকীর বারি ॥
 কাড়র করিবে জয় কন্ডা পাবে দান ।
 বলে এত বৈকুণ্ঠে গেলেন হুমান্ ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্ম গুণগান ॥১৬০॥

পালা সমাপ্ত ॥

লয়া তবে জাপ্যমালা অজয় কাটারি ।
 পরশে পাতাল গেল গণ্ডকীর বারি ॥
 কালু কয় মহারাজা কর অবধান ।
 বল হতে বুদ্ধি হয় বিশেষ প্রধান ॥
 পাঁচ ভাই পাণ্ডব প্রমত্ত ধনে ছিল ।
 শকুনি সংযোগ-বুদ্ধে বন পাঠাইল ॥
 জরাসন্ধ বনবাস যুদ্ধ যম সম ।
 ভূরি বুদ্ধে ভীম তার ভাদ্রিল ভরম ॥
 সমুদ্র মন্বন কালে সূধা উপজিল ।
 দেবগণে দৈত্যাসনে দ্বন্দ্ব উপজিল ॥
 বলবান্ অশ্বর বিবুদ্ধে করে বাধা ।
 বুদ্ধি কর্যা বিষ্ণু তায় বেট্যা দিল সূধা ॥
 বলে কিবা করে যদি বুদ্ধি হয় দাস ।
 শশক সংযোগ-বুদ্ধে সিংহে কৈল নাশ ।
 সত্যের স্বরূপ শুন ময়নার ঠাকুর ।
 বুদ্ধিযোগে আসি জয় করিব কাড়র ॥
 জাপ্যমালা লয়া কালু যোগীবেশ ধরে ।
 সঙ্গে ছিল সূধাভাণ্ড কমণ্ডলু করে ॥
 কপিল কুশের দড়ি কন্ডা বান্ধে কটি ।
 মুখে মাখে ঘুটে পাশ গায় খড়্গমাটি ॥
 বিস্তর যতনে জটা বনালেন চূলে ।
 পরে গোল গোলক গুজার মালা গলে ॥

এক হাতে কমণ্ডলু আর হাতে ছাতা ।
 পথে যেতো মনে পড়ে পুরাণের কথা ॥
 বিশ্বজয়ী বুদ্ধি হতো বলে হনুমান্ ।
 সীতার উদ্ধার হেতু পাঠাইলেন রাম ॥
 আশ্রয় ফল অশনে অধিক লোভ হৈল ।
 সমুদয় সন্ধান সীতার ঠাণ্ডি পাইল ॥
 উপবন আশ্রয়ের আছিল রাবণের ।
 রাত্রিদিন রাক্ষস রক্ষক তার ঢের ॥
 লঘুঘি কর্যা নিল হনু নব মৃজ্জ পাত্রে ।
 তীর্থজল বল্যা দিল সভাকার হাতে ॥
 তেমতি করিব আমি তবে নাম কালু ।
 সূধাভাণ্ড সংগতি সম্প্রতি কমণ্ডলু ॥
 আমার কল্লনা আজি কাঁড়ুর নাশিতে ।
 কৃষ্ণের কল্লনা যেন কংসকে বধিতে ॥
 এই যুক্তি মনে করে আনন্দে গমন ।
 গণ্ডকী হইয়া পার গড়ে দরশন ॥
 দেখিল দ্বিভুজ কালী দেউল ভিতরে ।
 দণ্ডবৎ করে কালু দক্ষিণ অশ্বরে ॥
 অকালে তোমার পূজা করেছিল রাম ।
 সেই হেতু রাবণে হইলে তুমি বাম ॥
 বিশ্বমাতা বালকে হইবে বরদায় ।
 এত বল্যা জাপ্যমালা দেউলে ছুয়ায় ॥
 কর্পূরধলের আছে কপালের দুখ ।
 কৈলাসে গেলেন কালী হইয়া বিমুখ ॥
 দেউল পড়িল ভেঙ্গা দেখে কালু বীর ।
 দ্রুত উপনীত হল্য দ্বারে নৃপতির ॥
 দ্বার হতে দ্বারিগণ দেখ্যা জোড় হাত ।
 যবে আশ্রা যোগীবর চরণে প্রণিপাত ॥
 কালুবীর কল্যাণ করিল ধীরে ধীরে ।
 কাটা ঘাবি আজি রণে কৃষ্ণ যদি করে ॥

ঘাড়ে ধর্যা তাদের মস্তকে দিল পা ।
 এই ধর তীর্থজল আস্তা কর্যা থা ॥
 হাত পেত্যা নিল সতে হয়্যা একমন ।
 কৃতার্থ হইল বন্যা করিল ভক্ষণ ॥
 মহাভক্তি জন্মিল মস্তকে মুছে হাত ।
 উদরন্ত না হতো আত্মাণে উঠে আত ॥
 তারা বলে তীর্থজলে গন্ধ ছাড়ে কেনে ।
 কালু কয় তবে বুঝি ভক্তি নাই মনে ॥
 ভক্তি কর্যা ভক্ষণ করিলে ভাল লাগে ।
 দ্বার ছেড়্যা দিবি যাব ভূপতির আগে ॥
 দ্বারী কয় দ্বার ছেড়্যা দিতে নাই পারি ।
 রাজার চাকর হই রাজআজ্ঞা ধরি ॥
 কথা শুনে কালুর তখন ক্রোধ বাড়ে ।
 পরান বধিল তার নির্ঘাত চাপড়ে ॥
 ভয় পেয়্যা ভক্ দিল যত ছিল দ্বারী ।
 রাজাকে খবর গিয়া দিল অরাসরি ॥
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে কপালের লেখা ।
 ব্রাহ্মণের বেশে ধর্ম যারে দিল দেখা ॥১৬১॥

শুভ্রা সমাচার	ক্রোধে অবিসার
	নৃপতি কর্পূরধল ।
লঘু নিজ দলে	সাজ সাজ বলে
	সোচ্চিসে সমরে চল ॥
তেঘাই তেওড়া	বাজে জোড়া জোড়া
	নিশান ফুকুরে তায় ।
শুভ্রা সেনাগণ	করিয়া তর্জন
	গর্জন করিয়া ধায় ॥
হরি সেনাপতি	শত মন্ত হাতী
	সংগতি সন্তোষ রোষে ।

বুকে দিয়া চাল ছুটে যেন কাল
 চপলে চাপিয়া অশ্বে ॥
 হরি বাহাদুর রাজার খসুর
 রবিস্তমসম রাগে ।
 লয়া ধনুঃশর নগের উপর
 আরোহণে ধায় আগে ॥
 সেনার প্রধান দত্ত ভগবান
 পিঙ্কিয়া পাগড়ি জোড়া ।
 বাঙ্কিয়া বরট চলিল চটপট
 দড় বড় দাবিয়া ঘোড়া ॥
 সাজে কত সেধ সৈয়দ অনেক
 আগু দলে ধায় গাজ্যা ।
 ক্রোধে অবিসার ছোটো জমাদার
 তুরগে চাপিয়া তাজ্যা ॥
 বাজে রণ তুরি খনক থঞ্জরি
 জয় ঢাক জগবম্প ।
 গজের গর্জনে বাজীর নিঃশ্বনে
 নর সুরাসুর কম্প ॥
 সম্মুখ অয়নে কালু সিংহ সনে
 প্রথমে হইল রণ ।
 রচিল মানিক নিজ অভিভূক
 সদা সখা নিরঞ্জন ॥১৬২॥

চৌদিকে নৃপসেনা মাঝে কালু সিংহ ।
 চৌদিকে দল্যা বুলে না করে ভ্রতঙ্গ ॥
 আশ্ফালন করে মন আড় চক্ষে চায় ।
 সঙ্করণ ভবনে মাটি মাথে সর্ব গায় ॥
 কালুর হইল কোপ কলেবর কাপে ।
 বহুধাকে বিকল করিল বীর দাপে ॥

হরিসম শব্দ করে হাঁকে হৈ হৈ ।
 মাতিল মাকন্দ পায়া মুহূর্তেক বেই ॥
 কৃষিলা রাজার সেনা অভিমুখ রণে ।
 বাণ এড়ে বিস্তর বিমত কৈল দিনে ॥
 কালু হৈল কেশরী কুঞ্জর নৃপ সেনা ।
 উবু দলে একেলা মহিমে দিল হানা ॥
 মারমার করিয়া উঠে মারে উড়া তাড় ।
 দশ বিশ জনের মুচুড়ে ভাদ্দে ঘাড় ॥
 ক্রোধে হতাশন যেন কালু বীর ফিরে ।
 পদাঘাতে পর্বতপ্রমাণ হাতী মারে ॥
 শূণ্ণে উঠে লাক দিয়া সরে মহীতল ।
 না আশ্রয়ে নিকটে ভয়ে নৃপতির দল ॥
 রণে বাজে মার্দল মুচন্দ বীরকালি ।
 গোলা করে গর্জন গুড় গুড় গুলি ॥
 সংগ্রামের শব্দ শুনা শেষ পাল্য ভয় ।
 ধনুঃশর ধর্যা ধায় তের জন ডোম ॥
 কাটাকাটি ছুটাছুটি করে বীরভাগ ।
 আত্মপর বিচার না করে বিহ্বলাগ ॥
 মুষল্যার ঘায়ে কার মাথা গেল উড়্যা ।
 তরালের চোটে কার চক্ষু দিল তুড়া ॥
 দারুণ প্রহারে কার ভেঙ্গা গেল দাড়ি ।
 আহা উহ ঐমনি অবনী যায় গড়ি ॥
 শত্রুবাণ সহায় যে তের জন ডোম ।
 কালুবীর যুঝে যেন যুগান্তের যম ॥
 তিন চারি জনে ধর্যা করে তাড়াতাড়ি ।
 আছাড়িয়া বৃকে বসে উপাড়য়ে দাড়ি ॥
 অশ্ব গজে ঐমনি আছাড়ে ধর্যা এট্যা ।
 থান থান অস্থি হৈল মাথা গেল ফেট্যা ॥
 তের ডোম তারা সব ত্রিঅক্ষর আগলে ।
 কালু সিংহ কাটে সেনা কদলকমনে ॥

মকর অগাধে যেন মুড়াইল মাছ ।
 ঝড়ে যেন গাদালি পড়িল কলাগাছ ॥
 বর্ণস্থল একাকার রক্তে বয় নদী ।
 কবন্ধ কহ্নার ভাসে কুমুদ কেশাদি ॥
 ভয় পেয়া ভঙ্গ দিল ভূপতির সেনা ।
 জয়শীল কালু সঙ্গে ডোম তের জনা ॥
 সৈন্তের সংহার দেখ্যা সংকট সমরে ।
 পলায় কর্পূরধল প্রাণের খাতিরে ॥
 কাশ্মপীলোচনযুগ কাল হলা কোপে ।
 তাড়িয়া ধরিল কালু তিন গোটা লাফে ॥
 মাথায় বজ্রের বারি মের্যা করে গুঁড়া ।
 বরাহবন্ধনে বান্ধে বুকে মারে ছড়া ॥
 ধনুকের ছল্যা করে তুলে নিল পিছে ।
 লগ্ন্যা দিল লাউসেন নৃপতির কাছে ॥
 কাতর কর্পূরধল করে নিবেদন ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা নিরঞ্জন ॥১৬৩॥

শুন সবিনয় সেন ।
 দেহ মোরে প্রাণদান ॥
 স্বরূপে শুনেচি আমি ।
 কলিকল্পতরু তুমি ॥
 সাধিয়া আপন কর্ম ।
 রাখ রাখ রাজধর্ম ॥
 নতি করি ধরি পদ ।
 মোরে না করিহ বধ ॥
 যে যার শরণ নেয় ।
 সে তারে সম্পদ দেয় ॥
 পুরাণপ্রণীত শুন ।
 উরু ব্যাধ উপাখ্যান ॥

নৃপ নরসিংহ নাম ।
 সৌরাষ্ট্র নগরে ধাম ॥
 দৈবযোগে দিবা শেষে ।
 বনে গেল মৃগ আশে ॥
 হইল ভয়দা নিশা ।
 নৃপতি হারাল্য দিশা ॥
 তহু কম্পবান্ ত্রাসে ।
 আইল উরু ব্যাধ বাসে ॥
 ভূপে ভয়ে দেখা ভীকু ।
 অতি আতি কৈল উরু ॥
 কহিয়া অনেক রূপ ।
 শরণ লইল ভূপ ॥
 উরু নৃপে রেখা ঘরে ।
 স্ত্রী পুরুষে রহে দ্বারে ॥
 রাত্রি শেষে দৈবযোগে ।
 উরুকে খেলেক বাঘে ॥
 কমলা ক্রন্দন করে ।
 সগুণ স্বামীর তরে ॥
 কোথা গেলে নাথ তুমি ।
 অভাগিনী হহু আমি ॥
 নরসিংহ নৃপে কয়্যা ।
 পতিপদচিহ্ন লয়্যা ॥
 করিয়া উদ্যোগ কতি ।
 অহুমতা হলা সতী ॥
 স্ত্রীপুরুষে স্বর্গে গেল ।
 তথা কৃষ্ণপ্রাপ্তি হলা ॥
 সেন গুণ্য এত উক্তি ।
 বন্ধন করাল মুক্তি ॥
 বেলডিহা গ্রামে ধাম ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক রাম ॥১৬৪॥

কর্পূর নৃপতি পুন করে নিবেদন ।
 রূপা করে কৈলে যদি বন্ধন মোচন ॥
 লেখা কর্যা নিবেদিব নৃপতির কর ।
 একুনে লইল অশ্ব একুশ বৎসর ॥
 কলিঙ্গা আমার কন্যা ধন্য রূপে গুণে ।
 সম্প্রদান তোমাকে করিব সাধ মনে ॥
 কালু কয় কন্যা যদি কায় মনে দিবে ।
 হাতে কর্যা গঙ্গাজল শপথ করিবে ॥
 নচেৎ দাখিল খুলি হুকুম রাজার ।
 স্বাধিকার সহ আর সবংশে সংহার ॥
 দুষ্টকে দমন দিতে দারুণ আঘাত ।
 রাবণের বংশ নাশিল রঘুনাথ ॥
 অহংকার অকাল অথগু নাঞি রয় ।
 কৃষ্ণের কল্পনা হতে কুরুকুল ক্ষয় ॥
 তর্জন কালুর কথা ত্রাস হৈল মনে ।
 সত্য করে সাতবার সংকুল বচনে ॥
 সেন কন কালুকে স্বরূপ শুন দাদা ।
 বচনে বিশ্বাস হলে বিশেষ মর্যাদা ॥
 সেনের বচনে কালু বুঝিল নিঃশেষ ।
 ভূপতিভবনে গেল ভাবিয়া বিশেষ ॥
 বিবাহের বার্তা শুনে বাপের বদনে ।
 কলিঙ্গা কালীকে ধ্যান করে এক মনে ॥
 নানাবিধ নৈবেদ্য স্তবস নানা ফল ।
 চন্দন চাপার মালা শ্রীফলের দল ॥
 পূজিয়া মায়ের দুটি পদ অভয়দ ।
 নতি করে নিতম্বিনী নত শিরচ্ছদ ॥
 গোকুলে গোবিন্দ সনে গোপিনীর রসে ।
 তরুতলে মুরলী বাজালে তামরসে ॥
 বাঘছাল ত্যাজিয়া পরিলে পীত ধড়া ।
 বনমালা পরিলে ধরিলে মোহনচূড়া ॥

রাস কৈলে বৃন্দাবনে তুমি হয়। রাধা ।
 কোতুক কলহ কর্যা কৃষ্ণে দিলে বাধা ॥
 রাবণবধের কালে রণে রাষ্ট্র বাম ।
 অকালে তোমার পূজা করিলেন রাম ॥
 রুক্মিণী করিল পূজা রমায়ের তরে ।
 শুভ ফল সিদ্ধ হলা সত্তা বস্তা ঘরে ॥
 সঞ্জয় মনের কথা শুন গো জননী ।
 কাস্ত হবে লাউসেন কয়্যাচ আপুনি ॥
 এখন হইল মিথ্যা তোমার বচন ।
 এতকাল ও পদ পূজিহু অকারণ ॥
 সেবিব সেনের পদ মনে ছিল সাদ ।
 আশয়ে নৈরাশ কর্যা সাধিলে বিবাদ ॥
 ইথে যদি মনযোগ না করিবে তুমি ।
 আত্মঘাতী হয়। প্রাণ তিয়াগিব আমি ॥
 কলিঙ্গার করুণা শুনিঞা কালরাত্রি ।
 সাক্ষাত হইয়া কন শুন রাজপুত্রী ॥
 তুমি বাছা আমার তোমার আমি পক্ষা ।
 আবিষ্টক হবেক আমার কথা রক্ষা ॥
 অলজ্য আমার বাক্য জানেন ঈশ্বর ।
 যে কালে দিলাম জগদক্ষ নৃপে বর ॥
 অপরাধ ঈশ্বর দিলেন অভিশাপ ।
 প্রধাত্তে পাষণ্ডী হবি পরশিল পাপ ॥
 তার সঙ্গে আমার বিবাদ হলা ঘোর ।
 ভাঙ্গিল দম্বজ শেষে ভক্ত হলা ভোর ॥
 অক্ষয় অব্যয় হলা আমার বচনে ।
 চতুর্ভুজ হইয়া গেল কৈলাস ভুবনে ॥
 আমার স্বভাব থাকে অমুগ্রহ করি ।
 আশ্র বলা ডাকিলে পরান দিতে পারি ॥
 ঐ বটে লাউসেন রক্তার বন্ধন ।
 ভক্তিভাবে কর বাছা ভর্তুর বরণ ॥

কলিঙ্গ। তখন কয় প্রত্যয় কারণে ।
 লাউসেন বল্যা আমি জানিব কেমনে ॥
 কামিনী বলেন বাছা কই তবে শুন ।
 করে শিরে যুগলে যুগল আছে চিহ্ন ॥
 প্রবেষ্টে প্রফুল্ল পদ্ম পাছুকা ধর্মের ।
 তা দেখিলে তবে পাবে প্রত্যয় মনের ॥
 বল্যা এত কৈলাসে গেলেন কালরাত্রি ।
 অতিশয় আনন্দিতা হৈল রাজপুত্রী ॥
 কহিল জনকে গিয়া কর শুভ কর্ম ।
 আশ্রাচেন লাউসেন অতুল ধর্ম ॥
 নৃপ কন নন্দিনী গো লাউসেন জেতা ।
 বাক্যদত্ত হর্যাচি বিস্তর ভাগ্য মেতা ॥
 কহিল রানীকে রাজা কুতূহল মনে ।
 কলিঙ্গার উদ্বাহ করাব লাউসেনে ॥
 অমলা এতেক শুভা আনন্দে আকুল ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ঝাঁকুড়ারায় মূল ॥১৬৫॥

তবে রাজা কর্পূর কৌতুক মনে মন ।
 বিবাহের বিস্তর করিল আয়োজন ॥
 বস্ত্রযুতা স্তবেদিকা বান্ধিল প্রাঙ্গণে ।
 মণিমুক্তা মণ্ডিত করিল তার কোণে ॥
 পীত নীল পতাকা পুষ্প শোভা কিবা ।
 সমতুল শর্বরী সংযোগে হল্য দিবা ॥
 থমক খঞ্জরি তুরি ভেরী ঢাক ঢোল ।
 মাদ্রিল মরুজা বাজে মৃদঙ্গের বোল ॥
 মানি শঙ্খ মুচঙ্গ ভুরঙ্গ বীণা বানী ।
 কঁাসর দগড় আর কাড়াপড়া কঁাসি ॥
 শুভ অধিবাসে তবে বৈসে রাজা ধল ।
 অমলা এয়ার সনে এথা সহে জল ॥

আয়া নাম আতি কর্যা শুন বন্ধুজন ।
 আয়া বিনা অন্ধকার এ তিন ভুবন ॥
 ক্ষেমধরী ক্ষেমাময়ী ক্ষীণোদরী খুদি ।
 সনাতনী স্থলোচনী স্থয়াগী সম্পদী ॥
 ভগবতী ভানুমতী ভাগ্যবতী রতি ।
 শঙ্করী সারদা সীতা সত্যভামা সতী ॥
 রাজেশ্বরী রুক্মিণী রোহিণী রাধা রমা ।
 ত্রিলোচনী তারিণী তুলসী তিলোত্তমা ॥
 কল্যাণী কমলা কালী কুন্তী কুশোদরী ।
 মহামায়া মল্লিকা মালতী মহেশ্বরী ॥
 চন্দ্রাবলী চিন্তা চাঁপা চিত্রলেখা দুখি ।
 শিরোমণি সরস্বতী সুপর্ণধা সখী ॥
 অন্নপূর্ণা অম্বিকা উমা ঈশ্বরী অভয়া ।
 বিদ্যা বৃন্দা বিশালাক্ষী বিমলা বিজয়া ॥
 হরিপ্রিয়া হৈমবতী হারি পারি সুকি ।
 জাহ্নবী যমুনা জয়া যশোদা জানকী ॥
 শর্বাণী শঙ্করী শান্তি সত্যবতী শচী ॥
 পদ্মাবতী পার্বতী পরমেশ্বরী পাচী ॥
 জল লয়া যুবতী যুবতীগণ লঞা ।
 মঙ্গলে মঙ্গল হাড়ি মণ্ডলি করিয়া ॥
 ধলরাজা ধর্মশীল ধনে মানে ভাল ।
 শুভকালে শুভ স্বস্তিবাচন করিল ॥
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে কপালের লেখা ।
 ধরামররূপে ধর্ম যারে দিল দেখা ॥১৬৬॥

মঙ্গলরাগেণ গীয়তে

আরোপি হেমঘটে যুগল করপুটে
 গণেশে কৈল আবাহন ।
 সূর্যাদি নানা দেবে পূজিয়া ভক্তিভাবে
 অধিবাসে দিল মন ॥

নৃপতিস্থতা হরষে বসিয়া বাম পাশে
মোহিনী মস্ত্রপাঠে ।
শুভ গন্ধশিলা দূর্বা পুষ্পমালা
এতানি পরশে ঘটে ॥
সিন্দূর স্তেতধান্য আমার আদি অন্ন
সিদ্ধার্থ অলঙ্কৃত দধি ।
রোচনা দর্পণ রঞ্জিত কাঞ্চন
কজ্জল দিল যথাবিধি ॥
শঙ্খাদি শুভ দ্রব্য অপরে যথা লভ্য
সদূর্বা সূত্র করে বান্ধি ।
মঙ্গল অবিসারে প্রদীপ সহকারে
প্রশস্তিপাত্র শিরে বান্ধে ।
সার্যা অধিবাসে সেবিয়া গণেশে
গৌর্যাদি করিল পূজা ।
দিল। বস্ত্রধারণ। নান্দীমুখে স্বরা
বস্ত্রে মহীরাজ তেজা ॥
কুল পুরোহিত অতিজ্ঞান ভূত
শান্তিস্মৃক্ত করে গান ।
বাজে বীণা বাঁশী মানি শঙ্খ কামি
শুভ কর্মে দিল মন ॥
লগ্ন্যা লাউসেনে বসায়্যা আসনে
বরণ করিল রায় ।
তবে স্ত্রীআচারে লগ্ন্যা গেল বরে
অঙ্গনে অঙ্গনা ধায় ॥
তবে সম্মেলি হয়্যা কুতূহলী
হলাহলি দিল ঘন ।
উচ্ছতা আনন্দে বেড়িয়া গোবিন্দে
গোকুলে গোবিন্দ যেন ॥
তাতে হেমঝারি সঙ্গে সহচরী
লইয়া উথান খালা ।
আনন্দ অবিসারে উথানিল বরে
অমলা অতি কুতূহলা ॥

ভূপতি ভাবে মগ্ন বুঝিয়া শুভলগ্ন
কহ্যাকে করিল সম্প্রদান ।
দ্বিজ শ্রীমানিক রচিল রসিক
রসোদয় রস গান ॥১৬৩॥

জামাতাকে যৌতুক যতনে দিল ভূপ ।
বাস ভূষা বহু রত্ন বিষয়াত্মরূপ ॥
কহ্যাকে যৌতুক দিল কত রত্ন ধন ।
কালিনি পাথর ঘুড়ি কাঞ্চন ভরণ ॥
দিল আর দুই দাসী দক্ষিণা দ্রোপদী ।
সারিল সকল ক্রিয়া শেষে যথাবিধি ॥
স্থানবিত সীমন্তিনী সকলে মেলিয়া ।
বর কহ্য। বাসে নিল বারিধারা দিয়া ॥
বসিলেন লাউসেন বিচিত্র আসনে ।
কলিঙ্গা বসিল বামে কাঞ্চন বরণে ॥
রবির উদয় যেন রূপে আলো ঘর ।
অমিথিয়া সবাকার আনন্দ অন্তর ॥
অমলার অতিভাগ্য অচিয়া গোসাক্ষি ।
ঝিয়ের মনের মত পেয়াছে জামাক্ষি ॥
ঘোলকলা পূর্ণ চাঁদে সরে বটে সুধা ।
কি যেন কৃষ্ণের কোলে কমলিনী রাধা ॥
যেন লক্ষ্মী নারায়ণ শ্রীরাম জানকী ।
উষা অনিরুদ্ধ যেন এই মনে লখি ॥
কিবা নল দময়ন্তী দৌহে দেখি হেন ।
সুভদ্রা অর্জুন কিবা শক্র শচী যেন ॥
কেহ কয় কৃষ্ণহৃত কমলাক্ষী রতি ।
দূরে গেল হৃৎস্ব দেখ্যা দৌহার মুরতি ॥
অমলা দিলেক আজ্ঞা দাসীকে তখন ।
কৌতুকে কুহুমশয্যা করিল রচন ॥

পরায় পায়স পিষ্টক নানা ভাতি ।
 ভক্ষণ করিল তবে ময়নার ভূপতি ॥
 শয়ন কলিঙ্গা সঙ্গে কুসুমশয্যায় ।
 আনন্দে রজনী গেল প্রভাতে বিদায় ॥
 রাজা দিল রাজকর রাজ্যের কুশলে ।
 নির্ভয়ে নৃপতি থাক লাউসেন বলে ॥
 বিদায় হইল তবে বৈনসে বিভোল ।
 অস্তঃপুরে উঠিল ক্রন্দন কলরোল ॥
 অমলা আকুল প্রাণে অশ্রুজলে ভাসে ।
 প্রাণধনে কেমনে পাঠাব বনবাসে ॥
 কি নিয়া থাকিব ঘরে কত উঠে মনে ।
 দেখিব ও চাঁদমুখ আর কত দিনে ॥
 তোমার বিহনে বাছা বিগতি আমার ।
 এই ঘর হবেক দিবসে অন্ধকার ॥
 কলিঙ্গা প্রবোধ করে কৈদ নাগ্রি মা ।
 নিশ্চয় বচন শুন নিবেদিয়ে মা ॥
 পিতা মাতা পর হয় পর লয়া ঘর ।
 বিধাতার এই সৃষ্টি আছে পূর্বাপর ॥
 তবে সেন ত্রিলোচনে তূর্ণ আজ্ঞা দিল ।
 অস্থির পাথর অশ্বে সাজন করিল ॥
 চাপিয়া চলিল সেন যেন চন্দ্রকলা ।
 পশ্চাৎ কলিঙ্গা প্রায় আরোহণে দোলা ॥
 কালু আদি তের ডোম তার সঙ্গে যায় ।
 মুক্তি আশে মানিক ধর্মের গীত গায় ॥১৬৮॥

জ্ঞানকীকে পাঠাইয়া জনক যেমন ।
 উচ্চৈঃস্বরে অবোধিয়া করেন রোদন ॥
 তেমতি কর্পূরধল কলিঙ্গার মোহে ।
 অঙ্গ হলা আপ্লাবিত নয়নের লোহে ॥

অন্ত্রজ্ঞে আইল যেন গব্যুতি অয়ন ।
 সদানীরা পার হয়্যা সেনের গমন ॥
 কদাচিৎ পথে কভু বিলম্ব না করে ।
 উপনীত আসে গোড়ে আটদিন পরে ॥
 বারামে বস্ত্রাচে রাজা রায় গোড়েশ্বর ।
 লয়্যা দিল লাউসেন কাঙুরের কর ॥
 পুটপানি প্রণিপাত পদাঙ্গুগলে ।
 বাপধন বল্যা রাজা বসালেন কোলে ॥
 মনস্তাপে মহামদ মাথা হেট করে ।
 কেবল রঞ্জার বেটা কাল হৈল মোরে ॥
 কামরূপ পাঠাইলাম করিয়া প্রলাপ ।
 জয় কর্যা বেটা আইল টুটা মনস্তাপ ॥
 শৃগালের দর্প দেখ্যা চক্ষু যায় ফেট্যে ।
 কত করি মল নাই কুলাঙ্গার কুটে ॥
 অহুরাগে আপুনি গলায় দিব দড়ি ।
 এড়াইব দেখিতে ছুষ্ঠের দড়বড়ি ॥
 লাউসেনে নচেৎ লইব রসাতল ।
 তবে সে আমার নাম মহামদ খল ॥
 বলে শূলে বাগে পেল্যে পরাব ত্রিশূল ।
 এত বল্যা উঠে গেল আক্রোশে আকুল ॥
 লাউসেনে নৃপতি নিয়োগবাণী কয় ।
 তোমা হতে হল বাপু কামরূপ জয় ॥
 নিরঞ্জন নিশ্চয় তোমার হল সখা ।
 এক মুখে কি দিব মহিমাগুণ লেখা ॥
 এত বল্যা আগ্র কর্যা আনন্দে তখন ।
 লয়্যা সেনে অন্তঃপুরে নৃপের গমন ।
 প্রণাম করিল সেন মাসির চরণে ।
 আশিস করিল রানী অঝোর নয়নে ॥
 আইস বাছা বাপধন একি ভাগ্য মোর ।
 মর্যা যাই অভাগী বালাই লয়্যা তোমর ॥

সন্মোখিয়া স্বশ্রবসা সাক্ষাতে সন্নিহিত ।
 করপুটে কলিঙ্গা করিল দণ্ডবৎ ॥
 কল্যাণ করিল রানী কায়মন বাক্যে ।
 জন্মায়্যাতি হয়্যা বাছা জিয়ে থাক স্নেহে ॥
 তোমার শাস্ত্রী হয় আমার ভগিনী ।
 সখা তাঁর ধর্মরাজ সদাই আপুনি ॥
 না হলো এমন ভাগ্য আর কার হয় ।
 অল্পকালে পুত্রবধু আনন্দ উদয় ॥
 সেদিন সম্প্রীত পেয়া রহিলেন সেন ।
 প্রভাতে মাসির কাছে বিদায় হলেন ॥
 পশ্চাত গোড় রেখ্যা পদ্মমণি পার ।
 দুর্গাপুর দক্ষিণে রহিল দীঘিসার ॥
 কলাগেছে কৃষ্ণগঞ্জ পারিয়া কোতুকে ।
 বর্ধমানে উপনীত শর্বরীসম্মুখে ॥
 কালুবীর কয় বাক্যে কর অবগতি ।
 এইখানে অবস্থিতি আজিকার রাত্রি ॥
 বিহিত বুঝিল সেন কালুর বচনে ।
 মালীর মালঞ্চ দেখিল মধ্যগনে ॥
 তমাল তরুর তলে উত্তরিল তায় ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা বাকুড়ারায় ॥১৬৯॥

বিষম ধর্মের মায়া বিধি অগোচর ।
 অজ্ঞান বুঝিতে নারে করে অনাদর ॥
 মালিনীর মালঞ্চে দৈবের দোষ ঘটে ।
 দ্বাদশ বৎসর তায় ফুল নাঞ্চি ফুটে ॥
 লাউসেনে নিতান্ত সে ধর্ম অনুকূল ।
 মঞ্জরিল মালঞ্চ ফুটিল নানা ফুল ॥
 ফুলে বসে ভ্রমর ভ্রমরী মধু খায় ।
 কুহ্মরে কোকিল কৃষ্ণের গুণ গায় ॥

দৈবেতে মালিনী আলা মালক দেখিতে ।
 চারিপানে চেয়ে হৈল চমকিত চিত্তে ॥
 দ্বাদশ বৎসর ফুল ফুটে নাঞি যায় ।
 কেন আজি কুসুমে কুশল দেখি তায় ॥
 মধুসূতু মালতী মালিনী মনে করি ।
 তমালের তলে দেখে তিমিরে বিজুরি ॥
 ঐমনি অবাক হয়। একমনে বকে ।
 চন্দ্র কি অঙ্গর ত্যাজে উদয় মালকে ॥
 অথবা কি জানি কোন দেবতার মায়া ।
 পাষণ্ডী দেখিয়া পারা দিলা পদছায়া ॥
 এত কর্যা অসুমান অস্তিক পাইল ।
 সম্বোধিয়া সবিনয়ে সম্বাদ পুছিল ॥
 কে তুমি কহিবে সত্য মালক ভিতরে ।
 দেবতা দানব কিবা অপ্সর কিম্বর ॥
 সেন কন সত্য কথা শুন রূপবতী ।
 মোর নাম লাউসেন ময়নার ভূপতি ॥
 রাজা রায় গোড়েশ্বর রাজ্যের বিধাতা ।
 মাতুঃস্বপতি মোর গতি অন্নদাতা ॥
 কালু বলে কালুসিংহ সন্ধে বড় ভাই ।
 জয় কর্যা কামরূপ নিজ দেশে যাই ॥
 মৃগয়া করিয়া যায় কালিদাস নৃপতি ।
 স্বকর্ণে শুনিল সব সেনের ভারতী ॥
 নিকট হইয়া রাজা মাগে পরিচয় ।
 কার বেটা কিবা নাম কহিবে মহাশয় ॥
 সেন কয় দক্ষিণ ময়নায় মোর ঘর ।
 কর্ণসেন জনক জগতে যশোধর ॥
 নিজ নাম লাউসেন সখা নিরঞ্জন ।
 কামতায় গেছিলাম মহিম কারণ ॥
 কালিদাস কয় শুভা গেল সব আধি ।
 বাসনা হইল পূর্ণ অসুকুল বিধি ॥

ভীষ্মক ভূপতি ছিল ভাগবতোত্তম ।
 কন্যা দিয়া কৃষ্ণের সেই হল শরণ ॥
 আছিল জনক ঋষি অতি পূর্ণতমে ।
 শরণ লইল সীতা সমর্পিয়া রামে ॥
 কি ধন আমার আছে কি দিয়া তুষিব ।
 দুই কন্যা দান দিয়া শরণ লইব ॥
 ধর্মপুত্র আপুনি শুনেচি সতে কয় ।
 অতএব আমার এই অভিলাষ হয় ॥
 কন্যা এত কালিদাস কোতুকে তৎপর ।
 লগ্ন্যা এল লাউসেনে আপনার ঘর ॥
 রানীকে কহিল তব পুলকিত কায় ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা বাঁকুড়ারায় ॥১৭০॥

শুনে শুভ সমাচার স্বামীর বদনে ।
 অতিশয় পদ্মার আনন্দ হৈল মনে ॥
 সূয়াগা বিমলা শুনে সুখ চিত মন ।
 নাঞ্চি সীমা সুখের করিলা আয়োজন ॥
 বাঞ্জে বাণ্ড সুপণ্ড মঙ্গল জয়ধ্বনি ।
 রমণীনিবর সঙ্গে জল সহে রানী ॥
 এখা রাজা অধিবাসে একমন হয়্যা ।
 ষষ্ঠীপূজা করিতে চলিল যত মেয়্যা ॥
 চারি ভার গঙ্গাজল চারি কান্দি কলা ।
 চন্দ্রনাড়ু চন্দন চাপার চাঁদমালা ॥
 নানারস সংযোগে নৈবেদ্য নিরাকর ।
 সেবিয়া ষষ্ঠীর পদ সতে মাগে বর ॥
 ঝিয়ে পোয়ে কল্যাণ করিবে ষষ্ঠী বুড়ি ।
 নখানি হরিদ্রা দিব নয় কড়াকড়ি ॥
 কেহ বলে ঝারা বারা দিব চাঁদমালা ।
 মরণ করায় ষষ্ঠী দিয় নাই জালা ॥

দিনে রাত্রে দশ ছেল্যা ছুয়া খায় গায় ।
 ছেলেকে আমার সাধ আর নাঞি যায় ॥
 কেহ বলে আগো যষ্টী এই নিবেদন ।
 পুরিলে মনের আশ পূজিব চরণ ॥
 কেহ বলে আট ছেলে হবেক আমার ।
 হাতে কাখে কর্যা ধার শুধিব তোমার ॥
 এথা রাজা কালিদাস অধিবাস করে ।
 গৌর্যাদি করিল পূজা জ্ঞান অমুসারে ॥
 বহুধারা নান্দীমুখ বিধিমত সের্যা ।
 বরণ করিল বরে বিধিবাক্য ধর্যা ॥
 অবসরে স্ত্রী আচারে হল দড়বড়ি ।
 স্ত্রীগণ ছাওনি নেড়ে মঙ্গলিল হাঁড়ী ॥
 রতন প্রদীপ হাতে রমণীর ঘটা ।
 আপ্যাইত অনঙ্গ দরশনে অঙ্গ ছটা ॥
 বেড়িয়া দাণ্ডাল সেনে বিভোল আনন্দে ।
 জ্ঞান গোষ্ঠে যেন ব্রজগোপিনী গোবিন্দে ॥
 তবে সে তরুণীসহ তরুণীয়ে মেলি ।
 হরিষে বিভোল হয়্যা দিল ছলাছলি ॥
 স্রুধা বরে স্ববদনে শোভা কত ছান্দে ।
 চৌদিকে চপলা যেন আলো কৈল চাঁদে ॥
 দূর্বাদলশ্যাম রামরূপের মাধুরী ।
 মোহিত হইল দেখ্যা মিথিলার নারী ॥
 সেইমত সেনের সে রূপ দেখ্যা মতে ।
 আকুল হইল অঙ্গ অনঙ্গের ভাবে ॥
 কেহ কয় এই কৃষ্ণ আস্তা বৃন্দাবনে ।
 মোহিল গোপীর মন মুরলীর গানে ॥
 কেহ কয় কি যেন রতির পতি কাম ।
 অন্তে বলে অযোধ্যা হইতে আইল রাম ॥
 মহারানী মুগ্ধ হল্য মকরন্দরূপে ।
 শরীর সিঞ্চিত হৈল স্রুধাময় কূপে ॥

পুলকে পুরিল তহু পরিতোষ চিত্তে ।
 লইয়া উত্থান থালা এক ভাবে উত্থে ॥
 পায় হতে মস্তক মস্তক হতে পা ।
 অশেষ প্রবন্ধ করে উলসিত গা ॥
 তবে রাজা শুভ কর্মে সত্বর তখন ।
 পাদাগ্রে বিষ্ণুর দিল পাণ্ড আচমন ॥
 মধুপক আদি করে অপর সকল ।
 দুই কণ্ঠা দিল সেনে দিয়া পুষ্পজল ॥
 দুমোহর দানের দক্ষিণা দিলা ভূপ ।
 যৌতুকে যতনে দিল যথাবিধিরূপ ॥
 সাত পাঁচ সীমন্তিনী সতে মেল্যা ভারী ।
 বর কণ্ঠা বাসে নিল দিয়া বারিধারা ॥
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে কপালের লেখা ।
 ব্রাহ্মণের বেশে ধর্ম যারে দিল দেখা ॥১৭১॥

বিবাহ সমাপ্ত ॥

স্নয়গা বিমলা সঙ্গে বাসর বন্ধিয়া সঙ্গে
 লাউসেন উঠিয়া প্রভাতে ।,
 বিদায় হইয়া স্নখে গমন ময়না মুখে
 কালু আদি তের ডোম সাথে ॥
 তহুরুচি সৌদামিনী সহ যায় তিন রানী
 আরোহণে পুষ্পময় দোলা ।
 আনন্দে অমনি পূর্ণ তুরগ দাবিয়া তূর্ণ
 অগ্রসর লাউসেন বালা ॥
 দম্পতী ব্যাপার সিদ্ধ কেবল কুমুদবন্ধু
 কত শোভা নাহি তার লেখা ।
 পার হয়্যা বর্ধমান এড়াইয়া কত স্থান
 উচালনে আস্যা দিল দেখা ॥
 রাঙ্গামেট্যা রেখে বামে উপনীত সপ্তগ্রামে
 উসংপুর এড়ায়ে স্থরিত ।

বেলা অবসান কালে কতিচিৎ কুতূহলে
 স্বদেশ ময়নায় উপনীত ॥
 দেখ্য। নগরের লোক পাসরিল হুঃখ শোক
 মৃত যেন পাইল জীবন ।
 রাজা লাউসেন আলা ছুনিশি প্রভাত হল্য
 ধায়াধাই করে সর্বজন ॥
 যতেক নগরে নারী লজ্জা ভয় পরিহরি
 অয়নে হইল আগুসারা ।
 কৃষ্ণেরে দেখিতে মন যেন ব্রজে গোপীগণ
 বিকল হইয়া ধায় তারা ॥
 অতুল আনন্দ কিবা সীতাকে করিয়া বিভা
 দেশে যেন আইলেন শ্রীরাম ।
 পরস্পর সভাকার তেমতি উল্লাস বার
 অমিথিয়া জুড়াইল প্রাণ ॥
 তবে সেন শুভক্ষণে গিয়া নিজ নিকেতনে
 প্রণমিলা জননী জনকে ।
 দেখ্য। রানী রঞ্জাবতী কর্ণসেন মহামতি
 বাছা আস্য বল্যা কৈল বৃকে ॥
 ঠাকুর অনন্ত রাম পিতমহ গুণধাম
 পিতা গদাধর গুণময় ।
 গাঙ্গুলী বাদ্যলপাস বেলডিহা গ্রামে বাস
 মানিক রচিল রসোদয় ॥১৭২॥

রঞ্জাবতী কয় অতি আনন্দ অন্তরে ।
 পুহাল রজনী আজ বাছা এল ঘরে ॥
 তোমা লেগ্যা সপ্তশালে ঝাপ দিয়াছিহু ।
 না দেখিলে তিলার্থ সে দহে মোর তহু ॥
 কর্ণসেন কন আসি বড় ভাগ্যবান্ ।
 পুনর্বীর পুত্রবধু প্রহু দিলা দান ॥

এককালে চারি বেটা চারি বউ হারা ।
 সেই হতে আমি যেন জিয়ন্তেয়ে মরা ॥
 জীবন পাইলাম আজি জুড়াইল হিয়া ।
 চিত্তের সন্তোষ হল্যাম চাঁদমুখ চেয়া ॥
 দশরথ রাজা যেন পেয়েছিল রামে ।
 তৈমতি পেয়েছি তোমায় আমি পূর্ণতমে ॥
 তবে রানী রঞ্জাবতী রসস্বতু কালে ।
 উখানিল পুত্রবধু অতি কুতূহলে ॥
 সভে বলে রঞ্জাবতী ভাগ্যবতী বটে ।
 সার্থক সেবিল ধর্ম চাঁপায়ের ঘাটে ॥
 সহরে কর্পূর খেলে শিশুদের সনে ।
 ধায়াধাই আলায় শুনে ধৈর্য নাহি মানে ॥
 দণ্ডবৎ দাদাকে দক্ষিণ করে বাস ।
 স্থখে দুখে আমার সমান বার মাস ॥
 তুমি আইলে বিভা করে গোটা তিন মেয়া ।
 অতঃপর অভাগা কর্পূর থাকু চেয়া ॥
 কালি যাব কাশীকে কি কাজ ঘর বাসে ।
 শুনে রাজা কর্ণসেন রঞ্জাবতী হাসে ॥
 লাউসেন কয় দাদা তুমি মোর হিয়া ।
 সত্বন্ধ করেছি যোল বৎসরের মেয়া ॥
 ঘটা কর্যা দিব বিভা ঘর দ্বার বেচ্যা ।
 কর্পূর তখন কয় সত্য নয় মিছা ॥
 কখন এমন কথা কয় যদি মা ।
 শুনা স্বধামুদ্রে সিদ্ধিত হয় গা ॥
 রজা কয় বাপধন এই অভিলাষী ।
 কালি দিব বিবাহ প্রভাত হল্যে নিশি ॥
 মনে কর মিথ্যা নয় মায়ের কথা দড় ।
 লাউসেন হতো তুমি দশগুণ বড় ॥
 প্রবোধিয়া কর্পূরে তখন রানী রাজা ।
 আরস্তিল এক মনে অনাচোর পূজা ॥

মঙ্গল বাজনা বাজে খঞ্জরিতে যাই ।
নৃত্য গীত নগরে লোকের ধায়াধাই ॥
ভারত ভাগবত গীতা পুরাণ প্রসঙ্গ ।
রাম কথা রাত্রিদিন রসের তরঙ্গ ॥
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্ম অহুকুল ।
ইহার উত্তর গীত হবেক শিমুল ॥
হরিবল বন্ধুজন পালা হলায় মায় ।
ধন পুত্র লক্ষ্মী হয় যে গায় গায় ॥১৭৩॥
ইতি দেশাগমন আর কাঙুর পালা সমাপ্ত ॥
[অষ্টম পালা সমাপ্ত]

[নবম পালা]

এই কথা যে শ্রবণ করে একমনে ।
 প্রিয় হয় ধর্মের সে বাড়ে ধনে জনে ॥
 বরাসনে বারামে বসিল মহীপাল ।
 ভদ্রাসন মাঝে যেন ভূপতি পঞ্চাল ॥
 বার ভূঞা বসিল রাজার বরাবর ।
 ভাট পড়ে রায়বার অভেদ স্তম্বর ॥
 সভায় পুরাণ পড়ে পাঠক ভারতী ।
 কৃষ্ণকথা শুনে রাজা কুতূহল মতি ॥
 প্রভাতে যশোদা রানী যাদবে লইয়া ।
 নন্দরানী কৃষ্ণে দেন মুখানি মুছিয়া ॥
 বলাই সিদ্ধায় ডাকে বের্যা রে কানাই ।
 মোরা কেন ফিরাইব তোর চোরা গাই ।
 যত দেখু জড় হৈল যমুনার কূলে ।
 ডাকাডাকি ইঁকাইঁকি রাখালে রাখালে ॥
 ঐমনি যশোদা কান্দে অঝোর নয়ন ।
 কি লয়ে থাকিব ঘরে কৃষ্ণ গেলে বন ॥
 গোপীগণ গোবিন্দে দেখিতে ধায়াধাই ।
 শ্রাম শ্রাম বলে কান্দে বিনোদিনী রাই ॥
 রামায়ণ শুনে রাজা রসের সাগর ।
 আনন্দ উদয় হৈল অযোধ্যা নগর ॥
 মিথিলা গেলেন রাম নীলকান্তি দেহ ।
 শিবের ধনুক ভাঙ্গি সীতা কৈল বিবাহ ॥
 আনন্দে অনুর সঙ্গ অযোধ্যাগমন ।
 পথে হৈল পরশুরামের সনে রণ ॥
 পরাভব পরশুরাম প্রকার প্রবন্ধে ।
 আলয়ে আইলা রাম দুকুল আনন্দে ॥

পালিতে পিতার সত্য পূর্ণ অভিলাষ ।
 শিরে জটা বান্ধি রাম গেলা বনবাস ॥
 কৌশল্যা কান্দেন হেথা অঝোর নয়ান ।
 মরি বাছা মায় ছেড়্যা কোথা গেলে রাম ॥
 নয়নে নিকলে ধারা নিহালিয়া মুখ ।
 কোথা রাম বলিয়া কান্দেন দশরথ ॥
 অযোধ্যানিবাসী কান্দে অঝোর নয়ন ।
 অযোধ্যা আধার করে রাম যান বন ॥
 হেথায় সরযু গঙ্গার তীরে সন্ধ্যার সময় ।
 লোকমুখে নাবিক পেয়েচে পরিচয় ॥
 বিনয়বচন বলে বিশেষ কাতর ।
 চরণ পাখালি নায় চড় গদাধর ॥
 অহল্যা পাষণ হয়্যা ছিল দৈবদোষে ।
 মুক্ত হয়্যা গেল তব চরণ পরশে ॥
 পার হয়ে সরযু পঙ্কতি প্রবর্তনে ।
 বিশ্রাম করিলা রাম পঞ্চবটী বনে ॥
 সূৰ্পনখার নাক কান কাটেন লক্ষণ ।
 যুগ হয়্যা মারীচ মায়ায় হরে মন ॥
 রাবণ হরিল সীতা শোকাস্তর রাম ।
 কান্দেন লক্ষণ শোকে না বান্ধেন প্রাণ ॥
 পর্যটন করিয়া সমুদ্র হলা পার ।
 রাবণ করিয়া বধ সীতার উদ্ধার ॥
 দেশগমনের পরে দৈবের প্রকাশ ।
 পুনর্বীর সীতার হইল বনবাস ॥
 বান্ধীকি মুনির ঘরে আনন্দ বিসার ।
 লবকুশ দুই পুত্র হইল সীতার ॥
 অশ্বমেধ যজ্ঞ হেথা করেন শ্রীরাম ।
 অশ্ব লয়্যা গেলেন লক্ষণ হনুমান্ ॥
 লবকুশ সহিত হইল ঘোর রণ ।
 রণে পরাজয় রাম রাজীবলোচন ॥

পিতাপুত্রে পরিচয় প্রাণ সমতুল ।
 অযোধ্যায় আইলা সতে আনন্দ আকুল ॥
 শ্রবণ করেন রাজ্য চিত্তের খাতিরে ।
 এথা হীরা নামে নটিনী বর্তনে বেশ করে ॥
 কুস্তলে করবী কৈল কিবা অহুপাম ।
 তেহেরি বেড়িল তায় মল্লিকার দাম ॥
 কপালে সিন্দূরবিন্দু চন্দনের রেখা ।
 যেন অরুণ সহিত সূর্য আস্তা দিল দেখা ॥
 খঞ্জন লোচনযুগে অঞ্জনের দাগ ।
 অধরে তাঙ্গুল রসে বাড়াইল রাগ ॥
 কলধৌত কলেবর কুঙ্কুম কঙ্করী ।
 সদত মোহিত রূপে যেন মন্দোদরী ॥
 বিনোদ কাঁচলি বান্দে বৃকের উপর ।
 সারি সারি বৃক্ষ তায় স্থচিত্র সুন্দর ॥
 ফুলে ফুলে প্রফুল্ল প্রচয় শোভা তায় ।
 কোকিল কদম্ব ডালে কৃষ্ণগুণ গায় ॥
 মধুকর মত্ত কত মালতীর ফুলে ।
 নৃত্য করে প্রমত্ত ময়ূর তার তলে ॥
 ব্যাকোস বকুল কলি বসন্তের বায় ।
 রাধাকৃষ্ণে দৌহার সম্প্রীতি সদা যায় ॥
 কিরণ তমাল তরু কৃষ্ণের বরণ ।
 রাত্রিদিন লুকু যাতে রাধিকার মন ॥
 অশোক আকীর্ণ ফুলে ফলেতে মলিন ।
 যার তলে জানকী ছিলেন কতদিন ॥
 রাত্রিদিন কষ্ট দিতে রাবণের চেড়ী ।
 রাম রাম বলিয়া ভূতলে যান গড়ি ॥
 পারিজাত পরিপূর্ণ প্রতি ডালে ফুল ।
 যার লেগ্যা সত্যভামা জীবনে আকুল ॥
 যমলঅর্জুন বৃক্ষ যোগরুচি সদা ।
 উদ্বলবে বন্ধে ছিল কৃষ্ণকে যশোদা ॥

নাসায় বেসর পরে মুকুতার ফল ।
 তিমিরে তড়িৎ যেন করে ঝলমল ॥
 আরম্ভে নটিনী নৃত্য রাজার সভায় ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা বাঁকুড়ারায় ॥১৭৪॥

নাচে নটিনী হীরা নটিনী হীরা ।
 স্তনান স্তম্ভ স্তম্ভ কর্যা ॥ (?)
 ঘাঘর ঘুঘুর ঘুঘু বাজে ।
 অঙ্গুলোচনে বন্ধিম মাজে ॥
 খোল করতাল খঞ্জরী তুরী ।
 মুকুজা মঙ্গল ভুরঙ্গ ভেরী ॥
 বাজে অনিবার তাথেই নাদে ।
 রুহুহু রুহুহু নৃপুর পদে ॥
 স্তম্ভ ইন্দু মুখে ঈষৎ হাসি ।
 মরমে মারিল মোহন ফাঁসি ॥
 বৃকের বসন উড়িচে বায় ।
 রাজা পানে আধলোচনে চায় ॥
 কটি ক্লান্তর কঠিন কুচ ।
 কমলকলিকা কিবা সে উচ ॥
 কামের কামান ভুরুর শোভা ।
 বিজ্ঞাধরী প্রায় বচন আভা ॥
 স্তললিতকেশা স্তম্ভদেহা ।
 দিবাকর চাঁদে চাঁদের লেহা ॥
 মদনমোহিত নটিনীরূপে ।
 ডুবে গেল রাজা রসের কূপে ॥
 অনঙ্গ অনল অন্তরে জ্বলে ।
 বিকল হইয়া বিনয় বলে ॥
 শুন লো স্তম্ভরী নটিনী হীরা ।
 কটাক্ষে লইলি চেতন হর্যা ॥

দেখিয়া মদন বদন তোর ।
 জাগিয়া জীবনে করিল জোর ॥
 যে বলি যুবতী বচন সত্য ।
 দেহ আলিঙ্গন জুড়াও চিত্ত ॥
 হীরা বলে নয় উচিত কাষ ।
 কলঙ্ক হইবে অবনী মাঝ ॥
 পাপের পসরা করিবে মাথে ॥
 ধর্ম অবতার আপুনি তাতে ॥
 পুরাণে শুনেচ ব্যাসের যোগ ।
 পরদারে কত পাপের ভোগ ॥
 বুঝিয়া বিহিত বিযোগ তার ।
 শ্রীকৃষ্ণ চরণ শরণ সার ॥
 হীরা যত বলে নিযোগ তত ।
 না শুনে নৃপতি মদনে মত্ত ॥
 দিতে আলিঙ্গন আবেশে চলে ।
 পাত্র মহামদ প্রভুত্ব বলে ॥
 চিন্তিয়া শ্রীধর্মচরণ ঘন ।
 একাদশ অঙ্করে করিব ছন্দ ॥
 মানিক রচিল রসিকোদয় ।
 অবশে চিত্তের সন্তোষ হয় ॥১৭৫॥

পাত্র বলে রাজা পারা হয়্যাচ পাগল ।
 লোকলজ্জা নিন্দাভয় মজাবে সকল ॥
 কৃষ্ণকথা পুরাণ ত্যাজিয়া পাপ মন ।
 পরান পয়ান কালে নরক গমন ॥
 হৈমবতী হরযুক্তি হরিবংশে গায় ।
 অসংখ্য পুণ্যের ফল এক পাপে যায় ॥
 বেউশাকে শুনি বলে বশিষ্ঠের শাপ ।
 দরশনে পুণ্য হয় পরশনে পাপ ॥

গৌরব গাইল গুণ জগজনে গায় ।
 কলঙ্ক কঠিন কালি ধূলে নাঞি যায় ॥
 কুন্তীর কলঙ্ক হৈল কপালের দোষে ।
 অহল্যার কলঙ্ক অতাপি লোকে যুখে ॥
 ইন্দ্রের কলঙ্ক হৈল অখিল ভরিয়া ।
 চন্দ্রের কলঙ্ক হৈল কিসের লাগিয়া ॥
 কর্মদোষে কৃষ্ণের হইল গোপবাদ ।
 বিবাহ বরং কর আছে যদি মাদ ।
 হরিপাল নামে রাজা শিমূল নিবাসী ।
 পদ্মগন্ধা পুত্রী তার পরম রূপসী ॥
 আনে বলে উষা কিবা কিবা অরুন্ধতী ।
 রেবতী রোহিণী কিবা কিবা রস্তাবতী ॥
 বিধু জিহ্বা বরণ বৈশাখ চাপা ফুল ।
 সুদতী সুন্দর ভাষা সুধা সমতুল ॥
 শুনিয়া রাজার মন সুখে উদাসীন ।
 দৈবজ্ঞে ডাকিয়া করে বিবাহের দিন ॥
 কানড়া কন্যার নাম পাত্র দেই কর্যা ।
 গণনা করায় রাজা গৌরব করিয়া ॥
 জ্যোতিষ দেখিয়া দৈবজ্ঞ করে খড়ি ॥
 বিবাহে বিস্তর বলে অমঙ্গল দেড়ি ॥
 পাত্র বলে অঙ্গ জলে তোর মুখে পাশু ।
 ভারিভুরি করিয়া নগর ভেড়্যা খাহ ॥
 গণনার কি জাহ্নু সন্ধান নাঞি তোর ।
 শুভ কর্ম করিলে সুখের নাই গুর ॥
 নৃপে কয় লিখনে লিখিয়া অবাস্তর ।
 ভেট দিয়া ভাটকে পাঠায় ভুবীশ্বর ॥
 সর্বজ্ঞ সিমুর আদি সাতানী হাজারী ।
 এ সব নৃপতি যার আছে আজ্ঞাকারী ॥
 কোন তুচ্ছ হরিপাল খণ্ডোত সমান ।
 কৃতার্থ হইবে শুনে কন্যা দিবে দান ॥

চিরকাল তোমার সে বাপের চাকর ।
 শিমুল পাঠান তাকে সাধিবারে কর ॥
 প্রজা লোক যত ছিল অহুগত শেষে ।
 কপাল দিলেক ঋজু রাজা হৈল দেশে ।
 এ কুলে হইল আজি একুশী বৎসর ।
 শিমুল ইনাম থায় দেই নাই কর ॥
 তবে যদি এখন না করে কন্যাদান ।
 তবে জ্ঞাত বিধাতা হইল তাকে বাম ॥
 লয়া লবলক্ষ দল আর সেনা কোটি ।
 সাগরে ফেলিব তুলে শিমুলের মাটি ॥
 পত্র লেখে আপুনি পাত্রে নিবেদন ।
 কর্ণের সমান দাতা কৃষ্ণ পরায়ণ ॥
 সদাই উদারচিত্ত চরিত্র নির্মল ।
 জগতের পবিত্র যেমন গঙ্গাজল ॥
 কানড়া তোমার কন্যা কিশোর বয়েসী ।
 বিবাহ করিতে রাজা বড় অভিলাষী ॥
 নত নয় দিনে হলা লগ্ন নিরূপণ ।
 প্রভুত্ব বুঝিবে রায় পাঠাই লিখন ॥
 ভেট লয়া ভাট যায় ভাব্য নাঞি আন ।
 হৃদয় পাবে না দিলে হুহিতা নৃপে দান ॥
 নব লক্ষ দল যার চলে আগু পাছু ।
 বীচকে বেগুন কিছু ক্ষেতে না রাখিব কিছু ॥
 পশ্চাৎ যাবেন রাজা পরিপূর্ণ ঠাটে ।
 পত্রকরে শ্রীমুখ প্রেমিত করে ভাটে ॥
 ভাবে মত্ত ভাট করে আপনার সাজ ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা ধর্মরাজ ॥১৭৬॥

পরিশোভা ভাল

পুরটে মিশাল

প্রচিন্ত পগড়ি মাথে ।

তাহার উপর জড়ি মনোহর
 মুকুতা মণ্ডিত তাতে ॥
 শ্রবণে কুণ্ডল করে বলমল
 কিরণ কবাই গায় ।
 হেম হীরা সহ উপ উপানহ
 অতি অল্পম পায় ॥
 বিজ্ঞটা সূচন্দ করে বাজুবন্দ
 কনক রচিত বালা ।
 কাটার কাটারী যমধর ছুরি
 কটিতটা করে আশা ॥
 হেরি শুভবেলা আরোহণে দোলা
 আনন্দে চলিল ভাট ।
 লয়া ভেট ভার দ্বাদশ কাহার
 চলিল করিয়া ঠাট ॥
 সন্ধি সিনা পুর রহে কথক দূর
 সবঙ্গ হইল পার ।
 বিধু বিজ্ঞাবাটা কাটাছি জলহাটি
 বামে রহে মুনিসার ॥
 এড়িয়া বারাই গগন সরাই
 পবনগমনে পায় ।
 শাস্তি সর্বজায়া শিবা অহুদয়া
 পারাপার হৈল নায় ॥
 গোবিন্দ বাজার তবে হয় পার
 পাইল গোমতী হাট ।
 শিমূল নগরে দিন দশ পরে
 উপনীত হৈল ভাট ॥
 নগরের শোভা স্বর্গসম কিবা
 দেখ্যা মনে মোহ পায় ।
 শ্রীধর্মচরণ করিয়া স্মরণ
 দ্বিজ শ্রীমানিক গায় ॥১৭৭॥

বার দিয়া হরিপাল বসেচে বারামে ।
 বীরবর পাতর করেছে শোভা বামে ॥
 রামানন্দ পুরোহিত রসের সাগর ।
 বরাসনে বসেচে রাজার বরাবর ॥
 বার ভূঞা মুখ্যাদি মণ্ডল শিকদার ।
 সেনাপতি বসেচে সদনে দিয়ে বার ॥
 রায়বীণা রাউত বস্ত্রাচে রণসাজে ।
 কড়াপড়া খমক খঞ্জরী তুরী বাজে ॥
 পুরাণ শ্রবণ রাজা করে একমনে ।
 ভীম কৈল গদাযুক্ত দুর্ঘোধন সনে ॥
 গগন পরশে গোল গদার প্রহার ।
 উরুবর ভাদ্রিয়া করিল চুরমার ॥
 দুর্ঘোধন মল্য যদি শুনে কুরুরায় ।
 কি হল্য কি হল্য বল্যা কান্দে উভুরায় ॥
 তবে শুনে কুরুক্ষেত্র সমাপ্ত যে কথা ।
 কৈবল্য সম্পদ যাতে কৃষ্ণগুণ গাঁথা ॥
 রাজা হৈয়া হস্তিনায় বৈসে যুধিষ্ঠির ।
 শিরে শোভে ছত্রদণ্ড স্বর্ণ মিহির ॥
 আপুনি করেন কৃষ্ণ চামরের বা ।
 স্থখে হৈল সভাকার সম্পাতন গা ॥
 এই কথা শুনে রাজা অব্যোম নয়ান ।
 কবিত্ব পড়িয়া ভাট করিল কল্যাণ ॥
 বলে নিবাস গোড় দেশ নৃপতির ভাট ।
 প্রয়োজন প্রভুত্ব জানিবে পত্রপাঠ ॥
 কানড়া তোমার কথা কিশোর বয়েসী ।
 বিবাহ করিতে রাজা বড় অভিলাষী ॥
 পাঠালেন পুণ্য কর্যা ভেট আয়োজন ।
 নভ নয় দিনে হল্য লগ্ন নিরূপণ ॥
 শুভকথা সমাপন কর্যা দিবে রায় ।
 নয় তবে নগর শিমূল লুটী যায় ॥

সাত স্রবা সবঙ্গ শিখর আদি রাজা ।
 সতে তারা গোড়েশ্বরের করে পূজা ॥
 তনয়া তোমার তপ করেছিল ভাল ।
 রসময় রসঙ্গ রাজার রানী হল্য ॥
 ভাগ্য ভাল ভুবীষর হবেন জামাতা ।
 এত শুনে আচম্বিত অভিযোগ কথা ॥
 মৌন হয়্য হরিপাল মাথা করে হেঁট ।
 প্রসঙ্গ সঙ্গতি নাই পাঠায়েচে ভেট ॥
 অভব্য নৃপতি বড় অসম্ভব রীত ।
 উপযুক্ত অমর্যাদা ইহার উচিত ॥
 পত্রপাঠ করিয়া প্রভুত্ব মনে মন ।
 না দিয়া উত্তর ভাটে নিলয়ে গমন ॥
 কহিল কাশ্যপীকান্ত কাস্তার নিকটে ।
 ভেট দিয়া গোড়েশ্বর পাঠায়াচে ভাটে ॥
 কানড়াকে বিবাহ করিতে বলে চায় ।
 কহ কাস্তা সমুচিত কি করি উপায় ॥
 যুবতী জিজ্ঞাসা করে জোড় করি কর ।
 ভাট মুখে শুষ্ঠাচ কেমন বটে বর ॥
 কুলে শীলে কি করে কি করে নাম যশ ।
 অভিলাষ দিব দেখ্য অলপ বয়স ॥
 কানড়া আমার করে কাত্যায়নী পূজা ।
 ইচ্ছাবতী হইবেক ভাবে যায় বুঝা ॥
 নয় তবে হয় তার প্রতিবাদী কে ।
 জিজ্ঞাসিলে জানিব যেমত বলে সে ॥
 বিদর্ভ নগরে ছিল ভীষ্মক নৃপতি ।
 ক্রষ্ণিণী তনয়া তার অতি রূপবতী ॥
 বড় বেটা ক্রষ্ণী তার বড়ই দুর্জন ।
 শিশুপালে বিবাহ দিবেক করে মন ॥
 উপযোগে ক্রষ্ণিণী হল্যান ইচ্ছাবতী ।
 কেবল ভরসা মনে কৃষ্ণ হবে পতি ॥

শিশুপাল সাজ্যা আইল সঙ্গী দল বল ।
 বিদর্ভ নৃপতি বড় হইল বিকল ॥
 কন্যা দিয়া কৃষ্ণের করিব পদসেবা ।
 এই চিন্তা চিন্তে রাজা চিন্তে রাজি দিবা ॥
 তনয়ার মুখে তব পেয়া কুতূহলে ।
 সমর্পিল কৃষ্ণকে না দিয়ে শিশুপালে ॥
 কানড়ার মুখে আমি শুনেছি সঙ্কয় ।
 লাউসেন নামে কর্ণসেনের তনয় ॥
 কুলে শীলে রূপে গুণে সম্পূর্ণ সকলি ।
 সে জন হবেক পতি কয়্যাচেন কালী ॥
 পাণ্ডবসারথি তাঁর সখা বল্যা শুনি ।
 কয়্যা এত কানড়া সমীপে গেল রানী ॥
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্ম যার সখা ।
 দয়া কয়্যা দ্বিজ রূপে দিলে যারে দেখ্যা ॥১৭৮॥

কায়মনে কানড়া হইয়া কৃতাজলি ।
 সংকেত মন্দিরে বস্ত্রা সেবে ভদ্রকালী ॥
 অগোর চন্দন আদি দিয়া উপচার ।
 অঙ্গ বয়্যা অশ্রুধারা পড়ে অনিবার ॥
 অষ্টাঙ্গ লোটায়া করে প্রণাম প্রণতি ।
 বর মাগে লাউসেন হইবেন পতি ॥
 হেন কালে কল্পলতা কহে সমাচার ।
 ভাট আলা গোড়ে হতো লয়া ভেটভার ॥
 তোমার বাপের কথা শুনা মনে দড় ।
 বিবাহ করিতে বাঞ্ছা নৃপতির বড় ॥
 হুজুরে মজুত যার নবলক্ষ দল ।
 নয় বাছা শিমুল নিবেক রসাতল ॥
 ক্রোধমুখে কয় তবে কানড়া কুমারী ।
 গোড়েশ্বর রাজাকে গোমায়ু জ্ঞান করি ॥

লয়্যা নবলক্ষ দল তবে সে নিদান ।
 দশভূজা পূজা করি দিয়া বলিদান ॥
 বাড়াব বাহিনীরক্তে ব্রহ্মাণীর জল ।
 ভূজাস্ত্রে যেমন কাটে ভেটের ছাগল ॥
 বস্ত্রা থাক বিশেষ জননী শুন কথা ।
 শাদূল কিনিতে পারে সিংহের বনিতা ॥
 হতে চায় পতিপত্নী ভাব যার সনে ।
 দময়ন্তী উপাখ্যান শুনেচি পুরাণে ॥
 যার রূপে গুণে হলা জগতপালন ।
 ইচ্ছা কৈল ইন্দ্র আদি অমর সকল ॥
 কায়মনে করে বামা কাত্যায়নী পূজা ।
 সতীর সতীত্ব হতো স্বামী নল রাজা ॥
 কয়্যা এত সমুচিত মায়ের নিকটে ।
 আজ্ঞা দিল ধুমসীকে আন ডেক্যা ভাটে ॥
 আজ্ঞা পেয়্যা ধুমসী আনন্দ মনে মন ।
 চলিতে চপল গতি চঞ্চল চরণ ॥
 বদনে নিলেক ফেল্যা রেকটাক চালু ।
 করিবর প্রভা কিম্বা কাপাসের মালু ॥
 অধরে দশন দাবে উড়া পাক থায় ।
 চাক পারা চক্ষু ছুটা চৌদিক ঘুরায় ॥
 চরণের দাপটে পাষণ হয় চুর ।
 দেখিয়া ভাটের বুক করে ছরছর ॥
 না জানি কি করে আজি রক্তমুখ মাগি ।
 বিদেশে পরান গেলে বনিতা অভাগী ॥
 ধুমসী তখন কয় ধ্যান কর কি ।
 ভয় নাঞি ডেকেচেন ভূপালের ঝি ॥
 ভাটের ভরসা হলা ভয় গেল ধরে ।
 মনে করে মহাপ্রভু অমুকুল মোরে ॥
 বলে ছলে বিবাহ করাতে যদি পারি ।
 জামা জোড়া ঘোড়া পাই পটুকা পামরি ॥

আনন্দে চলিল ভাট এই মনে ধ্যান ।
 কানড়ার কাছে আস্যা করিল কল্যাণ ॥
 প্রভুত্ব পুছিল তাকে পালের নন্দিনী ।
 বরের বয়েস কত বল দেখি শুনি ॥
 ভাট বলে ভাগ্যবতী যোগ্য বটে বর ।
 বয়স হবেক সত্ত্ব বিংশতি বৎসর ॥
 রূপের তুলনা নাঞি এ তিন সংসারে ।
 মূর্তি দেখ্যা সদাই মদন সুর্যা মরে ॥
 নয় তবে নিতম্বিনী হলে তাঁর নারী ।
 বসন ভূষণ পর্যা হবে বিভাধরী ॥
 বিলাপ করিবে বস্যা খাটের উপর ।
 দাসদাসী দিবানিশি ঢুলাবে চামর ॥
 এত শুনে কানড়া ইঙ্গিত কর্যা বলে ।
 ভূপালের ভার্য্য হব ভাগ্যে যদি ফলে ॥
 ধুমসী তখন কয় ধার্ষ শুন বলি ।
 না कहিলে মিথ্যা কথা না হয় ঘটকালি ॥
 ভাটের বচন মিথ্যা ভাবে বোঝা যায় ।
 জিজ্ঞাসিলে ভারিকে জানিবে সমুদয় ॥
 প্রাঙ্গণে বসিল ভাট পাত্যা পর্য্যামন ।
 ধুমসী আনিল ডেক্যা ভারিকে তখন ॥
 জিজ্ঞাসিল কানড়া যথার্থ কর্যা বল ।
 রূপে গুণে রাজা বটে কেমন সকল ॥
 ভারি বলে ভাগ্যহীন তার বয়্যা খাই ।
 कहিব সকল সত্য কালীর দুহাই ॥
 বয়স রাজার হল্য বিশাশয় হেটে ।
 অত্যন্ত অথর্ববান আর্ঠ ধর্যা উঠে ॥
 ঠাঞি নাঞি পৃষ্ঠে কুজ ঠায় বস্ত্রা থাক্যা ।
 দশনের লেশ নাই দাড়ি গেছে পেক্যা ॥
 বল বুদ্ধি হীন সদা ক্ষীণ বয় শ্বাস ।
 হুল্যা হুল্যা পড়্যাচে গায়ের যত মাস ॥

কানড়া এতেক শুয়া স্বরূপ কথন ।
 ভারিকে দিলেক ভুরি ভূষণ বসন ॥
 ধুমসী উঠিল বেগ্যা ধর্যা গিয়া ভাটে ।
 ঠক ঠাক গঙা চারি ঠনা মারে ঠাটে ।
 কানড়া কুপিয়া কয় কুহযোগ বলি ।
 বাসুলী পূজিব আজি ভাটে দিয়া বলি ॥
 মিথ্যা কথা বল্যা মোর মজাত যৌবন ।
 উচিত ইহার শাস্তি নির্ঘাত মারণ ॥
 বচন বলিতে অগ্নি বরিষয়ে মুঞে ।
 গঙাচারি লাথি চড় পড়া গেল ভুঞে ॥
 ধুম ধুম ধুমসী কিলের পরিপাটি ।
 দশ হাত কেঁপে গেল শিমুলের মাটি ॥
 চট চাট চাপড় রগড় চারি ভিতে ।
 ভূতলে পড়িয়া ভাট ভাবে ভূতনাথে ॥
 জামাজোড়া পটুকা পাগড়ি গেল উড়্যা ।
 শিলিহার স্থচেল সকলি নিল কেড়্যা ॥
 লঘু ডেক্যা নাপিত করায় পাঁচ চূলে ।
 সহর বাহির করে শিরে ঘোল ঢেলে ॥
 না চায় পশ্চাৎ ভাট পুরান বিকল ।
 এক দৌড়ে পার হলা ব্রহ্মাণীর জল ॥
 গোবিন্দবাজার পার গোমতীর হাট ।
 শিলাপুর সম্বর এড়িয়া চলে ভাট ॥
 নয় দিনে গোড় নগর এস্থা পায় ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা বাঁকুড়ারায় ॥১৭২॥

বরাসনে বারামে বস্ত্রাচে গোড়েশ্বর ।
 বারভুঞা বস্ত্রাচে রাজার বরাবর ॥
 সভা করে সম্মুখে বস্ত্রাচে সভাজন ।
 রাজা শুনে রসের সাগর রামায়ণ ॥

দূরে হতে ভাটের দেখিয়া মান মুখ ।
 মনে কত মাহুতা পাতর ভাবে দুখ ॥
 বিফল সকল হল্য বৃষ্টি এই মনে ।
 নয় তবে ভাটের অবস্থা এত কেনে ॥
 ভাবে দুসুখ ভাবিয়া ভূপতি গোড়েশ্বর ।
 হেনকালে উপনীত হৈল গন্ধাধর ॥
 বহুপূর্ণ ফলে বলে বাঁচ্যা এল্য মাথা ।
 একমুখে কি কহিব অবস্থার কথা ॥
 সাক্ষাৎ কনকলঙ্কা শিখিল নগর ।
 ব্রাহ্মণী বেষ্টিত তায় যেমত সাগর ॥
 সহচরী মুখে সত্য সমাচার শুনি ।
 প্রমত্তা প্রকোপে হৈল্য পালের নন্দিনী ॥
 বুড়া বর বলিয়া শুনেচে কার মুণ্ডে ।
 দশ গুণা লাথি চড় পড়্যা গেল ভুণ্ডে ॥
 পাঁচ চূলে করিয়া মাথায় ঢালে ঘোল ।
 বাজার বাহির করে বাজাইয়া ঢোল ॥
 এত শুনা রাজা হল্য জলন্ত অনল ।
 ভাটের আবস্থা করে এত ধরে বল ॥
 রাজা বলে পাত্র শুন পুরাণপ্রসঙ্গ ।
 স্তম্ভদ্রার বিবাহে বিবাদ বাদে রঙ্গ ॥
 কৃষ্ণের কেবল ইচ্ছা দিব সে অর্জুনে ।
 বলাই করেন ইচ্ছা দিতে দুর্খোধনে ॥
 বলে ছলে দুভেয়ে বিবাদ যায় বয়্যা ।
 দুর্খোধনে সকলি মন্ত্রণা দেয় কয়্যা ॥
 হয় ভাল নয় তবে করিব হরণ ।
 হাতে স্ত্রী বান্ধে চলে হরষিত মন ॥
 লুকায়া বিবাহ কৃষ্ণ দিলেন অর্জুনে ।
 দুর্খোধন লজ্জা পায় অধিক মরণে ॥
 তবে শুন কুন্সিণীর বিবাহের কথা ।
 সেজ্যা আলা শিশুপাল হাতে বান্ধে স্ত্রী ॥

অরাসন্ধ প্রভৃতি নৃপবল সাথে ।
 হইল অদ্ভুত যুদ্ধ কৃষ্ণের সহিতে ॥
 সম্মুখ সমরে তবে পরাভব পায় ।
 কৃষ্ণিণীকে হরণ করিল যদুরায় ॥
 জয় হৈল যদুবংশ জন্মিল হরিষ ।
 লোকলাজে শিশুপাল বলে থাই বিষ ॥
 তেমতি হইলে পাত্র পাবে বড় লাজ ।
 বস্ত্রা থাক বিরোধ বিবাদে নাই কাজ ॥
 পাত্র বলে মহারাজা মন কথা নাঞি ।
 অধিবাস কর তবে যা করে গোসাঞি ॥
 হরিপালে বিধাতা হয়্যাছে প্রতিকূল ।
 নবলক্ষ দলে সেজ্যা লুটিব শিমূল ॥
 প্রভুত্ব এতেক শুভ্রা পাত্রের বচন ।
 অধিবাস করে রাজা আনন্দিত মন ॥
 উঠিল মঙ্গলধ্বনি গোড়ের মাঝ ।
 পঞ্চ সরা পড়া বাজে পটহ পেখাজ ॥
 গৌরবে গোড়েশ্বর জ্ঞাতি বন্ধু লয়্যা ।
 শুভকালে আরম্ভ করিল শুভক্রিয়া ॥
 মঙ্গল করিয়া সেবে সূর্যাদি গণেশে ।
 মন্ত্র পড়্যা মহী আদি মন্তকে পরশে ॥
 বাক্রিয়া প্রশস্তি পাত্র সূত্র বাধে করে ।
 বসুধারা বৃদ্ধিশ্রদ্ধ বিধিমতে সারে ॥
 বরসজ্জা করে রাজা মাছটার বোলে ।
 বিড়ম্বিল বিধাতা কুবুদ্ধি বৃদ্ধকালে ॥
 করে শোভা কপালে মানিক মণিরাজ ।
 রাগরুচি রতনমালা হৃদয়ের মাঝ ॥
 গজমণি মুকুতা সহিত গঙ্গাজল ।*
 পালকি প্রস্তুত কর্যা জোগায় কাহার ।
 চাপিয়া চপলে রাজা হৈল আগুসার ॥

* এইখানে পুণিতে একাধিক ছত্র বাদ পড়িয়াছে ।

মাছটা চলিল সেজ্যা মাতঙ্গ উপর ।
 শিরে জড়ি পটুকা পামরি মনোহর ॥
 কাড়া পড়া নিশান করনাল কঁাসি বাজে ।
 নয় লাক লঙ্কর নিয়োগ পাছু সাজে ॥ অত্র ভনিতা ॥১৮০॥

দলবল সঙ্গে সাজে দলপতি রায় ।
 রাজার দরবারে যার নাম লেখা যায় ॥
 সেনার প্রধান সাজে সীতারাম ভূঞা ।
 যার ভয়ে প্রমত্ত কুঞ্জর পড়ে হুঞা ॥
 জয় পদাতিক সাজে যমের দোসর ।
 জগজনে জানে যার জয়পুরে ঘর ॥
 ধাঙ ধাঙ ধামাসা ধমকে কাঁপে ধরা ।
 তরয়ার তুলে ফেলে ছুটে যেন তারা ॥
 রমাই মল্লিক সাজে রসিক পাতর ।
 কত শত সঙ্গে যার রাজার কোঙর ॥
 বাঁশ বান্ধে চামর বিচিত্র রাঙ্গা খোপ ।
 করিসম গর্জন কেশরীসম কোপ ॥
 রামসিংহ রজপুত রথিপু্রে ঘর ।
 সমরে সদাই থাকে শঙ্করীর বর ॥
 সঙ্গে সাজে শতেক সিপাই সেকজাদা ।
 হাজার হাজার ঘোড়া হাতী উট গাধা ॥
 সাজিল শঙ্কর কোল সঁজা দিয়া গায় ।
 সাত শত শাঙ্গ ধর সঙ্গে যার যায় ॥
 বিজ্ঞাধর রায় সাজে বাঁশ দিয়া চড়া ।
 দড় বড় দাবিয়া চলিল দশ ঘোড়া ॥
 সাজিল শিকদার হড় সবার প্রধান ।
 বাইশ বন্দুকী সঙ্গে বিংশতি চুহান ॥
 রণ পেল্যা রক্ত ঘোটে রাগে ফুলে যায় ।
 না মানে আগুন পানি পড়ে গিয়া গায় ॥

কৃষ্ণ বলরাম সাজে কলিঙ্গের রাজা ।
 সুবাদার সঙ্গে যার সাত শত খোজা ॥
 জিঝড়ি জিঝড়ি ঝড়ি বাজে জয়ঢাক ।
 সিংহনাদ সবঙ্গে সমনে ছাড়ে ডাক ॥
 কমল নিবাদ সাজে করে বীর দাপ ।
 চারি শত চাঁড়াল চলিল চাপে চাপ ॥
 উটের উপরে ডকা উড়ুরোলে কাঠি ।
 আড়াই হাত কেঁপে গেল অবনীর মাটি ॥
 বাইশ বাগদী সাজে বসুয়ার প্রধান ।
 প্রণয় প্রমত্ত রণে পাবক সমান ॥
 কালীর কুপায় অগ্নে নাক্রি যায় কাটা ।
 ঝকড় বিছার বরে হয় কুলা ঝাটা ॥
 সাজিল হাসনবীর হাতীর উপর ।
 হুসন পশ্চাৎ সাজে হাতে যমধর ॥
 অবিসার অস্ত্র লয়া আরোহণে তাজি ।
 মার মার করিয়া চলিল মদ গাজী ॥
 ফকির ফকরা সাজে কুলের পাঠান ।
 সুবাদার সঙ্গে যার সাত শ চুহান ॥
 কুমার কামার সাজে কলু মালী ধবা ।
 ভারি তেলি বাগুনি বেপারিজীবী ঘেবা ॥
 এই রীতে সেজে চলে নবলক্ষ দল ।
 ভেলায় হইল পার ভৈরবীর জল ॥
 পথে কত অমঙ্গল দেখে পৃথ্বীধর ।
 কাল পেঁচা ডেকে বুলে মাথার উপর ॥
 শৃগাল কুকুর কান্দে উভু কর্যা গলা ।
 আচম্বিত খসিয়া পড়িল মেঘমালা ॥
 শুকুনী গৃধিনী পক্ষ খাতা খাতা উড়ে ।
 পাক মের্যা পাখায় রাজার গায় পড়ে ॥
 বিক্রোধ না মানে রাজা বিক্রোধ বিসার ।
 একুই দাবানে হল অহুদয়া পার ॥

সিন্দি শিলাপুর রেখে পাইল সবঙ্গ ।
 উত্তরে রহিল গ্রাম গুজরাট অপাঙ্গ ॥
 গোবিন্দ বাজার পার গোমতীর হাট ।
 পাড়পুর রেখে পায় পিপিলার মাঠ ॥
 বাহিনীর দাপটে বিপিন হল বারি ।
 গায় গায় যায় যেন পিঁপিড়ার সারি ॥
 সর্বালী অভয়া নদী পার হয়্যা লায় ।
 নয় দিনে নগর শিমুল এস্তা পায় ॥
 বসিল মোকাম দিয়ে ব্রহ্মাণীর তীরে ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে বাঁকুড়ারায় বরে ॥১৮১॥

দূত গিয়া হরিপালে দিলেক খবর ।
 সেজ্যা আইল গোড়পতি শিমুল নগর ॥
 লয়া নবলক্ষ দল নগের গর্জন ।
 চাপটে তলপট যায় শিমুল ভুবন ॥
 হরিপাল ভূপাল শুনিঞা ভয় পায় ।
 কতাকে কহিল তবে কি করি উপায় ॥
 নবলক্ষ দল লঞা সেজ্যা আইল রাজা ।
 বুঝি পারা এত দিনে বাম দশভুজা ॥
 আপদে উদ্ধার করে কে এমন আছে ।
 পলাইয়া চল বাছা প্রাণ যায় পাছে ॥
 কানড়া তখন কয় কালী অহুকুল ।
 শত্রু এলে সাধ্য নাই প্রবেশে শিমুল ।
 কোন তুচ্ছ গোড় রাজা কত ধরে বল ।
 যদি আইসে পার হয়্যা ব্রহ্মাণীর জল ॥
 তবে যেন শমন ধরেচে তার মুণ্ডে ।
 কালীর করিব পূজা কেটে এক দণ্ডে ॥
 তনয়ার বচনে তরাস হৈল তায় ।
 গড় ছেড়ে গোল হয়্যা গোপথে পলায় ॥

হয় নাশ হবেক রাজার সনে হট ।
 বাহুড়ার গড়ে এসে বাঙ্কিলেক জট ॥
 এখানে কানড়া কান্দে অঝোর নয়ান ।
 চন্দ্রের সম্পত্ত্য নেয় হইয়া বাণ্ডন ॥
 সঙ্কেত মন্দিরে গিয়ে সেবে ভদ্রকালী ।
 দুসারি থর্পরে কেটে দেয় লক্ষ বলি ॥
 প্রণতি করয়ে সতী পড়িয়ে ভূতলে ।
 নেতের আচল ভিজ্ঞে নয়নের জলে ॥
 বাপ হল বিরুদ্ধ দিলেক বনবাস ।
 কানড়ার কেউ নাঞি করিতে আশ্বাস ॥
 তুমি যদি বাম হও তবে সব যায় ।
 দয়াময়ী দয়া কর্যা রাখ ছুটি পায় ॥
 গোকুলে গোপিনীগণ গোবিন্দের তরে ।
 জয় দিয়ে পূজে তোমা যমুনার তীরে ॥
 করিল কুন্দিণী পূজা কৃষ্ণের লাগিয়া ।
 পুরালে মনের বাঙ্খা প্রসন্ন হইয়া ॥
 সাধিতে কৃষ্ণের কার্য সংহারকারিণী ।
 যশোদা জঠরে জন্ম লভিলে আপুনি ॥
 রাবণ বধিতে তোমা পূজিলেন রাম ।
 পরকালে পতিতপাবনী তুয়া নাম ॥
 স্বামী হবে লাউসেন সদা মনে আশ ।
 তুমি না চাহিলে হয় সকলি নৈরাশ ॥
 দোষ বিনে দেয় যদি কলঙ্কের দাগ ।
 নয় তবে জননীর জীবন করি ত্যাগ ॥
 কানড়া তোমার বিনে অন্ম কার নয় ।
 যা কর করুণাময়ী উচিত যা হয় ॥
 স্তব শুষ্ঠা তখন ত্রিগুণানন্দ মনে ।
 সদয় হলেন কালী শিমূল ভুবনে ॥
 মূর্ছিত কানড়া পড়্যা আছে ভূমিতলে ।
 ত্রিলোকতারিণী তুল্যা করিলেন কোলে ॥

বসনে অঙ্গের ধূলা মুছেন সকল ।
 কহেন কি লেগ্যা বাছা হয়্যাচ বিকল ॥
 দুর্গতিনাশিনী দুখ খণ্ডাইতে পারি ।
 কানড়া তখন কয় নিবেদন করি ॥
 দোষ বিনে দাসী প্রতি ছেড়্য নাঞ্চি দয়া ।
 মনের বাসনা পূর্ণ কর মহামায়া ॥
 যে মূর্তি ধরিয়া কৈলে মহিষাসুর বধ ।
 চণ্ডমুণ্ড প্রভৃতি যতেক দুর্ভাসদ ॥
 সাধ আছে সেই মূর্তি করিব দরশন ।
 সফল সকল হণ্ড বিফল জীবন ॥
 কানড়ার প্রতি কৃপা আছে নিরন্তর ।
 উঠিলেন উগ্রচণ্ডা সিংহের উপর ॥
 দীপ্ত পাইল দশ হস্তে দশ অস্ত্র সব ।
 ঘন ঘন ছকার হাঁকার ঘোর রব ॥
 নরশির হাড় গলে লোলরসনা ।
 দ্বীপিচর্ম পরিধান বিস্তার বদনা ॥
 দহুজ সংহার মূর্তি দেখ্যা ছনয়নে ।
 পড়িল কানড়া কেন্দ্রে পঙ্কজচরণে ॥
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে দেবতার মায়া ।
 দয়া কর্যা দিলেন দক্ষিণ পদছায়া ॥১৮২॥

কামিঙ্গা বলেন বাছা কিসের ভাবনা ।
 পূরাব তোমার আমি মনের বাসনা ॥
 বিশ্বের বিচিত্রকারী বিশ্বকর্মা আছে ।
 আজ্ঞা মাত্র এখুনি আযোগ হব কাছে ॥
 নির্মাণ করাব গণ্ডা অভেদ লোহার ।
 তাকে কাটে ত্রিভুবনে সাধ্য নাহি কার ॥
 আঁখড়ায় দিয়াচি অভয় বর খাণ্ডা ।
 তায় করে লাউসেন কাটিবেন গণ্ডা ॥

দ্রোপদীর স্বয়ম্বর শুভাচ ভারত ।
 পদ্মের কমল ফুলে পীযুষ যেমত ॥
 নৃপতি নিয়ম কৈল লক্ষ্যবিধা পণ ।
 সেজ্যা আইল চৌদিকে যতেক রাজাগণ ॥
 কৃপাচার্য কর্ণ বীর দ্রোণ আদি যোদ্ধা ।
 সেজ্যা আইল দুর্যোধন দলবল শুদ্ধা ॥
 অর্জুন বিদ্বিল লক্ষ্য অচ্যুতের বোলে ।
 দ্রোপদীর বিবাহ বিভাগ যথাকালে ॥
 তেমতি লোহার গণ্ডা নিয়ম আমার ।
 আমি দিব লাউসেনে বিবাহ তোমার ॥
 অতি সত্য ইথে নাঞি অগ্রমত কিছু ।
 তুমি আগু কার্তিক গণেশ মোর পাছু ॥
 অশনে শয়নে সদা অবদ্ধ দিবস ।
 চিরকাল তোমার ভক্তির আমি বশ ॥
 এত বল্যা অভয়া আনন্দিত মনে ।
 বিশাই বলিয়া হইল বিশেষ স্মরণ ॥
 নেহাই হাতুড়ি জাঁতা লয়া লঘুতর ।
 মাজিলেন বিশ্বকর্মা সম্ভোষ অন্তর ॥
 রসের তরঙ্গ হল্যা রাম নাম মুখে ।
 চলিল চপল গতি চাপিয়া ভল্লকে ॥
 ক্ষেণেক বিলম্ব নাই ক্ষিপ্ত পান ক্ষিতি ।
 অভয়ার অভয় চরণে এস্তা নতি ॥
 কল্যাণে থাকিবে বাছা কন উগ্রচণ্ডা ।
 লঘু দেয় নির্মাণ করিয়া লোহাগণ্ডা ॥
 বিশাই বসাল শাল বিষহরি তলে ।
 অহুচর আজ্ঞায়ে অনল দিয়া জ্বালে ॥
 ধরে পায় ধুমসী ধরণে তায় জাঁতা ।
 ফুঁসি ফুঁসি করে অগ্নি ঘন নাড়ে মাথা ॥
 নয়মণ চামর লোহা আনিল তখন ।
 পাবকে পুড়িয়া করে পুষ্প বরণ ॥

নেহাই উপরে রেখ্যা পিটে ধুমধাম ।
 দর দর দেহ বয়্যা ছুটে কাল ঘাম ॥
 গিরি গজ সম হল গণ্ডার গঠন ।
 শালতরু সম চারি সমান চরণ ॥
 মন্তক গঠিল যেন মহেন্দ্রের চাল ।
 কুলা পারা কর্ণ ছটা কঠিন কপাল ॥
 খড়া বক্র উপরে বিসরে খরধারে ।
 সূতীক সমান অগ্র সূচীর আকার ॥
 নির্মাণ হইল গণ্ডা নাঞি কিছু ভেদ ।
 গণ্ডা দেখে কানড়ার গেল সব খেদ ॥
 আনন্দসাগরে ভাসে অভয়াগি মন ।
 বিশাই বিদাই হল বন্দিয়া চরণ ॥
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা বাকুড়ারায় ।
 ধনপুত্র লক্ষ্মী হয় যে গায় গাওয়ায় ॥১৮৩॥

কানড়া তখন কয় জুড়ি দুই কর ।
 তব বাক্য অলজ্য ঈশ্বর অগোচর ॥
 মনের প্রত্যয় নাঞি সাত পাঁচ উঠে ।
 জ্ঞান হয় গণ্ডা পাছে গোড়েশ্বর কাটে ॥
 দুর্গতিনাশিনী কন দূর কর ভয় ।
 চারি যুগে আমার বচন মিথ্যা নয় ॥
 কার সাধ্য কাটে গণ্ডা লাউসেন বিনে ।
 আছে কে এমন বীর এ তিন ভুবনে ॥
 পদ্মহস্ত যুগল গণ্ডার পৃষ্ঠে দিয়া ।
 অভয়া জপেন মন্ত্র অঙ্গ অবধিয়া ॥
 ঐরি পরশনে হবে অক্ষয় অব্যয় ।
 অভিসার অস্ত্র সঙ্গী না হবেক পয় ॥
 পরশিলে লাউসেন হবে দারু তিন ।
 হেত্যার ফেলিয়া দূরে হাতে কাটে যেন ॥

মন্ত্র বলে সজীব হইল সেই গণ্ডা ।
 কুতূহলে কৈলাসে গেলেন উগ্রচণ্ডা ॥
 পুরটের মাল্য লয়্যা পুরোহিত সাজে ।
 বীণাদি বিবিধ বাজ্ঞ উচ্চ রোলে বাজে ॥
 অপরঞ্চ মাল্য লয়্যা চন্দনের বাটি ।
 পশ্চাৎ নাপিত সেজ্যা কর্যা পরিপাটি ॥
 ধুমসী ধরণে সাজে ধরে অসি চাল ।
 মঞ্জীর বসন পরে মুকুতা প্রবাল ॥
 শকট উপরে গণ্ডা সাবধানে তুলে ।
 দড়বড় ছকুলে দায়াই ঝুড়ে চলে ॥
 ছম দাম উঠে পড়ে ছু পায়ের সাড়া
 দশনে দশন দাবে দেই হাত নাড়া ॥
 সিংহিনী সমান গর্জে স্বরণে কাছাড় ।
 মার মার শব্দ করে মাড়ে উড়া তাড় ॥
 দূরে হতো রাজা পাত্র দেখে তার দর্প ।
 সুপর্ণের ভয়ে যেন ম্লান হল সর্প ॥
 কি আছে পালে আজি কি করে না জানি ।
 মেয়্যার মহিমে মৈলে মুক্তি নাহি শুনি ॥
 রাক্ষসীর আকার মাগীর দেখি সব ।
 এই রীতে লঙ্কাকে করেচে পরাভব ॥
 প্রবন্ধে তখন কয় পাত্র মহামদ ।
 নবলক্ষ দলে ঘেরে ধর্যা করি বধ ॥
 রাজা কয় ভাল নয় দেখ্যা ভয় বাসি ।
 কানড়ার দাসী এই হবেক ধুমসী ॥
 শুনেচি লোকের মুখে সংখ্যা নাঞি বলে ।
 এফণি যাবেক কাটা নবলক্ষ দলে ॥
 সাত পাঁচভাবে রাজা সচঞ্চল চিত ।
 হেনকালে ধুমসী হইল উপনীত ॥
 সদল শকট রেখ্যা ব্রাহ্মণীর কূলে ।
 কাট কাট গণ্ডা কাট গোড়েশ্বরে বলে ॥

এই গণ্ডা কাটিলে কন্যা পাবে দান ।
 নয় তবে নিব তোর মারণে পরান ॥
 পালের প্রভুত্ব এই গণ্ডাকাটা পণ ।
 আমার প্রভুত্ব বলি মন দিয়া শুন ॥
 প্রতিজ্ঞা পূরণ করে পর বরমালা ।
 বিভা দিব যুবতী নূতন চন্দ্রকলা ॥
 নয় তবে নবলক্ষ দলে যাব কেট্যা ।
 কাল হৈল বুড়ার কপাল গেল ফেট্যা ॥
 পাত্র কয় পরিচয় পেলে হয় ভাল ।
 ভয় নাঞি ভূপালে ভৎসনা করে বল ॥
 কানড়ার দাসী আমি কালী যার সখা ।
 ধনপতি ভাণ্ডারে ধনের নাঞি লেখা ॥
 ধুমসী আমার নাম ধরণীর বেটি ।
 পদভরে কেঁপে যায় পাতালের মাটি ॥
 শত্রু এলে বক্র হয়্যা ভয় নাঞি তারে ।
 রাজাকে কিসের ভয় কত বল ধরে ॥
 হাতীকে বধিতে পারি দিয়া হাত নাড়া ।
 দণ্ড দুই দেখি তবে দিব খুব সাড়া ॥
 ভয় পেয়ে রাজা পাত্র ভাবে মনে মন ।
 এ মাগীর হাতে আজি হইল মরণ ॥
 মনে ভয় মাথা হেঁট মুখে করে আঁট ।
 কঠিন জাঁতির কাছে গুয়া কত ভাট ॥
 ভাল চায় কানড়া ভূপালে দেণ্ড মালা ।
 যাবেক বিফলে নয় যৌবনের ডালা ॥
 রাখ রাখ গণ্ডাকাটা ঐখানে রাখ ।
 পদ্মবনে পদ্ম করে পোড়ামুড়া কাক ॥
 রেগ্যা উঠে ধুমসী রক্তের পারা মুখ ।
 বঞ্চক হইয়া বলে এই ধরে বুক ॥
 অভয়া আপুনি এই কর্যাচেন কক্ষা ।
 নয় ইহা লঙ্ঘন করিলে নাঞি রক্ষা ॥

তবে শুন রামায়ণ উত্তর মিথিলা ।
 জানকী জনকবাসে যেন রূপে ছিল ॥
 পরশুরাম করিলেক ধনুক ভঙ্গ পণ ।
 কঠিন হইল কথা কে করে লঙ্ঘন ॥
 জনক ভাবেন মনে যথাকালে দান ।
 নোয়াইলে গণ্ডিখান ভাঙ্গিলেন রাম ॥
 আর শুন ভারত অমৃত সম্পাতন ।
 পঞ্চাল নৃপতি কৈল লক্ষ্যবিন্ধা পণ ॥
 প্রায় পূর্ণ ভাবে কৃষ্ণ পাণ্ডবের পক্ষ ।
 ধর্মপথে ধনঞ্জয় বিদ্বিলেন লক্ষ ॥
 এত শুনা মহামদ ধুমসীর কথা ।
 কি লজ্জা হইল বলে করে হেঁট মাথা ॥
 মনে ভেবে সার যুক্তি মহীপালে কয় ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে বাকুড়া সদয় ॥১৮৪॥

নিবেদন শুন রাজা নিগূঢ় নিধার্ষ ।
 সাহস করিলে তবে হয় শুভকার্য ॥
 অস্ত্রযোগ লঞা উঠ মার চোট এঁটে ।
 অবশেষ থাকে যদি আমি দিব কেটে ॥
 উঠিতে অবশ রাজা অঙ্গ পড়ে ঢল্যা ।
 দিয়া লক্ষ ছপাশে দুজন ধরে তুল্যা ॥
 চক্রধরে চিন্তিয়া চোটায় করে রাগ ।
 অস্ত্র ভাঙ্গি গেলা না লাগে গণ্ডার পায়ে দাগ ॥
 বৃদ্ধ হয়্যা বল গেল বাহ্মা হৈল কাল ।
 মূর্ছা হয়ে পড়িল ভূতলে মহীপাল ॥
 ধুমসী ইন্দ্রিত করে হাসে খল খল ।
 মরণ সময় মুখে দেও গঙ্গাজল ॥
 হরি হরি রাম রাম গঙ্গা নারায়ণ ।
 বুড়ার কপালে হৈল বিখেড়ে মরণ ॥

লজ্জিত হইয়া পাত্র নৃপতিকে তুলে ।
 ঘাম্য বস্ত্রে বসিয়া মাথায় জল ঢালে ॥
 গাঁথিয়া গলায় দেয় তুলসীর দাম ।
 রামনাম কৃষ্ণনাম করে হরিনাম ॥
 চেতন পাইয়া রাজা চিন্তে মনে মন ।
 পাত্র বলে পৃথ্বীনাথ কিসের কারণ ॥
 আমি দিব গণ্ডা কেট্যা তুমি কর বিভা ।
 চন্দ্রের কলঙ্ক আছে চিন্তা কর কিবা ॥
 কঠিন আমার পৃষ্ঠে কুজ হৈল কাল ।
 নয় তবে নিতে পারি শিমূল পাতাল ॥
 মঞ্চ বেঞ্চে হুকুমে জোগায় মনোহর ।
 তবে উঠে মহামদ তাহার উপর ॥
 সমাধি সাধিয়া করে সঙ্কটে সাহস ।
 দুমদাম দুহাতে চোটায় গণ্ডা দশ ॥
 অক্ষয় অব্যয় গণ্ডা অধিকার বোলে ।
 অস্ত্র ভেঙ্গে মাহুতার বাজিল কপালে ॥
 ঝর ঝর রক্ত পড়ে ঝরে কাল ঘাম ।
 মঞ্চ হতে ভূতলে পড়িয়া বলে রাম ॥
 ব্যস্ত হয়্যা নৃপতি তখন ধর্যা তুলে ।
 সচেতন করায় জ্ঞান ব্রাহ্মণীর জলে ॥
 ধূমসী তখন কয় বলি তুই রাজা ।
 অসার পাত্রের হল আন ডেকে ওঝা ॥
 লজ্জায় নৃপতি কিছু না দেয় উত্তর ।
 উঠিল চেতন পেয়া মাহুতা পাতর ॥
 ভাবিয়া মন্ত্রণা কয় ভূপতি নিকটে ।
 লাউসেন এসে যদি তবে গণ্ডা কাটে ॥
 বরপুত্র ধর্মের বিজয়ী ত্রিভুবনে ।
 সম্মুখ হইতে নারে সহস্র লোচনে ॥
 বিপত্ত্য না আসে যদি কিসের চাকর ।
 বেরিজ করিয়া নিব ময়না নগর ॥

রাজা কয় লাউসেন যদি গণ্ডা কাটে ।
 বিবাহ করিতে তবে আমাকে না ঘটে ॥
 পাত্র বলে পুরাণপ্রসঙ্গ শুন রায় ।
 অবশে চিত্তের বাধা চূর্ণ হয়্যা যায় ॥
 অদনে সংকোপ হয়্যা সঙ্করে কেশর ।
 মেজ্যা আইল দুর্ঘোধন বিরাট উপর ॥
 শব্দ শুভা সৈন্ত সহ লয়্যা শেল জাঠা ।
 উত্তর সাজিল রণে বিরাটের বেটা ॥
 অর্জুন আপুনি তায় সারথি সহায় ।
 মনোগতি রথ খান রণস্থলে যায় ॥
 গুড় গুড় গলার শব্দ গাজর গর্জন ।
 উত্তর পাইল ভয় পলাবার মন ॥
 অর্জুন ধরিল জটে আকর্মিয়া হাতে ।
 রজু দিয়া বান্ধিয়া ফেলিয়া রাখে রথে ॥
 আপুনি সমর জয় করিলেন একা ।
 কাটা গেল সৈন্ত কত নাগ্রি তার লেখা ॥
 পলাইল দুর্ঘোধন পরানে সাহস ।
 অখিল ভরিয়া হইল উত্তরের ঘশ ॥
 লাউসেন যদি কাটে গণ্ডা নিরুপম ।
 তবে হব তোমার ত্রিপুর জুড়ে নাম ॥
 কানড়াকে বিবাহ করিবে তুমি স্থখে ।
 লিখনে বিশেষ লিখে নিয়োজে ধাবকে ॥
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে পালা হৈল সায় ।
 ধনপুত্র লক্ষ্মী হয় যে গায় গাওয়ায় ॥১৮৫॥

[নবম পালা সমাপ্ত]

[দশম পালা]

ধাবক লিখন লয়ে ধরণে না যায় ।
 পাঁচ দিনে নগর ময়না আসে যায় ॥
 বসেছেন লাউসেন আরাম বারামে ।
 কর্পূর পাতর সভা করেছেন বামে ॥
 বীর কালু বসে বার ডোমের সহিত ।
 হেনকালে ধাবক হইল উপনীত ॥
 সাতবার জুহার করিল সাত মন ।
 পাত্রে পরনা দিল প্রতুত তখন ॥
 পাঠ করে লাউসেন প্রফুল্ল হৃদয় ।
 সমাচার শুনিয়া সবার হল ভয় ॥
 কাল যেন কালুবীর করে মহাসৌর ।
 সাজ সাজ সদলে সঘনে বলে জোর ॥
 সাখাসুরা সাজিল সক্রোধে ছতান ।
 বচন বলিতে হল বিষ বরিষণ ॥
 বার ডোম সাজিল বান্ধিয়া বীর ধটা ।
 কলরবে কেঁপে গেল ময়নার মাটি ॥
 বাজীর করিয়া সাজ বারণ জোগায় ।
 অনাদি ভাবিয়া সাজে লাউসেন রায় ॥
 শিরে শোভে টোপর সূচিত্র অভিসার ।
 গলায় গরুড়মণি গজমতি হার ॥
 ডানি হাতে জয়ধ্বজা বামহাতে ফলা ।
 রত্ন মানিক দীপিকা রজনী করে আলা ॥
 পুটাঞ্জলি প্রণিপাত পিতার চরণে ।
 বিদায় মায়ের কাছে বিনতি বচনে ॥
 অশ্বে চেপে অমনি আনন্দে আগুসার ।
 কাট কাট শব্দে কটকমণি পার ॥
 তিলেক গউন নাই ছরিত গমনে ।
 সাত দিনে উপনীত শিমূল ভুবনে ॥

প্রণিপাত ভূপালে ভূতলে অশ্ব রেখে ।
 জীবন পাইল রাজা লাউসেনে দেখে ॥
 এস এস বচনে আদরে নাহি গুর ।
 গণ্ডা কেটে বাছারে গৌরব রাখ মোর ॥
 মাছড়া তখন বলে বুদ্ধি হল হত ।
 চাকর কুকুর তুল্য তাকে কেন এত ॥
 নয় লক্ষের নগর ময়না খায় লুটে ।
 তুচ্ছ বটে লোহা গণ্ডা ভূর্ণ দেক কেটে ॥
 তবে নয় শেষে হয় যা বল তা সহি ।
 বিবাহ করিবে তুমি এইকালে কই ॥
 দেখিয়া সেনের মূর্তি ধুমসী বিকল ।
 এ হেন সোনার রূপ সূধা নিরমল ॥
 এইবার সদয় হইবে উগ্রচণ্ডা ।
 লাউসেন কাটে যেন তৃণবৎ গণ্ডা ॥
 এই কথা ধুমসী সভার মাঝে কয় ।
 গণ্ডা দেখে সেনের দ্বিগুণ হল ভয় ॥
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে কপালের লেখা ।
 ব্রাহ্মণের বেশে ধর্ম যারে দিল দেখা ॥১৮৬॥

কমলকুসুম তুল্যা করিলেন স্নান ।
 শুদ্ধচিত্তে সেবিলেন স্বরূপনারান ॥
 রাম অবতারে শুনি রঘুবংশে গায় ।
 হরের হৃদয় গণ্ডি ভাঙ্গিলেন হেলায় ॥
 কৃষ্ণ অবতারে কৈলে শকটভঞ্জন ।
 কাতর কিঙ্করে কৃপা কর নারায়ণ ॥
 দান ধ্যান ক্রিয়া ভক্তি কিছুই না জানি ।
 কেবল ভরসা ঐ চরণ দুখানি ॥
 সভাসদ সকলে সমান রূপ দয়া ।
 অজামিল শুনি বলে দিলে পদছায়া ॥

দ্রৌপদীর পরিভ্রাণ দুর্বাসার হঠে ।
 এবার উদ্ধার কর এ ঘোর সঙ্কটে ॥
 এত বলে অসাহসে দুঃসাহস মনে ।
 ধরিল মল্লের বেশ ধরণীধরণে ॥
 বার তিন ফলঙ্গ সারল বীরদাপে ।
 আকার আরম্ভ দেখে অষ্টলোক কাঁপে ॥
 গর্জে যেন গজারি গহনে পেয়ে জ্যোতি ।
 হান হান শব্দে শ্রবণে হানে চোটি ॥
 কালিকার কালখড়্গ কলি অধিষ্ঠান ।
 পড়িল লোহার গুণ্ডা হয়ে দুইখান ॥
 জয় জয় উচ্চরোল ধুমসীর দলে ।
 বারদৃশার বরমালা এনে দেয় গলে ॥
 হাসে নাচে ধুমসী আনন্দে গীত গায় ।
 যার ধন তাকে বই শোভা নাহি পায় ॥
 মাছড়া লজ্জিত হয়ে বলে তাই বটে ।
 একচোটে মহারাজা এক ভাগ কাটে ॥
 আমি কাটি তিন চোটে সাড়ে তিন ভাগ ।
 অভিসার হইতে আমার অনুরাগ ॥
 অঙ্গদোষে এ পাশে ছিল কিছু লেগে ।
 ভর পেয়ে চোটের ধমকে গেল ভেঙ্গে ॥
 কোন গুণে লাউসেনে দিলে বরমালা ।
 ভূপতি পাবেন কথা এই কথা বালা ॥
 অলঙ্ঘ্য অবনী হইতে আমার বিচার ।
 নয় তবে ফিরে দেখি কাটুক আবার ॥
 পৃথ্বীমুখ লাউসেন পাত্তের কথায় ।
 আগুন লাগিল যেন ধুমসীর গায় ॥
 এই গুণে নাম তোর মাছড়া নাবড় ।
 বসালে উঠাতে পারি দশগুণা চড় ॥
 মারণের ভয়ে হল মাছড়ার বড় ডর ।
 দর্প করে উঠিল দুর্লভ সদাগর ॥

কাটাগু হেটে রেখে পৃষ্ঠের উপরে ।
 সবলে দাবিয়া সেন শূন্যে চোট মারে ॥
 হরি হয় বজ্রসম হাঁকে হান হান ।
 কাটাগু হেলায় হইল দুইখান ॥
 প্রলয় বচন বলে প্রগু ধুমসী ।
 ধন্য ধন্য লাউসেন ধর্মের তপস্বী ॥
 বিবিধ মনের বাজা হৈল বরাবর ।
 শুনাইতে শুভবার্তা শীঘ্র চলে ঘর ॥
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা যার ধর্ম ।
 শুনিয়া সন্তাপ যায় সিদ্ধ হয় কর্ম ॥১৮৭॥

এখানে কানড়া ছিল পথপানে চেয়ে ।
 বিলম্ব বিস্তর বলে কিসের লাগিয়া ॥
 কে যেন কাটিল গুণ্য কহ দেখি শুনি ।
 কারে দিব বরমালা কেবা হবেক স্বামী ॥
 অধোমুখ ধুমসী আনন্দ মনে হল ।
 কি আর জিজ্ঞাসা কর কপালে যা ছিল ॥
 গৌরবে কেটেছে গুণ্য গৌড়ের ভূপতি ।
 সত্য রাখে মিথ্যা কয় সাতকূলে বাতি ॥
 কিসের লাগিয়া কৈলে গুণ্যকাটা পণ ।
 বুড়ার বনিতা হবে বিধির লিখন ॥
 বরঞ্চ মরণ ভাল ভুঞ্জিয়া গরল ।
 জরাকে যৌবন দিলে যৌবন বিফল ॥
 এত শুনে কানড়া কাছাড় খেয়ে পড়ে ।
 কদলী কোমল তরু ভাঙ্গে যেন ঝড়ে ॥
 ধুমসী তখন কয় সফল মঙ্গল ।
 আপুনি আছেন জয়া যার পক্ষবল ॥
 গতমাত্রের রাজা পাত্রের জুড়ে দুইজনে ।
 স্মৃথে দিয়াছি গালি যত ছিল মনে ॥

ক্রোধ করে রাজা বেটা কাতি লয়ে করে ।
 ছুটিয়া গণ্ডার গায় ঠায় ঘুরে মরে ॥
 নাবড় মাহত্যা এল নাহি তিল লাজ ।
 মেরে চোট মুছিত পড়িল মহীমাঝ ॥
 লাউসেন আইল আপুনি মহাশয় ।
 আচম্বিত হইল যেন চন্দ্রের উদয় ॥
 একমুখে কি কব রূপের কত মূল্য ।
 দশ মুখে হইলে তবে দিতে পারি তুল্য ॥
 অন্ধের প্রভায় আলো করেছে ছকুল ।
 যেন শতমণি সহিত সোনার চাঁপাফুল ॥
 বরপুত্র ধর্মের বিয়োগ বলে সাচ ।
 কাটিলেন গণ্ডাকে যেমন কলা গাছ ॥
 অবাক হলাম দেখে বাড়িল আনন্দ ।
 পুনর্বীর মহামদ পড়িল প্রবন্ধ ॥
 আক্রোশে হলেন সেন আগুন সমান ।
 কাটা গণ্ডা চপলে করিলা চারিখান ॥
 শুনে শুভ সমাচার সুন্দরী কানড়া ।
 ধুমসীকে প্রসাদ দিলেক ঘোড়া জোড়া ॥
 এখানে মঙ্গলা করে মাহত্যা পাতর ।
 কহিল পুরুষ পৃথ্বীপালের উপর ॥
 বলে কয়ে বাসুড়্যা পাঠায় লাউসেনে ।
 হরিপালে হাজুত করিয়া ধরে আনে ॥
 সবিনয় সেনে রাজা সাতবার বলে ।
 নিজদল লয়ে রাজা লাউসেন চলে ॥
 বীর কালু বার ডোম বিক্রমে বিশার ।
 হান কাট শব্দে হরিণভাঙ্গা পার ॥
 পদভরে পঙ্কতি পাতাল পৃথ্বী নড়ে ।
 বহু দণ্ডে উপনীত বাসুড়্যার গড়ে ॥
 শিমূল লইয়া তবে শুন অতঃপর ।
 মঙ্গলা মহৎ করে মাহত্যা পাতর ॥

সত্য শুন মহারাজ বচন শ্রবস ।
 লাউসেন থাকিতে তোমার নাহি যশ ॥
 বিবাহ করিবে তুমি এহি বাঞ্ছা মনে ।
 সে বেল্লিক বরমালা পরে কোন গুণে ॥
 অরিষ্ট আপন যদি এথা হৈতে গেল ।
 তবে বিভা তোমার আলোকরথে হল ॥
 আমার বচনে মন দিবে একবার ।
 সঙ্কটে সাহস শুন সকার্য উদ্ধার ॥
 নবলক্ষ দলে বেড়ে লুটিব শিমূল ।
 এখনি কানড়া ভয়ে হইবে ব্যাকুল ॥
 পায়ে পড়ে করিবেক পতিত্ব বরণ ।
 বিবাহ করিয়া কালি গোড় গমন ॥
 সায় দিলা নৃপতি সন্তোষ মনে অতি ।
 নবলক্ষ দল সাজে তুরঙ্গ পদাতি ॥
 ঢাকটোল কাসিতে দগড়ে পড়ে কাটি ।
 কামানে পলিতা দিয়া কাপাইলা মাটি ॥
 মহীপালে মগ্ন দেখে মাছটার ফন্দি ।
 চারি আলি হইয়া চৌঘাট করে বন্দী ॥
 উপবন ভাঙ্গিয়া করিল খণ্ড খণ্ড ।
 শিমূল সোনার পুরী করে লও ভণ্ড ॥
 দূতমুখে কানড়া পেলেক সমাচার ।
 রাজা পাত্র সেজে আইল রক্ষা নাহি আর ॥
 নয় দুঃখে নিষোগ নয়নে বহে নীর ।
 সর্বাঙ্গী সেবিত্তে গেল সঙ্কত মন্দির ॥
 করপুটে কমল বিমল পায় দিয়ে ।
 ভামিনী ভকতি করে ভূতলে পড়িয়ে ॥
 এইবার অভয়া আসিয়া কর রক্ষা ।
 কানড়ার আপুনি কেবল বল পক্ষা ॥
 মরি তার দায় নাহি এই ভয় মনে ।
 আমি যে তোমার দাসী জগজনে জানে ॥

না চাহিলে নয় তবে এমন সময় ।
 অপযশ তোমার অখিল ভরে হয় ॥
 কানড়াকে কামিষ্কার কৃপা আছে পূর্ণ ।
 শুভ হলে সন্তোষ সদয় মনে তূর্ণ ॥
 প্রিয় দাসী পদ্মা হইতে প্রধানা তুমি ।
 সাজ বাছা সমরে সারথি হব আমি ॥
 অমরে করেছি রক্ষা বধিয়া অশ্বরে ।
 কংসকে করেছি বধ কৃষ্ণ অবতারে ॥
 নবলক্ষ দলে আজি করিয়া নিধনে ।
 শোণিত করাব পান সিদ্ধচর গণে ॥
 জগতে আখ্যান জয় মঙ্গলদায়িকা ।
 সঙ্গে দিব অষ্টদল অনন্ত নায়িকা ॥
 কোতুক দেখিব বস্ত্রা সিংহের উপরে ।
 গতমাত্র জয়শীলে হইবে তোমারে ॥
 কানড়া পড়িল কেন্দ্রে কমলচরণে ।
 আশ্বাস করিলা মাতা অমৃত বচনে ॥
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা পরাংপর ।
 নিসত্যা পাপীর মুণ্ডে পড়ুক বজ্র ॥১৮৮॥

সাজিলেন সুপ্রভা স্ত্রীশূল শূল হাতে ।
 ভূত প্রেত ডাকিনী যোগিনীগণ সাথে ॥
 জয়া মায়া সাজিলেন হাতে জয়খাড়া ।
 মস মস করিয়া সাজিল যত মড়া ॥
 নন্দিনী সাজিলা নবমেঘের গর্জন ।
 বিম্বদা বিক্রোধে হল বিস্তার বদন ॥
 মহাকাল ভৈরবী বিজয়া সমাধিকা ।
 এইরূপে সাজিলেন অষ্ট নায়িকা ॥
 সপ্তস্বর স্ববাচ্য সঘনে বাজে জোর ।
 হান হান হুকার ঘন ঘোর ॥

বিধুকায় বিধিবাক্যে বন্দিয়া দেবেশী ।
 কানড়া পশ্চাৎ সাজে করে ঢাল অসি ॥
 উজ্জলে অধিক পরে অমূল্য অশ্বর ।
 শতমণি সহ শিরে সোনার টোপর ॥
 ঝলমল অলকা ঝলকে ঝুরি ঝাঁপা ।
 কবরী উপরে কলি কাঞ্চনের চাঁপা ॥
 মণিময় হার গলে মানিকের মালা ।
 বেশর মুকুতা ফলে বামনাসা আলা ॥
 কিবা আখি শোভা শ্বেত ফুল কমল ।
 বিজুরি সঞ্চরে রূপে বিধু ঢল ঢল ॥
 কাল ছুরি কাটারি কার্মুক যমধর ।
 সাদী শূল লইল স্ত্রীতীক্ষ্ণ টাদী শর ॥
 মেঘের গর্জনে গর্জে হাঁকে মার মার ।
 আরোহণে কালী অশ্বিনী অভিসার ॥
 জয়পত্র সহিত ঘুড়ির পৃষ্ঠে জিন ।
 দিবাকর আকার আভায় হল দিন ॥
 ধুমসী পশ্চাৎ সাজে বলে ধর ধর ।
 কড়মড় দশন কচালে করে কর ॥
 আক্রোশে অরুণ আখি আগ পায় নাচে ।
 বার মণ লোহার বাড়ি বাম হাতে বিচে ॥
 ডানি হাতে প্রলয় পাথর গোটা পাঁচ ।
 মুড়ে মেড়ে উপাড়ে নিলেক শাল গাছ ॥
 আযোগ কানড়া অষ্ট নায়িকার মনে ।
 পরিবেশে প্রবেশ করিল গিয়া রণে ॥
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা বাকুড়ারায় ।
 শ্রবণে চিত্তের বাধা চূর্ণ হয়ে যায় ॥১৮৯॥

উড়িলেন সিংহরথে আপুনি অভয়া ।
 দয়া করে দাসীকে দিলেন পদছায়া ॥

গলায় মুণ্ডের মালা মতি গদাজল ।
 পদভরে পাতাল পৃথিবী টলমল ॥
 শবশিশু স্থললিত স্রুগ শ্রবণে ।
 মাথার মুকুট গিয়ে পরশে গগনে ॥
 মার মার চৌদিকে উঠিল মহারোল ।
 জয়শঙ্খ জয়ঘণ্টা বাজে জয়ঢোল ॥
 দুইজনে সংগ্রাম লাগিল কড়াকড় ।
 ঝন ঝন বাণের শব্দে বহে ঝড় ॥
 শূল হাতে স্ত্রপ্রভা সমরে অধিষ্ঠান ।
 নাগ নর অশ্বর নির্জর কম্পবান্ ॥
 মহাকাল ভৈরবী মাতঙ্গে রক্ত সেনা হানে ।
 প্রেত ভূত পিশাচ প্রমথ নাচে রণে ॥
 ধর ধর করিয়া ধাইল ধূলা মোড়া ।
 চপচপ চিবায়ে চলিল হাতী ঘোড়া ॥
 বিনাশেন বিজয়া বিযোগ বলে সেনা ।
 মুখ তুলে রক্ত খায় মরকত দানা ॥
 যোগিনী ডাকিনীগণ যুঝে অনিবার ।
 হয় গজ নর মুণ্ডে হল একাকার ॥
 খোশাল হইয়া রণে রক্ত খায় পেতি ।
 গোমুখা গড়িয়ে বলে গিলে রথ রথী ॥
 অষ্টদিকে উদ্ধা পাত অগ্নি বরিষণ ।
 ধরে অসি ধুমসী কানড়া করে রণ ॥
 কাট কাট নিঃস্বনে কম্পিত রিপুদল ।
 গরুড়ের ভয়ে যেন ভুজঙ্গ বিকল ॥
 কাটে সেনা কানড়া কামিনী দড়বড় ।
 মহীপাল মহাপাত্র উঠে দিল রড় ॥
 প্রাণভয়ে অত্যাকুল পড়ে আর উঠে ।
 ধর ধর করিয়া ধুমসী পাছে ছুটে ॥
 বাম হাতে কাটারি দক্ষিণ হাতে ঢাল ।
 আক্রোশে আকার হল আকাশ পাতাল ॥

বিফল মাছা রাজা বায়ুগতি দৌড়ে ।
 ছুটাছুটি উপনীত হয় পরে গড়ে ॥
 ফিরে আসে ধুমসী ফিকিরে করে রণ ।
 মার মার শব্দে করে মেঘের গর্জন ॥
 লাফ দিয়ে পড়ে সৈন্যসমূহের মাঝে ।
 এক শরে ভেদ করে অষ্ট গজরাজে ॥
 তুরঙ্গে তাড়িয়া ধরে তিন গোটা লাফে ।
 আকার আরম্ভ দেখে তিন লোক কাঁপে ॥
 হাত নাড়া দিয়া বলে হেলাইয়া ছাতি ।
 শূন্য সরণিয়ে যেন সিংহিনীর গতি ॥
 কাট কাট করিয়া কাটারি তুলে ধায় ।
 দূর দূর কেটে চলে ছুচক্ষে দেখায় ॥
 শোক শিশু সয়ার সহিত ধরে ফিঁকে ।
 কসিয়া বসায় কিল মাছাচার বুকে ॥
 দশদিক্ দলে বলে করে ঘোর দম্ভ ।
 কৃষ্ণ বলরাম আদি সবে হল কম্প ॥
 হান হান করিয়া হাতীর গায় পড়ে ।
 শুঁড়ে ধরে পাক দিয়া মাতঙ্গ আছাড়ে ॥
 ক্রোধবতী কানড়া কামিনী আগুসার ।
 অশ্বগজ কাটিয়া করিল একাকার ॥
 ধুমসী আগুলে পথ গ্রাসে যেন রাহ ।
 একলা কানড়া রণে হল দশবাহ ॥
 নিমিষে নিধন করে নবলক্ষ সেনা ।
 রক্তের হইল নদী বেগে বয় ফেনা ॥
 গোমাঘু মাতিয়া বলে গৃধ্র কাক বিচ্ছ ।
 মাংসের হইল গাদা মহী হল উচ্চ ॥
 জয় করে সমর আনন্দে যথোচিত ।
 লঘু গেল। নিকেতনে ধুমসী সহিত ॥
 আনন্দে আযোগ অষ্ট নায়িকার সনে ।
 কৈলাসে গেলেন কালী কুতূহল মনে ॥

এখানে বাহুড়া হতে লাউসেন রায় ।
 শিমুলে অশুভ চিহ্ন দেখিবারে পায় ॥
 শুকুনী গৃধিনী শূন্যে করয়ে ভ্রমণ ।
 কালুবীরে জিজ্ঞাসেন কিসের কারণ ॥
 কালুবীর কয় রাজা কর অবধান ।
 কানড়া রাজার সনে করেছে সংগ্রাম ॥
 বিনাশ হয়েছে সেনা বুঝি এই ভাবে ।
 বিলম্বন বিহিত না হয় চল আগে ॥
 এত শুনে লাউসেন সচঞ্চল চিত ।
 হরিপালে ধরে লয়ে গমন ত্বরিত ॥
 পার হয়ে কর্জনা কম্বুক বৃকোদরে ।
 সাত দণ্ডে উপনীত শিমুল নগরে ॥
 কাটা গেল কদর্থনে নবলক্ষ দল ।
 না দেখি পাত্রে রাজা লাউসেন বিকল ॥
 সাত পাঁচ অনুমানে সচকিত মনে ।
 সংগোপনে রহিলেন আরাম বাগানে ॥
 এখানে কানড়া অতি পেয়ে মনব্যথা ।
 জিজ্ঞাসিল ধুমসীকে লাউসেন কোথা ॥
 ধুমসী কহিল ধরে চরণ যুগলে ।
 কি জানি কেটেছি সেনে কদলীর ভূলে ॥
 এত শুনে কানড়া আতিকা শোকমনে ।
 অমনি কাছাড় খেয়ে পড়ে অচেতনে ॥
 শিব কোপানলে ভস্ম হইল মদন ।
 রমণ অভাবে যেন রতির রোদন ॥
 হা নাথ হা নাথ বলে হানে শিরে হাত ।
 বিজ্ঞ শ্রীমানিক ভনে সখা সুরনাথ ॥১৯০॥

আমার বচন মিথ্যা নয় কদাচনে ।
 দেখ গিয়া লাউসেনে আরাম বাগানে ॥
 সেবিয়া আমার পদ স্বামী পেলে ভাল ।
 অতুল্য অমূল্য রূপে অষ্ট দিক্ আলো ॥
 কৃষ্ণিণী আমার পূজা কৈল ভক্তিভাবে ।
 করেছি বাসনা পূর্ণ দিয়ে শ্রীকেশবে ॥
 অনুতা বাণের কণ্ঠা পূজিছিল উষা ।
 অনিরুদ্ধে দিয়া তার পূর্ণ কৈল আশা ॥
 কানড়া তখন কয় না হয় প্রত্যয় ।
 যুঝিব সেনের সঙ্গে বুঝিব নিশ্চয় ॥
 জয়যোগে যতপি জিনেন করে রণ ।
 তবে সত্য সেন বটে স্বামীত্বে বরণ ॥
 সাজ বাছা সম্বর শঙ্করী কন হেসে ।
 কোতুক দেখিব আমি সিংহরথে বসে ॥
 কুতাঙ্গুলি কানড়া করিল দণ্ডবৎ ।
 আশিস্ দিলেন চণ্ডী বাড়ুক আয়ত ॥
 তবে করে রণসাজ রসোদ্ধার ঘট ।
 নীলাশ্বর পরিল নূতন মেঘ ছটা ॥
 বিচিত্র টোপর শিরে স্বর্ণ মিশাল ।
 পাশে পাশে মরকত মুকুতা প্রবাল ॥
 কঙ্কলে কুরঙ্গ আখি করিল শোভন ।
 অষ্ট অঙ্গে অষ্ট শোভা অষ্ট আভরণ ॥
 স্বরঙ্গ সিন্দূর ভালে শোভাসমুচ্চয় ।
 তরুণ তিমিরে যেন তারার উদয় ॥
 চারিপাশে গোরোচনা চন্দনের বিন্দু ।
 রবিকে বেড়িয়া যেন রহিলেন ইন্দু ॥
 কটিতটে স্বকিঙ্কিণী কনক মিশাল ।
 কুহুহু কুহুহু বাজে শুনিতে রসাল ॥
 বিনোদ কাঁচলি বুকে বিচিত্র অভেদ ।
 রাধাকৃষ্ণ লেখা তায় রাস পরিচ্ছেদ ॥

ঘোল শত অষ্ট সখী সবে এক হয়্যা ।
 রমণ রসের কথা রসিক বেড়িয়া ॥
 বাজিনীর সাজ করে বারণে যোগায় ।
 আরোহণে কানড়া অনিলগতি তায় ॥
 সঙ্গে চলে ধুমসী করিয়া সাজ বাজ ।
 মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে মঙ্গল পেথাজ ॥
 সমুচিত স্থখে মন উদাসীন সদা ।
 কৃষ্ণ ভেটিতে যেন কমলিনী রাধা ॥
 সেইরূপ সমুচিত স্থখে সম্পাতন ।
 কৌতুকসাগরে ভাসে কানড়ার মন ॥
 ধুমসী চলিল হৈক্যা সচকল গতি ।
 পায়ের দাপটে কাঁপে পাতালপঙ্কতি ॥
 দেখিল কেমন বলে লাউসেন রাজা ।
 কালুবীরে কাটি আজি কালিকার পূজা ॥
 এত শুনে লাউসেন ভাবে মনে মনে ।
 বসেছিল কালুবীর উঠে পলায়নে ॥
 ধর ধর করিয়া ধুমসী ধাই দিল ।
 বার ডোম বিকল বিপিন প্রবেশিল ॥
 স্ববিক্রমে লাউসেন শূন্যমূর্তি ভাবে ।
 তুরঙ্গ উপরে তুর্ণ আরোহণ তবে ॥
 হেনকালে উপনীত হইল কানড়া ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে প্রসন্ন বাকুড়া ॥১৯২॥

রূপ দেখে সেনের রাউতি রসে পূর্ণ ।
 জুড়াইল জীবন জনম বলে ধন ॥
 ধুমসী তখন হেসে বলে লাউসেনে ।
 যুদ্ধ কর যুবরাজ যুবতীর সনে ॥
 সেন কন সদাতন সখা মোর প্রভু ।
 কামিনীর সনে রণ করিনা ক কভু ॥

কানড়া তখন কয় কাপুরুষ হেন ।
 পলায়ন কর নয় পরাজয় মান ॥
 ধুমসী তখন কয় দাঁতে কড়মড় ।
 জেনে শুনে এস কেন শিমুলের গড় ॥
 কানড়ার দাসী আমি আখ্যান ধুমসী ।
 অস্ত্রে কাঁপাতে পারি যদি ধরি অসি ॥
 এত শুনে লাউসেন আক্রোশে আগুন ।
 বৃষকেতু বাক্যে যেন ক্রমিলা অর্জুন ॥
 তুরঙ্গ দাবিয়া উঠে তরুণী উপর ।
 হুজনে বাজিল ঘোর দুর্জয় সমর ॥
 ঘন ঘন সঘনে ঘোড়ার দড়বড়ি ।
 কানড়া ফলঙ্গ সারি ফিরাইল ঘুড়ি ॥
 মুখামুখি হুজনে গর্জনে মহী ফাটে ।
 কানড়ার তিন বাণ তারা যেন ছুটে ॥
 গগনে উঠিল বাণ কৃষ্ণগুণ গায় ।
 প্রণাম করিল আসি লাউসেন পায় ॥
 বৃন্দাবন ভ্রমণ করিল ব্রজ দেশ ।
 কানড়ার তুণে পুনঃ করিল প্রবেশ ॥
 বাণ জোড়ে লাউসেন বিশাললোচন ।
 কানড়ার চাঁদমুখে প্রীতিভাবে চুম্বন ॥
 কানড়া এড়িল বাণ কনকের ধার ।
 সেনের গলায় হল স্বর্ণের হার ॥
 লাউসেন বাণ এড়ে নাম তার ফুল ।
 কানড়ার করে হল কঙ্কণ অতুল ॥
 কানড়া এড়িল বাণ কনক চিকুর ।
 সেনের চরণে হল সোনার নুপুর ॥
 এইরূপে ঘোর যুদ্ধ হইল অষ্টাহ ।
 জয় কিম্বা পরাজয় না হইল কেহ ॥
 অনঙ্গে অশ্বিনী মত্তা অগ্নে করে চার ।
 অন্তরীক্ষে লাউসেনে আছাড়িয়া মার ॥

আতুর করিতে রক্ষা অথ মোর নাই ।
 অহুদিন আনন্দে রাখিব এক ঠাই ॥
 অস্থির হইল ঘোড়া অস্থিনীবচনে ।
 মদন মারিল বাণ মরম সন্ধানে ॥
 মনে ভাবে লাউসেনে করিব নিধন ।
 বৈকুণ্ঠে জানিলা ধর্ম বিশেষ কারণ ॥ অত্র ভনিতা ॥১২৩॥

হহুমাণে কহিলা কৃপাবৃত বাণী ।
 অবিলম্বে যাও বাছা শিমুল অবনী ॥
 তোমার ভরসা আমি করি রাত্রিদিবা ।
 লাউসেনে কানড়ার দিয়ে এস বিভা ॥
 পুটাঞ্জলি প্রণিপাত পদাঙ্ক যুগলে ।
 হান্তমুখ হরষিত হহুমান্ চলে ॥
 রাম রাম শ্রীরাম রাঘব রঘুনাথ ।
 শিমুলে পেলেন শীঘ্র সেনের সাক্ষাৎ ॥
 পরিচয় দিলেন প্রভুর আজ্ঞা পাই ।
 অবিলম্বে অবনী এলাম ধাওয়া ধাই ॥
 সত্বরে তোমাকে জয় করাব সমর ।
 বসিলেন অশ্বের উপরে দিয়ে ভর ॥
 অষ্টযোগে আযোগ আনন্দে কুতূহলী ।
 কানড়াকে কোলে করে বসিলেন কালী ॥
 অভিমুখ হইল কানড়া লাউসেনে ।
 উভয় এড়িল বাণ উভয় সন্ধানে ॥
 বাণে বাণে আলিঙ্গন বাড়িল কোতুক ।
 ঘোর হল ঘুড়িগী ঘোড়ায় অভিমুখ ॥
 লাউসেন বাণ এড়ে নবমেঘ ভাতি ।
 নিবারণ করেন আপুনি ভগবতী ॥
 কাট কাট নিঃস্বনে কানড়া এড়ে বাণ ।
 নিবারণ করেন আপুনি হহুমান্ ॥

বাজে বীণা বেণী জয় জয় ধ্বনি
 মঙ্গলে মঙ্গলধ্বনি ।
 শত আইও সঙ্গে জল সহে রঙ্গে
 কুতূহলে যত ধনী ॥
 কুলের দ্বিজবর করিয়া তান স্বর
 বেদাঙ্গ বিধি করে পাঠ ।
 স্বস্তিবাচনাদি করে যথাবিধি
 স্থাপন করিল ঘট ॥
 পূজি পঞ্চদেবে অধিবাস তবে
 আনন্দে আরম্ভে ভূপ ।
 আনিয়া কন্ঠাকে পরশে মস্তকে
 মঙ্গল দ্রব্য নানারূপ ॥
 করি পঞ্চবিধি পূজিয়া গৌরাদি
 বসুধারা করে দান ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক রচিল রসিক
 রসোদয় রস গান ॥১২৫॥

অপর সকল ক্রিয়া করে সমাপন ।
 লয়ে করে লাউসেনে মিলন বরণ ॥
 বিচিত্র বসন দিল স্থবাসিত করি ।
 মণির মোহন মালা মানিক আদরী ॥
 কানড়া কনকলতা কমল ভাবিত ।
 দিলেন নৃপতি দান দক্ষিণা সহিত ॥
 বিযোগ আনন্দে মনে বিচক্ষণ ভূপ ।
 যৌতুক যতনে দিল যথাবিধি রূপ ॥
 ভগবতী আপুনি দিলেন আশীর্বাদ ।
 হাতের কঙ্কণ হাতে দিলেন প্রসাদ ॥
 পূর্ণভাবে পূর্ণ আশি প্রেমের পয়েতে ।
 সমর্পিয়া দিলেন সেনের হাতে হাতে ॥

আজি হইতে আমার জামাতা হইলে তুমি ।
 প্রাণধন তোমাকে দিলাম বাছা আমি ॥
 প্রণাম করিল সেন শ্রীপদারবিন্দে ।
 আশিসি দিলেন চণ্ডী থাকিবে আনন্দে ॥
 হুহুমান্ সহিত হরষে কুতূহলী ।
 কৌতুকে কৈলাসে গেলেন ভদ্রকালী ॥
 বাসর বঞ্চিলা সেন বিযোগ সঞ্চয় ।
 রামরাজি পোহাইল রবির উদয় ॥
 কলস্বরে বায়স কোকিল ডাকে তায় ।
 মহীপাল হরিপালে মাগেন বিদায় ॥
 অন্তঃপুরে উঠিল ক্রন্দন কলরোল ।
 না সম্বরে কেশপাশ কেবল বিভোল ॥
 কানড়ার মাসি পিসি মামী খুড়ি জেঠি ।
 কেমনে পাঠাব বলে মায়ামোহ কাটি ॥
 কানড়া প্রবোধ করে কেঁদে নাই আর ।
 এইরূপ যোগমায়া জগৎ সংসার ॥
 বিদায় করিল রাজা রাজব্যবহারে ।
 চপলে চাপিলা সেন অস্থির পাথরে ॥
 কালিনী পাথরে চেপে চলিল কানড়া ।
 ধুমসী চলিল পাছু দিয়া হাত নাড়া ॥
 বীর কালু আশুমান বার ডোম চলে ।
 বায়ুগতি উপনীত ব্রাহ্মণীর কূলে ॥
 নবলক্ষ দল কাটা পড়ে এক ঠাই ।
 পদার্পণ করিতে তিলেক স্থান নাই ॥
 সীমা নাই সেনের অশ্রুত হল চিত্তে ।
 কানড়াকে কন তবে আকার ইন্দ্রিতে ॥
 স্বামীর স্বরূপ বাক্য সম্ভাষিয়া মার ।
 কানড়া কাতরা বলে কিসে হই পার ॥
 স্নান করে চপলা চণ্ডীর করে পূজা ।
 দাসীকে এবার রক্ষা কর দশভুজা ॥

অভয় চরণ বিনা অন্ম নাই জানি ।
 পুরাণে শুনেছি নাম পতিতপাবনী ॥
 প্রিয়ভাবে কৃষ্ণের প্রসাদে যেন দয়া ।
 সেই মত কানড়াকে সদয় অভয়া ॥
 ইন্দ্রকে আদেশ আজ্ঞা দিলেন তখন ।
 সত্বর শিমুলে কর সূধা বরিষণ ॥
 আজ্ঞা পেয়ে আনন্দে অমররাজ চলে ।
 অমৃত করিল বৃষ্টি অতুল শিমুলে ॥
 মৃতকায় পরশে অমৃতময় জল ।
 প্রাণ পেয়ে উঠে তবে নবলক্ষ দল ॥
 মার মার করিয়া গোড়মুখে চলে ।
 কানড়াকে লাউসেন ধন্য ধন্য বলে ॥
 অহর্নিশি গমন আনন্দে অবিসার ।
 পঞ্চাহে পালেন এসে পঞ্চম বাজার ॥
 বরাসনে বার দিয়া বসেছেন রাজা ।
 মাহুতা পাতর আর মোখাদিম প্রজা ॥
 শ্রবণে কৃষ্ণের লীলা অমৃতকাহিনী ।
 মহীপালে ভজন্ত ময়নার গুণমণি ॥
 আদর করিয়া সবে এস এস বলে ।
 বাপধন বলে রাজা বসালেন কোলে ॥
 মাহুতার মনস্তাপ মরয়ে দ্বিগুণ ।
 উঠে গেল সভা হৈতে আক্রোশে আগুন ॥
 কাল হল লাউসেন কি করি উপায় ।
 জঞ্জাল চক্ষের বালি কত দিনে যায় ॥
 কংসাসুর আছিল কৃষ্ণের যেন মামা ।
 পরান থাকিতে আমি নাহি দিব ক্ষমা ॥
 বিদায় হইল সেন নৃপতি নিকটে ।
 পাথের দিলেন রাজা প্রবাল পুরটে ॥
 শূন্যমূর্তি স্থরণ করিয়া সাত বার ।
 অশ্বে চেপে লাউসেন হৈল আগুসার ॥

নিশি দিবা গান আনন্দে নিরন্তর ।
 নয় দিনে প্রবেশিলা ময়না নগর ॥
 সহর বাহিরে লোক করে ধায়াধাই ।
 অশ্বরে সশ্বরে নাহি আনন্দ বাধাই ॥
 মঙ্গলবাজনা বাজে নাচে প্রজালোক ।
 সেনে দেখে স্থখী হৈল দূরে গেল শোক ॥
 সঞ্চয় আনন্দে রঞ্জা সহচরী সঙ্গে ।
 নিকেতনে পুত্রবধু উত্থানিল রঙ্গে ॥
 সমুচিত স্থখের সাগরে ভাসে রাজা ।
 একমনে আরস্তিল অনাথের পূজা ॥
 চারি বৌ লয়া রঞ্জা স্থখে করে ঘর ।
 গোড় লইয়া সতে শুন অতঃপর ॥
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে পালা হৈল সায় ।
 ধন পুত্র লক্ষ্মী হয় যে গায় গায়ায় ॥১২৬॥

ইতি পালা সমাপ্ত ॥

[দশম পালা সমাপ্ত]

[একাদশ পালা]

বরাসনে বারামে বসেচে গৌড়ের রাজা ।
 রাবণের প্রতাপ রবির সম তেজা ॥
 বারভূঞা বাহাত্তরি বসিল মণ্ডল ।
 দাণ্ডাইয়া ছুপাশে দক্ষিণ দলবল ॥
 কোটাল আদেশ আগে কয় করজোড়ে ।
 রায়বার পড়ে ভাট রাজার নিয়ড়ে ॥
 কুলীন ব্রাহ্মণ কত শ্রোত্রিয় আর ।
 সভায় বসিয়া করে শাস্ত্রের বিচার ॥
 সভাগণ সচেষ্টিত সম্মুখে সকাজ ।
 অমরাবতীতে যেন ইন্দ্রের সমাজ ॥
 পাঠক পুরাণ পড়ে প্রেমে অভিসার ।
 কংসকে করিতে বধ কৃষ্ণ অবতার ॥
 রাধার কলঙ্ক দোষ করিতে ভঞ্জন ।
 চিন্তামণি চিন্তে তবে চিন্তিলা তখন ॥
 অন্নজল উপহার কিছুই না খান ।
 যশোদার বড়ই বিকল হল প্রাণ ॥
 কিরূপ কৃষ্ণের মায়া কেবা দেই লেখা ।
 আপুনি বৈষ্ণব বেশে অবিলম্বে দেখা ॥
 যশোদা কান্দিয়া কন ছুস্খের নাঞি ওর ।
 অকস্মাৎ কি দশা কৃষ্ণের হল মোর ॥
 কল্পনা করিয়া কথা কহেন মায়েরে ।
 আছে এক ঔষধ অনেক রোগ হরে ॥
 পুণ্যবতী পতিব্রতা হইবেক নারী ।
 সহস্র ধারায় কর্যা আনিবেক বারি ॥
 শুনে ব্রজনারী সভে লজ্জায় বিকল ।
 জটিল কুটিল গেল আনিবারে জল ॥
 অহঙ্কার করে সতী মায়ে ঝিয়ে সদা ।
 অসতী আমার বউ কলঙ্কিনী রাধা ॥

ডুবায়ে সহস্রধারা যমুনার নীরে ।
 বন্ধ করে মায়ে ঝিয়ে তুলে ধীরে ধীরে ॥
 পড়িল সকল জল পায় বড় লাজ ।
 না পারে দেখাতে মুখ ব্রজপুর মাঝ ॥
 তখন চাহিয়া কৃষ্ণ কন শ্রীমতীরে ।
 পুণ্যবতী তুমি সতী আছ ব্রজপুরে ॥
 কানাকানি করে শুনে ব্রজের কামিনী ।
 মভে বলে সতী নয় রাধা কলঙ্কিনী ॥
 আপুনি স্বয়ং লক্ষ্মী বৃষভাসুহৃতা ।
 কোতুক বাড়িল শুনে কত বড় কথা ॥
 কেবল ভরসা মনে কৃষ্ণের চরণ ।
 যমুনার কূলে গিয়ে দিল দরশন ॥
 ডুবায়ে সহস্রধারা আনন্দে অশোক ।
 দিলেন কৃষ্ণের আগে দেখে ব্রজলোক ॥
 এই কথা শুনে রাজা হয়ে একমন ।
 মাহুতা মন্ত্রণা ভাবে মনে অহুক্ষণ ॥
 যেখানে সেখানে হল ভাগিনার যশ ।
 বাজিল বড়ই শেল রাজা হইল বশ ॥
 কপাল হইলে মন্দ কত ঠাঞি ডেড়ি ।
 কতদিনে রজাকে করিব আঁটকুড়ি ॥
 গোকুল ময়না হল গোড় মধুপুর ।
 কৃষ্ণ হৈল লাউসেন আমি কংসাসুর ॥
 পাঠাব প্রবন্ধ করে ঢেকুরের গড় ।
 তবে সে আমার নাম মাহুতা নাবড় ॥
 অকস্মাৎ এই যুক্তি উপাজিল মনে ।
 অবশ্য হবেক নাশ ইছাএর রণে ॥
 মনস্তাপ মনের আমার মিটে মৈলে ।
 হাটে ঘাটে বনি তবে কেন্দে কেন্দে বলে ॥
 রাম গেল বনবাস নিহালিয়া পথ ।
 পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ কৈল দশরথ ॥

সেই মত কর্ণসেন মল্যে ভাল হয় ।
 অকালে আমার তবে আনন্দ উদয় ॥
 এই যুক্তি অহুমান অহুক্ষণ মনে ।
 নিবেদয়ে নিরাতঙ্কে নৃপতির স্থানে ॥
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা পরাংপর ।
 নিসত্যা পাপীর মুণ্ডে পড়ুক বজ্রর ॥১২৭॥

মহামদ কয় বাক্যে মন দিবে রাজা ।
 কর্তা হল কিঙ্কর কিঙ্কর হল প্রজা ॥
 হইয়ে দাস কহে তেঞি শুন হিতবাণী ।
 একবার মনে কর ঢেকুর অবনী ॥
 করতার কাহন পঞ্চাশ ছিল কড়ি ।
 ইচ্ছা ঘোষ না দেই এখন এক বুড়ি ॥
 তার বাপ সোম ঘোষ আছিল দুর্বল ।
 তোমার বাপের পালা চাকর কেবল ॥
 এক সের চাল খেয়ে চরাইত গোরু ।
 তার বেটা এখন হয়েছে কল্লতরু ॥
 দিতে হয় দমন দেশের মত বুঝে ।
 লাউসেনে আনায়ে মহিম জাগু সেজে ॥
 ন লক্ষ টাকার ভূমি খায় বিনা করে ।
 না আসে হাজির দিতে বসে থাকে ঘরে ॥
 আপুনি আমার তরে সভাকার কর্তা ।
 লঘু লোক পাঠায় লিখনে লিখে বার্তা ॥
 শুনি ইচ্ছা উভূদলে আসে অলসিতে ।
 গোড়ে দিবেক হানা আজিকার রাত্রে ॥
 ভয় হল ভূপতির ভাষে ব্যগ্র বাণী ।
 উচিত যা হয় কর কর্তা আপুনি ॥
 হুকুম রাজার পায়ে হরষিত মন ।
 অভাগার ভরসা আছিল নারায়ণ ॥

ঢের করে চড় করে ঢেকুর পাঠাব ।
 লাউসেন ভাগিনার মাথা এবার খাব ॥
 লেখে পত্র নৃপতির নিয়োগ নির্জিত ।
 যষ্টী আদি শুভাশিস সাদর সম্মত ॥
 ঢেকুরের ইচ্ছা ঘোষ অজিত চাকর ।
 দ্বাদশ বৎসর আজি দেয় নাই কর ॥
 অহঙ্কার করে বেটা এসে উভূদলে ।
 নিকাশন কর গোড় নিতে চায় বলে ॥
 শুনিয়া সব কথা সর্বলোক কীর্ণ ।
 তে কারণে তোমাকে তলপ হইল তূর্ণ ॥
 কাড়ুর করিয়া জয় এনে দিলে কর ।
 এইবার সেজে চল ঢেকুর উপর ॥
 ময়না ইনাম খায় মনে নাই ঠোকা ।
 না এলে বেরিজ করে নিব তার টাকা ॥
 চোরস করিয়া পাত্র শ্রীমুখ করিল ।
 তিন দিন মাসের তারিখ তায় দিল ॥
 ধনিরাম ধাবকে ধরিয়া দিল পান ।
 নগর ময়না যেয়ে লাউসেনে আন ॥
 বিদায় হইয়া যায় পাত্রের সম্মুখে ।
 ধাবক পরানা লয়ে ধায় উর্ধ্বমুখে ॥
 রাখিয়া গোড় বামে বসতি নগর ।
 ভৈরবী হৈল পার নায়ের উপর ॥
 এড়াইয়া গোলাহাট পাইল জামতি ।
 জলঙ্গী হৈল পার যশর জগতি ॥
 বামে রেখে বর্ধমান বেলা অবসানে ।
 আত্ম গঙ্গা হৈল পার তরী আরোহণে ॥
 উচালন দীঘির পশ্চিম পার দিয়া ।
 পুণ্যাজোল পদ্মায় উত্তরিল গিয়া ॥
 রাঙামেটে রঞ্জিতবাটি রাখিয়া দক্ষিণে ।
 লঘু পাল্য উসতপুর নিশি অবসানে ॥

অজয়বাটি ইজলবাটি এড়ায়ে ত্বরিত ।
পার হয়ে কালিনী ময়নায় উপনীত ॥ অত্র ভনিতা ॥১৯৮॥

অযোধ্যা সমান দেখে ময়নার শোভা ।
বিরাট বারেন্দ্র কাশী ব্রজপুর কিবা ॥
নৃত্যগীত নগরে লোকের কলরব ।
কৃষ্ণকথা কেবল কোতুক মহোৎসব ॥
ধবল পতাকা উড়ে ধর্মগুণগাথা ।
প্রতি ঘরে পুরাণ পবিত্র পুণ্যকথা ॥
সভা করে বস্তা রাজা লাউসেন কোঙর ।
নৃপতি লঙ্কেশ্বর যেন লঙ্কার উপর ॥
শিরে শোভে ছত্রদণ্ড স্বর্ণপূর্ণ গা ।
চাকরে চারিদিকে করে চামরের বা ॥
পঞ্চপাত্র বসেচে পশ্চিম দিক লয়ে ।
মোখাদিম মণ্ডল বসেচে বারভূঞা ॥
কালুসিংহ সম্মুখে শমন বরাবর ।
দুপাশে দুসারি বাক্যা ছত্রিশ আতর ॥
সভায় পুরাণ পড়ে পাঠক ব্রাহ্মণ ।
কৃষ্ণের কোশললীলা কালীয়দমন ॥
কালীদহ মাঝে ঝাঁপ দিলেন গোপাল ।
বিষ জল খেয়ে মৈল যতেক রাখাল ॥
নন্দ ঘোষ কান্দে আর যশোদা রোহিণী ।
কৃষ্ণে না দেখিয়া কান্দে রাধা বিনোদিনী ॥
ব্রজের গোয়াল কান্দে বিদরয়ে হিয়া ।
ধবলী শ্রামলী কান্দে ধরণী লোটায়া ॥
এই কথা শুনে ময়নার তপোধন ।
ধাবক দিলেন লয়া গোড়ের লিখন ॥
ব্যবহারে বার তিন বন্দনিয়ে শিরে ।
মোহর ভাঙ্গিয়া সেন পড়ে ধীরে ধীরে ॥

ঢেকুরে মহিম শুভা মনে হল দুখ ।
 এতদিনে ধর্মরাজ হলেন বিমুখ ॥
 কে আছে ইছার সনে রণে দেয় হানি ।
 মাস্তার কল্লনা নয় মামার মঙ্গল ॥
 অধোমুখে লাউসেন ভাবে অহুক্ষণ ।
 জোড়হাতে কালু বীর জিজ্ঞাসে কারণ ॥
 ভৃত্যকে জানাতে হয় ভাল মন্দ কাজ ।
 কোথাকার পরোয়ানা কহিবে মহারাজ ॥
 সেন কন শুন দাদা আভিল অসীম ।
 রাজার হুকুম যাতে ঢেকুর মহিম ॥
 কালু কয় মহারাজা মনোকথা নাঞি ।
 আছেন সঙ্কটে সখা অনাগু গোসাঞি ॥
 বুধকেতু বীর ছিল বিদিত ভুবনে ।
 কোন কর্ম না করিল কুরুক্ষেত্র রণে ॥
 একা দ্রোণ সভারে করিল পরাজয় ।
 ব্যূহভেদ ব্রহ্মাবর্তে বিনা ধনঞ্জয় ॥
 জরাসন্ধ জগৎ বিজয় কৈল বলে ।
 পরাভব তুর্ণ কৈল প্রবন্ধনা ছলে ॥
 কৃপা হন্য কৃষ্ণের কাশ্চিত কায় শ্রমে ।
 একলা ঢেকুর জয় করিব মহিমে ॥
 ইছা ঘোষ গোয়াল আমার জানে বল ।
 গণ্ডুধ করিয়া খাব অজয়ার জল ॥
 তেজীয়ান পুরুষের ত্রিগুণ প্রকাশ ।
 জহুমুনি গদ্যকে গণ্ডুধে কৈলা গ্রাস ॥
 সেন কয় অহঙ্কার ঐরি হয় টুটা ।
 চারি ভাই আমার ঢেকুরে গেছে কাটা ॥
 অজয়া আপুনি গদ্য ত্রিপথগামিনী ।
 কেবল কনকলঙ্কা ঢেকুর অবনী ॥
 উগ্রচণ্ডা আপুনি আছেন সেই গড়ে ।
 লক্ষ বলি নিযুক্ত পূজার কালে পড়ে ॥

অম্বরক্ত ইছা ঘোষ ঐকান্তিক তাকে ।
 হয়্যাছে অজরামর অভিপ্রায় লোকে ॥
 যেন বশ প্রসাদের আছিল যছনাথে ।
 বিপত্তো হইল রক্ষা বিপক্ষ নিপাতে ॥
 তেমতি ইছার বশ আছেন অভয়া ।
 দুর্বোধ বৃষ্টিতে নারে দেবতার মায়া ॥
 আপুনি ইছার হয়ে রণে আগুসার ।
 অজিত বিপক্ষ দলে অমনি সংহার ॥
 বাড়িল মহিষাসুর শঙ্করের বরে ।
 হেলায় হানিলা তাকে নখর সমরে ॥
 ধুম্রলোচন দৈত্য ধরে বল অসি ।
 হেন জন জ্ঞানারে হইল ভস্মরাশি ॥
 রক্তকীট রক্তবীজ রণে বল টুটা ।
 সহ অংশে সে জন সমরে গেল কাটা ॥
 শত্রু নিশত্রুর তেজে ত্রিদেব অস্থির ।
 তার মাথা কেটে পান করিল রুধির ॥
 তিনি যারে পক্ষাবল সেজন অমর ।
 অতএব ঢেকুরে যেতো পরানে কাতর ॥
 কালু কয় মহারাজা কপালের লেখা ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে বাঁকুড়া রায় সখা ॥১২২॥

জন্মিলে মরণ আছে এড়াবার নই ।
 দশদিন পর কিথা দশ বছর বই ॥
 কোথা বা সে কর্ণ দাতা কোথা বালি রাজা ।
 কোথা গেল রাবণ রাক্ষস মহাতেজা ॥
 কোথা বা সে দুর্বোধন শকুনি দুর্মতি ।
 কোথা গেল ভীষ্ম দ্রোণ কোথা কুরুপতি ॥
 সভাকার কপালে মরণ আছে লেখা ।
 আগু পাছু এক পদ্য এক ঠাণ্ডি দেখা ॥

বিযোগ পুরাণে শুনি ব্যাসের বচন ।
 ক্ষত্রি হয়ে রণে ভয় নরকে গমন ॥
 বীরের বচনে সেন বিযোগে গেল বুঝে ।
 অশ্বপালে আজ্ঞা দিল অশ্ব আন মেজে ॥
 ঢেকুরে ইছার সনে হবেক জঞ্জাল ।
 বার জন বারণ চলিল বাজীশাল ॥
 আশুপাছু পায়ের বন্ধন থুয়ে দূরে ।
 ঘনজালে ঘেরিয়ে ঘোড়ার সাজ করে ॥
 জ্যোৎস্নিকা জীবনাজ জিন ব্যতিহাস ।
 পাথর সহিত পাল্য পুষন্ প্রকাশ ॥
 মোউথন মানিক থোপ মকরন্দ জালে ।
 ঝলকে পুলক রিপু বলাহক বলে ॥
 মুকুতা মিশাল মুখে বিচিত্র লাগাম ।
 কপালে কনকপাটা কিবা অল্পপাম ॥
 রজত কড়্যালি রাকা রাখে দুই পাশে ।
 হরিশোভা হরি দেখ্যা হরিমুখে হাসে ॥
 থরে থরে থরকব থুইল গোটা ছয় ।
 হরিকে অনেক রাখে অস্ত্রজালময় ॥
 চরণে নৃপুর চারি চামীকর মাটা ।
 আগর ডাগর ঘণ্টা ঘুংরের ঘটা ॥
 বাঘডোর ধরিয়্য বারান বার জন ।
 বাহির করিল ঘোড়া বিস্তর যতন ॥
 চঞ্চল অবনী হানে চারি পায় লোটে ।
 লাফ দিয়া ফলঙ্গে পাতঙ্গ শান উঠে ॥
 চাবুক সারিল চারি চপলে গমন ।
 যাতে চায় সুরালয় পাতাল ভুবন ॥
 বাজী হল বেকায়দ বারান বিকল ।
 অষ্ট দিক্‌পাল কাঁপে অষ্ট কুলাচল ॥
 বারান ভারত বলে লাউসেন ভূপে ।
 বাজী আজি কয়েদ না হয় কোন রূপে ॥

ধায়াধাই লাউসেন ধরে অশ্ববরে ।
 এবার মহিম চল ঢেকুর উপরে ॥
 তোমার ভরসা পাল্যে আমার খাতির ।
 পার হতে পারিব কি অজ্ঞার নীর ॥
 উভুদলে ইছার ঢেকুরে দিব হানা ।
 ফতে হল্যে মহিম ময়নায় খাবে দানা ॥
 অশ্ববলে লাউসেন নিবেদন করি ।
 জয় পরাজয় কথা জানিতে না পারি ॥
 বিশ্বজয়ী বাণ রাজা বলে বিশ্বখ্যাত ।
 সে কেন কৃষ্ণের রণে হল পরাজিত ॥
 বর পায়্যা ইন্দ্রজিৎ বাণ বিশ্বহর ।
 হেলায় বধিল তাকে লক্ষণ ঠাকুর ॥
 বিজয়ী অর্জুন হল্যে বলে বিশ্ব জিহ্মা ।
 তার বেটা অভিমহ্য কৃষ্ণের ভাগিন্যা ॥
 আপুনি সারথি যার সখা ভগবান্ ।
 কেন অভিমহ্য রণে ত্যাজল পরান ॥
 আপুনি আমার পিঠে কর আরোহণ ।
 এক দণ্ডে লয়্যা যাব ইন্দ্রের ভবন ॥
 মন্দাকিনী গঙ্গায় করিয়া স্নানপূজা ।
 পরে জয় পঞ্চম পাতালে বলি রাজা ॥
 বার দণ্ডে লয়ে যাব বৈকুণ্ঠ ভুবন ।
 অবশেষে অজিত ইছার সনে রণ ॥
 এত শুনি লাউসেন করে রণসাজ ।
 বার তিন স্মরণ করিয়া ধর্মরাজ ॥
 রণটোপ মাথায় মানিক রাজমণি ।
 সনাল পটুকা তায় শোভে সৌদামিনী ॥
 কায়াই কাঞ্চন মাথা কলধৌত খায় ।
 উডু সহ উডুপতি আপন আভায় ॥
 প্রতি চিত্র প্রচিত্র পুরক পিঠে ঢাল ।
 বলাহক ঝলকে বিজুরি বিমিশাল ॥

দক্ষ হাতে দিগন্ত দুর্গার দত্ত খাঁড়া ।
 অপরক ধনুঃশর আজিগিস চড়া ॥
 অসি ইষু আদি কর্যা আতর ছত্রিশ ।
 বপু কৈল বিয়দ বান্ধিয়া বিজীগিষ ॥
 কালুবীর সাজিতে চলিল নিজ ঘর ।
 মানিক রচিল পায়্যা বাবুড়ার বর ॥২০০॥

তেঘাই তেওড়া বাজে জোড়া রণশিখা ।
 খনকাল খমক খঞ্জরী ক্ষীণ তিগাঁ ॥
 ঝঝরি নিশান বাজে সাজে কালু বীর ।
 সাখা সুরা সঙ্গে সাজে সমরে সুধীর ॥
 কালুর ভাগিন্দ্ৰা সাজে কৃষ্ণ বলরাম ।
 রাজার দরবারে যার ডাকসেদে নাম ॥
 সাজিল কালুর মামা সুবল হাজারি ।
 হতে পারে লাফে পার সমুদ্রের বারি ॥
 সাখার ঞ্চালক সাজে সনাতন বাক ।
 চাপড়ে উড়াতে পারে পাষাণের আক ॥
 বিনোদ রায়ের বেটা সাজে বাঘরায় ।
 বারমাস বস্ত্রিস মাহিনা বাড়া পায় ॥
 ভীমের সমান বলে ভুজঙ্গের রাগ ।
 বাতাসে বিপিন ছাড়ে বিপিনের বাঘ ॥
 রণজয় হেতার বান্ধিল দশ মত ।
 গুণে বলে গজারি গমনে ঐরাবত ॥
 ফরিকাল লোকে খেলে তরবার বিচে ।
 হাজির হইল এসে লাউসেনের কাছে ॥
 শূন্যমূর্তি স্মরণ করিয়া সাত বার ।
 অশ্বে চেপে লাউসেন হল্য আগুসার ॥
 মার মার শব্দে পার মণিচন্দ্ররেখা ।
 পথে যাইতে কর্পূর সহিত হল্য দেখা ॥

পড়িয়া যুগল পায় প্রণাম করিয়া মায়
লাউসেন মাগেন বিদায় ।
রাজার আরতি পাই ঢেকুর মহিম যাই
আজ্ঞা কর জননী আমায় ॥

রাম গেলা বনবাস শূন্য হল্য সব আশ
 কৌশল্যা শোকেতে অচেতন ।
 তেমতি আকুল প্রাণে কোলে কর্যা লাউসেনে
 রঞ্জাবতী করয়ে রোদন ॥
 তোমা লেগে অভাগিনী সকল বিফল মানি
 মপ্ত শালে দিয়াছিহু ঝাঁপ ।
 দেখে দুঃসাহস কর্ম সদয় হল্যান ধর্ম
 ঘুচিল চিত্তের অহুতাপ ॥
 সঞ্চয় মনের স্থখ তায় তুমি দিয়া দুখ
 দেশান্তরে যাইতে চায় বাছা ।
 ভাবিতে গুণিতে সার সব দেখি অন্ধকার
 কি ছার জীবন আর মিছা ॥
 শুষ্ঠা ভয় হয় চিত্তে না দিব ঢেকুর যাইতে
 পরান পুত্তলি তুমি মোর ।
 সেই ঢেকুরের রণে ইছার বাপের সনে
 চারি ভাই কাটা গেছে তোর ॥
 অতি বৃদ্ধ তোর বাপ পাস্বরেচে পূর্ব তাপ
 তোকে দেখে রেখেচে পরান ।
 তবে যদি তুঞি যাবি তাঁর হত্যাকারী হবি
 অভাগিনী মায়ের কথা মান ॥
 কৈকেয়ী কলকদোষে রাম গেলা বনবাসে
 দিবসে অযোধ্যা অন্ধকার ।
 লোচনে নেহালি পথ শোকে মৈল দশরথ
 পাছে হয় তেমতি আমার ॥
 এতেক শুনিয়া আগে ধরিয়া চরণযুগে
 লাউসেনে প্রবোধ বুঝায় ।
 নিয়ত নির্বাণ আশে দ্বিজ শ্রীমানিক ভাষে
 সদা যার সখা বাকুড়ারায় ॥২ ২॥

শুন গো জননী সত্য শাস্ত্র মত কই ।
 জন্মিলে মরণ আছে এড়াবার নই ॥
 ভোগাভোগ স্থখ মোক্ষ মূল সে অদৃষ্টি ।
 বেটা মরে বাপ দেখে বিধাতার সৃষ্টি ॥
 অবনীতে অমর হইয়া আছে কে ।
 মাদ্রাতা মহেন্দ্রজয়ী মৈল কেন সে ॥
 যমকে জিনিল বলে রাবণ রাক্ষস ।
 সে জন মরিল কেন মৃত্যু যার বশ ॥
 প্রহ্লাদ কৃষ্ণের ভক্ত প্রিয়তম ছিল ।
 সময় সংযোগ পেয়ে সে কেন মরিল ॥
 কে করে থগুন মৃত্যু কপালের লেখা ।
 সুধবা মরিল কেন কৃষ্ণ যার সখা ॥
 মরণ কেবল সত্য অসত্য শর্বরী ।
 যত কিছু দেখ সব দিন ছুই চারি ॥
 রাজার চাকর হই রাজ্যে করি ঘর ।
 না গেলে হকুম রদ বেগতি বিস্তর ॥
 মামার হইলে কোপ ময়না বেরিজ ।
 আজ্ঞা দিবে অতেব ইহার এই বীজ ॥
 জত ॥ মায় ছেড়ে যেও না ।

রাম মায় ছেড়ে যেও না ॥

রজা বলে ওরে বাছা অবোধ ছাওয়াল ।
 মায়ের মাথার কির্যা না কর জঞ্জাল ॥
 দশ মাস দশ দিন ধরেছিছ কুথে ।
 ঢেকুর মহিম যেতে্য দিব নাঞি তোকে ॥
 সভাকার মরণ সময় আও পিছু ।
 তথাপি মায়ের মন মানে নাঞি কিছু ॥
 কার বোলে হলি তুই রাজার চাকর ।
 এত ধনে আটে নাঞি ধনের ঈশ্বর ॥
 মায়ের বচন শুন বস্তা থাক ঘরে ।
 কাজ নাঞি ধন কীৰ্তি ময়না বন্ধিরে ॥

তোকে লয়া দেশান্তরে ভিক্ষা মেগে খাব ।
 নিরবধি চাঁদমুখ নয়নে দেখিব ॥
 লাউসেন কয় মা গো নিবেদন করি ।
 তোমার আশিস হলো রসাতল অরি ॥
 অর্জুনের সারথি আমার আছে সখা ।
 শুনি তার পুরাণে মহিমা গুণ লেখা ॥
 আকাশ পাতাল বলে অজয়ার জল ।
 ইচ্ছা আছে দেখিব ইচ্ছার কত বল ॥
 বলে এত লাউসেন বিদায় অরিত ।
 চারি রানী সমীপে চপলে উপনীত ॥
 কলিঙ্গা কানড়া আর হুয়াগা বিমলা ।
 সম্মুখে সম্ভাষ কৈল সতে কুতূহলা ॥
 কয় তবে লাউসেন কলিঙ্গার প্রতি ।
 রাজ্যের ঈশ্বরী তুমি প্রধান রাউতি ॥
 ইচ্ছাই গুয়ালা আছে অজয় ঢেকুরে ।
 না দেই রাজার কর অহকার করে ॥
 উভুদলে তার সনে হবেক সমর ।
 বিদায় হল্যাম আমি মায়ের গোচর ॥
 পরাজয় অমঙ্গল পায় পায় আছে ।
 বিদায় হইয়া যাব তোমাদের কাছে ॥
 ধর্মপত্নী ধর্ম জায়া ধর্মশীলা হলে ।
 অতিথি ওদন দিবে আমার বদলে ॥
 রাজ্যরক্ষা করিবে প্রজার নিবে তব ।
 শ্বশুর শাশুড়ীর প্রতি সদা রেখ চিত্ত ॥
 সতীনে সতীনে যেন সম ভাব থাকে ।
 আমা হতে অধিক বাসিবে কানড়াকে ॥
 সদাই করিবে চাড় সকাল বিকালে ।
 কহিবে সকল কথা কটু যদি বলে ॥
 যদি ফিরে আসি জয় করিয়া ঢেকুর ।
 কাঁকালে ঘুঘুর দিব চরণে নুপুর ॥

কপালের সিন্দূর মলিন যদি হয় ।
জানিবে আমার তবে মরণ নিশ্চয় ॥
এত শুভা চারি রানী চরণে লোটায় ।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা বাকুড়ারায় ॥২০৩॥

কৃষ্ণের বিচ্ছেদ হতে কান্দে ব্রজাঙ্গনা ।
বাড়িল রাধার বড় বিরহবেদনা ॥
শিখিলা নূতন প্রেম নিরদয় হরি ।
টল বল করে যেন পদ্মপত্রের বারি ॥
নারীর যৌবন নাথ নিশির স্বপন ।
মুক্তিকায় মিলায় মদন অদর্শন ॥
না যেও ঢেকুরে নাথ না দিও যাতনা ।
বলিতে বিশেষ হয় মনের বাসনা ॥
বস্ত্রা থাক ভবনে ব্যামোহ কি কারণ ।
কোন তুচ্ছ ইচ্ছার সহিত যাবে রণ ॥
রাজাকে কিসের ভয় কোন শাকে গণি ।
কি হয় পাত্রে কোপে কি সদৃশ মানি ॥
নব লক্ষ দল লঞা যদি আইসে রাজা ।
বলি দিয়া বাণুলী বিশালা করি পূজা ॥
লাউসেন কন তাঁর রাজ্যে করি ঘর ।
ইনাম বস্ত্রিস খাই ময়না নগর ॥
এত বল্যা প্রবোধিয়া হইলা বিদায় ।
চপলে চঞ্চলপদ চড়েন ঘোড়ায় ॥
চারি গোটা চাবুক মারিল বাম হাতে ।
গগনে উঠিল ঘোড়া গমনের পথে ॥
অমরাবতীয়ে দেখে ইন্দ্র সুররাট ।
গগন ছাড়িয়া ধরে গোড়ের বাট ॥
কালু বীর চলিল ঘোড়ার আগুসার ।
সিংহনাদ শব্দে জুড়িচে মার্মার ॥

তের জন দলুই চলিল পাছু আন ।
 পার হইয়া নানা গ্রাম পায় বর্ধমান ॥
 নিসহ গমন পথে নাঞি বিলম্বন ।
 গুণ দিনে গেলা তবে গৌড়ভুবন ॥
 বার দিয়া বরাসনে বসেচে ভূপতি ।
 কপালে মানিক মণি কনক মুরতি ॥
 মহাপাত্র বসে মহীপালের নিয়ড়ে ।
 রঘুরাজ ভট্টাচার্য রামায়ণ পড়ে ॥
 রাবণ করিতে বধ রাম অবতার ।
 অযোধ্যা নগরে হলা আনন্দ বিসার ॥
 সকালে হবেন রাজা স্নান দুধ খণ্ডি ।
 পাঠাইল বনবাস কৈকেয়ী পাষণ্ডী ॥
 এই কথা শুনে রাজা হয়ে এক চিত্ত ।
 উপনীত লাউসেন সঙ্গে কালু ভৃত্য ॥
 কুতাজলি দণ্ডবৎ চরণকমলে ।
 বিভোল আনন্দে রাজা বসালেন কোলে ॥
 ঢেকুরের ইচ্ছা ঘোষ আমার অসখ্য ।
 রাবণ রাক্ষস যেন রামের বিপক্ষ ॥
 কামরূপ কর্যা জয় কর আত্মা দিলে ।
 ই বার মহত্ব থাকে ইচ্ছাকে বধিলে ॥
 লাউসেন কয় শুন নিবেদন রাজা ।
 আপুনি ইচ্ছার সখা আছে দশভুজা ॥
 সাধ্য কার সে গড় সদলে করে জয় ।
 মাপ কর মহারাজা মোর সাধ্য নয় ॥
 যাত্রাকালে যথোচিত জননীর মানা ।
 জোত্র পেয়ে মাছগা জুড়িল কুমন্ত্রণা ॥
 সমুচিত কহিতে সবাই দুখ ভাবে ।
 কোন গুণে ময়না বন্ধিস থায় তবে ॥
 ঢেকুরের নামে যদি হয়েচে কাতর ।
 লেখা কর্যা দিয়া যাগু ময়নার কর ॥

অপভাষা অনেক কহিল এইরূপ ।
 গোণ হয়্যা শুনে তবে গোড়েশ্বর ভূপ ॥
 কাল যেন কালু বীর কাঁপে কম্পবান্ ।
 বলে আমার রাজ্য করি এত অপমান ॥
 ধনুকে টঙ্কার দিয়া জুড়ি পাঁচ শর ।
 আজি বলে পাত্ৰকে পাঠাব যমঘর ॥
 তের ডোম তখন কুছাল করে উঠে ।
 বলে ধর ধর ধিয়রে ধর জঁটে ॥
 বিন্দা বলে ওরে কালু আমি বাহাদুর ।
 ধরে দে বেটাকে দেখ মারি করি চুর ॥
 মাছড়া লজ্জিত হল মুখে নাঞি রা ।
 থর থর তখন তরাসে কাঁপে গা ॥
 অমর্যাদা অপমান অপরাধ শোধে ।
 নিবারিল লাউসেন নৃপ উপরোধে ॥
 বিদায় হইল তবে রাজসন্নিধানে ।
 গমন ঢেকুরমুখে গজেন্দ্রমথনে ॥
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে বাকুড়ার মায়া ।
 দয়া করে দিলেন দক্ষিণ পদছায়া ॥২০৪॥

বাণকে বধিতে যেন বৈকুণ্ঠ সাক্ষাৎ ।
 রাবণ বধিতে যেন যান রঘুনাথ ॥
 বৃকোদর দুর্ধোধনে যেমন বিবাদ ।
 ইন্দ্রকে জ্বিনিতে যেন যায় মেঘনাদ ॥
 পাছুয়ান গোড় পবন গতি সার ।
 পাঁচদণ্ডে প্রহ্লাদ ভুবন পারাপার ॥
 শিবপুর সাতগেছে সম্মুখে রাখিয়া ।
 নাড়িচায় উপনীত নিধুবাটি দিয়া ॥
 রামগঞ্জ রাজসোল রাখিয়া নিয়ড়ে ।
 উপনীত লাউসেন ঢেকুরের গড়ে ॥

অজয় নদীর ধারে ঈশানে মোকাম ।
 লঙ্কায় বসিলা যেন দাশরথি রাম ॥
 তাঁবুঘর তৈরপ করিল তিন খান ।
 তেঘাই তেওড়া বাজে ফুকারে নিশান ॥
 বসিলেন লাউসেন পালক উপরে ।
 চারিজন চাকর চরণ সেবা করে ॥
 তের ডোম চারি দিকে চৌকি বৈসে তবে ।
 অজয় হইতে পার লাউসেন ভাবে ॥
 কালু বীর কয় রাজা কিসের ভাবনা ।
 পার হতে পারি লাফে দশহাত খানা ॥
 স্থধী হতে শক্তি হয় সকলের সার ।
 হনুমান্ হলেন সমুদ্র লাফে পার ॥
 ত্রিশিরার তেজে হতো ত্রিভুবন কাঁপে ।
 পার হব অজয়া এখনি এক লাফে ॥
 বীরের বচনে সেন বুঝে অভিসার ।
 দেখে চেয়া ছক্লে মহুয়া হয় পার ॥
 লাথ লাথ পার হয় শৃগাল কুকুর ।
 সেনের সাহস হলা জিনিব ঢেকুর ॥
 পার হব বলিয়া সদলে আগুয়ান ।
 অকস্মাৎ আকাশ পাতাল আলা বান ॥
 একাকার পবল পুখুর গড় খানা ।
 ছন্দর ছক্লে বাহিয়া বয় ফেনা ॥
 পর্বতপ্রমাণ পারে পড়ে উঠে ঢেউ ।
 পার হতো পারে নাঞি পুরজন বৌ ॥
 তিমিঙ্গিলা তোয়ে হলা তরঙ্গে নির্জর ।
 ভেক ভাসে ভুজঙ্গ উপর কর্যা ভর ॥
 নক্স ভাসে চক্র হয়্যা মকরের গায় ।
 গো মহিষ গণ্ডার গোমাযু ভেস্তা যায় ॥
 মর্কট ভাসিয়া যায় মৃগেন্দ্রের পিঠে ।
 শব্দর শূকরে চাপ্যা সুরট কমঠে ॥

তা দেখিয়া লাউসেন বৈসে তরুতলে ।
 কালু বীর ভাবে একা দাণ্ডাইয়া কুলে ॥
 আছয়ে অনেক মচ্ছ অজয়ার দহে ।
 ধর্যা খাব ধার্য এই ধৈর্য মন নহে ॥
 তনয়যুগলে ডাক্যা তূর্ণ কয় তবে ।
 মচ্ছ ধরি অজয়ায় মঞ্চ বেধ্যা দিবে ॥
 মাথা সুরা কাটিল সবল শাল গাছ ।
 মঞ্চ বান্ধে পশু কর্যা উচ্চ হাত পাঁচ ॥
 বাশ কেট্যা বড়শি বনায়া দেয় লালু ।
 মঞ্চে বস্তা মচ্ছ ধরে মহাবীর কালু ॥
 নায় চেপ্যা হেন কালে লোহাটা বর্জর ।
 রাজাকে হাজির দিয়া যায় নিজ ঘর ॥ অত্র ভনিতা ॥২০৫ ॥

নায়ের উপরে ডকা নিশান তরল ।
 মুরজা মুরলী বাজে ধঙ্গিম মাদল ॥
 গদ গদ আনন্দে গোবিন্দগুণ গায় ।
 মংস্ত্র ধরে কালু বীর দেখিবারে পায় ॥
 ভদ্র হল বঙ্গরস অঙ্গ কাঁপে রোষে ।
 গালাগালি তর্জনে গর্জন কর্যা ভাসে ॥
 মঞ্চে বস্তা মচ্ছ ধরে কে রে বেটা কে ।
 কালু কয় আমি তোঁর ভগ্নীপতি রে ॥
 লোহাটা তখন কয় তবে বেটিচোদ ।
 কালু কয় কি রে বেটা কিন্তু হয় ক্রোধ ॥
 লোহাটা তর্জন করে তবে বেটা পাজি ।
 কালু কয় কি রে শালা কদাচার মাজি ॥
 গুলতাই নিল তুল্যা গভীর গর্জনে ।
 চারি গোটা বাটুল জুড়িল চারি গুণে ॥
 লোহাটার নায় মারে নির্যাত সন্ধান ।
 ভগ্ন হল্য ভুবনে ভাঙ্গিয়া তিন খান ॥

যত লোক নায়ে ছিল জলে মল্য ডুব্যা ।
 লোহাটা পরান পায় নারায়ণ ভেব্যা ॥
 তোয়ের তরঙ্গে ভেস্শা তীরে উঠে তবে ।
 পরিচয় কালুকে জিজ্ঞাসা করে ভাবে ॥
 হুমান্ পর্বত মাথায় কর্যা যান ।
 ভরত বাটুল মারে অব্যর্থ সন্ধান ॥
 মূর্ছা হয়ে পড়িলেন মুখে রাম নাম ।
 কহ ভাই কোন জাতি কোন গ্রামে ধাম ॥
 বীর বলে বোঝা গেল বাটুলের গুণ ।
 আছিল আমার ঘর রমতিয়ে শুন ॥
 সিদ্ধসিংহ পদবী সদার বংশ জেতো ।
 রাজার চাকর হই রাজ্য খণ্ড হতো ॥
 ইবে ঘর দক্ষিণ ময়না মল্লেশ্বর ।
 কালু সিংহ আখ্যান কিঙ্কর কোঙর ॥
 লোহাটা বর্জর কয় বচন মিহির ।
 আমার বাপের নাম বারানসী বীর ॥
 নিজ নাম নিরুপম লোহাটা বর্জর ।
 ইনাম বক্সিস খাই লোহাটা জগর ॥
 তোর কথা জানি কালু স্বগ্রাম নিবাসী ।
 এমন কয়দিন হলি বিড়াল তপসী ॥
 দেখাচি চাণ্ডনি হাতে শোকর চরান ।
 কালু কয় সর্ব কালে না যায় সমান ॥
 তোর আমি পূর্বাপর জানি আমি সন্ধি ।
 চুরি কর্যা তোর বাপ বনে ছিল বন্দী ॥
 লোহাটা তখন কয় ততক্ষণ সেটা ।
 পুখুরে পুখুরে তুঞ্জে কুড়াতিস লোটা ॥
 দুঃখের নাহি ত ওর গেল সব দিন ।
 পরিধান ছিল কলাপাতের কোপীন ॥
 হরিসর হেঁটে ছিল হোগলের কুড়্যা ।
 দিবসে বাতাসে যাইত দশ বার উড়্যা ॥

তাপিয়া দুজনে ধরণী বরণে
 ত্রিভুবন হইল স্তব্ধ ॥
 আহব যেন মত হইল অভূত
 শ্রীরাম রাবণ সঙ্গ ।
 তেমতি কালুবীরে লোহাটা বজ্জরে
 বাজিল ঘোর জঙ্গ ॥
 চর চলবৃত্তে চিস্তিয়া চিত্তে
 শ্রীধর্ম চরণদ্বন্দ্ব ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক রচিল রসিক
 রসোদয় সুন্দর ছন্দ ॥২০৭॥

উলটিয়া লোহাটা ধরিল কালু বীরে ।
 কসাকসি করে যেন কেশরী কুঞ্জরে ॥
 কোপে হলা কালু বীর কৃতান্ত কেবল ।
 লোহাটার মাথা কেট্যা হাসে খল খল ॥
 পড়িল লোহাটা বীর প্রথম সমরে ।
 মুণ্ড লয়া দিল কালু সেনের গোচরে ॥
 প্রস্তর ভাসিল যেন পয়োনিধি মাঝে ।
 জয় শব্দে জয়শব্দ জয়টাক বাজে ॥
 কালু কয় মহারাজা শুন মোর কথা ।
 পাঠাও নগর গোড়ে লোহাটার মাথা ॥
 লিখন লিখিল সেন নিশঙ্ক বিস্তর ।
 সদানন্দ শিঙ্গাদারে নিয়োজে সত্বর ॥
 মুণ্ড লয়া শিঙ্গাদার মনে আপ্যায়িত ।
 গুণ দিনে গোড় নগরে উপনীত ॥
 সভায় বস্তুাচে রাজা শিরে দণ্ড ছাতা ।
 লয়া দিল শিঙ্গাদার লোহাটার মাথা ॥
 পাগে ছিল পরানা হুজুরে ফেল্যা দিল ।
 পাঠ করে পত্র পাত্র প্রভুত্ব শুনাইল ॥

মহৎ আনন্দ শুভা নৃপতির মনে ।
 সভাজন সকলে প্রশংসা করে সেনে ॥
 বস্তা ছিল মাছড়া করিল হেট মাথা ।
 ঢেকুর জিনিল সেন সর্বনাশ কথা ॥
 এত কর্যা বলি যদি না হলা আটকুড়ি ।
 অনর্থ হইল তবে আমার নাবুড়ি ॥
 ইবে এই সার যুক্তি করা বিতথা ।
 ময়না পাঠায়ে দিব লোহাটার মাথা ॥
 কল্লনা করিয়া কয় রাজার গোচর ।
 বিশেষে বৈষ্ণব ছিল লোহাটা বজ্জর ॥
 কৃষ্ণকথা রামকথা নিরবধি মুখে ।
 দুর্বল বয়সে বুড়া দেখ্যাচি স্বচক্ষে ॥
 জরা বলা লাউসেন জিনেচে সমর ।
 না হলে সদল বলে নিত যমঘর ॥
 বৈষ্ণব বিষ্ণুর তহু বেদে বলে সার ।
 মুণ্ড দিলে গঙ্গাজলে মুক্তি আপনার ॥
 নৃপতি দিলেন আজ্ঞা না বৃষ্টি প্রবন্ধে ।
 মুণ্ড লয়া মাছড়া চলিল মহানন্দে ॥
 নারায়ণ নড়ির ঘরে হুকায়্যা তখন ।
 সমতুল করে মুণ্ড সেনের যেমন ॥
 সাত তিন শুভ চিহ্ন স্বধামুখ শশী ।
 পরিসর কপাল প্রসন্ন পূর্ণমাসী ॥
 খগেশ্বরে জিনে নাসা খঞ্জনের আধি ।
 স্বরচাপ ভুরুযুগ সমতুল দেখি ॥
 বার দণ্ড বেলা যবে বিষ্ণুপদতলে ।
 জউ দিয়া অভেদ করিল হরিতালে ॥
 নৃপতি ডাকিয়া কেশ করিয়া মুণ্ডন ।
 গঙ্গাজলে গুলে দিল অগুরু চন্দন ॥
 লোহাটার কপালে আছিল এই লেখা ।
 সাত পুরু শতনি গামছা দিল ঢাকা ॥

লিখনে লিখিল বিধি নিদারুণ হলা ।
 ঢেকুরে ইছার রণে লাউসেন মলা ॥
 মনস্তাপে মহারাজা মূর্ছা হলা শুভা ।
 আহা মরি আমার শোকের নাঞি সীমা ॥
 কাটামুণ্ড বেটার দেখিয়া ছনয়নে ।
 বিষ খেয়া মরুগ বলি বৃথা আর কেনে ॥
 পুত্রশোকে বৃদ্ধকালে পায় পায় ভেড়ি ।
 কর্ণসেন মরিবে গলায় দিয়া দড়ি ॥
 অবীরা অবলা হল্যে রাখা নয় ঘরে ।
 অগ্নিকুণ্ড কর্যা যেন চারি বৌ মরে ॥
 এইরূপ অভিসার লিখিয়া লিখন ।
 লঘু ডেক্যা নিজ চরে নিয়োষে তখন ॥
 লয়া মাথা লোহাটার নিশঙ্ক অন্তরে ।
 চপলে চলিল চর চিত্তের খাতিরে ॥
 বায়ুবেগে বস্ত্র নি এড়ায়্য বিকর্তনে ।
 নগর ময়না পার হয় এক দিনে ॥
 কনক বাজারে দেখা কর্পূর সহিত ।
 বচন বলিতে হলা মচঞ্চল চিত ॥
 কাটা মাথা কোলে কর্যা করে হায় হায় ।
 কোথা গেলে দাদা বলে কান্দে উভুরায় ॥
 পলাইল পাত্র চর প্রাণে অভিসার ।
 কর্পূর ভবনে গিয়া দিল সমাচার ॥
 বিয়োগ আনন্দ হাটে বিধি দিল বাধা ।
 দুর্গম ঢেকুর রণে কাটা গেছে দাদা ॥
 অতঃপর জননী ময়না অন্ধকার ।
 দিয়া গেল অহুচর এই মুণ্ড তার ॥
 ঐমনি কাছাড় খেয়া পড়ে রজাবতী ।
 রাম লেগ্যা কৌশল্যার যেন মূর্ছাগতি ॥
 ক্লিষ্টা বিকল যেন মদনের তরে ।
 সুধয়ার শোকে যেন সতী সদা বুঝে ॥

বাতাসে ভাঙ্গিল যেন রামরঙা তরু ।
করাঘাতে কামিনী বিদারে দুই উরু ॥
সমগ্রা হইল রঞ্জা শোকসিন্ধু নীরে ।
মানিক রচিত গীত অনাঙ্ঘের বরে ॥২০৮॥

কাটা মুণ্ড কর্যা কোলে পড়িয়া ধরণীতলে
রঞ্জাবতী করয়ে ক্রন্দন ।
কি হল্য কি হল্য মোর দিয়া শোক ছস্খ মোর
কোথা গেলে কমললোচন ॥
বিধি হল্য নিদারুণ ভাবিতে তোমার গুণ
হিয়া মোর বিদরিয়া যায় ।
নিশ্চয় নির্দয় হয়্যা এ ঘোর সাগরে পড়্যা
ছেড়্যা গেলে অভাগিনী মায় ॥
নৈরাশ করিয়া আশ বাছা যাবে বনবাস
ইহা আমি স্বপনে না জানি ।
অস্তুরে অনল জ্বলে নহলি যৌবন কালে
চারি বৌ হল অনাখিনী ॥
সদানন্দ অবিসার সব হল ছারখার
কি দেখিতে রহিল পরান ।
পুণ্য বিনে শূন্য তনু অর্থ বিনা ব্যর্থ জনু
তারি বিনা বিফল নয়ন ॥
ডেকুর যাবার কালে নিষেধিলাম না গুনিলে
বিখেড়ে মরণ ছিল লেখা ।
সকল বিফল হৈল এই দগদগি বৈল
ফির্যা আর না হইল দেখা ॥
সপ্ত শালে দিলাম ভর তোমা লাগ্যা যশধর
হেন ধনে কে না কৈল চুরি ।
ঘুচিল সকল সাধ বিধাতা সাধিল বাদ
অভাগিনী কি উপায় করি ॥

কপূর কাতর চিত্তে কহিয়া অনেক মতে
 জননীকে প্রবোধ বুঝায় ।
 নিত্য নির্বাণ আশে দ্বিজ শ্রীমানিক ভাষে
 সদা যার সখা বাকুড়ারায় ॥২০৯॥

শুন গো জননী সার বচন সঙ্কয় ।
 বিধির বিপাক ছিটি বলে সত্য নয় ॥
 কালে কিন্তু মরে কেহ না মরে অকালে ।
 কে আছে অমর হয়্যা অবনীমণ্ডলে ॥
 মরিল রাবণ কেন মৃত্যু যম জিহ্বা ।
 কেন মৈল অভিমত্যা কৃষ্ণের ভাগিন্যা ॥
 জলের বিদ্যোক যেন জগৎ সংসার ।
 কিবা দেখ কি বল অনিত্য কেবা কার ॥
 সবে সার কর তার স্মরণ পঙ্কর ।
 তার প্রতি রাখ মতি গতি নিরন্তর ॥
 প্রবোধ মানিল রঞ্জা প্রভুত্ব বচনে ।
 কপূরে করিল কোলে সম্বরী ক্রন্দনে ॥
 চারি বৌ সমীপে চপল গতি সার ।
 করুণা করিয়া রামা কহে সমাচার ॥
 নয় ধার্য নিদারুণ বিধির লিখন ।
 কাটা গেছে ঢেকুরে তোদের প্রাণধন ॥
 অল্পকালে বাছা সব হল্যা অনাথিনী ।
 অনেক অধর্ম কর্যা আমি অভাগিনী ॥
 এই মুণ্ড বাছার বিদরে দেখে বুক ।
 নিবারিতে নারি উঠে নিরবধি দুখ ॥
 সতী স্ত্রীর গতি নাঞি পতির বিহনে ।
 যাত্রা কর যদি কিছু আছে কার মনে ॥
 শুভা চারি সতিনীর মুখে নাঞি আন ।
 কপূরে কহিল কুণ্ড করিতে নির্মাণ ॥

সবিনয় প্রণিপাত শাশুড়ি স্বস্তরে ।
 আশ্রয় ভাঙ্গিল আনন্দ অবিসারে ॥
 সিতায় সিন্দূর পরে স্বরঙ্গ উজ্জল ।
 কবরী করিল দূর এলায়া কুস্তল ॥
 চিক্রণী চাপার ফুল বান্ধে চয় চূলে ।
 কুলে দিয়া জলাঞ্জলি চাপিল চৌদলে ॥
 কর্ণসেন রঞ্জাবতী কান্দে উভুরায় ।
 সহরের সর্বলোক করে হায় হায় ॥
 কালিনী গঙ্গার কূলে কুণ্ড নিরমান ।
 তথায় তরুণীগণ তুরিত পয়ান ॥
 স্নান করে চিস্তামণি চিত্তে কৈল সার ।
 কর্পূর করিল তবে অগ্নি সংস্কার ॥
 দশ হাত উঠিল দক্ষিণ বায় অগ্নি ।
 সতে মেলা উচ্চৈঃস্বরে করে হরিশ্বনি ॥
 তবে চারি সতিনী স্বধবে সমাহিত ।
 আনন্দে কোতুকে নাচে ভাবে গায় গীত ॥
 অগ্রে কর্যা অগ্নি পূজা উহ করে স্থান ।
 সমাধিল সমস্তক সূর্যে অর্ঘ্য দান ॥
 বাম করে ব্যঞ্জন দক্ষিণ করে মুণ্ড ।
 পাঁচবার প্রদক্ষিণ করে অগ্নিকুণ্ড ॥
 স্মরণ করিয়ে চিত্তে স্বরূপনারান ।
 অন্তকালে অভয় চরণে দিয় স্থান ॥
 পুড়ে মরে অগ্নিকুণ্ডে পতির লাগিয়া ।
 ধিয়ানে জানিলা ধর্ম বৈকুণ্ঠে বসিয়া ॥
 নিজ মূর্তি ত্যাগিয়া দ্বিজের মূর্তি ধরি ।
 অবিলম্বে গমন অবনী স্বরাশ্রয়ি ॥
 প্রিয়পাত্র সঙ্গে মাত্র পবননন্দন ।
 দক্ষিণ কালিনীকূলে দিলা দরশন ॥ অত্র ভনিতা ॥২১০॥

পাবকে পুড়িতে যায় তবে চারি সতী ।
 সাক্ষাতে সদয় হৈলা সুরাস্বরপতি ॥
 দ্বিজবরে দেখ্যা ভাবে দুই কর জুড়ি ।
 প্রণমিল কলিঙ্গ প্রভুর পায়ে পড়ি ॥
 আশিস করিল ধর্ম আনন্দ হৃদয় ।
 পুত্রবতী হয় সতী হুণ্ড পাপ ক্ষয় ॥
 কলিঙ্গ তখন কয় ভাবিয়া বিষাদ ।
 এমন সময়ে প্রভু হেন আশীর্বাদ ॥
 পতি মৈল ঢেকুরে ইছার মনে রণে ।
 পুড়্যা মরি পাবকে সতীন চারিজনে ॥
 বেদে বলে চারিকালে সজীব ব্রাহ্মণ ।
 অবনী অমর পর অথও বচন ॥
 বিধবার পুত্র হলা ব্রাহ্মণের বরে ।
 ভগীরথ ভাগ্যবান ভারত ভিতরে ॥
 যার কীতি গঙ্গা এই অবনীমণ্ডলে ।
 ত্রিলোক পবিত্র হয় পরশিলে জলে ॥
 এমনি দ্বিজের বাক্য না যায় থগুন ।
 এখন হইল মিথ্যা সংসত্য বচন ॥
 ধর্ম কন ব্রাহ্মণ কৃষ্ণের তনু হয় ।
 মরে নাঞি লাউসেন মোর মনে লয় ॥
 লোহাটার মুণ্ড এই মাহুতার যন্ত্র ।
 জোউ দিয়া হরিতালে করেচে স্বতন্ত্র ॥
 সতী হয়্যা স্বামীর স্বরূপ নাই চিন ।
 আত্মঘাতী হয়্যা প্রাণ ত্যাগাগিবে কেন ॥
 লাউসেনে সদাই সদয় ধর্মরাজ ।
 বিক্রমে বিশাল বলে ত্রিভুবন মাঝ ॥
 বুড়া ব্রাহ্মণের কথা বুঝ মনে সার ।
 ধর্মরাজ থাকিতে বিনাশ নাঞি তার ॥
 জোয়ের নির্মাণ মুণ্ড ফেল্যা দিয়া জলে ।
 সদনে প্রবেশ সতী এই শুভ কালে ॥

প্রত্যয় না হয় চিন্তে প্রভু বুঝ্যা মনে ।
 চঞ্চল নয়নে চান হুমানের পানে ॥
 শঙ্খচিল মূর্তি ধর্যা সদাগতি শুভ ।
 অন্তরীক্ষে মুণ্ড নিল তুল্যা আচম্বিত ॥
 মলিন হইল মুখ না পাইয়া মুণ্ডে ।
 ঈশ্বর ভাবিয়া ঝাপ দিল অগ্নিকুণ্ডে ॥
 বিশেষিত বায়ুহৃত বুঝিয়া বিফল ।
 পাতাল প্রবেশ কর্যা তুল্যা দিল জল ॥
 নির্বাণ হইল অগ্নি উঠে চারি সতী ।
 কাস্তি পাল্য কলেবর কিবা যেন রতি ॥
 কলিঙ্গা তখন হয়্যা কুতাজলি আগে ।
 প্রভুকে প্রণতি কর্যা পরিচয় মাগে ॥
 অনাদি কহেন আমি অখিলের গুরু ।
 ভক্তি কর্যা ভক্তে বলে বাঙ্কাকল্পতরু ॥
 বাণ্মীকাদি বশিষ্ঠ সনক সনাতন ।
 অহর্নিশ আশা করে আমার চরণ ॥
 নিরবধি নারদ বীণায় গুণ গায় ।
 সহস্র লোচন সদা চামর ঢুলায় ॥
 লাউসেন নিতান্ত আমার প্রিয়তর ।
 আশিস কর্যাচি আমি হয়্যাচে অমর ॥
 কলিঙ্গা তখন কয় করুণা বচন ।
 দয়া কর্যা তবে যদি দিলে দরশন ॥
 আজি হৈল সফল বিফল দেহ ধর্যা ।
 দেখিব প্রভুর মূর্তি ছনয়ন ভর্যা ॥
 ভক্তিভাবে ভকতবচ্ছল ভগবান্ ।
 ধরিলেন নিজ মূর্তি ধবল বিমান ॥
 ধবল চন্দন গায় ধবল কঙ্করি ।
 চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী ॥
 সম্মুখে সম্পূট করে বিনতা নন্দন ।
 মহামুনি উল্লুক আঁঠের কথা কন ॥

আনন্দে নারদ আস্তা প্রভুগুণ গান ।
 দূর হতো হুমান্ চামর তুলান ॥
 মূর্তি দেখ্যা কলিঙ্গা মহিষী মোহ যায় ।
 পদ্মমুখী পড়িল প্রভুর ছুটি পায় ॥
 কে জানে তোমার তব কত সুধাময় ।
 দ্রৌপদীর খণ্ডিলে দারুণ দুঃখচয় ॥
 পাণ্ডবে করিলা রক্ষা প্রকট পাবকে ।
 স্বয়ংগুণে সদয় হইলে সুধাকৈ ॥
 ধর্ম কন তখন সদয় হইল মন ।
 অসত্য অলীক নয় আমার বচন ॥
 আশীর্বাদ কর্যাচি আনন্দ অবিসার ।
 পুত্র হলো চিত্রসেন নাম খুবে তার ॥
 স্মরণ করিলে বাছা হইব সদয় ।
 বলে এত বৈকুণ্ঠে গেলেন বিশ্বময় ॥
 তবে চারি সতিনী তখন তুষ্ট মন ।
 আশ্রমার ফেল্যা পথে আনন্দে গমন ॥
 স্নান করে গঙ্গাজলে প্রবেশে আশ্রয় ।
 নগরের লোক যত ধন্য ধন্য কয় ॥
 মরা পাইল পরান বটে গো ভাল সতী ।
 সুখের সায়রে ভাসে সেন রঞ্জাবতী ॥
 আরম্ভে ধর্মের পূজা পুত্রের কল্যাণে ।
 মহোলাসে মহোৎসব ময়না ভুবনে ॥
 ইহার উত্তর গীত হবেক ডেকুর ।
 শ্রবণে কলুষ নাশ পাপ যায় দূর ॥
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে দেবতার খেলা ।
 সন্তে মেল্যা হরি বল সাদ্র হল পালা ॥২১১॥

[একাদশ পালা সমাপ্ত]

[দ্বাদশ পালা]

একমনে একথা শ্রবণ যদি করে ।
 ধনপুত্র লক্ষ্মী হয় কলুষ নিহরে ॥
 পড়িল প্রথম রণে লোহাটা বজ্রর ।
 ঢেকুর লইয়া সতে শুন অতঃপর ॥
 অজয়া হইতে পার লাউসেন ভাবে ।
 অবিসার অস্তির পাথরে কন তবে ॥
 করেছিল নিষেধ যাত্রার কালে মা ।
 তোমার ভরসা কর্যা বাড়্যাগ্যাছি পা ॥
 শিমূল করিয়া জয় দুর্জয় কাড়ুর ।
 জিনিলে এবার যম অজয় ঢেকুর ॥
 এত শুনে বলে অহুকুল ধর্ম ।
 উচ্চৈঃশ্রবা অংশে আমার হৈল জন্ম ॥
 অস্তর অয়নে গতি অনিল উপর ।
 সবলে পারাতে পারি সপ্ত সমাগর ॥
 চপলে আমার অশ্ব পিঠে চড়িবে আপুনি ।
 ফলঙ্গে ফাঁদিব আজি অজয়া তটিনী ॥
 শূন্য মূর্তি স্মরণ করিয়া সাত বার ।
 অশ্বে চেপে লাউসেন হলা আগুসার ॥
 ফলঙ্গ সারিল ঘোড়া পতঙ্গ আভায় ।
 এক লাফে অজয়ার উত্তর কুল পায় ॥
 দারু ভেঙ্গে দৈবযোগে দর্যায় পড়িল ।
 দাম পয় পেয়া পায় মকর ধরিল ॥
 উঠু ডুবু করে ঘোড়া অগাধ সলিলে ।
 শরীর অস্তির তবু সেনে নাগ্রি ফেলে ॥
 ঘূর্ণায় ঘুরিয়া বুলে ঘনঘিটে জল ।
 বিদম হইল বড় টুট্যা আল্য বল ॥
 নিস্তেজ হইল ঘোড়া নাহিক নিমেঘ ।
 পড়িল পাথালি খেয়ে প্রাণ হল শেষ ॥

বার্তা পায়্যা বিক্রোধে বরুণ যুদ্ধসাজে ।
 ডুবালেক লাউসেনে দরিয়ার মাঝে ॥
 অঙ্গির পাথর মলা দৈবের ঘটন ।
 লয়া দিল লাউসেনে নিগুচ বন্ধন ॥
 প্রচুর প্রবন্ধে কৈল পাতাল দাখিল ।
 অজয়ার অহুতাপ ঘুচিল আভিল ॥
 নেরাগসে নাগপাশে হাতে গলে ছেঁড়া ।
 বলির বাহনশালে রাখিলেক বৈধ্যা ॥
 সঙ্কটে সেনের হলা সংশয় জীবন ।
 কালু বীর কান্দে ওথা ডোম তের জন ॥
 কি হইল হায় হায় কি হইল হায় ।
 না বলিয়া কোথা গেলে লাউসেন রায় ॥
 মায়া কর্যা মহীরাবণ মহাদক্ষ মনে ।
 চুরি কর্যা লয়া গেল শ্রীরাম লক্ষ্মণে ॥
 প্রবেশ করিল গিয়া পাতালভুবন ।
 এথা নল নীল কান্দেন স্ত্রীবিভীষণ ॥
 হুহুমান্ কান্দেন মাথায় দিয়া হাত ।
 অনাথ করিয়া কোথা গেলে সীতানাথ ॥
 কালুবীর আদি কর্যা ডোম তের জন ।
 সেইমত সবিকল সেনের কারণ ॥
 শোকাবুল সবাই সবার ধরে গলে ।
 ঐমনি দিলেন ঝাঁপ অজয়ার জলে ॥
 শ্রোতের চঞ্চল গতি চিত্তের সমান ।
 পড়িল পাথারে ডুবে ত্যাজিল পরান ॥
 কপালের লিখন খণ্ডন না যায় ।
 পাতালে পড়িয়া সেন প্রভুকে ধিয়ায় ॥
 হরি হরি বন্ধুজন বলে উচ্চস্বরে ।
 মানিক রচিল গীত অনাঙ্কের বরে ॥২১২॥

ত্রিপদী

হেদে হে অনাথবন্ধু কৃপাময় কৃপাসিন্ধু
করণকারণ ভগবান্ ।
স্বদেশ সম্পদ ছেড়া এ ঘোর সঙ্কটে পড়া
প্রাণ যায় প্রভু কর ত্রাণ ॥
তুমি রাধা তুমি শ্যাম তুমি সীতা তুমি রাম
তুমি গতি অগতি জনের ।
নিজগুণে কর দয়া দেহ ছুটি পদছায়া
দূর কর কপালের ফের ॥
পুরাণে শুনেচি আমি পতিতপাবন তুমি
পরাম্পর পাণ্ডবের সখা ।
পাথার পাতালপুরে সেবক তোমার মরে
কোথা আছ এত্না দেহ দেখা ॥
বৈকুণ্ঠে আছিল ধর্ম সুকথনে চিত্তশর্ম
অকস্মাৎ টলিল আসন ।
ধিয়ানে জানিয়া তত্ত্ব বাধায় বিকলচিত্ত
হৃদ্যমানে কহেন কারণ ॥
প্রহ্লাদ স্বধন্য হতো প্রিয়ভক্ত পৃথিবীতে
প্রাণধন লাউসেন আমার ।
ঢেকুর অবনীতল অজয়া কর্যাছে বল
তুমি যেয়া কর রে উদ্ধার ॥
প্রভুর বচন শুনি পুলকিত প্রাভঞ্নি
পরিরোষে করিল পয়ান ।
বেলভিহা গ্রামে ধাম দ্বিজ শ্রীমানিকরাম
বিরচিল ধর্ম গুণগান ॥২১৩॥

রাম রাম শ্রীরাম রাঘব রঘুনাথ ।
রাবণবধ লঙ্কাজয় রাক্ষসনিপাত ॥
শত লক্ষ যোজন সাগর হলায়ম পার ।
কোন তুচ্ছ অজয়া করিব ছারখার ॥

ঢেকুরের গড়খান তুল্যা বাহুবলে ।
 কৌতুক দেখিব ফেল্যা সমুদ্রের জলে ॥
 এই যুক্তি করে বীর আক্রোশ অন্তরে ।
 অবিলম্বে উপনীত অজয় ঢেকুরে ॥
 ক্রোধে হলা আকাশ পাতাল কলেবর ।
 অজয়ার জল ভরে কানের ভিতর ॥
 জল বিনে জলজন্তু জীবন ত্যাঞ্জিল ।
 অজয়া কাতর হয়্যা কান্দিতে লাগিল ॥
 হুহুমান্ কন ক্রোধে হতাশনমুখ ।
 ধর্মের সেবক সেনে দিলি এত দুখ ॥
 আজি তোর ঢেকুর লইব রসাতল ।
 বীরের বিক্রোধ দেখ্যা বরুণ বিকল ॥
 বিনতি বিস্তর করে বিনয় বচনে ।
 অপরাধ ক্ষমা কর আনি লাউসেনে ॥
 সংগ্রাম সংকুল হলো সহায় ভজিব ।
 যে কেহ মরেচে জলে জিয়াইয়া দিব ॥
 আজি হবে অহুকুল অজয়ার প্রতি ।
 জল হয় নদীর জীবন ধন গতি ॥
 সত্য করি সাক্ষাতে সন্দেহ যাগু দূর ।
 যদবধি লাউসেন না জিনে ঢেকুর ॥
 তদবধি অজয়ার এক আঁঠু জল ।
 ইহার ইসাদ ধর্ম ভকতবংশল ॥
 তুষ্ট হল্যা তা শুষ্ঠা তখন মহাবীর ।
 দিলেন আযোগ কর্যা অজয়াকে নীর ॥
 জীবনাস মন্ত্র অপে জীবনের ভূপ ।
 প্রাণ পেয়া উঠে ঘোড়া হয়্যা পূর্বরূপ ॥
 কালু বীর তের ডোম উঠে প্রাণ পায়্যা ।
 সবাই সংকোচ ভাবে সেনে না দেখিয়া ॥
 অনিল আশ্রয় কন আকার ইঙ্গিতে ।
 বরুণ পাতাল গেল সেনকে আনিতে ॥

হেনকালে বৈকুণ্ঠে গেলেন হনুমান্ ।
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্মগুণ গান ॥২১৪॥

বরুণ বিযোগ বলে বিনয় বচন ।
ধন্য তুমি লাউসেন ধর্মপরায়ণ ॥
পরম আনন্দ হল্য পেয়া পরিচয় ।
চল বাপু চপলে ঢেকুর কর জয় ॥
সদাই তোমার আছে সখা ভগবান্ ।
কর্যা এত লাউসেনে করিলা ছাড়ান ॥
পার কর্যা দিলেন অজয়া পূর্ণকেতু ।
কালিন্দীর কূলে গেলা কৃষ্ণসেবাহেতু ॥
অনাদি ভাবিয়া সেন অশ্বে আরোহণ ।
কালু বীর আগুয়ান কেশরী যেমন ॥
তের ডোম চলিল পশ্চাৎ অল্পপাম ।
ঢেকুর দক্ষিণ দিগে করিল মোকাম ॥
লঙ্কার উপরে যেন ঠেসে রঘুবীর ।
রাবণ বধিতে যুক্তি স্বযুক্তি মিহির ॥
জোড়া শিঙ্গা সারে কালু বলে ধর ধর ।
অকাল অনর্থ যেন ঢেকুর উপর ॥
দূতমুখে বার্তা পাল্য ইছাই গুয়ালা ।
সেজ্যা আলা লাউসেন সঙ্গে জয়ফলা ॥
তের ডোম সঙ্গতি সহায় কালু বীর ।
উভুদলে পার হল্য অজয়ার নীর ॥
এত শুদ্ধা ইছা ঘোষ ঐমনি কাতর ।
পার্বতী পূজিতে গেল প্রাসাদ ভিতর ॥
পূজার সামগ্রী নিল আগমপ্রমাণ ।
শতভার শর্করা সন্দেশ মন্তমান ॥
সুপাত্রে পুরিয়া নিল সোমসুধা কলা ।
এক লক্ষ ছাগল নিল উরণ আগলা ॥
যাতে যাতে জননীর জন্যে পরিতোষ ।
লগ্ন্য তাই পূজায় বসিলা ইছা ঘোষ ॥

ঢাক ঢোল কত বাজে কেউর করক ।
 বায় বাজে আপুনি দক্ষিণাত্রত শঙ্খ ॥
 দামামা ছন্দভি বাজে দড়মসা মানি ।
 জয়ঘণ্টা ঘন ঘোর জয় জয় ধ্বনি ॥
 ভূমিষ্ঠ হইল ইচ্ছা মায়ের চরণে ।
 বলে স্বস্তিবাচন বসিয়া বরাসনে ॥
 পুরোহিত বৈসে বামে পূজার পদ্ধতি ।
 শতরূপ সঙ্কল করেন সপ্তশতী ॥
 দশ লক্ষ দুর্গা নাম দশ লক্ষ হোম ।
 পঞ্চবিধি করিল পূজার যথা ক্রম ॥
 ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করে বিহিত বরণে ।
 জপ যজ্ঞ যোগ বিধি যারা ভাল জানে ॥
 চণ্ডীর চরিত্রকথা শ্রবণে সম্পদ ।
 তৃতীয় মাহাত্ম্যে হল মহিষাসুর বধ ॥
 সঙ্গীত শুনিলে হয় শত্রুর নিধন ।
 ইচ্ছাই গুয়ালা শুনে হয়্যা একমন ॥
 ভক্তিয়ুক্ত চন্দনাক্ত শ্রীফলের দলে ।
 দিলেক মায়ের দুটি চরণ কমলে ॥
 বীজমন্ত্র জপ করে দিয়া বলিদান ।
 অবনী লোটায়ে কান্দে অঝোর নয়ান ॥
 সগোষ্ঠী সহিত দিয়া গলায় বসন ।
 করপুটে করে স্তুতি করুণাবচন ॥
 না যায় খণ্ডন কভু কপালের লেখা ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে বাকুড়ারায় সখা ॥
 কেবল ভরসা ঐ কমলচরণ ।
 আপনি রচিলে নাথ আপন কীর্তন ॥
 বামন হইয়া হাত বাড়ায়্যাচি চান্দে ।
 ফিকির করিয়া প্রভু ফেল নাগ্রি ফান্দে ॥
 অজ্ঞান কুমতি জড় কিছুই না জানি ।
 আপনার গুণে কৃপা করিবে আপুনি ॥

করতার কর পার লইলাম শরণ ।
বিষম তোমার মায়া বুঝে কোন জন ॥২১৫॥

কএ: কালরাত্রি কঙ্কালমালিনী ।
করালবদনা কালী কর্পরধারিণী ॥
খএ: খ্যাতিরূপা ক্ষিতিধরসুতা ক্ষেমঙ্করী ।
খড়্গহস্তা খরতরা ক্ষয় কর ঐরি ॥
গএ: গজারিবাহিনী গৌরী গণেশজননী ।
গুণাশ্রয়া গুণময়া গিরিশগৃহিণী ॥
ঘয়ে: ঘূর্মরনাদি লিখন ঘোর মূর্তিধর ।
ঘোরে পড়া ঘন ডাকে ঘোর দুস্থ হর ॥
চএ: চামুণ্ডা চণ্ডি চণ্ডা চণ্ডিকা কোদণ্ডি ।
চপলে চিত্তের চিন্তা চূর্ণ কর চণ্ডী ॥
ছএ: ছপাল ছাওয়াল মার ছলছিদ্র ছাড় ।
ছায়ারূপে ছয় কর্যা ছয়পদে ঘেড় ॥
জএ: জগত্তারিণী জয়া জগৎ তারিলে ।
জীবের জীবন গতি জীবন্যাসে বলে ॥
ঝএ: ঝনঝনে শব্দ করে ঝলকে বাহিনী ।
ঝম্পনে ঝটিত কাট ঝকড়ভঞ্জিনী ॥
টএ: টলটল করে প্রাণ টিকে নাঞি আর ।
টুট্যা আলা বল বুদ্ধি কুবুদ্ধি টঙ্কার ॥
ঠয়ে: ঠক হাতে ঠাকুরানী ঠেকালে আমায় ।
ঠাই নাই দণ্ডাইতে ঠায় রে অল্পপায় ॥
ডয়ে: ডর হল্য ডাক শুণ্য ডাকে যেন কাল ।
ডুবিল পাথারে ডিঙ্গা ভরে ভাঙ্গে ডাল ॥
ঢয়ে: ঢল ঢল করে মন ঢের হয় আশ ।
ঢাল হয়্যা ঢাক পদে ঢেকুরের দাস ॥
তয়ে: ত্রিলোকতারিণী তুমি ত্রিদশের বিধি ।
তবে সে তোমার নাম ত্রাণ কর যদি ॥
থয়ে: থর থর কাঁপে অঙ্গস্থল গত অরি ।
থাক্যা থাক্যা উঠে ভয় স্থির হতে নারি ॥

দয়ে: দহুজদলনী তুমি দেবতার মূল ।
 দয়াময়ী দাসে হয় দোষে অহুকুল ॥
 ধয়ে: ধূম্ররূপধরা ধাত্রী ধ্যানময়ী উমা ।
 ধরণী অনন্ত ধরে ধ্যান কর্যা তোমা ॥
 নয়ে: নৃমুণ্ডমালিনী নিত্যা নৃমুণ্ডমালিনী ।
 নগেন্দ্রনন্দিনী নমোস্ত তে নারায়ণী ॥
 পয়ে: প্রকৃতি পরমা বিদ্যা পরমকারিণী ।
 পড়্যাচি পাথারে পার কর নারায়ণী ॥
 ফয়ে: ফুরাল্য আমার সাধ ফিরে ডাকি মিছা ।
 ফের হল্য ফিকির ফকির হল ইছা ॥
 বয়ে: বেদে বলে ব্রহ্মময়ী বিশ্বজন গায় ।
 বিপাকে বালক মরে বল কি উপায় ॥
 ভয়ে: ভকতবৎসল ভীমা ভুবনে প্রকাশ ।
 ভক্তিহীন ভক্ত মরে ভয় কর নাশ ॥
 ময়ে: মহারানী মহেনী মহেশ গুণ গায় ।
 মন দিলে মনের মহৎ দুসখ যায় ॥
 লয়ে: লক্ষ্মীরূপা লক্ষ্মায়ী লোলরসনা ।
 লোকমাত্রা লঙ্কারূপা লোকেশ লক্ষণা ॥
 বয়ে: বেদমাতা বেদে বলে ব্রহ্মার জননী ।
 বারাহী বিশ্বের বন্দ্যা বিপদনাশিনী ॥
 শয়ে: শান্তিরূপা শাকস্তরী শক্তি শিবা উমা ।
 শঙ্করী শঙ্করপ্রিয়া শুভময়ী শ্রামা ॥
 হয়ে: হরিহরপরায়ণী হের মা নয়নে ।
 হাতের হেত্যাঁর হয়্যা হান লাউসেনে ॥
 ক্ষয়ে: ক্ষুধারূপে ক্ষেমঙ্করী ক্ষেম দোষ গুণা ।
 ক্ষমাময়ী ক্ষান্তিরূপে ক্ষয় কর সেনা ॥
 করিল এতেক স্তুতি হয়্যা কৃতাজলি ।
 শান্তিমূর্তি সাক্ষাতে সদয় ভদ্রকালী ॥
 মন:কথা মাক্ষিক কহেন মহামাই ।
 কি লাগ্যা ডাকিলে বাছা কহ রে ইছাই ॥

ইচ্ছা বলে জননী গো এই নিবেদন ।
 তোমার ইচ্ছার হয় অকাল মরণ ॥
 সাজ্য্য আইল লাউসেন সক্রোধ বিসার ।
 বাজিবর-বিমানে অজয় হল্য সার ॥
 কালু বীর সঙ্গতি সহায় তের ডোম ।
 বলে ইন্দ্রজিৎ রণে বিশাল বিক্রম ॥
 অর্জুনের সারথি আপুনি তার সখা ।
 ভারতে মহিমা শুনি কুরুক্ষেত্রে লেখা ॥
 কাতর হয়্যাচি আমি কি হবে উপায় ।
 ধন প্রাণ এবার যে দেখি সব যায় ॥
 ভদ্রকালী কন বাছা ভয় নাঞি কিছু ।
 অগ্রসর আমি হব তুমি হয়্যা পাছু ॥
 সঙ্গতচিত্তের কথা শুন বলি দড় ।
 কার্তিক গণেশ হতো তুমি মোর বড় ॥
 আমি আছি সারথি এতেক কেন ভর ।
 অবনী অথও মানে করিব অমর ॥
 এত শূন্য ইচ্ছা কর অহুচিত কথা ।
 নিয়তি খণ্ডিতে নারে হরিহর ধাতা ॥
 রাবণ তোমার ভক্ত অহুরক্ত ছিল ।
 রামের সহিত রণে সে কেন মরিল ॥
 অভয়া বলেন রাম অগিল দৈবরী ।
 রাবণের শোক আজ পাসরিতে নারি ॥
 দিয়্যাচি ছকুলে কাঁটা দক্ষিণ লঙ্কায় ।
 মনে হলো দ্বিগুণ আগুন উঠে তায় ॥
 স্বরায় সমরে সাজ তুরঙ্গ বিমান ।
 লাউসেনে কেট্যা আজি রুরিব রক্ত পান ॥
 তিন বাণ তখন খসিল কুণ্ড হতো ।
 দিলেন অভয়া দান ইচ্ছায়ের হাতে ॥
 তিন বাণে তিন বীরে পাঠাবে যমঘর ।
 কালু বীর লাউসেন অশ্বির পাথর ॥

ইাকিচে মার্গার যেন অবিসার
 প্রলয় পবন মেঘে ॥
 ফুকরে নিশান সারিল কামান
 হাতীর উপরে ডকা ।
 ইছা ঘোষ যেন হইল রাবণ
 ঢেকুর হইল লকা ॥
 তরয়ার লুফিয়া তুরঙ্গ দাবিয়া
 উপনীত অজয়ার তীরে ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক রচিল রসিক
 রসোদয় ধর্মের বরে ॥২১৭॥

দূর হতো ইছার দেখিয়া দলবল ।
 কালু বীরে কহে সেন বচনকমল ॥
 চঞ্চল চপলা সঙ্গে চন্দ্রের গমন ।
 সাজ্য আলা ইছা ঘোষ সাক্ষাৎ মদন ॥
 বিজুরি খেলিছে রূপে বিনাশে তিমির ।
 ঢেকুরের যোগ্য রাজা যেন যুধিষ্ঠির ॥
 মিহির মহেন্দ্র যেন মুকুন্দ মাধব ।
 বিরাট বৈবর্ত কিবা গজেন্দ্র বাসব ॥
 অবাক হইয়া সেন ইছায়ের ঠাটে ।
 শুনেছিহু সাক্ষাতে দেখিহু সাধু বটে ॥
 অধিকার অবশ্য ইহাকে আছে দয়া ।
 প্রভু যেন প্রহ্লাদে দিলেন পদছায়া ॥
 কালু বীর কয় তবে করি নিবেদন ।
 সফল জীবন আজি সাধু দরশন ॥
 প্রসন্ন কপাল হইলে সাধুসঙ্গ পাই ।
 আজ্ঞা কর আজিকার যুদ্ধে আমি যাই ॥
 বিযোগ বচন বলি শুন মহারাজ ।
 নখে ছিদ্ৰ হয় যদি কুঠারে কি কাজ ॥

সেবক হইতে যদি সিদ্ধ হয় কর্ম ।
 না চাই ঠাকুরে বেদে বলে পরত্রক্ষ ॥
 রামের সেবক বীর পবনকুমার ।
 রাবণের লক্ষা পুড়ি কৈল ছারখার ॥
 বৃষকেতু বীর ছিল বিখ্যাত জগতে ।
 কোন কর্ম না করিল অর্জুন সাক্ষাতে ॥
 আজি আমি ইচ্ছা করিব দর্প চূর ।
 একদণ্ডে অধঃ নিব অজয় ঢেকুর ॥
 কন্যা এত কালু বীর করিল সাজন ।
 ইচ্ছার সমীপে আশ্রা দিলা দরশন ॥
 লেখা কর্যা দিতে বলে ঢেকুরের কর ।
 কি কাজ বিবাদবাদে ফির্যা যাই ঘর ॥
 নচেৎ ইচ্ছাই আজি হারাবি জীবন ।
 আমি বীর কালুসিংহ সাক্ষাৎ শমন ॥
 এত শুনা ইচ্ছাই আগুন পারা জলে ।
 রাবণ কষিল যেন অঙ্গদের বোলে ॥
 কালুডোম নাম তোর সহজে মলিন ।
 শূকর চরায়া বেটা গেছে সব দিন ॥
 কোপীন জুটিত নাঞি কপালের দোষে ।
 না জুটিত অন্নজল লজ্জন দিবসে ॥
 আমানি খাতিস গর্তে না ছিল আধার ।
 কুড়্যা ছিল উড়্যা যেত দিবসে দু বার ॥
 বাড়িল বীরের কোপ ইচ্ছায়ের বোলে ।
 নিকুন্তিল যজ্ঞের আগুন যেন জলে ॥
 বলে বেটা ঠেটা ঠোটকাটা বর্বর নিগূঢ় ।
 গুয়ালা জ্ঞেতের ধর্ম হয় বড় হুড় ॥
 মন দিয়া শুন তোর আশ্রের কাহিনী ।
 যে কালে গোড়ে ছিলি আমি সব জানি ॥
 পিতা পিতামহ তোর অন্নভাবে মরে ।
 জায়া তার জাতি দেই যবনের ঘরে ॥

বাপ তোর ছিল বলে গরুর রাখাল ।
 তিন দিন খেয়েছিল তিন গোটা তাল ॥
 ক্ষুধায় মলিন মুখ ক্ষীণ হইল রা ।
 রাখালি সাধিত তোর অভাগিনী মা ॥
 কেহ দিত খুদ কুড়া কেহ শাক লাউ ।
 উদর পূরিয়া খাইত আউটিয়া জাউ ॥
 গালাগালি হইল যেন অঙ্গদরাবণে ।
 বিক্রোধ বিশাল যুদ্ধ বাজিল দুইজনে ॥
 দ্বিজ শ্রীমানিক গীত করিল রচনা ।
 কর ধর্ম পরিপূর্ণ নায়কবাসনা ॥২১৮॥

বীর বলে ইছা আগে বাণ মার তুমি ।
 বুক পেত্যা বীরাসনে বসি দেখ আমি ॥
 এত শুন্না আক্রোশিত ইছাই সুন্দর ।
 ধনুকে টঙ্কার দিয়া জুড়ে পাঁচ শর ॥
 শর ছেড়্যা মার্মার সঘনে বলে তুণ্ড ।
 এক বাণে কালু বীর কৈল খণ্ড খণ্ড ॥
 আকর্ণ সঙ্কান কর্যা এড়ে আট বাণ ।
 অধপথে ইছাই করিল খান খান ॥
 দোহাকার বাণ ব্যর্থ দোহে ডাকাডাকি ।
 হান হান হৈরথে হৈরথে হাঁকাহাঁকি ॥
 ধনুঃশর ত্যাজিয়া ধরিল ডাল খাড়া ।
 কসাকসি কসরথ করে মেলাপাড়া ॥
 ফলঙ্গ সারিল শূন্যে ঘোড় করি পা ।
 উঠে পড়ে কাছাড়ে আছাড়ে ঝাড়ে গা ॥
 ইছাই হানেন চোট ভেদে মগ্ন তাল ।
 ফলঙ্গ সারিল কালু বৃকে দিয়া চাল ॥
 এইরূপে ঘোর যুদ্ধ অক্ষুণ্ণ প্রমাণ ।
 পুনর্বীর ইছাই ধনুকে ঘোড়ে বাণ ॥

অভয়াব দত্ত বাণ অগ্নি জলে মুখে ।
 বাঞ্ছা নাঞি বধে পেল্যা বরুণ ব্রহ্মাকে ॥
 বাণ ছেড়্যা ইচ্ছা ঘোষ ডেক্যা বলে মার ।
 বাজিয়া বীরের বুকে পৃষ্ঠে হল্য ফার ॥
 পরিসরে পাতাল প্রবেশে গিয়া বাণ ।
 ঐমনি পড়িল বীর ত্যাজিল পরান ॥
 নির্বাপণ লাউসেন নয়নের জলে ।
 রাম যেন কান্দেন লক্ষ্মণে কর্যা কোলে ॥
 স্মিত্রা মায়ের তুমি নয়নের তারা ।
 বিধিবশে বিপিনে বিখেড়ে কৈল হারা ॥
 সেইমত লাউসেন শোকাবুল মন ।
 কালু বীরে কোলে কর্যা করেন ক্রন্দন ॥
 বিপত্ত্য সময়ে ছিলে বিযোগ সারথি ।
 অরিতে সে সব গুণ বিদরয়ে ছাতি ॥
 শিমূল করিলে জয় অজয় কাড়ুর ।
 কি দোষে এখন দাদা হইলে নিষ্ঠুর ॥
 তেরটি দলুই কান্দে শিরে হানে হাত ।
 সাথাস্থরা বলে মোরা হলাম অনাথ ॥
 অঝোর নয়নে কান্দে অবনী লোটায় ।
 কি লগ্যা যাইব ঘর কি বলিব মায় ॥
 ইচ্ছাকে বলেন সেন বচন অব্যয় ।
 আজিকার সমর করিলে তুমি জয় ॥
 বিপত্ত্য পড়িল ঘোর আমার উপর ।
 সকালে আসিবে রাজ্য করিব সমর ॥
 এত শুষ্ঠা ইচ্ছা ঘোষ গেল নিকেতন ।
 ধ্যান করে লাউসেন ধর্মের চরণ ॥
 কে জানে তোমার মায়্য মহিমা কে জানে ।
 পতিতপাবন নাম শুষ্ঠাচি পুরাণে ॥
 জৌঘরে আগুন দিলেন দুর্খোধনে ।
 পালাল্যে পাতাল পথে পাণ্ডবনন্দনে ॥

চণ্ডাল পুড়িয়া মলা দৈবের লাগিয়া ।
 সেবক শ্রবণ করে সঙ্কটে পড়িয়া ॥
 বৈকুণ্ঠে আছিল। ধর্ম বিশ্বলোকনাথ ।
 অহুস্ময়ে আসন টলিল অকস্মাৎ ॥
 যোগে বশ্চা জানিলেন যতেক কারণ ।
 ধরিয়া দ্বিজের মূর্তি ধরলী গমন ॥
 হনুমান্ সন্ধে যান সচঞ্চল চিত ।
 অবিলম্বে অজয় ঢেকুরে উপনীত ॥
 অধোমুখে লাউসেন চিন্তে অহুক্ষণ ।
 দয়ার ঠাকুর ধর্ম দিলা দরশন ॥
 অর্জুনসারথি আমি অখিল ঈশ্বর ।
 আশ্রাচি তোমার ভাবে অবনী ভিতর ॥
 সনাতন সনক সনন্দ সপ্তঋষি ।
 আশ করে আমার চরণ অহর্নিশি ॥
 লাউসেন কয় তুমি দয়ার ঠাকুর ।
 দিয়া ছায়া দাসের দুর্গতি কর দূর ॥
 যে বেশে সদয় হলো স্বধরার সখা ।
 পূর্ণভাবে যে বেশে প্রহ্লাদে দিলে দেখা ॥
 যে মূর্তি দেখিত ক্রব সদা যোগধ্যানে ।
 সেই মূর্তি দেখিতে আমার সাধ মনে ॥
 ভক্তের ভক্তিতে চতুর্ভুজ হল্যা হরি ।
 শঙ্খচক্রগদাপদ্ম বনমালাধারী ॥
 নবঘন শ্রাম অঙ্গ অঙ্গুলোচন ।
 গোবৎসলাঞ্ছন বক্ষে গরুড়বাহন ॥
 দেবের দুর্লভ মূর্তি দেখ্যা ছনয়নে ।
 পড়িল ঐমনি সেন প্রভুর চরণে ॥
 পরব্রহ্ম সনাতন পতিতপাবন ।
 শ্রীপতি পুরুষোত্তম শ্রীমদুসুদন ॥
 অজয় ঢেকুরে আশ্রা এই দশা হল ।
 পক্ষাবল কালুবীর সমরে পড়িল ॥

অনাথের নাথ তুমি অগতির গতি ।
 সমর করিয়া জয় যাবে যুগপতি ॥
 অনাথবান্ধব ধর্ম অখিল কারণ ।
 কালু বীরে প্রাণদান দিলেন তখন ॥
 হুহুমান্ সহিত সম্বর তিরোধানে ।
 অস্তরীক্ষে রহিলেন উল্লুক বাহনে ॥
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে বাকুড়ারায় সখা ।
 দয়া কর্যা দ্বিজবেশে দিলা যারে দেখা ॥২১৯॥

প্রাণ পেয়া কালু বীর কাল যেন রোষে ।
 ধনুকে টঙ্কার দিয়া তিন বাণ শোষে ॥
 সিংহদুয়ারে গিয়া জয়ঘণ্টা নাড়ে ।
 চমক পড়িয়া গেল ঢেকুরের গড়ে ॥
 শব্দ শুন্না ইচ্ছা ঘোষ সেজ্যা আইল রণে ।
 ভবানীর বাণ তার না পড়িল মনে ॥
 মার মার সমনে শব্দের নাগ্রি লেখা ।
 শীঘ্র আশ্রা সেনের সমীপে দিল দেখা ॥
 মুখামুখি হুজনে বাজিল ঘোর রণ ।
 বৃষ্টিধারা সমান বাণের বরিষণ ॥
 তিন বাণ এড়ে সেন তারা যেন ছুটে ।
 অর্ধপথে একবাণে ইচ্ছা ঘোষ কাটে ॥
 তুণে হতে তৈরফ করিল তিন শর ।
 আকর্ণ সন্ধানে এড়ে সেনের উপর ॥
 ইচ্ছা হইল রাবণ সেন হলায়াম ।
 একবাণে ইচ্ছার কাটিল তিন বাণ ॥
 ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি হৈল উচ্চরোল ।
 প্রলয়ের কালে যেন সমুদ্রকল্লোল ॥
 ইচ্ছা বলে লাউসেন বুঝিব এবার ।
 ধর্মের তপসী তুমি ধর্ম অবতার ॥

কালীর কিঙ্কর আমি কাল কাপে ডরে ।
 যমঘর এখনি পাঠাব এক শরে ॥
 সেন কন আমার সহায় সনাতন ।
 আজি তোর আমার হাতে অবশ্য মরণ ॥
 এত বল্যা লাউসেন এড়ে এক বাণ ।
 ইছার ধনুক কেট্যা কৈল থান থান ॥
 আর বাণে কেট্যা ফেলে কবচ উরণা ।
 ইছা ঘোষ হল্য যেন আগুনের কণা ॥
 ঢাল খাড়া ধরিয়া ধাইল সমকাল ।
 ডেক্যা বলে লাউসেন এবার সামাল ॥
 সিংহসম সরঙ্গে সমান দুইজন ।
 দেবতা সকল আইল দেখিবারে রণ ॥
 গরুড়ে গরুড়ধ্বজ গোত্রভিৎ গজে ।
 হংসে চেপ্যা ব্রহ্মা আলায় অগ্নি চেপ্যা অজে ॥
 ষষ্টি মহাকাল ক্ষেত্রপাল আদি যত ।
 অনন্ত অরুণ আদি উপদেব কত ॥
 ঐমনি সারিল চোট ইছাই গুয়ালা ।
 ফলঙ্গে উঠিল সেন বুকে দিয়া ফলা
 দেবতা দানব যেন দৌহে সমজোট ।
 ইছা ঘোষ লাউসেন ঐমনি হানে চোট ॥
 ভূতলে পড়িল মুণ্ড রক্ত উঠে মুখে ।
 উচ্চৈঃস্বরে অভয়া অভয়া বল্যা ডাকে ॥
 ক্রম্বে বলে ডাকে যেন সুধদার মাথা ।
 প্রলয়ে সেবক মরে প্রভু গেলে কোথা ॥
 তেমতি ইছার মুণ্ড মা বলিয়া ডাকে ।
 দহুজদলনী দয়া ছাড়িলে সেবকে ॥
 পরব্রহ্ম সনাতনী পরমকারিণী ।
 পুরাণে শুনেচি নাম পতিতপাবনী ॥
 এই তুমি অভাগাকে অবধিয়া গেলে ।
 ফির্যা দেখা না হইল মরণের কালে ॥

ইছা ঘোষ অধিকার অহরক্ত ভূতা ।
 চঞ্চল কৈলাসে হলা চণ্ডিকার চিত ॥
 যোগে বস্ত্রা জননী জানিলা বিবরণে ।
 আমার ইছাই পারা কাটা গেছে রণে ॥
 শোকেতে সজল আঁখি সচঞ্চল চিত্ত ।
 অবিলম্বে অজয় ঢেকুরে উপনীত ॥
 সভাসদ সর্বজীবে সমভাবে দয়া ।
 ইছা ঘোষ কোলে কর্যা কান্দেন অভয়া ॥
 জপেন যুগল বীজ জীবন কবন্ধে ।
 কাটা মুণ্ড ইছায়ের জোর লাগে স্বন্ধে ॥
 উচ্চৈঃস্বরে হরিশ্বনি কর বন্ধুজন ।
 ইছা ঘোষ প্রাণ পাল্য উঠিল তখন ॥
 ত্রিমনি পড়িল কেন্দ্রে অধিকার পায় ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা বাঁকুড়ারায় ॥২২০॥

বিধির বিধাতা তুমি বলে চারি বেদে ।
 এবার উদ্ধার কর এ ঘোর আপদে ॥
 কলুষনাশিনী তুমি করুণা সম্পদ ।
 কৃষ্ণের সাধিলে কার্য কংসে কৈলা বধ ॥
 তুমি যার অহুকুলা তার কিবা শঙ্কা ।
 রাবণ বধিয়া রাম জিনিলেন লঙ্কা ॥
 অনন্ত তোমার মায়া মহিমা অপার ।
 বিধি বিষ্ণু বৈভব বুদ্ধিতে নারে যার ॥
 ঈশ্বরী বলেন বাছা শুন রে ইছাই ।
 বর মাগ অবনী অমর কর্যা যাই ॥
 এত শুনা অশ্রু মুখে ইছা ঘোষ বলে ।
 আছে কে অমর হয়্যা অবনীমণ্ডলে ॥
 অখিল ঈশ্বর যার আপুনি সারথি ।
 অভিমত্যা মহাবীর বলে মহারথী ॥

সে জন মরিল যুদ্ধে না জানি নিগম ।
 বিধির লিখন সত্য কে করে লঙ্ঘন ॥
 ত্রিপুরতারিণী বর মাগি তুয়া আগে ।
 কাটা গেলে মৃগ যেন স্বন্ধে জোড় লাগে ॥
 অমর অসার বলি এই বর দেয় ।
 অভয়া বলেন বাছা ইন্দ্রপদ নেয় ॥
 ইছা বলে ইন্দ্রপদ ঐ ছুটি পা ।
 কিসের অভাব তার তুমি যার মা ॥
 তথাস্ত্ব বলিয়া দেবী বসিলা দেউলে ।
 সংগ্রাম করিতে পুন ইছা ঘোষ চলে ॥
 হান হান হাকুনি সঘনে ছুঁছকার ।
 নাগ মরে সুরাসুরে লাগে চমৎকার ॥
 সাজ্জা আলা সক্রোধে ময়নার তপোধন ।
 ইছার উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
 বাণে বাণে আচ্ছাদিল গগনমণ্ডল ।
 শ্রাবণের মেঘে যেন বরিষয়ে জল ॥
 প্রতি অঙ্গময় পরে কৃষিরের ধারা ।
 ইছা ঘোষ হলা যেন আগুনের পারা ॥
 সপ সপ বিধে শর সরণি সংকোপে ।
 নারাচলে লাফ দিয়া কালু বীর লোফে ॥
 অসি ঢাল লয়া উঠে লাউসেন বীর ।
 একচোটে ঐমনি ইছার হানে শির ॥
 কুন্দিণী বাসুলী বলা ডাকে উভরায় ।
 কাটা মৃগ লাগে জোড় কালীর কুপায় ॥
 মার মার শব্দ কর্যা উঠে ইছা ঘোষ ।
 দেবতা সবার হলা দেখ্যা অসন্তোষ ॥
 ফলা লয়া ফলদে পতঙ্গমান উঠে ।
 পুনবার লাউসেন ইছা ঘোষে কাটে ॥
 উচ্চৈঃস্বরে অভয়া অভয়া বলে তুণ্ড ।
 কালীর কুপায় স্বন্ধে জোড় লাগে মৃগ ॥

এইরূপে যতবার কাটে লাউসেন ।
 ততবার অভয়া অভয় বর দেন ॥
 না মরে ইছাই ঘোষ উঠে প্রাণ পায়্যা ।
 দেবতা সকল হলা বিকল দেখিয়া ॥
 অমর হইল ইছা অধিকার বরে ।
 উপায় স্বজন কর কি উপায়ে মরে ॥
 হুহুমাণে যুক্তি দেন দেবতা সকলে ।
 তবে মরে ইছা ঘোষ তুমি মন দিলে ॥
 করতার কন বাছা কিবা আর দেখ ।
 ইছা ঘোষে বধ কর্যা লাউসেন রাখ ॥
 তুমি মোর সারথি সেবক প্রাণধন ।
 রাম অবতারে কৈলে রাবণ নিধন ॥
 তবে বায়ু বেগে লাউসেন ইছার হানে শির ।
 বামহাতে করিয়া মুণ্ড ধরে মহাবীর ॥
 সত্বরে দিলেন ফেল্যা সাগরের জলে ।
 বাণুলী বিশেষ জানে বসিয়া দেউলে ॥
 সাগর হইতে মুণ্ড আনে মহামায়া ।
 ইছার কবন্ধে দেবী দিলা পদছায়া ॥
 প্রাণ পায়্যা ইছা ঘোষ উঠে পুনর্বীর ।
 দাক্ষণ হইল দুখ দেবতা সভার ॥
 রক্ষিণী থাকিতে গড়ে রক্ষা নাই বুঝি ।
 কার সাধ্য ইছা ঘোষ বধ করে আজি ॥
 ব্রহ্মাকে বিশেষ যুক্তি বলিলা তখন ।
 তবে মরে ইছা ঘোষ তুমি দিলে মন ॥
 সমরে অমর সঙ্গে দাণ্ডায় আপুনি ।
 ভাস্কর দেখিয়া ভঙ্গ দিবেক ভবানী ॥
 এত শুষ্ঠা আশ্রয় আবেগে রণস্থলে ।
 লজ্জা পেয়া দেবী গিয়া প্রবেশ দেউলে ॥
 দুয়ারে বসিলা ব্রহ্মা হয়্যা সাবধান ।
 বাণুলী বাহির হইতে বাট নাক্রি পান ॥

হেনকালে লাউসেন কাটিল ইছাকে ।
 মুণ্ড লয়া হুম্মান্ দেন নাগলোকে ॥
 তিল তিল কর্যা তারা করিল ভক্ষণ ।
 দেউলে দেবীর এথা টলিল আসন ॥
 হান হান প্রলয় হাকুনি হুহুকার ।
 দেউলের চূড়া ভেঙ্গে হইল দুয়ার ॥
 বারি হল্যা বাশুলী বিবুধে পড়ে ঝড় ।
 রিকট দেখিয়া মৃতি ব্রহ্মা দিলা রড় ॥
 পায়্যা ভয় পলাইল পবন অরুণ ।
 লয়া প্রাণ লুকাইল নৈঋত বরুণ ॥
 ইছা ইছা বলিয়া জননী ডাক ছাড়ে ।
 চলাচল সচঞ্চল কুলাচল নড়ে ॥
 ক্ষিতিতল সকল খুঁজিল একে একে ।
 নাগলোক গেলা মাতা নির্ধাপণ শোকে ॥
 নিত্যরূপা সাঙ্গাতে দেখিয়া নাগরাজা ।
 পাশ্চ অর্ঘ্য দিয়া কৈল পঞ্চবিধি পূজা ॥
 বাশুলী বলেন বাছা বলি বিবরণ ।
 ইছা ঘোষ সেবক আমার প্রাণধন ॥
 বলিতে বিদরে বুক বড় পাই ব্যথা ।
 দুস্থ নিবারণ কর দিয়া তার মাথা ॥
 নাগরাজা বলে মাতা নিবেদি চরণে ।
 ইছাই তোমার ভক্ত জানিব কেমনে ॥
 মুণ্ড দিয়া হুম্মান্ গেলেন এখন ।
 খানি খানি করিয়া খায়াছে নাগগণ ॥
 এত শুন্য অভয়ার আঁখি ছলছল ।
 প্রিয় ভক্ত প্রতি ভাবে পরান বিকল ॥
 কি করিব কোথা যাব কি হবে উপায় ।
 কোথা গেলে আমার ইছাই প্রাণ পায় ॥
 দেবীর দেখিয়া ভাব দবীকরগণ ।
 উগারিয়া অস্থি অন্ধ দিলেক তখন ॥

অস্থি পায়্যা ইছার আনন্দে ভগবতী ।
উত্তর ঢেকুর গড়ে হল্যা উপনীতি ॥ অত্র ভনিতা ॥২২১॥

ইছার ভাগ্যের কথা কয়া নাঞি যায় ।
জগতজননী যার আপুনি সহায় ॥
সেই অস্থি অঙ্গ হল্য অমৃতসেচনে ।
মুণ্ড কৈলা মহারাত্রি মন্ত্র আরাধনে ॥
জীবন সঞ্চারে যোগে জোড় লাগে মাথা ।
প্রাণ পায়্যা উঠে ইছা জানে নাঞি ব্যথা ॥
কালিকা বলেন বাছা চিন্তা নাঞি আর ।
অকালে কর্যাচি আমি অশ্বর সংহার ॥
চণ্ডমুণ্ড রক্তবীজ নিশুস্ত দুজন ।
মহিষাসুর প্রভৃতি মরিল কত জন ॥
ইছা বলে জননী যে বল অবিসার ।
দেবতা হয়্যাচে বাদী রক্ষা নাই আর ॥
রাবণ নিধন হল্য দেবতার বুদ্ধে ।
জগতজীবন রাম জয়ী হল্য যুদ্ধে ॥
দেবী বলে দেবগণ কত বলবান্ ।
খড়্গে কর্যা এখনি করিব খান খান ॥
কাটিব কাটারি ধর্যা লাউসেনের শির ।
খর্বর পুরিয়া পান করিব রুধির ॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া বলি প্রভুর দুহাই ।
নয় তবে কার্তিক গণেশের মাথা খাই ॥
প্রতিজ্ঞা করিলা দেবী পরিরোধ চিন্তে ।
ধর্মের ভাবনা হল্য সেনকে বাঁচাতে ॥
যথোচিত যুক্তি করে যতেক দেবতা ।
বিশায়ে ডাকিয়া কন বিশেষ বারতা ॥
মায়াসেন নির্মাণ করিয়া দেয় বাছা ।
না হলে অমর হয় অচিরাৎ ইছা ॥

লুকাইয়া নিভূতে নিয়োগ মায়া বলে ।
আজ্ঞা পায়্যা বিশাই আরম্ভে শুভ কালে ॥
আকার প্রকার করে সেনের যেমন ।
চৌরস কপাল নানা চকল লোচন ॥
অধর অরুণে নিন্দে অতি অল্পপাম ।
স্থললিত কর্ণযুগ সুন্দর স্থঠাম ॥
প্রভুর পাছকা শিরে প্রচিত্র প্রফুল্ল ।
করপদ কেবল করিল এক তুল্য ॥
লাজল রুধির হলা নাই ভেদ লেশ ।
বিকট দশন পাতি তুল্য বীর বেশ ॥
লাউসেনের ফলা খড়া দেই তার হাতে ।
কলে চলে আপুনি অনিল বনপথে ॥
বিশাই বিদায় হলা বন্দিয়া চরণ ।
প্রসাদ দিলেন ধর্ম পুরট রতন ॥
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে বাঁকুড়ার মায়া ।
দয়া কর্যা দিলেন দক্ষিণ পদছায়া ॥২২২॥

নারদ কহেন ধর্ম নিয়োগ বচন ।
তুমি মন দিলে হয় ইছার মরণ ॥
প্রকাশ বারমতি পূজা পৃথিবী ভিতরে ।
সাজিল নারদ মুনি ঢেঁকির উপরে ॥
বান্ধিল বিরোধী বলা বেনা গাছের আগ ।
লাগ লাগ কোন্দল কোতুক দেখি লাগ ॥
বিযোগ আনন্দ হলা বাজাল ছকাঠি ।
পড়্যা গেল কন্দুলে লোকেয় কাটাকাটি ॥
ঢক ঢক কর্যা উঠে ঢেঁকির রগড় ।
চল্যা যেতো চৌদিকে চালের উড়ে খড় ॥
বিনয়ে কৃষ্ণের গুণ কুতূহলমতি ।
মামী বলিয়া দুর্গার পায় নতি ॥

হরিভক্তি হণ্ড বাছা হৈমবতী কন ।
 মুনি বলে মামী এথা কিসের কারণ ॥
 অভয়া বলেন বাছা ইছা হয় দাস ।
 আমি যার সদাই ভক্তির করি আশ ॥
 ধর্মপুত্র লাউসেন হলা আর বাদী ।
 সমরে কাটিয়া তাকে সাধিব সমাধি ॥
 মুনি বলে মামী আর বাঁচে নাগ্রি মায়া ।
 নয়ন পাগল হলা না দেখিয়া তোমা ॥
 একবার কৈলাস ভুবন কর মনে ।
 দেবতা হইয়া কক্ষা মহুগ্নের সনে ॥
 জগতজননী কন যাব নাই যা ।
 মরমে রেখ্যাচি বেঙ্কা মহেশের পা ॥
 হারি মেষ্ঠা হরিদাস হেঁট মুখে রয় ।
 হেনকালে মায়াসেন মূর্তিমান্ হয় ॥
 দূরে হত্যে দশভুজা দেখিবারে পান ।
 কাট কাট করিয়া কাটারি তুল্যা ধান ॥
 ঐমনি সারিলা চোট ভূমে পড়ে শির ।
 লাজল খেলেন বল্যা সেনের রুধির ॥
 রাজপুত্র বিযোগে বেড়্যাচে রাজভোগে ।
 শোণিত এমন কেন স্বাদ নাই লাগে ॥
 মুনি বলে মামীর বিপাক দেখি ধারা ।
 মহুগ্নের রক্ত খায় রাক্ষসীর পারা ॥
 সেনের শোণিতে যদি স্বাদ নাগ্রি পায় ।
 কাছে আছে ইছা ঘোষ ঘাড় ভেঙ্গে খায় ॥
 রুধিলা রুধিনী শুষ্ঠা নারদের কথা ।
 ইছার বালাই আজি খাব তোর মাথা ॥
 বিকট বদনে নিলা বাম হাতে অসি ।
 ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখ্যা ভঙ্গ দিল ঋষি ॥
 তূর্ণগতি ত্রিপুরা পশ্চাৎ দেন তাড়া ।
 বিকল নারদ মুনি করে বাড়বাড়া ॥

নিঃশ্বাস পবন বয় নাই অবসর ।
 ছুটাছুটি পান গিয়া কৈলাসশিখর ॥
 লুকাল নারদ মুনি মহেশের কোলে ।
 লজ্জা পেয়া দেবী গিয়া বসিলা দেউলে ॥
 মুনি বলে মামা হে মামীর কথা শুন ।
 মুখ তুল্যা মনুষ্যের বক্ত খায় কেন ॥
 মিথ্যা নয় সাক্ষাতে দেখ্যাচি সত্য কথা ।
 অদোষে আমার মামী খ্যাতে চায় মাথা ॥
 ঋষিলেন সদাশিব ঋষির বচনে ।
 দেশত্যাগী হতো হলা দুর্গার কারণে ॥
 সিদ্ধিখুলি শিঙ্গা লয়া আরোহণ বুধে ।
 গোসা কর্যা যান হর গৌরী বস্ত্রা হাসে ॥
 বাসুলী বিনয় কর্যা বচন মধুর ।
 তুই হৈলা ত্রিলোচন তাপ গেল দূর ॥
 হর কন হৈমবতী না দেখিলে মরি ।
 দেখিলে জীবন পাই দিবস শব্দরী ॥
 সভাসনে বসিলেন শঙ্করী শঙ্কর ।
 ইচ্ছা ঘোষ লয়া তবে শুন অতঃপর ॥ অত্র ভনিতা ॥২২৩ ॥

লাউসেনে যুক্তি দেন যতেক দেবতা ।
 এই কালে অজিত ইচ্ছার কাট মাথা ॥
 অস্ত্র লয়া লাউসেন অস্ত্ররীক্ষে উঠে ।
 এক চোটে ঐমনি ইচ্ছার মাথা কাটে ॥
 শূন্য মাঝে হনুমান্ তবে লন তুল্যা ।
 বিযোগ হইল মুণ্ড জয় দুর্গা বল্যা ॥
 মা আশ্র জননী আশ্র যাই কর্যা দেখা ।
 অভাগার অকালে মরণ ছিল লেখা ॥
 বিনয় করিয়া বীরে বলে উভুরায় ।
 সন্নিকট মাগের কৈলাস দেখা যায় ॥

রূপা কর্যা কিছুকাল কর বিলম্বন ।
 দেখ্যা যাই জননীর দুখানি চরণ ॥
 না শুনে হুমান্ নিয়োগ বচনে ।
 বিষোগে আনন্দে গেলা বৈকুণ্ঠ ভুবনে ॥
 মুক্তিপদ ছিল লেখা ইছার কপালে ।
 মুণ্ড লয়া দেন বীর বিষ্ণুপদতলে ॥
 ততক্ষণে সারূপ্য পদ দিলেন শ্রীহরি ।
 মুক্ত হয়্যা ইছা ঘোষ যান স্বর্গপুরী ॥
 কৈলাসে কালীর এথা টলিল আসন ।
 পদ্মাকে কহেন মাতা কিসের কারণ ॥
 যোগবলে পদ্মাবতী ভূমে পেড়্যা খড়ি ।
 ইছা নামে ভক্তের অপার দেখি দেড়ি ॥
 কান্দেন করুণাময়ী কিঙ্করের তরে ।
 পদ্মা সহ উপনীতা অজয় ঢেকুরে ॥
 পড়্যাচে ইছাই ঘোষ লাউসেনের রণে ।
 মুণ্ড না দেখিয়া মাতা মোহ পায় মনে ॥
 আমি বাছা অভাগিনী কি করিব আর ।
 জীবন্তে দেখিতে হলা মরণ তোমার ॥
 কার্তিক গণেশ মোর না মরিল কেনে ।
 বিফল সকল হলা তোমার বিহনে ॥
 ভাবিতে ভাসিল অঙ্গ নয়নের জলে ।
 মা বলিয়া ডেক্যাছিলে মরণের কালে ॥
 স্বরলোক প্রভৃতি খুঁজেন সমুদয় ।
 ইছা ইছা বলিয়া ডাকেন উভরায় ॥
 গয়া গঙ্গা গোদাবরী খুঁজিলেন শেষে ।
 আকুল হইলা দেবী না পায়্যা উদ্দেশে ॥
 অজয় ঢেকুরে পুন আইলেন ফিরিয়া ।
 চঞ্চল হইল চিত্ত চারি পানে চায়্যা ॥
 অপবর্গ পেয়্যাচে আমার ইছা ঘোষ ।
 লাউসেনে দেখিয়া দারুণ হলা রোষ ॥

কাট কাট করিয়া কাটারি লেন হাতে ।
 সবিনয় সেন বলে সকাতর চিত্তে ॥
 ধরিলে মোহিনীবেশ মোহিত সংসারে ।
 এই খড়া দিয়াছিলে আখড়া ভিতরে ॥
 নিশ্চয় কাটিবে যদি নিরদয় মন ।
 এই খড়্গে কর্যা কাট এই নিবেদন ॥
 মরি তার দায় নাই মনে ভয় গুণি ।
 কানড়া তোমার তরে হবে অনাধিনী ॥
 সমর্পিলে আপুনি জামাতা সোধোদিয়া ।
 তার দশা কি হবেক তুষিবে কি দিয়া ॥
 স্বামী বিনা সীমন্তিনী সদা পায় দুখ ।
 এত গুণা অভয়া করেন অধোমুখ ॥
 কানড়ার পতি তুমি পরান আমার ।
 চিরজীবী হয় বাছা চিন্তা নাই আর ॥
 কহা হতো জামাতা জীবন হতো বাড়ি ।
 দিয়াচি তোমাকে আমি প্রাণের কানড়া ॥
 কহা এত কালরাত্রি করিলা পয়ান ।
 ইচ্ছাই ঘোষের লাগ্যা অঝোর নয়ান ॥
 সে গায় গায়ুয় গীত যে করে শ্রবণ ।
 ধনপুত্র লক্ষ্মী হয় ধর্মে থাকে মন ॥
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা পরাংপর ।
 নিসত্যা পাপীর মুণ্ডে পড়ুক বর্জর ॥২২৪॥

ভক্তের অধীন সদা ভক্ত হেতু পায়্যা বাধা
 ভগবতী ভাবেন বিষাদ ।
 জগতে হইল খোটা ঢেকুরে পড়িল কাটা
 বিধাতা সাধিল হেন বাদ ॥
 বিকল করিয়া মন কোথা গেলে বাছাধন
 ডাকি তোমায় আমি দশভুজা ।

উৎকট হইল বেলা গাঁথিয়া জবার মালা
 উঠ বাছা কর মোর পূজা ॥
 স্নগন্ধি চন্দন চুয়া কর্পূর তাঙ্গুল গুয়া
 ভক্তি কর্যা কে দিবেক আর ।
 অস্তরে পশিল দুখ বিদরে আমার বুক
 ভাবিতে ভুবন অন্ধকার ॥
 কি করিব কোথা যাব কোথা গেলে তোমা পাব
 কি করিব কি হবে উপায় ।
 সে চান্দ বয়ানছান্দে না দেখিয়া প্রাণ কান্দে
 হিয়া মোর বিদরিয়া যায় ॥
 স্বপনে না জানি আমি মায় ছেড়্যা যাবে তুমি
 তবে কেন তেজিব ঢেকুর ।
 খলহীন হেন মতি না জানি কার্ঘ্যের গতি
 নারদ করিল এত দূর ॥
 মা বলিয়া ডাক মোরে শোক দুঃখ যাগু দূরে
 শুভ্রা মনে বাড়ুক আনন্দ ।
 আমি যে করিলাম এত সে সব হইল ব্যর্থ
 সত্য হইল বিধাতার নির্বন্ধ ॥
 দেবীর বিষাদ দেখি প্রিয় বোলে প্রিয় সখী
 প্রবোধ করেন পদ্মাবতী ।
 ইছাই তোমার দাস পূর্ণ তার অভিলাষ
 বৈকুণ্ঠে হয়্যাচে সদগতি ॥
 পুরাণে মহিমা শুনি পরব্রহ্মা সনাতনী
 পতিতপাবনী তুয়া নাম ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক গায় সদা সখা বাঁকুড়ারায়
 বেলডিহা গ্রামে যার ধাম ॥২২৫॥

পদ্মার বচনে মাতা প্রয়বোধ মানি ।

ইছায়ের অগ্নিকার্য করেন আপুনি ॥

অজয়ার তীরে চিতা হইল নির্মাণ ।
 কঙ্কালমালিনী চণ্ডী করিলেন স্নান ॥
 মোনযোগে মহামায়া মনের হাইবাসে ।
 নেড়্যা চেড়্যা আপুনি পড়ায়্যা ইছা ঘোষে ॥
 কত কোটি তীর্থ যার চরণকমলে ।
 তথাপি ইছার অস্থি দেন গদ্বাজলে ॥
 ত্রিরাত্রি করিয়া মাতা রহিলা ঢেকুরে ।
 করেন চতুর্দা শাস্তি চতুর্থ বাসরে ॥
 আকুল হইল অঙ্গ অঝোর নয়ান ।
 প্রিয় ভক্ত উদ্দেশে করেন পিণ্ডদান ॥
 তবে দেন ত্রিগাঞ্জলি তর্পণের জল ।
 ইছাই ঘোষের হলা জনম সফল ॥
 নিয়োগ ভাবিয়া মাতা ছাড়েন নিঃশ্বাস ।
 ঢেকুর তেজিয়া তবে গেলেন কৈলাস ॥
 পূর্ণ ভক্ত ইছা ঘোষ পূর্ণ দয়া আছে ।
 কৃপা কর্যা আনিলেন আপনার কাছে ॥
 কিরূপ মহিমা তাঁর কথা নাই যায় ।
 চতুর্ভুজ হয়্যা ইছা চামর ঢুলায় ॥
 এথা লাউসেন লয়্যা ডোম তের জন ।
 কালু বীর সঙ্গে গেলা ইছার ভবন ॥
 সোনার স্থচিত্র ঘর সোনার প্রাচীর ।
 ছুয়ারে কীর্তন মেলা দুর্গার মন্দির ॥
 ইন্দ্রের আলয় যেন অহুপাম দেখি ।
 শোকে হলা সেনের সজল দুটি আঁখি ॥
 সোম ঘোষ কান্দে বস্ত্রা সজল নয়ন ।
 কোথা গেলে ইছাই আমার প্রাণধন ॥
 লাউসেন কন ঘোষ কান্দ আর কেন ।
 ভক্তি করে ভারত পুরাণ কিছু শুন ॥
 অতিমহ্য অর্জুনআয়ুজ রণদক্ষ ।
 কৃষ্ণ যার আপুনি সারথি বলপক্ষ ॥

হইয়া সমর জয় হেন জন মরে ।
 পুত্রশোকে অর্জুন পরান কেন ধরে ॥
 মৃত্যু সত্য মিথ্যা সব মায়ায় প্রবন্ধ ।
 চিন্তা কর শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ ॥
 কর দেয় লেখা কর্যা কাশ্যপীকান্তকে ।
 রাজা হয়। প্রজার পালন কর স্থখে ॥
 প্রবোধ বুঝিল ঘোষ সেনের কথায় ।
 কর দেয় হিসাব করিয়া বাকি যায় ॥
 কর পেতে লাউসেন কৃপায়ুক্ত ঘোষে ।
 টীকা ছাতা দিয়া পুন রাজা কৈল দেশে ॥
 কালু বীর সঙ্গে আর ডোম তের জন ।
 গজরাজ গতি সাজে গৌড় গমন ॥
 ইছার উত্তর গীত অঘোর বাদল ।
 অবণে কলুষ নাশ চিত্ত নিরমল ॥
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে মুক্তি ইচ্ছা কারী ।
 ঢেকুর হইল সাদ্র সতে বল হরি ॥২২৬॥

নম ধর্মায় ॥

ইতি পালা সমাপ্ত ॥

ঢেকুর করিয়া জয় লাউসেন চলে ।
 মাতঙ্গে পতঙ্গ গতি পবন মিশালে ॥
 অমনে আনন্দ মনে অহর্নিশি জান ।
 পাঁচ দিনে নগর গৌড় এসে পান ॥
 বার দিয়া ভূপতি বস্ত্রাচে বরাসনে ।
 প্রণমিলা লাউসেন প্রণতি বচনে ॥
 আদর করিয়া রাজা আসনে বসায় ।
 রত্ন ধন স্বপনে যেন রক্ষ জন পায় ॥
 ধন্য বাছা লাউসেন ধর্মবিশারদ ।
 ইচ্ছাকে বধিয়া মোর ঘুচালে আপদ ॥

এত শুতা মাহুতা আগুন পারা জলে ।
 হাত নেড়্যা কথা কয় হরি হরি বলে ॥
 ইছা ঘোষ আপুনি অভয়া বর দেন ।
 কি করিতে পারে তারে চৌদ্দ লাউসেন ॥
 ভালে কালে লগ্ন হলে ভগ্ন হয় দশা ।
 কর তুমি লাউসেনে কিসের প্রশংসা ॥
 নৃপতি কহেন শুনে নিশ্চয় বচন ।
 লাউসেন আমার চাহিল প্রাণধন ॥
 ত্র্যধিক শকাব্দা সাতে ঢেকুরের কর ।
 লাউসেন দিলেন নৃপতি বরাবর ॥
 মাহুতা পাতর স্পষ্ট মুখে নাই রা ।
 অনন্ত আগুনে যেন জলে গেল গা ॥
 লাউসেন বিদায় নৃপতি বরাবর ।
 প্রসাদ দিলেন রাজা প্রচিত্ত অশ্বর ॥
 কর্ণহার কুন্তলাঙ্গ কিরীট ভূষণ ।
 আনন্দে চলিল সেন অশ্বে আরোহণ ॥
 রহিল গৌড় পাছে রমতি নগর ।
 জামতি হলেন পার জয় সরোবর ॥
 সন্নিকট সমুখ নিয়ড়ে সীতাপুর ।
 উচালন পদুমা রহিল কতদূর ॥
 অজয়বাটী বিজয়বাটী এড়িয়ে অরিত ।
 নয় দিনে ময়না নগর উপনীত ॥
 রাবণ করিয়া বধ রাম এল্যা ঘরে ।
 আনন্দ উদয় হল্য অযোধ্যা নগরে ॥
 তেমতি আনন্দময় ময়না ভুবনে ।
 শুভক্ষণে লাউসেন গেলা নিকেতনে ॥
 প্রণাম মায়ের পায় প্রণতি করিয়া ।
 জীবন পাইল রজা জুড়াইল হিয়া ॥
 নিরবধি কান্দি আমি না দেখি তোমায় ।
 সকল সফল হুণ্ড কোলে করি আয় ॥

প্রাণ পাল্য কর্ণসেন পুত্রমুখ হেরি ।
 প্রণমিলা লাউসেন প্রদক্ষিণ করি ॥
 কলিঙ্গা কানড়া আর সুরাগা বিমলা ।
 সেনে দেখে সম্মুখে সবাই কুতূহলা ॥
 অলঙ্ঘ্য ধর্মের বাক্য না যায় থগুনে ।
 ঋতুস্নাতা কলিঙ্গা হইল সেই দিনে ॥
 তৃতীয় দিবস গেল চতুর্থ দিবসে ।
 এয়োগণে আমন্ত্রিয়া আনিলেক বাসে ॥
 মঙ্গল বাজনা বাজে মহা মহোচ্ছব ।
 কুলাচার ব্যবহার করিলেক সব ॥
 কোতুকে দিবস গেল উপনীত নিশি ।
 কলিঙ্গার বেশভূষা কর্যা দেই দাসী ॥
 করিল চাঁচর কেশে কবরী সূঠাম ।
 মণ্ডিত করিল তায় মল্লিকার দাম ॥
 সুরি ঝাপা হেমচাঁপা ঝলমল করে ।
 তড়িৎ উদয় যেন তরুণ তিমিরে ॥
 স্নকপালে শোভা করে সিন্দূরের বিন্দু ।
 নাসায় বেশর যেন পূর্ণিমার ইন্দু ॥
 কটিতে কিঙ্কিণী পায় কনক নুপুর ।
 চলিতে মধুর বাজে ঘাঘর ঘুঙুর ॥
 পয়োধরে কাঁচলি পরিল অহুপাম ।
 তার কাছে চন্দ্রহার মুকুতার দাম ॥
 হয়গ্রীবে শোভা করে হীরা মাঠা কড়ি ।
 ভুজে নানা ভূষণ বসন পাটশাড়ি ॥
 শয়ন করিল গিয়া শয়ন মন্দিরে ।
 মদন রতির পতি অতি বল করে ॥
 স্বামী সনে সম্ভোগ স্তথের নাই গুর ।
 হরষিতে হরিমুখে হয়্যা গেল ভোর ॥
 আর্তব হইল রক্ষা আনন্দ অতুল ।
 অনাদি পুরুষ ধর্ম হল্যা অহুকুল ॥

গর্ভবতী কলিঙ্গা হইল গেল জানা ।
 ময়না নগরে হলা মঙ্গল ঘোষণা ॥
 পাঁচ মাসে পঞ্চামৃত নয় মাসে সাধ ।
 সার্ব দশ মাস হলা নেত্রপক্ষ বাদ ॥
 অদিতি নক্ষত্র তায় শুভ তিথি বার ।
 প্রসবিল পুত্র যেন অশ্বিনীকুমার ॥
 করিল অনেক দান গো বস্ত্র কাঞ্চন ।
 নয়দিনে নত্তা হইল লয়া বন্ধুগণ ॥
 জ্যোতির্বিদ বিপ্রে এত্না করিল বিচার ।
 সকল শাস্ত্রীয় লগ্নে শুভ গ্রহ যার ॥
 হইবেক ভূমিস্বামী ভারতে ভাগ্যবান্ ।
 প্রভুর আজ্ঞায় রাখে চিত্রসেন নাম ॥
 আনন্দের সীমা নাঞি অহুদিন যায় ।
 মহানন্দে রাজত্ব করেন ময়নায় ॥
 গোড় লইয়া সতে শুন অতঃপর ।
 মঙ্গলা করেন পুন মাহিলা পাতর ॥
 মানিক রচিল গীত অনাঙ্কের বরে ।
 ক্ষরে সুধা সদাঙ্গণ অক্ষরে অক্ষরে ॥
 অষ্ট ফল অঘোর বাদল ব্রতকথা ।
 যে গায় গাওয়ায় তাকে প্রসন্ন বিধাতা ॥২২৭॥

মরে কিসে লাউসেন ভাবে মহামদ ।
 যেন কংস ভাবে কৃষ্ণকে কিরূপে করি বধ ॥
 পরহিত করিলে পরম পদ পায় ।
 পরের করিলে মন্দ পরকাল যায় ॥
 শাস্ত্রসিদ্ধ এই কথা শুনি সর্ব ঠাঞি ।
 ঐরিকে অকালে বধ অপরাধ নাই ॥
 লাউসেন ভাগিনা আমার হলা বাদী ।
 কে আছে আপনার বলা কার কাছে কান্দি ॥

কখন করুণা কর্যা কৃষ্ণ যদি চান ।
 আটকুঁড়ি বলি হল্যা আমার কল্যাণ ॥
 করিব ধর্মের পূজা করিয়া কামনা ।
 বলে তবে মহীপালে বিমোহ মন্ত্রণা ॥
 লাউসেন তোমার চাকর বই নয় ।
 সেবা করে ধর্মের সকল ঠাণ্ডি জয় ॥
 দুর্বল দুষ্টের দর্প দেখিতে না পারি ।
 তোমায় আমায় এস ধর্ম পূজা করি ॥
 ধর্ম বিনা অন্য কিছু ধ্যান নাগ্রি আর ।
 মেগে বলে জয়ী হব জগত সংসার ॥
 দয়ার ঠাকুর ধর্ম দেবতার মূল ।
 এক মন করিলে হবেন অমূল ॥
 মাছুয়ার বচনে রাজার হল্য মন ।
 অবিলম্বে আজ্ঞা দিল অর্চিত তখন ॥
 প্রবাল পাথরে কর প্রাসাদ নির্মাণ ।
 ধবল পতাকা তায় ধর্মের নিশান ॥
 আজ্ঞা পায়্যা আনন্দে অচ্যুত চিত্রকর ।
 চপলে নির্মাণ করে চারিদ্বার ঘর ॥
 চারিদ্বারে চৌষটি চল্লিশ শয় গতি ।
 স্বর্ণভেদ রহিল যুগের যুগপতি ॥
 দক্ষিণ দ্বারে লেখে দশ অবতার ।
 ভেদাভেদ অতুল অভেদ চমৎকার ॥
 মীনরূপে মুকুন্দ মাকন্দ সিদ্ধজলে ।
 চারি বেদ উদ্ধার করিলা চারি কালে ॥
 কূর্মরূপে মন্দার পর্বত পৃষ্ঠে ধরি ।
 বসুমতী বিভাবে বরাহরূপ হরি ॥
 নরসিংহ অবতারে হিরণ্যনিধন ।
 পঞ্চমে বামন রূপে বলিকে ছলন ॥
 পরশুরাম কেবল প্রবল অবতার ।
 ক্ষিতিয়ে ক্ষত্রির ক্ষয় তিন সপ্ত বার ॥

রাম অবতার ঘোর রাবণনিধন ।
 বলরাম রূপে হলা প্রলম্ব-মথন ॥
 সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি যুগে ।
 বুদ্ধ কঙ্কি অবতার অবশেষ ভাগে ॥
 পশ্চিম দুয়ারে লেখে পাণ্ডববিজয় ।
 দুর্ধোধনে শকুনি হুমার যুক্তি কয় ॥
 পাঁচ ভাই পাণ্ডব প্রবল হলা বড় ।
 জয় নাই জীবনে জীবির আশ ছাড় ॥
 পরাজয় প্রবৃত্তি পাশায় কৈল্য পণ ।
 হয় তবে হারিলে হবেক যেতে বন ॥
 কৃষ্ণের চরণ মনে কেবল ভরসা ।
 যুধিষ্ঠির খেলেন যৌগিক যুগ পাশা ॥
 উত্তর দুয়ারে লেখে কৃষ্ণ অবতার ।
 দান ছলে মানভঙ্গ হইল রাধার ॥
 কোন খানে পুতনাবধ কেনীবধ কোথা ।
 কৃষ্ণ গেলা মথুরায় কংসের বিতথা ॥
 বধ করে রজকে বসন পরিধান ।
 কংস রাজা শুনিয়া সভয়ে কম্পবান্ ॥
 মালাকার হার গৌথে মালতীর ফুলে ।
 গদগদ হয়ে দেই গোবিন্দের গলে ॥
 বিমানে বৈকুণ্ঠে যাবে বিষ্ণু দিলা বর ।
 চান্দ্র মুষ্টি বধ লেখে তার পর ॥
 পূর্ব দুয়ারে লেখে রাম অবতার ।
 অযোধ্যায় হইল আনন্দ অভিসার ॥
 সর্ভ কৈল দশরথ কৈকেয়ীর সনে ।
 ভরত হবেন রাজা রাম যাগু বনে ॥
 অচেতন কোশল্যা এ সব কথা শুনি ।
 মায় ছেড়্যা কোথা যাবে রাম রঘুমণি ॥
 কোন খানে বালিবধ তারকানিধন ।
 হৃগ্রীব সহিত মৈত্র শিবরামে রণ ॥

প্রাসাদ নির্মাণ করে কামিনা বিদায় ।
 ভূরি ধন বসন ভূষণ দিল রায় ॥
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে অঘোর বাদল ।
 অবণে সস্তাপ যায় চিত্ত নিরমল ॥২২৮॥

বেদজ্ঞ পণ্ডিত এনে বিচারিয়া কাল ।
 ধর্মসেবা আরম্ভে মাহুতা মহীপাল ॥
 আচমন কর্যা বস্ত্রা একমন হয়্যা ।
 করিল সঙ্কল্প কর্ম কামনা করিয়া ॥
 দপদপ মশ্মুখে জ্বলিছে ধূনাচূর ।
 একান্ত হইয়া সেবে অনাগু ঠাকুর ॥
 শঙ্খঘণ্টা ঢাকঢোল বাজে সপ্তস্বর ।
 মাদল পেখাজ তুরী মৃদঙ্গ মন্দিরা ॥
 অর্ধভাগ পাছুকা মাহুতা করে পূজা ।
 অর্ধভাগ পূজে তবে গোড়েশ্বর রাজা ॥
 ভক্তির নাহিক ওর গদগদ ভাবে ।
 নিত্য নিত্য এইরূপ নরপতি সেবে ॥
 বর মাগে বিনয় বিধানে বিশেষত ।
 যাবৎ জগৎ মধ্যে জীব ধরে যত ॥
 পরাভব হবেক প্রবলে মোর ঠাকুর ।
 এই বর দিবে ধর্ম অনাগু গোসাঞি ॥
 মন্ত্রহীন ক্রিয়াহীন মহামদ পাত্র ।
 অভক্তি করিয়া দেই পুষ্পজল মাত্র ॥
 দুর্জয় বুকের শেল হয় দুই খান ।
 এই বর দিবে ধর্ম স্বরূপনারান ॥
 বৈকুণ্ঠে আছিল ধর্ম বিশ্বলোকনাথ ।
 মাহুতার পুষ্পজল বাজে বজ্রাঘাত ॥
 অর্ধ অংগ শীতল রাজার ভক্তিবলে ।
 মাহুতার অভক্তিয়ে অর্ধ অঙ্গ জলে ॥

বিকল বিশ্বের কর্তা বিরাজিত মন ।
 আকুল প্রভুর হলা উল্লুক আসন ॥
 হুহুমান্নে কহেন ইহার হেতু কি ।
 হুহু কহে অভয় চরণে নিবেদি ॥
 লাউসেন নিতান্ত না জানে তোমা বই ।
 তোমার আশিস বলে ত্রিভুবনজয়ী ॥
 মহামদ মামা তার মহা খলমতি ।
 কংস রাজা বক্র যেন ছিল কৃষ্ণ প্রতি ॥
 মরিবেক লাউসেন কর্যাচে কামনা ।
 অতএব তোমার করে অভক্তি অর্চনা ॥
 কটু কথা শুনিয়া ধর্মের হলা কোপ ।
 পৃথিবীমণ্ডলে পূজা প্রায় হলা লোপ ॥
 প্রিয়ভক্ত লাউসেন পরান কেবল ।
 তার অমঙ্গল চিন্তে এত ধরে বল ॥
 কহ বাছা হুহুমান্ন কি করি উপায় ।
 যুক্তি মূল কর যাতে পূজা বাদ যায় ॥
 হুহুমান্ন কেন তবে কিসের প্রমাদ ।
 অঘোর বাদল কর পূজা হও বাদ ॥
 এত শুনা আনন্দে আকুল নিরঞ্জন ।
 ইন্দ্রকে আনিঞা আজ্ঞা দিলেন তখন ॥
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা যার ধর্ম ।
 শ্রবণে সম্ভাপ যায় সিদ্ধ হয় কর্ম ॥২২৯॥

বিক্রোধ বিহিতে নিজদল সহিতে
 বাসব চলিলা বেগে ।
 ঈশানে উরিয়া মঘনে পুরিয়া
 আধার করিল মেঘে ॥
 চড়কা চড় চড় চিকুর গড় গড়
 চৌদিক বেড়িল ঝড়ে ।

ভাদ্রিল তরুবর উড়িল কত ঘর
উৎসাত হইল গোড়ে ॥
অনিল মহাবল হইল সাত তাল
বিদ্যুৎ সঘনে তায় ।
মেঘের গর্জন বজ্র বরিষন
প্রলয় হইল প্রায় ॥
কুলকুল ডাকিয়া অধর ঢাকিয়া
বরিষয়ে মূষল ধারা ।
হইল ভীষকর নদ নদী একাকার
পুখুর পল্লবহারী ॥
ধাইল পদ্মাবতী ষোল নদী সংহতি
সহ ধায় গোমতী করুণা ।
ভগবতী মন্দা চলিল চন্দ্রা
ভৈরবী জুড়িয়া ফেনা ॥
গোড় নগরে সহরে বাজারে
ব্যাপিত হইল বান ।
দ্বিজ শ্রীমানিক রচিল রসিক
রসোদয় ধর্মের গান ॥২৩০॥

মহাবল অনিল সলিল সাত তাল ।
চক্রাবর্তে ফিরে মহী অহি হলা কাল ॥
পর্বত পাষাণ পড়ে পয় হয় জল ।
সাত দিন সাত রাত্রি অঘোর বাদল ॥
যাবত সমুদ্র জল এক ঠাণ্ডি জড় ।
টলবল রসাতল টিকে নাঞ্চি গোড় ॥
ঘরে ঘরে সভাকার প্রবেশিল বান ।
রাশি রাশি ভেসে গেল কত চাল ধান ॥
টাকাকড়ি মালমার্ভা যার যত ছিল ।
সলিলের তরঙ্গে সকল ভেস্কা গেল ॥

গণ্ডার মহিষ কত গরু পালে পাল ।
 ছাগল গাড়র ভাসে কুকুর শৃগাল ॥
 হাতি ঘোড়া ভেস্তা যায় নাঞি তার শঙ্কা ।
 মার্জার মহিষ কত মৃগাদি অসংখ্য ॥
 ব্রাহ্মণের বেদ ভাসে বৈষ্ণবের মালা ।
 তামুলীর ভেসে গেল তামুকের ছালা ॥
 কামারের জাঁতা ভাসে কুমারের হাড়ি ।
 পাট পাট ভেসে যায় পোদ্দারের কড়ি ॥
 দেউল দেহারে ভাসে দেবতার খাট ।
 তাঁত ভাসে তাঁতির ধোবার ভাসে পাট ॥
 হায় হায় করে যত গৌড়ের লোকে ।
 পলাইতে পথ নাই পরিত্রাণ ডাকে ॥
 কার বা খন্ডর ভাসে কার ভাসে পতি ।
 কোলের কুমার ভাসে কান্দয়ে যুবতী ॥
 বুড়ি করে হায় হায় বুড়া যায় ভেসে ।
 লোচন থাকিতে বলে তারা যায় খসে ॥
 পিতা মাতা ভেসে যায় পুত্র কান্দে শোকে ।
 কত রাড়ি ভেসে গেল চরখা দিয়া বুকে ॥
 মঞ্চে বসে মহারাজা মহারানী সঙ্গে ।
 মহামদ ভেসে যায় মহৎ তরঙ্গে ॥
 হায় হায় বড় শেল রহিল মরমে ।
 না পারিলাম নির্বংশ করিতে কর্ণসেনে ॥
 কৃষ্ণ যদি বাঁচাতেন কিছু কাল ভবে ।
 ভাগিনার বুকে ভাত রাঙ্কিতাম তবে ॥
 পাত্র পড়ে উঠে ডুবে করে ছটপট ।
 ঘন ঘন গেলে জল ঘিটে ঘট ঘট ॥
 সম্ভরণ করিতে সামর্থ্য হল্য খাট ।
 ধর্ম বলে হুমান্ ধরা চল ঝাট ॥
 বিপক্ষ বিনাশ হল্যে বিধর্ম আচার ।
 রাবণ প্রকাশ কৈল রাম অবতার ॥

কৃষ্ণলীলা প্রকাশ করিল কংস রাজা ।
 মহামদ হতো মোর মহীতলে পূজা ॥
 হেন জন হয় যদি হেলায় বিনাশ ।
 না হবেক বারমতি পূজার প্রকাশ ॥
 এত শুণ্ডা হনুমান্ আনন্দে তখন ।
 গোড় নগরে আস্তা দিল দরশন ॥
 প্রকাশ বারমতি পূজা পৃথিবী ভিতরে ।
 মাহতাকে তুল্যা দেন মঞ্চের উপরে ॥
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে কপালের লেখা ।
 বেলডিহা গ্রামে ধাম বাঁকুড়ারায় সখা ॥২৩১॥

রাজা কয় রাজখণ্ড রসাতল যায় ।
 কহ পাত্র সমুচিত কি করি উপায় ॥
 পাত্র কয় পৃথ্বীশে প্রভুত্ব নিবেদন ।
 লাউসেনে সদয় সদত নিরঞ্জন ॥
 অসাধ্য সূসাধ্য হয় অহুগ্রহবলে ।
 অঘোর বাদল যায় লাউসেন এলো ॥
 বিয়োগ নৃপতি ভাবে লোক নাই লক্ষে ।
 ইন্দ্রজাল কোটাল আছিল বস্ত্রা বৃক্ষে ॥
 সবিনয় বচন বলিল সাবধানে ।
 আজ্ঞা পাল্যে আমি যাই আনি লাউসেনে ॥
 স্বরাঙ্গরি আরোহণে তরুণী তৎকাল ।
 জলপথে চলিল কোটাল ইন্দ্রজাল ॥
 উত্তর পবন বয় অতি খরতর ।
 এড়াইল আট কোণ অনাদি শিখর ॥
 কালিনী গঙ্গার ঘাটে হল্য উপনীত ।
 ময়নার শোভা দেখ্যা মনে আপ্যাইত ॥
 বরাসনে বস্ত্রাচে ময়নার মহীপাল ।
 সমাচার কহিল কোটাল ইন্দ্রজাল ॥

আরতি রাজার পেয়া। অবিসার মনে ।
 সাজিলেন কর্পূর সহিত লাউসেনে ॥
 পিতামাতা চরণে প্রণাম নমস্কার ।
 নায় চেপ্যা চপলে কালিনী হল পার ॥
 অয়নে বিলম্ব নাঞি অতি শীঘ্রগতি ।
 অষ্টাহে গোড় দেশে হৈল উপনীতি ॥
 ষথায় নৃপতি বস্ত্রা মাথার উপর ।
 প্রণমিলা লাউসেন কর্পূর পাতর ॥
 আনন্দে নৃপতি বলে এস বাপধন ।
 আজি মোর রক্ষা কর অকাল মরণ ॥
 সাত দিন সাত রাতি অঘোর বাদল ।
 অবনী গোড়ভূমি গেল রসাতল ॥
 এত শুনা সেনের হইল দুস্থ দূর ।
 স্নান কর্যা সেবিলেন শ্রীধর্মঠাকুর ॥
 না জানি ভজন ভক্তি নাই মোর জ্ঞান ।
 পার কর পতিতে হে প্রভু ভগবান্ ॥
 ত্রিদিব রাতুল চরণ বাহা করি ।
 ত্রিভুবন তিমির তোমার নামে তরি ॥
 অনাথের আর নাই এই পুষ্পজল ।
 বৈকুণ্ঠে জানিলা ধর্ম ভকতবংশল ॥
 ভক্তিভাবে ভক্তের পুরিলা মনস্কাম ।
 অঘোর বাদল গেল শুখাইল বান ॥
 তবে পাল্য জীবন গোড়ের লোক যত ।
 ধন্য ধন্য লাউসেন বলে ধরানাথ ॥
 ডুবিল রাজার মন আনন্দমাগরে ।
 নিকেতনে লয়ে গেল লাউসেন কর্পূরে ॥
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা বাঁকুড়ারায় ।
 ধনপুত্র লক্ষ্মী হয় যে গায় গাওয়ায় ॥২৩২॥

ভাবে মহামদ ভাগিচা আপদ্
 ভাগিনা হইল কাল ।
 আমার বচন না করে গ্রহণ
 অবোধ অবনীপাল ॥
 তবে ভগবান্ যদি ফিরে চান
 ভুলাব ভূপালে কয়া ।
 হাকও সেবনে রঞ্জার নন্দনে
 পাঠাব মন্ত্রণা দিয়া ॥
 বরাসনে রায় বস্ত্রাচেন সভায়
 বন্ধুবান্ধবের সনে ।
 কৃষ্ণ লীলামৃত শ্রবণে অদ্ভুত
 উপাদিয়ে একান্ত মনে ॥
 প্রেমে পূর্ণ অঙ্গ প্রমোদে তরঙ্গ
 পরিহার কুলত্রীড়া ।
 যত গোপাঙ্গনা হয়ে বিবসনা
 যমুনায় জলক্রীড়া ।
 হরিল বসন শ্রীনন্দনন্দন
 হইলা বিকল সভে ।
 শ্রীকৃষ্ণের পায়ে চিত্ত নিবেদিয়ে
 শ্রীমতী রাধিকা তবে ॥
 কহে মহামদ হইল বিপদ্
 শুন শুন সমাধান ।
 ধর্মসেবা বাদ মহা অপরাধ
 ইথে নাই পরিত্রাণ ॥
 সত্ত্ব ধরে ফল রাজ্যে অমঙ্গল
 বিনাশ করিল বানে ।
 তবে ভাল হয় পশ্চিম উদয়
 দিতে বল লাউসেনে ॥
 আছে মনস্পৃহা না করিলে ইহা
 শুন সমুচিত বলি ।

তুমি দিবে আজ্ঞা সাধিব সমাজ্ঞা
 লাউসেনে দিব শূলি ॥
 ভণ্ডের ভাষায় ভুলে গেল রায়
 ভাবে যুক্তি সার মনে ।
 শ্রীধর্মচরণ করিয়া স্বরণ
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ॥২৩৩॥

সীতার উদ্দেশে যান পবনকুমার ।
 পয়োনিধি গোপ্পদ প্রমাণ হলা পার ॥
 অশোকের বনে সীতা আকুল পরান ।
 মলিন বসন গায় মুখে রাম নাম ॥
 এই কথা শুনে রাজা বসিয়া সভায় ।
 সেই কালে উপনীত লাউসেন রায় ॥
 অহুজ কর্পূর সঙ্গে অতি সভা করে ।
 রাজার রাখিল মান রাজ ব্যবহারে ॥
 বাপধন বাছাধন বলে মহীপাল ।
 আমার ঘুচালে তুমি আপদ জ্ঞান ॥
 আগুন লাগিল দেখ্যা মাছটার গায় ।
 শত্রুর সমান বলে সহ্য নাহি যায় ॥
 অন্তরে গরল বলি মুখে সুধাস্বরে ।
 প্রবন্ধ করিয়া কথা পাচখান করে ॥
 লাউসেন হতো নাঞি নৃপতির বাধা ।
 ভাগিন্দ্ৰা বলিয়া আমি ভালবাসি সদা ॥
 সাবধান হয়্যা শুন সমুচিত ফল ।
 রাজার মঙ্গল হলো রাজ্যের মঙ্গল ॥
 পূর্বের পুষন্ দেয় পশ্চিমে উদয় ।
 বিশেষে আমার বাহা বরাবর হয় ॥
 মহীপাল কয় বাছা মনে অবিসার ।
 কলি হলা প্রবল করিল একাকার ॥

কৃষ্ণসেবা বিষয়ে কল্লিত হলা মন ।
 সুপথ ছাড়িয়া সদা কুপথে গমন ॥
 অস্ত পেয়ে শাস্ত হলা অনস্ত অঙ্গুর ।
 পশ্চিমে উদয় দেয় পাপ যাও দূর ॥
 মহীনাথে ভজস্ব ময়নার গুণমণি ।
 চারি যুগে পশ্চিম উদয় নাই শুনি ॥
 বাম্বীকি বশিষ্ঠ নারদ আদি ঋষি ।
 কৃষ্ণসেবা কৃষ্ণের কীর্তন দিবানিশি ॥
 হরিনামে তরী তায় নামে নামে ডেউ ।
 পশ্চিম উদয় দিতে পারে নাই কেউ ॥
 তবে যদি তোমার হইল তায় পণ ।
 হাকও সেবিতে যাব হয় একমন ॥
 ইহাতে আমার যদি হয় অভিলাষ ।
 সন্ত করি স্মৃতিয়া সিদ্ধ অধর্মান ॥
 প্রাণপণে পূজিব যুগের যুগপতি ।
 পশ্চিম উদয় দিব পঞ্চদশ তিথি ॥
 শনিবার অমাবস্যা শুভযোগ তায় ।
 নিরুপম নিয়ম নয়নে দেখে রায় ॥
 অধরায়ে সূর্যোদয় হব অস্তাচলে ।
 শুনে সেনে সভাজন সাধু সাধু বলে ॥
 মহামদ কয় শুনে মনে হইল আন ।
 মারীচের মায়ায় মোহিত হৈল রাম ॥
 মহাভণ্ড লাউসেন মায়া ঢের জানে ।
 ভূলাবেক ভূপতি ভাবিত এই মনে ॥
 প্রত্যয় কারণে দেও পিতা মাতা বন্দী ।
 হাকও সেবিতে যাও হইয়া নিশ্চিন্দি ॥
 পাত্রেয় অধীন রাজা শুনে দিল সায় ।
 বিকল হলেন বড় লাউসেন রায় ॥
 ইহা আমি কেমনে করিব অঙ্গীকার ।
 ধরাতে পিতা মাতা ধর্ম অবতার ॥

নির্যোগ ভাবিতে নয়নে বহে নীর ।
 বরং মরণ ভাল বিফল শরীর ॥
 পিতা হলা পরাংপর স্ত্রীটি পুরাণে ।
 পালিতে পিতার সত্য রাম গেলা বনে ॥
 বেদে বলে বিদ্বিসার বাঙ্কাকল্পতরু ।
 বাপ হতে মা হন সহস্রগুণে গুরু ॥
 ভাব বুঝ্যা ভূপতিভবনে গেলা তবে ।
 মন্ত্রণা তখন মনে মহামদ ভাবে ॥
 বন্দিয়া ময়ূরভট্ট আদি রূপরাম ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্মগুণ গান ॥২৩৪॥

কৃষ্ণ হলা লাউসেন আমি কংস রাজা ।
 কর্ণসেন বহুদেব দৈবকী হলা রজা ॥
 নিগূঢ় বন্ধন দিব নয় কিছু আর ।
 এই মোর প্রতিজ্ঞা অপর অবিসার ॥
 লাউসেনে কয় তবে নয় শুন সন্ধি ।
 আগে এছা পিতা মাতা দিবি তুলে বন্দী ॥
 তবে দিবি পশ্চিম উদয় পৃথিবীতে ।
 কোটালে কহিল ডাক্যা কারাগার দিতে ॥
 করাঘাত তখন কর্পূর হানে বৃকে ।
 কারাগারে কোটাল কয়েদ কর্যা রাখে ॥
 লাউসেন কন দাদা প্রাণের কর্পূর ।
 এমন সময় কোথা অনাথ ঠাকুর ॥
 কি করিব হায় হায় কি করিব হায় ।
 কেমন করিয়া বন্দী দিব বাপ মায় ॥
 প্রাণপণে করে লোক মা বাপের সেবা ।
 কষ্ট দেই নচেৎ কুপুত্র হয় যেবা ॥
 আমি হীন অভাগা হলাম অতঃপর ।
 মা বাপ আনিতে যায় ময়না নগর ॥

তিল আধ বিলম্ব না করিবে পথে ।
 কর্পূর চলিলা তবে কান্দিতে কান্দিতে ॥
 শর নিয়ে গমন সত্ত্বর শোকমনে ।
 নিকেতনে উপনীত নয় একদিনে ॥
 জননী জনকে নতি জুড়ি ছই কর ।
 বচন বলিতে হলা বিকল অন্তর ॥
 আশিস্ করিয়া রঞ্জা জিজ্ঞাসে বারতা ।
 তুমি ঘর এল্যা বাছা লাউসেন কোথা ॥
 পরানপুতুলি মোর পরশরতন ।
 কর্পূর কহেন তবে করি নিবেদন ॥
 দৈবগতি দাদার দুস্থের নাহি সীমা ।
 কারাগারে রেখেচে কয়েদ কর্যা মামা ॥
 দিতে বলে দিবাকর উদয় পশ্চিমে ।
 আর চায় তুহঁ বন্দী অপ্রত্যয় ক্রমে ॥
 হায় হায় করে রঞ্জা হাকুলি বিকুলি ।
 চাহিয়া রহিল যেন চিত্রের পুতুলি ॥
 উড়িল পরান শোকে নয়ন অঝোর ।
 অনেক দুস্থের বাছা লাউসেন মোর ॥
 তার লেগ্যা সপ্ত শালে দিয়াছিহু কাঁপ ।
 সে হেন সোনার চান্দে শত্রু দেই তাপ ॥
 সকালে গোধন লয়া কৃষ্ণ গেলা বন ।
 যশোদার হলা এথা আকুল জীবন ॥
 কৈকেয়ী পাষণ্ডী রামে পাঠাইল বনে ।
 কত না উদ্বেগ হলা কৌশল্যার মনে ।
 এখনি গোড় চল গেলে অসম্ভব ।
 পথ পানে চায়্যা আছে প্রাণের যাদব ॥
 স্বস্তর শান্তি বন্দী শুভা শোকসংজ্ঞা ।
 জুয়াগা বিমলা কান্দে কানড়া কলিঙ্গা ॥
 অগ্রসর কর্ণসেন অতি শুভবেলা ।
 পশ্চাৎ চলিল রঞ্জা আরোহণ দোলা ॥

কপূর পশ্চাৎ যান কিশোর বয়েস ।
পাঁচ দিনে প্রবর্তনে পান গোড় দেশ ॥
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে কপালের লেখা ।
ধরামর রূপে ধর্ম যারে দিলা দেখা ॥২৩৫॥

কারাগারে লাউসেন করেন বিষাদ ।
কপূর আখ্যা আশ্রা দিলেন সংবাদ ॥
বিধির বিপাক বল্যা হয়েছিল বাধা ।
মনের আধার গেল মা আলোয়ন দাদা ॥
উদ্বেগ তোমার শুণ্ডা আশ্রাচেন পিতা ।
সুখী হৈলা লাউসেন শুনে শুভকথা ॥
হেনকালে রাজা রানী হৈল উপনীত ।
লাউসেনে দেখিয়া নয়ন আপ্যায়িত ॥
করপুটে লাউসেন করিলেন ভক্তি ।
পাঁচ বার প্রদক্ষিণ প্রণাম প্রণতি ॥
রজা কন বাছলার বালাই লয়া মরি ।
একবার মা বল অভাগী কোলে করি ॥
জন্মলীলা দৈবকীজঠরে যদুরায় ।
মনের আধার যত মরমে মিলায় ॥
প্রাণধন তুমি রে গুণের গুণনিধি ।
কত কষ্ট দিয়াছে মাহুড়া কাল বাদী ॥
তোর লেগ্যা অভাগী দিয়াচি শালে ভর ।
আমি বন্দী থাকি বাছা তুমি যায় ঘর ॥
লাউসেন তখন করেন নিবেদন ।
কি হলা কপালে মোর কি ছিল সাধন ॥
কংস বন্দী দিলেক দৈবকী বহুদেবে ।
পুত্রভাবে উদ্ধার করিলা কৃষ্ণ তবে ॥
আমি দিব তোমাদিগে বন্দী উপযোগ ।
পরকালে নরকে বসতি পাপভোগ ॥

প্রবোধ করিল রজা প্রভু বচনে ।
 বিদায় হইয়া আস্ত রাজ সন্নিধানে ॥
 বরাসনে মহারাজা বস্ত্রাচৈ সভায় ।
 কান্দিতে কান্দিতে গেল। লাউসেন রায় ॥
 বন্দী রাখ্যা বাপ মায় বিধির ঘটন ।
 সেবিত্তে হাকণ্ডে যাই পূর্ণ সনাতন ॥
 কষ্টে যদি কোনরূপে কদাচিত্ পান ।
 ভবসিন্ধু সংগমে বিমুখ ভগবান্ ॥
 ত্রিকালে অকাল তবে বলে মহারাজা ।
 পাত্রেয় প্রত্যয় হেতু বন্দী থাকু রজা ॥
 কর্ণসেনে আনিয়া করিল পুরস্কার ।
 সভায় বসিলা তবে সন্তোষ অপার ॥
 তবে আস্তা লাউসেন জননী গোচরে ।
 কহিলেন সবিনয় কর্পূর পাতরে ॥
 আমি হীন অভাগা উদয় দিতে যাই ।
 যথাকালে জননীর সেবা করা ভাই ॥
 কন তবে কর্পূর হাকণ্ডে আমি যাব ।
 নিত্য ব্রহ্ম নারায়ণ নয়নে দেখিব ॥
 লাউসেন কন তবে নারায়ণ কোথা ।
 শুনি লোকে পিতা মাতা সাক্ষাৎ দেবতা ॥
 প্রাণপণে সেবা কর পরকাল পাবে ।
 নিত্যব্রহ্ম নারায়ণ নয়নে দেখিবে ॥
 এত শুষ্ঠা কর্পূর বুঝিল অন্ত নয় ।
 জননীর সেবায় যামিনী দিবা রয় ॥
 তবে তুষ্ট লাউসেন তখন বিদায় ।
 প্রদক্ষিণ প্রণাম মায়ের দুটা পায় ॥
 এইখানে পালা সাক্ষ অঘোর বাদল ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে শ্রীধর্মমঙ্গল ॥২৩৬॥

নমো ধর্মায় ॥ নমো নিরঞ্জনায় ॥

বিষম ধর্মের ঘর করাতের ধার ।
 এক মন করিলে অবশ্য হয় পার ॥
 নিকেতনে উপনীত লাউসেন রাজা ।
 সমাচার শুনা আন্য সর্বজন প্রজা ॥
 কালু বীর কুর্নিশ করিল তিন বার ।
 অরণ্যে গেলেন রাম অযোধ্যা আধার ॥
 ময়না আধার ছিল মহারাজ বিনে ।
 স্নানমুখ দেখ্যা বড় দুখ হল্য মনে ॥
 সেন কন শুন দাদা স্বরূপ কথন ।
 সেবিতে হাকণ্ডে যাইব ব্রহ্ম সনাতন ॥
 বাপ মা গোড়ে বন্দী বিধির বিপাকে ।
 জাতিকুলশীল সঁপিল তোমাকে ॥
 রাত্রে হবে কোটাল দিবসে হবে রাজা ।
 পালন করিবে পুত্র সমধিক প্রজা ॥
 আছিল স্বরথ রাজা অবনীভুবনে ।
 মহিমা বিস্তর শুনি মার্কণ্ড পুরাণে ॥
 ভুঞ্জিয়া দুর্ধোধন নৃপতির লোন ।
 কোন কর্ম না করিল কৃপাচার্য দ্রোণ ॥
 নিধন হইল কর্ণ লবণের গুণে ।
 অতাপি অনন্ত যশ এ তিন ভুবনে ॥
 ব্রাহ্মণ কৃষ্ণের তহু বেদাগমে শুনি ।
 বহুতর বিনয় করিবে বীরবাণী ॥
 কৃষ্ণকথা রামকথা তায় দিবে মন ।
 চতুরাঙ্গে না করিবে অধর্মাচরণ ॥
 পরধনে লোভ করে পাপপুণ্য হয় ।
 মর্যাদিক জনের মর্যাদা যেন রয় ॥
 উষ্ট্র গজ অশ্ব আদি আছয়ে অসংখ্য ।
 রত্ন সমধিক কর রাত্রি দিন রক্ষা ॥

রাজনীতি বীরে কয়্যা রাজ্যের ঠাকুর ।
 লখ্যাকে দিলেন সঁপে নিজ অন্তঃপুর ॥
 বিপত্ত্য সাগরে পার তুমি কর যদি ।
 আনন্দে হাকঙে যাই সাধিতে উপাধি ॥
 তোমাকে দিলেম সঁপ্যা এ চারি তরুণী ॥
 ঘোবনে জীবন দিয়া রাখিবে যামিনী ॥
 চিত্রসেনে না করিবে চক্ষের আয়ড় ।
 স্বামীভাব সমান রাখিবে সাত গড় ॥
 লখ্যা বলে প্রাণপণে লবণ শুধিব ।
 অন্তমত করিলে সবংশে নাশ হব ॥
 অধম দেখিয়া দয়া কর্যাচ আপুনি ।
 কি দিয়া শুধিব ধার আমি অভাগিনী ॥
 এতেক শুনিয়া সেন লক্ষার বচন ।
 অন্তঃপুরে গেলেন আনন্দ মনে মন ॥
 প্রীতি নীত বুঝান প্রেয়সী চারিজন ॥
 পত্নীর প্রভুত্ব লেখে পারিজাতহরণে ॥
 রাত্রিদিন শ্রবণ করিবে রামায়ণ ।
 অতিথে ওদন দিবে হয়্যা একমন ॥
 পতি পত্নী উভয়ের পাপ পুণ্য ফলে ।
 ধর্মপত্নী ধর্ম যজ্ঞে ধর্মশীল হল্যে ॥
 নিশিদিন নিয়ম করিবে নিরামিষ্ট ।
 দয়ার ঠাকুর দেখা দিবেন অবশ্য ॥
 ধরামরে ভক্তি কর্যা ধর্মে রেখা মতি ।
 পশ্চিম উদয় হব পঞ্চদশ তিথি ॥
 এত শুষ্ঠা চারি রানী আকুল পরান ।
 অবনী লোটায়্যা কান্দে অঝোর নয়ান ॥
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা যার ধর্ম ।
 শ্রবণে সন্তাপ যায় সিদ্ধ হয় কর্ম ॥২৩৭॥

স্বামী বিনা সীমন্তিনী স্বপনের ভাষা ।
 উদয় দেখিতে যাব এই মনে আশা ॥
 অনিত্য সংসার বলে অকাল মরণে ।
 দয়াল কেমন হরি দেখিব নয়নে ॥
 লাউসেন কন তবে নয় হেন বিধি ।
 যুবতীর যৌবন যামিনী কাল নদী ॥
 দারা সঙ্গে দেবার্চনে দৃঢ় নয় মন ।
 পশ্চিমে উদয় হব পূর্বের পুষ্প ॥
 চারি রানী তখন চরণে গড়ি যায় ।
 মহাভারতের কথা মন দিবে তায় ॥
 পাঁচ ভাই পাণ্ডব পাশায় কৈল পণ ।
 দেখ সঙ্গে দ্রুপদনন্দিনী গেলা বন ॥
 রামায়ণ উপাখ্যান রচিত বাল্মীকি ।
 রাম গেলা বনবাস সহিত জানকী ॥
 সেন কন শুষ্ঠাচ সম্যক রামায়ণ ।
 অরণ্যে হরিল সীতা অবোধ রাবণ ॥
 ঘরে বসে কৃষ্ণকথা শ্রবণে পুরাণ ।
 পশ্চিম উদয় দিব প্রভু ভগবান্ ॥
 ছুরাচার কদাচার না হয় যেন দেশে ।
 মা বাপের তত্ত্ব নিবে প্রতি মাসে মাসে ॥
 বচন বলিয়া সেন হল্যান বিদায় ।
 সামুলা মাসিকে ডেকে কন সমুদায় ॥
 স্বধর্মে সামুলা হল্য সত্যের আমিনি ।
 নিবেদন করেন ময়নার গুণমণি ॥
 আমি বড় অভাগা অবনী লোক নিন্দি ।
 বিধিবশে বাপ মা গোড় দেশে বন্দী ॥
 বিপত্ত্য সাগরে পার তুমি কর যদি ।
 কেমনে উদয় দিব কহ তার বিধি ॥
 সামুলা বলেন বাছা তবে সাধু গুণ ।
 বিষম ধর্মের ঘর বিষের আগুন ॥

যুগে যুগে আমি রে ধর্মের ব্রতদাসী ।
 পশ্চিম উদয় দিব প্রতি কালনিশি ॥
 মনে দৃঢ় কর্যাচি মানাব মায়াবীরে ।
 জাতিস্মরা আমি রে জৈমিনি মুনিবরে ॥
 সপ্তম জন্মের কথা মনে পড়ে সব ।
 গাজন সাজন কর সহিত উৎসব ॥
 কহিব পূজার ক্রম হাকণ্ডার কূলে ।
 করতার তুষ্ট অষ্ট কমলের ফুলে ॥
 বিধির বিহিত কাল বিলম্ব না সয় ।
 প্রতি কালে হতো চায় পশ্চিম উদয় ॥
 মাসির বচনে স্থখী ময়নার নাথ ।
 শুভকালে সাজন করিল সাংঘাত ॥
 জয় জয় ধর্ম জয় জয় নিরঞ্জন ।
 অরিত নাবিক তরি সাজায় তখন ॥
 ধূপ দীপ ধুনাথও ধবল চামর ।
 কর্পূর কনক সরা কাতি হীরাদর ॥
 অষ্ট ভাজা উপহার উড়ির তগুল ।
 মল্লিকা মালতী যুথী নানা জাতি ফুল ॥
 শঙ্খ ঘণ্টা সুবাণ্ণ সেবার কালে চাই ।
 বাড় মনোরথ সঙ্গে সুকপিল গাই ॥
 মণিময় মুক্তা হাতি মানিক যুগল ।
 পুরোহিত সঙ্গে চাই নাপিত কুশল ॥
 শারী শুয়া দুই পক্ষ সোনার পিঞ্জরে ।
 রাম নাম কৃষ্ণনাম হরিনাম করে ॥
 দ্বাদশ ভকিতা সঙ্গে দ্বাদশ আমিনি ।
 ধর্মের গাজন দেই জয় জয় ধ্বনি ॥
 ঢাকে কাঠি দিলেক বাইতি হরিহর ।
 রই ঘর চাপিয়া বসিলা সদাকর ॥
 সরণিয়ে স্তম্ভল শঙ্খচিল ভ্রমে ।
 শব শিবা সম্পূর্ণ কলসী দেখে বামে ॥

লোহিত বরণ বেট্টা নটা দুই কান ।
 পরিমল দন্তপাটি পিঙ্গল নয়ান ॥
 ব্যক্ত হয়। লাউসেনে সবিনয় বলে ।
 পশ্চিমে উদয় দিবে প্রতিকাল হল্যে ॥
 মহীতলে মোহিত মহিম মহারাজ ।
 সঙ্গে যাব হাকণ্ডে সাধিব কিছু কাজ ॥
 তিন দিন উপবাস তথির কারণ ।
 দেখিব দয়ার হরি দয়াল কেমন ॥
 ইন্দ্রের বকনা হেতু উপযোগ করি ।
 গোবিন্দ ধরিল। করে গোবর্ধন গিরি ॥
 রতিভঙ্গ দেখিয়া রুমিলা দেব রায় ।
 ঝড়বৃষ্টি উৎপাতে ঝকড় ব্যাঘ্র যায় ॥
 গোবিন্দে বিহিত বলে সহিত গোকুল ।
 শ্রীনন্দ যশোদা মনে চিস্তিলা আকুল ॥
 সমাহিত সাধন বোধন সেই কালে ।
 কৃষ্ণসেবা আরম্ভিলা কালিন্দীর কূলে ॥
 দ্বিজের বালক আমি দেবার্চনে যাই ।
 কৃষ্ণসেবা দেখিতে কোতুক ধায়াধাই ॥
 পঞ্চরসে প্রচুর পূজার আয়োজন ।
 লালস হইল দেখ্যা লুপ্ত বড় মন ॥
 ধরণী ধরিতে যায় নাই ধর্মধর্ম ।
 শাপ দিলা সেনে সূত স্থান কূলে জন্ম ॥
 বিধিযোগ বিনয় করিতে দিলা বর ।
 যামিনী প্রসাদ ফলে আমি জ্ঞাতিশ্বর ॥
 জন্মান্তরে কথা তায় আমি সব জানি ।
 চতুর্ভূজ হাকণ্ডে দেখিবে চক্রপাণি ॥
 এত শুণ্য লাউসেন অভিযোগ তায় ।
 আশ্র আশ্র বাছা বলা উঠালেন নায় ॥
 বন্দিয়া ময়ূরভট্ট আদি রূপরাম ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্মগুণগান ॥২৩৮॥

অনিল মিশালে নৌকা ছুটে ঐরাবত ।
 দিশারু মালুম কাঠে দিশা করে পথ ॥
 রাক্ষসা রাঘবদহ রেখ্যা কত দূর ।
 পার হয়্যা উদ্ভিপন পায় দেবাসুর ॥
 দেবাসুর দেউলে দেখিল দশভুজা ।
 যোগিনী ডাকিনী যার যোগে করে পূজা ॥
 তোয়ের তরঙ্গে তরি তারা যেন ছুটে ।
 চক্ষুর নিমিষে গেল চাঁপায়ের ঘাটে ॥
 শালে ভর দিয়া রঞ্জা হল্য থানি থানি ।
 চতুর্ভুজ যেখানে দেখিল চক্রপাণি ॥
 স্নান দান করিয়া চপলে চেপ্যা নায় ।
 তীরণ তপন দেখ্যা তারানদী পায় ॥
 দয়াপুরে দেখিল দ্বিভুজ রাধাশ্যাম ।
 সর্বজয়া সঙ্কেতমাধব সীতারাম ॥
 ত্রিযোগিনী রাখিয়া তাপিনী তপোবন ।
 কটকর্ণ নদীর কূলে কৃষ্ণ দরশন ॥
 কোশিকের কুটিরে কেবল পত্রাবলী ।
 বৃন্দাবন সমেত দেখিল বনমালী ॥
 নীলাচলে নীলচক্র দেখে লক্ষহাত ।
 বলরাম স্তভদ্রা দেখিল জগন্নাথ ॥
 দিগে দিগে লোক যত দরশনে যায় ।
 পিঠা ভাত প্রভুর প্রসাদ কিচা খায় ॥
 বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ বিচার কিছু নাঞি ।
 হাত পেতে অন্ন নেই চণ্ডালের ঠাই ॥
 সেতুবন্ধ রামেশ্বর সম্মুখ নিয়ড়ে ।
 দেখিল দক্ষিণ শিব দেউল ভিতরে ॥
 পরিসর পার হয়্যা পাইল মহানদ ।
 কৃষ্ণ অবতারে যথা হৈল কেশী বধ ॥
 উপমণি অগ্রদ্বীপ এড়িয়া তুরিত ।
 অন্তগিরি হাকণ্ডে হৈল উপনীত ॥

ত্রিভাব নাই তায় উপযোগ পর ।
 কেশরী কুঞ্জরে করে এক ঠাণ্ডি ঘর ॥
 হরিণ শাদূল চরে হয়। একযোগ ।
 অধর্ম আচার নাই অমৃতের ভোগ ॥
 সর্প কোলে নিদ্রা যায় শয়নে সাহুর ।
 ভাবে বস্ত্রে এক ঠাণ্ডি ভূজঙ্গ ময়ূর ॥
 সামুলা কহেন সেন সজল নয়ান ।
 এই বাছা হাকও প্রভুর আশু স্থান ॥
 সত্যযুগে রাউটি পাথরবান্ধা ঘাট ।
 কমল বিমল হীরা কনকের পাট ॥
 ধর্মসেবা বরণি সাধিল এইখানে ।
 বরুণ সাধিল পূজা বিধির বিধানে ॥
 সহস্র অর্জুন পূজা সাধিল মাদর ।
 দেবঋষি ব্রহ্মঋষি দেবতা কিন্নর ॥
 জয়যাত্রী সতে দেই জয় জয় ধ্বনি ।
 উচ্চরোল বাণ বাজে হাকও অবনী ॥
 ঢাকে কাঠি দিলেক বাইতি হরিহর ।
 বনজঙ্ঘ সকল বিকল বনাস্তর ॥
 তীরে উঠে তখন তরণি তোয়ে রাখি ।
 বন কাটে কামার বয়ড়া বাঘনখি ॥
 মালসিঙ্গ লতাফনি শিমুল আসদ ।
 আম জাম হরীতকী আউচ আকন্দ ॥
 বাবলা বাকস নিম বেড়ুচ বাঙ্গনা ।
 কাঞ্চন কেতকী চাপা করবীর মোনা ॥
 তপন তমাল তাল তেতুল ভেলাই ।
 শিরিস মাণ্ডিল্য কোলি সহকার সাঁই ॥
 বিপিনে ব্যাপিত ছিল বারি হল্য ধরা ।
 পুরটের চিত ভগ্ন পূর্বের দেহারা ॥
 নত হল্য জয়যাত্রী লাউসেন ভূপ ।
 প্রদক্ষিণ করিল প্রণাম যথারূপ ॥

পূজার হইল স্থল পঞ্চবিধি সার ।
 কপিলার গোময়ে করিল সংস্কার ॥
 বাঙ্কিল বেদিকা তায় বিচিত্র বিতান ।
 কনক মানিকে কৈল জগতী নির্মাণ ॥
 ঢাকে কাঠি দিলেক বাইতি হরিহর ।
 বেত হাতে নাচেন দুর্লভ সদাগর ॥
 সাংস্বর ভকিত্যা নাচে সমাহিত মনে ।
 ছড়াছড়ি পড়্যা গেল হাক ও সিনানে ॥
 শ্রীধর্ম পিরিতে হরি বল বকুজন ।
 মানিক রচিল গীত মুক্তিপদে মন ॥২৩২॥

বেটো বলে আজি হল্য বিধিভাব চিত্তে ।
 পাপ তাপ খণ্ডাইব স্নান কর্যা তীর্থে ॥
 জয়যাত্রী লয়্যা তবে লাউসেন রাজা ।
 স্নান দান তর্পণ করিল নিত্য পূজা ॥
 উচ্চরোলে বাজ বাজে হাক ও অবনী ।
 সেবায় বসিল সতে শুভকাল গুণি ॥
 সামুলা সম্মুখে বস্ত্রা সমাহিত মন ।
 পূজার পদ্ধতি ধরে পুরোধা ব্রাহ্মণ ॥
 ধূপদীপ ধুনা খণ্ড জলে সপ্ত বাতি ।
 জয় দিয়া পূজিল যুগের যুগপতি ॥
 ধর্মশীলা আমিনি মাথায় পোড়ে ধুনা ।
 শঙ্খঘণ্টা ঢাক ঢোল সঘনে ঘোষণা ॥
 নিশি দিবা লাউসেন নিরঞ্জন পূজে ।
 তপন তপস্তা যেন তপোবন মাঝে ॥
 উপবাস প্রতপ্ত নিয়ম অনাহার ।
 কৃপাযুত না হলোন প্রভু করতার ॥
 কান্দিতে কান্দিতে সেন করে অর্ঘ্যদান ।
 আমিনি ভকিত্যা কান্দে অঝোর নয়ান ॥

ওহে ধর্ম ঠাকুর দিনের দিবাকর ।
 প্রতিকালে পশ্চিম উদয় দেহ বর ॥
 গোকুলে গোবিন্দ তুমি গোবর্ধনধারী ।
 নিকুঞ্জ নিভৃত কুঞ্জে রাধার মুরারি ॥
 তুমি জল তুমি স্থল চরাচর তুমি ।
 তুমি সীতা তুমি রাম রাধাশ্যাম তুমি ॥
 আর বলে চারি বেদে অগতির গতি ।
 পুরাণে শুনেছি তুমি পাণ্ডবসারথি ॥
 আমি করি আশ্রয় পূজা হাকও নিয়ড়ে ।
 জগদাতা জননী যাতনা পান গৌড়ে ॥
 তাঁদের উদ্ধার কর এই মাগি বর ।
 পশ্চিম উদয় দেয় প্রভু গদাধর ॥
 বারটি ভকিত্যা কান্দে হাতে বেত বাড়ি ।
 জয় ধর্ম বল্যা বেটী যায় গড়াগড়ি ॥
 এক অর্থ দিলেন দুর্লভ সদাকর ।
 এথা গৌড়ে পাত্রেয় মুণ্ডে পড়িল বজ্রর ॥
 বরাসনে সভায় বস্ত্রাচাে বহুনাথ ।
 স্বরপুর সম শোভে শক্রের সাক্ষাৎ ॥
 গজমুক্তা গলায় গোকর্ণে করে মালা ।
 কপালে মানিক জলে করে নিশি আলা ॥
 সভায় পুরাণ পড়ে সদানন্দ দ্বিজ ।
 কেবল রাজার বাহ্য কৃষ্ণপদরজ ॥
 সভাজন সভে কান্দে শুভ্রা কংসবধ ।
 ময়না নাশিতে যুক্তি ভাবে মহামদ ॥
 ভাগিনা হাকও গেছে কিসের ভাবনা ।
 এই কালে বিনাশ করিব ভায় ময়না ॥
 মহল ডুবাব তার না রাখিব মাটি ।
 কালুকে ইনাম দিব কনকের ধটি ॥
 হোসেন হুসনে দিব চারি ভাগিনা বৌ ।
 মকরের চান্দে যেন থস্তা পড়ে মোউ ॥

ঋণশেষ শত্রুশেষ রাখা নয় তা ।
 চিত্রসেন নাতির গলায় দিব পা ॥
 এই যুক্তি অহুমান অহুক্ষণ চিত্তে ।
 কপট করিয়া কান্দে রাজার সাক্ষাতে ॥
 জিজ্ঞাসে নৃপতি পাত্র কিসের কারণে ।
 দীনহীন দ্বিজ শ্রীমানিক রস ভনে ॥২৪॥

পাত্র বলে তখন প্রভুত্ব নিবেদন ।
 লাউসেন ভাগিন্দ্ৰ আমার প্রাণধন ॥
 তোমার লবণ খায় তুমি অন্নদাতা ।
 এতদিনে বাম তাকে হইল বিধাতা ॥
 হাকণ্ডে উদয় দিতে গেল অহুকাল ।
 ময়নায় বিতথা হয়্যাচে মহীপাল ॥
 কনিষ্ঠা ভগিনী রঞ্জা কাঁরাগারে বন্দী ।
 অতএব তোমার কাছে এই হেতু কান্দি ॥
 গণ্ডা আস্তা নগরে কর্যাচে উপদ্রব ।
 ভাঙ্গেচে ভুবন গঞ্জ ভয়ে লোক সব ॥
 খরতর খড়্গ শিরে ক্ষিতি করে ভেদ ।
 কৃষ্ণপূজা তপ জপ কর্যাচে নিষেধ ॥
 দিবসে বিপিনে থাকে দেখা নাই দেই ।
 সাধ্য করি সহজে সমুখ তার নেই ॥
 পলায় সমস্ত লোক প্রাণ নাহি বান্দি ।
 কোথা ছিল পাপ রাহু গরাসিল চান্দে ॥
 পলাইল ব্রাহ্মণ পইতা গেল পড়্যা ।
 বৈষ্ণবের কোপীন বাতাসে গেল ছিড়্যা ॥
 তামলি পলায় তাঁতি করে হাকু পাকু ।
 হায় হায় উলুবনে হারাইল মাকু ॥
 যুবতী পলায়ে যায় হাতে কাঁথে পো ।
 কিবা হল্য কাল গণ্ডা কোথা ছিল গো ॥

প্রাণ ভয়ে পলায় কুমার ফেল্যা হাঁড়ি ।
 চরখা খাউই ফেল্যা পলাইল হাঁড়ি ॥
 বুড়ি বলে হায় রে বুড়ার মাথা খাই ।
 ছুটে যেতো টুটে এল্য আপদ বালাই ॥
 এইরূপে অহর্নিশি উপদ্রব করে ।
 স্বর্গপুরী শূন্য হল সেন নাই ঘরে ॥
 ছকুম তোমার পাল্যে হয় বরাবর ।
 নব লক্ষ দল সাজে গুণ্ডার উপর ॥
 রাজা বলে সঙ্গে যাব রাজ্যে রিপু বক্র ।
 নীলাচলে প্রভুর দেখিব লীলাচক্র ॥
 দরশন ভাগ্যফলে দ্বিতীয়ার রথে ।
 বলরাম স্তভদ্রা সহিত জগন্নাথে ॥
 পাত্র বলে তুমি গেলে বুঝি নাই ভাল ।
 অরাজকে রাজ্য নষ্ট মাক্কাতার হল ॥
 আমি গেলে গুণ্ডার আনিব অসিমণি ।
 বহুনাথ বলে তবে সাজায় বাহিনী ॥
 দক্ষিণ কালিনীকূলে দিব গিয়া থানা ।
 বিনাশ না হয় যেন সেনের ময়না ॥
 লাউসেন আমার কেবল প্রাণধন ।
 কালু বীরে ময়না করিবে সমর্পণ ॥
 পাত্র বলে নিবেদন পৃথ্বীনাথ আগে ।
 ভাল মন্দ আমাকে ভাগিনার দায় লাগে ॥
 কিন্তু নিব কাষ্ঠ হাঁড়ি বন্ধন কারণ ।
 কদলীর পত্র নিব করিতে ভোজন ॥
 এত বল্যা ঐমনি আনন্দে যায় পুর ।
 নব লক্ষ দল সাজে বাজে রতন তুর ॥
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে বাঁকুড়ারায় সখা ।
 দ্বিজরূপে দয়া কর্যা দিলে যারে দেখা ॥২৪১॥

মণিরাম রায় সাজে মাকাতার নাতি ।
 হাজার বন্দুকী সাজে বিংশতি পদাতি ॥
 নামজাদা সিকাই সর্দার কত সাজে ।
 জোড়া শিঙ্গা জয় ঢাক জয় ঘণ্টা বাজে ॥
 ভগীরথ রায় সাজে ভূপতির মামা ।
 উভুদলে সাজনি উটের পিঠে দামা ॥
 কেহ বলে ধর ধর কেহ বলে মার ।
 ফরিকাল ফলদে ফাঁছনি সাত বার ॥
 কোচের ভূপতি সাজে নাম তার কালু ।
 আতর ছত্রিশে করে আচ্ছাদিত তরু ॥
 পর্বতীয় ঘোড়ার পুরটে বান্ধা ক্ষুর ।
 দড়বড় করিয়া চলিল দূর দূর ॥
 ঢালি পাকি সাজিল হাজার তিন সাড়ে ।
 ফণিমণি উপরে অবনী খান নড়ে ॥
 রাজ্যধর রায় সাজে রামসিংহের খুড়া ।
 চাপড়ে উড়াতে পারে পর্বতের চূড়া ॥
 শতাষ্টে সিকাই সঙ্গে শাদিধর কুড়ি ।
 উভুদলে অশ্বের উপরে দড়বড়ি ॥
 দলপতি রায় সাজে দলুইপুরে ঘর ।
 কমল সর্দার সঙ্গে কুশল পাতর ॥
 সুবাদার যাহার সঙ্গেতে শয় শয় ।
 জোড়াশিঙ্গা হাতীর উপরে জয়জয় ॥
 মন্তরাজ্য সাজিল মাতঙ্গে দিয়া বার ।
 নয় অষ্ট কোল সাজে নগদি হাজার ॥
 বাঘার বাগতি সাজে বলে অহিঘট ।
 চোখ চোখ হেতার বান্ধিল চটপট ॥
 হাসন হসন সাজে হাতীর উপর ।
 সাজ্য্য গায় মজা পায় হাতে চাপ শর ॥
 বাইশ হাজার খোজা বিশাশয় মিত্রা ।
 টাঙন উপরে তাজি টাটু যায় সুরা ॥

মোগল পাঠান সাজে খানসামা কাজি ।
 মুস্তকিম সেকজাদা মীর মদ গাজি ॥
 চাপে চাপ হইয়া চলিল কানে কান ।
 নগের উপরে ডকা নগিরা নিশান ॥
 রাজীব ঘোষাল সাজে রাজপুরোহিত ।
 সমরে শমন সম বিচারে পণ্ডিত ॥
 গঙ্গাধর ভাট সাজে আর ভিখা মেট্যা ।
 পয়মাল হেতারে পাষাণ পেলে কাট্যা ॥
 অন্ধকারে প্রথম যামিনী যায় ঘোর ।
 গাঁটকাটা গেঁঠার সাজিল জুয়াচোর ॥
 কালুমালি কামলি সাজিল কতজন ।
 ভেকধারী ভিক্ষা আশে ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ ॥
 এই রীতে সেজে চলে ন লাখ নস্বর ।
 লাফ দিয়া পাত্র উঠে নগের উপর ॥
 পথে কত অমঙ্গল পদ্ধতিয়া দেখে ।
 কলস্বরে প্রক্ষড়ালে কালপেঁচা ডাকে ॥
 খাতা খাতা শৃগাল দক্ষিণে খায় মড়া ।
 কাল ডাকে মাথায় কঙ্কাল মানে বেড়া ॥
 না মানিয়া বিরোধ নিদান ভেব্যা যায় ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা বাঁকুড়ারায় ॥২৪২॥

দড় বড় দম্পই	অবনী কম্পই
দলবল দহুজ নির্ঘাতঃ ।	
মোহি মহী পর	অবতহি লুটই
তুরঙ্গ কুঞ্জর সাথঃ ॥	
মহীপর উপরে	ঘন ঘন দাপই
ভাগই খরতর চাপঃ ।	
তরয়ার তৈছলে	আনব বাম্পই
হানই রিপুকুল দাপঃ ॥	

অবসরে এক দণ্ড মোকাম যেখানে ।
 কত শত পুথুর শুথায় জল পানে ॥
 পিরিস মেলাগড় পার হয়্যা যায় ।
 আমিন্কার সরাই দিয়া অশ্বরাকা পায় ॥
 রাঙ্গামেট্যা মান্দারণ বাম দিকে রাখি ।
 দেবীচক উসতপুর পায় দেখাদেখি ॥
 পাত্র ভাবে তখন প্রবন্ধ পরিণাম ।
 কালিনীর কূলে সেনা করিল মোকাম ॥
 সন্ধ্যাকাল অতীতে সহরে দিব হানা ।
 বলে ছলে কৌশলে বাণ্ড করে মানা ॥
 শিঙ্গাদার যতপি শিঙ্গায় দেই ফুক ।
 পারা জালা পাবকে পোড়াব তার মুখ ॥
 নিশান বাজায় যদি না শুনে নিষেধ ।
 কালীর খর্পরে তার কেট্যা দিব ছেদ ॥
 কাড়া পড়া দগড়ে কাসার দিলে কাঠি ।
 মহিসার বুকে তার তুলে দিব মাটি ॥
 এইরূপ অনেক করিল আসতাড়া ।
 থাকুক অস্ত্রের দায় নাহি সরে ঘোড়া ॥
 উত্তরে রাজার সেনা অবধা অবনী ।
 ছসারি দোকান দিয়া বসিল দোকানী ॥
 কেহ কিনে চালু ডালি কেহ কিনে হাড়ি ।
 গব্য কিনে ভব্য লোক গাঁঠে যার কড়ি ॥
 রন্ধন ভোজন কর্যা পঞ্চ রস খায় ।
 হরিষে উন্নত কেহ হরিগুণ গায় ॥
 যতেক অকর্ণ বেদ এক ঠাঞি থানা ।
 হরিষে পাকায় রুটি হাসনের নানা ॥
 এক রুটি পাইলে হাজার মিক্রা খায় ।
 সমরে হইতে যায় স্মরণে খোদায় ॥
 পাত্র বলে গঙ্গাধর প্রাণ সমতুল ।
 বিশেষ বিষয়ে ভাই বুদ্ধি হয় মূল ॥

কালুর ভবন যায় করিয়া কপট ।
 শুধাইবে সুধাধরে কহিবে মকট ॥
 কর্ণসেন রঞ্জা মল্য রাজকারাগারে ।
 পাত্র শোকে পরান ধরিতে নাঞি পারে ॥
 হাকঙে লাউসেন মল্য হয়্যা আশ্রুঘাতী ।
 চিন্তা নাই করে মরে চিত্রসেন নাতি ॥
 সফল কপাল হল্যে সকল সুসার ।
 তোমাকে দিবেন রাজা রাজত্ব ময়নার ॥
 ইহার অধিক কার্য অসত্য বচন ।
 ভেট ভরে লয়্যা যায় ভূরি আয়োজন ॥
 ভাট বলে যাতে নারি ভয়ে কম্পবান্ ।
 কালুর নিকটে নাঞি কৃতান্তের মান ॥
 তাকে চেয়্যা লখ্যা আছে বাঘিনীর রাগ ।
 চাপড়ে নিবেক প্রাণ যদি পায় লাগ ॥
 মাপ কর মহাপাত্র প্রাণ বড় ধন ।
 বিধাতা বিমুখ হল্যে বিখেড়ে মরণ ॥
 পরিজন পুষিব পরের ধর্যা হাল ।
 কাজ নাই ইনাম বন্ধির ইরসাল ॥
 গুণে বলে গুণিন হইলে গুণ গায় ।
 বহু পাল্যে বীর কালু বশ হয়্যা যায় ॥
 তবে ভাট তখন ত্বরিত করে সাজ ।
 করে আলো কপালে মানিক মণিরাজ ॥
 শিরে বান্ধে হুচেল সুবর্ণ ধায়্যা জরি ।
 নব বলাহকে যেন মঞ্চলে বিজুরি ॥
 দীপ্তি করে দুর্কর্ণে দু গজমুক্তা ফল ।
 কনক কমলে যেন ফুটিল কমল ॥
 শুচিকাবাই গায় পায় মকমলি ।
 যমধর কাটারি কোমরে গঙ্গাজলি ॥
 অবিসার আনন্দে দোলায় আরোহণ ।
 চলে ভাট চপলে চিন্তিয়া নারায়ণ ॥

ভেট আয়োজন লয়ে আগু পাছু ভারি ।
 তবে পার কালিনী হইল চেপে তরী ॥
 সহরের শোভা দেখা স্বখী হৈলা ভাট ।
 কিবা সে মথুরাকান্তি কিবা সে বিরাট ॥
 হস্তিনা নগর কিবা কিবা হরিদ্বার ।
 ধন্য ধন্য লাউসেন ধর্ম অবতার ॥
 বাইশ রাজার গল্প পার হয়্যা যায় ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা বাকুড়ারায় ॥২৪৪॥

বাহির মহলে বস্ত্রাচে বীর ।
 ধরণী উপরে ধনুক তীর ॥
 শিরে বনটোপ স্বেচেল গায় ।
 খাসা মকমলি পাছুকা পায় ॥
 ঘন গৌফে তার ঘুরায় আখি ।
 পদ্মপত্রে যেন থঞ্জন পাখি ॥
 মুখে ঘোরতর গভীর ডাক ।
 ভয়েতে না মরে ভাটের বাক ॥
 করে কলস্বরে কবিতা পাঠ ।
 রাজ্য গৌড়েশ্বর রাজার ভাট ॥
 আছেন সেখানে অনন্ত রূপা ।
 কালু বীরে কালী করুন কৃপা ॥
 বিরলে বলিব বিশেষ কথা ।
 শুভ্রা সিংহ কালু হুয়ায় মাথা ॥
 পুনরপি ভাট প্রবন্ধ ভাষে ।
 নিশক হইয়া নিকটে বস্ত্রে ॥
 বসিতে আসন দিলেক বীর ।
 যথাবিধি হেতু জিজ্ঞাসে ধীর ॥
 চিত্ত নিরমল অবশে হিত ।
 মানিক রচিল মধুর গীত ॥

নাঞি কিছু জ্ঞান না জানি মর্ম ।
 দ্বিজরূপে দেখা দিলেন ধর্ম ॥
 হকুম হইল রচিতে পুথি ।
 বার দিনে সাদ্ধ এ বারমতি ॥
 সন্তে বল হরি সামুয়া কাম ।
 বৈকুণ্ঠে হবেক বিষোগ ধাম ॥২৪৫॥

ভাট বলে ভাগ্য ফলে ভগবান্ সখা ।
 কতু না খণ্ডন যায় কপালের লেখা ॥
 কপাল বিরুদ্ধ হলো কৃষ্ণ দুখ দেন ।
 নব খণ্ডে হাকণ্ডে মর্যাচে লাউসেন ॥
 কর্ণসেন রঞ্জা মল্য রাজ্জকারাগারে ।
 মহাপাত্র সেজ্যা আল্য ময়না উপরে ॥
 নব লক্ষ দল সন্ধে নিয়োগ প্রকাশ ।
 অকাল কুজ্জাটি যেন ঢাকিল আকাশ ॥
 বীর বলে তবে আর বৃথা বীরপনা ।
 নিমিষে না কাটি তার নব লক্ষ সেনা ॥
 আমার প্রতাপে অষ্ট কুলাচল কাঁপে ।
 আজি জিতে ময়না প্রবেশে কার বাপে ॥
 ভাট বলে ভব্য হলে ভবে নাই আন ।
 আগে পাত্র তোমার কর্যাচে সহমান ॥
 সুরাপান করিতে ইনাম শত টাকা ।
 ভেট তার সুরসন ভূষণ পটুকা ॥
 ময়নার রাজত্ব দিবেন মহীপাল ।
 প্রায় বৃদ্ধি কালু তোর প্রসন্ন কপাল ॥
 মনোবাঞ্ছা মহাপাত্র দিতে চান কি ।
 পাত্রের জামাই হবে পরে আর কি ॥
 ভুল্যা গেল কালু বীর ভাবে মনে মনে ।
 বাড়িল আনন্দ বড় বিবাহের নামে ॥

আমি হেন অভাজন অবোধ আকৃতি ।
 অনন্ত পাত্রে সদা উচ্ছিষ্টের গতি ॥
 পান দিয়া তখন ভাটের পায় ধরে ।
 এসব শুনিল লখ্যা থেকে অন্তঃপুরে ॥
 ধর্মপথ লজ্জিলে ধনের দেখা মুখ ।
 পরিণামে রৌরব নরকে পাবে ছুখ ॥
 ধনপ্রাণ লাউসেন ধর্ম যার সখা ।
 পুণ্যফলে অভাগী পায়্যাচি তাঁকে দেখা ॥
 কালু কয় আত্মবুদ্ধি কিন্তু শুভকরী ।
 বনিতার বুদ্ধি হতো বিপত্ত্যে না তরি ॥
 কৈকেয়ীর বুদ্ধি রাজা করিয়া গ্রহণে ।
 রাম হেন গুণনিধি পাঠাইল বনে ॥
 স্কন্ধার বুদ্ধি শুভা শাস্ত্র হলা করী ।
 দক্ষিণার বুদ্ধি হতো দারুণময় হরি ॥
 পরবুদ্ধি শুনিলে পাতাল যেতো হয় ।
 আজি তোমার বুদ্ধি হলা আপদ সঙ্কয় ॥
 বন্ধের ঈশ্বর রাজা তার সঙ্গে বাদ ।
 সেন কি আসিবে ফিরে হেন মনে সাধ ॥
 এতেক বচন লখ্যা শুভা অবিসার ।
 বিনয় করিয়া বীরে বলে বার বার ॥ অত্র ভনিতা ॥২৪৬॥

করতার কর পায় ভরসা কেবল ।
 অন্তকালে চরণকমলে দিয় স্থল ॥
 জন্মিয়ে শয়ান ভূমে জন্ম যায় বৃথা ।
 অল্পকালে পুত্রশোক অবোধ বিধাতা ॥
 হৃকূল চাহিয়া বুলি দেখি অন্ধকার ।
 পুত্রশোক সমান যন্ত্রণা নাহি আর ॥

পড়িয়া বীরের পায় ।
 কান্দে লখ্যা উভরায় ॥

পূর্ব হৃৎ পড়ে মনে ।
 অন্ন না জুটিত মনে ॥
 রমতি নগরে ঘর ।
 পড়শি স্ববাসী পর ॥
 সদাই শূকর সঙ্গে ।
 ভ্রমিতে ক্ষুধিত অঙ্গে ॥
 আছিলে অনাথ নাথ ।
 কোপীন কলার পাত ॥
 ছিল হুগলের কুড়্যা ।
 অনিলে ঘাইত উড়্যা ॥
 শয্যা না জুড়িত শুতে ।
 আমানি খাইতে গর্তে ॥
 অভাগী সঙ্গের মাথী ।
 কষ্টে পেয়াচি যে কতি ॥
 আছিল কপালে লেখা ।
 সেনের সহিত দেখা ॥
 আনিল আপন দেশে ।
 করিলা থগুন ক্রেশে ॥
 ইবে পূর্ণ অভিলাষ ।
 পরিধান পটুবাস ॥
 ভবনে দুই তিন ঘোড়া ।
 শোভা অঙ্গে স্বেচল জোড়া ॥
 সিনান স্নগন্ধি জলে ।
 অন্ন থায় স্বর্ণ থালে ॥
 শয়ন রতন খাটে ।
 রাজত্ব রাজার পাটে ॥
 এ সুখ সম্পদ যত ।
 কি জানি লাগিল তিত ॥
 দ্বিজ শ্রীমানিক গায় ।
 সদা সখা বাকুড়ারায় ॥২৪৭॥

ময়না তোমার হাতে কর্যা সমর্পণ ।
 সেন গেল হাকঙে সেবিতে সনাতন ॥
 যদি আজি জাতিকুল না রাখিবে তার ।
 পরকালে কেমনে হইবে তবে পার ॥
 মরি মরি যার ধনে মনে অভিলাষী ।
 দিবারাত্রি হুকুম জোগায় দাসদাসী ॥
 তাঁর শত্রুর সহিত করিতে চাহ ভাব ।
 গজমণি ত্যাজিয়া গোবর হয় লাভ ॥
 বীর বলে বিরূপ বিধাতা এত দিনে ।
 পলাইয়া থাকি চল পদ্মার বনে ॥
 কুলা পেথ্যা বুনিয়া করিব ঠাকুরাল ।
 আর না লইতে পারি এসব জঞ্জাল ॥
 এতেক শুনিয়া লখ্যা অতুচিত বলে ।
 কাঞ্চন বেচিবে কেন কাঁচের বদলে ॥
 ধিক্ ধিক্ তোমার বীরত্বে ধিক্ ধিক্ ।
 ভেকের নিকটে হলা ভুজঙ্গের ভিক ॥
 শুধিব সেনের হুন সাধিব সাধনা ।
 মরণ অবধি আমি রাখিব ময়না ॥
 বীর বলে বুদ্ধি নাই বিপদ সময় ।
 পার যদি প্রিয়া গো পরান তবে রয় ॥
 লখ্যা বলে যখন ছিলাম বাপঘরে ।
 চোদ্দ গাছ তালকে বিঁধ্যাচি এক শরে ॥
 থুলি লাফে পের্যাতাম খালুয়ের থানা ।
 আগুরস তোমার বিশেষ আছে জানা ॥
 তের তিন বয়সে হইল তের ছেল্যা ।
 শরে বিদ্ধে দুফার করিতে পারি শিলা ॥
 কালু কয় সকল সহিতে হয় কালে ।
 তবে হয় প্রত্যয় তরুণী তোর বলে ॥
 তের হাত পাথর দৈশান গড়ে পড়্যা ।
 পার যদি বিদ্ধিতে প্রথম শর জুড়্যা ॥

তবে করি মগ্ননা তোমাকে সমর্পণ ।
 নয় তবে ধিক্ ধিক্ লখ্যার জীবন ॥
 ডাকে বলে ডুমনি ডরাই নাঞি তাকে ।
 ধনুঃশর আনিতে ধাইল ঘরমুখে ॥
 বীর বলে বটে ভাল ধনুক আমার ।
 আই আই লখ্যা বলে আছাড় আকার ॥
 এমন ধনুক বীর ধরি নাই আমি ।
 তুলা ফুড়ে তিন বেলা তেলির রমণী ॥
 তোমার ধনুক বীর তোমাকে সে আন ।
 চড়া দিতে এখনি হবেক চারি খান ॥
 ঘরে তোলা আছিল ধনুক ঘোরতরা ।
 টঙ্কারে ছঙ্কারে ছাড়ে টলবল ধরা ॥
 ঝুলি ঝাড়্যা বসনে ঝটিত মেজ্যা তুলে ।
 তৈরফ করিল তবে তিন বার হলে ॥
 কাল ধামি বাঁসখান কাঁসড়ের চড়া ।
 গাঁঠে গাঁঠে চুনি হীরা গজমোতি বেড়া ॥
 স্বামী আগে সম্মুখে সম্ভাষ করে সতী ।
 গুণ দিতে ধনুকে কইলা বহুমতী ॥
 হেদে গো ডোমের বেটি হেটে ধর হল ।
 সহিতে না পারি তেজ শরীর আকুল ॥
 কুরুক্ষেত্র সমরে কৌরবকুল বাদী ।
 ধর্মময় যুধিষ্ঠির ধনঞ্জয় আদি ॥
 ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য ভুবনে পূজিত ।
 যার তেজে যমরাজ জীবনে কম্পিত ॥
 ধনুকের হল তার ধর্যাচি মাথায় ।
 তোর তেজে ত্রিপুর তরণী বুড়্যা যায় ॥
 ধরণী উপরে হল লপর ধরিয়া ।
 গুণবতী গুণ দেই গৌরব করিয়া ॥
 ঘন ঘোর বদন ঘুরায় ঘোর আখি ।
 প্রাণনাথ কোথা হে পাথর চল দেখি ॥

ভাট আগু বীর পাছু ভাবিয়া ঈশ্বর ।
এক লাফে লখ্যা গেল যেখানে পাথর ॥ অত্র ভনিতা ॥২৪৮॥

পাথর দেখিয়া রামা পরিতাপ মন ।
চিন্তা করে একচিত্তে চণ্ডীর চরণ ॥
বেদে বলে বিপদনাশিনী তুয়া নাম ।
রামে হল্যে সদয় রাবণে হল্যে বাম ॥
ব্রহ্মার জননী তুমি বিশ্বের কারণ ।
নন্দের নন্দিনী হল্যে নিদান সাধন ॥
কংসভয়ে কৃষ্ণে কৈলে কালিন্দীর পার ।
অনন্ত তোমার মায়া মহিমা অপার ॥
সদয় হলোন কালী সাক্ষ্যদায়িনী ।
বাণমুখে ঝলকে ঝলকে উঠে অগ্নি ॥
ইঙ্গিত করিয়া বীরে বলে ইন্দুমুখী ।
প্রাণনাথ তবে হে পাথর তুল দেখি ॥
সোজা কর্যা ধরিলে সন্ধান করি বাণ ।
পাছে হয় হেয়ত্ব পাত্রেব বর্তমান ॥
এত শুষ্ঠা অশুচিত অবলাবচন ।
পাথর তুলিতে বীর প্রবেশে পবন ॥
কসাকসি দণ্ড চারি করিল বিস্তর ।
রুধির নিকলে মুখে না নড়ে পাথর ॥
ক্রোধভরে কলেবরে কালঘাম পড়ে ।
হায় হায় হেয়ত্ব হইল বল্যা ছাড়ে ॥
রাগে বলে রমণীকে রসি লো ডুমনি ।
একবার ধ্যান করি অশ্রুনাশিনী ॥
সর্বকাল থাকে নাই সমুদ্রের জল ।
প্রতি কালে হত হয় পুরুষের বল ॥
লখ্যা বলে না কর্যা সেনের অমাননা ।
রাজা হয়্যা রাজ্যে থাকি রাখিলে ময়না ॥

ভারথ পুরাণ কথা ভেব্যা দেখ মনে ।
 ধর্মহীন হইলে বিনাশ ধনে জনে ॥
 এতেক কহিয়া বীরে অভিযোগ বাণী ।
 পাথর তুলিতে লখ্যা চলিল আপুনি ॥
 বাম হাতে করিয়া ধরিল বলবতী ।
 অষ্ট কুলাচল কাঁপে আই কাল ক্ষিতি ॥
 বার তিন লুফিয়া বীরের পানে চায় ।
 দেখ্যা ভয়ে ভাটের পরান উড়্যা যায় ॥
 তবে সে পাথর খান তুল্যা রাখে গড়ে ।
 হান হান হাকুনি হুকার ঘন ছাড়ে ॥
 বীরদাপ সঘনে বজ্রের সম বলা ।
 চমকিত ত্রিভুবন চঞ্চল অচলা ॥
 ধনুকে জুড়িয়া শর ধ্যান করে কালী ।
 বিপদে উদ্ধার কর বিশালা বাহুলী ॥
 শর ছেড়্যা সিংহিনী সমান শূন্যে যায় ।
 হুকার হইল শিলা কালীর কুপায় ॥
 অনিল মিশালে বাণ উঠে গিয়া স্বর্গে ।
 মহুন্ম গণিতে পারে পাষাণীর মার্গে ॥
 রামকৃষ্ণ গোপাল গোবিন্দ দামোদর ।
 প্রবেশিল পাতাল প্রবেশ কর্যা শর ॥
 ত্রিভুবন ভ্রমণ করিয়া তার পরে ।
 নিষ্পথে ঠেকিল গিয়া লঙ্কার দুয়ারে ॥
 লখ্যা বলে ভাটের কাটিব নাক কান ।
 শুধিব সেনের হুন সাধিব সম্মান ॥
 ভয় পেয়া ঐমনি ভাটের পলায়ন ।
 গড় করি গোসাক্ষি গোবিন্দ নারায়ণ ॥
 তাড়াতাড়ি লখ্যা গিয়া ধরে তার জটে ।
 বীর বলে দূতে দণ্ড দিতে নাই ঘটে ॥
 মহাভারতের কথা শ্রবণে মোহিত ।
 যুধিষ্ঠির জয়দ্রথে যেমন বিহিত ॥

স্বামীর বচনে লখ্যা সম্ভাবিল আন ।
 ভাগ্যফলে বেঁচ্যা গেল ভাটের পরান ॥
 পরিভ্রাণ পায়্যা ভাট পলায় অমনি ।
 উভরড়ে পার হল্য অজয়া কালিনী ॥ অত্র ভনিতা ॥২৪৯॥

পরান বিকলে যায় না চায় পশ্চাতে ।
 জামা জোড়া জলধর পড়্যা গেল পথে ॥
 দূরে হতো দেখ্যা পাত্র দুর্গতি ভাটের ।
 কেশ বেশ সব নাই কপালের ফের ॥
 ভাট বলে পরান বাঁচিল ভাগ্যফলে ।
 এত ছিল অপমান আমার কপালে ॥
 লখ্যার তেজের কথা कहনে না যায় ।
 সদা তাকে ভদ্রকালী আছেন সহায় ॥
 হট কর্যা বীরের সহিত হঠাৎকার ।
 জগদল পাথর বিক্রিয়া কৈল পার ॥
 কর্যাচে প্রতিজ্ঞা পণ কালু বীর সনে ।
 রাখিবেক ময়না আপুনি সেজ্যা রণে ॥
 পাত্র ভাবে তখন প্রভুত্ব রয় কিসে ।
 মন দিয়া শুন সতে ময়নার অংশে ॥
 বুঝিয়া কার্ঘ্যের গতি বচন মিহির ।
 ময়না লখ্যার হাতে সঁপে মহাবীর ॥
 বার ডোম সহিত তখন বেদকালে ।
 সুরাপান করিতে শুঁড়ির ঘর চলে ॥
 গায় মাথে রাজ্যামাটি গলে রক্তমাল ।
 ডানি কানে শোভা করে বকুলের ডাল ॥
 বাম হাতে ধনুক দক্ষিণ হাতে শর ।
 ছকায়ে মেদিনী কাঁপে হেট বিষধর ॥
 সহরের ঈশান বাহিরে শুঁড়ি পাড়া ।
 কালুর পড়িল গিয়া নিশানের সাড়া ॥

সুরা পান বিনা মুখে নাই সরে বাক্ ।
 শুঁড়ি মাসি বলিয়া সঘনে ছাড়িয়া ডাক ॥
 বাস করে একত্রে বাইশ ঘর শুঁড়ি ।
 মদ বেচ্যা সভার অযুত গৌঁঠে কড়ি ॥
 বারি হয়্যা শুঁড়িনী বিনয় বাণী বলে ।
 বেচা কেনা নাই বাছা বস্তা হে বাদলে ॥
 হাকণ্ডে গেলেন রাজা হত্যে হল বাধা ।
 সেই হত্যে বারণ করিতে সাদা বাধা ॥
 ক্রোধ হল্য কালুর কহিতে কয় ডেড়ি ।
 দেশে হতে দূর কর্যা দিব সব শুঁড়ি ॥
 শুঁড়িনী তখন কয় সম্পদে বিপদ ।
 ঘরে পোতা আছে বাছা ঘড়া সাত মদ ॥
 তুষ্ট হয়্যা কালু কয় তবে দিবে তাই ।
 মাসি বল্যা সদাই তোমার মুখ চাই ॥
 আমার অনন্ত ভাবে তুমি হয় ইষ্টি ।
 বিক্রীত তোমার কাছে আছি মোর গোষ্ঠী ॥
 প্রাণপণে উদ্ধারিব পড়িলে বিপদ ।
 শুঁড়িনী দিলেক আত্মা সাত ঘড়া মদ ॥
 সাত শির্যা লোহার শিকল তায় বেড়া ।
 সাত জন মাথায় করিল সাত ঘড়া ॥
 আনন্দে চলিল বীর অগাধ কেশরী ।
 সতিমিরে ঘন ঘোর প্রথম শব্দরী ॥
 মানিক রচিল গীত সখা মায়াধর ।
 নিসত্যা পাপীর মুণ্ডে পড়ুক বজ্র ॥২৫০॥

নিসটি দীঘির কুলে নিশা ভোগরাতি ।
 বার ডোম সহিত বীরের তায় গতি ॥
 মধ্যখানে বসাইল মদের কলস ।
 আগমোক্ত করিল অধিক অষ্টরস ॥

আখণ্ড কলার পাতে অষ্ট উপহার ।
 শল্লকীর মাংস তায় সংযোগ সাধার ॥
 একে একে নিগ্রহ করিল ছয় ইন্দ্র ।
 তবে করে কপালে তিলক অর্ধচন্দ্র ॥
 করিল পূজার ক্রম ক্রিয়াযোগশালী ।
 জোড়হাত হয়। বলে জয় ভদ্রকালী ॥
 কৈলাস ত্যাগিলা চণ্ডী দেখিতে কোতুক ।
 যোগিনী ডাকিনী সঙ্গে জয় ব্রহ্মমুখ ॥
 অধরে অধিকা রথে আনন্দে অঘোর ।
 ইন্দ্র বলে কালুর ভাগ্যের নাহি ওর ॥
 ভ্রম হলা বীরের ভক্ষণে আগুসার ।
 তুল্যা দেই বদনে তখন তিন বার ॥
 না যায় খণ্ডন কভু কপালের লেখা ।
 অমুখে বিরূপ হলা বিক্রোধে কালিকা ॥
 মোর পূজা না করিলে মত্ত মধুপানে ।
 কাটা যাবে সবংশে সহিত কালি রণে ॥
 সেবিলে আমার পদ সকল স্মার ।
 ইন্দ্রের উপরে বাছা হত্য অধিকার ॥
 অত্র দিন সেবিতে একান্ত ভেব্যা মনে ।
 কেন আজি পাস্থরিলে কিসের কারণে ॥
 ভক্তভাবে অধীনা ভক্তির বশ হই ।
 কয়্যা এত কৈলাসে গেলেন কৃপামই ॥
 মধুপানে মত্ত হইল কালু মহাবীর ।
 চল্যা যেতো ঢলে পড়ে চৌদিক অস্থির ॥
 কেহ ধর্যা কোল দেই কে রে বলা ডাকে ।
 মধু মাংস লয়্যা কেউ তুল্যা দেই মুখে ॥
 উন্মাদ হইল বড় আনন্দ বিসার ।
 শুঁড়ির সদনে যায়। স্নান চায় আর ॥
 না চিনে আপন পর নাঞি জ্ঞান দেয় ।
 জায়া বলে শুঁড়িনীকে কোল দিতে যায় ॥

শূন্য ঘরে এথা কেনে সাখায়ের মা ।
 আমার মাথায় তুমি তুলে দেয় পা ॥
 বহুতর বচন বলিতে বলে কি ।
 চারিদিকে পালায় শুঁড়ির বৌ কি ॥
 ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি হইল নগরে ।
 লঘুতর দেই গিয়া লখ্যার গোচরে ॥
 রাজ্যের কোটাল হয়্যা রাজধর্ম নাশে ।
 দেখি বড় অমঙ্গল রাজা নাই দেশে ॥
 তোমার পতির সতী মতিহীন হল্য ।
 এই পাপে রাবণ আমার ঐরী মল্য ॥
 এতেক শুনিয়া লখ্যা উভুরড়ে ধায় ।
 হাতে ধর্যা নাথের নিলয়ে লয়্যা যায় ॥
 বন্দিয়া ময়ূরভট্ট আদি রূপরাম ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্মগুণগান ॥২৫১॥

যেদিন হইতে সেন গেছেন হাকণ্ডে ॥
 পূজে লখ্যা কালিকা প্রত্যহ পারখণ্ডে ॥
 আয়োজন করিল অমল্য উপহার ।
 সুধাতুল্য নৈবিদ্য শর্করা শত ভার ॥
 চন্দ্রমুখী চয়ন করিয়া চাপা ফুল ।
 কমল কারণে গেল কালিনীর কুল ॥
 ওপারে রাজার সেনা করে উচ্চ রোল ।
 চারি পানে চায় লখ্যা চিত্তের বিভোল ॥
 ডাক দিয়া ডুমনি ডাগর ডাক ছাড়ে ।
 অন্তরীক্ষে লাফ দিয়া উঠে গিয়া গড়ে ।
 হেদে বেটা মহামদ গোড়ের নাবড় ।
 মরিতে আইলি কেনে ময়নার গড় ॥
 তোম নবলক্ষ দলে তুণ জ্ঞান করি ।
 হেল্য যাব এখনি হেতয়ার যদি ধরি ॥

ভাট গদাধর শুভ্রা ভয়ে কম্পবান্ ।
 সবিনয়ে পাত্রে বলে হবে সাবধান ॥
 কালুর রমণী আল্য কর্যা বীরদাপ ।
 চণ্ডর্যা ভণ্ডর্যা সেনা সভে চূপচাপ ॥
 আপুনি উঠিল পাত্রে এই বোল শুনি ।
 স্ববর্ণের চূড়ি লয়্যা স্বপট্টের ভুনি ॥
 লখ্যার নিকটে গিয়া বলে নিরাহিত ।
 এন্যাচি তোমার তরে ইনাম কিঞ্চিত ॥
 কালুকে করিব রাজা তুমি হবে রানী ।
 এক দণ্ড ছেড়্যা দেয় ময়না অবনী ॥
 লখ্যা বলে তোর মুখে তুল্যা মারি লাথি ।
 ধন মোর অতুল জিনিঞা ধনপতি ॥
 সোনারূপা স্বেচল সদনে আছে ঢের ।
 সেনের প্রভাবে মোর অভাব কিসের ॥
 আমি রাজা আমি প্রজা রাজ্যের ঈশ্বর ।
 মরিতে আইলি কেন ময়না নগর ॥
 এতদিনে বিক্রপ বিধাতা তোর পক্ষে ।
 কালীর করিব পূজা কেট্যা নবলক্ষে ॥
 লাউসেনে ধরাইব গোড়ের ছাতা ।
 দণ্ডেক বিলম্ব কর দেখিবি যোগ্যতা ॥
 ভয় হ'ল্য মাহুতার ভাবে মনে মন ।
 পূর্বমুখে পরান বিকলে পলায়ন ॥
 এক লাফে লখ্যা গেল আপন আলায় ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে শ্রীধর্ম সদয় ॥২৫২॥

বিপত্ত্য পড়িল ঘোর ঘরে নাই রাজা ।
 রণ জয় কর্যা তবে রক্ষণীর পূজা ॥
 বীরকে বলিব তব্ব বাড়িব সম্মান ।
 শুধিলে সেনের ধার সকল কল্যাণ ॥

এতেক করিল যুক্তি ইতরে অধিকা ।
 সমরে সাজন করে সঙরি কালিকা ॥
 রণটোপ মাথায় রতনমণি সাজে ।
 মুকুতার মোহন গাঁথনি মাঝে মাঝে ॥
 পয়োধরে কাঁচলি প্রচিত্র পরিচ্ছদ ।
 বিষ্ণুরথ লেখা তায় বকাস্বরবধ ॥
 ঢালে অঙ্গ ঢাকিল টকর পরিমাণ ।
 ফালি করে বান্ধিল ফাঁছনি তিন খান ॥
 অস্ত্রমণি উপরে উত্তান দিয়া কাঁপে ।
 কাট কাট নিঃস্বনে কটাক্ষে রিপু কাঁপে ॥
 কসিয়া কোমর বান্ধে কত ছন্দ পাগে ।
 পেটি সনে পটুকা পামরি তার আগে ॥
 কবচ কাবাই পরে কটক বিহর ।
 স্তবর্ণ শিখরে যেন শোভে শশধর ॥
 ঢল ঢল শব্দ করে ঢালের মুণ্ডর ।
 ঝুঝুঝু বাজে ছুপায় নুপুর ॥
 উড়া পাক সঘনে অনিলগতি যায় ।
 এক লাফে গড়ের উত্তর দিক্ পায় ॥
 কালিনী হইল পার ক্রোধে সমধিকা ।
 অস্ত্রসমরে যেন উন্নত কালিকা ॥
 মার মার করিয়া মাতিল মুক্তকেশী ।
 উর্যা ঢাল আততায়ী তরে লক্ষ্যে অসি ।
 কৃষিল রাজার সেনা রণে আগুয়ান ।
 হরি বোলে হাকুনি হকার হান হান ॥
 যুঝে লখ্যা ডুমনি জীবনে নাক্রি ভয় ।
 হাতী ঘোড়া পদাতিক হানে শয় শয় ॥
 অস্ত্ররীক্ষে আহবে অনিল যেন ছুটে ।
 সিকাপ সমরে সেনা সপ সপ কাটে ॥
 গোল হল্য গোলার শব্দে গুড় গুড় ।
 হাত নাড়ে ডুমনি হাতীর পড়ে গুড় ॥

সম্মুখ সমরে যুঝে সীতারাম দাঁ ।
 গোড়ে ইনাম যার বিশাশয় গাঁ ॥
 তার পাছে তুরগীর সোয়ার তিন শয় ।
 ঝন ঝন বাণের শব্দে ঝড় বয় ॥
 উত্তরে হাসন বীর যুঝে অনিবার ।
 সঙ্গে যার সেখজাদা সৈয়দ হাজার ॥
 পশ্চিমে পাঠান যুঝে পবন যেমন ।
 ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি তীর ঝড় বরিষণ ॥
 আঠার কাহন ঢালি এক ঠাঞি যুঝে ।
 তুরঙ্গ তুরঙ্গ ভোর তিরানই বাজে ॥
 এক লখ্যা সমরে হইল আটখান ।
 আরক্ত লোচনযুগ অরুণবয়ান ॥
 দশ বিশ জনের মুচুড়্যা ভাদ্রে ঘাড় ।
 কেহ বলে মরি মরি কেহ বলে ছাড় ॥
 - উত্তরে অঘোর বাজে অসি দড়মসা ।
 হইল বিকল কেহ হারাইল দিশা ॥
 বাঁশবনে বস্তা কেহ বলে রাম রাম ।
 অর্জুনতলায় কেহ খুঁজ্যা বুলে আম ॥
 এক ঠাই কাড়া বাজে আর ঠাই ডম্ফ ।
 লখ্যার প্রতাপে মহী অহি হল্য কম্প ॥
 ছমদাম চোটায় ছহাতে ধর্যা খাড়া ।
 পদাতি বারণ পড়ে পরিমাণ ঘোড়া ॥
 বড় বড় রাউতের বৃকে মারে তীর ।
 কত শত সিকায়ের শূন্তে হানে শির ॥
 বণস্থলে ক্রোধে তরঙ্গনদী বয় ।
 ভদ্র দিল রাজার লঙ্ঘরে হল্য ভয় ॥
 চারি মুখে পালায় চৌদিক অঙ্ককার ।
 ডাক দিয়া লখ্যা বলে ডাড়া এক বার ॥
 সিকাই পালায় ফেল্যা সরণিয়ে ঘোড়া ।
 কার গেল যমধর কার গেল জোড়া ॥

আছিল ধীবর পাঁকে লুকাইল জলে ।
 বেনাবনে বস্ত্রা কেহ রাম রাম বলে ॥
 মহিম করিয়া জয় মনে হরষিতা ।
 নিকেতনে লখ্য গেল শঙ্করীমানিতা ॥
 শিমুল্যার বিলে সেনা জড় হলা সবে ।
 ময়না করিতে জয় মহামদ ভাবে ॥
 মানিক রচিল গীত শ্রবণে মধুর ।
 এক মনে শুনিলে আপদ যায় দূর ॥২৫৩॥

অশেষ বিশেষ পাত্রে ডিদা চোরে কয় ।
 মন দেয় তুমি রে ময়না করি জয় ॥
 অর্ধেক রাজস্ব দিব এই সত্য বাণী ।
 আর দিব ইনাম ভাগিচার ছোট রানী ॥
 ডিদা বলে আমি শুনি চোরের বিদায় ।
 জয় দুর্গা আমাকে আছেন বরদায় ॥
 নিদাটী লাগাব আমি নগর সহিত ।
 বেড়িবে চৌবেড়ে ময়না বিশিষ্ট বাঙ্কিত ॥
 এতেক শুনিঞা পাত্র আনন্দে বিসার ।
 আগ না করিয়া কড়ি দেয় অষ্ট ভার ॥
 ডিদা মেটে চলিল অধিকা পূজিবারে ।
 উপনীত হৈল গিয়া হেমন্ত বাজারে ॥
 কামধন ছাগল কিনিল যথাবিধি ।
 উপচার অতুল্য নৈবেদ্য আসনাদি ॥
 একে নিশা ভোর রাত্রি অষ্টমীর ক্ষেণে ।
 স্নান কর্যা বসিল চণ্ডিকা আরাধনে ॥
 বলিদান দিয়া কৈল বিশেষ অর্চনা ।
 জপ করি সিদ্ধবিদ্যা যোগিনী সাধনা ॥
 কালরাত্রি কঙ্কালমালিনী কর দয়া ।
 পার কর এ সঙ্কটে দিয়া পদছায়া ॥

রাবণের সহিত রামের হলা বণ ।
 অকালে তোমার পূজা অতের কারণ ॥
 হরিহরে হইল সমরে হানাহানি ।
 রণে দিগম্বরী রাখিলে আপনি ॥
 হরিহর হিরণ্যগর্ভের তুমি মূল ।
 না আনি ভজন ভক্তি নাঞি জ্ঞান ধ্যান ॥
 করিল এতেক স্তুতি অবনত কায় ।
 বিশালাক্ষী বিশিষ্ট হলেন বরদায় ॥
 মোহন মুকুট মাথে গলে মুণ্ডমালা ।
 বা হাতে খর্পর কাতি বদন বিশালা ॥
 বর মাগ বলিয়া বলেন ভিদা চোরে ।
 ইন্দ্রের ইন্দ্র বাছা দিব আজি তোরে ॥
 নয় দিব হরিভক্তি নাঞি কিছু আন ।
 ত্রিভুবনে ভক্ত নাঞি তোমার সমান ॥
 ভিদা বলে জননী গো এই নিবেদন ।
 পরান পরানে যেন পাই দরশন ॥
 অপরঞ্চ এই বর মাগি এই পায় ।
 নিদাটী লাগয়ে যেন নগর ময়নায় ॥
 এত শুষ্ঠা ঈশ্বরী হল্যেন অধোমুখ ।
 ধর্মপুত্র লাউসেনে কেমনে দিব দুখ ॥
 অল্প বর মাগহ বাছা যে আছয়ে মনে ।
 ভিদা বলে পরান ত্যাজিব ইহা বিনে ॥
 অবোধ মাহুতা পাত্র ভাবে অকারণ ।
 বর দিলা বাণুলী বুঝিয়া তার মন ॥
 প্রায় হলা ময়না নগরে পরমাদ ।
 কৈলাসে গেলেন কালী করিয়া বিষাদ ॥ অত্র ভনিতা ॥২৫৪॥

ভিদা চোর সাজিল আনন্দে নাঞি আন ।
 পট্টবাস ত্যাজিয়া কোপীন পরিধান ॥

পিছল করিল অঙ্গ মেখে পূর্ণ তৈলে ।
 সিঁদকাঠি লইল সজীব কর্যা শৈলে ॥
 ইন্দুর গর্তের মাটি আনে এক মুটা ।
 জয় বলে কুম্ভকর্ণ যোগিনী সম্পুটা ॥
 অন্ধকার অবশেষ নিশি অতি ঘোর ।
 চারিদিকে সহর ভ্রমণ করে চোর ॥
 সিদ্ধবিদ্যা স্মরণে সজীব হলা মাটি ।
 সাতবার পরশ করিল সিঁদকাঠি ॥
 হর সিদ্ধি গুরুর চরণ হরিভাগ ।
 লাগ লাগ নিদাটী নগর জুড়া লাগ ॥
 দেবীর দোহাই তোকে দিষ্টে দিবি তুলা ।
 এত বল্যা তিন বার উড়াইল ধূলা ॥
 নিদাটী লাগিল লোক নিদ্রায় বিভোল ।
 হারাইল অমুক্তান অলসে অবোল ॥
 বচ্ছরের পরে কার ঘরে আলা পতি ।
 জাগিল মদন কোলে আনন্দে যুবতী ॥
 কোথা ছিল কালনিদ্রা কৈল আকর্ষণ ।
 পান হাতে পদ্মিনী পড়িল অচেতন ॥
 ছুয়ারে দাঁড়ায়ে চোর দেখে ঘটি বাটি ।
 সোনার প্রদীপ জলে শোভা করে ছুটি ॥
 তামুলি তামুক বেচে ভরপ বাজারে ।
 অলসে বিকল হয়্যা পড়িল অঘোরে ॥
 কাটনা কাটিয়া রাড়ি করে নিত্য ভাত ।
 চরখার উপরে পড়িল চিতমাত ॥
 তাঁতি ভেয়্যা তাঁত বুঝা তুল্যা ফেলে মাকু ।
 তাঁত গাড়ে তাঁতি পড়্যা করে হাকু পাকু ॥
 পত্তনের পোদ্দার পরখ করে কড়ি ।
 অচেতন নিদ্রায় অমনি গড়াগড়ি ॥
 কুতূহলে রন্ধন করিতেছিল কেহ ।
 উহ্নের উপরে অলস হলা দেহ ॥

ভোজনে বসিয়া কেহ ভাবে জনার্দন ।
 হাতে ভাতে পাতের উপরে অচেতন ॥
 বিনোদ্য বুড়ার কাছে বস্তা ছিল বুড়ি ।
 ধরাধরি অমনি ধুলায় গড়াগড়ি ॥
 অরাতি অবধি পক্ষ অচেতন জনে ।
 জলজন্তু যত সব নিদ্রা যায় জলে ॥
 কালীপূজা করে লখ্যা কায়মন বাক্যে ।
 নিশি দিবা জাগরণ নিদ্রা নাগ্রি চক্ষে ॥
 চমকিত হইল চোরের পায়্যা সাড়া ।
 ধরধর করিয়া ধরিল ঢাল খাঁড়া ॥
 পালাইল ভিদা চোর লইয়া পরান ।
 তাড়া দিতে তরাসে হইল আধখান ॥
 কালিনী হইল পার কামিকা ভরসা ।
 মানিক রচিল গীত মুক্তি পদ আশা ॥২৫৫॥

না পায়্যা লোকের শব্দ লখ্যা ভাবে মনে ।
 বুঝি পারা বিধাতা বিরূপ এত দিনে ॥
 একা আমি কি করিব আখেরে অবলা ।
 বীরকে জাগাতে হলা যা করে বিশালা ॥
 জিউ দিয়া সেনের রাখুক জাতি কুল ।
 পুরাণে দুর্লভ শুনি পরিণাম মূল ॥
 এই যুক্তি অহুমান অহুক্ষণ চিন্তে ।
 দড়বড় দ্রুত গেল দুয়ার জাগাতে ॥
 পূর্ব দুয়ারে গিয়া দেই পুষ্পজল ।
 তাম্রের তসলা তায় লোহার শিকল ॥
 জাগ জাগ রক্ষিণী বাণুলী জয়চণ্ডী ।
 উত্তর দুয়ারে গেল দিয়া রেখ্যা গণ্ডী ॥
 লোহার কপাট তায় তাম্রের তসলা ।
 জাগ জাগ জয়দুর্গা জয় মা মঙ্গলা ॥

পশ্চিম দুয়ারে দেই পাবাণের বিনি ।
 জাগ জাগ দশভুজা দুয়ারবাসিনী ॥
 দক্ষিণ দুয়ারে দেই দুসতি কপাট ।
 জাগ জাগ অষ্টভুজা অনন্ত বিরাট ॥
 জাগাইয়া চারি দ্বার জীবনে কাতর ।
 সস্তাপ করিয়া গেল সতিনীর ঘর ॥
 উঠ গো সতিনী বাট আর কিবা দেখ ।
 প্রাণপণে ময়না এবার যুঝ্যা রাখ ॥
 রাজা গেল হাকণ্ডে রাজ্যের দিয়া ভার ।
 ধর্ম রক্ষা করিলে শুধিতে হয় ধার ॥
 অমলা অপ্রিয় কয় আরে মোর আই ।
 কিসের চেটাস কর কার ধন খাই ॥
 সতিনী শেলের কাটা সভে বলে তিতা ।
 সত্য হত্যে রাবণ রামের হরে সীতা ॥
 সতিনীর সস্তাড়নে সন্ধ্যা গেল বন ।
 সোনা দিলে সোজা নয় সতিনীর মন ॥
 চিরকাল জানি আমি তোমার চরিত ।
 জলন্ত আগুনে কেন ঢেলে দেয় ঘৃত ॥
 স্বামীর স্মরণী তুমি সোনা ছলে কানে ।
 আমি পরি ছেড়া কাঁথা এই দুঃখ মনে ॥
 ভাগ্যহীনা হয়্যাচি ভাতার বাসে ভিন্ন ।
 একদিন না দিলেক পেটভরে অন্ন ॥
 মরে যদি মনের এখনি পুরে আশ ।
 বিধবা হইয়া যাই মা বাপের বাস ॥
 সতিনীর বচন বাজিল শেল বক্ষে ।
 অশ্রুধারা লখ্যার অমিয়া বয় চক্ষে ॥
 বীরকে জাগাতে গেল বিকল পরান ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্মগুণ গান ॥২৫৬॥

পালক উপরে বীর শয়নে প্রস্থথী ।
 অচেতন নিদ্রায় অঘোর ছুটি আঁখি ॥
 নাসিকায় নিঃশ্বাস নিঃশ্বাস নাঞি রাখে ।
 মহাপ্রলয়ের কালে মেঘ যেন ডাকে ॥
 লখ্য। বলে নিদ্রাভঙ্গে নাঞি অপরাধ ।
 না হইলে নগর নিগড় পরমাদ ॥
 উঠ হে পরানধন অভাগিনী ডাকে ।
 সেন গেল রাজ্যভার সঁপিয়া তোমাকে ॥
 এইকালে ধর্মরক্ষা করিবা উচিত ।
 নয় তবে পরকালে পার নাঞি নাথ ।
 কুসুম চন্দন দেই কলেবরময় ।
 দৃঢ়তায় কালুবীরের দ্বিগুণ নিদ্রা হয় ॥
 শয়ন করিল পুন উলটিয়া পাশ ।
 বিপাক দেখিয়া লখ্য। বলে সর্বনাশ ॥
 শ্রীধর্ম ইহার সাক্ষী চন্দ্রদিবাকর ।
 বসায় চাপড় গোটা বুকের উপর ॥
 আহা উহ করিয়া উঠিল মহাবীর ।
 চাহিতে চোখার দেখে চমকে শরীর ॥
 লাফ দিয়া লখ্যার অমনি ধরে বুটি ।
 অকারণে আইলি কেন অধমের বেটি ॥
 নাক কান কেট্যা নাকে বুলাইব ঝামা ।
 লখ্য। বলে অপরাধ নাথ কর ক্ষমা ॥
 বিশেষ বারতা শুন বিপত্ত্য সাগর ।
 ময়না বেড়েছে এয়া মাছছা পাতর ॥
 জাতিকুল সেনের জীবন দিয়া রাখ ।
 অচিরে ধর্মপথে এই কালে দেখ ॥
 এ কারণে গেছিহু জীবনে নাঞি আশ ।
 হেত্যাচি হেত্যার ধার হাজার পকাশ ॥
 এতেক শুনিয়া বীর আনন্দ হৃদয় ।
 প্রিয়া বলে প্রশংসা করিল অতিশয় ॥

আথেরে মথপ জাতি অনীত ব্যভার ।
 লখ্যার পায়ের ধূলা নেই তিনবার ॥
 প্রাণধন তুমি মোর প্রেমের মরাই ।
 স্থখেদুঃখে সম্পদে সদাই মুখ চাই ॥
 আজি রাত্রে স্বপন দেখ্যাচি অমঙ্গল ।
 না যাইব সমরে না সরে বুদ্ধি বল ॥
 পিতার প্রভুত্ব গুণ পুত্র কিছু পাণ্ড ।
 সাখা আজি সমরে সাজান কর্যা জাগু ॥
 কর্যা এত কালুবীর করিল শয়ন ।
 লখ্যা বলে অতঃপর নিশ্চয় মরণ ॥
 এত দিনে হায় নাথ হইলে অবোধ ।
 না করিলে সেনের লবণ পরিশোধ ॥
 মায়ে পোয়ে যাব মোরা সমরে সাজিয়া ।
 জাতিকুল সেনের রাখিব জিউ দিয়া ॥
 এত বল্যা অন্দর মহলে উপনীত ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে শ্রীধর্মসংগীত ॥২৫৭॥

ঐমনি কাতরা লখ্যা করে হায় হায় ।
 উঠ রে সাখাই বল্যা কান্দে উভরায় ॥
 শয়নে সজাগ ছিল সরুজা ডুমনি ।
 গা তুল পরাননাথ ডাকেন গৃহিণী ॥
 ব্যস্ত হয়্যা সাখাই বাহির হয়্যা কয় ।
 কেন কান্দ জননী গো কিসের বিষয় ॥
 কার সঙ্গে বিবাদ কি হেতু পরিতাপ ।
 লখ্যা বলে মনঃপীড়া দেই তোর বাপ ॥
 সেন গেলা হাকণ্ডে সেবিতে সনাতন ।
 হাতে হাতে ময়না করিয়া সমর্পণ ॥
 বল কর্যা মাহুতা বেড়্যাচে এস্তা গড় ।
 ক্ষেণ কর্যা নিদ্রা যায় ঘাটের উপর ॥

নিমকের চাকর না রাখে ধর্মবল ।
 এই পাপে আমার হবেক অমঙ্গল ॥
 মিটায় মায়ের তুমি মনের যাতনা ।
 সমর করিয়া রাখ সেনের ময়না ॥
 সাধা বলে জননী গো শুন সত্যসার ।
 প্রাণ দিয়া সেনের শুধিব আমি ধার ॥
 সুরথ সুরমা দুই রাজার নন্দন ।
 সুরমা সাজিল রণে সাক্ষাৎ পবন ॥
 দশ দণ্ড বিক্রমে দেবতা কম্পবান্ ।
 প্রতাপে পৃথিবী নড়ে পর্বত পাষণ ॥
 সমরে সমর নাঞি সহজে বিভোল ।
 কৃষ্ণ তাকে আপুনি আবেশে দিলা কোল ॥
 সম্মুখ সমরে মলে স্বর্গে যায় সুরথ ।
 মুক্তিপদ মাধব আপুনি দেন তাকে ॥
 যায় যাগু জীবন জগতে রণ যশ ।
 যত কিছু দেখ শুন সব দিন দশ ॥
 বলে লখ্য বাছার বালাই লয়া মরি ।
 শুধিলে সেনের ধার পরকাল তারি ॥
 মায়ের পায়ের ধূলা বন্দিয়া মাথায় ।
 সাধা বীর সাজিতে সত্ত্বরগতি যায় ॥ অত্র ভনিতা ॥২৫৮॥

সাজ সাজ শব্দে সঘনে বাজে দামা ।
 পায় মোজা শিরে টোপ গায় পরে জামা ॥
 কুন্তল ঝলকে কর্ণে কনকরচিত ।
 অরুণম সাজিল যেমন ইন্দ্রজিত ॥
 গলায় পদক হলে গোবিন্দপাছকা ।
 রত্নাহার হুসতিরচিত যেন রাকা ॥
 চন্দ্রমণি তবক চপলাসম প্রভা ।
 বাজুবন্দ বলয়া বিনোদ করে শোভা ॥

সমর করিতে সাখা চলিল সত্বর ।
 বার ভোম পাছু আন বলে ধর ধর ॥
 ঘোর দম্বে ধরা কম্পে ঘন লক্ষ ছাড়ে ।
 চলাচল সচঞ্চল কুলাচল লড়ে ॥
 ঘোর নেত্র কাঁপে গাত্র কোপে ঘোরতর ।
 গজপতি সমগতি গর্জে অতি ঘোর ॥
 থরধার তরবার অনিবার লোফে ।
 ঘন লক্ষ ঘন কক্ষ ঘন তার গোঁফে ॥
 গজ ঐরি তদ বৈরি সমতুল গাজে ।
 বীণা আঘ নানা বাঘ কত পণ্ড বাজে ॥
 দ্বিজরাজ সম সাজ দিগ্ দিগ্ দম্বে ।
 সুরনাথ সচকিত সুরাসুর কম্পে ॥
 রণভুক্ অভিমুখ রহি রহি ঠাট ।
 ধর ধর সহযোধ বলে কাট কাট ॥
 প্রতিদিন পরাধীন প্রভুপদ আশে ।
 শ্রীমানিক সুরসিক রসোদয় ভাষে ॥২৬১॥

সমরে পশিল সাখা অঙরিয়া কালী ।
 উড়া পাক সঘনে আগুনে সব ঢালি ॥
 মাতঙ্গ ফাদিল সাখা পতঙ্গ যেমন ।
 ভয়ে কম্পবান্ মাহুতা ভাবে নারায়ণ ॥
 প্রবন্ধ করিয়া বলে পরিচয় দেহ ।
 কার বেটা কিবা নাম কোথা ঘর कह ॥
 সাখা বলে শুন বলি স্বআখ্যান সাখা ।
 কালুসিংহ জনক কালিকা যার সখা ॥
 পূর্বঘর জামতি প্রসন্ন ইবে ধাতা ।
 ময়নায় ঘর সন্ত লখ্যা মোর মাতা ॥
 যার তেজে আপনি অবনী টলবল ।
 গণ্ডুঘে শুষিতে পারে গণ্ডকীর জল ॥

সেনের চাকর হই পাল্যে সদাতন ।
 দুর্ঘোষন কৈল যেন দ্রোণের পালন ॥
 বিভীষণে পালন করিল যেন রাম ।
 শুধিব সেনের ধার সত্ত্ব দিয়া প্রাণ ॥
 হু হু কর্যা মহামদ হাসে এত শুভা ।
 ভাগিনার ভাই কালু হইল ভাগিনা ॥
 তার বেটা তুমি তবে হলে মোর নাতি ।
 কহিব বিশেষ কথা কি ছার জুগতি ॥
 কর্ণসেন রঞ্জার পড়িল রাজমুণ্ডে ।
 লাউসেন হাকণ্ডে মর্যাচে নবখণ্ডে ॥
 রাজা কর্যা কালুকে রাখিব রাজ্য দিয়া ।
 তুমি নাতি থাকিবে রাজার বেটা হয়্যা ॥
 এতেক শুনিয়া সাখা আক্রোশে আগুন ।
 তোকে এতদিনে বিধি হন নিদারুণ ॥
 গালাগালি ছুই জনে গণ্ডগোল বাজে ।
 সাখা যায় মাহুতাকে মারিবার সাজে ॥
 রামসিংহ হাসন হসন আদি বীর ।
 সাখার উপরে সতে এড়ে গুলি তীর ॥
 উচ্চরোলে বাঘ বাজে অবধা অবনী ।
 ঝন ঝন শব্দ করো ঝলকে বাহিনী ॥
 সংগ্রামে প্রবল সাখা সম মহিষাসুর ।
 হাতীঘোড়া পদাতিক হানে দূর দূর ॥
 সিকাঁই সর্দার হানে সকোপে অস্থির ।
 কুরুক্ষেত্র সমরে যেমন কর্ণ বীর ॥
 ভয়ঙ্কর ভীম যেন ভারতের মূল ।
 কারে ধরে কারে বিক্ষে কারে মারে শূল ॥
 বড় বড় বারণের বেগে হানে শুণ্ড ।
 ঘোর শব্দে ঘেরিয়া ঘোড়ার কাটে মুণ্ড ॥
 যুদ্ধে রাজ্যধর রাঘ যমের সমান ।
 তার পাছু মারি ফিরে মল্লির পাঠান ॥

বার ডোম সহিত বাজিল ঘোর রণ ।
 বাণবৃষ্টি উদ্ধাপাত ঝড় বরিষণ ॥
 সমরে সুধীর সাখা সম গজ রিপু ।
 নবলক্ষ দলের চূর্ণিত করে বপু ॥
 রণতুরী কল্যাণ কাসর বাজে রণে ।
 মার মার করিয়া মাতঙ্গে শেল হানে ॥
 অদিক এগার ডোম মৈল রণস্থলে ।
 প্রাণ পাল্য হরিহর পরমাউ বলে ॥
 না পার্যা রাজার সেনা রণে দিল ভঙ্গ ।
 সুপর্ণের ভয়ে যেন পালায় ভুজঙ্গ ॥
 সমর করিয়া জয় হরিহর সঙ্গে ।
 সদলে চলিল সাখা সুখোচিত রঙ্গে ॥
 ওষধির আয়ুড়ে আছিল চূড়াধর ।
 ধর ধর করিয়া ধনুকে জুড়ে তীর ॥
 আজি রণে তোমায় আমায় ঘোর রণ ।
 এতেক শুনিয়া সাখা ক্রোধে হতাশন ॥
 পবনে করিয়া ভর উঠিল প্রান্তরে ।
 এমন সময়ে চূড়া কুলিশ প্রহারে ॥
 বজ্রের সমান ধার বাজিল নির্ঘাত ।
 বিকল হইল সাখা বারি হল আত ॥
 তথাপি বীরের বেটা বল নাই তুটে ।
 অস্ত্র ফিক্যে ঐমনি চূড়ার মাথা কাটে ॥
 মহীতলে মূর্ছিত পড়িল অচেতন ।
 ছটপট করে সাখা আছাড়ে চরণ ॥
 বসন ভিজিল দুটি নয়নের জলে ।
 ধায়াধাই হরিহর ধর্যা কৈল কোলে ॥
 সাখা বলে স্বসাপতি শুন হরিহর ।
 যে হলা আমার আশ ত্যাজ অতঃপর ॥
 এমন সময়ে ভাই এই বাক্য ধর ।
 কর্ণমূলে কৃষ্ণনাম হরিনাম কর ॥

শুনাইবে মরণ সময়ে রামনাম ।
 অন্তকালে পাই যেন দুর্বাদলশ্যাম ॥
 মনে কর্যা এই কথা কর্যা মোর মায় ।
 এ জন্মের মত সাখা হইল বিদায় ॥
 মাথার টোপর দিয়া নিশান নিশানা ।
 কহিবে যতন কর্যা রাখিতে ময়না ॥
 জঠরে ধরিয়া বহু পায়্যাচেন দুখ ।
 না পানু শুধিতে ধার বিধাতা বৈমুখ ॥
 বাপকে জানাবে যায়্যা আমার বিষয় ।
 বল শুধিতে সেনের ধার এই ত সময় ॥
 প্রিয়াকে নিশান দিয় পুরট উরনা ।
 নিষেধ করিবে যেন না করে ভাবনা ॥
 সুরাকে কহিবে সর্ব সমাধিয়া ।
 এতেক বলিয়া সাখা পড়িল ঢলিয়া ॥
 গতপ্রাণ বুঝিয়া বিকল বহুতর ।
 কাতরে সাখার মুণ্ড কাটে হরিহর ॥
 দাওয়ায়া ঈশান গড়ে লখ্যা ভাবে দুখ ।
 কতক্ষণ বাছার দেখিব চাঁদমুখ ॥
 হেনকালে হরিহর হলা উপনীত ।
 দ্বিগুণ আনন্দ লখ্যা জিজ্ঞাসয়ে তব ॥
 হরি বলে জননী গো শুনিলে হতাশ ।
 সমরে সাখাই মল্য হলা সর্বনাশ ॥
 লখ্যা বলে নয় বাছা না কর কৌতুক ।
 মরুক তোমার বাপ মনে পাই সুখ ॥
 হরি বলে বিধাতা জেলেছে অগ্নিকুণ্ড ।
 এই দেখ সাখার এনেছি এই মুণ্ড ॥
 তরুণী তখন চিন্তা তনয়ের মাথা ।
 পড়িল কাছাড় খেয়্যা পায়্যা শোক ব্যথা ॥
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা যার ধর্ম ।
 অবণে সম্ভাপ যায় সিদ্ধ হয় কর্ম ॥২৬২॥

কাটামুণ্ড কোলে কর্যা লখ্যার ক্রন্দন ।
 কোথা গেল্যা বাপধন মায়ের জীবন ॥
 কি কাল হইল রাত্রি কি ছিল কপালে ।
 বিনা দোষে অভাগিনী মায় ছেড়্যা গেলে ॥
 ভাবিতে তোমার গুণ বিদরে পরান ।
 আর না দেখিতে পাব সে চান্দ বয়ান ॥
 বিধি বড় নিদারুণ সাধিলেক বাদ ।
 ফির্যা দেখা না হল্য ফুরাইল সাধ ॥
 ষোড়শবর্ষীয়া বধু হল্য অনাথিনী ।
 কেমনে ধরিব হিয়া এ কালযামিনী ॥
 রহিল দারুণ শেল অন্তরে পশিয়া ।
 মরি মরি আর কে ডাকিবে মা বলিয়া ॥
 তোমা বিহু অভাগিনীর নাঞি অন্ত গতি ।
 দিবসে আন্ধার হল্য এ ঘরবসতি ॥
 হরি কয় জননী মূল ইতিহাস ।
 উৎখাত জৈমিনি যাতে কর্তা বেদব্যাস ॥
 আপুনি মাতুল কৃষ্ণ অখিল ঈশ্বর ।
 পিতা যার ধনজয় বলে পুরন্দর ॥
 তবে কেন অভিমহ্য সমরে পড়িল ।
 হুতভ্রা কেমনে শোকে পরান ধরিল ॥
 জন্মিলে মরণ আছে কে করে থগুন ।
 কোথা গেল শত ভাই সহ দুর্ঘোধন ॥
 কোথা গেল রাবণ রাক্ষস মহাতেজা ।
 কোথা গেল ভীষ্ম দ্রোণ কোথা কুরু রাজা ॥
 কোথা গেল শুভ্র দৈত্য নিশুভ্র দুর্জন ।
 মাদ্রাতা মরিল কেন ভুবনমোহন ॥
 জামাতার বচনে যুবতী বোধ পায় ।
 বীরে দিতে সংবাদ সত্বরগতি যায় ॥
 রাখে মুণ্ড সাখার রক্ষিণী পদতলে ।
 প্রাণ পাবে পুত্র মোর প্রভু ঘরে আল্যে ॥

ডাকে বীরে উঠেঃস্বরে ডাহকি যেমন ।
 সমরে সাথাই মল্য শুন হে কারণ ॥
 অভাগিনী জীব আর কার মুখ চেয়ে ।
 মনে উঠে সাত পাঁচ মরি বিষ খেয়ে ॥
 এই কথা বীরের হইল কর্ণগত ।
 মহীতলে অচেতন পড়িল মূর্ছিত ॥
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে কপালের লেখা ।
 ব্রাহ্মণের বেশে ধর্ম যারে দিলে দেখা ॥২৬৩॥

লখ্য। বলে নাথ কিছু নাই আর মনে ।
 বিফল সকল হলা বাছার বিহনে ॥
 এখন সেনের ধার ধারি অভাগিনী ।
 তবে শুধি সমরে সাজন কর তুমি ॥
 স্বধর্মে থাকিলে জয় জানি সবিশেষে ।
 প্রাণ গেলে প্রাণ পাবে প্রভু এলে দেশে ॥
 পুত্রশোকে মহাবীর পরান বিকল ।
 সমরে সাজন করে শত্রুসম বল ॥
 অতি তীক্ষ্ণ হেত্যার নিলেক অসি ঢাল ।
 টোপর পরিল শিরে কনক মিশাল ॥
 হান হান করিয়া হুঙ্কার ঘন ছাড়ে ।
 সপ্তসিন্ধু সহিত সপ্তম পৃথ্বী নড়ে ॥
 গোটা চারি লাফে গেল গড়ের উত্তর ।
 অভিমুখ রণে হলা রাজার লঙ্কর ॥
 ফলঙ্গ সারিয়া কালু ফিরে যেন চাক ।
 সিংহনাদ সঘনে সঘনে ছাড়ে ডাক ॥
 চৌদিগে রাজার সেনা আগুলে সরণি ।
 কালু বীর করে রণ কোপে বজ্রপাণি ॥
 হাসন হসন যুঝে হাতীর উপর ।
 লহমায় মারি করে বদন হীরার ॥

আশুন বরিসে রণে অস্ত্র করে পাতি ।
 বেগে গিয়া কালু বীর কাটে তার হাতী ॥
 হাসন ছসন ভঙ্গ দিলেক সমরে ।
 পন্নগ পালায় ঘেন গরুড়ের ডরে ॥
 ঢাক ঢোল উচ্চরোল রণে বাজে দামা ।
 আশু হয়্যা মারি করে ভূপতির মামা ॥
 একা কালু সমরে হইল আটখান ।
 ধর ধর করিয়া ধনুকে জুড়ে বাণ ॥
 মার মার নিঃস্বনে মহেন্দ্র যায় দূর ।
 পদাতিক বারণে বিক্রিয়া কৈল চূর ॥
 কালু হৈল কেশরী কুঞ্জর নৃপসেনা ।
 রুধিরে হইল নদী বেগে বয় ফেনা ॥
 তরঙ্গে ভাসিয়া যায় তুরঙ্গের মাথা ।
 অতি শোভা করে যেন উৎপল রাতা ॥
 পদাতি পলায় সব পরান বিকল ।
 রণে ভঙ্গ দিলে রাউত মহাবল ॥
 লক্ষ হাতী পক্ষ পড়ে অলক্ষ মাতঙ্গ ।
 রাজ্যধর রায় আদি রণে দিল ভঙ্গ ॥
 সমর করিয়া যায় কালু সিংহ ঘর ।
 পবন গমনে পায় পত্তনের গড় ॥
 একে পুত্রশোক তায় আহবের শ্রম ।
 সাত পাঁচ ভাবিতে সদাই মনে ভ্রম ॥
 বিটপীর তলায় বসিল বীরাসনে ।
 মহামদ তখন উপায় ভাবে মনে ॥
 ক্রক্ষে হত্যে কংসের হইল অপমান ।
 এত বল্যা লক্ষর ভিতরে রাখে প্রাণ ॥
 যে জন দিবেক আত্মা কালুসিংহের মাথা ।
 দিব তাকে ইনাম ময়নার টীকাছাতা ॥
 কাঙ্গা বলে মহাপাত্র করিব স্মার ।
 বুদ্ধিযোগ থাকিলে বিপত্ত্যে হয় পার ॥

হীনবুদ্ধি হইতে পাতাল গেছে বালি ।
 কর্ম হতে ধর্ম নাঞি ধর্ম হলা কলি ॥
 আত্মা মত্তা নাপিতে মুড়ায়্যা মোর মাথা ।
 লঙ্কর বাহির কর দিয়া লাথা লোথা ॥
 কালি চুন ভালে দিবে কিঞ্চিতে ভাগ ।
 কাটিব কালুর মাথা কর্যা অমুরাগ ॥
 এত শুনা মহামদ আনন্দে উতল ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে শ্রীধর্মমঙ্গল ॥২৬৪॥

কাঙ্গার বচনে পাত্র বুঝ্যা পরিশেষ ।
 নরহৃন্দে আনিয়া মুড়ায় তার কেশ ॥
 ভালে দিয়া চুনকালি ভেজায় নরুণ ।
 কাঙ্গা বলে হায় মোরে কৃষ্ণ নিদারুণ ॥
 কলধৌত বসন ত্যাজিয়া পরে কালি ।
 গলায় ওড়ের মালা গোচর্মে গাঁথুনি ॥
 কপটে চাপায় কালা হাতীর উপর ।
 এতক্ষণে কাঙ্গা বলে প্রসন্ন ঈশ্বর ॥
 ঘাড়ে ধর্যা ঘটক মাথায় ঢালে ঘোল ।
 লঙ্কর বাহির করে বাজাইয়া ঢোল ॥
 শক্তিশেলে পড়িলেন স্তমিত্রানন্দন ।
 কি হলা কি হলা বল্যা রামের ক্রন্দন ॥
 হনুমান্ গেলেন ঔষধ আনিবারে ।
 কালনিমা এখানে তখন যুক্তি করে ॥
 রাবণের গোচরে কহিল সাবধানে ।
 হয় আমি হেলায় বধিব হনুমাণে ॥
 কালু বীরে বধিতে কাঙ্গার সেই গতি ।
 চাতুরি করিয়া কান্দে চঞ্চল ভারতী ॥
 কানা হাতী হইতে নাছিল জোড়কর ।
 বীরাসনে বসিল বীরের বরাবর ॥

বিশেষ বিষয়ে মুখে বিপরীত ভাষা ।
 কালু কয় কামদেব কেন হেন দশা ॥
 কাণ্ড বলে কালু আর কি বলিব তোরে ।
 অহেতু আমারে পাত্র অপমান করে ॥
 শরণ লইলু তোর স্বকার্য সন্ধান ।
 করিব চরণসেবা কহিল নিদান ॥
 না ঘাইব ফির্যা ঘরে না দেখাব মুখ ।
 অকারণে অপমান উঠে বড় দুখ ॥
 শ্রীরামের শরণ লইল বিভীষণ ।
 লঙ্কাকাণ্ডে শুভ্রাচ বান্ধীকিরামায়ণ ॥
 সমুদ্র বন্ধন কর্যা মীতার উদ্ধার ।
 স্বধামিন্দু ভারত পুরাণ শুন আর ॥
 অজ্ঞাতবাসের কালে আপন্ন বাধাই ।
 বিরার্টের শরণ লইল পাঁচ ভাই ॥
 কালু কয় পরিতাপ কিসের কারণ ।
 থাক ভাই কামদেব স্থির কর মন ॥
 ধনপ্রাণ সকল সঁপিব তোর হাতে ।
 যশ ধর্ম বহুদিন রহিবে জগতে ॥
 কাণ্ড কয় কলিকাল সত্য কর তবে ।
 যে চাহিব যখন তখন তাই দিবে ॥
 বিধিবশে বীরের হইল বুদ্ধি হীন ।
 সত্য সত্য ব্রহ্ম সত্য বলে বার তিন ॥ অত্র ভনিতা ॥২৬৫॥

কাণ্ড বলে কালু কিছু কহিব পুরাণ ।
 আছিল উদ্ধব রাজা অতি পুণ্যবান ॥
 সত্য কর্যা সয়ন্তর মূনির সাক্ষাতে ।
 আপনি কেটেছে মাথা আপনার হাতে ॥
 সংসার সকল মিথ্যা সত্য বড় ধন ।
 মৈল শক্রজিৎ রাজা সত্যের কারণ ॥

সত্য যদি করিলে সম্প্রতি দেহ মাথা ।
 অকালে মরণ ভালে লিখেছিল ধাতা ॥
 এত শুনা মহাবীর ঐমনি কাতর ।
 বলে যা করিলে ভগবান্ ভকতবৎসল ॥
 উচ্চৈঃস্বরে তিন বার কৃষ্ণ বলে ডাকে ।
 পরিত্রত আসনে বসিল পূর্বমুখে ॥
 এমন সময়ে লখ্যা সামন্ত ঝকড় ।
 কালিনী গঙ্গার ঘাটে নিতে আইল জল ॥
 কাহা সে কালুর মাথা কাটিবারে যায় ।
 দূর হতে লখ্যা তাহা দেখিবারে পায় ॥
 চপলে চলিল রামা চঞ্চল চরণ ।
 বাতাসে পড়িল এস্তা বাঘিনী যেমন ॥
 বীর বলে প্রিয়া এলে বিধি হলা সখা ।
 মৃত্যুকালে তোমার সহিত হলা দেখা ॥
 এত শুনা লখ্যা বলে অহুচিত কথা ।
 আজ্ঞা কর এখনি কাহার কাটি মাথা ॥
 বীর বলে বিধুমুখী শুন বলি তব ।
 পরকালে প্রিয়ে আগে পার কর সত্য ॥
 দ্রোণপর্বে ভারত দুর্জয় রণ হলা ।
 সত্য কর্যা শাস্ত্রস্থ শরাসনে মৈল ॥
 এত শুনা লখ্যা বলে অত্যাকুল বাণী ।
 এত দিনে অভাগিনী হলাম অনাথিনী ॥
 কালু কয় কামদেব কাটি মোর মূণ্ড ।
 এড়াইব পুত্রশোক সম অগ্নিকুণ্ড ॥
 এতেক শুনিয়া কাহা অন্তরীক্ষে উঠে ।
 কাল খড়া করিয়া কালুর মাথা কাটে ॥
 হাতীর উপরে চেপ্যা অরিসে গমন ।
 তাড়িয়া ধরিল লখ্যা সাপিনী যেমন ॥
 প্রলয় প্রহার করে পিঠে যেন পুড়া ।
 অমনি আছাড়ে ভূমে অস্থি করে গুড়া ॥

কলিঙ্গা শুনিতে পায়্যা তব জিজ্ঞাসেন ধায়্যা
 কেন কান্দ কিসের কারণে ।
 লখ্যা বলে ঠাকুরানী বিধি কৈল অনাখিনী
 বিপাক হইল এতদিনে ॥
 লয়্যা নবলক্ষ দল এস্তা মহামদ খল
 ময়না বেড়িয়া বল করে ।
 সাখাই সমরবীর বার ডোম মহাবীর
 সতে তারা পড়্যাচে সমরে ॥
 আমি কি করিব একা ভাই বন্ধু নাঞি সখা
 এবে হলা অনর্থভাজন ।
 ধর্মপথে মনজ্ঞানে পতি পুত্র প্রাণপণে
 পরিশোধ কর্যাচে লবণ ॥
 রাখ যদি কুললাজ স্বরায়ে সমর সাজ
 নিবেদিহু সভার গোচর ।
 এত বলা অতি তূর্ণ শোকে হয়্যা পরিপূর্ণ
 লখ্যা গেল আপনার ঘর ॥
 শ্রীধর্মচরণবন্দ ঈশং ফুল্লারবিন্দ
 তাহা চিত্ত অলি তুল্য রয় ।
 বেলডিহা গ্রামে ধাম দ্বিজ শ্রীমানিকরাম
 রচিল রসিক রসোদয় ॥২৬৭॥

কলিঙ্গা কহিছে কি করি বল ।
 সমরে সাজিয়া সভাই চল ॥
 উচিত কহিতে না কর রাগ ।
 কে কাখে ছাড়িবে সিরল ভাগ ॥
 সভাই সেনের রমণী বট ।
 যুঝিয়া ময়না রাখ না ঝাট ॥
 স্মরণা কহিছে শুন গো দিদি ।
 পূর্বাপর আছে প্রধান বিধি ॥

শয়নে ভোজনে যে জন আগে ।
 ময়নার ভার তাহাকে লাগে ॥
 তুমি গো সেনের তরুণী অর্জ্য ।
 সন্ধ্যা না হতো করিতে সজ্জা ॥
 দিবা নিশি কত দেখ্যাচি লাট ।
 গণিকা সমান গঠন ঠাট ॥
 পতি সনে নিতি প্রেমের দান ।
 মোহিত করিয়া লইতে মান ॥
 বিমলা বলিচে বিরূপ বাণী ।
 সবে বট ভাল সকল জানি ॥
 মরমে ভেদিল মদনজাল ।
 সতিনী পাপিনী স্বপনকাল ॥
 সদা সতিনীর সবত্র গতি ।
 বিনা দোষে জলে বিষের বাতি ॥
 সহজে সতিনী শেলের কাঁটা ।
 উঠিতে বসিতে অশেষ খোঁটা ॥
 কানড়া তখন कहিছে ভাল ।
 কোন্দল করিতে উচিত কাল ॥
 জাতি কুল শীল সকলি যায় ।
 সমুচিত বটে সবার দায় ॥
 শুন শুন দিদি সঙ্গত বলি ।
 যায় যায় স্মরিয়া কালী ॥
 কানড়ার বোলে কলিঙ্গা দুখী ।
 সস্তাপে হইল সজ্জল আখি ॥
 চিত্রসেনে তুল্যা করিয়া বুকে ।
 কত চুখ খায় কমলমুখে ॥
 মরি বাছা বিধি দিলেক দুখ ।
 ফিরিয়া যদি হেরিব মুখ ॥
 নহে নিদারুণ বচন রাখ ।
 এ জনের মতন মা বলে ডাক ॥

শ্রীধর্মচরণে মজায়া চিত ।
মানিক রচিল মধুর গীত ॥২৬৮॥

চিত্তের উদ্বিগ্নে রামা চিত্রসেন লয়া ।
কানড়ার হাতে হাতে দিলেন সঁপিয়া ॥
মোহন মানিক ধন মায়ের পরান ।
পালন করিবে বলি পুত্রের সমান ॥
সতিনীর বেটা বলা না বাসিবে ভিন্ন ।
চিত্তে স্নেহ করিবে অধিক চির দিন ॥
প্রাণপতি আইলে নতি জানাবে আমার ।
ফির্যা যদি আসি ধার শুধিব তোমার ॥
এত বলা ছনয়নে বহে অশ্রুধারা ।
সমরে সাজন করে সহজে কাতরা ॥
অমূল্য টোপর শিরে অষ্টদিক্ শোভা ।
বিধুকে বেড়িয়া যেন বিদ্যুতের আভা ॥
সিন্দূর শোভিল ভালে সুরঙ্গ আকার ।
হরিমুখী হেত্যার লইল হীরাধার ॥
সাজ কর্যা বাজীর বারণ জোগাইল ।
পদ্মমুখী কলিঙ্গ প্রধানে পিট নিল ॥
একে সে অবলা তায় অষ্টমাস গর্ত ।
উঠিতে অবশ অঙ্গ বসিতে অথর্ব ॥
কেবল সাহস মনে কালীর চরণ ।
সমরে প্রবেশে গিয়া সিংহিনী যেমন ॥
ঐমনি আরম্ভে যুদ্ধ উর্যা ঢাল খাড়া ।
হানে হয় পদাতিক হস্তী জোড়া জোড়া ॥
সিফাই সর্দার ঘের্যা ধর্যা করে বধ ।
প্রবন্ধ তখন ভাবে পাত্র মহামদ ॥
গৌণ হয়ে গদাধর ভাটে ডেকে ভাষে ।
রণে এল লাউসেন রমণীর বেশে ॥

পাগল পাপিষ্ঠ হেদে পামর পাষণ্ড ।
 লুকায়া আছিল ঘরে না গিয়া হাকও ॥
 পশ্চিম উদয় দিব করে নিরূপণ ।
 বাপ মায়ে বন্দী দেই বিনষ্ট এমন ॥
 জগতে সমান গুরু নাই যার পর ।
 হেন জন কষ্ট পায় হায় কি পামর ॥
 নিতধিনী নিন্দা শুনে নাথের তখন ।
 মরমে নির্ঘাত শেল বাজিল তখন ॥
 সাত দিন সেন আজি গেছেন হাকঙে ।
 নয় নবলক্ষ দল লয় এক দণ্ডে ॥
 সেনের রমণী আমি অব্যয় সমান ।
 কর্পূরধলের বেটি কলিঙ্গা আখ্যান ॥
 পাত্র বলে রাম রাম পূর্ণ হল কলি ।
 কুলীনের কামিনী হয়্যা কুলে দেয় কালী ॥
 ভাগিনীবৌ বাছা কি ভারত ছাড়া মেয়্যা ।
 তিলেক সম্মম নাই শ্বশুর বলিয়া ॥
 হেঁট মাথা শুনে কথা হেন ছার বেটি ।
 গরি হল কেবল যেন গোলাহাটের নটি ॥
 এত শুতা কলিঙ্গা লজ্জায় অধোমুখী ।
 অহুঁরাগে সজল হইল দুটি আখি ॥
 ঘরমুখে ঘোড়ার ফিরায় বাগডোর ।
 বলে এতেক কপালে ছিল অপঘণ মোর ॥
 হাসনে দিলেক টের্যা মাছড়া পাতর ।
 যবন আগলে পথ যমের দুসর ॥
 যুবতীজীবনে ভয় পাছে যায় জাতি ।
 তরুণী তিয়াগে তনু গলে দিয়া কাতি ॥
 কলিঙ্গা পড়িল যদি কপালের দোষে ।
 অধির পাথর তবে অশ্রুজলে ভাসে ॥
 সম্বরিয়া ক্রন্দন সংগ্রামে করি বল ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে শ্রীধর্মমঙ্গল ॥২৬২॥

অস্থির পাথর ঘোড়া অবিসার রণে ।
 জলন্ত আগুন হয়্যা যুদ্ধে ঘোর রণে ॥
 ঘুরন্ত বাতাস যেন ঘুর্যা ঘুর্যা যায় ।
 বিনাশে বারণ বাজী সম্মুখে যে পায় ॥
 উঠে পড়ে অস্তরীক্ষে অনিলপ্রকাশ ।
 চরণ চাপটে সেনা চৌদিগে বিনাশ ॥
 বিক্রমে বিশাল বল বিরোধ না মানে ।
 চূর্ণ করে রথ রথী চিবায়ে দশনে ॥
 রাউত সিফাই রণে রাগে হল তারা ।
 শর এড়ে সঘনে সমান বৃষ্টিধারা ॥
 আগুন হইল ঘোড়া অরুসে আরব ।
 রণে ভঙ্গ দিলেক রাজার সৈন্য সব ॥
 উধাঙ করিল ঘোড়া অনিল মিশালে ।
 তবে তুর্ণ উপনীত হইল তবলে ॥
 কলিঙ্গার মরণে স্মরণে সকাতির ।
 সঘনে হেসরে ঘোড়া মন্দুরা ভিতর ॥
 কানড়া শুনিতে পায় ঘোড়ার কাবাই ।
 দিদি আল্য বলিয়া আনন্দে ধায়াধাই ॥
 কলিঙ্গা পড়্যাচে রণে ফির্যা এল ঘোড়া ।
 ঐমনি কাছাড় খায়্যা পড়িল কানড়া ॥
 কপালে কঙ্কণ হানে করে হায় হায় ।
 ধুমসী প্রবোধ কর্যা ধর্যা লয়্যা যায় ॥
 সতিনীর শোকে রামা বিকল শরীরে ।
 সম্বরিয়া ক্রন্দন সমরে সাজ করে ॥
 মণিময় টোপর কিরণ করে মোলি ।
 সোনার কাবাই পরে সূচি কঁচুলি ॥
 বৃন্দাবন লেখা তায় বিহারের স্থল ।
 চমৎকার চক্রভেদে শ্রীরাসমণ্ডল ॥
 যত গোপী তত কৃষ্ণ চতুর্দিকে সাজে ।
 রসময়ী আপুনি রাধিকা তার মাঝে ॥

কোকিল পঞ্চম গায় কুহ কুহ রব ।
 ময়ূর ময়ূরী নাচে মত্ত হয়্যা সব ॥
 কপালে সিন্দূর ফোঁটা করে ঝলমল ।
 কুরঙ্গ নয়নে মাছে কাশিচং কাজল ॥
 হেতার লইল যার হীরাধারে জলে ।
 ঢাকিল সকল অঙ্গ অমুপম ঢালে ॥
 পাছু আসি সাজিল ধুমসী পরাধিকা ।
 আক্ৰোশ আকার যেন আগুনের শিখা ॥
 বিরাজ করেন যথা বিশ্বের ঈশ্বরী ।
 কাতরা তথায় গেল কানড়া কুমারী ॥
 অহুরাগে আপ্রাবিত অঙ্গ অশ্রুজলে ।
 সম্মুখে সম্পূট করে সবিনয় বলে ॥
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে কপালের লেখা ।
 ধরমের রূপে ধর্ম যারে দিলে দেখা ॥২৭০॥

করুণা রাগেণ গীয়তে

অবনী লোটায়া কায় কানড়া কালীর পায়
 করপুটে করে নানা স্তুতি ।
 নিজগুণে কর দয়া দেহ ছুটি পদছায়া
 দূর কর দাসীর দুর্গতি ॥
 পুরাণে মহিমা শুনি পরব্রহ্ম সনাতনী
 পরমকারণী পরাং পরা ।
 কলুষনাশিনী ত্রয়ী কালরাত্রি কুপাময়ী
 কলি ঘোর ভবভয়হরা ॥
 অবলা অবোধমতি না জানি ভজন ভক্তি
 ঐমনে ভরসা কেবল ।
 সতিনী সমরে মল্য পতি পরায়ণে গেল
 ধনে প্রাণে মজিল সকল ॥
 হৃৎস্থের নাহিক গুর খণ্ডুর শাস্ত্রী মোর
 দৈবদোষে গৌড়দেশে বন্দী ।

অপার আনন্দ হাটে বিধাতা লেগ্যাছে হটে
 এই তাপে অভাগিনী কান্দি ॥
 কৃষ্ণ অবতারে শুনি নন্দের নন্দিনী তুমি
 কংস ধ্বংস হৈল তোমা হৈতে ।
 অপার তোমার মায়া সর্বজীবে সম দয়া
 কিবা সং অথবা অসতে ॥
 শুনিয়া এতেক স্তুতি কানড়াকে ভগবতী
 সদয় হইয়া কন কথা ।
 বেলডিহা গ্রামে ধাম দ্বিজ শ্রীমানিকরাম
 বিরচিল ধর্মগুণ গাথা ॥২৭১॥

অভয়া বলেন বাছা আমি যার পক্ষা ।
 শুভ দিয়া সঙ্কটে সদাই করি রক্ষা ॥
 বাণ বড় ভক্ত ছিল বিশ্বের নিঃসহ ।
 কৃষ্ণের সহিত তার বাড়িল কলহ ॥
 অনিরুদ্ধ অপমান উষার কারণ ।
 কৃষিলা কৃষ্ণগীনাথ রেবতীরমণ ॥
 জয়াকাজ্জী যদুবংশ যাদব কৃষিল ।
 অমর অম্বর রণে অনর্থ পড়িল ॥
 ঘোর যুদ্ধ হইল ঘেরিল কালমান ।
 ভুজছেদ বাণের করিল ভগবান্ ॥
 দক্ষিণা আপুনি রণে দিগম্বরী হয়্যা ।
 প্রাণরক্ষা কর্যাচি পায়ের ছায়া দিয়া ॥
 আমি আছি সারথি সমরে চল বাছা ।
 মনের মাফিক পাবে মনস্তাপ মিছা ॥
 এত শুনা কানড়া আনন্দে আট বাহ ।
 রবি হল্য লোচন বচন হল্য রাহ ॥
 চৌষটি যোগিনী সঙ্গে সাজে সয়মড়া ।
 কালিনী পাথরে চেপ্যা চলিল কানড়া ॥

একে নব যুবতী অধ্বজ তায় আঁখি ।
 সম্বরারি বলে মরি শোভা কিবা দেখি ॥
 ধুমসী ধর ধর করে ধরনে না যায় ।
 উঠে পড়ে পতঙ্গ যেমন উড়ে বায় ॥
 প্রকোপে পবনগতি প্রবেশিল। রণে ।
 মাতিল যোগিনী সব মকরন্দ পানে ॥
 তাণ্ডব জন্মিল হলা তমস্বিনী পেয়ে ।
 প্রেত ভূত পিচাশ প্রমথ বলে ধৈয়ে ॥
 সমরে সঘনে বাজে শঙ্খ ঘণ্টা সানি ।
 মস মস করে কর মড়ার মাতুনি ॥
 পেতীগণ প্রধান প্রশস্ত করে মুখ ।
 ঘাড় ভেঙ্গে রক্ত খায় বিদারিয়া বুক ॥
 দানাগুলো দীপ্ত হয়ে দিগে দিগে বলে ।
 গর্জন করিয়া হয় গজে ধরে গিলে ॥
 যোগিনী সকল রণে যুঝে অনিবার ।
 পয় দল সহিত পড়িল মহামার ॥
 কোতুক দেখিতে চণ্ডী কুতূহল মনে ।
 উরিলেন সিংহরথে আপুনি গগনে ॥
 মুণ্ডমালা গলায় মোহন করে কাতি ।
 কৃপা কর্যা কন কথা কানড়ার প্রতি ॥
 চিন্তা নাই বাছা আমি আছি পক্ষাবল ।
 রিপুকুলে নষ্ট কর্যা রাখিব সকল ॥
 এত শুন্ত্যা কানড়ার আধ হাত বুক ।
 ধনুক বরিতে হলা ধন্দ জয় মুখ ॥
 এ কারণে ধুমসী আগলে চারি ঘাট ।
 নিতম্বিনী কানড়া নিহবে যুড়ে কাট ॥
 হান হান করিয়া হাতীর গায় পড়ে ।
 পায় ধর্যা পাক দিয়া পতঙ্গ আছাড়ে ॥
 মার মার করিয়া মাহতে দেয় তারা ।
 ঘোর শব্দে ঘেরিয়া ধুমসী কাটে ঘোড়া ॥

নৃপতির লঙ্কর নিয়োগ হয়্যা যুঝে ।
 কোপবতী ধুমসী কানড়া তার মাঝে ॥
 মাছড়া পাতর যুঝে মাতঙ্গ উপর ।
 কপালে মানিক শিরে কনক টোপর ॥
 মনোহর রায় যুঝে তেজে মহী ফাটে ।
 তার পাছে তিলোত্তমা তারা যেন ছুটে ॥
 কানড়াকে করে যত বাণ বরিষন ।
 কালীর কৃপায় অঙ্গে না করে ভেদন ॥
 তাপিয়া তরুণী তবে তরোয়ার ধরে ।
 পদাতি বারণ কেট্যা পয়মাল করে ॥
 জলে ডুবে মল মানি মাঙ্কাতার বেটা ।
 রাউত সিফাই কত রণে গেল কাটা ॥
 ভয়েতে বিকল দেহ ভূতলে লোটায় ।
 মকরে লুকায় কেহ মড়া দিয়া গায় ॥
 সভাকারে ধুমসী ধরিয়া করে বধ ।
 বিধাতা বিরূপ দেবে অকালে বিপদ ॥
 রণস্থলে একাকার রক্তে বয় নদী ।
 মাংস হল বালুকা মার্জারে ভাসে দধি ॥
 শকুনি সঘনে উড়ে গৃধিনীর সাড়া ।
 এক এক শৃগাল রাখে দুই তিন মড়া ॥
 বিষধরে নকুলে বিবাদ রয়্যা যায় ।
 আনের সম্পত্তি লয়্যা আর জন খায় ॥
 পালায় মাছড়া পাত্র প্রাণ বড় ধন ।
 গড় করি গোসাক্রি গোবিন্দ নারায়ণ ॥
 তা দেখিয়া ধুমসী চলিল তাড়াতাড়ি ।
 পাত্র গিয়া প্রবেশ করিল ইক্ষুবাড়ি ॥
 এতক্ষণে কানড়ার আনন্দ হৃদয় ।
 ধুমসীকে কহিল আনিতে ধনঞ্জয় ॥
 দুই বেটা দিয়াছে দ্বিগুণ মোরে দুখ ।
 প্রতিজ্ঞা আগুন জেল্যা পুড়াইব মুখ ॥

একে তায় ধুমসী ঈশ্বরে বাসে পর ।
 ভাল ভাল বলিয়া পবনে করে ভর ॥
 নাচে গায় আনন্দে না করে ভয় মাত্র ।
 বাড়িময় দিলেক মেটিয়া বীতহোত্র ॥
 দাবানলে মাছটার দাড়ি চুল পুড়ে ।
 লুকায় তখন গিয়া শৃগালের গাড়ে ॥
 উপর করিয়া মুখ উগি দিয়া চায় ।
 দূর হতো ধুমসী তা দেখিবারে পায় ॥
 ঘাড়ে ধর্যা তখন ঘসারো বারি করে ।
 কিলায় নির্ঘাত তেকে কুজের উপরে ॥
 চট চাট চাপড় চৌদিকে পরিপাটি ।
 ধুমসীর ধুমসানে ধেপে গেল মাটি ॥
 কাতর হইয়া পাত্র করে হায় হায় ।
 ধরণী লোটায়্যা ধরে ধুমসীর পায় ॥
 সহজে ধুমসী তায় সদা কোপে মতি ।
 চিত কর্যা ফেল্যা বৃকে মারে পেলালাথি ॥
 দাঁতে খড় করে পাত্র দুটি হাত বৃকে ।
 করুণা করিয়া কিছু কয় কানড়াকে ॥
 শ্বশুর তোমার আমি সর্ব অর্থে বড় ।
 অপমান হইলে অধর্ম হয় বড় ॥
 কানড়া তখন কয় কুলান্দার দূর ।
 তোর ছার অধম বেটা কিসের শ্বশুর ॥
 লঘু ভেকে আনিল অচ্ছুৎ নরহৃন্দে ।
 মুণ্ডন করায় কেশ মনের আনন্দে ॥
 পরিতাপ ভাবে পাত্র পড়িয়া বিপাকে ।
 চুন কালি দিলেক চর্চিত করে মুখে ॥
 গলায় ওড়ের মালা বিছাতির পাতা ।
 ছকর্ণে দিলেক বৈদ্যা গোচর্মের জুতা ॥
 ঘাড়ে ধর্যা ধুমসী মাথায় ঢালে ঘোল ।
 আণ্ড যান মহাপাত্র পাছু বাজে ঢোল ॥

ময়নার মন্থা মনের দুখে ছিল ।
 পাত্রেব বন্ধন শুয়া পিত্যাহিতে এল ॥
 মহেন্দ্র বাজারে হল মন্থের রেলা ।
 কেহ মাঝে কিল কেহ মাঝে ঢেলা ॥
 কেহ কেহ বলে দূর দেশ ভাঙ্গা বেটা ।
 মার মার করে কেউ মুখে মাঝে ঝেঁটা ॥
 লজ্জার খাতিরে পাত্র নতশিরে রয় ।
 কানড়াকে ধুমসী তখন কিছু কয় ॥
 কয়েদ করিয়া রাখি কর্যা অপমান ।
 বিশালা পূজিব কালি দিয়া বলিদান ॥
 কানড়া তখন কয় নয় হেন কাজ ।
 দূর কর দুর্মতি ছুরাত্মা দাগাবাজ ॥
 ঘাড়ে ধর্যা ধুমসী বসায় ঘোর কিল ।
 পার করে রেখে এল্য পছমার বিল ॥
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে দেবতার বল ।
 শ্রবণে কলুষ নাশ চিত্ত নিরমল ॥২৭২॥

অপমান পায়্যা পাত্র উভুরড়ে ধায় ।
 সঙ্কটমাগরে কৃষ্ণ আছেন সহায় ॥
 হাতে তুলে আপুনি খেয়াচি বিষরাশি ।
 ময়না আসিব ফিরে মরিলে ধুমসী ॥
 পার হল্য তখনি তুরিত মান্দারণ ।
 অসব্যে রহিল গ্রাম দীঘি উচালন ॥
 জালন্ধা জামতি পার ময় সরোবর ।
 নয় দিনে পায় পাত্র রমতি নগর ॥
 সহরের শোভা কিবা সূর্যের কিরণ ।
 তথায় পাত্রেব ঘর জানে জগজন ॥
 বিচার করিল মনে বিধি প্রতিকূল ।
 নেড়া মাথা একে তায় নাই দাড়ি চুল ॥

দিবসে না দিব দেখা দেহজের মাঝ ।
 পোড়ামুখে চুনকালি পাব বড় লাজ ॥
 ওলবনে বসিল আসন কর্যা বাস ।
 বৈকুণ্ঠে জানিলা ধর্ম বিশ্বের প্রকাশ ॥
 কুতূহলে কতি চিত্র কয়ে বিবরণ ।
 হুতুহুতু পাঠালেন হরষিত মন ॥
 রামনাম জপে বীর রসোদয় চিত্তে ।
 পরিতোষে পয়ান পঞ্জিকা বাম হস্তে ॥
 পতনের প্রাস্তদিকে পাত্রে ভবন ।
 দৈবজের বেশে এস্তা দিল দরশন ॥
 পাত্রে রমণী এস্তা পরিতোষ পাইল ।
 বসিতে আসন দিয়া দণ্ডবৎ কৈল ॥
 বালকবিহীনা নারী বার্তা পেয়া ধায় ।
 গোচর বিলগ্না আদি যে যায় গণায় ॥
 কেহ দেয় চাল ভাল কেহ দেয় কড়ি ।
 কি করিলে যায় কপালের ডেড়ি ॥
 পঞ্জিকা করেন পাঠ পবননন্দন ।
 বাঁরে হন মহীপুত্র ব্যালোন করণ ॥
 কৃষ্ণপক্ষে দশমী দিবস অতি ভাল ।
 বিশাখা নক্ষত্র যোগ বরীয়ানে হল ॥
 অমঙ্গল দেখি এক আপদ সঙ্কল্প ।
 বাড়ির ঈশান কোণে ভূতের আশ্রয় ॥
 ছদণ্ড রেতের পর দিব দরশন ।
 নেড়া মাথা মুখে কালি জোঁকের বরণ ॥
 সহ হয়ে সবাক্বে সাবধানে থেক ।
 পাটিকাল গোহাড় প্রস্তুত কর্যা রেখ ॥
 শুনে এত সভাকার সচকিত মন ।
 বিয়োগে গেলেন বীর বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥
 দৈবজের বচন বুঝিয়া দারুণরূপ ।
 সজাগে রহিল সবে স্মরিয়া ধর্ম ॥

পাটিকাল পাথর প্রস্তুত করে রাখে ।
 সহ হয়ে সবাক্ষে সাবধান থাকে ॥
 দিবা গেল দুঃখে স্থখে রাত্রি হল জাসে ।
 পাত্র বলে আর কেনে গুলবনে বসে ॥
 প্রবেশ করিতে ঘর পাঁচ হাত বুক ।
 দুয়ারে দুহাত দিয়া দেখাইল মুখ ॥
 মদন বদন দেখ্যা বলে গুটা কি ।
 শিহরে সকল অঙ্গ শচী বলে ছি ॥
 মাথায় ঝাঁটার মুড়া মারে গুণা দশ ।
 পবিত্র হইল অঙ্গ পাত্র বলে বস ॥
 পাটিকাল পাথর ফেল্যা মারে ছম দাম ।
 সভয়ে পালায় পাত্র অরিয়া রাম ॥
 গৌণ হয়ে গৌড় নগর মুখে ধায় ।
 চোরের সমান শাস্তি সহ্য নাহি যায় ॥
 মাগু হলা সতস্তরা বেটা হলা আন ।
 কত না সহিব আর এত অপমান ॥
 কে করে খণ্ডন বল কপালের লেখা ।
 দিবসে রাজার সনে না করিব দেখা ॥
 রাত্রিযোগে বারামে বসিলা রাজ্যেশ্বর ।
 প্রবন্ধ করিয়া গেল মাছড়া পাতর ॥
 জিজ্ঞাসা করিল রাজা আনন্দে আমোদ ।
 কহ পাত্র কেমনে করিলে গুণা বধ ॥
 লাউসেন হাকঙে গেছেন কোন দিনে ।
 ময়না নগরবাসী আছেন কেমনে ॥
 পাত্র বলে পৃথিবীনাথ নিবেদি প্রভুত্ব ।
 নগরে গুণার কিছু না পেলাম তত্ত্ব ॥
 সেনের বারতা বলি শুন তার পরে ।
 বনিতার বেশ ধরে বসেছিল ঘরে ॥
 সেজ্জা এল্য অস্ত্রজাল লয়ে শেল জাটি ।
 নবলক্ষ দলের সহিত কাটাকাটি ॥

গোচর করিহু কথা নয় জ্ঞান দিব ।
 এসে যদি গোড় ইহার ফল দিব ॥
 এত শুনা মহারাজা মনে ভাবে আন ।
 অনিন্দার নিন্দা করে নরকে পয়ান ॥
 পষ্টে হল্য দুষ্টবাক্য মাছছা পাতর ।
 ময়না লইয়া সবে শুন অতঃপর ॥
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে কপালের লেখা ।
 ধরামর রূপে ধর্ম যারে দিলে দেখা ॥২৭৩॥

কানড়া বিষাদ ভাবে কলিঙ্গার তরে ।
 কি দুঃখ যন্ত্রণা দিদি দিয়ে গেল মোরে ॥
 এক তিল অভাগীকে না বাসিতে আন ।
 কেমনে কাটিলে তবে মায়া মোহ বাণ ॥
 এই বড় দগদগি অন্তরে রহিল ।
 দুঃখিনীর সনে ফির্যা দেখা না হইল ॥
 চিত্রসেনে কোলে করে চিত্তে মোহ যায় ।
 কপালে কঙ্কণ হানে করে হায় হায় ॥
 দারুণ বিধাতা বাদ সাধিল তোমার ।
 কি করিব অভাগিনী কি হইবে আর ॥
 তাপের উপরে তাপ তহু হল ক্ষীণ ।
 অল্পকালে বাছাধন হলে মাতৃহীন ॥
 কানড়াকে ভগবতী বড় মায়া মো ।
 নেতের আঁচলে চণ্ডী মুছালেন লো ॥
 চারি বেদে আমার বচন বলে সাঁচা ।
 কলিঙ্গা পাবেন প্রাণ কেঁদ নাই বাছা ॥
 দেশে এলে লাউসেন দুঃখ হবে নাশ ।
 আমি আছি সদয় পূরার অভিলাষ ॥
 সর্পিষে সম্বর্যা রাখ কলিঙ্গার দেহ ।
 কয়ে এত কৈলাসে গেলেন পদ্মা সহ ॥

তারিণীর বচনে তরুণী ত্যাজে শোক ।
 দেহ আনে কলিঙ্গার দূত দিয়া লোক ॥
 সর্পিষে সম্বর্যা রাখে সিদ্ধকে পুরিয়া ।
 বিকল হইল বড় বিষাদ ভাবিয়া ॥
 হাকগের কথা কিছু বলি তার পরে ।
 হরি হরি বন্ধু জন বল উচ্চৈঃস্বরে ॥
 নিরশনে নিয়ম করিয়া লাউসেন ।
 অনাহারে অহর্নিশি অনাদি পূজেন ॥
 অন্ন দিন অর্ঘ্য দিলে যায় উর্ধ্বপথে ।
 সেদিন পড়িল ফির্যা সেনের সাক্ষাতে ॥
 সামুলাকে জিজ্ঞাসেন সবিনয় কর্যা ।
 আগো মাসি আজি কেন অর্ঘ্য আলা ফির্যা ॥
 চারিদিন হলা আজি চিন্তে নাহি স্থখ ।
 প্রভু পারা পাপাত্মাকে হলেন বিমুখ ॥
 মরণ হইলে মিটে মনের আগুন ।
 বুঝি মোরে এতদিনে বিধি নিদারুণ ॥
 কি জানি ময়নায় কোন হয়্যাচে বিতথা ।
 আছে কে এমন কালে এনে দেয় বার্তা ॥
 শারী শুক কয় তবে সমাধান করি ।
 ময়নার তত্ত্ব মোরা এনে দিতে পারি ॥
 সেন কন শারীর শুক সমুচিত নয় ।
 বুঝি পারা ছেড়া যাবে বিপদ সময় ॥
 শারী শুক কয় রাজা শুন অবিসার ।
 বিষয় গোচরে জ্ঞান আছে সভাকার ॥
 দারুণ ব্যাধের হাতে দিলে প্রাণদান ।
 পালন করিলে করে পুত্রের সমান ॥
 সময় পেয়েচি ধার কিছু শোধ করি ।
 পরকালে পেতে চাই পরব্রহ্ম হরি ॥
 শাস্ত্রে কয় জ্ঞানের কারণে সদা শিব ।
 ধর্মাধর্ম মনোজ্ঞান ধরে যত জীব ॥

দশরথ সত্য কৈল দৈবের ঘটন ।
 কাননে গেলেন রাম তথির কারণ ॥
 শূর্ণনখা রাক্ষসী সীতার মূর্তি ধরে ।
 ভুলাইতে ভূরি কথা ভাষে ভাব করে ॥
 কোপে হল্য। কম্পমান কমললোচন ।
 শূর্ণনখার নাক কান কাটেন লক্ষ্মণ ॥
 অপমানে আগুন জ্বলিল দশ হাত ।
 রাগে গেল যেখানে রাবণ রক্ষোনাথ ॥
 ধরণী লোটায়ে কয় ধরিয়া চরণে ।
 বিদ্যুৎ সমান কণ্ঠা দেখিছু নয়নে ॥
 উপজে আনন্দসিন্ধু একথা শুনিয়া ।
 রভসে রাবণ যায় রথারূঢ় হয়্যা ॥
 মারীচ মায়ায় হল্য। সোনার হরিণ ।
 বিধিবশে বিপদে প্রভুর বুদ্ধি হীন ॥
 গণ্ডী শর লয়া পাছু গেলেন লক্ষ্মণ ।
 শূন্য পেয়ে হেতা সীতা হরিল রাবণ ॥
 হা রাম হা রঘুনাথ হা দয়াল হরি ।
 এত বল্যা কান্দে সীতা অহুঃস্বাস করি ॥
 জটায়ু শুনিতো পায় জরাতুর মন ।
 কাননে রামের নাম করে কোন জন ॥
 গদগদ অত্যানন্দে গমন তুরিত ।
 সীতাকে দেখিল রথে রাবণ সহিত ॥
 পরকালে পরমপদ পাবার কারণ ।
 রাবণের সহিত করিল ঘোর রণ ॥
 অবিসার অস্ত্রজালে অঙ্গ গেল ঢাকা ।
 কাটা গেল কিশোর ঈশ্বরে দুই পাখা ॥
 পক্ষ হয়্যা সুন্দর পেয়েছে পরিজ্ঞান ।
 অস্তকালে আপুনি সারথি হল রাম ॥
 ধর্ম পরায়ণ ছিল ধর্মপাল রাজা ।
 পালন করিল পুত্র সমধিক প্রজা ॥

ব্যাধিযুক্ত হলা রাজা বিধির ঘটন ।
 তিয়াগিয়া রাজভূমি তপস্শায় মন ॥
 কঠোরে কৃষ্ণের সেবা কৈল রাত্রিদিন ।
 ত্যাঙ্গিল অন্নজল তহু হলা ক্ষীণ ॥
 দৃঢ় ভক্তি দেখিয়া দয়াল দেব হরি ।
 দরশন দিলেন বিপিনে দয়া করি ॥
 ভূপাল ভূমিষ্ঠ হয়্যা ভাবে সবিনয় ।
 দৈবকীনন্দন কৃষ্ণ দূর কর ভয় ॥
 হরি কন হয়্যা তুষ্ট হরষ বিভোলে ।
 অষ্টবর্গ সিদ্ধি হবে আমাকে ভজিলে ॥
 যেই পক্ষে পালন করিলে পুত্র প্রায় ।
 সেই পক্ষে ভক্ষণ করিলে ব্যাধি যায় ॥
 অনন্ত করিল জ্ঞান ঈশ্বরের বাক্য ।
 প্রাণ দিয়া রাজার লবণ শুধে পক্ষ ॥
 এত যদি শারী শুক কহিল পুরাণ ।
 তা শুনা রাজার হলা অঝোর নয়ান ॥
 লিখন লেখন তবে নিরাহিত মন ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা নিরঞ্জন ॥২৪৭॥

স্বস্তিকাদি শুভাশিস সাদর মনমত ।
 বিজ্ঞাপন বিশেষ বারতা বিশেষত ॥
 কলিঙ্গা কমলমুখী কমলের লতা ।
 কি কহিব তোমার চরিত্রগুণ কথা ॥
 চিত্রসেন না দেখিয়া চিত্ত উচাটন ।
 সদাই উদ্বেগ পাই তোমার কারণ ॥
 হাকণ্ডে প্রভুর পূজা প্রতিদিন করি ।
 পয় জল ওদন পর্যন্ত পরিহারি ॥
 উর্ধ্বপথে পায় অর্ঘ্য অগ্নি দিন দিলে ।
 অত্যাপি পড়িল ফিরে অতক্রের জলে ॥

না জানি কপালে কিবা লিখেছে বিধাতা ।
 না হয় নিশ্চয় প্রাণ ত্যাজিব সর্বথা ॥
 সমাচার কারণ পাঠাই শারী শুকে ।
 অপরূপ কিমধিক লিখিব অধিকে ॥
 তারিখ দিলেন তবে ত্রিপাদ পঙ্কর ।
 চৈত্রে চারি দিল শ্রীমুখ উপর ॥
 পঙ্কজ কুভঙ্গ কিছু করায় ভঙ্গণ ।
 শুকের গলায় বেঞ্চে দিলেন লিখন ॥
 সমাচার লয়ে ফিরে আসিবে সত্বর ।
 শারী শুক বিদায় সেনের বরাবর ॥
 গদগদ আনন্দে গোবিন্দ গুণ গায় ।
 উঠিল আকাশপথে অনিল আভায় ॥
 দুস্থে দৈন্ত হলেন দয়াল নিধিরাম ।
 জানকীর তত্ত্ব হেতু জানি হুমান্ ॥
 নিদর্শন অদুরী নিধান রাম কক্ষে ।
 পার হল সমুদ্র পবনবল পক্ষে ॥
 অশোকের বনে সীতা আকুল জীবন ।
 রাম রাম বলিয়া রোদন অহুঙ্কণ ॥
 চৌদিকে তর্জন করে রাবণের চেড়ী ।
 ভয়েতে বিকল সীতা ভূমে যান গড়ি ॥
 এই কথা শারী শুক কহিতে বলিতে ।
 বাল্মীকের আশ্রয় রহিল রাম ভিতে ॥
 অযোধ্যা এড়িয়া যায় আনন্দে আবেশ ।
 রাম অবতারে যথায় হল্যা হৃষীকেশ ॥
 সেনের কারণে মনে সদাই ভাবনা ।
 পার হয়্যা নানা গ্রাম পাইল ময়না ॥
 কালিনীর কূলে দেখে কাটা নৃপ সৈন্য ।
 মহাবীর কালুকে দেখিয়া মোহ জন্ম ॥
 নিমগ্ন হইল দুহে লোচনের জলে ।
 শোকাক্ত হইয়া গেল সেনের মহলে ॥

কলিঙ্গার কারণে কানড়া ভাবে দুখ ।
 ডালিমের ডালে বসে ডাকে শারী শুক ॥
 কলিঙ্গা জননী কোথা কোথা মা কানড়া ।
 তিমির ময়না হল্য তপোধন ছাড়া ॥
 ব্যস্ত হয়্যা কানড়া বাহির হয়্যা এল ।
 কোলে করে শারীশুকে কত নিধি পাল্য ॥
 ক্ষীর সর থায় বাছা ক্ষুধায় বিকল ।
 সুস্থ হলে জিজ্ঞাসিব সেনের কুশল ॥
 শারী শুক কয় তবে স্বরূপ কথন ।
 নিরাহারে আছি মোরা নিয়ম কারণ ॥
 মাংসাত সহিত সতে আছি উপবাসী ।
 হাকঙে দেখিব হরি মনে অভিলাষী ॥
 প্রভুত্ব পাইবে তব পত্র কর পাঠ ।
 উত্তর লইয়া যাব অতি দূর বাট ॥
 কানড়া তখন কয় কাল হল্য বিধি ।
 দুদিন হইল আজি মর্যাচেন দিদি ॥
 শুভ্রা এত শারী শুক শোকে মোহ যায় ।
 কি হইল হায় হায় কি হইল হায় ॥
 অবনী লোটায়ে কান্দে অঝোর নয়ান ।
 কানড়া প্রবোধ করে কহিয়া পুরাণ ॥
 না মরে অকালে কেহ মরে কাল পেয়া ।
 অবনীতে আছে কেবা অমর হইয়া ॥
 দূর কর দুর্ভাবনা দূর কর দুখ ।
 শুনে এত প্রবোধ মানিল শারী শুক ॥
 পদ্মিনী পতির পত্র পরশিয়া মাথে ।
 কুতূহলে করে পাঠ ক্রমিক হইতে ॥
 বন্দিয়া ময়ুরভট্ট আদি রূপরাম ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্মগুণ গান ॥২৭৫॥

ঈশ্বর করুণা

পত্রপাঠে পেয়া তব দুখে দগ্ধ হল চিত্ত
অশ্রুজলে পুণিত লোচন ।
শোকেতে ব্যাকুল মতি করিয়া অসংখ্য নতি
লেখে সতী পতিকে লিখন ॥*

*

*

*

দুটি পায়ে দণ্ডবৎ হই ।
অধিক লিখিব কিবা অভাগীর রাত্রি দিবা
অনুতাপ উঠে তোমা বই ॥
লয়ে নবলক্ষ দল সেজে মহামদা খল
ময়না বেড়িয়া বল করে ।
সাথাই সমরে ধীর বার ডোম মহাবীর
সভে তারা পড়েছে সমরে ॥
বড় নিদারুণ বিধি অদোষে হইয়া বাদী
শোকের উপরে দেই শোক ।
দারুণ দৈবের বাজি দুদিন হইল আজি
দিদির হ্যাঁচে পরলোক ॥
চিত্রসেন দুগ্ধপোয় না হয় বচনে তন্ত
মা বলিয়া কান্দে সদাতন ।
দেখিয়া বাছার মুখ বিদরিয়া যায় বুক
দুঃশয় দিদির কারণ ॥
লিখনে এতেক লিখি কানড়া মৃগাক্ষমুখী
ত্রিয়হ তারিখ দিলা তায় ।
লইয়া লিখন পাতি হরিষে বিভোল মতি
শারীশুক হইল বিদায় ॥
উড়িয়া অনিল সাথে চলিল আকাশ পথে
নীলাচল রাখিয়া তুরিত ।
নিশি অবসান কালে হাকণ্ড নদীর কূলে
সেনের সাক্ষাতে উপনীত ॥

* অতঃপর দুই ছত্র বাদ পড়িয়াছে ।

শারীশুকে দেখি সেন জীবন পাইল যেন
 বাড়িল আনন্দ মনে মন ।
 করিয়া আশ্বাস কতি লইয়া লিখন পাতি
 ক্রমে পাঠ করেন তখন ॥
 আগে তায় আছে লেখা সমরে পড়েছে সাখা
 বার ডোম আদি মহাবীর ।
 বিপাক হয়েছে দেশে কলিঙ্গার মরণ শেষে
 তা দেখিয়া বিষন্ন শরীর ॥
 বিয়োগ হইল মোহে বসন ভিজিল লোহে
 ব্যাকুল ময়নার গুণমণি ।
 করাঘাত মেরে বুকে রোদন করিয়া শোকে
 অচেতনে লোটায় অবনী ॥
 কোথা গেলে বিধুমুখী বিশ্ব অন্ধকার দেখি
 তোমা বিনে বিয়োগ সঙ্কর ।
 অভেদ আছিল দেহ কেমনে কাটিলে মোহ
 এতদিনে হইলে নির্দয় ॥
 দেখা না হইল ফিরে পাসরি কেমন করে
 দগদগি রহিল অস্তরে ।
 আছিল মনের সাধ বিধাতা সাধিল বাদ
 সকল সয়াল গেল দূরে ॥
 সামুলা শোকাক্ত মনে কোলে করে লাউসেনে
 বামদণ্ডে প্রবোধ বুঝান ।
 বেলডিহা গ্রামে ধাম দ্বিজ শ্রীমানিকরাম
 বিরচিল ধর্মগুণ গান ॥২৭৬॥

সামুলা বলেন বাছা শুন রে যাদব ।
 মরণ কেবল সত্য মিথ্যা অমৃত সব ॥
 মরি বাপু মোহ ত্যাজ মাটির বচনে ।
 বিষময় বিশ্বখণ্ড বুঝা দেখ মনে ॥

ভাগ্যবতী কলিঙ্গা তোমার কোলে মল্য ।
 সকল সন্মাল রেখ্যা স্বর্গবাস গেল ॥
 পিণ্ডদান কর তার প্রেতার্থ বিনাশ ।
 নিরঞ্জে মতি রাখ না কর হতাশ ॥
 মমত্ব ত্যাগিলা সেন মাসির বচনে ।
 বিষময় বিশ্বখণ্ড বুঝিলেন মনে ॥
 অশৌচান্তে উচিত করিয়া আয়োজন ।
 কলিঙ্গার পিণ্ডদান করেন তর্পণ ॥
 নিরাহারে নিয়ম করিয়া একে একে ।
 প্রভুর তারক নাম প্রতিক্ষণ মুখে ॥
 উর্ধ্ববাহু কখন কখন উর্ধ্ব শির ।
 নিবর্ত হইয়া ভূমে লোটায় শরীর ॥
 হা হরি অনাথবন্ধু হা মধুসূদন ।
 প্রভু কর পরিত্রাণ পতিতপাবন ॥
 কৃষ্ণ অবতারে বড় কৃপা গুণমণি ।
 যমুনার ভাগ্য পূর্ণ কৈলে যদুমণি ॥
 ঐরি ভাবে কংসে দিলে অভয় চরণ ।
 আগম নিগমে বলে অধমতারণ ॥
 বিধির বিধান তুমি বিশ্বের দয়াল ।
 গহিত আছিল বড় গুহক চণ্ডাল ॥
 রাম অবতারে তার বাঞ্ছা পূর্ণমতি ।
 আপুনি করিলে কোলে অখিলের পতি ॥
 এতরূপে লাউসেন করেন অমায়া ।
 দেবাদিদেবের তবু না হইল দয়া ॥
 সামুলাকে জিজ্ঞাসেন সবিনয় করি ।
 কি করিলে কৃপা মোরে করেন শ্রীহরি ॥
 সামুলা বলেন বাছা শুন সাবধানে ।
 বিষম ধর্মের মায়া বিধি নাক্রি জানে ॥
 মহাবিঘ্না জপ কর যোগেন্দ্রজ রুঢ় ।
 যার গুণে হরিভক্তি পেয়েচে গরুড় ॥

নয় কর নবখণ্ড নাই কর ব্যাজ ।
 প্রসন্ন হবেন তবে প্রভু ধর্মরাজ ॥
 শুভ্রা এত সেন কন সজল নয়ান ।
 নবখণ্ড কার নাম না জানি কেমন ॥
 কৃপা কর্যা কহ মাসি কিবা তার বিধি ।
 সামুলা বলেন বাছা শুন গুণনিধি ॥
 করমূল কপালে কবচ কর কক্ষ ।
 পার্শ্ব পৃষ্ঠ ওষ্ঠ আর পয়োধর বক্ষ ॥
 দক্ষিণ ঈশানে আমি জেলে দিব দণ্ড ।
 কাটিয়া ইহার মাংস কর নব খণ্ড ॥
 না হবে কাতর কিছু না করিহ ভয় ।
 যুক্তি শুন যদি দিবে পশ্চিম উদয় ॥
 স্মৃতি সেনের হলা শুভ্রা সারাংসার ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্ম সখা যার ॥২৭৭॥

অর্ধ পূজা উপক্রমে অর্ধে আকুলা ।
 দণ্ড জেলে দৃঢ়তর দিল সামুলা ॥
 ছুঁইব করে অগ্নি উঠে দশ হাত ।
 মনেতে অভয় পেল ময়নার নাথ ॥
 কোলে কর্যা সামুলা সে কয়ে দেন বিধি ।
 নবখণ্ড করেন ময়নার গুণনিধি ॥
 হরি হরি বন্ধুজন বল উচ্চৈঃস্বরে ।
 করিলে শ্রবণ কলিকলুষ নিহরে ॥
 বিকল হইয়া সেন করেন বিনতি ।
 এমন সময় কোথা অর্জুন সারথি ॥
 হে হে প্রভু রাধানাথ হে হে দীনবন্ধু ।
 কাতর কিঙ্করে ডাকে কোথা কৃপাসিন্ধু ॥
 অশোচ্য বন্ধের মাংস কাটিলেন আগে ।
 পার্শ্ব পৃষ্ঠ ওষ্ঠ আর পয়োধর ভাগে ॥

সকল শরীরে বয় শোণিতের ধারা ।
 অঙ্গে মাংস মাত্র নাঞি অস্থি হলা সারা ॥
 সেই মাংস সামুলা লইয়া শোকমনে ।
 দিয়া ঘৃত ধূনা দেয় দণ্ডের আগুনে ॥
 প্রভুর ইচ্ছায় হল প্রবল অনল ।
 সেই মাংস পুড়ে হলা পদ্ম শতদল ॥
 প্রভূত হইল পদ্ম উঠিল গগনে ।
 বৈকুণ্ঠে পড়িল গিয়া প্রভুর চরণে ॥
 সত্বগুণে লাউসেন ধর্ম অমুকুল ।
 অবশেষ মাংস পুড়ে হলা চাপাফুল ॥
 রাশি রাশি হয়্যা পুষ্প অস্তরীক্ষে যায় ।
 পূর্ণভাবে পড়ে গিয়া প্রভুর ছুটি পায় ॥
 সন্তোষ বৈকুণ্ঠনাথ সম্মম আনন্দে ।
 শরীর সঞ্চিত হলা স্বধা মকরন্দে ॥
 গগন করিল ভেদ পোড়া মাংস গন্ধে ।
 জয় যাত্রী সকল বিকল হয়্যা কান্দে ॥
 সোনার সমান অঙ্গ সব হলা কালী ।
 সামুলা তা দেখ্যা শোকে হলেন ব্যাকুলি ॥
 পরব্রহ্ম সনাতন পার কর সেনে ।
 তোমা বিনে ত্রাণকারী নাই ত্রিভুবনে ॥
 বাইতি বাজায় ঢাক বলে ধর্ম জয় ।
 প্রীতিকালে প্রভু দেয় পশ্চিমে উদয় ॥
 বেটা বলে কোথা গেলে বাজাকল্পতরু ।
 দয়া কর লাউসেনে দেবতার গুরু ॥
 এতরূপে সবে স্তুতি করিল বিশেষ ।
 লাউসেনে না হল প্রভুর রূপালেশ ॥
 সামুলা বলেন বাছা শুন গুণমণি ।
 এত যে হবেক বলে আমি নাঞি জানি ॥
 যুক্তি বলি যদি কর জয়ন্ত বিঘাত ।
 আশ্রের কমলে পূজ অনাশ্রের নাথ ॥

পৃথ্বীপতি কন মাসি পদ্ম পাব কোথা ।
 সামুলা বলেন বাছা শুন তার বার্তা ॥
 এক পদ্ম গগনে উদয় নিতি নিতি ।
 আর পদ্মে সমুদ্রে আছেন অদ্বুতী ॥
 ধরায় তৃতীয় পদ্ম ধর্ম অবিসার ।
 আদি পদ্ম তুমি রে অপার নাই আর ॥
 মাসির বচনে বাপু তেজ মনঃব্যথা ।
 কাতি ধরে অকাতরে কেট্টা দেয় মাথা ॥
 সদয় হবেন তবে স্বরূপের মূল ।
 এত শুনে লাউসেন হলেন আকুল ॥
 তোমার শরীরে মাসি দয়া নাই তিল ।
 কি করে দুর্লভ মাথা কেট্টা দিতে বল ॥
 জায়া পুত্র যায় যত হয় সভাকার ।
 প্রাণ গেলে প্রাণ ফিরে পাব নাই আর ॥
 কঠিন তোমার মনে নাই কৃপা গুণ ।
 না হলে এমন কেন कह নিদারুণ ॥
 বুঝি তবে মামার সহিত যুক্তি ছিল ।
 তেঞি মাসি তহু মোরে তিয়াগিতে বল ॥
 শুনে এত সামুলার শুখাইল হিয়ে ।
 চিত্তের পুতলি যেন রহিলেন চেয়ে ॥
 বচন বলিতে হইল বিচলিত মন ।
 কাতি ধরে কিসরে কাটিল দুই শুন ॥
 চিন্তাকুল লাউসেন ধরিল চরণে ।
 অপরাধ ক্ষমা কর অনুগত জনে ॥
 তুমি মাসি আগে যদি ত্যাজিবে পরান ।
 কেউ নাই অভাগার করে পরিত্রাণ ॥
 দেহ কাতি কাটি মাথা দুস্থ যাও সব ।
 যা করেন যদুনাথ জগতবান্ধব ॥
 এত বলে বসিলেন উত্তর আসনে ।
 অনিবার বহে ধারা অদ্বুজনয়নে ॥

ভকিত্যা আমি নি সতে ভূমিষ্ট হইল ।
 সময় বুঝিয়া বেটো সমুখে বসিল ॥
 আনন্দ উদয় চিত্তে হয়্যাচে অপার ।
 বিনয় করিয়া সেনে বলে বার বার ॥
 তুমি মর নবখণ্ডে আমি এই চাই ।
 তবে প্রভুর পদারবিন্দ দরশন পাই ॥
 অকাতরে দিলে অর্ঘ্য কমলের ফুল ।
 চিন্তা নাঞি শ্রীধর্ম হবেন অহুকুল ॥
 এত শুষ্ঠা সেনের অপিত হল চিত্ত ।
 সামুলা বলেন বাছা এই কথা সত্য ॥
 বেটোর বচন হল্য বেদের বিহিত ।
 কাট মাথা কাট হুণ্ড প্রভুর পীরিত ॥
 কাতি করে লাউসেন করেন বিনয় ।
 পরকালে পার কর প্রভু দয়াময় ॥
 ইহকালে তোমা ভজে এই হল্য দশা ।
 না পেলাম দরশন না পুরিল আশা ॥
 মাথা কাটো দিতে মাসি দিলেন যুক্তি ।
 গোলোক দেখিতে দেখ গোলোকের পতি ॥
 শঙ্খ ঘণ্টা ঢাক ঢোল বাজে অনিবার ।
 জয় জয় ধর্ম জয় জয় করতার ॥
 উঠেঃস্বরে হরি বোলে আমি নি ভকিত্যা ।
 কাতি ধর্যা লাউসেন কাটিলেন মাথা ॥
 শ্রীধর্ম শ্রীধর্ম বল্যা প্রবর্তিল তুণ্ড ।
 পশ্চিম উদয় বর মাগে কাটা মূণ্ড ॥
 অবনী আসিতে ইচ্ছা না করেচি আমি ।
 প্রবন্ধ করিয়া প্রভু পাঠাইলে তুমি ॥
 নরহত্যা নিদান করিলে নারায়ণ ।
 বুঝিছ তোমার বড় নিদারুণ মন ॥
 এত বল্যা আখি দুটি অনিমেষ হল ।
 দেখে জয়যাত্রী গণে টটক লাগিল ॥

সামুলা সেনের মাসি শোকাবৃত মনে ।
 ত্রিকাঠা করিয়া মুণ্ড রাখেন তখনে ॥
 প্রদীপ দিলেন জেলে পঞ্চপঞ্চ করি ।
 আপুনি কাটেন মাথা অস্ত্র করে ধরি ॥
 ধরণী লোটার মুণ্ড ধর্ম বলা ডাকে ।
 বরদায় হয়্যা প্রভু বাঁচায় বাঁছাকে ॥
 সামুলা বলেন যদি পেয়া শোক ব্যথা ।
 অহুরাগে তেজে প্রাণ আমি নি ভকিত্যা ॥
 দিবাকর পুরোহিত দণ্ড করি কোলে ।
 যোগাসনে জীবন ত্যাঞ্জিল যোগবলে ॥
 স্মরি সেনের গুণ শোকে সকাতির ।
 মাথায় মারিয়া ঢাক মৈল হরিহর ॥
 জলে ঝাঁপ দিলেক কপিল যোগবতী ।
 মনোরথ হলেন মায়ের সঙ্গ সাথী ॥
 কুঠার মারিয়া বৃকে মৈল কর্মকার ।
 শারী শুক ছুহে হল শোকে অবিসার ॥
 নারায়ণে হত্যা দিব না হয় নিদান ।
 প্রবেশিয়া দণ্ডানলে ত্যাঞ্জিব পরান ॥
 অবশেষে রহে বেট্টা আগুনিয়া জঙ্গ ।
 বিশ্বেশ্বরে দেখিব বিশ্বের হব বিদ্ব ॥
 লাউসেনে কোলে করে বসিল তখন ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা নিরঞ্জন ॥২৭৮॥

জীবন ত্যাঞ্জিল যদি জয়যাত্রী গণে ।
 একা বেট্টা সভাকে আগুনে প্রাণপণে ॥
 পচা ভ্রাণ উঠিল পীরিত ছাড়ে ডাক ।
 শৃগাল কুকুর ধায় উড়ে চিল কাক ॥
 শকুনি সমূহ হয়্যা সতন্তর ডাকে ।
 তর্জন করিয়া বেট্টা তাড়ায় সভাকে ॥

লাউসেন পেয়েচেন নবখণ্ডে দুখ ।
 সেই হতে প্রভুর শরীরে নাঞি সুখ ॥
 গোলোক হইতে যান গৌরিকের স্থল ।
 এমন সময়ে হলা উলুক চঞ্চল ॥
 প্রিয়পাত্র সঙ্গে ছিলা পবননন্দন ।
 জিজ্ঞাসেন জগন্নাথ যাবৎ কারণ ॥
 তথাপি আমার চিত্তে উঠে সদা খেদ ।
 যেন কেহ অঙ্গময় অস্ত্র করে ভেদ ॥
 প্রায় কোন ভক্ত মোর বিপাকে পড়্যাচে ।
 ত্বরায় কহিবে তবু তবে প্রাণ বাঁচে ॥
 প্রভুর বেগত্যা দেখি পবনকুমার ।
 খড়ি কর্যা কহেন ক্ষিত্যাদি সমাচার ॥
 স্বর্গলোক দেখেন সানন্দে আছে সবে ।
 নাগলোকে নিত্যানন্দ নিরুপাম তবে ॥
 মর্ত্যলোক দেখেন মঙ্গলে নাই ভেড়ি ।
 অবশেষে উঠিল সেনের নামে খড়ি ॥
 পুটাজলি কহেন প্রভুর পায় ধরে ।
 ল্যাঘাই আদিত্য মল্য নবখণ্ড করে ॥
 স্ত্রীবধ গোবধ হলা ব্রহ্মবধ আর ।
 এই হেতু উলুক সহিতে নারে ভার ॥
 সেনের মরণ শুনে শোকাবুল ধর্ম ।
 বাষ্পজলে পূর্ণ আখি ব্যস্ত পায় ব্রহ্ম ॥
 হনুমান্ কন তবে হইবে সদয় ।
 বিজয় হাকণ্ডে কর বিলম্ব না সয় ॥
 ভক্তের বাসনা পূর্ণ কর ভগবান্ ।
 না হয় নিশ্চয় যায় পরব্রহ্ম নাম ॥
 এত বলে অনিলআত্মজ প্রণিপাত ।
 জিয়াইতে লাউসেনে যান যত্ননাথ ॥
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে দেবতার মায়া ।
 দয়া কর্যা দিলেন দক্ষিণ পদছায়া ॥২৭৯॥

ভক্তভাবে ভগবান্ ।
 জগতি হাকণ্ডে যান ॥
 তাপে জর জর তহু ।
 সঙ্গে প্রিয়পাত্র হহু ॥
 ভক্তাধীন ভক্তি আশে ।
 বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী বেশে ॥
 দণ্ড কমণ্ডলু করে ।
 শুভ জটা শোভা শিরে ॥
 শ্রবণে কুণ্ডল কিবা ।
 দিনমণি পেল দিবা ॥
 ধবল চন্দন গায় ।
 ধবল পাছুকা পায় ॥
 ধবল অম্বর ধারি ।
 গতি জিনি মত্তকরী ॥
 উল্লুক উপরে বার ।
 বালুকা হলেন পার ॥
 চঞ্চল হইল চিত্ত ।
 হহুমাণে কন তব ॥
 সমাধি নিতান্ত শুন ।
 ভক্ত মোর প্রাণধন ॥
 আছিল প্রসাদ ভক্ত ।
 আমি যার অহুরক্ত ॥
 হৃদামা বিদূর যেন ।
 ততোধিক লাউসেন ॥
 আমি রাজরাজেশ্বর ।
 আছে কে আমার পর ॥
 কয়ে এত কমস্তরে ।
 গেলেন হাকণ্ড তীরে ॥
 দ্বিজ শ্রীমানিক গায় ।
 সদা সখা বাকুড়ারায় ॥২৮০॥

হুমান্ কন তবে হয়ে কুতাঞ্জলি ।
 বেট্টা আছে বিকট দশম মহাবলী ॥
 আগে তার তূর্ণ কর পূর্ণ অভিলাষ ।
 ভক্ত বটে রিক্তে আছে ভক্তির প্রকাশ ॥
 না হলে নিকটে তার মহিমা বুঝাতে ।
 ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে ভয় পাবে চিত্তে ॥
 মারুতির বচনে প্রভুর হল মায়া ।
 পূর্ণভাবে বেট্টাকে দিলেন পদছায়া ॥
 অন্তরে আছিল বেট্টা আগুলিয়া সেনে ।
 উঠিল প্রভুকে দেখ্যা অরুণ নয়ানে ॥
 তর্জন গর্জন করে তাড়া দিয়া যায় ।
 আকার দেখিয়া ভয়ে উল্লুক পালায় ॥
 তুষ্ট হয়্যা ত্রিলোকতারণ কন তাকে ।
 উদ্ধার করিব আমি অবশ্য তোমাকে ॥
 বর মাগ বাছা রে বিলম্ব বিধি নয় ।
 সেবক মরণ শোক শরীরে না সয় ॥
 বেট্টা বলে কে তুমি বিশেষ নাঞি জানি ।
 যছনাথ কন আমি জগত চিন্তামণি ।
 বেট্টা চলে বহুদিন বাহ্য ছিল মনে ॥
 লক্ষ্মীর সেবিত পদ দেখিল নয়নে ।
 এই আমি অনুক্ষণ মনে অভিলাষী ।
 ত্রিলোকে তোমার বরে হইব তুলসী ॥
 ঈশ্বর বলেন বাছা আমি সব হই ।
 তুলসীর মাহাত্ম্য তোমাকে কিছু কই ॥
 সত্যভামা সতত সাদিতে চায় মান ।
 কহিল নারদ যুক্তি কৃষ্ণে কর দান ॥
 নিয়ম করিল ব্রত বিরচিত বাদে ।
 দক্ষিণা সহিত দান দিলেক নারদে ॥
 নারায়ণে লইয়া নারদ মুনি যায় ।
 অচেতন সত্যভামা অবনী লোটায় ॥

চিত্রের পুতুলি প্রায় সতে রয় চেয়া ।
 ঋষি কন হৃষীকেশ রাখ ধন দিয়া ॥
 যত্নকুল সভাকার আকুল জীবন ।
 তুল্য করে কৃষ্ণেরে তৌলে দেয় ধন ॥
 অনন্ত ভাণ্ডারে ধন আঁটে নাই আর ।
 যত্নকুল সতে মূল যুক্তি কৈল সার ॥
 তবে দেয় নামাক্তিত তুলসীর দল ।
 স্বরূপ কৃষ্ণের হল সমধিক ফল ॥
 এমন মহিমা যার অন্ত নাই হয় ।
 মাগ বাছা অন্ত বর যেবা মনে লয় ॥
 বেট্টা বলে এই কর বিশ্বের ঈশ্বর ।
 জাতি যুখী মল্লিকা মালতী কিম্বা গুড় ॥
 শতদল পদ্ম হতে সদা আছে বড় ।
 ঈশ্বর বলেন বাছা অপলাপ ছাড় ॥
 আকন্দ হইয়া থাক হাকণ্ড ভিতরে ।
 অনন্ত হইলে বেট্টা ঈশ্বরের বরে ॥
 লাউসেন মরেচেন করে নবখণ্ড ।
 করুণা কারণ প্রভু কোলে করে মুণ্ড ॥
 মরি বাছা মলিন হ্যাছে চান্দ মুখ ।
 অকারণে তত্বত্যাগ এই বড় দুঃখ ॥
 উঠ রে ল্যায়াই উঠ আমি পরব্রহ্ম ।
 অবোধের মত কর অনুচিত কর্ম ॥
 না কহিতে সময় বুঝিয়া হনুমান্ ।
 হাকণ্ডের জলে সেনে করালেন স্নান ॥
 কমণ্ডলু জলে অঙ্গ করিয়া সেচন ।
 সংকুল্য হৃদয়ে পদো সঞ্চারে জীবন ।
 পদ্মহস্ত প্রভু তার প্রতি অঙ্গে দেন ।
 হরি বল বন্ধুজন প্রাণ পাল্য সেন ॥
 কুস্মে লুকান ধর্ম কোতুকচেতনী ।
 কারে না দেখিয়া সেন করে লয়া অসি ॥

মর্যাছিলাম যে জন বাঁচায়ে গেল মোরে ।
 পুন হত্যা দিব আমি প্রভুর উপরে ॥
 কয়ে এত গলায় দিলেন কাতি বর ।
 ক্রপাময় তখন ধরিল দুটি কর ॥
 মহৎ পেয়াচি পীড়া তোমার মরণে ।
 আর কেন তনুত্যাগ কর অকারণে ॥
 আমি যার তোমার ভক্তির অভিলাষী ।
 অতএব বৈকুণ্ঠ ছেড়্যা ইহলোক আসি ॥
 সনকাদি সদা মোর স্বরূপ ধিয়ায় ।
 নিশিদিন নারদ বীণায় গুণ গায় ॥
 সেন কন তুমি যদি স্বরূপের মূল ।
 অনাথ সেবকে তবে হবে অনুকূল ॥
 বিপিনে যে মূর্তি ধরে বেধে দিলা দেখা ।
 যে বেশে হইলে তুমি পাণ্ডবের সখা ॥
 ধরিয়া যেরূপ মূর্তি ধবে কৈলে দয়া ।
 পূর্ণভাবে প্রসাদে দিয়াচ পদছায়া ॥
 অর্জুনের যে বেশে ক্ষমিলে অপরাধ ।
 সেই মূর্তি আমার দেখিতে আছে সাধ ॥
 হলেন ভক্তের ভাবে চতুর্ভুজ হরি ।
 শঙ্খচক্রগদাপন্ন বনমালাধারী ॥
 গরুড়বাহন হলা গোলাক বর্ধন ।
 ভৃগুপদ চিহ্ন বক্ষে কৌন্তভ ভূষণ ॥
 চামর ঢুলান হুতু চিত্তে পরিতোষ ।
 নারদ বাজান বীণা মধুর নির্যোষ ॥
 ইন্দ্র আদি অমর অস্তিকে জোড় হাত ।
 মূর্তিত হইল দেখ্যা ময়নার নাথ ॥
 পতিতপাবন তুমি পরমকারণ ।
 দীনবন্ধু দয়াময় দৈবকীনন্দন ॥
 অনাথ বান্ধব তুমি অখিলের সার ।
 অজ্ঞামিলে মুক্তি দিলে করিলে উদ্ধার ॥

রাধিকার বল্লভ তুমি রাম হৃদীকেশ ।
 নির্বাণ না হল গুরু জ্ঞান উপদেশ ॥
 শুনিয়া সেনের স্তুতি স্মৃতি হল্যা ধর্ম ।
 বর মাগ বাছা রে বলেন পরব্রহ্ম ॥
 সেন কন প্রভু যদি হইলা সদয় ।
 পূর্বের পুষ্প দেয় পশ্চিম উদয় ॥
 প্রভু কন মনোবাহু পূরিব তোমার ।
 আমার উপরে হত্যা দিও নাই আর ॥
 বেটাকে দিয়াছি বর বাড়িল আনন্দ ।
 রহিল হাকওকূলে হইয়া আকন্দ ॥
 যে কেহ মরিছে তুমি জীয়াবে সবাকৈ ।
 উদয় কারণে যাই সূর্যের অস্তিকে ॥
 কয়ে এত লাউসেন করেন আশ্বাস ।
 মানিক রচিল গীত মুক্তি অভিলাষ ॥২৮১॥

প্রিয়পাত্র সঙ্গে মাত্র পবনতনয় ।
 সূর্যের সমীপে গেলা সদানন্দময় ॥
 দেবদেবে দেখিয়া দক্ষিণে করে বাস ।
 সমুদ্রে উঠিয়া সূর্য করেন সম্ভাষ ॥
 কুতাঞ্জলি জিজ্ঞাসেন কিমর্থে গমন ।
 পশ্চিমে উদয় হতে পরাংপর কন ॥
 শুনে এত সবিনয়ে সবিতা কহেন ।
 পূর্বের সমূহ বার্তা প্রভু সব জান ॥
 উদয় হইতে নারি অধিকার ছাড়া ।
 রাত্রিকাল হইল রথের সহি ঘোড়া ॥
 হুহুমান্ কন তবে হইল বিপত্তা ।
 নিদান মাথায় করে লয়ে যাব রথ ॥
 সমুদ্রবন্ধন কালে সাগাধ পয়সি ।
 রোমে রোমে পর্বত বেঁধেচি রাশি রাশি ॥

দক্ষ করে লক্ষা পুরী দশগ্রীবে বধ ।
 রাক্ষসের দর্পচূর্ণ শিষ্টের সম্পদ ॥
 শুনিয়া সূর্যের হল সাতাস্তিক ভয় ।
 অঙ্গীকার করিলেন হইব উদয় ॥
 অরুণ সারথি করে রথের সাজন ।
 সপ্ত অশ্ব সাজিলে হইল সম্মোহন ॥
 আর হল ঝরিত পাণ্ডবের উর্ধ্বগতি ॥
 উদয় পশ্চিমে হল উদ্ভুগ্রহপতি ॥
 তা দেখিয়া লাউসেন আনন্দে তরল ।
 জীয়াইল যাত্রীগণে দিয়া পুষ্পজল ॥
 পশ্চিম উদয় দেশে পুলকিত হবে ।
 হরিহরে সাক্ষী সেন রাখিলেন তবে ॥
 পুণ্য কর্ম করে লোক পেয়ে পুণ্য দিন ।
 কলুষ নিধন হতে কলির মলিন ॥
 গোমতী গঙ্গার তীরে গোলোক হইল ।
 জপ ভঙ্গ মুনিগণে যতনে করিল ॥
 রামকথা কৃষ্ণকথা রসের তরঙ্গ ।
 পুরাণ ভারত পাঠে পুলকিত অঙ্গ ॥
 কেহ বা গোদান করে কাঞ্চন বিমান ।
 কেহ সেবে রাধাকৃষ্ণ কেহ সেবে রাম ॥
 জলে বস্ত্রা কেহ দেয় জয় জয় ধ্বনি ।
 শতদলে সেবে কেহ শঙ্কর ভবানী ॥
 নারদ বাজায় বীণা নৃত্যে দিলা মন ।
 জয় জয় রাম কৃষ্ণ জয় জনার্দন ॥
 জুড়াইল যোগে যাগে জগৎ সংসার ।
 উদয় দেখিয়া কত পাপীর উদ্ধার ॥
 গৃহিণী উঠিয়া সব গৃহচর্চা করে ।
 কৃষ্ণক চলিল ক্ষেতে কৃষ অহুসারে ॥
 গোড়ে বসে দেখেন গোড়ের অধিপতি ।
 দান ধ্যান করে রাজা পুণ্য পথে মতি ॥

এইখানে বিশ্রাম করুন ধর্মরাজ ।
 যে গায় গাওয়ায় যেবা সিদ্ধ হয় কাজ ॥
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে দেবতার বরে ।
 করিলে শ্রবণ কলিকলুষ নিহরে ॥
 হরি হরি বন্ধুজন বল একবার ।
 সত্য বুঝি নিত্য নয় অনিত্য সংসার ॥২৮২॥
 জাগরণ পালা সমাপ্ত ॥

একমনে এই কথা শ্রবণ যদি করে ।
 বিমানে চাপিয়া যায় বৈকুণ্ঠ নগরে ॥
 দক্ষিণাস্থ করে দিল বিসর্জন ঘটে ।
 হইল নিদান বড় হাকঙের তটে ॥
 ব্যালিশ বাজনা বাজে বীণা সানি শঙ্খ ।
 তম্বুরা তেঘাই বাজে তেওড়া তুবক ॥
 নায় তোলে লাউসেন নিশান পতাকা ।
 ধবল বর্ণের সিংহাসন ধর্মের পাছকা ॥
 মানিক যুগল তুলে মুকুতার হাড়ি ।
 দেশে যাব বলিয়া হইল দড়বড়ি ॥
 নৌকায় চাপিল সতে নিরঞ্জন সুরি ।
 তুর্গতি নাবিক তরঙ্গে বায় তরী ॥
 পাছু করে হাকঙ পবনগতি যায় ।
 শঙ্করভবানী রেখে সেতুবন্ধ পায় ॥
 নীলাচলে দেখে নীল পতাকা নিশান ।
 শ্রীমন্দির উপরে শ্রীযুত ধ্বজা খান ॥
 হরিচক্র দেখিয়া হরিষ মনে মন ।
 প্রভুকে প্রণতি করে পায় উদ্দীপন ॥
 ব্রজের আভায় গুপ্ত বৃন্দাবন বলে ।
 দেখিল দ্বিভুজ কৃষ্ণ কদম্বের তলে ॥
 বুঝায় বড়াই বুড়ী বচন বিহিত ।
 দানছলে রঙ্গরস রাধার সহিত ॥

চৌদিকে গোপিনীগণ পসরা মাথায় ।
 উদ্ধবাহু হুয়া নাচে উলসিত কায় ॥
 নায় হতে লাউসেন নিরীক্ষণ করে ।
 দণ্ডবতে কৃতান্তলি দক্ষিণ অধরে ॥
 বাহ বাহ বলিয়া সঘনে পড়ে সাড়া ।
 পার হুয়া মহেন্দ্র মোসল মুনি পাড়া ॥
 দানখণ্ড তপোবন দক্ষিণে রহিল ।
 তথায় কপিল মুনি তপস্যা করিল ॥
 সাগর রাজার ষাটি সহস্র কুমার ।
 কপিলের কোপানলে হল ছারখার ॥
 তুর্গগতি নাবিক তরঙ্গে তরী বায় ।
 কমলা কাবেরী দিয়া কুশদ্বীপ পায় ॥
 কুশদ্বীপে দেখিল নৃসিংহ অবতার ।
 হিরণ্যকশিপু ঘোর দহুজসংহার ॥
 এড়ায় অমলা নদী অশোক সূচাক ।
 দক্ষিণে পাণ্ডুর বন দেখে দিব্য তরু ॥
 পাঁচ ভাই পাণ্ডব পাণ্ডুর নদী কূলে ।
 করিলেন কৃষ্ণসেবা কমলের ফুলে ॥
 অনিদয়া উড়্যা পুর অপাঙ্গ এড়ায় ।
 দূরে হতে গগন দেউল দেখা যায় ॥
 বিরাজ করেন তায় কৃষ্ণ বলরাম ।
 স্বয়ম্ভাবে সখা সঙ্গে স্ববল শ্রীদাম ॥
 প্রণাম করিল সেন প্রণতি বিস্তর ।
 পার হল শিলানদী প্রিয়ক ছন্দর ॥
 বাম দিকে রহিল বিমলা তারাবতী ।
 সংকেতমাধব দিয়া পায় সরস্বতী ॥
 সমুচিত সামুলা কহেন লাউসেনে ।
 যোলতীর্থের ফল পিতামাতার চরণে ॥
 বন্দী দিয়া আইলে গোড়ে বিধির ঘটন ।
 তাঁদের উদ্ধার আগে এই নিবেদন ॥

মাসির মহতী ভাষা মনে বুঝে দড় ।
 নিকেতন লাগিয়া লাউসেন চলে গোড় ॥
 পার হয়্যা নানা গ্রাম পাইল ভৈরবী ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে পরাংপর ভাবি ॥২৮৩॥

লয়াছিল বাণ্ড ভাণ্ড তাতে দিল কাটি ।
 কোলাহলে কেঁপে গেল গোড়ের মাটি ॥
 ধর্ম জয় ধর্ম জয় সঘনে ঘোষণা ।
 কোতুক দেখিতে ধায় কত শত জনা ॥
 মহর ভাঙিয়া এল শুনে উচ্চরোল ।
 সেনের দেখিয়া রূপ সবাই বিভোল ॥
 কেহ বলে কামদেব কৃষ্ণের কুমার ।
 আনে বলে দ্বিতীয় অর্জুন অবতার ॥
 কারাগারে কর্পূর মায়ের কাছে ছিল ।
 ধর্ম জয় ধ্বনি শুনে ধায়াধাই এল ॥
 দণ্ডবৎ করিল দাদার ছুটি পায় ।
 কোলে করে লাউসেন কুশল শুধায় ॥
 নিবেদয়ে কর্পূর যুগল হাত বুকে ।
 তোমার কুশল আগে কহিবে আমাকে ॥
 লাউসেন কয় ভাই করে নবখণ্ড ।
 ত্রিকাটা উপরে কেটে দিয়াছিছ মৃণ্ড ॥
 তবে ধর্ম সদয় হলেন সাত মনে ।
 পশ্চিম উদয় হল শনিবার দিনে ॥
 আনন্দে কর্পূর নাচে উর্ধ্ব করে হাত ।
 আজি হল আমাদের দুর্নিশি প্রভাত ॥
 বিমাতা বচনে রাম গেলা বনবাস ।
 কৌশল্যা আকুল এথা ভাবিয়া হতাশ ॥
 তেমতি মায়ের হল দুঃখ অবিসার ।
 দেখা কর্যা তবে যাবে রাজার দরবার ॥

কহিল এতেক কথা কর্পূর পাতর ।
 সমুচিত বুঝিল ছলভ সদাগর ॥
 ধবল ধর্মের ঘট ধবল পাছুকা ।
 চাঁদমালা ধবল কুসুম তায় ঢাকা ॥
 মাথায় করিয়া সেন মোন গতি যায় ।
 সামুলা আমিনি খেত চামর ঢুলায় ॥
 শঙ্খ ঘণ্টা ঘন ঘোর জয় জয় করে ।
 প্রণমে পরমানন্দে পায় কারাগারে ॥
 প্রণাম করিল সেন মায়ের চরণে ।
 আশ্বাস করিল রঞ্জা আশিস বচনে ॥
 জীবন পাইল রঞ্জা জুড়াইল হিয়ে ।
 চিন্তের সন্তোষ পাইল চাঁদমুখ চেয়ে ॥
 বুকে কর্যা বৈনসে বদনে চুপ খায় ।
 সাত মনে সুধামুখী কুশল শুধায় ॥
 লাউসেন কয় মাগো কর্যা নবখণ্ড ।
 ত্রিকাটা উপরে কেট্টা দিয়াছিল মুণ্ড ॥
 তবে বিশেষ ধর্মরাজ হলেন সদয় ।
 শনিবার শুভদিনে পশ্চিম উদয় ॥
 এই কথা মহামদ দরবারে শুনিল ।
 পশ্চিম উদয় দিয়া লাউসেন এল ॥
 বলে যেন বজ্রাঘাত পড়িল মাথায় ।
 অধোমুখ করিতে অশেষ বুদ্ধি পায় ॥
 বিদায় রাজার কাছে বলে যাই বাসা ।
 চলিল কেবল মনে শ্রীকৃষ্ণ ভরসা ॥
 ইন্দ্রজাল কোটালে চলিল আট জন ।
 বিহিত চোরের বলে বিপাক বন্ধন ॥
 পথে যেতে পাঁচমত প্রবন্ধ সূচায় ।
 কারাগারে উপনীত কর্পূর তলায় ॥
 কোটালে কহিল ডেকে ক্রোধে হতাশন ।
 দুষ্টের দমন দিবি দুর্জয় বন্ধন ॥

এত শুনে ইন্দ্রজাল অরুণ লোচনে ।
 ধর ধর করিয়া ধরিল লাউসেনে ॥
 লাথালোথা চড় চাপড় মারে ধাক্কাধোকা ।
 পাচ খান হয়্যা গেল মাথার পটুকা ॥
 উত্তরীয় বসনে বান্ধিল পাছু মোড়া ।
 বুকে মারে বিপর্যয় বন্দুকের ছড়া ॥
 নত হয়্যা লাউসেন ঘুরে পরে ঠায় ।
 কর্পূর কাতর হয়ে কান্দে উভরায়
 মাছুয়ার চরণে পড়িল রঞ্জাবতী ।
 বিনয় বচনে করে বিস্তর বিনতি ॥
 ভুবনে বান্ধব নাই ভাগিনার সম ।
 অশেষ অপরাধ দাদা এইবার ক্ষম ॥
 লাউসেন নিয়ত তোমার খায় ছন ।
 প্রতিকূল না হবে না কর নিদারুণ ॥
 ভালবাস ভগ্নীকে ভাগিনার মুখ চাও ।
 নয় তবে ভাই রে আমার মাথা খাও ॥
 তবে কয় মহামদ কেবা তোর ভাই ।
 হেতা হতে দূর হবি আপদ বলাই ॥
 কার ভাগিনা কৃষ্ণ জানে কাল এথা কালী ।
 বলিদান দিয়া আজি পূজিব বাণুলী ॥
 এতেক কহিয়া চলে লয়্যা লাউসেনে ।
 রোদন করেন রঞ্জা অঝোর নয়নে ॥
 যেন কেহ কার প্রাণ কেড়্যা লয়্যা যায় ।
 এমনি আকুলপ্রাণ অবনী লোটায় ॥
 দরবারে বসেছে রাজা দক্ষিণ মহলে ।
 লাউসেনে দাখিল করিল হেন কালে ॥
 সভায় পুরাণ পড়ে পাঠক ব্রাহ্মণ ।
 বিমাতা বিবাদ ঝব গেলা বন ॥
 কভু না থগুন যায় কপালের লেখা ।
 করিল কঠোর তপ কৃষ্ণ দিলা দেখা ॥

এক মন হয়্যা রাজা শুনে এই কথা ।
 লয় হয়্যা লাউসেন লুটায় মাথা ॥
 প্রণাম পিতার পায় প্রণতি বিস্তর ।
 সভাজনে সস্তাষিলা সভার ভিতর ॥
 সেনে দেখ্যা সুখোচিত সভাকার মনে ।
 আদর করিয়া রাজা বসায় আসনে ॥
 বিমুক্ত করিল আগে বন্ধন দারুণ ।
 তা দেখিয়া মহামদ জলন্ত আগুন ॥
 বৃদ্ধ হলে বুদ্ধি যায় বিশেষে বর্বর ।
 না হইলে লাউসেনে এতেক আদর ॥
 সিঁদালের সনে যার মৈত্রতা সদাই ।
 তার ঠাঞি সত্য নাই মিথ্যার মরাই ॥
 বন্দী দিয়া পিতা মাতা অপ্রত্যয় হুল ।
 ধর্মপূজা হেতু গেল হাকঙের কুল ॥
 কোথা বা ধর্মের পূজা কোথা বা হাকঙ ।
 ঘরে বস্তা ছিল বেটা এমন পাষণ্ড ॥
 অর্জুন অজ্ঞাতবাসে বিরাতের গৃহে ।
 যেন রূপে স্ত্রীবেশে স্ত্রীগণ সঙ্গে রহে ॥
 তেমনি স্ত্রীয়ে বশে গুপ্ত ভাবে ছিল ।
 মা বাপ করিতে চুরি গোড়ভূমি আল্য ॥
 চোরের অশেষ মায়া চায়্যা লোক বশ ।
 দিবসে ডাকাতি করে ছুরন্ত সাহস ॥
 কারাগারে মায়ে পোয়ে ঐ সব কথা ।
 স্বকর্ণে শুন্নাচি আমি সঙ্কয় বারতা ॥
 চুরি কর্যা যদি লয়্যা যেত দেশান্তর ।
 দোষভাগী হত তবে মাহুতা পাতর ॥
 ছজুর দরবারেতে ছকুম তোমার ।
 কারাগারে দিয়া রাখি করি তিরস্কার ॥
 মিথ্যা বাক্য মনে বুঝ্যা মহীপাল কয় ।
 ভাগিনার সহিত বিবাদ ভাল নয় ॥

যে কহি বিহিত শুন বচন বিসার ।
 এক বার মনে কর কৃষ্ণ অবতার ॥
 দৈত্যারি লভিলা জগৎ দৈবকীজঠরে ।
 কংস রাজা ধ্বংস হল এই অবতারে ॥
 তখন নৃপতি তবে লাউসেনে কয় ।
 কোন্ দিনে দিলে বাছা পশ্চিম উদয় ॥
 কঠোর করিলে কত কত পাইলে দুখ ।
 মরি আহা মলিন হয়্যাচে চান্দমুখ ॥
 সেন কয় সত্য রাজা শুন নিবেদন ।
 পশ্চিম উদয় হল্য শনিবার দিন ॥
 কঠোর কর্যাচি তার পরিসীমা নাই ।
 অমুকুল না হলেন অনাগু গোসাঞি ॥
 দক্ষিণ দিশানে মাসি জ্বলে দিল দণ্ড ।
 নিয়ম করিহু সেবা শেষে নবখণ্ড ॥
 মাথা কেটে দিয়াছিহু তেকাঠ উপর ।
 তবে প্রভু পশ্চিম উদয় দিলা বর ॥
 এত শুনা মাহুতা মন্ত্রণা করে হাসে ।
 এমন পাগল খুঁজে পেতে নাই বিশ্বে ॥
 শুন শুন সভাজন সবিহিত বাণী ।
 আজি হল লাউসেন অবতার কলি ॥
 যে সব কহিল মিথ্যা কিছু সত্য নয় ।
 আছে কে পাগল ইথে যাবেক প্রত্যয় ॥
 কদাচিত বিস্ফোটক হয় যদি গায় ।
 মরণ অবধি তার চিহ্ন নাহি যায় ॥
 নবখণ্ড কর্যা যদি কাট্যাছিল মাথা ।
 তবে কেন ভিন্ন শোভা চিহ্ন গেল কোথা ॥
 এতেক মাহুতা যদি কহিল সভায় ।
 চমকিত লাউসেন চারি পানে চায় ॥
 ধ্যান করে একমনে ধর্মের চরণ ।
 নবখণ্ডে ভিন্ন চিহ্ন দেখে সর্বজন ॥

ধন্য বলে লাউসেন ধর্মের কিস্কর ।
 আনে বলে অবতার অবনী ভিতর ॥
 বিনয় বচনে রাজা বলে বাবেবার ।
 স্বরূপ নারান সখা আছেন তোমার ॥
 পশ্চিম উদয় দিলে রাখিলে থিয়্যতি ।
 প্রকাশ করিলে পূজা পূর্ণ বারমতি ॥
 পুনশ্চ মহামদ পাতিল নাবড়ি ।
 কি করিলে রাজার মনের হয় ডেড়ি ॥
 অধোমুখ করিতে অশেষ বুদ্ধি পায় ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা বাকুড়ারায় ॥২৮৪॥

মন দিবে মহারাজা মধুর বচনে ।
 ভাল ছাড়া মন্দ নাই ভাগিনার মনে ॥
 তুমি বল লাউসেন সত্যবাদী হয় ।
 আমি বলি যত কিছু মিথ্যা সব কয় ॥
 বাল্মীকি বশিষ্ঠ ভৃগু ব্যাস আদি মুনি ।
 পরাশর পুলস্ত্য পুরাণে নাম শুনি ॥
 কঠোর তপস্তা করে কালাসর দেহ ।
 পশ্চিম উদয় দিতে পারে নাই কেহ ॥
 লাউসেন পশ্চিম উদয় দিয়া এল ।
 তবে সত্য মিথ্যা নয় তুমি যদি বল ॥
 নৃপ কয় নয়নে দেখেছি নিরুপম ।
 মহামদ কয় তবে হয়েছিল ভ্রম ॥
 প্রহ্লাদ কুমার আছে পশ্চিম বাজারে ।
 পুরাণ পড়িয়া থাকে প্রতি শনিবারে ॥
 আকাশে আকার উঠে অগ্নির শিখা ।
 দিবস হইল হেন ভ্রম হয় দেখা ॥
 সন্দেহ সকল যায় সাক্ষী দিলে মানি ।
 ভুলে গেল ভূপতি ভণ্ডের কথা শুনি ॥

সেন কন সত্য ধর্ম অসত্য বিপক্ষি ।
 হরিহর বাইতি ইহার হয় সাক্ষী ॥
 দক্ষিণ ছয়ারে দিত দ্বিসক্ষা ধুমল ।
 পশ্চিম উদয় হল হাকণ্ডের কুল ॥
 তখন মাহুতা কয় তবে হল ভাল ।
 এক বৎসরের স্বন্দ এক দিনে গেল ॥
 রাজা কয় সাক্ষী যদি আছে হরিহর ।
 আনায় এখন পাত্র শুনি অবাস্তর ॥
 পাত্র কয় পৃথ্বীনাথ পড়ে গেল মনে ।
 বাইতির বাপের শ্রদ্ধ বৃধবার দিনে ॥
 প্রভাতে উঠিয়া গেছে বাইতির বাড়ী ।
 দেখা করে দিয়া গেছে খাজনার কড়ি ॥
 যাতায়াতে গত দিবা যে কালে দুপুর ।
 প্রভাতে বুঝিব কালি ফিরে আলো ঘর ॥
 লাউসেনে বন্দী আজি রাখ কারাগারে ।
 যা হয় হবেক কালি হজুর দরবারে ॥
 এত কয়া উঠে গেল আনন্দে তখন ।
 রাজার ভাণ্ডারে গিয়া দিল দরশন ॥
 শ্রীকৃষ্ণচরণে মন চিত্তের কোতুক ।
 বাইতি বেটার আগে বন্দি করি মুখ ॥
 ধনে হতে ধর্ম হয় ধনে হতে যশ ।
 বস্ত্র দিয়া ব্রহ্মাকে করিতে পারি বশ ॥
 কুলহীন কেবল কুলীন হয় ধনে ।
 আপদ উদ্ধার হয় ধনের অর্জনে ॥
 দুশত লইল টাকা দ্বাদশ মোহর ।
 করধা হইয়া আলা বাইতির ঘর ॥
 হরিহর ঘরে বস্তু হরিগুণ গায় ।
 পাত্র মহামদ আলা দেখিবারে পায় ॥
 সম্মুখে উঠিয়া কৈল সম্ভাষ বিনতি ।
 কোথাকে করেচ যাত্রা কহ মহামতি ॥

মহামদ কয় ভাই আছে মনস্কাম ।
 হাকও হইতে কবে আলো নিজধাম ॥
 ধনে হতে ধর্ম নাই ধনে হতে ঝাঁকা ।
 ছাদশ মোহর নেয় দুই শত টাকা ॥
 জিজ্ঞাসিব যখন নৃপতি সত্য চয় ।
 এই কয় দেখি নাই পশ্চিম উদয় ॥
 মহং আমার থাকে মিথ্যা সাক্ষী দিলে ।
 গজমণি মুকুতা হার পরাইব গলে ॥
 যত কাল গোড়ে থাকিবে তোর বংশ ।
 পালন করিব আমি কর্যা নিজ অংশ ॥
 ধন পেয়া হরিহর ধর্মপথ ছাড়ে ।
 মিথ্যা সাক্ষী দিব বলে রাজার নিয়ড়ে ॥
 সত্য সত্য ব্রহ্ম সত্য বলে স্থনিশ্চয় ।
 সত্যহীন হইলে পঞ্চম পাপ হয় ॥
 এখন হইল তুষ্ট মাছড়া পাতর ।
 ফিরে এসে বসে পুন দরবার ভিতর ॥ অত্র ভনিতা ॥২৮৫॥

কোটালে কহিল ডেক্যা কর এই কাজ ।
 হরিহর বাইতিকে আনিবে সভা মাঝ ॥
 আজ্ঞায় কোটাল ধায় অনিলগমন ।
 বাইতির ভবনে গিয়া দিল দরশন ॥
 তলপ রাজার তোকে তূর্ণগতি আয় ।
 বিলম্ব হইলে পরে বিক্রপ হব রায় ॥
 হরিহর কয় ভাই হবে সাবধান ।
 এক লক্ষ নিয়ম কর্যাচি হরিনাম ॥
 শেষ নাম সাদ্র হুগু সাক্ষীর হর্জুত ।
 ছুয়ারে কোটাল বসে যেন যমদূত ॥
 বাইতির বনিতা তার আখ্যান বিমলা ।
 সত্যবতী যুবতী নৌতন চন্দ্রকলা ॥

স্বর্ণ গর্গরি লয়া। স্ববেশা সুন্দর ।
 জল আনিবারে গেল জয় সরোবর ॥
 মিথ্যা সাক্ষী হরিহর দিবেক অচল ।
 স্বর্ণ তেজে সপ্তম পুরুষ বিকল ॥
 জয় সরোবর ঘাটে আকুল জীবন ।
 উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করয়ে সাত জন ॥
 কেহ বলে হায় হায় কি হল প্রলয় ।
 স্বর্ণ তেজে সপ্তম পাতলি যেতে হয় ॥
 কেহ কেহ কয় কৃষ্ণ নিদারুণ হলে ।
 সকল সফল ইবে বিফল করিলে ॥
 বিমলা তা দেখে কয় বিনয়বচন ।
 কহ সবে কেন কান্দ কিসের কারণ ।
 বিনয় বিস্তর বলে বুকে দিয়া হাত ।
 নরক লইতে চায় তোর প্রাণনাথ ॥
 তুমি বাছা পুণ্যবতী ধর্মপরায়ণা ।
 স্বর্ণ যাই যতপি স্বামীকে কর মানা ॥
 তুমি মন দিলে হয় তবে ত নিস্তার ।
 ভগীরথ কৈল যেন কুলের উদ্ধার ॥
 ধনলোভে মিথ্যা সাক্ষী দেয় মৃঢ়মতি ।
 সপ্তম পুরুষ তরে যায় অধোগতি ॥
 বচন বলিল যেন পদ্মের পীযুষ ।
 এই দেখ বর্তমান সপ্তম পুরুষ ॥
 পরিচয় দিয়া তারা পায় যথাস্থান ।
 বিমলা স্বশুরকুলে করিল প্রণাম
 সোনার গর্গরি তবে ভাসিয়ে কমলে ।
 আলয় প্রবেশে রামা আউদড় চূলে ॥
 পড়িল পতির পায় প্রাণ নাহি বান্ধে ।
 কি হল কি হল বলে উচ্চৈঃস্বরে কান্দে ॥
 সুবিহিত শুন নাথ সবিনয় বাণী ।
 কি ছার ধনের লেগে ধর্মে দিবে কালী ॥

ধন কড়ি মানমাত্রা বিকল সকল ।
 সপ্তম পুরুষ আজি যান রসাতল ॥
 স্বর্গবাস ত্যাজে তারা সবিকল সভে ।
 মিথ্যা সাক্ষী দিয় নাই মনস্তাপ পাবে ॥
 হেলন করিলে সত্য সবংশে বিনাশ ।
 চৌরাশি নরক কুণ্ডে করিবে নিবাস ॥
 মিথ্যা কৈল যুধিষ্ঠির মাধবের বোলে ।
 অশ্বখামা পড়িল প্রথম রণস্থলে ॥
 যে কালে হইল স্বর্গসভায় গমন ।
 কৃষ্ণ তাকে করালেন নরক দরশন ॥
 মিথ্যা হতে মুক্তি নাঞি মনে বুঝা দেখ ।
 ধন ধরা ধার্য নয় ধর্মপথ রেখ ॥
 ধন হেতু ধিকার দেহজ ধ্বংস হল ।
 শতকোটি সোনা রেখে সন্তাপন হল ॥
 পরিণাম পরদ্রোহীর পার নাঞি ।
 সত্য কথা কহিলে কলুষ সর্ব ঠাঞি ॥
 পরহিত করিলে পরমপদ পায় ।
 অন্তকালে উদ্ধার করেন কৃষ্ণরায় ॥
 হরিহর কয় তবে হরিমুখী শুন ।
 অর্থ বিনা পুরুষের অসার জীবন ॥
 হার দিব হয়গ্রীবে হাতে হেমচূড়ী ।
 পরিবে পরম স্থখে পটুময় শাড়ী ॥
 বনিতার বচন বাইতি নাঞি মানে ।
 মিথ্যা সাক্ষী দিতে যায় ধনের কারণে ॥
 চমৎকার ত্রিভুবন চঞ্চল বাসুকি ।
 মলিন হইল সূর্য মহোৎপাত দেখি ॥
 বিভোল হয়েছি বলে বাইতির মন ।
 রাজার দরবারে গিয়া দিল দরশন ॥ অত্র ভনিতা ॥২৮৬॥

ধরণী উপরে রাজা ধর্ম অবতার ।
 হরিহর জুহার করিল তিনবার ॥
 রাজা কয় হরিহরে হবে সাবধান ।
 একবার মনে কর আগম পুরাণ ॥
 জেতা যদি মিথ্যা সাক্ষী দেই যেই জন ।
 না পায় নির্বাণ পদ নরকে গমন ॥
 উভয় বিরুদ্ধ হয় ইহ পরকাল ।
 সপ্তম পুরুষ যায় সপ্তম পাতাল ॥
 সত্য সাক্ষী দেয় যদি সর্বত্র কল্যাণ ।
 অন্তকালে আপনি সারথি ভগবান ॥
 এত শুনে হরিহর ভাবে মনে মন ।
 ধর্মের করুণা হইতে ধন বড় ধন ॥
 মিথ্যা সাক্ষী দিব আমি ধনের কারণে ।
 তবে বৈকুণ্ঠে বসিয়া ধর্ম জানিলা ধিয়ানে ॥
 সারদাকে সত্বর কহেন ডেকা ভাষ ।
 বারদিনে বারমতি পূজার প্রকাশ ॥
 পূর্ণ হয় পশ্চিম উদয় কলিকালে ।
 বাইতি হরিহর তায় মিথ্যা সাক্ষী বলে ॥
 তুমি তার জিহ্বায় হইবে অধিষ্ঠান ।
 সত্য সাক্ষী দিতে থাকে আমার সম্মান ॥
 না হলে ধর্মের নামে রহিল কলঙ্ক ।
 অখিল ভাবিলে হয় অশেষ আতঙ্ক ॥
 শুভ্রা এত সরস্বতী সত্বর পয়ান ।
 বাইতির জিহ্বায় এস্তা হল অধিষ্ঠান ॥
 পুনরপি হরিহরে পৃথীনাথ কয় ।
 কি দেখ্যাচ সত্যকথা কহিবে নিশ্চয় ॥
 মিথ্যা সাক্ষী দিব বলা বাইতির মন ।
 মিথ্যা উচ্চারিতে করে সত্য উচ্চারণ ॥
 দক্ষিণ দুয়ারে আমি দিতাম ধুমুল ।
 পশ্চিম উদয় হলা হাকঙের কুল ॥

লাউসেন নিয়ম করিলা নবখণ্ড ।
 ত্রিকাঠ উপরে কেট্টা দিয়াছিল। মুণ্ড ॥
 বারজন ভক্ত মৈল ছাদশ আমি।
 এই সত্য ধর্মকথা এই আমি জানি ॥
 স্মরিয়া সেনের গুণ শরী শুক মল ।
 মনোরথ কপিলা কমলে বাঁপ দিল ॥
 মাথায় মারিয়া ঢাক মরেছিল আমি ।
 অপরক ইহার অধিক নাই জানি ॥
 পশ্চিম উদয় দেখে পুলকিত হবে ।
 লাউসেন আমায় সাক্ষী রাখিলেন তবে ॥
 এত শুনা নৃপতির অঝোর নয়ন ॥
 কোলে কর্যা লাউসেনে নাচেন তখন ।
 সভাজন সভে তারা সবিনয় বলে ।
 ধার্মিক শরীর সেন ধন্য রসাতলে ॥
 অর্জুনের সারথি সারথি যার সদা ।
 কি করিতে পারে তার কোটি মহামদা ॥
 সত্য সাক্ষী দিয়া হরিহর গেল ঘর ।
 মাছটার বুকে যেন পড়িল বজ্র ॥
 অধোমুখে একদণ্ড যুক্তি অনুমান ।
 বলে বাইতি বেটার আজি বধিব পরান ॥
 সবংশে নাশিব নয় নিব ঘর গাড়ি ।
 ভূপে কয় ভুবন ভাঙারে গেছে চুরি ॥
 সিন্দুক সহিত গেছে দুইশত টাকা ।
 অপর যে কিছু তার শেষে দিব লেখা ॥
 আর গেছে এক দফা ছাদশ মোহর ।
 কিবা চায় কোটাল হয়েছে স্বতন্ত্র ॥
 চোর ডাকাতির সনে করেছে সিদারি ।
 এত লোক থাকিতে তোমার ঘরে চুরি ॥
 রাত্রিদিন রস রঙ্গ রমণীর সনে ।
 ফিরে নাই সহর ফিকির এই মনে ॥

কোপ হল রাজার কোটালে কয় ডেকে ।
 আমার ভাগারে চুরি এত লোক বেঁচে ॥
 কোটাল তখন কয় করুণা বচন ।
 চারি দিন তস্থির চোরের অন্বেষণ ॥
 বলি যদি চোর হয় বলে ছলে যুঝে ।
 প্রবেশিব পাতাল ধরিব পাঁজ পৈজে ॥
 আস্তিক অগস্ত্য হুণ্ড অথবা দুর্বাসা ।
 ধরে দিব এখনি ধনের পাবে নিশা ॥
 ধাইল কোটাল সঙ্গে দ্বিজ অতুচর ।
 প্রবেশ করিল আগে পঞ্চম সহর ॥
 কালচক্র কোটাল সে কোটি বুদ্ধি ধরে ।
 সন্ধান করিয়া বলে সভাকার ঘরে ॥
 বিশাশয় গল্পপাতা বাইশ বাজার ।
 একে একে সকল খুঁজিল সাত বার ॥
 বাইতির পাড়ায় পড়িল গিয়া ডকা ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে শুনে হল শকা ॥
 করতার পার কর করেছি ভরসা ।
 ও রাঙ্গা চরণ পাব এই মনে ভরসা ॥২৮৭॥

হরিহর ঘরে বসে হরিনাম করে ।
 দ্বিবাছ দণ্ডক দূত দাণ্ডায় ছুয়ারে ॥
 কালচক্র কোটাল ধনের গন্ধ পায় ।
 চঞ্চল লোচন যুগ চারিপানে চায় ॥
 ধন কোলে হরিহর ধর্মকে ধিয়ান ।
 বলে এই বার রক্ষা কর স্বরূপনারায়ণ ॥
 অহুমান কোটাল ধরিল তার চূলে ।
 দারুণ বন্ধন দেয় হাতে পায়ে গলে ॥
 আখালি পাখালি মারে বন্দুকের হুড়া ।
 পরিধান বসন ভূষণ হল গুঁড়া ॥

ছুম দাম বরিষে মূলধারে কিল ।
 নত হয়ে হরিহর লোটে যেন চিল ॥
 দ্বিস্ত কাকালে দড়ি দড় করি ধরে ।
 দাখিল করিয়া দিল রাজার দরবারে ॥
 দ্বাদশ মোহর টাকা দিলেক সকল ।
 কোটাল বন্দি পাইল কর্ণের কুণ্ডল ॥
 মনে সুখী মহামদ মহীনাথে কয় ।
 বাইতি বেটা চঞ্চল চোরের গুরু হয় ॥
 ধর্ম গেল কর্ম হতে ধন্য হল কলি ।
 দারুণ চোরের শাস্তি দিতে হয় শুনি ॥
 হুকুম দিলেন রাজা না করে বিচার ।
 গাছ কেট্টা গঠে শূল গোবিন্দ কামার ॥
 আট হাত উচ্চ রাখে সূক্ষ্ম করে অগ্র ।
 হরিহর বাইতি হইল দেখে ব্যগ্র ॥
 অনিবার অশ্রু ধারা পড়ে বুক বায়্যা ।
 বলে কেন কৃষ্ণ হেন কৈলে দীনবন্ধু হয়্যা ॥
 ভৈরবীর তীরে প্রস্তুত করে শূলী ।
 চোর লয়ে চলিল কোটাল মহাবলী ॥
 রাজা পাত্র চলিল যতেক সভাজন ।
 ভৈরবীর কূলে এস্তা দিল দরশন ॥
 কালচক্র কোটালে কহিল মহামদ ।
 এক তিল রাখ নয় তদ্বর আপদ ॥
 কোটাল এতেক শুষ্ঠা কমন্তরে চলে ।
 সকাতির হরিহর সবিনয় বলে ॥
 বিফলে জনম গেল বিষয়ে বিকল ।
 উদর পূরিয়া আজি থাই গঙ্গাজল ॥
 কোটাল এতেক শুষ্ঠা করুণাবচন ।
 দয়া ভেবে ছুই দণ্ড কৈল বিলম্বন ॥
 ভৈরবী গঙ্গার জলে নাথে হরিহর ।
 আগুলা রহিল দূত দণ্ডক দম্বর ॥

চিন্তামণি চিন্তিয়া চপলে কৈল স্নান ।
 সিদ্ধবিদ্যা জপ করে হয়ে সাবধান ॥
 সজল নয়নে করে সবিনয় নতি ।
 এমন সময় কোথা অর্জুনসারথি ॥
 শুদ্ধাচি মহিমা গুণ গজেন্দ্র মথনে ।
 ব্যাধকে করিলে দয়া বিয়োগ বিপিনে ॥
 ভক্ত জনার ভক্তিভাবে ভক্ত অহুসারে ।
 গোবর্ধন ধারণ করিলেন বাম করে ॥
 বৈকুণ্ঠ হইতে বসে দেখে নারায়ণ ।
 অতাপি আমার হয় অকাল মরণ ॥
 তোমা ভঞ্জে এত দিনে এই হল গতি ।
 যা কর এখন কৃষ্ণ কমলার পতি ॥
 এতেক করিল স্তব অঝোর নয়ন ।
 বৈকুণ্ঠে ধর্মের তথা টলিল আসন ॥
 উল্লুক না সহে ভার অখিল চঞ্চল ।
 ধিয়ানে জানিল ধর্ম ভকতবংশল ॥
 হুহুমান্বে কন ডেক্যা হের শুন বাপু ।
 রাম অবতারে তুমি রাবণের রিপু ॥
 সমুদ্র বান্ধিয়া কৈলে সীতার উদ্ধার ।
 অবনী গোড় ভূমি চল একবার ॥
 কলিযুগে বারমতি প্রকাশ হইল ।
 লাউসেন পশ্চিম উদয় দিয়া আলা ॥
 সরস্বতী অহুকুলা সভার ভিতর ।
 সত্য সাক্ষী দিয়াচে বাইতি হরিহর ॥
 মাছড়া প্রবন্ধ কর্যা দিতে চায় শূলী ।
 তা হলে ধর্মের নামে ত্রিভুবনে কালী ॥
 রথ লয়া যাহ বাছা অভয় পুঙ্কর ।
 আন গিয়া হরিহরে আমার নিয়ড় ॥
 প্রভুবাক্যে পুলকিত পবননন্দন ।
 রথ লয়া অবিলম্বে অবনী গমন ॥

কিরূপ ধর্মের মায়া कहने না যায় ।
 ঐরাবত চাপিয়া চলিল দেব রায় ॥
 অরুণ বরুণ বায়ু আদি চতুর্মুখ ।
 দেবতা সকল যান দেখিতে কোতুক ॥
 হুহমান্ আগুয়ান হরষ অন্তর ।
 লুকালেন রথখান মেঘের নিয়ড় ॥
 হরিহর এখানে ভৈরবী গঙ্গা ঘাটে ।
 একাঙ্গলি উদক উসন কর্যা উঠে ॥
 চঞ্চল কোটাল চর চারিদিকে ধায় ।
 কেহ ধরে হাতে পায় কেহ বা পলায় ॥
 উচ্চৈঃস্বরে আকর্ণ অভেদ শূলী দিতে ।
 শূন্যে তুল্যা হুহমান্ বসালেন রথে ॥
 ইন্দ্র করে পুষ্পবৃষ্টি আনন্দে বিভোল ।
 জগৎ সংসার জুড়ে জয় জয় রোল ॥
 স্বর্গ গেল হরিহর সবে এই কথা ।
 মনস্তাপে মহামদ হেট কৈল মাথা ॥
 অধোমুখে একদণ্ড যুক্তি অহুমান ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্মগুণ গান ॥২৮৮॥

এক চিন্তা করিতে অশেষ চিন্তা উঠে ।
 যাদৃশী ভাবনা করি যথা কালে জুটে ॥
 সুবিহিত শুন রাজা সংযোগ বিচার ।
 এই শূলী আপুনি ঈশ্বর অবতার ॥
 না হলো বাইতি বেটা মরে যাত্য ঠায় ।
 মিথ্যা সাক্ষী দিয়া সে সকার্য স্বর্গ যায় ॥
 যে কালে শূলীর গাছ কেট্টাচে কামার ।
 মাহেন্দ্র যোগের কিছু ছিল অধিকার ॥
 সত্য মিথ্যা সাক্ষাৎ বুঝিব সমুদয় ।
 না দিয়াচে লাউসেন পশ্চিম উদয় ॥

বড় বেটো আমার বিনোদকান্ত রায় ।
 এই শূলে চাপালে সকায়ে স্বর্গ যায় ॥
 রাজা কয় ধন্য পাত্র ধরণীর মাঝ ।
 বিচার কর্যাচ ভাল বিলম্বে কি কাজ ॥
 মাহুতা কোটালে কয় মনে নাই আন ।
 বেটো মোর স্বর্গে গেল তোমার কল্যাণ ॥
 বিলম্বন করিলে বিরূপ হব ঠায় ।
 ছুটাছুটি কোটাল রমতি গিয়া পায় ॥
 বস্ত্রাচে বিনোদকান্ত বিচিত্র আসনে ।
 কালচক্র কোটাল কহিল সাবধানে ॥
 শুনিয়া শূলীর তব সজল নয়ন ।
 উর্ধ্বমুখে উঠিয়া অমনি পলায়ন ॥
 তাড়াতাড়ি কোটাল ধরিল তার চুলে ।
 ঘাড়ে হাত ঘুরায় ঘসাড়ে মহীতলে ॥
 নির্ঘাত মারিল বুকে নয় গোটা কিল ।
 লঘু করে নৃপতির নিকটে দাখিল ॥
 পাত্র বলে বাছার বালাই লয়া মরি ।
 এই শূলা চেপ্যা আজি চল স্বর্গপুরী ॥
 শত্রু হল্যে সবত শরীরে কিবা সাধ ।
 বাইতি বেটার সঙ্গে করিবে বিবাদ ॥
 বিনোদ বিনোদ বলে চক্ষে বুঝে বারি ।
 হরিহর দেখ্যাছিল চতুর্ভুজ হরি ॥
 তার সম ভাগ্যবান্ আমি কি হইব ।
 পরশে দারুণ শূলী পরান ত্যাজিব ॥
 ক্রোধ কর্যা মাহুতা কহিল নিদারুণ ।
 স্বর্গ যাবি সকায়ে শূলের আছে গুণ ॥
 কোটালে কহিল তবে কঠিন অন্তর ।
 ধরে বেধে তুলে দেয় শূলীর উপর ॥
 মনে স্থখী মহামদ মাতিয়া বেড়ায় ।
 বলে এইবার বিনোদ আমার স্বর্গ যায় ॥

ক্ষিতি জোরে পায় ধরে টানে খলমতি ।
 হুহুমান্ মাথায় মারেন তার লাথি ॥
 বিপাকে পড়িয়া প্রাণ ত্যাঞ্জিল বিনোদ ।
 হেঁটমুখে হায় হায় করে মহামদ ॥
 বেটা মরে অভাগার বিফল জীবন ।
 রাম রাম রাধা কৃষ্ণ গঙ্গা নারায়ণ ॥
 জন্মিলে মরণ আছে মৃত্যু কার বশ ।
 এবার ঘুচায়া দিব ভাগিনার যশ ॥
 মন্ত্রণা করিয়া পুন মহীনাথে কয় ।
 বিনোদ বেলিক ছিল বলে সং নয় ॥
 পাপ কর্যা পুণ্যপথে দিয়াছিল কাঁটা ।
 স্বর্গ যেতো শক্তি খাট সত্ত্ব হল খটা ॥
 দ্বিতীয় আত্মজ আছে দামুদর রায় ।
 কৃষ্ণসেবা করে সদা কৃষ্ণগুণ গায় ॥
 সকায় যাবেক স্বর্গ শূলী দিলে তাকে ।
 বজ্রর পরিবে আজি লাউসেনের বৃকে ॥
 দ্রুত দূত পাঠায়ে আনিল দামুদরে ।
 ধরে বেঞ্চে তুলে দেয় শূলের উপরে ॥
 হুহুমান্ মাথায় মারেন পদাঘাত ।
 আকাশ ভেদিল শূলী বারি হল আঁত ॥
 দারুণ দৈবের দোষে দামোদর মল্য ।
 মাছটার মনস্তাপ লজ্জা হল্য ॥
 মনোহর মদন মুকুন্দ বনমালী ।
 এ চারি তনয়ে আন তবে দেয় শূলী ॥
 হুহুমান্ মাঝে লাথি না করেন হেলা ।
 চারি ভাই মল্য তারা যেন চন্দ্রকলা ॥
 মাছটা মন্ত্রণা ভাবে মনে নাই আন ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্মগুণ গান ॥২৮৯॥

পাপ পুণ্য জানে নাঞি কোলের ছাওয়াল ।
 কোটালে কহিল ডাক্য। আনিবি তৎকাল ॥
 বিলম্ব করিলে বলে বিস্তর বিগতি ।
 নিমিষে কোটাল পায় নগর রমতি ॥
 দুগ্ধ পান করে শিশু জননীর কোলে ।
 হঠাৎকারে কোটাল ধরিল তার চুলে ॥
 পাত্র ধর্য। পাকনাড়া ঐমনি গমন ।
 শচী বলে সবিনয় কিসের কারণ ॥
 কোটাল কহিল তাকে নিদারুণ বাণী ।
 এ তিন ভুবন মাঝে তুমি অভাগিনী ॥
 বলিতে বিদরে বুক বিকল শরীর ।
 স্বচক্ষে দেখিবে আশ্রু ভৈরবীর তীর ॥
 এতেক কোটাল কর্য। উভরড়ে ধায় ।
 কেন্দে কেন্দে শচী তার পশ্চাতে গড়ায় ॥
 সোনার বরণ শিশু সূর্যতুল্য লাগে ।
 কোটাল দিলেক ধর্য। পাতরের আগে ॥
 শূলে চেপে স্বর্গ যায় সত্যবাদী বাছা ।
 বাপের ভরম রাখ ভাই বন্ধু মিছা ॥
 এত বল্য। তুল্য। দেয় শূলীর উপর ।
 হতুমান্ মাঝে তাকে লোহার বজ্র ॥
 মাথা কেট্টা উদ্ধর্গতি বজ্র যায় শূলী ।
 হায় হায় শচী বলে হাকুলি ব্যাকুলি ॥
 ধরিয়। সেনের পায় ধরণী লোটায় ।
 কি হল্য কি হল্য বল্য। কান্দে উভরায় ॥
 শুদ্ধাচি তোমার সখা স্বরূপনারান ।
 বাছাকে বাঁচায়ো রাখ মামীর পরান ॥
 নয় তবে বাপু রে মরিব বিষ খেয়ে ।
 অভাগিনী জীব আর কার মুখ চেয়ে ॥
 বিনয় বিস্তর করে বহুধরাপাল ।
 বাঁচাইয়া দেহ বাছা দুহ্মের ছাওয়াল ॥

নৃপবাক্য লাউসেন না করে লজ্জন ।
 জ্ঞান করে চিন্তা করে ত্রীধর্মচরণ ॥
 পুষ্পজল দিলেন শিশুর সর্ব গায় ।
 ধরণী পরান পেলা ধর্মের ক্রপায় ॥
 সবিনয় বলে যত গোড়নিবাসী ।
 ধন্য ধন্য লাউসেন ধর্মের তপসী ॥
 জানিল যতেক লোক মাহুতার কীর্তি ।
 কোলে কর্যা লাউসেন নাচেন নৃপতি ॥
 মাহুতা তখন বলে সর্বনাশ হল ।
 আমার মন্ত্রণা সব দরিয়ায় পড়িল ॥
 কৃষ্ণ হল্য লাউসেন আমি কংসরাজা ।
 শরীর ত্যাগিব তবু নাই হব সোজা ॥
 চুরি কর্যা চোর নয় সাধু হল্য চোর ।
 কি ছার কল্লনা কাল কলি হল্য ঘোর ॥
 সঙ্কয় সেনের যদি সত্য ধর্ম বল ।
 জীয়াইয়া দেও তবে নবলক্ষ দল ॥
 না হলে নিস্তার নাই নিগূঢ় বন্ধন ।
 করাহ সেনের কাঁপে ক্রোধে হতাশন ॥
 অভিশাপ দিলেন স্বহস্তে কর্যা জল ।
 মাহুদ্যার হল তাই সর্বাঙ্গে ধবল ॥
 ঝিম ঝিম করে হাত রক্ত পড়ে ফেটে ।
 অবশ হইল অঙ্গ যাইতে নারে উঠে ॥
 সচকিত নৃপতি প্রভৃতি সভাজন ।
 সবাই ধরিল কেন্দ্রে সেনের চরণ ॥
 আজ্ঞা দিয়া অবিলম্বে আরম্ভিলা রাজা ।
 ঘরে ঘরে গোড় নগরে ধর্মপূজা ॥
 সভাজন সকলে সম্মুখে জোড় হাত ।
 বিনয়বচনে বলে বসুধার নাথ ॥
 প্রিয়পাত্র আমার তোমার হয় মামা ।
 অপরাধ বাছারে এবার কর ক্ষমা ॥

ধর্মরোষে ধবল হইল যদি গায় ।
 সভায় বসিলে বামে শোভা নাই পায় ॥
 নৃপতি এতেক যদি কহিলা বচন ।
 নিবেদন করেন ময়নার তপোধন ॥
 অযোগ আমার আছে রাত্রিবাস দুতি ।
 পরশ করিলে গায় ব্যাধি যায় কতি ॥
 মাহুতা তখন কয় মনে হল্য ঘৃণা ।
 ধবল বরঞ্চ ভাল ধর্মের করুণা ॥
 বিযোগ বচনে রাজা বিহিত বুঝান ।
 ঔষধ ঈশ্বর তুল্য ইথে নাই আন ॥
 বুলায় সকল গায় বিযোগ সরস ।
 ঘৃণার কারণে মুখে না করে পরশ ॥
 আকীর্ণ হইল গুণ অধর যুগল ।
 রহিল ধবল চিহ্ন ধর্মনিন্দাকল ॥
 দেখিয়া সমস্ত লোকের লাগে চমৎকার ।
 ধর্মনিন্দা করিলে সবংশে ছারখার ॥
 লাউসেনে লইয়া নিকার্যে গেলা রায় ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্মের কৃপায় ॥২৯০॥

সেনে দেখে ভানুমতী সজল নয়ন ।
 অমনি আনন্দে বলে এস বাছাধন ॥
 মায়ের জীবন তুমি মাসির পরান ।
 দেখিলে জুড়ায় আখি ও চান্দবয়ান ॥
 আদর করিল রানী অশেষ বিশেষে ।
 প্রভাতে বিদায় হয়ে যান নিজদেশে ॥
 নিবেদন নৃপতি নিকটে নম্রকায় ।
 মা বাপের ছাড়ান করিয়া দিবে রায় ॥
 আনন্দে অবনীনাথ আনে কর্ণসেনে ।
 পুরস্কারে বিদায় দিলেন বাছাধনে ॥

রাজাকে আনিয়া শেষে দিলা রত্নহার ।
 পরস্পর সবিনয় মুখে অবিসার ॥
 পুরসের কর্ণসেন পালকির উপরে ।
 পাছু যান রঞ্জাবতী রতন পুঙ্করে ॥
 কর্পূর কোতুকে যান করতার ভাবি ।
 আলো করে অরুণ বরণে অঙ্গছবি ॥
 বারজন ভক্ত সঙ্গে দ্বাদশ আমিনি ।
 পাছু যান লাউসেন যেন পদ্মমুনি ॥
 গোড় রমতি রাজ্য পশ্চাৎ রাখিয়া ।
 তৈরবী ভুবন পার তেলায় চাপিয়া ॥
 জড়সর এড়িয়া পায় জামতি নগর ।
 পার হলা পরায়ণ পশ্চিম সহর ॥
 বাম দিকে বর্ধমান বাবুরকপুর ।
 উচালন পদ্মা রহিল কত দূর ॥
 নিম্বহ গমন পথে নাঞি বিলম্বন ।
 গোলপুর রহিল বামে গড় মান্দারণ ॥
 উসতপুর ধুলাডাঙ্গি এড়িয়া ত্বরিত ।
 নিজ রাজ্য নগর ময়নায় উপস্থিত ॥
 কালিনীর কূলে পড়ে নবলক্ষ দল ।
 উষ্ট্রগজে একাকার তিল নাই স্থল ॥
 লাউসেন তা দেখ্যা হলেন সাবধান ।
 স্নান কর্যা সেবিলেন স্বরূপনারান ॥
 অপার তোমার মায়া অনন্ত কারণ ।
 পুরাণে শুভাচি নাম পতিতপাবন ॥
 পূর্ণভাবে প্রহ্লাদের পুরিলে বাসনা ।
 সখা হুয়া স্বদামার ঘুচালে যন্ত্রণা ॥
 বিছরে বিস্তি দিলে বাড়ালো সম্মান ।
 বিশেষ বিধির কর্তা বিশ্বের নিদান ॥
 সদয় হইবে আজি সেবক স্মরণে ।
 পুরিবে মনের বাঞ্ছা প্রসন্ন বদনে ॥

বৈকুণ্ঠে জ্ঞানিল ধর্ম ভকতবৎসল ।
 পুরন্দরে পাঠালেন পৃথিবী ভিতর ॥
 ইন্দ্র কৈল আনন্দে অমৃত বরিষন ।
 সম্পূর্ণ অকাল শস্ত্রে ময়না ভুবন ॥
 পরান পাইল সেনা পীযুষ পরশে ।
 কোলাহল করিয়া চলিল গোড় দেশে ॥
 কালু বীর সাখাস্বরী তের ডোম আর ।
 পরান পাই উঠে করে মার মার ॥
 রাবণ বধিয়া যেন রাম আইলা দেশে ।
 ঘুচিল সংশয় শোক আনন্দ প্রকাশে ।
 ঘরে ঘরে নৃত্যগীত মহোৎসব ময় ।
 অযোধ্যায় হইল যেন আনন্দ উদয় ॥
 শুভক্ষণে নিকেতনে উপনীত হবে ।
 না দেখিয়া কলিঙ্গকে লাউসেন ভাবে ॥
 শুভা হল সব যেন শোকাকুল মন ।
 কানড়া কমলমুখী করে নিবেদন ॥
 নবলক্ষ দল লয়া মাহুতা নাবড় ।
 বিভাবরী বস্ত্র দণ্ডে বেড়্যাছিল গড় ॥
 কালু বীর প্রভৃতি পড়িল রণস্থলে ।
 একেলা কেট্টাছিলাম নবলক্ষ দলে ॥
 দিদি বিনা দিবস রজনী অন্ধকার ।
 শরীর হইল ক্ষীণ লোকে অবিসার ॥
 সেন কন সখা ধর্ম সন্ত জয় রিপু ।
 বিয়োগ বাচাতে পারি পাল্যে সেই বপু ॥
 সিদ্ধুক সহিত এনে দিলেক কানড়া ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে প্রসন্ন বাঁকুড়া ॥২২১॥

দারার দুর্গতি দেখি ।

সেনের সজল আখি ॥

চপলে করিয়া স্নান ।
 ধর্মকে করিলা ধ্যান ॥
 পুষ্পজল দিলা গায় ।
 কলিঙ্গা পরান পায় ॥
 কান্তে দেখে কুতূহলী ॥
 প্রণমিল পুটাঞ্জলি ॥
 মায়ে দেখ্যা চিত্রসেন ।
 জীবন পাইল যেন ॥
 ধায়্যা আস্ত্রা বসে কোলে ।
 কান্দিয়া করুণা বলে ॥
 ছাড়িয়া জননী মোরে ।
 গিয়াছিল রে কোথাকে ॥
 কলিঙ্গা কহিছে বাছা ।
 সংসার সকলি মিছা ॥
 তবে চিত্রসেন তায় ।
 প্রবোধ বুঝান মায় ॥
 নগরে যত লোক ।
 পাস্থরিল পূর্ব শোক ॥
 দ্বিজ শ্রীমানিক গায় ।
 সদা সখা বাকুড়ারায় ॥২২২॥

আনন্দের সীমা নাই অহুদিন যায় ।
 স্থখে সেন রাজত্ব করেন ময়নায় ॥
 দিবানিশি ত্রাঙ্কণভোজন দান ধ্যান ।
 শ্রবণ করেন সদা ভারত পুরাণ ॥
 দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হল্য দেবমানে ।
 বৈকুণ্ঠে বসিয়া ধর্ম জানিলা ধিয়ানে ॥
 হনুমানে ডেকে কন তুমি যাও বাছা ।
 তুমি সত্য সেবক অপর সব মিছা ॥

প্রকাশ পশ্চিমোদয় পঞ্চদশ তিথি ।
 স্বর্গ-আশ্রয় লাউসেনে সঙ্গে বারমতি ॥
 বিয়োগ বিজয় কার লইয়া বিমান ।
 লাউসেনে আনিবে আমার সন্নিধান ॥
 এত শুণ্ডা স্থখাসীন সমীরণস্থত ।
 রথ লগ্না রতন পুঙ্করে যান দ্রুত ॥
 সনকাদি অষ্ট ঘোড়া পথের সাজন ।
 পতাকা পুরটমণি পরশে গগন ॥
 রাম রাম সীতারাম সদাই বদনে ।
 উপনীত সম্বরে সেনের সন্নিধানে ॥
 কহিলেন অমিয়াবচন অবিরাম ।
 পরিসরে পাঠালেন প্রভু করতার ॥
 রামের সেবক আমি রাবণের ঐরি ।
 স্বরাস্বর সঙ্কয়ে সংকোচ নাই করি ॥
 তোমা হতে হলা বাছা পশ্চিম উদয় ।
 বারদিনে বারমতি পূজার পরিচয় ॥
 স্বর্গ চল সকায়ে সমাপ্ত হল পূজা ।
 এই কথা কয়েচেন অমরের রাজা ॥
 এত শুণ্ডা লাউসেন অশ্রুক্ষেপে কয় ।
 সকায়ে যাইব স্বর্গ অন্ন ভাগ্য নয় ॥
 আপনি আমার এই অপরাধ হর ।
 দিবস কতেক থাকি আজ্ঞা যদি কর ॥
 দারুণ দৈবের গতি দুঃখে গেল দিন ।
 সন্মাল ভুবনে জন্ম স্থখে উদাসীন ॥
 তা শুণ্ডা তখন তবে কন হনুমান্ ।
 কহিব কলির কথা কর অবধান ॥
 বেদ ছেড়্যা ব্রাহ্মণ বিষয়ে হবে মত্ত ।
 প্রতিগৃহে প্রীত সদা পরায়ে প্রবর্ত ॥
 কলির মহুগ্ন হবে কেবল কঠিন ।
 কৃষ্ণপূজা ইষ্টভক্তি ক্রিয়ায় বিহীন ॥

বন্ধুসেবা বিষয়ে বিযোগ হবে মন ।
 অল্প আয়ু অন্তগতি অকাল মরণ ॥
 দূর কর্যা সত্যকে মিথ্যায় দৃঢ় মতি ।
 চতুরাঙ্কে হবেক স্ত্রীর বশ পতি ॥
 কামিনীর কন্দলে কর্ণের হব বাদ ।
 চাপিতে স্বামীর কাঙ্কে সদা মনে সাধ ॥
 পরপুরুষের সনে পরিপাটি কথা ।
 স্বয়ংপতি সঙ্গতি আলাপে হেঁট মাথা ॥
 বিধবা ফেলিবে পেট বৎসরে ছবার ।
 এই সব কলির অনিত্য ব্যবহার ॥
 সাত বৎসরের নারী হবে রজস্বলা ।
 পূর্ণ নয় বৎসরে প্রবৃত্ত কোলে বালা ॥
 অল্পশাস্তা পৃথিবী হবেন অসংযোগে ।
 অল্প দুঃখবতী গাভী অল্লোদক মেঘে ॥
 সজ্জনে সদত নিন্দা দুর্জনের যশ ।
 বাপ মায়ে তুচ্ছ বুদ্ধি বনিতার বশ ॥
 একজাতি হইবেক অজাতি মকর ।
 পরদারে পরধনে প্রবৃত্ত বিস্তর ॥
 অধমের আদর উত্তমের উপহাস ।
 দেববন্দ্যা তুলসী ছয়ারে হবে ঘাস ॥
 বাপ হয়্যা বেটাকে বিনয় নিরস্তর ।
 জাতিভেদ যবন ব্রাহ্মণে হবে দূর ॥
 সাধুসঙ্গ ত্যাজিয়া নীচের সঙ্গে গতি ।
 পুণ্যপথ রুদ্ধ কর্যা পাপপথে মতি ॥
 গুরুপত্নী প্রভৃতি হরিবে ছষ্ট নর ।
 ঈশ্বরে অনন্তগতি দ্বিজে অনাদর ॥
 কলিযুগে কালী সত্য আর কাম নাহি ।
 অপরে দেবতা সব ত্যাজিবেন মহী ॥
 না মানিবে বেদ শাস্ত্র ভারত পুরাণ ।
 ভাগবত বৈষ্ণব নিন্দা আর হরিণাম ॥

এইসব কলিযুগে হবেক অনিত ।
 স্বর্গ চল বাছারে বিলম্ব অবিহিত ॥
 সবিনয়ে সেন বলে সজল নয়নে ।
 বারমতি শুনিতে বাসনা হয় মনে ॥
 হনুমান্ কন তবে হবে একমন ।
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা নিরঞ্জন ॥২২৩॥

ক্ষীরোদ সমুদ্রকূলে স্বভাব মোক্ষণ ।
 দিলেন প্রথম পূজা দেব নারায়ণ ॥
 নীরে ক্ষীরে পূরণ করিলে লয় বাপী ।
 মুক্ত হয় স্মরণে তরণে মহাপাপী ॥
 দিয়াছে দ্বিতীয় পূজা দেবতার রাজা ।
 মধু মিষ্ট সংযোগে মলুই মধুভাজা ॥
 তিন পূজা দিয়াছিল রাজা মহীশ্বর ।
 সত্ত্ব যার সিদ্ধ ধাত্রে সঙ্কারে অঙ্গুর ॥
 চারি পূজা দিয়াছে চাপায়ে ফুকদত্ত ।
 প্রভু দিল পুত্র বর পূর্ণ তবে চিত্ত ॥
 পুত্র কেট্টা হরিশ্চন্দ্র দেই পাঁচ পূজা ।
 বিষম ধর্মের মায়া যায় নাই বুঝা ॥
 ছয় পূজা দিয়াছিল রাজবংশে কানী ।
 ধরণী উদ্ধার যাতে ধর্ম একাদশী ॥
 জননী তোমার রঞ্জা যতনে বিস্তর ।
 দিয়াছে সপ্তম পূজা সপ্তশালে ভর ॥
 তুমি দিলে অষ্ট পূজা তুষ্ট নিরঞ্জন ।
 বাঘ সঙ্গে জালঙ্কার বিপর্যয় রণ ॥
 তবে দিলে নয় পূজা তারাদীঘি তীরে ।
 বলে ধর্যা বধ কৈলে বিষম কুস্তীরে ॥
 জামতিয়ে জয়সিংহ রাজার হজুর ।
 বাকুয়ের মেয়ের করিলে দর্প চুর ॥

মরাকে জীবন দিলে মন্থে বিশ্বয় ।
 গমন গোড় মুখে গোলাহাট যায় ॥
 দশ পূজা কাঁড়ুরে ঢেকুরে একাদশ ।
 ইচ্ছাঘোষ বধ হল অমরে হরষ ॥
 পূর্ণ হল বারমতি পশ্চিম উদয় ।
 স্বর্গ চল বাছা রে বিলম্ব বিধি নয় ॥
 শুভ্রা এত সেনের স্ত্রের নাই পার ।
 চিত্রসেনে রাজত্ব দিলেন ময়নার ॥
 ধন্য ব্যয় করিলেন ধর্মের পীরিত ।
 এক লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন একচিত্ত ॥
 স্বর্গ যাব বলিয়া সানন্দ মনে মন ।
 মাগের নিকটে কন মধুর বচন ॥
 শুভ দিন হইল সকল সমাধান ।
 বৈকুণ্ঠ হইতে প্রভু পাঠান বিমান ॥
 স্বর্গ চল জননী সকায়ে চেপে রথে ।
 অনিত্য হবেক এই অনর্থ ভারতে ॥
 রঞ্জা কয় বাছা রে বচনে দিবে মন ।
 গোলোক বৈকুণ্ঠ মোর স্বামীর চরণ ॥
 লাউসেন কন তবে নয় ইহা দড় ।
 স্বামী হতো স্বর্গ হয় শত গুণে বড় ॥
 অধিক হবেক লভ্য এই আশ মনে ।
 নিরবধি শ্রীচরণ দেখিব নয়নে ॥
 শুভ্রা এত রঞ্জার সাত্বিক মনে হয় ।
 স্বর্গ যাব সকায়ে সংসার কিছু নয় ॥
 এত শুভ্রা লাউসেন স্ত্রের অপবর্গ ।
 জনকে কহেন তবে চল যাই স্বর্গ ॥
 কর্ণসেন বলে মোর কাজ নাই তায় ।
 এ সব সম্পত্তি আমি দিয়া যাব কায় ॥
 বর দিলা লাউসেন বচন বিভাগে ।
 ময়না নগরে রাজা হবে যুগে যুগে ॥

কর্পূরে কহেন ডেকা স্বর্গ চল ভাই ।
 কন তবে কর্পূর বিলম্বে কাজ নাই ॥
 সামুলাকে কন তবে স্বর্গ চল মাসি ।
 যুগে যুগে আপুনি ধর্মের ব্রতদাসী ॥
 সামুলা কহেন বাছা সাধ আছে মনে ।
 নিরবধি শ্রীচরণ দেখিব নয়নে ॥
 কালুকে কহেন ডেকে কলিযুগে বাধা ।
 সকায়ে বিমানে চেপ্যা স্বর্গ চল দাদা ॥
 কালু কয় মহারাজা মনে অবিসার ।
 জিউ গেলে না ছাড়িব জেতোর ব্যবহার ॥
 স্বর্গ গেলে মত্ত যদি মত্ত মাংস পাই ।
 সংসার অসার বলে তবে স্বর্গ যাই ॥
 সেন কন সুরা মাংস স্বর্গে নাঞি পাবে ।
 দরশন করিবে দেবাদিদেব দেবে ॥
 কালু কয় দেবদেবে মোর কিবা কাজ ।
 মত্ত মাংস না পাইলে মাথায় পড়ে বাজ ॥
 হাসিলেন লাউসেন শুনিয়া তখনে ।
 তখন বর দিলা তাকে বিয়োগ মনে মনে ॥
 মিহির পাথর হয়্যা থাক মহীতলে ।
 মত্ত মাংস দিবেক তোমার বংশকুলে ॥
 বর পেয়া কালু বীর হইল পাথর ।
 অন্তঃপুরে গেলেন ছলভ সদাগর ॥
 কলিক কানড়া আর সুরাগা বিমলা ।
 সেনে দেখ্যা সম্মুখে সবাই কুতূহলা ॥
 স্বর্গ চল বলিয়া বলিলা মহীপাল ।
 আনন্দের সীমা নাই আজি শুভকাল ॥
 এত শুষ্ঠা চারি রানী উর্ধ্ববাহু নাচে ।
 আমা সভাকার মনে এই বাঞ্ছা আছে ॥
 প্রভুর পদারবিন্দ পাব দরশন ।
 সফল হবেক আজি বিফল জীবন ॥

জয় ধর্ম জগন্নাথ জয় করতার ।
 প্রদক্ষিণ প্রণিপাত রথে পাঁচ বার ॥
 কর্পূর চাপিলা আগে কৌতুক চেতসী ।
 বিযোগে হইব আমি বৈকুণ্ঠনিবাসী ॥
 অশ্বির পাখর ঘোড়া শারী শুক আর ।
 মনোরথ কপিলা হইল আগুসার ॥
 সামুলা চাপেন তবে মতের আমিনি ।
 জগৎসংসার জুড়ে জয় জয় ধ্বনি ॥
 চারি কন্ঠা সহিত চাপিলা রঞ্জাবতী ।
 হায় হায় করে যত ময়নার সতী ॥
 প্রজালোক মতে তারা প্রাণ নাঞি বান্ধে ।
 কি হলা কি হলা বলে চিত্রসেন কান্দে ॥
 মাখাসুহা তের ডোম করে হায় হায় ।
 ঐমনি আকুলা লখ্যা অবনী লোটায় ॥
 প্রবোধিরা সভাকারে প্রিয় ভাব করি ।
 চাপিলেন লাউসেন শ্রীধর্ম সঙ্ঘরি ॥
 হনুমান্ সারথি আপুনি সেই রথে ।
 বায়ুবেগে যায় রথ বৈকুণ্ঠের পথে ॥
 দিবসে আধার হলা ময়না নগর ।
 কর্ণসেন কান্দে বসে কাতর অন্তর ॥
 আকাশে উঠিল রথ অনিল মিশালে ।
 উপনীত হলা আশ্রা মন্দাকিনীকূলে ॥
 ত্যাজিল ভৌতিক দেহ তথি কর্যা স্নান ।
 সবে মেলা সেবিলেন স্বরূপনারান ॥
 যথাবিধ জপযজ্ঞ যথোচিত করি ।
 প্রভুর নিকটে গেলা পূর্বদেহ ধরি ॥
 বস্ত্রাচেন ধ্যান যোগে বৈকুণ্ঠের নাথ ।
 ইন্দ্র আদি অমর অস্তিকে জোড় হাত ॥
 কোন বিজ্ঞানধরী নাচে বিবুধে মোহিত ।
 ল্যাঘ্যাই আদিত্য দেখ্যা মতে আপ্যায়িত ॥

আদরের সীমা নাই আশ্র আশ্র বলে ।
 বাস্তব হয়। বিশ্বকর্তা বসালেন কোলে ॥
 পশ্চিম উদয় দিয়া আইলে বাপধন ।
 এতদিনে জুড়াইল আমার জীবন ॥
 করপুটে ল্যাঘ্যাই আদিত্য করে স্তব ।
 অপার তোমার মায়া অনন্ত বৈভব ॥
 প্রসীদ হলেন শুভা প্রভু ধর্মরাজ ।
 প্রনিয়ম কর্যা দেন পূর্বের যে কাজ ॥
 ল্যাঘ্যাই আদিত্য তবে চামর ঢুলান ।
 মনোরথ কপিল। গেলেন যথাস্থান ॥
 নৃত্য করে চারি কণ্ঠা নিশিদিন শোভা ।
 সামুলা করেন তবে শ্রীচরণ সেবা ॥
 শারী শুক রহিলেন প্রভুর নিকটে ।
 ত্রিসন্ধ্যা তর্পণ তপ মন্দাকিনীতটে ॥
 কর্পূর প্রভুর সঙ্গে হইলেন লীন ।
 বিজুরি মিশাল হয় বলাহকে যেন ॥
 ইন্দ্রকণ্ঠা রম্ভাবতী গেল। নিজালয় ।
 অশ্বির পাথর গেল উত্তর বিজয় ॥
 এইখানে সমাপ্ত হইল বারমতি ।
 যে গায় গাওঁয়ায় তার গোলোকে বসতি ॥
 ধবল সিংহাসনে ধর্ম ঢালিলেন গা ।
 উল্লুক জোগান খেত চামরের বা ॥
 শাকে ঋতু সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে ।
 সিদ্ধ স[হ যুগ প]ক্ষে যোগ তার মনে ॥
 বারে হল মহীপুত্র তিথি অব্যাহিত ।
 শর্বরী সরাগ্নি (?) দণ্ডে সাদ্র হল গীত ॥
 স্বধীকুলে আমার সদত সবিনয় ।
 শুধিয়ে যতপি থাকে শব্দের বিতায় ॥
 বাঙ্গাল গাঙ্গুলি গাঁই পিতা গদাধর ।
 স্বসাহীন সাম্প্রতিক ছয় সহোদর ॥

দুর্গারাম দ্বিতীয় বিখ্যাত গুণধাম ।
 মুক্তারাম তৃতীয় চতুর্থ ছকুরাম ॥
 রামতনু পঞ্চম রসিক রসে পূর্ণ ।
 সর্বাত্মজ নয়ান সকলে ধন্য ধন্য ॥
 এক [কথা] অভয়া আখ্যাত অতিভব্যা (?) ।
 শাস্ত্রমতি স্থলক্ষণা সীমন্তিনী সখ্যা ॥
 দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে কাত্যায়নীস্থত ।
 সব গুণে ধর্ম জাগে সদয় সদত ॥
 হরি হরি বন্ধুজন বল একবার ।
 সত্য বৃষ্টি নিত্য নয় অনিত্য সংসার ॥২৯৪॥

[দ্বাদশ পালা সমাপ্ত]

ওঁ নমো ধর্মায় ॥ বিতারিখ ১০ই ফাল্গুন ॥ শকাব্দা ১৭৩১ ॥
 কুন্তে মাসে কৃষ্ণে পক্ষে প্রতিপদি তিথৌ তয়া ।
 ভূম্যাঙ্ক[জ] দিনবারে লিখিতা পুস্তিকা ময়া ॥ * ॥

শব্দসূচী

অকুপার ১৬২—অপার (সমুদ্রবৎ)
 অখ্যাত ৯৮—অখ্যাতি [ছন্দের জন্ত
 ‘অখ্যাত’। মিল : ‘জোড়হাত’]
 অগ্নিয়ে ১৪৩—অগ্নিতে
 অগ্রবাক ৬৭—উগ্রবাক্য, অধৈর্য
 অঘোর ৫১৩—বিভোর
 অঙ্গ-অবধিয়া ৩৮২—অঙ্গ-অবধা-
 কারক
 অচাক নির্মাণ ২৬৪—যাহা কুস্তকারের
 চক্রে নির্মিত নহে
 অচ্ছুৎ ৫৪৮—অস্পৃশ্য
 অজিত ৪৬৩—যাহাকে জয় করা হয়
 নাই
 অর্জা ৫৪০—আর্ঘ্য, মাননীয়
 অতক্রের ৫৫৫—যাহা তক্র অর্থাৎ
 ঘোলের নহে (?), অতর্কের (?)
 অতএব ৯৯—অতএব
 অত্যাকুল ৩৯৬—অতি আকুল
 অত্যানন্দে ১১০—অতি আনন্দে
 অথর্ববান ৩৭২—অথর্ব, অত্যন্ত বৃদ্ধ
 অদৃষ্টি ৪২১—অদৃষ্ট [মিল : ‘সৃষ্টি’]
 অদোষে ৪৬৩—বিনা দোষে
 অদ্রিজা ১২৪—হৈমবতী, পার্বতী
 অধ্যা ৩২০—অধ্যায়
 অধিকা ৩০—অধিক [মিল : ‘মেনকা’]
 অনস্তিকে ৮৬—ন অনস্তিকে, অনতিদূরে
 অনিদয়া ৫৭৪—স্থাননাম
 অনিবারা ১৬২—অনিবার
 অনীক ১০৭—মুখ, ললাট
 অনীত ৫২৪—অনৃত, মন্দ
 অনীশাত্মা ৮—যে আত্মা স্বয়ং ঈশ্বর
 অমুকূলা ২—অমুকূল
 অমুক্তান ৫২০—সম্বিত
 অমুপায় ৩২৬—উপায়হীন

অমুবন্দ ১৮১—নির্বন্ধ
 অমুত্ময়ে ৮৪—নীত্ব ; তাড়াতাড়ি
 অমুর্ধামিনী ২৩৬—অমুর্ধামী
 অমুশ্চরে ১৫৫—অমুশ্চরীক্ষে ; অমুশ্চরালে
 অন্ধক জনের নড়ি ১০৭—অন্ধ জনের
 আশ্রয়
 অস্তিকে ৭১—নিকটে
 অন্নগুনা ২৩১—অন্নগুলা
 অপরক ১৩৩—অপরও
 অপসরে ১২১—অবসরে, উপযুক্ত
 সময়ে
 অপিধান ৭৬—আড়াল
 অপিয়া ৫৮—অর্পণ করিয়া
 অপ্রমতা ৭৩—অপ্রমত্ত
 অবন্ধ ৩৮১—অবন্ধা, সার্থক
 অবধিয়া ৩৮২—অঙ্গ-অবধিয়া
 অবধিয়ে ১২০—বোধ দিয়া, প্রবোধ
 দিয়া
 অবংসে ৪১—অবাংসে, কাধ নীচু
 করিয়া (?), অবংশে (?)
 অবাস্তর ৬০—সংবাদ, বিবরণ
 অবারোহ ১৪৭—গাছের ঝুরি, ডাল-
 পালা
 অবিসার ২৭১—অভিসার, কার্যোদ্-
 যোগ
 অবৃহৎ ৩—ক্ষুদ্র
 অবোধিয়ে ভুলি ২০৩—অবোধের মত
 (অথবা বুদ্ধিহীনতায়) ভুল করিয়া
 অভক্তিয়ে ৪৭৪—অভক্তিতে
 অভিকর্তা ১০৩—অভিভাবক + কর্তা
 অভিভূক ৩৪০—(অভিভব)—
 অভিভাবক।
 অমরাবতীয়ে ৩০৫—অমরাবতীতে (?),
 স্বর্গের দেবতারূপে

অমায়া ৫৬০—মায়া, কাতরতা প্রকাশ
অমিথিয়ে ২২৭—অনিমিথে (?),

অনিমিথ + দেখিয়ে (?)

অমুখে ৫১৩—অপ্রসন্ন মুখে

অম্বর ২—বস্ত্র

অম্বুজনয়নে ৫৬৩—পদ্মনেত্রে

অম্বুবতী ৫৬৩—বারুণী

অম্বুভূত ৮৪—মেঘ

অন্তোরহ অজি ১০৩—পদ্মপাদ

অরাতি ৫২১—শত্রু

অরিষ্টআলয় ৫৭—স্মৃতিকাগৃহ

অরিষ্টবাস ৩২—স্মৃতিকাগৃহ

অরিসে ৫৩৭—ক্রুদ্ধ হইয়া

অরুষ ৬২—ক্রুদ্ধ

অরুষে ৩২৫—ক্রোধে

অরুমে ২১০—দ্র° অরুষে

অর্গোর ১২৭—অগোর, অগরু

অর্ঘমা ৮২—সূর্য

অলঙ্গে ২৭৫—অনঙ্গে, কামে

অলসিতে ৪১১—অনলসভাবে, দ্রুত

অশাত ৬২—অসত্য, নিদারুণ

অষ্টানী ৩২৮—অষ্ট আশী

অসখ্য ৪২৪—শত্রু

অসব্যে ৫৪২—ডাহিন দিকে

অসমজ্ঞা ১৬৫—অ-সমজ্ঞা, অবজ্ঞা

অসংখ্য ৪৭৭—যাহার সংখ্যা নাই,

অসংখ্য [মিল : 'শকা']

অসীমা ১—অসীম

অস্বক্ষণ ৭৩—অসৌখ্য + অস্বখন, দুঃখ

অস্ত্রমণি ৫১৬—শ্রেষ্ঠ অস্ত্র, তলোয়ার

অয়নে উতারি ৩০৮—রাস্তায় নামিয়া

অহাস ৭২—বিরক্ত, ক্রুদ্ধ

অহিঘট ৪২৮—দুর্ঘট (?)

আঅড় ১৫৪—আহড়, আড়, আড়াল

আই ৫২২—আর্য্য, মাতা

আইও ৪০৫—অবিধবা, এয়ো

আউটিয়া জাউ ৪৫১—জাউকে ঘন

করিয়া বন্ধন। যবাগু > জাউ

আউদড় ৫৮৩—আলুখালু

আকন্দ ৪৬২—আকন্দ ফুল

আক্রোশিত ৪৫১—ক্রুদ্ধ

আখণ্ড ৫১৩—অচ্ছিন্ন

আখণ্ডল ৩১২—ইন্দ্র

আখেরে ৫২১—শেষে

আখে ১২৬—আধিতে

আখ্যান ৩৩, ৫৫—নাম

আগলা ৪৪৩—উৎকৃষ্ট, অগ্রগণ্য

আগস ৬৭—অপরাধ, পাপ

আগু ৩৮১—আগে

আগুলে ৫৩৩—বেষ্টন করে, ঘিরিয়া

ধরে

আগুসার ৮৫—অগ্রসর

আগুয়ে পাছুয়ে ৮৩—আগাইয়া

পিছাইয়া

আগো ১৩১—ওগো

আখায়া ৪৮৫—আগাইয়া

আগ্র করা ৩৫১—আগ্রহ করিয়া

আঙ হাড়ি ২৬৪—আপোড়া হাড়ি

আচান্ত হইয়া ২৬৫—আচমন করিয়া

আচ্ছাদিল ২০১—ঢাকিল

আচুড়ে ২৩—আচড়াইয়া

আছয়ে ৩১১—আছে

আছাড়া ৩০২—আছাড়

আজা ৩২৬—আর্য, মাতামহ, পিতামহ

আজিগিস ৪১৮—আজিগীষ, জয়াহু-

বন্ধী, জয়শীল

আজাগ্য ৩৬—আজ্যার্ঘ্য (?), সাদর

উপহার বা পুরস্কার

আট করে ২৪—শক্ত করিয়া

আটকুড় ৫১—অপুত্রক

আটু ১৭—হাঁটু

আড়ম্বর ১২০—আড়ম্বর
আড়াল ফাঁদ—ফাঁদ পাতিয়া
আতাই ১০৯—শঙ্খচিল
আত্মভূ-আত্মজ ১৩৮—ব্রহ্মার পুত্র,
নারদ

আতিকা ৩২৮—আতী, কাতরা
(স্ত্রী)

আখালি পাখালি ৫৮৭—এলোমেলো
আখি ১৩১—আতি
আদরী ৪০৫—আদর করিয়া, আগ্রহ
করিয়া

আধান ১৮৮—আরোপ
আধি ৫১—দুঃখ
আধিভব ৩৩—আধি + অভিভব,
অত্যাচার কষ্ট

আন ৮২—অনু
আনকহুন্ডু ১১২—বহুদেব
আনন্দ অবিসারে ৪৩৫—আনন্দে
উছোঁগে

আনি পড়ে ১০০—কালি পড়ে
আনু ৬০—আসিনু, আসিলাম
আন্তিকে ৩৫—অন্তিকে, সমীপে
আন্না ৫১২—আনিয়া

আপুনি ১২৫—নিজে
আপে হতে ১১—আপনা হইতে
আপ্রাবিত ৬৪, ৩৫০—প্রাবিত
আবশ্যক ১০৪—অবশ্য

আবস্থা ২৯১—হেনস্থা, দুর্গতি
আবিশ্যক ৩৪৫—অবশ্য

আভিঘাত ৫—বিঘ্ন
আমলুয়া ৭৬—অমালুয়
আভিল ২৪২—ভীতি, আশঙ্কা (?)

আমাক ৬০—আমাকে
আমান ৩৪৮—অপক অন্ন, আতপ চাউল
আমিনী ৪২—ধর্মের সেবিকা
আমিহ ১৩—আমিও

আমূলক ৬২—অমূলক
আমূলক ১১৫—আমূল, আঙোপাস্ত
আমুশে ১১৩—স্পর্শ করে, আলিঙ্গন
করে

আযোগ ৩৮০—আযুক্ত, নিযুক্ত
আরজ ১১৬—আর্জি

আরতি ১১৭—আতি, আগ্রহ
আরব ৮০—আরাব, রব

আরুণ ৩২৫—রোষ
আরন্তিলা ৫২—আরন্ত করিলেন

আরাব ১৩২—রব, শব্দ
আলাহুলা ১১০—হেলিয়া হুলিয়া

(আদরার্থে)

আলাম ১২৮—চাঁদোয়া, পতাকা
আলায়া ১০৬—এলাইয়া

আলি ২৫—সখী

আলুম ৭১—আসিলাম

আলা ৫৬—আসিল

আশয় ৬৩—আশা

আশয়ে ৬২—চিত্তে

আশিসি ৪০৬—আশীর্বাদ করিয়া

আশুগ-জ ১১৭—বায়ুপুত্র, হুমান

আস-ইয় ৩২০—অস্ত্র ও শর

আসতাড়া ৫০১—অশ্ব-তাড়না

আসমুসি ২৩৩—অস্থির চিত্ত

আসাবাড়ি ২০—ফকীরের লাঠি,

“আসা”-দণ্ড

আসিএ ২০—আসিয়া

আস্তা ৩৩২—আস্থা, বিশ্বাস

আস্ত্র আস্ত্র ৪৩—আইস আইস

আয়ড় ৪৮৮—দ্র° আয়ড়,

আয়ড়ে ৫৩০—আড়ালে,

অস্ত্রালা

আয়োধন ৪১—যুদ্ধ

আয়া ৩৪৭—দ্র° আইও

আহবে ৫১৬—যুদ্ধে

আ। হতে ১১৮—এ ব্যক্তি হইতে,
ইহার দ্বারা

আট ৩৮৪—দস্ত, দর্প
আধলার ১৫৭—অন্ধের

ইচ্ছাবতী ৩৬২—ইচ্ছুক

ইচ্ছি ২—ইচ্ছা করি

ইতর পথে ১২৬—কাঁচা পথ, যে পথ
পরিত্যক্ত

ইতরে ৫১৬—অপর, অন্য

ইথে ২৫—ইহাতে

ইনাম ৫১৮—বখশিশ

ইব ৩৩—মত

ইবে ৩০—এবে, এইমত

ইভ ১৬১—হস্তী

ইরশ্মদে ৩২৪—বজ্রাঘি

ইরসাল ১২৩—খাজনা. কর

ইরাস ৪১—দ্র° আস ইমু

ইমমুঠা ৫২৬—তৃণ (?)

ইমাদ ৪৪২—ইমাদী, মাক্কী

ঈষদাশ্র ১২২—ঈষৎ হাশ্র

উগি ৫৪৮—উকি

উগি দিয়ে ৭৪—উকি দিয়া, উকি
মারিয়া

উচাটন ১০৮—উচ্চিগ্র

উচ্চাটন ১৪২—উচাটন. চঞ্চল

উছর ৬৪—উৎসর, বেশি বেলা

উট ১৪৬—উঠ

উঠু ডুবু ৪৩২—হাবুডুবু

উড়া পাক—উড়ন্ত পক্ষী

উড়া পাক ৫২৮—উড়ন্ত ভাবে পাক
খাওয়া

উড়ির তণ্ডুল ৭৭—উড়ি অর্থাৎ নিকট
ধানের চাউল

উড়ুকুল ১২২—নক্ষত্রমণ্ডলী

উড়ুগ্রহপতি ৫৭২—নক্ষত্র ও গ্রহগণের
অধিপতি, সূর্য

উড়্যা ৩৪১—উড়িয়া

উতারিয়া ৩২৪—নামিয়া

উত্রি ২১—উত্তরীয়

উথানিল ৩৪৮—উঠাইল

উথে ৩৫৬—উঠে

উদক ৫২০—জল

উদধি ২২৬—জল, সমুদ্র

উদরন্ত ৩৩২—উদরস্থ

উধাঙ ৩২৪—উধাও

উপকাজ্যের ১১২—উপকারিকার,
কাছারি বাড়ীর

উপনীতি ২০—উপস্থিত

উপান্ত ৫২—উপসর্পণীয়

উপাধি ১২৫—উপধি, উপসর্গ

উভরায় ৫০—উর্ধ্বস্বরে

উভারিল ১৬১—চড়াও হইয়া
মারিল

উভূদলে ৩২১—জুতগামী সৈন্যদলে

উভূরড়ে ৫৪২—ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া
ছোটা

উরণ ৪৪৩—মেঘ

উরণে ১৬৪—মেঘকে

উরহ ১—অবতীর্ণ হও

উলসিত ৫৭৪—উল্লসিত

উলাইল ২১—খুলিয়া ফেলিল

উমন ৫২০—আচমন, গণ্ডুষ

উমব ২০৫—ও সব

উম্বল ২৫৬—আদায়

উয়ামিল ২৩৫—আদায়

উহ ৪৩৫—পরিকার (?)

উৎপল রাতা ৫৩৪—লাল পদ্মফুলের
মত

উৎসাৎ ৪৭৬—উৎসাদ, উচ্ছন্ন, বিনষ্ট

উদ্রী ৮০—উত্তরীয়
উরণাদি ৬৪—মেঘ প্রভৃতি
উষত ২০৭—নির্ণয়, নিশ্চিত (?)

ঋক্ষে—নক্ষত্রগণকে

একাঙ্গুলি ৫২০—জোড়হাত
একুই ৩৭৭—একই
একুশী ৩৬৬—একুইশ, একুশ
এটে ৪৭—আটিয়া, বিশেষভাবে
এঠা ২৫১—এঁঠো
এতা ১৪২—এথা, হেথা
এতানি ৩৪৮—এগুলি
এন্না ২৫১—আনিয়া
এস্ত ২৬৭—আইস
এস্তাচ ৩৫৭—আসিয়াছ
এস্তাচি ৩৫—আসিয়াছি
এহি ৩২৩—এই
এঁটে ৪২—আটিয়া, শক্ত করিয়া

ঐছনে ১৪৫—ঐ রকমে
ঐমনি ৩৫৩—অমনি
ঐরি ৭—শত্রু (অরি + বৈরী = ঐরি)

ওড়ের মালা ২২২—জবা ফুলের মালা
ওথাওত ১১১—ওথানেও
ওদন ৫৮—অন্ন
ওর ৫১৩—সীমা
ওলাইবে ১০১—নামাইবে
ওলায়া ২১১—নামাইয়া

ঔদধি ১১—উদধি, সমুদ্র
কণ্ড ১০৩—কঙ্ক, বলুক
কচালে ৩২৫—মর্দন করে
কটঙ্ক ৫১৬, ৫২৬—?
কটিল্নক ৬৮—রক্তনের আনাজ বিশেষ

কট্ট ৬৮—কট্টরসযুক্ত, ঝাল
কড়ি পাতি ২৫৬—টাকা কড়ি
কতি ৩২—কথি, কোথায়
কতি ৫৩—কত
কতিচিং ৩৫৭—কথকিং
কথ ১০৬—কত
কথক ৩৬৭—কতক, কিছু
কদর্থন ৩২৮—অত্যাচার, নিষ্ঠুর
প্রহার
কদলকমনে ৩৪১—কদলী মনে
করিয়া
কনকমঞ্জীর ৪—সোনার নুপুর
কন্দুলে ১৩৮—ঝগড়ায়
কপদীকে ১২৪—শিবকে
কবচ ৫১৬—বর্ম
করধা ৫৮১—দেনার দায়ে বন্দী
কবাই ৩৬৭—উপরের জামা
ক-মস্তুরে ৩৭—কি উপায়ে, কোন
উপায়ে
করঙ্গ ৬—জলপাত্র, কমণ্ডলু
করনাল ৩৭৬—একপ্রকার বাঁশি
করমে ৬৮—করিবে আইস
করয়ে ৫০—করে
করহ ২৮—কর
করার্থ পর ৯৭—?
করালা ১১৮—করাইল
করিএ ২১—করিয়া
করিবর ৩৭১—উত্তম হস্তী
করিল মোকাম ৩২৮—বাসা করিল,
বাস করিল
করিসি ১৬৪—করিয়াছিস
করো নাই ১৬৮—করিও না
কর্যা ৪১—করিয়া
কলধোত ৫৩৫—বিশুদ্ধ স্বর্ণ
কলধ ৪১—অস্ত্রবিশেষ
কলুষ বিহরে ১২৮—কলুষ নাশ করে

কলুষভঙ্গা ১৪০—কলুষভঙ্গ, কলুষনাশ
কণ্ঠে শ্রুতে ২২১—কণ্ঠে শ্রুতে, কোনও
প্রকারে

কসি ২৪১—কহিস

কয়গুলা ১৭৭—কতগুলি

কয়াচি ৩১২—কহিয়াছি

কয়ো নাই ১৬৮—কহিও না

কহিএ ১২—কহিয়া

কক্ষ ৫৬১—বাহুমূল, কাঁথ

কক্ষা ৩৮৪—পণ, বাজি, তর্ক

কাকতলি ২৭২—কক্ষতল, বগল

কাকুবাদ ৩৫—প্রশংসা বাক্য

কাছাড় ১১৭—কাছাড়, আছাড়

কাড়া ৮৩—বড় ঢাক

কাতি ৬৬—খড়া

কানি ৩১০—ছিন্ন বস্ত্র

কান্দিএ ১২—কাঁদিয়া

কাঁপা ২২—কাঁপ, কাঁপিয়া

কাঁপাসের মালু ৩৭১—কাঁপাস তুলা

রাখিবার পাত্র

কাবাই ৫৪৩—কবাই

কাঁপাইয়া ৩৮—কাঁপাইয়া

কামুক ২৮—ধনু

কালপৃষ্ঠ ৪১—শস্ত্র বিশেষ

কালাসন্ন ৫৮০—আসন্ন কাল

কালিনী ৭২—নদী নাম

কাঙ্গীবল ৬৮—ফলবিশেষ

কায়াই ৪১৭—ঐ কবাই

কাহাল, কাহলি ৮৮—বাগ্‌যন্ত্রবিশেষ,

ঢাক বা ঢোল

কাঁটাকড়ি ২৩২—কর্ণাভরণ বিশেষ

কিমর্থে ৫৭১—কি জন্তু

কিরিকুল ৩০২—শূকরের পাল

কির্যা ৪২১—শপথ

কিসরে ৫৬৩—অকাতরে (?)

কিশর ইসারা ২৭২—?

কিশোর ঈশ্বরে ৫৫৪—?

কীটভকুমারী ১৩২—পার্বতী, দুর্গা

কুখে ৪২১—কুক্ষিতে, গর্ভে

কুজ্ঞানীর ১৮—মন্দ জ্ঞানীর, অল্পজ্ঞানীর

কুড়ার ৩১১—কুঁড়ে ঘরের

কুনাথকিঙ্করী ৬৮—পৃথিবীপতির দাসী

কুলুপা ২৫৭—কুলুপযুক্ত, কব্জা দেওয়া

কুপিয়া ৩৭৩—কোপ করিয়া

কুবা ১৪৮—চাকতি

কুমতিকলাপ ৩১—অসং বাক্য

কুলাচল ৫২৮—অষ্ট কুলাচল (মূল
পর্বতমালা)

কুলাল ৭৭—কুস্তকার

কুহ ৩৭৩—অমাবস্তা

কেট্যা ৪২—কাটিয়া

কেড়্যা ৩৭৩—কাড়িয়া

কেমত ২০—কেমন

কেয়ে ১৭২—কেমনে

কেঁচু নাই ১১৩—কাঁদিয়ো না

কৈটজে ১৭৩—?

কৈলাসকে ১৮৮—কৈলাসে

কৈলি ২২—করিলি

কৈশোদরী ১৪১—কুশোদরী

কৌতুক বেহার ১৩৪—কৌতুকবিহার

কৌতুকচেতনী ৫৬২—কৌতুক চিন্তে,

কুতূহল মনে

কুপায় ২৭৩—কুপায় (উড়িয়া প্রভাব)

ক্রোধে অবিসার ৩৪০—ক্রোধে উন্মত্ত

ক্রিষ্ট ৩১—কল্লিত, খণ্ডিত

ক্ষেণ ২১১—ক্ষণ, মুহূর্ত, সময়

ক্ষেণেক ৩৮১—ক্ষণেক

ক্ষেমহ ২২—ক্ষমা কর

ক্ষেমা ২৮৪—ক্ষমা

খঞ্জরি ৩৫২—বাগ্‌যন্ত্র-

বিশেষ, খঞ্জনি (?)

খটা ৫২২—খোটা, বাধা
 খগুনা ৩৩—খগুন (মিল : 'ভাবনা')
 খণ্ডি ৪২৪—খগুন করিয়া
 খরশান ৫৩—তীক্ষ্ণধার
 খাউই ৪২৭—কাপাস, মাছ ইত্যাদি
 রাখিবার চূপড়ি
 খাওাবে ১৬৮—খাওয়াইবে
 খাণ্ডা ৩৮০—খাড়া
 খাতা খাতা ৩৭৭—দলে দলে
 খাতিস ৪৫০—খাইতিস
 খানি খানি ৪৫২—টুকরা টুকরা
 খাবার নাই দায় ১০২—খাইবার
 প্রয়োজন নাই
 খাস্ত ৩৬৫—খাইস, খাস
 খায় ১৭৫—খাও
 খায়াব ১১৪—খাওয়াইব
 খায়ায় ১৮০—খাওয়ায়
 খিন ১৩০—ক্ষীণ
 খিয়াতি ৫৮০—খ্যাতি
 খিয়ালে ১৩৪—খেয়ালে
 খুধা ১৬৮—ক্ষুধা
 খুঁগি ২০—খুদ্বি, দোয়াতকলম রাখিবার
 পাত্র
 খেদাড়ে ২২০—তাড়া করে
 খেমিয়ে ২৪১—ক্ষমা করিয়া
 খেয়াছিল ৩২৮—খাইয়াছিল
 খোশাল ৩২৬—খুশহাল, আনন্দিত-
 চিত্ত
 খোটা—বাক্য কথা

গউন ৩৮৮—গৌণ, বিলম্ব
 গজারিবাহিনী ৪০—সিংহবাহিনী, দুর্গা
 গজেন্দ্রমথনে ৪২৫—গজেন্দ্রের মত
 বীরের সঙ্গে যুদ্ধে
 গজপাতা ৫৮৭ : শুদ্ধ পাঠ "গজ পাড়া"
 —বাণিজ্য স্থান ও বসতি

গণ্ডী ৫৫৪—ধনুক
 গনমার্গে ১৬২—চলাপথে
 গবস্তিত ২—শুদ্ধপাঠ "গ্রীবাস্থিত" ?
 গব্যতি ৩৫১—দুই ক্রোশ
 গরাসিল ২৫, ৪২৬—গ্রাস করিল
 গরি ৫৪২—গ্রহ, পাপ
 গর্গরি ৫৮৩—গাগরি
 গসা ২২৭, ১৩৮—ক্রোধ, মান
 গাঅ ৪৪—গাহে, গায়
 গাই ২৫—গাতী
 গাএ ৩৮—গাহে, গায়ে
 গাএন ২৩—গায়েন, গায়ক
 গাজ্যা ৩৪০—গাজিয়া
 গাড়র ১৮২—গাড়ল, ভেড়া
 গাথ ৩১—গাথা (মিল : 'নাথ')
 গাদালি ৩৪২—গাদা বন্দী
 গারিঘর ২৮৫—গৃহস্থালি
 গায়ায় ৩২৪—গাওয়ায়
 গাই ২৮—গ্রামনামযুক্ত পদবী
 (ব্রাহ্মণের)
 গাঁথনি ৫১৬—গাঁথা, গ্রন্থন
 গিএ ২১—যাইয়া
 গিদায় ২৮০—তাকিয়ায়
 গির্যা ৩০২—গেরো, গ্রন্থি
 গীর্বাণ প্রধান ৩—দেবশ্রেষ্ঠ, গণেশ
 গুণাগার ২৮২—ক্ষতি
 গুণাহুবাদ ১২—গুণের ব্যাখ্যান
 গুণাস্তিকা ৪০—অশেষ গুণযুক্তা
 গুল্‌তাই ৫২—গুল্‌তি
 গুয়া ৩৮৪—গুবাক, স্থপারি
 গুয়াল ৪৪৮—গোয়াল
 গুয়ালাম ৩১৫—কাটাইলাম
 গেছিল ২২৪—গিয়াছিল
 গেড়ের ২৩৩—গাড়া, ভোবা
 গেহিনী ১৭২—গৃহিণী
 গোতর ২৪৮—গোত্র

গোত্রভিৎ ৪৫৫—ইন্দ্র
গোমায়ু ৩৭০—শৃগাল
গোল ৩১৭—গোলমাল
গোষ্ঠকে ১৩১—গোষ্ঠে
গোহাড় ৫৫০—গোকর অস্থি
গৌণমে ১৭৩ : শুদ্ধ পাঠ “গৌণ মে”
গৌরিকের ৫৬৬— ?
গৌরাদি ৩৪৮—গৌরী আদি
দেবতা

ঘনঘিঁটে ৪৩৯ : শুদ্ধ পাঠ “ঘনঘিঁটে”
ঘন ঘন জল তোলপাড় করে
ঘর গাঁড়ি ৫৮৬ : শুদ্ধ পাঠ “ঘরগারি”
—দ্র° গারিঘর

ঘাঁটু ১৭—ঘেঁটু, ঘণ্টাকর্ণ
ঘুচয়ে ৫০—ঘুচিয়া যায়, দূর হয়
ঘুটে পাশ ৩৩৭—ঘুঁটের ছাই
ঘুড়িনী ৪০৩—ঘোড়া (স্ত্রী)

ভিশ্রয়ে ১১৪— ?

চপলে ৮৪—শীঘ্র
চরণপুঙ্করে ৭২—পাদপদ্মে
চরায়্যা ৪৫০—চরাইয়া
চয় ৭৭—চয়ন
চয় ৪৩৫—সমূহ
চাক ৫৩৩—কুমারের হাড়ি ইত্যাদি
গড়িবার জন্তে চাকতি
চাণ্ডনি ৪২৮—চারণের লাঠি
চাম্বীকরে ৮০—স্বর্ণে
চাম্বীকর মাটা ৪১৬—স্বর্ণমণ্ডিত ?
চালু ৩৭১—চাউল
চায় ৪২০—চাও
চিত্র পুতলির পারা ১৬৭—পটের
পুতুলের মত
চিস্তহ ১২—চিন্তা কর

চিরি ১০১—চিরিয়া
চুআয় ১৫—চুয়ায়
চুহান ৩৭৬—চৌহান, ঘোঁকা জাতি
চুর ৪২৫—চূর্ণ
চেএ ২১—চাহিয়া
চেটাম ৫২২—অহঙ্কার
চেলের ১০১—চাউলের
চোটায় ৫১০—আফালন করে
চৌখার ৫২৩—চোখে সর্বে ফুল ?
চৌবেড়ে ৫১৮—চারিদিক
চৌরস ৪১২—চতুরশ্র, চারিকোণা
ভাঁজ

ছদ্মতা ৪০—ছলের ভাব
ছপরে ৭৪—শুদ্ধ পাঠ “ছপরে” (?)
ছপার ২৬৩—শুদ্ধ পাঠ “ছপরে” (?)
ছান্দে ৩৫৫—প্রকারে
ছাপা ৩২৮—লুকানো, গোপন
ছান্বালে ৪০—ছাওয়ালে, সম্বানে
ছায়াল ১৫৬ ছাওয়াল, শিশু
ছিড়্যা ৪২৬—ছিঁড়িয়া
ছিপর ১৯২—লুকায়িত (?)
ছিরামবাটি ২১৪—শ্রীরামবাটি
ছিষ্টি ৪৩৪—হষ্টি
ছুয়ায় ৩৩৮—স্পর্শ করে
ছেড়্যা ৩৩৩—ছাড়িয়া (তু° নেচ্যা,
এন্ডা, সের্যা)
ছেছা ৩৪—জড়াইয়া ধরিয়া
ছোচা ২৯৫—ছোটলোক
ছোছা ৪৮—অতি লোভী

জউ ৪৩১—জতু, গালা
জহু ৬২—যেন
জনেক ৩৭—জনৈক
জন্মায়্যাতি ৩৫২—আজীবন সম্ভবা
জপ্যা ২০৮—জপিয়া

অপ্যায় ৫২—অপিয়া
অবুল ৩৩—?
অলাশ ২৬৪—অলজ উদ্ভিদ
অসরে ২০৫—?
অয়ঘাটা ২৮৬—অয়ঘণ্টা
অয়যাত্রী ২১—অয়যাত্রার যাত্রী
অয়াক্ষে ৩৩১—অয়চিহ্নাক্তিত
জাখ্য ৩১৮—?
জাঙ্গাল ১২৩—উচু চলা পথ
জাটি ৫৫১—যষ্টি, লাঠি
জাঠা ৩৮৭—যষ্টি, বড় লাঠি
জাতি ৩৭৬—বিভাগ
জান্না ৩৬৬—জানিও
জাপ্য মালা ৩৩৪—জপমালা
জাভ্য ১৮৭—যথার্থ (?)
জাস্ত পাল্য ১৩৫—শোভা (?) পাইল
জাকনে ২০৬—চাপে
জিজ্ঞাসিয়ে ৩০—জিজ্ঞাসা করিয়া
জিনেন ৪০০—জয় করেন
জিন্মা ৩৬৫—জয় করিয়া
জিম্মা ২২৪—জমা
জিয়ন্তয়ে ১৩৪—জীয়ন্তে
জিয়ন্তয়ে ৩৫৮—জ' জিয়ন্তয়ে
জিয়াইয়া ২২২—বাঁচাইয়া
জিঁজিঁর ১১৭—জিজির, শিকল
জীতে ৪২—বাঁচিতে
জীয়ন্তে ৪৬৪—জীবিত কালে
জীয়া থাকুক ১০৩—বাঁচিয়া থাকুক
জুড়াও ৩৬৪—জুড়াক
জুভায় ২২২—জিহ্বায়
জুম ৬৮—যুম, কোল
জুহার ৩১১—জোহার, জয়ধ্বনি
জেতে ৩১০—জাতিতে
জেন্মা ৩৩৫—জানিয়া
জোত্র ৭—যোত্র, জোগাড়
জোঘর ৮১—জতুগৃহ

ঝট ১৪৬—শীঘ্র
ঝরকায় ২৬—জালক্ষ> জালকথ>
>ঝরোকা>ঝরকা, জানালা
ঝাই দিয়া ২৪৪—?
ঝাকা ৫৮২—?
ঝাট নাই যায় ১২১—সংখ্যা করা
যায় না
ঝাপুটে ২১০—জাপটে
ঝাপা ২২—ঝাপিয়া
ঝুরে ৩৩, ৫২১—ঝরে
ঝুরা ৩৭২—ঝুরিয়া, হুংখে
ঝোট ১৫৬—ঝাটাইয়া

টকর ৫১৬—মাথা পর্যন্ত
টটক ৫৬৪—চমক, টনক
টটক ৪১—চমক, বিশ্বয়
টটু ৩০২—টটু ঘোড়া, ভালো ঘোড়া
টাংগন ৩০২—ঘোড়া
টাকা ছাতা ৫৩৪—রাজছত্র, আধিপত্য
টুটা ৩৩৬—কম, হীন
টের্যা ৫৪২—ইঙ্গিত করিয়া
টোটক ১৪০—তোটক (ছন্দ)
টোডর ২৮৮—যুজুর ওয়ালা হাতের
(বা পায়ের) আভরণ

ঠাকুরাল ৪২২—প্রভু
ঠাঞি ১—স্থান
ঠুটা ১৫৭—ঠুটো
ঠেস দিয়া ২৫—হেলান দিয়া
ঠেটা ৪৫০—ধুষ্ট, উদ্ধত
ঠোকা ৪১২—আশঙ্কা, সংশয়

ডক ৬৮ শুদ্ধপাঠ “দক” —

দিক্, জল

ডকা ৫৮৭—রাজাজ্ঞাপক বাণধ্বনি,
টেটরা

ডম্ফ ৫১৭—বাণ্যযন্ত্রবিশেষ
 ডাক্যা ৮৩—ডাকিয়া
 ডাগর ৫১৪—বৃহৎ, বড়
 ডাঁড়া ডাঁড়া ২৩০—দাঁড়া দাঁড়া
 ডিয়ে ১২০—পায়ের আঙুলের উপর
 ভর দিয়া লাকানো
 ডুবিল ২৪—ডুবিল
 ডেরি ৪৩২ শুদ্ধপাঠ “ডেড়ি”—দুঃখ
 ডোর ৬—বৈষ্ণবদিগের বহির্বাস,
 কোপীন
 ঢালি পাকি ৪২৮—ঢালধারী মৈনিক,
 পাইক মৈনিক, পদাতিক > পাইক
 > পাকি
 ঢুলাঅ ৪৬—ঢুলায়, ব্যঞ্জন করে
 ঢেমচা ১২৮—বাণ্যযন্ত্রবিশেষ
 ঢের কর্যা ১০১—অধিক পরিমাণে
 ঢেঁকিয়ে চাপিয়ে—ঢেঁকিতে চাপিয়া
 তড়িলতা ৮২—তড়িৎ + লতা
 তথাপিহ ৫৩—তথাপি
 তথি ১০৬—তথায়
 তদন্তিকে ২৫—তাহার কাছে
 তপসী ২২২—তপস্বী, তাপস
 তবক ৫২৫—মোড়া, আচ্ছাদন
 তবলে ৫৪৩—আস্তাবলে
 তমস্বিনী ৫৪৬—তমসা, অন্ধকার
 তদুয়া ৫৭৩—তানপুরা
 তরসিয়ে ৪২—আকস্মিক ভাবে,
 অরাসিত হইয়া
 তরয়ার ১১২—তরবারি
 তরালের ৩৪১—তরবারির
 তরুণীয়ে ২৫৫—তরুণী
 তরোয়ার উর্যা ৪১—তরবারি খুলিয়া
 তলপ ৫৮২—খোজ, সংবাদ
 তশ্কির ২২৬—?

তসলা ৫২১—খিল
 তস্কর ৫৮৮—প্রবঞ্চক, ঠক
 তস্কির ২৮৫—দ্র° তশ্কির
 তাই ২৩—তাহা
 তাজি ৩০২—তাজিকদেশের ঘোড়া
 তাজ্যা ৩৪০—তাজা
 তাতে ৬৪—পিতার
 তামরসে ৩৪৪—পদ্মে
 তায়াতাই ২০২—পরস্পর আক্রমণ
 প্রতীক্ষা
 তিগাঁ ৪১৮—বাণ্যযন্ত্রবিশেষ
 তিমিঙ্গিলা ৪২৬—তিমি অপেক্ষা বৃহৎ
 মাছ
 তিয়াগিয়া ৩০৬—ত্যাগ করিয়া
 তেজা ২—তেজস্বী, অধিক
 তীথ ১৩৪—তীর্থ
 তীরণ ৪২২—স্থান নাম (?)
 তুটি ৪২—ক্রটি, হীনতা
 তুটে ৫৩০—টুটে, ভাদ্দে
 তুড়া ৩৪১—তুড়িয়া, নষ্ট করিয়া
 তুণ্ড ৫৬৪—মুখ
 তুণ্ডে ৬৩—মুখে
 তুবক ৫৭৩—বাণ্যযন্ত্রবিশেষ
 তুরগী ৩০২—তুরঙ্গদেশীয় (ঘোড়া)
 তুরগীর ৫১৭—দ্র° তুরগী
 তুরিতে ২০—অরিতে, শীত্র
 তুষে ১২৬—তুষ্ট করে
 তুয়া ৭২—তোমার
 তুষাএ ২৪—তুষাতে
 তেওড়া ৫৭৩—বাণ্যযন্ত্রবিশেষ
 তেকারণে ২৪—সেই কারণে
 তেকে ১১২—তাক করিয়া, লক্ষ্য
 করিয়া
 তেখন ২২৫—তখন
 তেঘাই ৫৭৩—বাণ্যযন্ত্রবিশেষ
 তেঞি পাকে ২২—সেই হেতু

তেহেরি ১১৯—তিনফের, তেহারা
 তেঁহ ৬১—তিনি, সে
 তৈছনে ২১০—সেইপ্রকারে
 তৈরপ ২১৩—ঘোষণা (?)
 তোয়ের ৮০—জলের, নদীর
 তোলে ৫৬৯—উপমা, ওজন, দাঁড়ি পাল্লা
 ত্ৰচিসার ২১৩—বীশ
 ত্রিঅঞ্জলি ৮২—তিন অঞ্জলি
 ত্রিঅক্ষ ৩৪১—তিন রাস্তা
 ত্রিকাঠা ৫৬৫—তিন কাঠির ত্রিপদ
 ত্রিদশে ৭—স্বর্গে
 ত্রিদেবেশী ৪০—দেবতাদের অধীশ্বরী
 ত্রিপাদ পঙ্কর ৫৫৬—তিন পাদ চিহ্ন
 যুক্ত পাঞ্জা (সীলমোহর)
 ত্রিভুবনসারা ৪০—ত্রিভুবনে
 ত্রিয়হ ৫৫৮—তিন দিন, তৃতীয়া (?)
 ত্যজহ ৩১—ত্যাগ কর
 ত্যজিও ১—ত্যাগ করিও

থর ৩২৪—স্তর
 থরকব ৪১৬—ঘোড়ার সাজবিশেষ
 থাকু ২২৬—থাকুক
 থাক্যা ৩৭২—থাকিয়া (তু' থাক্যা—
 থাকিয়া)

থুইবে ৫৫—রাখিবে
 থুইল ৩৩—রাখিল
 থুবেক ১৪২—রাখিবে
 থুল ৫৮—থুইল, রাখিল
 থুলি লাফে ৫০৭—দীর্ঘ লম্বনের দ্বারা
 (by long jump)

থুয়ো ৯০—রাখিও
 থেথায় ২৬৮—থিতায়, ঢালিয়া দেয়
 থোপ ৩২৪—থোপা
 থ্যতায় ২৬৮—ত্র° থেথায়

দগদগি ৪৩৩—দাগা, ব্যথা

দড় ৩৪—দৃঢ়
 দড়বড় ৩৮৩—তাড়াতাড়ি
 দড়মসা ৪৪৪—ঢাকের মত বাত্বষন্ত্র
 দণ্ডটাক ২৭২—একদণ্ড
 দস্তিদস্ত ২৬২—হাতির দাঁত
 দর্বা করগণ ৪৫৯—সর্পগণ
 দর্যায় ৪৩৯—দরিয়ায়
 দল্যা ৩৪০—দলিয়া
 দন্ধর ৫৮৮ : শুদ্ধ পাঠ “তন্ধর”
 —চোর, দস্য
 দাখিল ৫৭৭—উপস্থিত
 দাগাবাজ ৫৪৯—আঘাত করে যে বা
 যাহারা, ঠক
 দাঙাইয়া ৫—দাঁড়াইয়া
 দাঁতে খড় করে পাত্র দুটি হাত বৃকে
 ৫৪৮—পাত্রের দীনতা প্রকাশ
 দারিদ্র পত্যাশে ২৮০—দারিদ্র্য
 প্রত্যাশায়
 দারুণ বাড়ি ২১—নিষ্ঠুর যষ্টি (আঘাত)
 দার্ত্য ১৪—দৃঢ়
 দায় ১৬৭—দাও
 দায়াই ৩৮৩—?
 দিএ ২৩—দিয়া
 দিএ যোগ জন্ম মায় ২৫—যোগ-
 জনিত মায় দেওয়া হয় (?)
 দিবস লঙ্ঘন ৫১—সমস্ত দিনে
 দিশারু ৭৯—পোতে দিগ্‌দর্শনকারী
 নাবিক
 দিশু দিগান্তর ১৩৫—দিগ্‌দিগান্তর
 ছকুল ৭৫—বস্ত্র
 ছর্ঘট ১৯—নিদারুণ
 ছফার ৫০৭—ছফাক
 ছর ছর করিয়া ৮১—দাউ দাউ
 করিয়া
 ছরস্তা ২৯—ছরস্ত
 ছরাসদ ৭—ছর্ধ

ছর্বোধ ২৩—অবোধ,	নির্বোধ,	ধায়ু। জরি ৫০২—জরির কাজ করা
ছর্বোধ্য (?)		
ছসতি কপাট ৫২২—ছই কপাট	জোড়া	ধারাদর ৮৩—মেঘ
ছসর ১১৬—ছই সারি		ধিয়রে ১২৩—বেগে
ছসর ৫৪২—দোসর, সঙ্গী		ধিয়ানে ২৪১—ধ্যানে
ছস্থিত ৫২—ছঃস্থিত		ধীষণাবান্ ১১৪—বুদ্ধিমান্
ছস্থে ৩১—ছঃস্থে		ধুনাচুর ৭৭—ধুনাচূর্ণ
ছয়া ভুয়া ১০০—সংশয়, দ্বিধা		ধুমল ৫৮১—ধূপধূনার ধোয়া
ছয়া ৩৫৫—ছূর্তাগ্য		
ছহাই ৩৭২—দোহাই		নকুল ৫৪৭—বেজি
ছহে ৫৮—ছজনে		নকুড়ে ১৬৪—লেজ, লেজের মত দড়ি
ছঃগেয়ের ১০০—ছই গাইয়ের		ননংকারে ১৭৩—অহংকার করিয়া (?)
দৃষ্টে ৭৫—দৃষ্টিতে		নপন ২২২ : শুদ্ধ পাঠ “তপন” ?
দেক—দিক		নবতি ১০৫—শুভবার্তার পুরস্কার (?)
দেবেশী ৩২৫—দেব + ঈশ + ঈ		নমস্কিয়া ৩০৮—নমস্করিয়া, নমস্কার করিয়া
(প্রত্যয়)		
দেয় ১৩০—দেও		নম্র ১৫৫—দরিদ্র
দেহজের ৫৫০—আত্মীয়স্বজনের		নয়ন কবন্ধে ৬৬—নয়নজলে
দেহারা ১২২—দেবগৃহ > দেহর >		নয় হয়া ৩৩০—নত হইয়া, বিনয় করিয়া
দেহারা		
দৈত্যারি ৫৭২—দৈত্যের	শত্রু,	নহলি ৪৩৩—নূতন
শ্রীকৃষ্ণ		নাছে ২৫৫—রথ্যা > লচ্ছা > নচ্ছা >
দ্বিকর ৬৮—ছই হাত		নাছ; ছয়ারে
দ্বিস্ত ৫৮৮—ছই স্ততা (দড়ি)		নাড়ে নাই কর ২৬—হাত নাড়ে না
পাকানো		না দেই ৩২১—দেয় না
দ্রড় ১৩৩—দৃঢ়		না দেহু ১৩৭—না দিলেন; না দিল
		না দেখিএ ২২—না দেখিয়া
ধনাদিক ১২০—ধনে অধিক		না পাইএ ২৪—না পাইয়া
ধন্দ ৫৪৬—ধাঁধা, সংশয়		নাপান ২৫০—নারীর বিলাসসজ্জা
ধর্মের বরাবর ৮১—ধর্মের সম্মুখে		না পালাম ৬২—পাইলাম না
ধবা ৩৭৭—ধোবা, রজক		না পাসুরে ৩৬—না ভুলিয়া
ধরামর ৫৪—ব্রাহ্মণ, ফকির		না পেলাম ৭০—পাইলাম না
ধাকা ধোকা ১০৫—ধাক্কাধাক্কি		নাবড় ২৮৭—ধুটে, ছুটে
ধাতা ১৫০—বিধাতা		নাবুড়ি ১০৪—ধুটেতা, ছুটেতা
ধাতুকানেক ১২৩—ধাতুকধারী সৈনিক		নাখিলেন ৩০৮, ১৩০—নামিলেন

নারাচলে ১৯১, ২০৭—জোরে (লাক
দেওয়ার সম্পর্কে)

নারিব ৯৯—পারিব না

নারে ২৩—পারে না

নাম ৯১—গন্ধ

নাম দিলা নাকে ৯১—নাকে গন্ধ
দিলেন

না হয় ৬—হইও না

নিকটিয়ে দস্ত ১৯২—দাঁত খিঁচাইয়া

নিকলে ৩৬১, ৮৩—নির্গত হয়,
বাহির হয়

নিকাড়ি ৩২৩—ঘোড়ার মুখের
ভিতর লাগামের সঙ্গে যাহা
থাকে (bit)

নিকুর ৩৯—জড়, সংহত

নিগ্রহ ৫১৩—ধ্বংস, পরাভব

নিঙ্গুড়ে ১১৯—নিঙড়াইয়া; নিকাশিত
করিয়া

নিচোলাচলে ৬৭—অকলের দ্বারা

নিদাটী ৫১৮—নিদ্রাযুক্ত, নিদ্রাবেশ

নিপ্সরূপ ১০৯— (?)

নিবর্ত ৫৬০—নৌচু (?)

নিবেশিয়া ৫২—নিবেশ করিয়া

নিম্নাপের ৪১—নৌচুদিগে গড়ানো
জল

নিবমিয়া ৫৩—নির্মাণ করিয়া

নিয়শনে ৫৫৩—নিরাহারে

নিরাগসে ১০৫—নিরাপদে

নিরাতঙ্কে ১০২—নির্ভয়ে

নিরাহিত ২০৭—শত্রু

নির্জর ২৩৬—দেবতা

নির্জরের রাজা ২৯—দেবরাজ

নির্জল ৩৩২—শুক

নির্জিত ৪১২—নিযুক্ত

নিবংশির ২৩০—নিবংশের

নিবংশে ২২৭—নিবংশ

নিশা ৫৮৭—নিশানা, সংবাদ
নিশাস্ত বাট ৫৩৮—নিশ্চিত শাস্ত

ভাবে (?)

নিষেধিলাম ৪৩৩—নিষেধ করিলাম

নিসত্যা ৩৯৪—সত্যহীন

নিঙ্কিস ৫২৩— ?

নিয়ড়ে ৫৮২—নিকটে

নিয়রে ৩০৯—দ্র° নিয়ড়ে

নিয়োজে ৩৮৭—নিয়োগ করে

নিহবে ৫৪৬—যুদ্ধে (?)

নিহরে ৪৩৯—দূর হয়

নিহালি ৬৭—দেখিয়া

নিহালিয়া ৩৬১—দেখিয়া

হুকাই ১৬০—লুকাইয়া

হুকাল ২২২—লুকাইল

হুকায়ে ৬৩—লুকাইয়া

হুগ্রা ৩৭৬—হুইয়া, নত হইয়া

হুটী কর্যা ২৭৬—লুট করিয়া

হুতি ৫৪—নতি

হুনিচোরা ১৪৫—ননীচোরা

হুনী ২৭৯—ননী, নবনী

হুল্যা ৩৭২—লোল হইয়া (তু° হুল্যা
—হুলিয়া)

নৃপাস্তিকে ১৫৭—রাজার নিকটে

নেউটিয়া ৩২০—ফিরিয়া

নেড্যা ৩২৭—মুণ্ডিত, কণ্ঠিত

নেটে ৫৬—নাটুয়া, নেটো, লেটো

নেতের ৫৫২—বস্ত্রের

নেতের আচল ৩৭৯—পাটের আচল

নেরাগসে ৪৪০—দ্র° নিরাগসে

নেরেচ ২১—পার নাই

নেস্ত ৩৬—দ্রুত

নেয় ১৭১—নাও (তু° দেয়—দাও)

নেহ ১৫০—লও

নৈ ১৪২—নয়

নৈরাশ ৪৪—নিরাশ

নোতন ১১৬, ৫৬—নবতন > নোতন ;
নূতন
নৌকতা ২২২—লৌকিকতা
শ্রুকার ১০৫—ঘৃণা

পক্ষজ ৫৫৬—পাখী হইতে জন্মে যে
অর্থাৎ পক্ষীবিশেষ

পক্ষা ৫৪৫—পক্ষে (মিল : 'রক্ষা')

পক্ষে ২২০—পক্ষী

পগড়ি ৩৬৬—পাগড়ি

পগারে ১৪৬—প্রাকার > পগার

পঞ্জর ১২—পিঞ্জর, আশ্রয়

পঞ্জর ৫৫৬—পাঞ্জার, মোহরের

পটকা পামরি জাদ ১০৫—উত্তম

বস্ত্রের কোমরবন্ধ

পটুকা ৫৭৭, ১৫৪—কোমরবন্ধ

পন্নগ ৫৩৪—সাপ

পণ্ডিতা বিটি ২৪—পণ্ডিত বেটি

পতাণ্ড ১২৮—পতাকা দণ্ড (?)

পথুক ১৭৫—পথিক

পদারব্ধে ১৭—পদযুগলে, পদার +
ব্ধ ; (পদারবিন্দের সাদৃশ্বে)

পদ্ধতি ২২৫—পথ

পনসের বীচি ১০১—কাঠালের বীচি

পরমেষ্ঠী ২৩৬—ব্রহ্মা

পরশ্রীয়ে ১৩৭—পরশ্রীর

পরানা ৩২১—পরোয়ানা

পরায়নে ৫৪৪—প্রয়াণে (?)

পরিক্রমি ৬—পরিক্রম করিয়া, প্রদক্ষিণ
করিয়া

পরিজ্ঞান ৫৫৪—সম্যক জ্ঞান

পরিশাল ৩০১—পুরস্কার (?)

পরেণী ১৪১—পরমদেবী

পর্বতো ১২৭—হিমালয়

পর্ষাসন ৩৭২—বসিবার আসন, পর্ষদ
আসন

পহ ৪২৭—গ্রহ, চওড়া

পয় দল ৫৪৬—পদাতি

পয়ফেন ২৩১—তুধের ফেনা

পয়মাল ৫৪৭—ধ্বংস, নষ্ট

পয়সি ৫৭১—জল

পয়ান ৪৩৫—প্রয়াণ

পয়ান ৪২—প্রস্থান

পাএ ৩৮—পায়ে

পাখালিয়া ৩৩০—প্রক্ষালন করিয়া,
ধুইয়া

পাগে ৫১৬—শিরে

পাছু ৩৮১—পাছে

পাছুয়ান ৩২৬—পশ্চাদ্ভর্তা

পাটিকাল ৫৫০—পাটকেল, টিল,
ইটের টুকরা

পাটকেল ২৫১—পাটকেল

পাত ৩২—অতিবাহিত

পাতকালে ২২২—পক্ষীবিশেষ

পাতর ১৫৫—পাত্র

পাতলি ৫৮৩—পাতাল

পাতাল পদ্ধতি ৪০১—পাতালের পথ

পাত্যা ৩৭২—পাতিয়া

পাখালি ৪৩২—আছাড়

পাদান্দ ১৩২—পদালঙ্কার বিশেষ,
মল

পাহু ১১৪—পাইহু, পাইলাম

পান্ত ১০—উপান্ত, প্রান্ত, শেষ

পারথণ্ডে ৫১৪—নদীতীরে (?)

পারা ২২—মত

পারা ৩৫৩—বোধ হয়

পার্যা ৪২—পারিয়া

পালো ২২—পাইল

পাষাণের বিনি ৫২২—পাথরের আগল

পাসরেচ ২৭২—ভুলিয়া গিয়াছ

পাসরেছ পাৱা ৬১—ভুলিয়া গিয়াছ
বোধ হয়

পাঁজ পেঁজে ৫৮৭—পাঁজ পাঁজিয়া, দৃঢ়
ভাবে জড়াইয়া
পাঁশ ৩৬৫—পাঁশ, ছাই
পিঠালি ১০১—পিটুলি, চাউলের
গুঁড়ির গোলা
পিতাবধি ১৫৮—পিতা অবধি
পিকিয়া ৩৪০—পরিধান করিয়া
পিপীলা ২৮১—পিপীলিকা
পিলু ২—পীতবর্ণ
পিণিত ৬৪—মাংস
পিঠিয়া ১২৩—?
পীযুষলহর ৫৩—অমৃতের ধারা,
দুগ্ধের ধারা
পীরিতি ৫৬৫—পীতি, প্রেম, স্নেহ
পুছিল ৩৭২—জিজ্ঞাসা করিল
পুছে ৬৭—জিজ্ঞাসা করে
পুটপানি ৭২—যুক্ত করে
পুড়া ১১৭—পুটক, বীজধান রাখিবার
গোলা
পুতুনাকে ২৪—পুতনাকে
পুরটের পেটি ৫২৬—সোনার বাক্স
পুরটের সোনা ১০২—সোনার মাকড়ি
পুরাহ ৮২—পূর্ণ কর
পুলক্যা ২৭৭—পুলকিত হইয়া, পুলকে
পুহাল ৩৫৭—পোহাইল
পূজ্যা ৫৮—পূজা করিয়া
পূরহ ৫—পূর্ণ কর
পূর্ণতমে ৩৫৪—পুণ্যতম
পূর্বজন্ম্যা ৩০৪—পূর্বজন্মের
পুতনাপতি ১২৩—সেনাপতি
পেএ ২২—পাইয়া
পেখাজ ৪০১—পাখোয়াজ
পেখাজ ৩৭৫—পাখোয়াজ
পেচ্চা ২৪৬—পেঁচো (ব্যক্তি নাম)
পেটি ৫১৬—কোমরে জড়ানো কাপড়
পেতি ৩২৬—পেতী (মিল : 'বখী')

পেখ্যা ৩১০—ডালা, ছোট চূপড়ি
পেলেক ২৮৭—পাইল
পেল্যা ৩৭৬—ফেলিয়া
পেয়া ৫৫৭—পাইয়া
পেয়া ৩১৩ পাইয়া, পাইলে
পোকে ১৮২—পুত্রকে
পোড়া ৮৩—পড়া, পটহ, ঢাকবিশেষ
পোড়ামুড়া ৩৮৪—পোড়ামুখা, মুখ-
পোড়া (তিরস্কার অর্থে)
প্রজ ১৪২—প্রাজ (মিল : 'বজ')
প্রচিত্ত ৩৬৬—প্রচিত্র, বিচিত্র
প্রচেতে ২২৮—জাগিয়া উঠে
প্রতক্য ১৩৭—প্রত্যক্ষ
প্রতিকূলাচারে ৪৪—প্রতিকূল আচরণ
করে
প্রতীতি ৭৪—বিশ্বাস
প্রত্যাগার ৭২—প্রতি + আগার,
প্রতি গৃহে (?)
প্রণমে ২৪১—প্রণাশে (?)
প্রবন্ধ—নির্বন্ধ
প্রবন্ধনে ২৭৬—প্রকৃষ্ট বন্ধনে
প্রবেষ্ট ৩৩—বাহ
প্রবেষ্টির ২০২—বাহর
প্রমাণ্য ২৮—পরিমাণ
প্রসক ৬৫—ক্রীড়াসমাপ্তি (?)
প্রসীদ ৮১—প্রসন্ন
প্রস্থখী ৫২৩—অত্যন্ত স্থখী
প্রয়বোধ ৪৬৬—প্রবোধ
প্রাধ ১২১—অগ্রসর
প্রাভঞ্জনি ৮৪—হুমান্ (প্রভঞ্জনের
পুত্র)
প্রিয়ক ৫৭৪—নদীনাম
প্রেতার্থ ৫৬০—প্রেতলোকের জগৎ
প্রেমিত ৩৬৬, ২৮—পাঠানো, প্রেরণ
করা, প্রেরিত
প্রক্ষডালে ৪২২—পাকুড়ের ডালে

ফটা ১২২—ফোটা
ফতে ৪১৭—বিজয়
ফলঙ্গ ৫৩৩—লাক
ফলাবাণ্ডি ১৬৬—ফললাভ
ফার ৪৫২—ফাঁক
ফাছনি ৪২২—বন্দী
ফিকির—উপায়, ফন্দি
ফিকে ১১২—ছুঁড়িয়া
ফিরে নাই শুল ২৭—ফিরিয়া শয়ন
করিল না
ফির্যা ৩০২—ফিরিয়া
ফিঁক দিয়া ৮৩—ফিন্‌কি দিয়া
ফিঁকে ৩২৭—ছুঁড়িয়া ফেলে
ফুলাল ৭৭ : শুদ্ধ পাঠ “ফুলাল”
ফুঁসি ফুঁসি—ধিকি ধিকি (?)
ফেন্দ্যা ৩২৫—ফাঁদ পাতিয়া (মিল :
‘বেঙ্ক্যা’)

বচ্ছ ৩১৫—বৎস
বজ্জর ৩২৪—বজ্জ, বজ্জবৎ অভেদ
বজ্জাকাশ ২৪—বজ্জ এবং আকাশ
বজ্জমান ঠোনা ২৫৮—বজ্জের ছায় চড়
বকিলেক ৫৭—কাটাইলেন
বটি ২২১—বটে
বড় ১৫৩—শুদ্ধ পাঠ “ওড়”—জবা ফুল
বড় ২০—চীৎকার
বড়ি ৪৭—বড় (মিল : ‘দাড়ি’)
বদনারবিন্দে ১১৪—বদনকমলে
বদরি ১১৮—কুল
বদাবদ ১৭২—তর্ক, কথাকাটাকাটি
বধিএ ২১—বধিয়া, বধ করিয়া
বনান ১৪৭—তৈয়ারী করেন, নির্মাণ
করেন
বনায়ে ১৪৫—বানাইয়া
বনালেন ৩৩৭—তৈয়ারী করিলেন
বনি ৪১০—বোন

বন্দানিয়া ৩২২—বন্দিয়া
বন্ধ্যাবাদ ৪২—বন্ধ্যা (অপুত্রক)
অপবাদ
বরট ৩৪০—বর্ম
বরাটিকে ১৪৩—বরাটিকা, কড়ি
বরাসনে ৩৭৩—শ্রেষ্ঠ আসনে,
সিংহাসনে
বরিষয়ে ৩৭৩—বর্ষিত হয়
বর্জসম—বজ্জসম
বলন ২০০—বিস্তার, বল
বল পক্ষা ৩২৩—বলবান্ পক্ষ
বলাহক ১৬১—মেঘ
বলিপুর ১২১—পাতাল
বল্যা ২৬—বলিয়া
বল্লকী ১৩২—কোকিল
বসু পালো ৫০২—ধন পাইলে
বস্ত্রিশ ২৮৫—বক্শিস
বয়্যা ২৫৭—বহিয়া
বাইতি ৭৭—বাছকর
বাউ বেগে ২৪১—বায়ুবেগে
বাওন ৩৭২—বামন
বাক ৫০৩—বাক্য
বাগডোর ৫৪২—বল্লার দড়ি, বন্ধন
বল্ল > ‘বগ্গ’ > বাগ
বাণুনি ৩৭৭—ব্যবসায়ী জাতিবিশেষ
বাঘছালা ২২—ব্যাত্রচর্ম, বাঘছাল
(মিল : ‘মালা’)
বাঙ্গালপাস ৩৫৭—রাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের
গাঁই নাম
বাচায়ে ২২৫—বাচাইয়া
বাছলার ৪৮৫—বাছার (?)
বাজ্রি ৫৫৮—মায়া
বাঝে ৪৫২—বাধা পায়
বাট ৪২৩, ১০৬—(বজ্জ > বট্ট
> বাট) পথ
বাড়বাড়া ২১৬—অত্যন্ত অধিক বাড়ি

বাড়া ৪৪—অধিক
 বাড়্যায়াছি ৪৩২—বাড়াইয়াছি
 বাদাবাদে ২০৩—বাদ প্রতিবাদে
 বাধাই ৪০৮, ৩০৭—বাধায়
 বান্দে ৩৬২—বাধে
 বাপা ৩২৮—বাপু
 বাপার ৩২৬—পিতার
 বার ৪২৮—দরবার, উপস্থিতি
 বারত ৪১৬—বার্তা, সংবাদ
 বার দিয়া ৪৬—দরবার করিয়া
 বারমতি ৪৬১—ধর্মপূজার অনুষ্ঠান
 বিশেষ
 বারদৃশার ৩২০ : শুদ্ধ পাঠ
 “বারভূঞা” (?)
 বারব আক্ষ ২১০ : শুদ্ধ পাঠ “বাড়ব
 আখ্য”—নাম বাড়ব
 বারান ৪১৬—ঘোড়ার পরিচারক
 বারামে ৪৫—সভাতে
 বারি করে ১০১—বাহির করে
 বালাই ৫২৫—আপদ-বিপদ
 বাহে ২৫৭—বাহতে
 বিক্রোধ ৩৭৭—বিশেষ ক্রোধ
 বিখেড়ে ২২—বিঘোরে, অপঘাতে
 বিগতি ২৩—দুর্গতি, বিপত্তি
 বিঘাতনে ১৪৬—বিনাশে
 বিগ্রহ ৮৭—ছন্দ
 বিদ্ব ৫৬৫—বিজ্ঞ
 বিচে ৩২৫—বিক্রয় করে
 বিচ্ছ ৩২৭—বিছা, বৃশ্চিক > বিছা
 বিছায়া ১০০—বিছাইয়া
 বিজ্ঞটা ৩৬৭—করাভরণ বিশেষ (?)
 বিজুরি ১৩৫—বিদ্যুৎ
 বিজোগ ১২—বিয়োগ
 বিটক ৫২৬—উজ্জল, কমনীয়
 বিড়া ২৮৫—পানের খিলি
 বিতথা ৫৫৩—বিপর্যয়

বিতথা ৪৩১—মিথ্যা
 বিতল ২৪—সপ্ত পাতালের একটির
 নাম
 বিদম ৪৩২—বে-দম, স্বাসহীন
 বিদাই ১২৩—বিদায়
 বিধু ৫৪১—চন্দ্র
 বিনতি ২৮—বিজ্ঞপ্তি, মিনতি
 বিনির্জিতে ৪২২—বিজয়ে
 বিক্ষেচে ৩০৫—বিধিয়াছে
 বিপত্তো ২৩৬—বিপদে
 বিবুধে ৩৩৭—দেবতাকে
 বিবুধের রাজা ১২৮—দেবতাদের
 রাজা
 বিভচ্ছবিনিজে ১৪০—?
 বিভা ৪৭—বিবাহ
 বিভর্তসে ৭৪—?
 বিমিশাল ৪১৭—বিমিশ্রিত
 বিমুক্তি ২৬২—মুক্তি
 বিমুজ্যে ১২৪—বিবেচনা করিয়া (?)
 বিয়ঙ্গ ৪১৮—বিকলাঙ্গ, বিকৃত শরীর
 বিরানই ২৫০—বিরানক্সই
 বিলগ্না ৫৫০—কুলগ্ন
 বিশ ঘুটা ৩০২ : শুদ্ধ পাঠ “বিশঘুটা”?
 —উৎপাতকারী (?)
 বিশাশয় ৫১৭—অনেক, প্রচুর
 বিশাশয় হেটে ৩৭২—একশত বিশের
 (কিছু) কম
 বিশেষিয়ে ১৭২—বিশেষ করিয়া,
 বিশেষ ভাবে
 বিষধরে ৫৪৭—সাপ
 বিকুপদতলে ৪৬১—আকাশে
 বিসকটৈনসে ১৮২—?
 বিসরে ১৪৪—দ্র° বিসার
 বিসার ৭—বিস্তার, বিশাল,
 বিস্তীর্ণ
 বিস্মরাগ ৩৪১—বিসরাগ + স্মরাগ ?

বিয়োগভাবে ৫৬—বিষাদভাবে
 বিয়োজ ৭৭—?
 বিহর ৫১৫—?
 বিহানে ৩১৫—সকালে
 বিধ্যাচি ৫০৭—বিধিয়াছি
 বাঁচকে ৩৬৬—বাজের নিমিত্ত
 বাঁতহোত্র ৫৪৮—দ্র° বাঁতিহোত্র
 বাঁতিহোত্র ৪২২—অগ্নি
 বাঁরধটা ১১২—ঘোড়ার পরিধেয়
 কটিবস্ত্র
 বাঁরবৌলী ১৫৪—কানবালা
 বুড়াইব ২৭২—ডুবাইব
 বুড়্যা ২৭৭—ডুবিয়া
 বুলি ১২—ভ্রমণ করি, ঘুরিয়া বেড়াই
 বুলিবে ২২৫—ভ্রমণ করিবে
 বুলে ১৪৪—ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলে
 বুধম্যন্তী ২৩০—পুরুষাভিলাষিনী নারী
 বেওরা ৫৪—ব্যক্ত করিয়া
 বেকায়দ ৪১৬—বেকায়দা
 বেগতি ৪২১—দুর্গতি
 বেগত্যা ৫৬৬—বেগতি
 বেচ্যা ৬১০—বেচিয়া, বিক্রয় করিয়া
 বেছ্যা ৭৭—বাছিয়া
 বেটে ১২৫—বাঁটিয়া
 বেট্যা ৩৩৭—দ্র° বেটে
 বেথা ২০৭—বুথা
 বেথায় ১৬২—ব্যথায়
 বেনে ৬৫—(অনর্থক শব্দ)
 বেক্কে ছিলা ৩৬২—বাঁধিয়াছিল
 বেক্কা ৩২৫—বাঁধিয়া
 বেপহারা ২২৫—হতভম্ব
 বেপুহারা ১২২—দ্র° বেপহারা
 বেভোগ ২৩৫—বৈভব
 বেরাইল ৮১—বাহির হইল
 বেরাল্য ২১—বাহির হইল
 বেরিজ ৩২১—শীঘ্র ?

বেরিতে ৭২—বেরিজে ?
 বের্যা ৩৬০—বাহির হ
 বেলিক ৫২২—পাজি, বদমায়েস
 বেহার ৬৩—ব্যবহার
 বৈদেশী ২৮২—বিদেশী
 বৈভাগধি ৭৪—বৈদগ্ধ্য ?
 বৈমুখ ৩০—বিমুখ
 বৈলজ্জ ২০১—লজ্জায়ুক্ত, অবমানিত
 বৈলজ্জে ১৪১—লজ্জায়ুক্ত হইয়া
 বৈস্তা ৩৪—বসিয়া
 বোঝনে ১২৪—বোঝা
 ব্যাকুলি ১৫১—ব্যাকুলতা
 ব্যাকোশ ৩৬২—বিমুক্তকোষ,
 বিকশিত
 ব্যাক্রোশ ১২২—ব্যাকুলতা
 ব্যাজ ৫৬১—বিলম্ব
 ব্যানন্দে ১১৭—বিশেষ আনন্দে
 ব্যালিশ ৫৭৩—বিয়ালিশ
 ব্যালোন ৫৫০—?
 ব্যালোল ২—ব্যাকুল ও চঞ্চল
 ব্যাহার ১৩৩—বিহার
 ভকতা ৭৭—ভক্ত
 ভকতবচ্ছল ৮২—ভক্তবৎসল
 ভকিত্যা আমিনী ৫৬৪—ধর্মের
 দেবাদাসী বা ব্রতী
 ভক্তিয়ে ১২৫—ভক্তিতে
 ভক্তিত ৩১৩—ভাঙানো (টাকা)
 ভনে ৬২—বলে
 ভবিক ৮৪—উপযুক্ত
 ভবভয়হরা ৫৪৪—সংসারের ভয় হরণ
 করেন যিনি
 ভব্যরতি ১২১—ভদ্রভাব
 ভব্যা ১০০—ভদ্রা
 ভম ৩৪১—ভ্রম
 ভন্নম ৩৩৭—ভ্রম

ভরিএ ২৩—ভরিয়া
 ভাড়িভুরি ৩৬৫—ঠকামি, জুয়াচুরি
 ভাণ্ডাকি ৬৮—ট্যাড়শ
 ভাবুটী ৪৭—কপটতা
 ভাব্য নাই ১৪৬—ভাবিয়ে না
 ভারতী ৬২—বাক্য
 ভারিভুরি ৪৮—ঈ° ভাড়িভুরি
 ভাষে ৪২—কহে
 ভাসিএ ২৫—ভাসিয়া
 ভায় ১৩২—বোঝায়, জানা যায়
 ভিক ৫০৭—ভিত্তি, সরিধান,
 নিকট
 ভিন ২৩—ভিন্ন
 ভীষকর ৪৭৬—ভয়ঙ্কর
 ভুচি ভাঙ্গ ১২৫—?
 ভুজান্তে ৩৭১—হাত কাটারিতে
 ভুঞে ৩৭৩—ভূমিতে, মাটিতে
 ভূনি ৫১৫—বস্ত্রবিশেষ
 ভুবীশ্বর ৬২—পৃথিবীপতি
 ভুরি কথা ৫৫৪—অনেক কথা
 ভুকুটি ১৩৬—ক্রুকুটি
 ভূশবার ৮৫—প্রচুর বারিপূর্ণ
 ভেকের ৫০৭—বেঙের
 ভেড়া ৩৬৫—ভাঁড়াইয়া, ঠকাইয়া
 ভেস্তা ভেস্তা ২৫—ভাসিয়া ভাসিয়া
 ভেয়ে ১২৩—ভাইয়ে
 ভেয়ের ৭২—ভাইয়ের
 ভেঁগ্যা ৩০৬—ভাঙ্গিয়া

মকুট ১৩৫—মুকুট
 মঙ্গল বাজনা ৫৬—শুভসূচক
 বাজনা
 মচ্ছ ৪২৭—মৎস্ত, মাছ
 মজ্জেন্দা ১৫৭—মর্দাদা
 মতিচ্ছন্ন ২২৭—মতিচ্ছন্ন
 মনহিত ৫১—চিন্তা (?)

মন্দুরায় ৩০১—অশ্বশালায়
 মফঃস্বলে ৪৬—অন্তঃপুরে, গোপনে
 মমত্ব ৫৬০—‘আমার’ এই বোধ
 মরয়ে ৪০৭—মরে
 মরাই ৫২৪—বড়াই, ঐশ্বর্য, অহংকার
 মল্য ৪৪—ময়িল
 মল্লির পাঠান ৫২২—মল্লিক এবং
 পাঠান সৈন্য, মল্লির (মল্ল ?)
 মশ্কিল ৩২১—?
 মহানসে ৭১—রক্ষনশালায়
 মহিম ৫১৮—যুদ্ধ
 মহোচ্ছব ৪৭০—মহোৎসব
 মাইস ১২৭—মহিষ
 মাগু ৫৫১—মাউগ, শ্রী
 মাগু ছেলা ২৮৩—শ্রীপুত্র
 মাচরাঙ্গা—মৎস্তরক, মাছরাঙ্গা
 মাটে ২০—মাঠে
 মাতুনি ৫৪৬—শব্দ (?)
 মাথে ৬১—মস্তকে, মাথায়
 মানকাট ১১২ : শুদ্ধপাঠ “মালকাট” (?)
 —মল্লযুদ্ধের প্রণালীবিশেষ
 মানা
 মাননা ৬০—মানত, মানসিক
 মানমাত্রা ২৩৮—জিনিসপত্র
 মানা ২৫—নিষেধ
 মানি ৫৪৭—স্বীকার করি
 মানিয়ে ৭০—মানত করিয়া, মানসিক
 করিয়া
 মাগা ২৬২—মানী (মিল : ‘ধন্য’)
 মাফিক ৫৪৫—মত, অনুরূপ
 মারুতির ৫৬৮—হতুমানের
 মালকাট ১১৬—ঈ° মানকাট
 মাল মার্ভা ১২৭—ঈ° মান মার্ভা
 মালুম কাটে ৭২—মাঙ্গল (যাহাতে
 উঠিয়া দিশারু দিক্ নির্ণয় করে)
 মালে ২৩—মালায়

মায়ে পোয়ে ৯০—মাতা পুত্রে
 মিশরে ১৯৫—?
 মিসে ১৬১—?
 মুখ-দুখী ১৮—যাহার মুখ ছুটে
 মুখানি ৩০৫—মুখখানি
 মুচঙ্গ ৫৬—বান্ধবস্ত্র বিশেষ
 মুচড়এ ৪৭—মোচড়ায়
 মুঞে ৩৭৩—মুখে
 মুন্সায় ১৬৮—খান্ধবিশেষ
 মুনিষ্ঠা ২৫৭—মল্লয়া
 মুলান ২০২—মৃণাল
 মুষল্যার ৩৪১—মুঘলের
 মুয়াড়ে ২০৮—মুখে
 মূর্তিটাক ২৮৮—এক মুহূর্ত পরিমাণ
 মেঘভব ৮৫—মেঘ হইতে জাত, জল
 মেটিয়া ৫৪৮—লাগাইয়া
 মেলাপাড়া ১১৭—মন্ডযুদ্ধ (?)
 মেলে ১৬৫—মারিলে
 মেয়া ৩৫৪—মেয়ে
 মৈল ৩০৫—মরিল
 মোখাদিম ৩২০—ভদ্র মুসলমান
 মোটুকু ১২৬—মুকুট
 মোলি ৫৪৩—মস্তক
 মুগাকমুখী ৫৫৮—চন্দ্রমুখী
 যজিয়া ১৪৯—উপাসনা করিয়া
 যদিপি ১৫০—যতপি
 যাণ্ড ১২১—ঘাউক
 যাচকা ১৩৪—যে যাচিয়া আসে
 যাচিমুঞা ৩৮—?
 যাবকে ১৩৫—আলতায়
 যাবস্ত ৫২, ৩৭—যাবৎ, যে পরিমাণ
 যাম্য ২২৫—দক্ষিণ
 যাম্যবস্ত্রে ৩৮৬—দক্ষিণ মুখে
 যায় ১৪১, ১৭১—যাও
 যুজ ৪২—যুদ্ধ
 যুবত ২০—যুবকত্ব, যৌবন

যুখে যুখে যুবতীর মেলা ১৯০—দলে
 দলে যুবতীর সমাবেশ
 যেতে বাসি ভয় ৯৯—যাইতে ভয় করি
 যেতে ৩২২—যাইতে
 যোএ ৪৭, ৯১—সুযোগ
 যোগাত্যক ১৮৩—অধিক যোগযুক্ত
 যোষিতের ১০২—নারীর
 রই ঘর ৪৯০—নৌকার উপরে
 থাকিবার ঘর
 রঙ্গ ১৪৭—মংস্তরঙ্গ, মাছরান্দা
 রঙ্গিণী ৪—দুর্গার নামান্তর
 রঙ্গের বেলা ২৫০—রসের কালে
 রচন ৫৮—রচনা (মিল : 'জন')
 রজত কড়ালি ৪১৬—রূপার কড়া
 দেওয়া
 রভস ৭৬—আনন্দ
 রমতিয়ে ৩১০—রমতী (স্থান নাম) তে
 রসঙ্গ ১৩২—রসঙ্গ, রসময়-অঙ্গ
 রসালে ৮১—স্বরস
 রা ১৬২—রব, বাক্য
 রাকা ৪১৬—রেকাব (ঘোড়ার)
 রাকা ৫২৫—পূর্ণিমা, লাল বর্ণ
 রাউটি ৪৯৩—মূল্যবান প্রস্তর
 রাউতি ৪০১—অধারোহী সেনা
 রাখয়ে ৩৭—রাখে
 রাখালি সাধিত ৪৫১—রাখালের
 কাজ করিত
 রামকান্থ ৩০৬—কৃষ্ণবলরাম
 রামরাত্রি ১৬৬—শুভরাত্রি
 রায় ৫৫—রাজা > রাআ > রাঅ >
 রায়
 রায় বার ৩২০—রাজদ্বার, রাজদ্বার
 বিষয়ক কাহিনী
 রীতে ৫৯—রীতিমত
 রেকটাক ৩৭১—সের খানেক মাপ
 রেলা ১৭৬—শ্রেণী

রোমাঞ্চন ১৪০—রোমাঞ্চ
রাঙ্গা ধূলা ১১২—রাঙ্গা ধূলা
রৈখ্যা ১০২—রন্ধন করিয়া

লএ ৩৬—লইয়া
লগু ২৮৩—লউক
লঘি ১৫৩—প্রস্তাব
লজ্য বাসে ভার—পার হইতে
বাধা

লজ্জায় ২২২—লজ্জায়
লড়ে ১১৮—নড়ে
লপর ৫০৮—চাপন
লপিত ১১৭—বাক্য
লাউসেনি দাঁড়া ২২—লাউসেনের
প্রচলিত কাহিনী

লাঙ্গুড় ২০৫—লেজ
লাজল ৪৬১—লজ্জিত (?)
লাট ৫৪০ : শুদ্ধ পাঠ “নাট”—নাট্য,
লীলাবিলাস

লাথালোথা ১০৫—লাথালোথি
লায়সেনে ১১৮—লাউসেনে,
ব্যক্তি নাম

লেখনীয়ে ৪—লেখনীতে, কলমে
লেখ্যা ২৫৪—নাচিয়া
লেট্টা ৫৬—লেটো, নেটো, নাটুয়া
লোচ্ছা ২৪৬—পাজি, বদমায়েস
লোটা ৪২৮—ঘটি
লোটাএ ৩২—লোটাইয়া
লোটন ২৩—কবরী
লোমাঞ্চ ৭৬—রোমাঞ্চ
লোহ ৩৩—অশ্রু
লোহে ৩১০—অশ্রুতে
লোহের ১২০—লোহার
লোকতা ৪৭—ত্র° নৌকতা

শক ৩২১—বৎসরাক, তারিখ

শক্তসাদ ২৬৪—?

শঙ্করীমানিতা ৫১৮—শঙ্করীর
আশ্রিতা

শরভ ৩৩২—অষ্টপদবিশিষ্ট কাল্পনিক
প্রাণী

শরভাষ্টপদ ৩৩১ : শুদ্ধ পাঠ “শরভ
অষ্টপদ”

শর্ম ১৩৮—লজ্জা

শর্মবান ১০৫—লজ্জিত

শর্মমান ২২—লজ্জায়ুক্ত

শর্মী হয়ে ৭৫—লজ্জিত হইয়া

শল্লকীর ৫১৩—শজাকর

শাতনি ৪৩১ : শুদ্ধ পাঠ “সাত তিন”
—একুশ

শাস্তা ২২—শাস্ত

শিলিহার ৩৭৩—মুক্তাহার

শুচি কাবাই ৫০২—শুভ্র (অথবা
সেলাই করা) জামা

শুও ৫২২—শুড়

শুকা ৩৮১—শুদ্ধ, সমেত (মিল :
‘যোদ্ধা’)

শুগ্ধাছি ৩২৬—শুনিয়াছি

শেজে ২২৭—শয্যা

শোকাবুলি ৬৮—শোকে আকুলা

শোকান্তর ৩৬১—শোকযুক্ত

শোভাঞ্জন ফুল ১০১—সজ্জনে ফুল

শ্বসনস্থত ১১৮—হুমান

শংসন ১১৮—কথন, বাক্য

যোল সাঙ্গের ১১৮—যোল জন লোকে
যাহা বহিতে পারে

সঅলে ১৭—সকলে

সই ২২৫—সখী

সক্রোধিয়ে ১৭৬—সক্রোধে

সঙ্কুলহৃদয় ২০৫—ব্যাকুলহৃদয়

সঙ্কলিয়া ২০৫—ধুইয়া
 সচেল ৮০—সবস্ত্রে
 সত্ৰণদশন ৭—দাঁতে কুটা করিয়া
 সদত ১৬—সতত, সর্বদা
 সদাগতি-স্থিতে ১১১—বায়ুপুত্র
 হুহুমান্কে
 সদাতন ৪০১—সনাতন, চিরন্তন
 সদা ১৫—আলয়
 সনাল পটুকা ৪১৭—ভোরযুক্ত
 কোমরবন্ধ
 সস্তাড়নে ৫২২—তাড়নায়, যন্ত্রণায়,
 জালায়
 সন্তত ৪১—সতত
 সস্তাপন ৫৮৪—অহুতাপ
 সন্নিধি ২৪—সন্নিবর্ত
 সপদি ১১৭, ১২৪—একেবারে, তখনি,
 সমকালে
 সপিষে ৫৫২—স্থিতে
 সর্পা—১৫৪—সর্প
 সবো ১৫২—সবে
 সমগ্রা ৪৩৩—মগ্র
 সমরল ২২৮—যুক্ত করিল
 সমাজা ৪৮১—সম্যক আজা
 সমাধিয়া ১৩১—সমাধা করিয়া,
 সমাপন করিয়া
 সমিত্যারে ১৫—সমতিব্যাহারে
 সমদ্রত ১২২—সমাদৃত, আদরণীয়,
 তুল্য
 সমূহ ৭—সমগ্র
 সম্পাতন ১৫১—আধান
 সম্পত্ত্য ৩৭২—সম্প্রতি
 সাম্প্রতিক ৭৭—সম্প্রতি
 সম্বরারি ৫৪৬—কামদেব
 সম্বসে ২৫—অচেতন
 সম্বায় ১৪৪—সমবায়, যুক্ত
 সম্বেস ১২৪—অচেতন

সম্ভায় ২২—প্রবেশ করে
 সমচান ২৮০—বাজ বাখী
 সমমড়া ৫৪৫—শবমৃত
 সম্মাল ৫৬০—সংসার
 সম্মাল স্থথ ২৬১—সংসারস্থথ
 সহরূপ ৭৩—সহর্ষ, আনন্দিত
 সহি ৪২—সহ
 সংকুতা ৩১—সম্মানিতা
 সংকুল ২০৪—সঙ্কট
 সংকুল্য ৫৬২ : শুদ্ধ পাঠ “সংফুল্ল”
 —প্রফুল্ল
 সংফুল্য ২৬ : শুদ্ধ পাঠ “সংফুল্ল”—
 প্রফুল্ল
 সংসত্য ৪৩৬—সম্যক সত্য
 সাচ ৩২২—সত্য > সচ্চ > সাচ
 সাজবাজ ৪০১—সাজগোজ
 সাজাহ ৪০—সাজাও, সজ্জিত কর
 সাজ্যা ৪১—সাজিয়া
 সাথ ৫৮—সাথে, সঙ্গে
 সাধবের ৭৬—সাধুর
 সানি কাশি ৮৩—সানাই কাসি
 সাহুর ৪২৩—পর্বতক্রোড়ের
 সাপরাহু ৬৫—অপরাহুর পরক্ষণ
 সামিক ৩২৪—সাময়িক, সর্বাঙ্গীণ (?)
 সামুয়া ৫০৪—?
 সাহার ৫১৩—উপকরণ, রন্ধনের মশলা
 সাংঘাত ৫৫৭—ধর্মপূজার উদ্দেশ্যে
 যাত্রীদলের সমাবেশ
 সাংযুগীন ৪১—যোদ্ধা
 সাংসুর ভক্তা ৮০—ধর্মের গাজন
 অহুষ্ঠানে বিশেষ একপ্রকার
 ব্রতধারী
 সাংগা ১৪৭—কাঁধ, স্বকবাহ
 সাঁচা ২২৫—সত্য
 সাঁজুয়া ১৭৭—বর্ম
 সাঁজা ৩৭৬—সাঁজোয়া

সিকাপ ৫১৬—?
 সিদারি ৫৮৬—সিঁধেলের কাজ
 সিকাি ৫২২—সিপাই, সৈনিক
 সিরল ভাগ ৫৩২—মাথালো অংশ,
 প্রধান অংশ
 সিঁদাল ৫৭৮—সিঁধেল চোর
 সুক ১৩৮—সুখ
 সুখজ ১২৩—আনন্দ
 সুগতচিত্ত ৩১—ভদ্রভাবিনী
 সুজ্ঞানীর ১৮—কাব্যরসিকের
 সুতযুক্ত ১১৪—পুত্রদ্বয়কে
 সুতিথিএ ৫৮—শুভ তিথিতে
 সুদত্তী ৩৬৫—যে নারীর দস্ত সুন্দর
 সুদিনে ১১৩—শুভদিনে
 সুধর্মা ১৭২—দেবসভা
 সুনাদিতে ১২৪—সুনাদিত ভাবে
 সুনাদে ১২৬—সুন্দর শব্দে
 সুপর্ণ ৫৩০—গরুড়
 সুপণ্ড ৩৫৪—সুন্দর ছাঁদে
 সুযুগ ৩২৬—শোভনভাবে সংলগ্ন
 সুরঙ্গ ৫৩৮—সুরঞ্জিত
 সুশস্ত ৫৭—প্রশস্ত, উত্তম
 সুসম্পিত ১৫৪—সুসম্প্রীত.
 সুসার ৫১৩—মঙ্গল, সচ্ছল
 সুতি মাস ৫৭—প্রসবের মাস
 সুরন ৬৮—?
 মেজ্যা আল্যা ৩৭৪—সাজিয়া আসিল
 সেরেক ৩৭—সের এক, এক সের
 সৈগাতিন ২২৫—সখী
 সোচ্চিসে ৩৩২—সবেগে, সতেজে (?)
 সোর ৩৩৪—চীৎকার
 সোয়ার ৫১৭—আরোহণকারী
 স্নানান্ত ৫৭—স্নানশুদ্ধ, শুদ্ধস্নান
 স্নেহা ৭০—স্নেহ (মিল : 'ইহা')
 স্বতন্তরে ৩০৫—স্বতন্ত্রভাবে
 স্বধবে ৪৩৫—নিজের স্বামীতে

স্বপ ১০৪ : শুদ্ধ পাঠ "সব" (?)
 স্বসম্মত ১৫৭—স্বসম্মত
 স্বঃশ্রেয়স্ ৭৭—স্বশ্রেয়ঃ, নিজের ভাল
 স্বান্তরে ৩০৮—নিজ অন্তরে
 স্বান্তে ৬৫—স্বহৃদয়ে
 স্বাপ ২০১—নিদ্রা
 স্বরশরে ২৬—মদনের বাণে,
 কামাতিতে
 স্তান ১৩৪—সেন (পদবী)
 য়েগায় ১৮২—অগ্রসর হয়
 হইএ ২১—হইয়া
 হইলা ১১৩—হইল (মিল : 'খেলা')
 হএ ২৪—হইয়া
 হগ ২২২—হউক
 হর্জুত ৫৮২—ঝামেলা
 হট ৩৭২—সন্নিয়া যাও
 হটে ৫৪৫—বিবাদে
 হঠাৎকার ৫১১—জোর করিয়া
 হঠে ৩২০—কোপে, জোরে
 হত ১০২—হার্য, আন্তরিকতা
 হরিষ ৩৭৫—হর্ষ
 হলান ২৬২—হইলেন
 হল্যান ২৬৬—হইলেন
 হল্য ২১—হইল
 হল্যা ২৩—হইলা, হইল
 হয়গতি ৩২৫—অশ্বের গতি
 হয়গ্রীবে ৫৮৪—অশ্বের গলাতে
 হাইবাসে ৪৬৭—অভিলাষে,
 প্রত্যাশায়
 হাকুনি ৫১৬—ছক্কারের শব্দ
 হাকু পাকু ৪২৬—ব্যাকুলতা
 হাজুত ৩২২—হাজত
 হাটক ৩৬—স্বর্ণ
 হাতে তালে ৫—সঙ্কেত
 হার্য ২৩৬—হৃত্ততা

হাপুতির বাছা ১১৩—অপুত্রক নারীর
সন্তান

হাস্তা ২২—হাসিয়া

হাঁকার ২৮৫—চীৎকার

হিতের ১৭৭—হাতিয়ার

হিসরে ১৭৮—হেঁষা রব করে

হক ২৪—অকুশবিদ্ধ হওয়ার মত
জালা

হগলের ৫০৬—হোগলের

হজুত ৩২২—নিকট

হড় ৪৫০—নির্বোধ, জেদী

হড়া ৫৭৭—আঘাত

হতভুক ৫২৬—অগ্নি

হলি ২৮৯—মাড়া, গোলমাল

হলে ৫০৮—ধন্যকের দুই প্রান্তে

হেক্যা ৪০১—হাঁকিয়া

হেতা ১৫০—হেথা, এখানে

হেতের ৩২—হাতিয়ার

হেনছার ১৮৮—দ্র° হেনছার

হেনছার ১৮৮—এমন তুচ্ছ ব্যক্তি

হেলন ৬১—অবহেলা

হেসরে ৫৪৩—হেঁষা ধ্বনি করে

হেয়ত্ব ১৮৮—তুচ্ছতা, অবজ্ঞা

হেঁটা ৩০২—নিরেশ, কম, হীন

হৈরৎ ২৮৫—?

হ্যাঁদে ২৯—সম্বোধনসূচক

হৃদয়কন্দরে ৭—অন্তরের অন্তঃস্থলে

হোঁহে ১৬১—হইয়া, হয়

পাঠান্তর

পৃষ্ঠা	ছত্র	ধর্মমঙ্গল	ঐধর্মমঙ্গল
১	৬	তোমার আগমন	তান রূপ মান
২	৯	বলুকার তীরে	বগুসার তীরে
২	১১	হরিচন্দ্র	হরিচন্দ্র
২	২২	বলরাম কানাই	বাল্লার সখাই
৩	৩	দুরাত্মার	দৈবাতুর
৩	২২	উর	উরহি
৪	৪	চরণ উপরি	জিনি চরণ দুখানি
৫	১৭	আভিঘাত	অভিঘাত
৬	৬	কি না মন্ত্র	কিনামাত্র
৬	২৭	পড়ে	বহে
৮	১	ভক্তিভেদে লেখিলেন	যুক্তিভেদে দেখিলেন
৯	৬	শিখা তায়	হল প্রায়
৯	১০	গবস্তিত	হাবস্তিত
৯	১৪	শশধর	লঙ্ঘোদর
৯	২৫	কৃপালোকনেতে	কৃপা লেশ হতে
১০	৬	অচলায়ু	অবলায়
১০	১০	সহিতং	সহিতে
১০	১১	কুন্দেন্দু...	ধৌতকুন্দেন্দু...
১০	১৮	আর্য সনাতন	অর্যমা অনল
১১	১১	ঔদধি	উদধি
১১	১৩	ধরিলে	তরিলে
১১	১৫	হেতু	হ'তে
১১	১৫	তথি	উথি
১১	১৯	অধ নিলে	অধমিলে
১৩	২৫	ফুলুয়ের	ফুলরের
১৪	১২	আলগুচিয়ার	আলগুড়চিয়ার
১৪	১৩	আকুটি কুলেমালার	আকুটিকুলামালার

পৃষ্ঠা	ছত্র	ধর্মমঙ্গল	শ্রীধর্মমঙ্গল
১৪	১৫	জাড়া গ্রামের	জাড়...
১৪	১৬	দেহারী	দেহারে
১৪	২০	সীহড়ের	সেয়ড়ের
১৪	২১	ফুলুয়ের	ফুলুরের
১৪	২২	নেড়াদেউল	নেড়াদৌল
১৫	৪	ঘর্ম	ধর্ম
১৫	১৭	মাঅড়া কোণের	মাংতা কোণে
১৫	২০	ঠাকুরানী	চাদরানী
১৫	২৩	বোড়র	বেড়ের
১৫	২৭	মতাস্তরে	মতাস্তরে
১৫	২৮	বালসীর	বালাসীর
১৬	৪	মনাইচকের	মোলাইচকের
১৬	৭	ফুলুয়ের	ফুলায়ের
১৬	৭	বৈতলের ঝকড়াই	বৈতালের ঝকড়াই
১৬	৮	ক্ষেপুতে	খপুতে
১৬	১১	মৌলার	মৌলার
১৬	২৫	হিংগুলাটে	হিংগুলাটে
১৭	১	শ্রামরূপায়	স্রাপরূপায়
১৭	৬	বাণেশ্বরী	নানেশ্বরী
১৭	৭	দণ্ডেশ্বরী	দন্তেশ্বরী
১৭	৯	মানসরূপে	মানপুরের
১৬	১৩	শানিঘাটে	শালাঘাটে
১৭	১৫	ভাড়ারগড়ে ভাড়ারচণ্ডী	ভাণ্ডারগড়ে ভাতারচণ্ডী
১৭	১৬	সম্বন্ধীর	সম্বন্ধীর
১৭	২০	চালতার তলে	চল দল তলে
১৭	২৬	সঅলে ভুবনে	...
১৮	১	মুখ-দুখী	মুখ-দুখী
১৯	১৪	ভুড়াড়ি	ভুড়াড়ি
১৯	২৬	হবেক রাখ	হবে করণে

পৃষ্ঠা	ছত্র	ধর্মমঙ্গল	শ্রীধর্মমঙ্গল
২০	১	আমি	আমি
২০	৩	বেতাননে	বেতানলে
২০	২৮	হেতু	আশে
২১	১২	তাম্র	তোয়ে
২১	১২	তুলি পদ্ম হইএ আকুতি	তামরস তুলিলাম কতি
২১	১৩	সজ্জান	সচেল
২১	২২	তারাজুলি	তারামুনি
২২	৩	বিখেড়ে	বিঘোর
২৩	১০	ভক্তি রহ	ভক্তি রত্ন
২৪	৬	বজ্জাকাশ	...
২৫	২	রূপা	রূপে
২৬	২৬	হইএ স্বর	...
২৬	২৭	কারণে	বচনে
২৭	১১	তবে	সপ্ত
২৭	২০	কর্ম	কর্ম
২৮	৭	শয়নে স্বপনে	অশনে শয়নে
২৮	১০	তাহে	হেলে
৩১	৮	ঋত	ধাত
৩১	১৮	রসাতাসে	তখন রভসে
৩১	২৬	সুগতচিত্ত	সততচিত্তা
৩২	২	সং	সত্য
৩২	২৩	কন পন (?)	...
৩২	২৪	কালিন্দীর বেশ	কালের দিবেশ
৩২	২৬	বাড়িল	জন্মিল
৩৫	১৬	আস্তিকে	তবাস্তিকে
৩৫	১৭	শাস্তমুতি	শাস্তমতি
৩৬	৩	নেস্ত	মস্ত
৩৬	৪	আজ্যগ্যা (?)	...
৩৬	২৩	অনুগত	তলগত

পৃষ্ঠা	ছত্র	ধর্মমঙ্গল	শ্রীধর্মমঙ্গল
৩৮	১২	রানা	বালা
৩৮	২৭	কত বুঝে	কেউঝুড়া
৩৮	৩০	তিগেতিনী ডিমি ডিমি ডম্ফ	ডিগি ডিগি ডিগি
৪০	১	(অস্ত্র)	...
৪০	২	ছাখালে	ছাওলে
৪০	১৪	আজ্ঞা রণে	আয়োধনে
৪১	২	ছাড়ে বক্ষে	শোভে বাঘে
৪১	৫	মোজা	মজা
৪১	২	খর	ঘর
৪১	১৫	অবংসে	অরুমে
৪২	১	জটে	লগে
৪৪	২	পালন করিবে শেষে	...
৪৫	২১	গুণে বুঝে	...
৪৬	১৮	মনে কিছু	...
৪৬	২১	কহ না ইবে আদেশ	কব না লইবে আগস
৪৭	৩	খলের	...
৪৭	২	ভাষি এক উক্তি	ভাবিয়া কটুক্তি
৪৭	১৪	এবে	বেল
৪৭	২৪	করবশে	কর বসে
৪৮	৮	নছার	তু ছার
৪৮	১৪	বিবাহ করিলে ভেড়া যুক্তি না জিজ্ঞাসে	বিবাহ করিলে বেটা ভেড়া যুক্তি করি না...
৪৯	১০	শোক শেল	সে কেবল
৪৯	১৭	বাক্য	বাগ
৫০	২৬	ঢাকয়ে	আচ্ছাদে
৫২	২	দয়াধর্ম	মার্কণ্ড
৫২	২২	দান	ধ্যান
৫২	২৮	সত্তার	সবার
৫৩	৭	দান	দেন

পৃষ্ঠা	ছত্র	ধর্মমঙ্গল	ত্রিধর্মমঙ্গল
৫৩	১০	কাঁদে	...
৫৪	৫	বেওয়া	বৈরা
৫৫	১২	বর	কর
৫৭	৭	স্নানান্তক হয়ে রাণী চতুর্থ	স্নানাদুর্ধ বৈজ্ঞানিক নিষেক
৫৭	২৪	সুশস্ত	...
৬০	১	ব্যগ্র	কুগ্র
৬০	২৩	মাননা	মনে না
৬১	২১	প্রাসাদে পুরে	প্রসাদে পুর
৬১	২৫	প্রবাল	মুকুতা
৬৫	৩	ফুরাল	পুরাণ
৬৫	৩	প্রসক	প্রসপ
৬৫	৫	যাইব গৃহেতে	যাই দৈবথিতে
৬৫	৮	বেনে	...
৬৫	২২	রাজা	পিতা
৬৫	২৮	অপরায়	পরায়
৬৫	২২	এতক্ষণ সাপরাই	এত ক্ষমাস্বা পরাক্ষ
৬৬	১৪	লোটায় ভূতল	হইয়া বিকল
৬৭	৫	আছাড়	কাছাড়
৬৭	১৬	ভোজন	কারণ
৬৮	১৫	কটিলুক	কটিলুক
৬৮	১৬	ডক	টক
৬৮	২৬	বিনে	...
৬৮	২৭	ধার্য	ধাও
৬৯	১২	থাকুক	...
৬৯	১৪	যারে	...
৬৯	২৬	মুখবিধু	সুখ বিধি
৭০	১২	গুণিতে	...
৭০	১২	মন স্নেহা	মনস্ব হা
৭১	১৪	পুন	...

৬৩৬

ধর্মমঙ্গল

পৃষ্ঠা	ছত্র	ধর্মমঙ্গল	ত্রিধর্মমঙ্গল
৭১	১৪	ভক্ষণ	পারণ
৭১	৩০	আলুম	আহু
৭২	১৮	অহাস	অহস
৭৩	৮	অশুক্ষণ	অশুক্ষণ
৭৪	১১	বিভংসে	বিভংসে
৭৫	৫-৬	—	...
৭৬	৩	আমহুগ্ন	অমাহুগ্ন
৭৬	১২	লোমাঞ্চ	রোমাঞ্চিত
৭৬	১৩	শর্মী হয়ে সমুভূতি	সবি হয়ে সোম ভূতি
৭৭	২	পদ্মদলে	পক্ষদলে
৭৭	১২	জাত	জাতজ
৭৭	১৫	প্রবীণা সধবা	পৃবিলাসধব
৭৯	২৭	রাক্ষা	রাখলো
৮০	৫	কুশদ্বীপে	কসদ্বীপে
৮০	৭	তোয়ের	তোড়ের
৮০	১৪	বোলে	বনে
৮০	২০	জয়ধাত্রী	জয়
৮৩	২২	কিঁক	জিক
৮৩	২২	সামুলা	সামুভা
৮৪	২	নাথ	...
৮৪	১২	অতঃপর এই লাইনটি পুথিতে নাই—‘অতএব তাহাকে যুক্ত হয় ভগবান’	
৮৮	১০	মঙ্গল	মর্দন
৯১	২	সভার	অভাগার
৯১	২০	অরবিন্দ	আরিন্দ
৯২	৫	বস্করা	বঙ্করা
৯৫	১৮	বিভোল	বিভোর
৯৫	২৩	সদ্যসে সন্নিহিত মাত্র নাই	সদ্যসে সন্নিহিত মা যে মায়ই
৯৬	২২	নির্লয়	আলয়

পৃষ্ঠা	ছত্র	ধর্মমঙ্গল	ঐশ্বর্যমঙ্গল
২৭	৪	নির্মম	নির্মম
২৮	১৮	লেয়ে	নেদাই
২২	৮	পাষণ্ড	পণ্ড
২২	২৫	ল্যাঘাই	নেদাই
			[অধিকাংশস্থলে ল্যাঘাই স্থলে নেদাই]

১০০	১৩	আনি	ছানি
১০১	১	ফুটে	ফাটি
১০১	১৫	চাঁদ কুড়া	কুচানি
১০১	১২	চড়বড়ি	চড়চড়ি
১০৩	১	সামুলা	মাহত
১০৩	৬	তড়িং	অরুণ
১০৩	১৪	অবিলম্ব	অভিনব
১০৩	২৭	চাঁদপুর গাঁ	চাঁদ গাঁ
১০৩	২৮	উচালন	উপনল
১০৪	২২	করিয়া নাবুড়ি	করি আনা বুড়ি
১০৫	৪	পটকা পামরি	পট কাপাস ইজার
১০৫	২৩	ডিদা	ডিদা (প্রায়শ 'ডিদা')
১০৬	১০	পদ্মাবতী	রমাবতী
১০৬	১৩	জালন্দা	ডহানন্দা
১০৬	১২	আল্যায়া	আশ্চর্য
১০৬	২০	তুলা	গুল
১০৬	২৪	নির্মম	নির্মম
১০৬	২৮	ডিদে	ইছা
১০৭	৩	দীপ বিনে শিশুরূপে	দিক বিজাসী স্বরূপে
১০৭	৮	বাকি	...
১০৭	১৫	নির্মম	নির্মম
১০৮	১৮	অমানস	আনমন

পৃষ্ঠা	ছত্র	ধর্মমঙ্গল	শ্রীধর্মমঙ্গল
১০৯	৭	নিম্পরূপ	নিম্পূপ
১০৯	২৭	স্বরিত	চোর তো
১১০	২৫	আলাহুলা	আলাহুলা না
১১১	১৮	লাগি পাড়াইব	নাকি পাতাইব
১১৩	১৭	হাপুতির	ভূপতির
১১৩	২৫	একাস্ত	একাস্ত
১১৪	৯	তপস্তার	জন্মের
১১৪	২৩	ভিত্তয়ে	...
১১৫	২০	ভূমি	অমিয়
১১৬	১০	হুপাশে	হুপাকে
১১৭	১০	নিষ্ঠাস্ত লপিত	নিষ্ঠাস্তন পিত
১১৭	২০	পুড়া	বুড়া
১১৭	২২	বিশাপের	বিনাশের
১১৮	১৬	অ্যা	এ
১১৮	২৫	মুটকীয়ে	মুস্কটীয়া
১১৯	৭	বীরধটা	বীর ঘাটা
১১৯	১৭	সত্য সত্য সত	শত শত শত
১১৯	১৮	মানকাট	মারকাট
১১৯	২৮	ঘুরায়	উড়ায়
১২১	৪	বলিপুর	চলি পুর
১২১	১৪	কাঞ্চী কাস্তি	কাস্তি কাঞ্চী
১২১	১৬	নাই	লয়ে
১২১	১৮	ভব্যরতি	ভব্যঅতি
১২১	২২	রামস্বরণ	স্বরণ
১২২	৮	যুগ	হুই
১২৪	২১	অঙ্কলোকে	অষ্টলোকে
১২৫	২	আশাপূতি	আমাপুত্রী
১২৫	৭	চায়	জায়
১২৫	১৬	নেয়রের	নেবরের

পৃষ্ঠা	ছত্র	ধর্মমঙ্গল	শ্রীধর্মমঙ্গল
১২৮	৭	আলাম	আলয়ে
১২৮	৯	পতাণ্ড	প্রত্যস্ত
১২৮	১০	জর্ জর্	দূর দূর
১২৯	১৭	সে ঈষৎ	সেই শত
১৩০	২৭	মাগরি	নাগরি
১৩১	২১	মজ্জ	শব্দ
১৩৩	১৮	রাত্রি	রতি
১৩৪	১১	বন্ধন	চন্দন
১৩৪	২২	বিলাপ	বিলাস
১৩৫	২৩	জাত্র পাল্য	আস্ত্র পানে
১৩৭	৪	বিপুলে	বিশালে
১৩৭	১৭	প্রত্যক্ষ	প্রত্যক্ষ
১৪০	১৮	শিবের	সর্বের
১৪০	২৭	বিভচ্ছবিমিজে	বিভচ্ছবিমিজে
১৪১	৪	বৈ	বৈ
১৪১	১১	মাগর স্বক্	স্বর্গের স্বখ
১৪১	২৩	কৈশোদরী	কুশোদরী
১৪২	১	ত্রিলোক	নিলোক
১৪২	৬	নৈ মৌন	নয় মণ
১৪৩	৮	কমস্তরে	কক্ষাস্তরে
১৪৪	১১	মাধবলতা	মাধবী
১৪৪	২৪	কলার	ফলার
১৪৫	২	হুনিচোরা	ননীচোরা
১৪৫	৮	ফুলে	ফলে
১৪৫	১৬	উচ্ছন্ন	উৎসন্ন
১৪৭	৭	অপনীত	অপনিয়
১৪৭	১৯	ওথা	তথা
১৪৭	২৬	রন্ধ	বৃক্ষ
১৪৮	১	কুবা	থুব

পৃষ্ঠা	ছত্র	ধর্মমঙ্গল	শ্রীধর্মমঙ্গল
১৪২	৪	কৈল সত্য	কৌশল্যা
১৪২	১৩	চেপে	চড়ে
১৫৭	৬	আধলার নড়ি	আধুনির নড়ি
১৫৭	১০	মল্ল সারেঙধরে	মল্লদারে ধরে
১৫২	১২	দামুর নাএ	দামোদর নায়ে
১৬০	১০	ধায়	ঠায়
১৬১	১৫	উভারিল	উভারিল
১৬২	১৭	আন্দাজ	আন্দাজ
১৬৪	১৭	করিসি	করিলি
১৬৪	১৮	বসি	বলি
১৬৫	১২	কতি	অতি
১৬৬	২	বলে	বেনে
১৬৬	১৪	ফলাবাণ্ডি	ফল ব্যাণ্ডি
১৬৮	১২	জয়খড়গ	জয়খণ্ড
১৬৮	২৬	মুনাম	মুলামে
১৬৯	১০	গনমার্গে	গগন মার্গে
১৭০	২৬	উচালন	উচানল
১৭১	১	মোটমাট নেয়	মঠ মাঠ নেই
১৭২	২১	গোরের	মৌরের
১৭৩	১	সুন্দর	সুযন্ত্র
১৭৩	২	গোণসে	গোণসে
১৭৭	২৪	নন্দর কয়ণ্ডলা	লন্দরক অণ্ডলা
১৭৯	২	বিকল	পীড়িত
১৭৯	১৫	নির্লয়ে	নীর লয়ে
১৮০	১১	প্রবোধিল	প্রবীণ
১৮০	১২	ছঃগেয়ের	ছই গাইয়ের
১৮০	১৬	কাঁচ সোনা	কাঙ সোনা
১৮৪	১৪	তারিলো	তার অণ্ডে
১৮৯	১	বকাস্বর	বৃকাস্বর

পৃষ্ঠা	ছত্র	ধর্মমঙ্গল	ত্রিধর্মমঙ্গল
১৮৯	১০	য়েগায়	এগুয়ে
১৯০	১০	যে চাহিবে অভিমত	যে চাহিবে বর অভিমত
১৯১	৩	ব্যবধান	ব্যবধা
১৯৪	৬	গর্জে	গেজে
১৯৪	২৩	বেলা পেয়ে	বাল্লা পেয়ে
১৯৫	৬	শক্ত	স্বক্ত
১৯৭	২	তথা	তথ্য
১৯৮	২১	ধাতু	বৃত্ত
১৯৮	২৪	বহুত	তবু
২০১	২	সংকুলে	সজ্ঞানে
২০২	৩০	শুনিতে	শুণিতে
২০৫	১৭	জসরে	সরেঙ্গে
২০৫	২৭	লাদুড়	লাদুল
২০৬	১১	রোস	রসি
২০৬	১২	মল্লকোস	মল্লকসি
২০৬	২৬	জাঁকানে	জাঁকনে
২০৮	৮	জগতজননী	জগতচিন্তামণি
২১২	১৪	এলাইয়ে	ওলাইয়া
২১৫	১৮	বাগান	বাধান
২১৫	২৩	সরালি	সরারি
২১৫	২৮	বিরস বেশরে	বিসরে কিশরে
২১৮	২৬	বিরস কেশর	বিসর কিশর
২২২	২৩	বিষবাটি	বিশ্ববাটি
২২২	২৪	গয়্যাসোল	গয়্যাসোন
২২৫	১৫	পার	বার
২২৫	৩০	কাঁপিয়ে	কাঁপিয়ে
২২৮	৩	মায়	যায়
২২৮	১৩	করিকর	কারিকুরি
২২৯	৪	ভ্রমণ	ভ্রম

পৃষ্ঠা	ছত্র	ধর্মমঙ্গল	শ্রীধর্মমঙ্গল
২২৯	৭	ফুলটুসি	ফুলটুকি
২২৯	১১	তেয়ড়া	তোড়া
২২৯	১৭	দালুহ দলুহ	দালু হদ লুই
২২৯	২১	পাতকালে	পাতকুয়া
২৩০	২৬	ডাকিস নারে	ডাকিলি রে
২৩২	১৩	ধর্মের তপস্বী	ধর্মে রত পশি
২৩৩	২৩	আসমুসি	অসেকুসি
২৩৯	২৩	ধর্মপুত্র	ধন পুত্র
২৪১	১	মলে	মন্তা
২৪৩	১১	দামোদর	জমাদার
২৪৪	৩	ঝাই	ধাই
২৪৫	১৩	মিছা	নিদা
২৪৬	৯	পেচা	পেচা
২৪৬	১০	লোচ্ছা	লোছা
২৫১	৫	লোটন	নোটন
২৫১	৯	অলকার	আভরণ
২৫১	১০	পিচাশি যেমন ঘর হতে চলে বার	ঘর হতে বাহির হল পিশাচী যেমন
২৫২	১৩	গমন	গমন
২৫২	২০	অভিষেক	অতিসক
২৫৩	৪	শমনে	সঘনে
২৫৩	১৮	মুনি	শুনি
২৫৩	২৭	মনোজসদ্দিনী	মনজ মর্দিনী
২৫৩	৩০	চণ্ডিকা	চণ্ডী মা
২৫৭	১৬	কোণে	কোলে
২৫৭	২৮	মাগুকে	মাস্তকে
২৫৯	৩-৬	...	—
২৬১	২	খেত	সেত
২৬১	৩	শুন আন	শুনয়ান

পৃষ্ঠা	ছত্র	ধর্মমঙ্গল	শ্রীধর্মমঙ্গল
২৬১	২০	সয়ানসুখ	সয়ানসুখ
২৬১	৩০	বয়	বয়
২৬২	১২	বাস্তলী	বাস্তকি
২৬৩	১২	ছপার	ছপরে
২৬০	২৬	পদাঙ্গুগল	পদাঙ্গুগল
২৬৫	২১	শীত্র	সিদ্ধি
২৬৬	১৬	বিয়ত	বিষম
২৬৭	৬	চেটী	ঢেকি
২৬৭	৭	রণ	হল
২৬৭	১৪	বকুল	বঙ্কল
২৬৭	৩০	অনলে	জ্বলনে
২৭০	২৮	মোক্ষধাম	মোক্ষকাম
২৭৪	১১	কতেক	কাতর
২৭৫	১৮	কবে	রবে
২৭৬	৪	বয়	বয়
২৭৬	২৫	যায়	জয়
২৭৭	২৪	কূলে	তীরে
২৭৭	২৯	পুলক্যা	পুলকে
২৭৮	২	কল্পনা	কল্পনা
২৮০	১৩	রাজপাত্র	রাজপুত্র
২৮১	৯	ওড়ের মালা	বড়ের মালা
২৮১	১৬	পিপীলা পালক মরিবার	পিপীলা পালক বাধে...
২৮২	৩০	সবকারে	সবকারে
২৮৩	১০	তরুলতা	তরুলতা
২৮৩	১৪	রাজ্যে ঘর	রাজ্যেশ্বর
২৮৩	২৮	পেল	গেল
২৮৪	১৩	মূল	কূল
২৮৫	২৮	নিব গারিঘর	নব সারিঘর
২৮৭	৯, ১০	—	...

পৃষ্ঠা	ছত্র	ধর্মমঙ্গল	শ্রীধর্মমঙ্গল
২৮৮	১	টোডর	টেডর
২৮৮	১০	বাজার	বাজার
২৮৮	১৫	তুফি	তুফি
২৮৯	১৭	মারে	ঘাড়ে
২৮৯	২৩	নাফি	পাই
২৯০	২০-২৩	...	—
২৯১	১৩	সজ্ঞান	অজ্ঞান
২৯২	১	ওড়ের	বড়ের
২৯২	২৬	বাসুড়ায়	বাকুড়ায়
২৯৩	২৪	মহাশূর	মহীশূর
২৯৪	১৪	ফলাখান	কতখোন
২৯৪	১৫	আসি	আসি
২৯৪	২	পার	আর
২৯৬	৬	ভুবন	সলিল
২৯৬	২৭	মদ্য	সদ
২৯৭	১৫	খরতর	ঘোরতর
২৯৭	২৪	জঙ্গ	সাদ
২৯৮	৬-২৩	—	...
২৯৮	২৪	প্রচেতে	প্রবধে
২৯৯	৯	আরতি	মত্ত হাতী
২৯৯	১৬	পারে	ধরে
৩০০	৩	ধর্মচিত	ধর্মবিৎ
৩০০	৬	স্থান	ধ্যান
৩০২	৫	ভাব	তার
৩০২	২৭	জন্ম	যোগ্য
৩০৩	১০	আদাসি	আছা গিয়া
৩০৩	২৬	অস্থপানে	অস্থপানে
৩০৩	২৮	তপ্ত	অণ্ড
৩০৪	২	প্রযত্নে	পূজ্ঞে

পৃষ্ঠা	ছত্র	ধর্মমঙ্গল	শ্রীধর্মমঙ্গল
৩০৫	৫	প্রবেশ করে	প্রবেশে ঘোড়া
৩০৫	৬	ভুবনে	ভবনে
৩০৫	৭	গন্ধবারের	গন্ধবাহের
৩০৫	৮	বিলম্ব	কিঙ্কর
৩০৫	২৩	এলেন	আসেন
৩০৬	২	স্বধীর সজ্ঞান	স্ববির সমান
৩০৬	১৭	শালবাণে	শালবনে
৩০৭	২	মাসির	রাগীর
৩০৭	১৯	হরষ বিষাদ দুই	হরিষে বিষাদ তাই
৩০৭	২৫	বিদায়	অবিদায়
৩০৮	১৩	রথভার	রথোপরে
৩০৮	২৪	রাথেন	রেথে
৩০৯	১০	মাণ্ডনি সামলি ধনি	সামুলি সামুলি বলে
৩০৯	১৫	বিপর্যয়	বিপক্ষ অপক্ষ
৩০৯	১৫	বিষ্ট	বিষ্কুরায়
৩০৯	১৬	রাবণে	বারণে
৩০৯	২৫	গুণ	গুন
৩০৯	২৬	বস্ত্রিস	বস্ত্রির
৩১০	৭	কিঙ্কর	কি ছার
৩১০	৮	অবনী	বলি
৩১০	১৮	হাণ্ডা	হাতা
৩১১	১৫	মমত্রে	মমাত্রে
৩১১	২৫	এত	বড়
৩১১	৩০	বেড়িয়া যেন আছয়ে	বেড়িল যেন যতেক
৩১২	৪	কেমন কর্যা	কেমনে মোরা
৩১২	৮	ছাড়নে	ছাগল
৩১২	১৩	লালু	নালু
৩১২	২৪	আখণ্ডল	অখণ্ডন
৩১২	২৬	ধায়	যায়

৬৪৬

ধর্মমঙ্গল

পৃষ্ঠা	ছত্র	ধর্মমঙ্গল	শ্রীধর্মমঙ্গল
৩১৩	৫	নতুবা	অথবা
৩১৩	৬	না হলা আমার তরে যাবা	আমার তরে নাহি হল যাওয়া
৩১৩	১৫	বল	কন
৩১৩	১৬	বনশুকরের	বনে...
৩১৪	১০	অন্ত অস্তিক	অণ্ড অণ্ডিক
৩১৪	১২	পুণ্ডিত	পণ্ডিত
৩১৪	২৪	হতে	হাতে
৩১৪	২৮	অবোর	অপোর
৩১৫	১২	প্রত্যহ	প্রত্যহ
৩১৫	২১	বড়	ঝড়
৩১৬	৩	জালন্দা	আনন্দ
৩১৬	২৫	লয় হলা	নয়ন...
৩১৭	২৬	সব	সত্য
৩১৮	১৩	আমিয়া	আসিয়া
৩১৮	১৭	জার্থা	জার্থা
৩১৮	২৪	আনন্দময়	রতনময়
৩১৯	১৮	ধরামর	ধরমের
৩১৯	২৬	নাগনর	নাগপর
৩২০	২০	দিয়া হিত	দিয়াছিত
৩২১	৪	কত টাকা	কতটা
৩২১	১৩	সায় দিয়া	সাত দিনে
৩২২	৮	স্থানে	টানে
৩২৩	১২	যুঝিব	বুঝিব
৩২৪	১	থোপ	থোপ
৩২৪	১	থর কাচমুনি	থরবাচ মুনি
৩২৫	১	সে সবে	মেসোর
৩২৫	৮	সামিক	স্বামীক
৩২৫	২৫	অরুণ	যুগল
৩২৬	১	পাছুয়ান	পাছু আল

পৃষ্ঠা	ছত্র	ধর্মমঙ্গল	শ্রীধর্মমঙ্গল
৩২৬	১১	সোম	ষম
৩২৭	২৩	অর্থ	অথর্ব
৩২৭	২৬	অভেদ	প্রভেদ
৩২৮	১০	ঝাপ	বাধ
৩৩১	৫-৮	...	—
৩৩১	১৯	অল্পদিন	অল্পদিন
৩৩২	১৪	পীতবাস	বীতবাস
৩৩২	১৫	আপে	পেয়ে
৩৩২	২২	রাধামুখী	রাকামুখী
৩৩৩	২০	বাউনের	বাউলের
৩৩৩	২৫	বাসে	বামে
৩৩৪	১	লক্ষ	পঞ্চ
৩৩৪	২০	অভিজ্ঞ	অসিদ্ধ
৩৩৫	১	হতী	হরি
৩৩৫	২০	স্বরগণ পত্ত	স্বরাগ স্থপদ
৩৩৫	২৭	আর্তজন	আয়োজন
৩৩৬	৩	রণে	বলে
৩৪০	২৭	ছার .	দূরে
৩৪০	১২	আণ্ড	পাঁও
৩৪০	১৫	খনক	খন খান
৩৪০	২১	অভিভূক	অবিভূক
৩৪০	২৬	মন	ঘন
৩৪১	৪	বিমত	দ্বিমত
৩৪১	২০	তরালের	চারালের
৩৪২	২৭	শুন	গুণ
৩৪৩	২৮	বন্ধন	তখন
৩৪৪	১	পুন	শুন
৩৪৪	৬	মনে	দিনে
৩৪৫	৩	বাম	রাম

৬৪৮

ধর্মমঙ্গল

পৃষ্ঠা	ছত্র	ধর্মমঙ্গল	ত্রিধর্মমঙ্গল
৩৪৫	৭	মনের	মুনির
৩৪৫	২৪	দহুজ	দ্বন্দ্বজ
৩৪৫	২২	বন্ধন	নন্দন
৩৪৬	৫	প্রবেষ্টে	প্রকোষ্টে
৩৪৬	২১	পুষন্	পুষ্প
৩৪৬	২৬	দগড়	ছাপড়
৩৪৭	১৩	অন্নপূর্ণা	অপর্ণা
৩৪৭	১৫	ছকি	ছকি
৩৪৮	১৭	ভূত	যুত
৩৪৯	৮	কালিনি পাথর ঘুড়ি	বালিনি পাথর ঘুড়ি
৩৪৯	১৬	অমিথিয়া	আলথিয়া
৩৪৯	১৯	বটে	বর্ষে
৩৫০	২১	প্রায়	যায়
৩৫১	১৯	শূলে	ছালে
৩৫১	২৫	আগ্র	অগ্রে
৩৫৩	১৮	মোর	যার
৩৫৫	২	সাধ	সন্ধে
৩৫৭	১৪	অমিথিয়া	আমলিয়া
৩৬১	২	শিরে জটা বান্ধি রাম	...
৩৬১	১২	পাখালি নায়	পাখালিলাম
৩৬১	১৯	শোকাস্তর	সকাতর
৩৬২	২৯	যমল অর্জুন বৃক্ষ	জল লয়ে অর্জুন কৃষ্ণ
৩৬৩	৬	সুচন্দ	মৃগধ
৩৬৩	১০	মঙ্গল	মর্দল
৩৬৩	২৩	নটিনীরূপে	লোচনরূপে
৩৬৪	৩	যে বলি	কেবলি
৩৬৪	১৫	চলে	বলে
৩৬৫	২০	দেড়ি (ডেড়ি)	ডেড়ি
৩৬৬	৫	এ কুলে	একুনে

পৃষ্ঠা	ছত্র	ধর্মমঙ্গল	শ্রীধর্মমঙ্গল
৩৬৬	৯	সেনা কোটি	শেল ঝাটি
৩৬৬	১৮	রায়	রাম
৩৬৬	২৩	যাবেন	পাবেন
৩৬৭	১১	আরোহণে	আর ছলে
৩৬৭	১৭	কাঁটাহি জলহাটি	হিজল হাটি
৩৬৮	৫	মুখ্যাদি	মোখাদিম
৩৬৯	৪	রসঙ্গ	রসকু
৩৭১	৯	জগতপালন	জগত পাগল
৩৭২	৬	মদ্য	হৃদ্য
৩৭৩	১৩	রগড়	সে গত
৩৭৩	১৬	শিলিহার	শিনি হার
৩৭৪	১৭	অতঃপর শ্রীধর্মমঙ্গলে এই চার ছত্র আছে	
		পাত্র বলে মহারাজা পূর্ণ অভিলাষ ।	
		দুঃখ নিবারণ কর আমি আছি দাস ॥	
		অধিবাস করে চল হাতে বেঁধে সূতা ।	
		বলে ধরে বিভা দিব কত বড় কথা ॥	
৩৭৫	১৬	পড়া	পাড়া
৩৭৫	১৯	সুখাদি	গুর্জাদী
৩৭৭	৪	সবঙ্গে	শবদে
৩৭৭	১০	প্রণয়	প্রলয়
৩৭৭	২০	তেলি বাগুনি	তেলি বাসুরি
৩৭৯	৪	বাগুন	বামন
৩৭৯	২৭	মনে	ঘনে
৩৮১	২	পদোর কমল ফুলে	পাথার কমল কুলে
৩৮১	৬	শুকা	শুকা
৩৮১	২৩	কল্যাণে থাকিব	কোন থানে
৩৮১	২৮	ফুঁসি ফুঁসি	কুঁসি কুঁসি
৩৮২	২৭	তিন	ঘেন
৩৮৩	১০	দায়াই	দাবাই

৬৫০

ধর্মমঙ্গল

পৃষ্ঠা	ছত্র	ধর্মমঙ্গল	ত্রিধর্মমঙ্গল
৩৮৩	১৭	পালে	কপালে
৩৮৩	১৮	মেয়্যার	মেয়্যার
৩৮৩	২০	লক্ষ্যকে	ন লক্ষ্যকে
৩৮৪	২২	কক্ষা	ব্যাখ্যা
৩৮৫	২০	লক্ষ	লক্ষ
৩৮৫	২২	না	...
৩৮৫	২৮	বিখেড়ে	বিঘোরে
৩৮৬	২৮	নারে	মারে
৩৮৬	২২	কিসের	কি মোর
৩৮৬	৩০	বেরিজ	থেরাজ
৩৮৭	৫	অদনে	সদলে
৩৮৮	৩	আসে যায়	ক্রমে পায়
৩৮৯	৬	তাকে	ডাকে
৩৮৯	২৭	সভাসদ্	শতশত
৩৯০	৬	আকার	অপার
৩৯০	৮	প্রবণে	সঘনে
৩৯০	১২	বারদৃশার	বারভূঞার
৩৯১	৪	ছইখান	চাঁরখান
৩৯২	২	ছুটিয়া	চুটীয়া
৩৯২	৩	তিল	তিন
৩৯২	২০	উপর	গোচর
৩৯৩	৬	আলোকরথে	অলপরথে
৩৯৪	২৪	বিশুদ্ধা	বিসদা
৩৯৪	২৫	মহাকাল	মহাকাল
৩৯৪	২৮	ছকার ঘন	ছকার ঠাকার ঘন
৩৯৫	১০	বিধু চল চল	বিধুচল চল
৩৯৫	১৪	অভিসার	আগুসার
৩৯৫	২০	বার মণ	বারমহল
৩৯৬	৮	গিয়ে	মায়ের

পৃষ্ঠা	ছত্র	ধর্মমঙ্গল	ঐধর্মমঙ্গল
৩২৬	১১	মহাকাল	মহীকাল
৩২৭	১	বিকল	বিকল
৩২৭	১২	দেখায়	যা পায়
৩২৭	১৮	মাতঙ্গ	পতঙ্গ
৩২৭	২৬	গাদা	কাদা
৩২৮	১৩	কদর্থনে	কদন্তনে
৪০০	১১	জয়যোগে	জয়করে
৪০০	১৭	রসোদ্ধার	রণে ঘোর
৪০০	১৯	মিশাল	নিশান
৪০০	২০	প্রবাল	প্রধান
৪০০	২৭	মিশাল	বিশাল
৪০১	৭	সমুচিত	সঙ্কুচিত
৪০১	১৩	কেমন বলে	কমল বনে
৪০২	৩	কড়মড়	করে খড়
৪০২	১৪	তিন বাণ	ছাড়িল
৪০৩	৭	কুপায়ুত	কোপযুক্ত
৪০৩	১১	পদাঙ্ক	পদাঙ্ক
৪০৪	৩	সন্তরে	সন্তোগে
৪০৪	১৫	কাঁপে	কোঁপে
৪০৫	২	মঙ্গলধ্বনি	মঙ্গল যথা
৪০৫	৪	যত ধনী	কল্পলতা
৪০৫	৫	তান	তার
৪০৫	২০	আদরী	অদুরি
৪০৬	৮	রামরাত্রি	কালরাত্রি
৪০৭	২১	মরয়ে	মরার
৪০৭	২৮	প্রবাল	প্রধান
৪০৮	১	নিশি দিবা গান	নিশিদিবাগণে
৪০৯	৯	সচেষ্টিত	সবেষ্টিত
৪১০	১৮	শেল	সেন

৬৫২-

ধর্মমঙ্গল

পৃষ্ঠা	ছত্র	ধর্মমঙ্গল	শ্রীধর্মমঙ্গল
৪১১	১১	করতার কাহন	কর তার কহেন
৪১১	১৭	দমন	দবন
৪১২	৯	কীর্ণ	জীর্ণ
৪১২	১৩	ঠোকা	ধোকা
৪১২	২১	বসতি	বসতি
৪১৩	১	ইজলবাটি	ইজনবাটি
৪১৩	১৬	দুপাশে	দুপায়ে
৪১৪	১৮	প্রবন্ধনা ছলে	প্রবন্ধনা শুনে
৪১৪	১৯	কায	কায
৪১৫	৮	অজিত	আজি তার
৪১৬	৫	মনে	মইল
৪১৬	১১	মোউখন	মোউখন
৪১৬	১৯	চারি	চাপে
৪১৬	২৪	পাতঙ্গ শান	পতঙ্গ মান
৪১৬	২৬	স্বরালয়	স্বরনর
৪১৭	২০	জয়	জাব
৪১৭	২৬	মনাল	মোনালু
৪১৭	২৭	কায়াই	কাবাই
৪১৭	৩০	বালকে	বালকে
৪১৮	১৪	বারি	ধারি
৪১৮	২৩	ফরিকাল	কবিকান
৪১৯	৮	অজ্ঞান	আকুলি
৪১৯	১৫	যায়	জয়
৪১৯	৪	মোক্ষ	লক্ষ্য
৪২১	২০	রাম	...
৪২১	২২	কুখে	কৌখে
৪২২	৮	ইছার	ইহার
৪২২	২১	জায়া	জয়ে
৪২৪	৩	নিসহ	নিশ্চহ

পৃষ্ঠা	ছত্র	ধর্মমঙ্গল	ত্রীধর্মমঙ্গল
৪২৪	২০	ই বার	ইহার
৪২৫	৮	ধিয়রে	ধিবরে
৪২৫	১৬	গজেন্দ্রমথনে	গজেন্দ্রমথমে
৪২৫	২৩	পাছুয়ান	পাছু এল
৪২৫	২৬	নাড়িচায়	নাড়িচায়
৪২৫	২৭	রামগঞ্জ	রাজগঞ্জ
৪২৫	২৭	নিয়ড়ে	সিওরে
৪২৬	৩	তাবুঘর	তার ঘর
৪২৬	৪	তেওড়া	তেওতা
৪২৬	১১	সার	পার
৪২৬	২১	পাল	প্রাবন
৪২৬	২৪	বৌ	কেউ
৪২৬	৩০	শঙ্কর	শঙ্কর
৪২৭	১৩	তবল	তবল
৪২৭	১৪	ধিম	ধিম ধিম
৪২৭	২১	বেটিচোদ	...
৪২৭	২৭	নায় মারে	গায়ে মায়ে
৪২৮	১৩	ইবে	হবে
৪২৮	২০	কয়দিন	কেন দিগ
৪২৮	২৩	তোর	চোর
৪২৮	২৫	ততক্ষণ	সত্য মূল
৪২৯	২০	সমবল	সববল
৪৩০	৬	বাজিল ঘোর জঙ্গ	বাজিল রণ ঘোর জঙ্গ
৪৩০	৭	চর চলবুত্তে	চ'ল চল
৪৩০	৮	চরণদ্বন্দ্ব	চরণ বন্দ
৪৩১	১৬	মুক্তি	মুক্তি
৪৩২	১৬	পার হয়	পায় নয়
৪৩৩	১৫	নহলি	লহরি
৪৩৩	২২	বিথেড়ে	বিষেতে

পৃষ্ঠা	ছত্র	ধর্মমঙ্গল	ত্রিধর্মমঙ্গল
৪৩৩	২৬	কে না	কিনা
৪৩৪	৬	সত্য	সং
৪৩৫	১	সবিনয়	পরিণয়
৪৩৫	৫	চয়	ছয়
৪৩৬	১	পুড়িতে	পড়িতে
৪৩৭	৩	শুভ	সুত
৪৩৯	১১	বলে	অশ্ববলে
৪৩৯	২৮	পাখালি	পাখানি
৪৪০	৮	বাহনশালে	বাহনসনে
৪৪০	১৩	মহাদক্ষ	মহাছুঃখ
৪৪৩	১৫	ঠেসে	বৈসে
৪৪৩	১৭	সারে	স্বরে
৪৪৩	২৮	উরণ	উর
৪৪৪	২	দক্ষিণাত্রত	দক্ষিণে দ্রুত
৪৪৪	১০	যথা ক্রম	জন্মক্রম
৪৪৫	১৩	ছপাল	ছপনে
৪৪৫	২৮	ত্রাণ	দয়া
৪৪৬	১১	ব্রহ্মময়ী	ব্রহ্মাই
৪৪৭	৪	বাজিবর-বিমানে	বাজি বরবিমানে
৪৪৭	১৬	অমর	সমর
৪৪৭	২১	রায়	বাণী
৪৫০	২২	ছ বার	ছ বার
৪৫১	২৪	ঝাড়	কাড়ে
৪৫২	১৭	দলুই	দলুই
৪৫৩	২৪	গোবৎসলাহন	শ্রীবৎসলাহন
৪৫৪	৬	বাহনে	বিমানে
৪৫৪	১৪	ভবানীর	অনিত্যার
৪৫৪	১৫	সমনে	সঘনে
৪৫৫	১১	সিংহসম	সিংহসমান

পৃষ্ঠা	ছত্র	ধর্মমঙ্গল	শ্রীধর্মমঙ্গল
৪১৬	৭	সভাসদ	সভাগত
৪৫৭	২৩	কন্সিগী বাম্বলী	রক্ষিবা আপুনি
৪৫৭	২২	তুও	মুও
৪৫৮	১৩	বায়ু	নয়
৪৫৮	১৬	বাম্বলী	বাম্বুনি
৪৫৯	৫	প্রলয়	...
৪৫৯	২৫	শুভা	ক্ষণ
৪৬০	১৫	বুদ্ধে	যুদ্ধে
৪৬১	১	নিয়োগ মায়া	নিজ যোগমায়া
৪৬১	২	লাজল কুধির হলা	কর পদ কেবল
৪৬১	১২	বন পথে	বল সাথে
৪৬২	১৫	দশভূজা	দশ ভূঞা
৪৬৩	১০	দেশত্যাগী	দোষভাগী
৪৬৪	১২	এর পর এই ছত্রটি পুথি এবং শ্রীধর্মমঙ্গলে আছে কোথা গেলে রে রাম মায় ছেড়ে কোথা গেলে	
৪৬৫	১৪	যার	যার
৪৬৬	২৩	পরব্রজা	পাবে ব্রজা
৪৬৭	৮	চতুর্কা	চতুর্থ
৪৬৭	২৪	শোকে	শুনে
৪৬৮	২৬	রক্ষ	রক্ষ
৪৬৯	১২	অনন্ত	অলন্ত
৪৬৯	১২	নিয়ড়ে	নিবরে
৪৬৯	২৬	শুভক্ষণে	শুভ কালে
৪৭১	১০	যার	যার
৪৭২	১০	মেগে	যোগ
৪৭৪	২২	অতঃপর শ্রীধর্মমঙ্গলে এই চার ছত্র আছে বর মাগে বিনতি বিনয় জোড় করে । লাউসেন ভাগিনা যেন রক্ত উঠে মরে ॥ বারে রবি মঙ্গল অথবা বারে শনি । বাছা বাছা বলে যেন কেঁদে বলে ধনি ॥	

পৃষ্ঠা	ছত্র	ধর্মমঙ্গল	ত্রিধর্মমঙ্গল
৪৭৬	৩	সাত তাল	সাতওয়াল
৪৭৬	১৬	বান	বাম
৪৭৮	১	কংস	কুশ
৪৭৮	১৩	পৃথ্বীশে	পৃথ্বী সে
৪৭৮	১৮	ইন্দ্রজাল	ইন্দ্রনাল
৪৮০	৭	সেবনে	সে বনে
৪৮৩	১৩	নিগূঢ়	নিগড়
৪৮৩	১৭	পৃথিবীতে	প্রতিহিতে
৪৮৫	১৬	আধার্যা	আগিয়ে
৪৮৫	১৫	বাছলার	বাছার
৪৮৮	২৫	রাণী	দাসী
৪৯০	৩	মানাব মায়াবীরে	মানবী মায়াধরে
৪৯০	১৭	ভাজা	ভাজ
৪৯১	২৪	যামিনী	জৈমিনি
৪৯২	২	দিশারু	দিশারি
৪৯২	২	কাঠে	ছোটে
৪৯২	৩	রাক্ষস	রাক্ষসরা
৪৯২	১৬	কটকর্ণ	কটক
৪৯৩	১৪	দেবঋষি	দেব ধামি
৪৯৩	২১	মালসিজ	মানসিজ
৪৯৩	২১	আসদ	আকদ
৪৯৩	২৩	বাকস নিম	বাকনিম
৪৯৪	৮	সিনানে	দিনানে
৪৯৫	২	থাউই	থাডুই
৪৯৭	১৭	কালিনীকুলে	কলিন্দ কুলে
৪৯৮	১৪	ফলি মণি	ফলি মণি
৪৯৯	২	মুস্তকিম সেকজাদা	মুস্তফি মসেক জাদা
৪৯৯	১০	গাটকাটা	গাটে ফোটে
৪৯৯	২৮	হানই রিপুকুল দাপঃ	হান হরি পুকুল

পৃষ্ঠা	ছত্র	ধর্মমঙ্গল	শ্রীধর্মমঙ্গল
৫০০	২৮	প্রচয়	প্রচর
৫০১	২	পানে	দানে
৫০১	৪	অশ্বরাক।	অশরা কাপায়
৫০১	১৭	আমতাড়া	আমতাড়া
৫০২	৯	কাথ	কও
৫০২	১১	নারি	পারি
৫০২	২৩	ধায়ু। জরি	বাধা লরি
৫০৩	২৬	ধীর	বীর
৫০৪	৫	সামুয়া	সামুয়
৫০৫	৪	এসব শুনি লখ্য।	এল বস্তু নিলা শঙ্খ
৫০৫	৪	অন্তঃপুরে	অন্তঃপুরে
৫০৫	১৩	সকুস্তার	সকুস্তার
৫০৮	১১	ঘরে তোলা	পুরে ভোলা
৫০৮	২৭	লপর	উপরে
৫১০	৬	আই কাল	অহিকান
৫১০	২২	নিষ্পথে	নিল পথে
৫১১	৬	জলধর	যমধর
৫১১	১৪	পার	ফার
৫১২	৮	সাদা বাধা	সদা রাধা
৫১৩	৫	ক্রিয়াযোগশালী	ক্রিয়া ভোগমালি
৫১৩	১৩	খণ্ডন	আণ্ডন
৫১৩	২৫	কে রে	ফেরে
৫১৫	৬	স্থপটের ভূনি	লম্পটের মণি
৫১৬	৮	ফালি	কানি
৫১৬	৯	অঙ্গমণি	অঙ্গ মুখলি
৫১৬	১৩	বিহর	বিহার
৫১৬	২৮	সিকাপ	শিকার
৫১৭	১৫	অসি দড়মসা	অসিদড় মসা
৫১৭	২৩	বড় বড়	কড় কড়

৬৪৮

ধর্মমঙ্গল

পৃষ্ঠা	ছত্র	ধর্মমঙ্গল	ত্রিধর্মমঙ্গল
৫১৮	১৩	গুনি	গুনি
৫১৮	২১	কামধন	কাল ধন
৫২০	১২	উড়াইল ধুলা	পুড়াইল ধুনা
৫২০	২০	ছুটি	কুটি
৫২২	৩	ছসতি	ছখতি
৫২২	১৩	শেলের	সেনের
৫২৪	১	অনীত ব্যভার	আনি তব্য
৫২৬	৫	সমুটা	সমুর্টা
৫২৬	১০	আবির্ভাব	আভিভব
৫২৮	১৩	রহি রহি ঠাট	বহিবাট
৫২৮	২৩	স্বআখ্যান	সে আক্ষুনি
৫২৮	২৫	প্রসন্ন ইবে ধাতা	প্রসন্নই বেধাতা
৫২৯	৯	রাজমুণ্ডে	বাজ মুণ্ডে
৫২৯	২১	মহিষাসুর	মহিসুর
৫৩৩	২৮	লহমায়	লহ নাই
৫৩৫	৩	আন্তা মন্তা	এলাম
৫৩৫	১৪	গুড়ের	জোড়ের
৫৩৯	১১	ধর্মপথে	ধর্মপায়
৫৩৯	২৪	সিরল	বৈশীর
৫৪০	৩	অর্জ্যা	অজ্জা
৫৪০	১৫	শেলের	সেনের
৫৪২	১১	আমি	আমিয়
৫৪৩	১৪	তবলে	ভবনে
৫৪৪	৫	হেতার লইল	হেতা রণ হল
৫৪৪	৭	পাছু আসি	পাছুখানি
৫৪৫	১৬	রেবতীরমণ	রেবতীর মন
৫৪৫	২৭	সন্নমড়া	সন্নমতা
৫৪৮	১৬	পেলালাখি	ষোল লাখি
৫৪৮	২২	তোর ছার	তোছার

পৃষ্ঠা	ছত্র	ধর্মমঙ্গল	ত্রিধর্মমঙ্গল
৫৪৮	২৩	অচ্ছুৎ নরহৃন্দে	অমৃত নর মুণ্ডে
৫৪৮	২৭	ওড়ের	বড়ের
৫৫১	৬	মুখ	সুখ
৫৫১	২৮	বনিতার	বলে তার
৫৫৪	২২	ধর্ম পরায়ণ	আরহে ধর্মপরায়ণ
৫৬০	১২	নিবর্ত	নিবস্ত
৫৬০	২২	যোগেন্দ্রজ রুঢ়	যোগেন্দ্র জজুড়
৫৬১	২	ঈশানে	ইংশালে
৫৬২	৩০	আন্তের	আথের
৫৬৩	৪	অম্বুবতী	অম্বুবরতী
৫৬৩	৮	কাতি	কাড়ি
৫৬৩	২৭	কাতি	কাটি
৫৬৫	২০	হব বিঙ্গ	অরবিন্দ
৫৬৬	১৪	নিরুপাম	বিরুপম
৫৬৬	২৭	অনিলআব্রজ	অনিল আতুজ
৫৬৮	২	দশম	দশন
৫৬৮	৫	মহিমা	...
৫৬৮	২৭	বিরচিত	বিরহিত
৫৬৯	৫	অনন্ত	অন্তে
৫৬৯	১১	ওড়	তর
৫৬৯	২০	ল্যাঘাই	লে যাই
৫৭১	২৪	সই	নাই
৫৬২	১১	দেশে	দেখে
৫৭২	১৩	কর্ম	কথা
৫৭২	২৭	গ্রহচর্চা	গ্রহচর্চা
৫৭৩	১২	ব্যালিশ	বেনিস
৫৭৩	১৩	তুবক	তুবক
৫৭৪	১৫	সুচারু	সঞ্চার
৫৭৭	১০	বিনতি	মিনতি

৬৬০

ধর্মমঙ্গল

পৃষ্ঠা	ছত্র	ধর্মমঙ্গল	ঐধর্মমঙ্গল
৫৮১	১১	বাইতির	পুরোহিতের
৫৮১	২২	বস্ত্র	বস্ত্র
৫৮২	২৮	নিয়ড়	ঘর
৫৯০	৬	নিয়ড়	উপর
৫৯০	৭	ঘাটে	তটে
৫৯০	২২	শূলী	শুনি
৫৯১	২	শূলে	শুনে
৫৯১	১২	শত্রু হলো সবত শরীরে	শত্রু হঞো সব ভাবিবে
৫৯৩	২	আনিবি তৎকাল	আনি বিত্তকাল
৫৯৬	৩	পালকির	পক্ষীর
৫৯৬	১২	পশ্চিম	পক্ষম
৫৯৬	১৩	বাবুরকপুর	বাবুর কর্পূর
৫৯৬	১৭	ধূলাডাঙ্গি	ধূলে জাগি
৫৯৭	৪	সম্পূর্ণ	সম্পূর্ণ
৫৯৭	৮	পাই উঠে	পাইয়া অতি
৫৯৯	১৮	অমরের	আমাদের
৫৯৯	২৪	ময়াল	ময়না
৬০০	২০	ঘাস	খাস
৬০০	২৭	কাম নাহি	কাল অহি
৬০১	৯	লয়	নয়
৬০১	১০	তরণে	ওরনে
৬০১	১৩	মহীশ্বর	মাহিশ্বর
৬০১	১৫	ফুকদত্ত	কুবা দত্ত
৬০১	১৬	তবে	তার
৬০২	২১	লভ্য	গত্য
৬০৩	১৭	শুনিয়া তখনে	...
৬০৩	৩০	সফল	সকল
৬০৪	৩০	ল্যায়াই	নাচায়
৬০৫	৫	ল্যায়াই	নোয়াইয়া

পৃষ্ঠা	ছত্র	ধর্মমঙ্গল	ঈশ্বর্নমঙ্গল
৬০৫	১৬	বলাহকে	হলাহলে

পাঠান্তর (খ)

		পুথির পাঠ	আমাদের পাঠ
২৫	৯	অপে	কৃপা
৩১	৪	নাহি জানে	পায় ধ্যানে
৩১	২১	গীত	গাথ
৩৬	৩	নিবেদিয়া	নিরবধি
৫৭	২৭	আলয়াল	আলয় আলো
৭৭	১২	বিজ্ঞজ	বিয়োজ
১০৩	১	মাহুও	সামুলা
২০০	২৮	নিদ্রাতদগত	নিদ্রাগত
২৫০	১	গরগণ্ড	গলগণ্ড
২৫১	২৭	অঠ্যা	এঠ্যা
২৬৬	২১	বিসম	বিসময়
২৭৩	২৯	পরমিষ্টি	পরমেষ্টি
২৭৭	১৯	যুগন্ধার	যুগন্ধার
২৮১	১০	ধিয়রে	শিয়রে
২৮২	৯	জাঙ্গ	যাকু
২৮৫	৫	গান্ধার	গন্ধার
২৯৮	১৫	হস্তীর	অস্থির
২৯৯	১৯	বুড়ায় পাল	বুড়া হয়্যা পাল
২৯৯	২০	মজা কর্যা শুন	মজাবে সকল
৩০৬	২১	ই বেশে	হইবে সে
৩১১	২০	হে দেবাকরের	হেদে ঝকরের
৩২৮	১২	লাফ দিয়ে দর্প কর্যা	
		পাড়িলে	এই মোর প্রতিজ্ঞা...
৩৫১	১৪	খল	মল

৬৬২

ধর্মমঙ্গল

পৃষ্ঠা	ছত্র	পুথির পাঠ	আমাদের পাঠ
৩৫১	২২	হকি	একি
৩৫২	১৩	পার হয়্যা	পারিয়া
৩৫২	১৮	মধ্য অনে	মধ্যগনে
৩৬০	৮	কুতুকথা	কৃষ্ণকথা
৩৬২	২২	তু পূজাতে	লুক যাতে
৩৬৫	১২	জ্যোতিঃসার	জ্যোতিষ
৩৬৬	৪	রুজু	রুজু
৩৭১	১২	গূর্জাদী	সূর্যাদি
৩৯৫	২৪	পরিবোধে	পরিবেশে
৩৯৭	১২	অভিসার	আগুসার
৪০৭	৫	অত্যদ	আদেশ
৪১২	২৪	আনন্দা	জলদী
৪২৮	২১	চণ্ডনি	চাণ্ডনি
৪৪৮	১২	সাজুয়া	সাজোয়া
৪৬৩	১০	দেশভাগী	দেশত্যাগী
৪৬৪	১৮	জীবতো	জীবতে
৪৭৮	২১	নড়ানেড়ি	দ্বরাধরি
৪৮৪	১৪	তুলবন্দী	তুহঁ বন্দী
৪৮৭	১৮	ভাগুরি গঙ্গাজল ভূপতির	ভূজিয়া দুর্ঘোধন...
৫২৮	১০	পদ্ম	পদ্ম
৫৪৩	১৬	ইসরে	হেসরে
৫৪৬	১৩	গজে ধরে	দিগে দিগে
৫৬০	৫	সমর	মমত্ব
৫৬১	২২	বিহরে	নিহরে
৫৭২	২৩	নিষ্ঠি	নৃত্যে

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৪	২৮	বর্ণ	বন
২১	৩০	আমি কি বুঝাব আমি	আমি কি বুঝাব তুমি
৮২	২৮	তহুঁরাগে	অহুঁরাগে
১২২	২৪	নবারণ	নিবারণ
১২৭	২৪	পরিল	পড়িল
১৩৩	২১	আন নানা কারিহ শুন	আন নানা কারি শুন
১৩৩	২২	মোহিনী স্থান	মোহিনী কহেন স্থান
১৫৩	১৩	তোমা	ডোম
১৫৮	২৩	বাড়ি	বারি
১৬৩	৪	শুভাস্ত	শুভাস্ত
১৬৪	২৬	জিজ্ঞাসা	জিজ্ঞাসা
১৬৮	১৩	চরণারবুন্দে	চরণারবিন্দে
১৭৭	২৫	টাল নয়্যা	টাল লয়্যা
১৮১	১২	গায়ে	গাত্র
১৮৩	১৫	লক্ষ্মণ	লক্ষণ
১৮৪	১৭	পড়ে	পরে
১৯৪	২৫	আনি	আলি
১৯৫	২০	পলাইবে	পলাইল
১৯৭	২	তথ্য	তথ্য
২০৭	২৩	শান্ত	শ্রান্ত
২০৯	৭	শান্ত	শ্রান্ত
২০৯	১০	পড়ে	পাড়ে
২১৪	৪	দন্তে	দণ্ডে
২৪০	২	বুড়ানে	বুড়ালে
২৫০	৯	দেবী	ডেড়ি
২৫০	১২	দেবী	ডেড়ি
২৫৬	১৭	দেবী	ডেড়ি

পৃষ্ঠা	ছত্র	অঙ্ক	উদ্ধ
২৫৭	১৪	কুহু পাছ বহে	কুলপা ছ' বাহে
২৬৭	১৩	চালে	চালে
২৭৮	১২	কথা	যথা
২৮১	৭	কাহ্ন	কালু
২৯২	১৩	বড়ের	ওড়ের
৩০২	২৭	আমি	আমি
৩০৪	৫	মামাকে	আমাকে
৩০৭	২১	কুন্তল	কুণ্ডল
৩০৯	২১	তাল	ডাল
৩১৯	৮	সমাজ	সমাজ
৩২০	৭	চাল	ঢাল
৩২০	২৯	কপূরধল নাই দেই	কপূরধল কর নাই দেই
৩২৬	১৬	রামদাস রথী	রাম দাশরথি
৩৩১	২৮	শরভ্রষ্টপদ	শরভ অষ্টপদ
৩৪০	১	চাল	ঢাল
৩৫৬	১১	ভারা	তারা
৩৫৭	২৭	আমি	আমি
৩৫৯	১	থঞ্জরিতে যাই	থঞ্জরি তেঘাই
৩৬৭	১০	আশা	আলা
৩৭১	২৭	ধরে	দূরে
৩৭৪	৯	শিখিল	শিমূল
৩৮২	৫	চাল	ঢাল
৩৮৩	৭	চাল	ঢাল
৪২৮	১৮	জগর	নগর
৪২৯	২৮	অমনি	অশনি
৪৪৭	৪	সার	পার
৪৫৭	১২	মরে	নরে
৪৬৫	১৭	কহা	কয়ে
৪৮৪	৩	শর নিয়ে	সর নিয়ে

শুদ্ধিপত্র

৬৬৫

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪২৮	২৩	মন্ত্ররাজা	মন্ত্ররাজা
৪২৯	৭	ভিত্তা	ভিত্তা
৫৪০	৫	নাট	নাট
৫২০	১০	পলায়	গলায়